

বেদ-মীমাংসা

দ্বিতীয় খণ্ড

Calcutta Sanskrit College Research Series No. XXXIII

Published under the auspices of the
Government of West Bengal.

STUDIES NO. 17

VEDA-MIMAMSA

(A Vedic Compendium)

VOL. II



SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1965

Board of Editors:

Dr Radhagovinda Basak, M.A., Ph.D.,

Vidyāvācaspati, *Chairman*

Dr Sunīti Kumar Chatterji, M.A., D. Litt. (Lond.)

Professor Durgamohan Bhattacharyya, M.A.

Kāvya-Sāṅkhya-Purāṇatīrtha

Professor Satindra Chandra Nyāyācārya

Dr Gaurinath Sastri, M.A., D. Litt.,

Secretary and General Editor

VEDA-MIMAMSA

VOL. II

BY

ANIRVAN

*Honorary Fellow, Sanskrit College Seminar,
Government Sanskrit College, Calcutta.*

SANSKRIT COLLEGE

CALCUTTA

1965

*I-B-1959

Published by
The Principal, Sanskrit College,
1, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

UOI- II

Anirvan

Price : Rs. 10.00

212948C

103

V-P-K

Printed by
S. N. Guha Ray at Sree Saraswati Press Limited
32, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-9

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক—৩৩

বেদ-মীমাংসা

দ্বিতীয় খণ্ড

অনির্বাণ



বেদ-মীমাংসার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর বিশ্ববৎসমাজে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল তাতে পরবর্তী খণ্ডগুলির যথাসম্ভব সত্ত্বরপ্রকাশে আমরা উৎসাহিত হয়ে ছিলাম। কিন্তু এই খণ্ডখানির প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে অনিবার্য ও অপ্ৰত্যাশিত বিঘোর জন্য। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রস্তুতি বর্তমানে অব্যাহত আছে। যথাসময়ে সে খণ্ডখানি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হবে। সময়ে সংগৃহীত জ্ঞানরত্নরাশি লোক-হিতের জন্য নিঃশেষে বিতরণ করাই যার জীবনব্রত, বরদা বেদমাতার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই তাঁর প্রারম্ভিকার্য সন্মুখভাবে পরিসমাপ্ত হবে।

সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

নিবেদন

বেদমাতার অশেষ প্রসাদে বেদ-মীমাংসার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। অপ্রত্যাশিত নানা বাধাবিঘোর জন্য গ্রন্থপ্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় আগ্রহী পাঠকদের নিকট ক্ষমা চাইছি।

এইখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের আনুমানিক অর্ধাংশের স্থান হল। এতে আছে বৈদিক দেবতাদের সাধারণ পরিচয় এবং ‘পৃথিবী’ ছাড়া পৃথিবীস্থান দেবতাদের বিস্তৃত বিবৃতি। দেবতাদ্বয়ের বাকী অংশ তৃতীয় খণ্ডে থাকবে।

টীকায় সংহিতা হতে যেসমস্ত প্রমাণমূল্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, এবার সাধারণ পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রায় সর্বত্র হয় মূলে না হয় টীকাতেই তাদের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনমত শব্দার্থবিচার ও টিপ্পনীও যোগ করা হয়েছে। এখন থেকে বেদার্থমীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্যাত্মক কাজও এইভাবে কিছুটা অগ্রসর হতে থাকবে।

গতবারের মত এবারও কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রোৎসাহন এবং মদ্রগব্যাপারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের পুস্তক প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের এবং শেষের দিকে শ্রীমান্ গোতম ধর্মপালের সক্রিয় সহায়তা আমার কাজকে স্বচ্ছন্দ ও লঘুভার করেছে। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন।

“হৈমবতী”

শ্রীপদ্মমী, শকাব্দ ১৮৮৬

অনির্বাক

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায় : বৈদিক দেবতা

ক.	ভূমিকা	২৪১—২৪২
খ.	সাধারণ পরিচয়	২৪২—৩১৫
	১ দেবতার স্বরূপ	২৪২
	২ দেবতার রূপ গুণ ও কর্ম	২৫৬
	৩ দেবতার সংখ্যা	২৬৯
	৪ লোক সংস্থান	৩০৯
গ.	পৃথিবীস্থান দেবতা ১ : অগ্নি	৩১৬—৪৯০
	১ রূপ গুণ ও কর্ম	৩১৬
	২ জন্মরহস্য	৩৬৯
	৩ অগ্নি ও অমৃত দেবতা	৩৭৯
	৪ অগ্নি ও মানুষ	৩৮৬
	৫ অগ্নির বিভিন্ন বিভাব	৩৯৪—৪৩৮
	সৌচীক	৩৯৪
	রক্ষোহা	৪১৯
	অবিণোদা	৪২২
	বৈশ্বানর	৪৩০
৬	আত্মী দেবগণ	৪৩৮—৪৯০
	ইন্দ্র	৪৪৩
	তনুনপাং	৪৪৫
	নরাশংস	৪৪৯
	ঈল	৪৫২
	বহিঃ	৪৫৪
	‘দেবীর্ দ্বার’	৪৫৭
	উষা	৪৬০

নক্সা	৪৬১
'দৈর্যো হোতারো'	..		৪৬৪
ইলা	৪৬৮
সরস্বতী	৪৭০
ভারতী	৪৭৫
ঝষ্ঠা	৪৭৭
বনস্পতি	৪৮৩
স্বাহাকৃতি	৪৮৭

সঙ্কেত-পরিচয়

Av.	Avesta
অরে.	অরেষ্টা
ঐ আ.-	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ ব্রা.	ঐতবেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষদ্
কাঠ.	কাঠক সংহিতা
গী.	গীতা
ছা.	ছান্দোগ্যোপনিষদ্
জৈউবা.	জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
টীম্.	টীকা মূল, টীকা ও মূল
DR	Geldner's Der Rigveda
তা.	তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ
তু.	তুলনীয়
তৈ আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ ব্রা.	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈ স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিষ.	নিষণ্ট
পপা.	পদপাঠ
পা.	পাণিনি সূত্র
পাম.	পাণিনিসূত্র মহাভাষ্য
পৃ.	পৃষ্ঠা
প্র.	প্রশ্নোপনিষদ্

প্রতিভু.	প্রতিভুলনীয়
বিণ.	বিশেষণ
বিজ্ঞ.	বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য
বৃহদে.	বৃহদেবতা
বেমা.	বেঙ্কটমাধব
বৈপ.	বৈদিক পদানুক্রম কোষ
ব্যা.	ব্যুৎপত্তি
ব্রহ্ম.	ব্রহ্মসূত্র
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মস.	মহুসংহিতা
মহা.	মহা ভারত
মা.	রাজসেনেয়ী মাধ্যন্দিনসংহিতা
মাণ্ডু.	মাণ্ডুক উপনিষদ্
মু.	মুণ্ডক উপনিষদ্
মৈস.	মৈত্রায়ণীসংহিতা
ল.	লক্ষণীয়
শ., শৰা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শৌ.	অথর্ববেদ শৌনকসংহিতা
শ্রৌ.	শ্রৌতসূত্র
সং.	সংস্করণ
সা.	সায়ণ
সাভা.	সায়ণভাষ্য
সিকৌ.	সিদ্ধান্ত কৌমুদী
সূ.	সূক্ত
স্ম.	স্মরণীয়

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক দেবতা

ক. ভূমিকা

বৈদিক সাহিত্য অর্থভাবনার বাহন। গোড়াতেই বলেছি, এ-সাহিত্য বিদগ্ধ মনের সৃষ্টি, ভাব আর ভাষা এর মধ্যে একটা সুসম্বন্ধ রূপ নিয়েছে অনেক আগেই। কি করে এ গড়ে উঠেছিল, তার প্রাক্তন ইতিহাস আমাদের অজানা। পুরাতত্ত্ব ঘাটা-ঘাটি করে তা নিয়ে নানা জল্পনা করা চলে, কিন্তু কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছনো যায় না [১]। অথচ এ-সাহিত্যের প্রভাব অলঙ্কা হলেও এর প্রভাব কিন্তু আজও জাগ্রত এবং জীবন্ত। সুতরাং অর্থভাবনার ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে গঙ্গোত্রীর হিমবাহের মত বৈদিক সাহিত্যকেই তার ধ্রুবপদ বলে ধরে নিতে হয়; সেখান থেকে আমরা ভাটিয়েই আসতে পারি, কিন্তু উজিয়ে যেতে পারি না। তার ফলে, বেদার্থ আবিষ্কারের জন্য আমাদের কাছে মূখ্যত দু'টি পথ খোলা থাকে - এক, বেদকে স্বতঃপ্রমাণ জেনে তাকে বোঝাবার জন্য তারই মধ্যে অবগাহন করা; দ্বিতীয়ত, বেদোক্তর ভাবনার আলোকে তার তাৎপর্যকে উদ্ভাসিত করবার চেষ্টা করা। অর্থাৎ প্রাচীন পবিত্রাণ্য অনুসারে, জ্ঞানের উপলব্ধির উদ্‌বোধক শ্রুতিই এখানে মূখ্য প্রমাণ, স্মৃতি তার অনুগামী, অনুমানের প্রকার শেষবৎ কিনা কার্য থেকে কারণে যাওয়া - আর তার অবধি আপাতত ওই বেদপর্যন্ত, তার উজানে যাওয়ার সমীচীনতা নিঃসংশয় নয়।

আগেই বলেছি, সুসম্বন্ধ বলেই বৈদিক সাহিত্যকে আদিমানবের অস্পষ্ট মননের সঙ্গে কখনও উপমিত করা চলে না। এ সাহিত্যের মধ্যে আমরা পাই দীর্ঘযুগবাহিত সুনিয়ন্ত্রিত ভাবনা ও সাধনার একটা পরিণীলিত রূপ, যা বিশ্বমানবের চিৎপ্রকর্ষের কতকগুলি অনতিবর্তনীয় সংকেতের বাহন। প্রাণধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এই

[১] ইন্দো ইউরোপীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক দু'টি প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায় গ্রীসীয় এবং ইরানীয়। কিন্তু দু'টিই প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য হতে অর্বাচীন। ইরানীয় অধ্যায়ভাবনার সঙ্গে বৈদিক অধ্যায়ভাবনার অনেক মিল আছে, কিন্তু গ্রীসীয় ভাবনার সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য অতি সহজেই চোখে পড়ে।

সংস্কৃতগদ্যলি বস্তুতই 'সনাতন'। তাই মানুষের অধ্যাত্মপ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের উপ-যোগিতা এখনও নিঃশেষিত হয়নি, হবারও নয়। এখন এই সনাতন সংস্কৃতগদ্যলিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করাই হবে আমাদের আসল কাজ।

বৈদিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য দেববাদ। তার দুটি অঙ্গ যজ্ঞ এবং উপাসনা। দেবতার যজ্ঞে ক্রিয়ার প্রাধান্য, উপাসনায় ভাবের। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিয়ায় চেতনা বহিঃবাস্তব, ভাবে অন্তর্যবাস্তব। তবুও ক্রিয়াতে ভাবেরই অর্নিভাব্যতা, ভাবই তার ধারক এবং পোষক। এই ভাব সংহিতায় 'ধী' বা 'দীর্ঘিতি' অর্থাৎ ধ্যান-চিন্তা। ধ্যান দেবতার প্রাণ, ধ্যানেই তিনি যজ্ঞমান বা উপাসকের প্রত্যক্ষ হন [২]। দেবতা সাধা প্রজ্ঞা ও বীর্যরূপে; সাধা ও সাধকের মাঝে ধ্যান সেতু। 'নিদিধ্যাসন' বা ধ্যানতত্ত্বময়তাব ফলে দেববাদ পর্যবসিত হয় ব্রহ্মবাদে, আত্মা বিশ্ব ও পরমদেবতার সাযুজ্যে সংহিতার আত্মস্থূতিগদ্যলিতে যার পরিচয় পাই। এই দেবতাব স্বরূপ এবং বিভূতি এখন আমাদের অনুধোয়।

খ. সাধারণ পরিচয়

১ দেবতার স্বরূপ

নিরুক্তি দিয়ে দেবতার পরিচয় শুরুর করি, কেননা 'দেব' শব্দটি যৌগিক এবং পারিভাষিক। আব বৈদিক সাহিত্যে এমনতর শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর বলে তাদের তাৎপর্যনির্ণয়ে নিরুক্তি একটা প্রধান অবলম্বন।

'দিব্' থেকে 'দেব'। কিন্তু বেদে প্রাতিপদিকরূপেই দিব্-এর ব্যবহার আছে, ধাতুরূপে নাই। তার জায়গায় আছে 'দী' ধাতু, অর্থ 'দীপ্তি দেওয়া, ঝলমল করা' [৩]। প্রাতিপদিক 'দিব্' দ্ব্যলোক, আলোঝলমল আকাশ। আকাশে যতক্ষণ

[২] নিম্নে 'ধী'র দুটি অর্থ কর্ম (২১) এবং প্রজ্ঞা (৩৯)। স্পষ্টতই আর্থভাবনায় এ-দুটি সহচরিত সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে এই সহচর্যের পরিচয় আছে। তু ঋ তং ঐ ঋহমি মনসা বয্ৎ কৃঃম্ ১৩ ১৭। ১২ দেবহুতিং বযট্ কৃতিং জুমাং ৭। ১৮ ৩, বযড্ বযল ইত্য উধার্সো অনক্ষন্ নমো নম ইন্ উপরাসো অনক্ষন্ ১০। ১১৫। ৯, ঐত্রা মনো দেবতায় ইবিব গৃহীতং স্যাব্ তাং ধ্যায়েদ বযট্ কবিমান্ সাক্ষান্ এন তদ দেবতায় প্রীণাতি প্রাত্যক্ষান্ দেবতায় মজ্জতি ৩। ৮ অগ্নিতে আত্মতে দেবান্ আগ্নে যাজমানন্ত পাঠ কবতে হয়, তাব লশ্য, বযট্ (বোয়ট)। এই মন্তেটি থাকে। অর্থ অগ্নি যেন বহন করেন বা জননে পোঠেন। এই মন্তের উচ্চারণ হল 'বযট্ কার'। এটি কবীজ, অথচ বহন বা ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণে বযট্-কারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (তু ঐত্রা ৩। ৫-৮)। কোথাও কোথাও মুখ্য শাস্ত্রিগণ দেবতার মধ্যে বযট্-কার আন্তিম দেবতা (ঐত্রা ১। ১০, তা ৬। ৩। ৫)। আবার 'ধী' যার স্বভাব, তিনি ধী বা উপনিষদে ধীং শ্যানানন্দব সংজ্ঞা। ঋক সংহিতায় যিনি ঈশ্বর, বিমলভবনের বক্ষক, তঁরিনও ধীর অপ্রাক্ষর মধ্যে তিনিই আবির্ভূত হয়ে প্রজ্ঞাব উদ্দেশ্য ঘটান ইনো বিশ্বস্য ভূবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকম্ অত্রা ক্রিরশ ১। ১৬৪। ২১। সূত্রায় কর্ম এবং প্রজ্ঞা দুইই তুল্যভাবে দেবতার বৈভব।

[৩] যাক্স দেবতার নিরুক্তি দিচ্ছেন, 'দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দেয়তনাদ্ বা দূহস্থানো ভবন্তীতি বা' (৭। ১৫)। এ মধ্যে প্রথমটি কেবল অর্থের দিক থেকে। √ দীং কাস্বাকাচি √ দূং ঋকসংহিতাতেই পাওয়া যায় √ দিব্ এর সঙ্গে উপজনরূপে '৭' যোগ করে তার বৃদ্ধপত্তি সিদ্ধ হতে পারে (তু √ চিঃ চিৎ, নৃঃ নৎ, কৃঃ কৃৎ)। √ দীপ্ শব্দ যজুঃ আর অর্থ সংহিতায় আছে। 'দেব' তু Lat. Juv, Lith. deivus, OHG. zo, OE Fr. Gr. duc, ducetis 'shines' . . . ১

আলো আছে, ততক্ষণ 'দিবা'। দিব্ দিবা দেব তিনটি শব্দে একই ভাবনার প্রকাশ। সে ভাবনা আলোর। অতএব দেবতার স্বরূপ হল আলো। বাইরে যা আলো, অন্তরে তাই 'বোধ' বা জেগে ওঠা, 'চিন্তা' বা বিবেক; তার ফলে 'প্রজ্ঞান', 'সংজ্ঞান' ও 'সংবিৎ' [৪]। এমনি করে সাধা দেবতা সাধকের আত্মত্ব হন।

দেবতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা 'বসু', অর্থ 'দীপক, জ্যোতির্ময়' [৫]। সংহিতায় দেবতার প্রধান বিভূতি অগ্নি ইন্দ্র সোম রুদ্র মরুদগণ উষা সূর্য পৃথ্বী আদিত্যগণ

[৪] স্বকসংহিতায় 'বৃধ্' জেগে ওঠা ধাতুর প্রয়োগ থাকলেও 'বোধ' শব্দ নাই আছে 'বৃধ্'। যাস্ক তর অর্থ করেছেন অন্তরিক বা প্রাণ 'নি ১০.৪৬ সাধারণত শব্দটি 'মন' বা 'উৎস' অর্থে রূঢ় তু স্ব উপরি বৃধ্য এনাম্ ১.২৪৭, অগ্নি 'স্বাধ্যা বৃধ্য' ১.১৬৭ (১০ ১০৯১০), নদীনাং বৃধ্যো ৭ ৩৪১১৬, ঋতস্য বৃধ্যো ৩.৬১৭, আনুর্ধ্যাক্ষিক অর্থ 'গভীর দেশ', যেমন 'অপঃ প্রেরয় সগবসা বৃধ্যাৎ—অপদের 'গভীর' শব্দদের; পাঠ্যলাভ সাধারণের 'গভীর' হতে ১০ ৮৯১৪ (সাধাব এখানে হস্য সমুদ্র, তু ৪ ৫৮১৫, ১১, ১০ ৫১১, ১৭৭ ১, চেতনার অনুধ্যক্ষ লক্ষণীয়), নিব যদ্ব ঋং বৃধ্যাৎ অক্লস্ত গভীর হতে আগ্নের উৎসারণ) ১.১৪১৩। 'অগ্র' এবং 'বৃধ্য' আগা এবং মূল পাণ্যপাণি ৩.৫৫১৭, ১০.১১১৮ অগ্নি যে-বোধিত উৎপন্ন হন বা জেগে ওঠেন তা 'বৃজস্য বৃধ্যো' ১.৫২১৬, ২.২১৩, ৪ ১১১১, তা এই পৃথিবীই পরম অস্ত তু ইয়ং বোধঃ পরো অস্তঃ পৃথিব্যঃ ১.১৬৪১৩৫, অতএব সেও 'ক্ষম বৃধ্যা', ইন্দ্র যাকে ক্ষোভিত করেন প্রাণোজ্জ্বল্যে (৪.১৯১৪, সর্বমূল অসাড়ের মধ্যে সাজা জাগান, তু 'স্বা নঃ পিতরঃ পরাসঃ... ক্ষমা ভিন্মগো অরুণীর্বা অপ বৃন্—আমাদের পরম পিতৃপুরুষেরা পৃথিবীকে ভেদ করে অপাবৃত করেছিলেন উষার অরণ্য আভা ৪.২১৬)। অগ্নি তপোদেবতা, তার এই জাগরণ 'তপুযো বৃধ্যা' ৩.৩৯৩। অস্তবিক্ষে মরুদগণের বৃধ্য বা জাগরণ যেন জলপ্রাবনের মত (অপাং ন যাম) ১০.৭৭ ৪। বোধিতে অগ্নিশিখা যেন সাপের মত ফণা ধরে জেগে ওঠে, অতএব অগ্নি 'অহিবৃধ্যাঃ' (তু অহিবৃধ্যো বৃধ্যঃ ১০ ১৩১৫, অবজাম্ উব ধৈর্য অহিব গৃণীষে বৃধ্যো নদীনাং বজঃসু সীদন, মা নো অহিবৃধ্যো গ্নিয়ে ধাৎ স্বকা দিসে প্রশংসন করি অপ হতে জাত সেই অহির, গিনি নদীদের উৎসে বা গভীরে রাজ্যভূমিতে নিযম, বৃধ্যা অহি যেন আমার ঋষিগণে না ফেলেন ৭.৩৪১৬, ১৭. তু হঠাৎযোগে বর্ণিত মূল্যবানস্ব সপর্কপণী কুন্ডলিনী)। বৃধ্যের চৈতন্য অর্থ 'বৃদ' স্পষ্ট এইখানে 'পুরুষাং বৃধ্যা আততঃ' ১০.১৩৫১ (দ্র বেমী পৃ. ১১৯২) আধুনিক জার্মানজ্ঞানীর ব্যুৎপত্তি 'Lat fundus for *fudn' < lat m of anything', but also 'piece of land, farm, estate', cf. *puthmen* for **puthman* 'foundation of the sea, of a cup'. In spite of somewhat various meanings of the above cognates, the root-idea preserve I in Gmc, Lat & Scrt seems to be 'earth-land'. It is suggested that Aryan 'bhullin' meant the place of growth ultimately and the base is connected with that of Lat *fu* 'I was' (Wylb)। মূল যা ই থাকুক, সংস্কৃতে V বৃধ্ (জাগা, সচেতন হওয়া) এর অর্থের ধারি এই শব্দটির মধ্যে এসে গেছে। উপরের সবগুলি উক্তির মধ্যে এট ধারি আছে। যেখানে চৈতন্য নাই সেই অসংজ্ঞা লোক রাজ্য বর্ণনের 'বৃধ্য' (১.১২৭ ৭)। শীর্ষ বা মস্তক সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ বা চেতনার আধার তা দেখতে যেন একটা উল্টোনা ঘরের মত—তলা উপরে, ফুটা নীচে। সংহিতায় তার বর্ণনা 'ভির্গণবিলম্ব' (বৃ অর্বাণবিলম্বঃ ২.১২৩)। মেন উপদ্রবাস্, তিস্মিন্ যশো নিহিতং বৈশ্বপম, তদ্ব আস্ত ঋযাঃ সপ্ত সাকঃ যে অস গোপা মহতো বক্রবঃ শৌ ১০.৮৯। বোধ বা চেতনার জাগরণ হতে 'চিন্তা' অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্তের জ্ঞান; তু 'দেবালো অগ্নিঃ জনমস্ত চিন্তিভিঃ—দেবতারা অগ্নিকে ব্যাকৃত করলেন চিন্তা দিয়ে স্ব ৩.২১৩, চিন্তিম্ অচিন্তিং চিনবস বি বিজান—প্রচৈতন্য আর অপ্রচৈতন্য মধ্যে বিজান্ যেন তথ্যত কবতে পারেন ৪.২২ (তু ১.১৬৪১২১)। প্রথম বিবেক 'পূর্বচিন্তি' (তু ১.৮৪১২২, ৮.১৩১৯, ৯.১৯১৫)। চিন্তিব ফলে 'প্রজ্ঞান' (দ্র বেমী পৃ. ১০৫৭)। তারপর 'সংজ্ঞান' বা সাধারণ বোধ (তু 'সংজ্ঞানো উপ সীদম্' অভিজ্ঞ পত্নীবস্তো নমসং নমসান' অগ্নির সঙ্গে নিজদের এক জেনে সেই নমস দেবতাক প্রণাম করে পরস্পর তরা তরা কাছে বসলেন জান্, পেতে স্ব ১.৭২১৫; সংজ্ঞানই পরম অগ্নি ১০.১৯১৪, ১৯১২)। তার ফলে 'সংবিৎ' বা পূর্ণপ্রজ্ঞা (ঋ. ৮.৫৮১১, ১০.১০১৪; তু অগ্নম জ্যোতিব' অরিনাম দেবান্ ৮.৪৮১৩)।

[৫] < V বস্ (আলো দেওয়া) > উচ্চ (বস্ + ছ বিকরণ)। বৃণপম্ব শব্দ - উষস্, উস্ত্র, বাসর, বিবস্বৎ...। তু Av *vanhus* 'good', কিন্তু IE **vas* 'to shine'।

সবাই বসু [৬]। উষা আর বসু একই ধাতু হতে বৃৎপন্ন। বিশ্বদেবগণও সাধারণভাবে বসু [৭]। আবার বসুরা একাট দেবগণ [৮], সংহিতায় তাঁদের বহু উল্লেখ আছে। ধনবাচী কুবিলিক্স বসু শব্দও সামান্যত আলোকবিস্তকেই বোঝায় [৯]। বসু বলেই দেবতা 'বসিষ্ঠ' বা জ্যোতিষ্মন্তম [১০], 'বিবস্বান্' বা আলোকলমল [১১]।

অনুভবের দিক দিয়েও দেবতা 'জ্যোতিঃ'। বেদে এই শব্দটি বহুপ্রযুক্ত। বৃৎ-পস্থিতে 'দেব' আর 'জ্যোতিঃ' সংগোষ্ঠ [১২]। বাইরে জ্যোতির সর্বোত্তম প্রকাশ সূর্য্যে। ঋক্ সংহিতার সর্বানুক্রমণীকার কাতায়ন বলেন [১৩], 'অথবা এক মহান্ আত্মাই দেবতা, তাকে বলা হয় সূর্য্য'। তিনিই সর্বভূতের আত্মা। তাই ঋষি বলছেন, 'যা-কিছু চলেছে, যা-কিছু স্থির হয়ে আছে, সৈসবার আত্মা সূর্য্য'। তাঁরই বিভূতি হলেন অন্য দেবতারা। সেকথাই এই ঋকে বলা হয়েছে: 'পক্ষবান্ দিব্য সুপর্ণ যিনি' তাঁকেই তাঁরা বলছেন ইন্দ্র মিত্র বরুণ আর অগ্নি; (এক সংকেই বিপ্রেরা বহু-ভাবে প্রকাশ করছেন, বলছেন অগ্নি যম আর মাতরিষ্ঠা)।'

দেবতার জন্য আর্যহৃদয়ের যে আকৃতি, তা এই জ্যোতির আকৃতি। বসিষ্ঠ বলেন: আর্যের লক্ষণ, জ্যোতিকে তাঁরা করেছেন তাঁদের অগ্রগামী [১৪]। আদিত্যায়নের ছন্দে তাঁদের জীবনায়ন, আলোর পিপাসা তাঁদের দিশারী। ঋষি গৌরবীণের হৃদয়তস্ত্রে তাই তীর্থনিঃস্বনে ব্যঞ্জন হতে শুনি এই ঋক্, 'অপ ধনাম্ উর্ণহি পূর্ধি চক্ষুর্, মৃমৃক্ষ্য অস্মান্ নিধয়ে বন্ধান্'—হে দেবতা, অপাবৃত্ত কর এই অন্ধকার, ভরে দাও এই চোখ আলোতে, মুক্ত কর আমাদের পাশে বন্ধ হয়ে

[৬] ঙ. ঋ অগ্নি (১।৩১.৩, ৩।১৮.২, ৫।৩.১২), দ্যুত (২.৪৩.৫), মরুদগণ (২.৩৪।৯, ৫।৫৫.৮), ইন্দ্র (১।১০.৪, ৩০।১০, ২।১৩.১৩, ৩।৫১।৭), অশ্বিনয় (১।১৫৮।১-২), উষা (৬।৬৪.১) সূর্য্য (৪।৪০।৫), পৃথ্বা (বসোঃ বাশিঃ ৬.৫৫।৩), অদিত্যগণ (৭।৫২।১, ৮।১৮।১৫, ১৭), সোম (৯।৯৮।৫)।

[৭] ঙ. ঋ রস্বে বাসবানাঃ ১।৯০.২; তু ১।১০৬।১-৬, ৪.৫৫।১, ৬।৫০.১৫, ৫১।৭, ৮।২৭।২, ৯, ১০।১০০।৭।

[৮] ঙ. নি বসো যদ্ নিবসন্তে সর্বগ্, অগ্নির্ বসুভির্ বাসর ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ ইন্দ্রো বসুভির্ বাসর ইতি সমাখ্যা, তস্মান্ মধ্যস্থানাঃ। বসবো আদিত্যাবশ্বাঃ নিবাসনাঃ, তস্মাদ্ দ্যুস্থানাঃ ১২.৪১। ঋতে বসু কি এগার জন (তু ১।১৩৯।১১)। কিছু রাগণে অষ্টাবসু, ছন্দের অক্ষরসমা হতে ঙ. ঐ ১।১০, ৩।২২, তু ঐ ২।১৮, ঋ ১।১৬.৩।৫, তৈ. ৩।১২।৬, জা. ৬।২।৫)।

[৯] নিয পূর্বাংশ বহুবচনে 'বসবঃ' রাশি ১.৭, কুবিলিক্স 'বসু' ধন ২।১০

[১০] তু ঋ ২.৯.১ ১০।১৫.১৭; আবার সপ্তম মন্ডলের ঋষি বসিষ্ঠ। তু ফার্সী 'বাহিস্ত' < Av. Vahišta ঋক্, Vahišta পরমপুরুষের সংজ্ঞা।

[১১] ঙ. নি 'নিবাসনবান্ তস্মাসম্', ৭.২৬। 'বিবস্বান্' পরমদেবতার প্রাচীন সংজ্ঞা তাঁর প্রতীক সূর্য্য দিনরাত্ত তাঁরই বিভূতি উজ্জ্বল অহনী সুদিনে বিবস্বন্তঃ ঋ ১০.৩৯।১২, দেবতার 'বিবস্বন্তো জনিমা' ১০.৬৩।১। তাঁর উপাসনায় উপাসকও বিবস্বান্ (৮.৬.৩৯, ১.৪৬।১৩, ২।১০।৬...)। অন্যান্য বিবরণ 'বিবস্বান্' ঙ.।

[১২] দিব্ > দ্যুৎ > *জু৭।

[১৩] ঙ. ২।১৪।১০। ১. ১।১১৫।১। ১।১৬৪।৪৬।

[১৪] ঋ তিগ্নাঃ প্রজা আর্ষা জ্যোতিঃগাঃ ৭.৩৩।৭। তিনটি প্রজা তু ৮।৭৫.১৬.১৮। আবার তিন বাক্ ও জ্যোতিঃগা ৭।১০১।১। (তু গৃহ্যনিহিত তিনটি বাক্-পদ, মনীষী রাগণেবাই যাদের তত্ত্ব জানেন ১।১৬৪.৪৫)। বৈদিক আর্যের কবিহৃদয়ের উল্লাস বাক্যের সাধনায় (তু ১০।৭১।৪)।

রয়েছি যে [১৫]! আবার জীবনের প্রাচীন্মূলে উষার আলোয় প্রাতিভসংবিতের আভা যখন ফোটে, স্বর্ষ্য কুৎসের কণ্ঠে তখন শূন্য উদ্‌বোধিনী বাণীর এই উল্লাস : 'ওঠ, উদ্যত কর নিজেদের! যা আমাদের জীবন যা আমাদের প্রাণ, তা-ই এসেছে। দূরে চলে গেল অন্ধকার, এই যে আলো আসছে। খুলে দিল সূর্যের যাত্রার পথ। সেইখানে পৌঁছলাম আমরা, যেখানে সবার আয়ুর প্রভরণ।' [১৬]

দেবতার 'সুজ্যোতিঃ' [১৭], তন্মঃ হতে জ্যোতিতে উত্তরণই জীবনের দিব্য নিয়তি।^১ স্বকসংহিতা হতে এই জ্যোতির্ভাবনাব অনুকূল কিছু মন্ত্রের উদ্দেশ ও আলোচনার আশা করি দেবতার স্বরূপের পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

আগেই বলেছি, অধ্যাক্সিসন্ধির একটি প্রতিচ্ছবি আছে সূর্যোদয়ে, অন্ধকার হতে আলোর উৎসারণে। দেবতা আকাশে সূর্যকে ফুটিয়ে তোলেন, একথার উল্লেখ পাই বহু মন্ত্রে [১৮]। বাইবে যা ভূতাকাশ, অন্তরে তা-ই চিদাকাশ; সেখানে সূর্যোদয়ই উপাসকের পরম আকাঙ্ক্ষিত। দেবতা তার সে-আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করেন, [১৯] 'তার জ্যোতি দিয়ে তিমিয়ার কুহর হতে কিরণবাজিকে দোহন করে উৎসারিত করেন।'

যে তন্মঃ 'বৃহ' হয়ে উপাসকের চেতনাকে আবৃত করে রেখেছে, তাকে দেবতা নির্জিত করেন জ্যোতি দিয়ে ('জ্যোতিষা') [২০] : 'অগ্নি জন্মেই ঝলমলিয়ে ওঠেন, নিহত করেন দসুদের, জ্যোতি দিয়ে তিমিয়ারকে করেন অপসারিত, খুঁজে পান কিরণ

[১৫] ঋ. ১০।৭৩।১১।

[১৬] ঋ উদ ঈশ্বরং জীব অসূর ন আগাদ্ অপ প্রাগাৎ তম অ জ্যোতিব্ এতি, আদৈক্ পথ্যং যাত্রে সূর্য্যো গম্য য় প্রতিবস্ত্র আয়ুঃ ১ ১১৩।১৬। 'প্রভরণ' সব বাধা ত্যাগ এগিয়ে চলা।

[১৭] হু ঋ সুজ্যোতিষ্য নঃ শব্দস্য দেবা সজ্যোতিসো অমরং বাবু নাঃ ৩২ ২০।১; দেবতায় দেবতায় কেনও বৈষাদ নাই, তারি হৃদয়ে সূর্যম, মানুষের উৎসর্গসান্ন্যার জন্য উতলা; ৬।৫০।২। ২ জু. ব. তমসো যা জ্যোতিঃময় ১।৩।২৮।

[১৮] হু ঋ ১।৭।৩, ৩২ ৪, ৫১ ৪ ('বৃহ' বা আবরণশক্তি বিনিধনের পর সূর্যোদয়), ৫২।৮, ২।১২ ৭, ১৯ ৩, ৩ ৩১।১৫, ৩২।৮, ৪৪ ২, ৪।১৩.২, ৫।২৭.৬, ৬।৩৭, ৮৫ ২; ৬।১৭.৩, ৫, ৩০ ৭, ৭২।১২, ২; ৭ ৭৮।৩, ৮২।৩, ১৯ ৭, ৮।৩ ৬, ১২।৩০, ৮৯ ৭, ৯৮।২; ৯।২৩।২, ২৮ ৫, ৩৭।৬, ৪২।১, ৬।৩৭, ৮৬ ২২, ৯৭।৩২, ১০৭ ২, ১১০।৩, ১০ ৬৫।১১, ৮৮।১১, ১৫৬ ৪। সূর্যজাতির কথা আরও ১ ১০০।৬, ১৮; ৩।৩৪।৯, ৩৯।৫; ১০ ৬৭।৫, অতি গুল্ হং সূর্যং তমসাপবৃত্তেন তুরীয়েণ দক্ষণ, বিন্দব' ৫।৪০।৬, সূর্যগ্রহণের রূপক তু তৈস ২।১২ ২, তা ৬ ৬।৮ প্রথমটিতে তুরীয়া পরিণাম বশা বা বক্ষা মেয়ীত, দ্বিতীয়টিতে শক্তিরায় যথাক্রমে অসম্ভূতি এবং সম্ভূতির জ্ঞাপক, ৬।৭২ ১, ১০।৪৩ ৫, অস্তিরোগণের দুলোককে সূর্য চড়িলে ৬২।৩ এই সূর্য স্ব বণ জঙ্গমব শীর্ষে-শীর্ষে ৭.৬৬।১৫; হু উদর্ভব্যা, সূর্যদ্বার, সহস্রাবদ্যতি।

[১৯] ঋ ইন্দ্রা নিব্ জ্যোতিষা তমসো গা অদৃক ১ ৩০।১০।

[২০] অনুবাদ সর্বত্র মলের অনুগামী, কেবল বিবর্তিত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কোথাও কোথাও পদব্যয় বচন বা কালের ব্যত্যয় করা দরকার হবে। ঋ ৫।১৪।৪, ১০ ১।১; ৮৭ ১২; ৬।৮।৩ ৮ ৬ ৯ ১। 'উষা ন বানারী অরুণৈর্' অপোগৃহতে মহো জ্যোতিষা শক্ততা গোঅর্ণসা ২।৩৪।১২। ৭২।১৭ ৪, ৫।৩১ ৩ 'এয়া শূভ্রা ন তন্বা বিদ্বানো দেব ব্রাতী দৃশয়ে নো অম্বাং, অপ রেযো বাধমানা তমাসং উষা দিবো দৃহতা জ্যোতিষা গাং ৫।৮০।৫, ৭।৭৮ ২, এয়া সা ননম গ্রাহয়ু দধানা গৃচনী তমো জ্যোতিষোযা অবর্ষি, অগ্র এতি যাব্দিব্ অতুয়াণা প্রা চিকিতং সূর্যং যজ্ঞম্ অগ্নিম্ ৮০ ২ ৮ ৪।১২ ৬, ৭।৭৮ ৩।' যেন সয় জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্ চ বিশ্বম্ উদীয়িষি ভানুনা, তেনাশ্বন্ বিশ্বম্ অনিরাম্ অনাহ্ণৈম্ অপা মীবাম্ অপ দৃশ্বপ্যাং সুব ১০।৩৭।৪।

প্রাণ এবং সূর্যকে; তমিস্রা হতে নির্গত হয়ে আসেন তিনি জ্যোতি নিয়ে; অথবা ঋষির মত দিব্য জ্যোতি দিয়ে তিনি যেন পুড়িয়ে মারেন সেই অববেকীকে, সত্যকে যে করে বিকৃত; দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে আছে যে-তমিস্রা, বৈশ্বানররূপে তাকে তিনি নিবাকৃত করেন জ্যোতি দিয়ে। "উষা যেমন অরুণ আলোয় রাতিদের করেন অপাবৃত, তেমনি মরুদৃগুণ অন্ধকারকে অপাবৃত করেন দুধেব ঢেউখেলানো জ্বল্ জ্বলে জ্যোতির মহিমা দিয়ে। "বিশ্বের নায়ক ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে ছেয়ে আছেন জ্যোতি দিয়ে, যে-তমিস্রা হটানো কঠিন তাকে গুদাটিয়ে এনেছেন সীবন করে, গুদাহব অন্তবালে ছিল যে পর্যাস্বিনী আলোকধেনুরা তাদের হাঁকিয়ে বের করলেন তিনি, একসঙ্গে সংবৃত অন্ধকারকে জ্যোতির দ্বারা করলেন বিবৃত। "শোভনা নারীর মত তাঁর তনুকে জানেন উষা, উষ্যতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই যে আম্মাদেব দৃষ্টির সামনে স্তানরতা, বিদ্বেষীদের তমিস্রাদের অভিভূত করে দিবোদুহিতা এসেছেন জ্যোতি নিয়ে; দেবী উষা চলেছেন জ্যোতি দিয়ে পরাভূত অপসারিত করে যত অন্ধকার যত দূরিত; এই যে তিনি জেগেছেন নতুন জীবন আহিত করে, তমিস্রাকে জ্যোতি দিয়ে নিগূহিত করে এগিয়ে চলেছেন অকুণ্ঠিতা যৌবনবতী, প্রচেষ্টনা এনেছেন সূর্যের যজ্ঞের অগ্নির। "যে সূর্য স্থাবর জঙ্গমের আশ্রা, তিনি যেন দূরে হাটিয়ে দেন আম্মাদেব যত হেজোহীনতা অনাহুত অস্বাস্থ্য আর দুঃস্বপ্ন তাঁর সেই জ্যোতিতে যা দিয়ে তমিস্রাকে তিনি করেন অভিভূত, যে-প্রভাষ বিশ্বজগৎকে করেন উদ্যত।

পৃথিবীতে অগ্নি সেই জ্যোতি, মনু যাকে নিহিত করেছেন বিশ্বজনের জন্য [২১]। তিনি "পুঞ্জীভূত জ্যোতি, "বৃহজ্জ্যোতি, "মহাজ্যোতি দেবতারা তাঁর জন্ম দিয়েছেন 'চিস্তি' বা বিবেক দিয়ে; " আবেগকম্প বাণীর মধ্যে যে জ্যোতির উল্লাস, তিনি তার ভর্তা।

অন্তরিক্ষে, দুর্লোকের উপাশ্বে ইন্দ্র সেই আদিত্য [২২] যিনি উপাসককে উত্তীর্ণ করেন সেই বিশাল অভয়জ্যোতিতে যেখানে দীর্ঘ তমিস্রা আব তাদের নাগাল পায় না [২৩]। অক্ষতমাসের মধ্যে যে জ্যোতি তিনি ফুটিয়ে তোলেন যজ্ঞমানেব জন্ম, তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না (অবকম্); এই জ্যোতিরুচ্ছ্বাস তিনি আহরণ করেন তাই জনা যে প্রাণ আর মনবে সাধক (আয়রে মনবে চ); আধারের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি ফোটান জ্যোতি, নিয়ে চলেন আরও আলোর পানে [২৪]

[২১] ঋ নি স্বাম্ অগ্ন মনুর্ দগে জ্যোতিব জন্মায় শব্দত ১।৩৬ ১৯, "জ্যোতিবনীকঃ ৭।৩৫।৪, ২৫।২.৯, "দেবাদো অগ্নঃ জনয়ন্ত চিত্রিভিঃ জ্যোতিষা মহ্যমা ৩।২।৩ "৩।১০ ৫।

[২২] তু ঋ শৃণোতু মিত্রা অয়মা ভূগো নস্ তু নিজ্ঞানো বৃণো দক্ষ্যো অংশঃ ২ ২৭।১ সে ক্তেব দেবতা আদিত্যদগ, ইন্দ্রের উল্লেক নাই, কিন্তু তাঁর বিশেষণেব উল্লেক আছে 'তুবিজাত'; এটি ঋতে অন্যান্য দেবতার বেণয় প্রযুক্ত হলেও সবচেয়ে বৈশী প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায় সাতটি আদিত্য, মাতৃশৃঙকে নিয়ে আটটি দ্র ১০।৭২ ৮ ৯। ইন্দ্র আদিত্য ৭।৮৪।৮ ৮৫ ৫, দ্র ৪।১৮ স্ সূর্যের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বিদ্যাজ্ঞে জ্যোতিষা স্ববৃ অগচ্ছো যোচনং দিবঃ ৮।১৮।৩।

[২৩] ঋ উব্ অশ্যাম্ অভয়ং জ্যোতিব্ ইন্দ্র মা নো দীর্ঘা অতি নশন তমিস্রাঃ ২।২৭।১৪।

[২৪] ঋ. ১।১০০।৮+৫৫।৬; ৮।১৫।৬ (১০।৪০।৮); ১৬।১০।

তারপর দুলোকে আছে অশ্বিনয়ের জ্যোতিঃ [২৫] : তাঁরা জ্যোতি ফোটান বিশ্বজনের জন্য, আর্থের জন্য, প্রবস্তা বিপ্রেব জন্য। আছে উষার জ্যোতিঃ : 'সুন্দরী উষা জ্যোতি ফোটান; তিনি বলমালিয়ে ওঠেন যখন, তখন দেখি বিশ্বের প্রাণ আর জীবন তাঁরই মধ্যে; সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি তিনি, দিবোদাহিতা তিনি জ্যোতিব বসন পরা; অঙ্গে-অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের পসরা ছড়ান নর্তকীর মত, আদুব করে দেন বুকখানি, বিশ্বভুবনের জন্যে জ্যোতি ফুটিয়ে অপাবৃত করেন তমিস্রা; এই যে সেই পূর্ণতম জ্যোতি চোখের সামনে তমিস্রা হতে জেগেছে পথের নিশানা নিয়ে, এই-যে দিবোদাহিতা উষারা বলমালিয়ে পথ করে দিলেন জনগণের জন্য; এই-যে দিবোদাহিতা মানুষ্যের সামনে এসে কল্যাণী নারী'ব মত ধরান রূপের ধারা, আবার আগেরই মতন যৌবনবতী ফোটান জ্যোতি; তাঁর আলোকধেনুরা তমিস্রাকে গুটিয়ে আনে, জ্যোতিকে উদাত করে সবিতার দুটি বাহুর মত; অরুণবর্ণা উষা দেখা দিলেন, ফোটালেন জ্যোতি ঋতুভবা। আছে সূর্যের জ্যোতিঃ : 'আপারিত করেছেন দাবাপৃথিবী আর অন্তরিক্ষ সূর্য তাঁর রশ্মি দিয়ে চিন্ময় হয়ে; সূর্য জ্যোতিঃস্বরূপ, চলছেন অপবূপ আয়ুধ হরে; স্বর্গাহমায় দেবতাদের অসূর্য পুরোহিত তিনি, তিনি সেই বিজু জ্যোতি যাকে প্রবণিত করতে পারে না বেউ; মহাজ্যোতি বয়ে আনেন তিনি সর্বদর্শী, বলমল, প্রতি নখনের আনন্দ; অজর নক্ষত্র তিনি সর্বজনের জ্যোতি, দুলোকের ধর্মে ও ধীতে নির্বিশেষ অসুবঘাতী শত্রুঘাতী জ্যোতি তিনি; ইনি জ্যোতিঃসমূহের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জ্যোতি ইনিই বিশ্বজিৎ ধনজিৎ, একেই বলে বৃহৎ; ইনিই এই বিশ্বভুবনকে ধরে আছেন বিশ্বকর্মা হয়ে, বিশ্বদেবতাব মহিমায়, ইনি বৃন্দু জ্যোতি এর আবরণ জরায়ুর মত, ইন্দ্র যখন অহিরূপী বৃত্তকে বশ কবেন তাঁর প্রাণোচ্চ্বাদে, তখনই এই সূর্যকে দুলোকে আরুঢ় করান দর্শনের জন্য, সূর্য আস্তা যা চলছে তার, যা স্থির আছে তারও। আছে অর্ধাঙ্গির পুরোহিত, 'যারা জীবনের জন্য অজস্র জ্যোতি দেন মর্ত্যমানবকে। আছে সোম জ্যোতি, "যাকে লাভ করাই যাজ্ঞকের পরম পুণ্যার্থ; সোম দেন শাস্ত্র জ্যোতি, শাস্ত্র সৌরদীপ্ত, আমাদের করেন আবও জ্যোতির্ময়;

[২৫] তু ঋ ১ ৯২।১৭, ১১৭।২১, ১৮২।৩। ১১.৪৮।৮, ১০, ১১৩।১ (সমস্ত সূক্তটিই ঋ, ১২৭ ৩; অধি পেশাংসি বপন্ত ন ভুব ইবা পোণতে বক্ষঃ জ্যোতিব্ দিশাংসি ভুতনাম কৃশাণী বা উষা আবদঃ সমঃ ১২।৫ ইদম উ তাং পূর্বতমং পুণ্যমাজু জ্যোতিঃসু তমসো বয়নোবদ অজ্ঞাং, নমঃ দিবো দুহিতরো বিভাতীব্ গাতুং কৃণবন্ উযসো জনায় ৪।৭১ ১; ৫ ৮০।৬ তু ১।১২৭।৭), ৭ ৭৯।২, ৮ ৭৩ ১৬ ১৪।১৪ ২- ৫।৬৩-৪ যুদ্ধ অকুকাবের সন্ধে ৮।১০১ ১২ (অসূর্য প্রাণোক্ত, তু ৩ ৫৭ সঃ ১০।৩৭ ৮, ১৫৮।৪; ১৭০ ২ ৩ ।খন' যার পিছনে সবাই ছোটে, পুণ্যার্থ') ১, অমং বেনঃ, জ্যোতির্জীবমঃ ১২৩।১ সূক্তটিতে সূর্য ও সোম বা চিত্র ও অশ্বিনের একতা দেখানো হয়েছে, ১ ৫১।৫, ১১৫।১। ৭য় সৈম পুরোহিতা অধিত্যঃ প্র জীবসে মর্ত্যায়, জ্যোতিব্ যজ্ঞত্ব অজস্রম্ ১০।১৮৫ ৩। ৫৮ ৯।১১৩।৭-৯, ১১৫ ৩ ৯ ৫।২, ৩৫।১, ৬১।১৬, পবমান ঋতং বৃহচ্ চক্রং জ্যোতিব্ অজীজনং কৃশা তম্যাংসি জগ্ধনং ৬৬ ২৪ ৫৮ টীমা ৩৬, ৬১।১৮, তনু নু সতং পবমানেসাম্ জ্যোতিব যদ্ অহে অকুপোদ্ উ লোকম ৯২।৫ (মামান্দিন দুর্জিব যৈপুল্য বা বিজুর্ পবম পদই পুণ্যার্থ); ১৭।৫ ১৭।৫১ (শক্তি চৈতন্য ও আনন্দের সমতাব, ৮৬।২৯, ৩৬।৩, ১১।৬ উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট উপলোক উপলব্ধদন মহাভূমি ৫ ১।১ ২৪) ১০ ৬৭।৮। তিনিই দুবার তু বজ্রং ৬।১৮।৫, আগ্রাসিহু দেবীর্জিবঃ তাজা ১০।১২০ ৮। অন্যত্র বর্ণনের তিনটি পাশ ১ ২৫।২১, প্রুউ তিনটি আবসথ ১ ৩ ১২, নীচের দুটি হৃদয় ও ভ্রম্য, উপবর্তি মূর্খ।

তার ধারা জ্যোতি আহরণ করে আমাদের জন্য; পরিশোধিত হতে-হতে জন্ম দেন তিনি দ্বালোক হতে সুদর্শন বজ্রের মত বৈশ্বানর বৃহৎ জ্যোতি; জন্ম দেন তিনি ঋতকে বৃহৎকে শরুজ্যোতিকে কৃষ্ণ তমিস্রাদের মরণ হেনে হেনে, তার রস সমর্থ হয়ে বিরাজ করে ঋলমলিয়ে বিশ্বজ্যোতীরূপে সূর্যের দর্শনের জন্য; তা-ই তো তার সত্য। যে দিনের জন্য তিনি রচলেন জ্যোতি আর লোকের বৈপুল্য; বিপুল জ্যোতি রচেন তিনি, মাতামে তোলেন দেবতাদের; ইন্দ্রে তিনি আহিত করেন ওজস্বিতা, সূর্যের মধ্যে জ্যোতির জন্ম দেন ইন্দ্র হয়ে; জ্যোতিরা তাঁরই, তাঁরই সূর্য; আদিম তিনি, আমাদেরই জন্য ঋলমলিয়ে তোলেন জ্যোতিদের; দিন তিনি আমাদের শাস্তি মহাভূমি আর জ্যোতিদের, দীর্ঘকাল আমাদের দিন সূর্যকে—দেখবার জন্য। আবার, ‘যে-আলোকধেনু বা গোপন রয়েছে অন্তের বন্ধনে, তমিস্রার মধ্যে জ্যোতির অব্যবহায়ে বৃহৎপতি সেই আলোকময়ীদের উদ্ধৃত করলেন নীচের দুটি আর উপরেব একটি দুবার দিয়ে তিনিটিকেই করলেন বিবৃত।

তাহলে দেখতে পেলাম, জ্যোতিই দেবতার স্বরূপ, অন্ধকার হতে জ্যোতির উৎসাহেই তাঁদের বৈভবের পরিচয়। এই জ্যোতি [২৬] আমাদের নিত্যকাম্য, ‘এ যেমন পরমব্যোমে মহাজ্যোতি, তেমনি দেবকামের সমিদ্ধ অগ্নিতে বিপুল জ্যোতি, ইন্দ্রপ্রদিশ্ট সৌরদীপ্তময় অভয় জ্যোতি। ‘এ সেই প্রথম বীজের ঋলমল জ্যোতি, আধারে যা নিগড়ে হয়ে রয়েছে সত্যমল্ল পিতারা যাকে পেয়ে উষার জন্ম দিয়েছেন। ‘জ্যোতির অন্তরে এই জ্যোতি ‘তিনিটি আবারে উঠে গেছে উপরপানে, ‘হয়েছে দ্বালোকে নিত্যজাগ্রত সেই উত্তম জ্যোতি যা তমিস্রার ওপারে উত্তরজ্যোতিকেও ছাপিয়ে গেছে। ‘এই জ্যোতি হতে প্রবাসী হতে আমরা চাই না। ‘ডান বা বাঁ আমরা চিনি না, সমুখ বা পিছনও চিনি না; মূঢ়তাহেই হক আর ধীরতাহেই হক, সেই অভয় জ্যোতির সম্ভোগ আমরা চাই, আলোর দেবতা আদিত্যেরা যা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। ‘বেঁচে থাকতেই আমরা যেন এই জ্যোতির আশ্বাদ পাই।

এই জ্যোতি সবার জন্য [২৭] বৈশ্বানবরূপী এই দেবতাকে এই জ্যোতিকে

[২৬] তু ঋ গৃহতা গৃহাং তমঃ জ্যোতিয়ু কৃত গদু উশ্মসি ১।৮৬ ১০, ১৪।৫০।৪, ৬।৩ ১ ৭।৫।৬।, ৬।১৭ ৮। ১ প্রথম দেবতাসা জ্যোতিঃ বাসবম্ ৮ ৬ ৩০।গ্লু হং জ্যোতিঃ পিতরো অর্বাণ্ডনু সঃমল্লো অজনয়াম্ উবাসম্ ৭ ৭৬ ৪। ১০ ৫৪।৬ ১৭ ১০১।২ (তু শৌ, ৯ ৫ ৮, ১০ ৭।৫০ বা ৮।৩৬, শৌ ৯।৫।১১) তু ঋ ইদম ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশম্ব সংবদশনে ত্ববশ্ চাবুর্ এষি প্রিয়ো দেবানাং পরমো ওজস্ ততোমার এত এক জ্যোতিঃ (আধারে অগ্নিরূপে), ততোমার ওই এক জ্যোতিঃ দ্বালোকে সূর্যরূপে, এক হয়ে যাও তৃতীয় জ্যোতির সঙ্গে (যা পরম ব্যোমে অদৃশ্য হয়ে আছে), সেই একীভবের জন্যেই চাবু হও দেবতাদের প্রিয় হও পরম উৎস ১০ ৫৬।১ (deity বলছেন, তৃতীয় জ্যোতির সঙ্গে প্রেত বা মৃতবাসিত্ব এক হয়ে যায়, কিন্তু প্রাকৃত মৃত্যু ছাড়া বৈবস্বত মৃত্যু আছে) দ্র. বেদী, পৃ. ৮৭, ১৫২০০, ১৭৪০০। ৮।৮৯।১ + ১।৫০ ১০। ১২ জ্যোতিঃ প্রবসমানি গন্ম ২ ২৮।৭, ১৩ দক্ষিণা রি চিরিক্ত ন সবা ন প্রাচীনম্ আদিত্য নোত পশ্চা পাল্য চিদ বসরো ধীম্যি চিদ যুস্মানীতো অভয়ঃ জ্যোতির্ অশাম্ ২।১৭।১১ (ধীমতা ধ্যানচিন্তা), ‘জ্যোতিঃ জ্যোতির অশীমাহ ৭।৩২।৬।

[২৭] ঋ ১।৫৯।২ (৭।৫ ৬, ২।১১।১৮); ১০।৪০ ৪, সূতবাহ সর্বমানবের জন্য; ১৭।৭৬।১।

দেবতার জন্ম দিয়েছেন আর্যের জন্য; 'ইন্দ্র এই আর্য জ্যোতিকে এই সৌরদীপ্তিকে খুঁজে পেয়েছেন মনুর জন্য; 'বিশ্বজনীন এই অমৃত জ্যোতি, বিশ্বমানবের দেবতা সবিতা একে আশ্রয় করে উদ্ভিত হয়েছেন।

এই জ্যোতি সর্বত্র : ২৮। হংসরূপে এই জ্যোতি নিমগ্ন আছেন শূচিতে, আলোরূপে অস্তবিক্ষে, হোত্বরূপে বেদিতে, অতিথিরূপে দ্রোণে, নিমগ্ন রয়েছেন নরের মধ্যে, বরোণের মধ্যে, ঋতের মধ্যে, ব্যোমের মধ্যে; জন্মেছেন তিনি অপ্ হতে গো হতে ঋত হতে অদি হতে, তিনি ঋত (এবং বৃহৎ)। অগ্নির মধ্যে এই বিশ্বরূপ বৈশ্বানর জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করে ঋষি ভরদ্বাজ বলছেন : 'এই যে প্রথম হোতা, একে তোমরা চেয়ে দেখ। মর্ত্যের মধ্যে ইনিই অমৃত জ্যোতি। এই যে তিনি জন্মেছেন, ধ্রুব-রূপে এই যে নিমগ্ন তিনি—অমর্ত্য হয়ে ওঁদের সঙ্গে বেড়ে চলেছেন। ধ্রুব জ্যোতিরূপে নিহিত তিনি সবার মধ্যে দেখা দেবেন বলে, যারা উড়ে চলে তাদের মধ্যে মন তিনি—দ্রুততম। বিশ্বদেবতারা এক মন এক চেতনা নিয়ে এক ক্রতুর পানে চলেছেন সুচ্ছন্দে। উড়ে চলুক আমার দুটি কান, উড়ে চলুক চোখ, উড়ে চলুক এই জ্যোতি—হৃদয়ে যা আহিত। আমায় মন যে বিচরণ করছে সুন্দরের ভাবনায় : কীই-বা বলব আমি, কীই-বা ভাবব? বিশ্বদেবতারা প্রণাম করলেন ভয়ে ভয়ে তোমায় হে অগ্নি, তমিস্রার মধ্যে ছিলে যখন বৈশ্বানর আমাদের আগলে থাকুন কল্যাণের জন্য, অমর্ত্য আমাদের আগলে থাকুন কল্যাণের জন্য।'

এই জ্যোতির সাধন বাইরে যেমন যাগ, অন্তরে তেমনি যোগ। ২৯। : 'মনন আর

[২৮। ঋ হংসঃ শূচ্যেদ্যৎ বসুং অশ্বিনকসদ্ যোতা বেদিসম অতিথির দ্রোণসং নয়দ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্যোমসদ্ অবজা গোজা ঋজা অদিজা ঋতঃ ১ ৩০ ৫। যজুঃসংহিতার পাঠ 'ঋতঃ বৃহৎ' বা ১০ ২৯, ১২।১৬ ৫ ১ ৮।১৫।২।। 'শূচি' আকাশ বা দ্রুত, 'দ্রোণ' দ্রোণ, সোমপাত্র অগ্নির মত রাক্ষসে সোমও অতিথি, অগ্নির কথা আগেই আছে; 'নৃয়দ্' সব মানুষের মধ্যে, আর 'বরসদ্' প্রবক্তার মধ্যে, তু ক ১।৩।১৬ 'অপ্' কাবলসলিল তু ঋ ১ ১৬৪ ৬১, 'গো' অশ্বজ্যোতি, 'অদি' সোম চেতনার পাতাণ একমিস্ত্রের প্রতীক। 'অং হোতা প্রথমঃ পশ্যতে মম ইদং জ্যোতিব্ অমৃতং মর্ত্যায়ুঃ অং স জজ্ঞ ধ্রুব আ নিয়ন্তে হস্তাংস্ তল্য বদমানঃ ধ্রুব জ্যোতিব্ নিহিতঃ দশয়ে ক' মনো জবিষ্ঠঃ পশ্যেৎস্বস্তঃ বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সকেতঃ ৮৬২ চতুর্ভুঃ অতি বি যতি সদ্ বি মে কণা পত্রাতা বি চক্ষুর্ বীদং জ্যোতির হৃদয় অ'হং যং বি মে মনশা চর্চতি দন্যাদাশীঃ কিং শিবদ্ বক্ষ্যামি কিম্ উ নু মনিষো বিশ্বে দেবাঃ অনমসান্ ভিহানাস্ যাম্ অগ্নে তমসি অশ্বিনাংস্ বৈশ্বানরো ইবহ্ তস্যো দেব ইমর্ত্যো ইবহ্ তস্যে নঃ ৬।৯।৭। এই মন্ত্র কর্মটিতে সমগ্র বৈদিক দশানের সাব মম'পার্শ্ব ভাষায় বিবৃত হয়েছে। সাধা সাধন সাধক ও সাধনার পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রহ্মণ ও উপনিষদে বহু উল্লিখিত ব্রহ্মের স্বাবপালনের মতো চক্ষুঃ দ্রোণ মন ও প্রদয়ক এখানে পাঁচ পদমপদ্যক বর্ণনা করা হচ্ছে 'এক চতু' বলে উপনিষদের ভাষায় যা জ্ঞানময় উপঃ বা ব্রহ্মের চিন্ময় স্বেচ্ছা'র হৃ ম্ ১ ১।১।

[২৯। ঋতঃ যজ্ঞক্সম যজ্ঞঃ এবং 'দী' বা 'দীতি'। নিয়তে 'দী' কর্ম ২ ১। এবং প্রজ্ঞা ৩।৯। দূইই - ঋ হুদা মতিং জ্যোতিব্ অনু প্রজ্ঞানন্ আদ্ ইদং দাবাপতিথিবা পায়্ অপশাঃ ৩ ২৬।৮। যজ্ঞের ফলে মনই আলো হয় ওঠে। 'মনেদ্যতঃ সুকৃতস্ তক্ষত দ্যাম্ ৩ ৩৮।২ (দোলোক সাধা, তার সাধন হল মনের শ্রুতি এবং কর্মের সুকৃতি দূইই, অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করা হল তক্ষণ, তু ১।১৬৪।৬। ১০ ১৮৪।১। 'বিস্তৃত জ্যোতিশ্ চকুপস্ব যিভিঃ ৬ ১৯।৪। 'তস্মৈ তলবন্ বজসো ভানুম অবিহৎ জ্যোতিত্মাতঃ পশ্যো বক্ষ সিয়া কৃতান্ অনলং এবং যজ্ঞত জ্যোতিবাম্ অপো মনুর্ ভর জনস্য দৈবঃ জনম্ ১০।৫০।৬ এই তিস্তুর তনন থেকেই পরে 'তন্ম', প্র. বেমী প. ২৩৬৭, 'মনু' প্র ১।৩৬ ১৯, ৮০।১৬, ১১৪।২, ২।৩৩।১৩, ৪ ২৬।১। তিনি আদি পিতা এবং মনুষ্যধর্মের প্রবর্তক, দেবজন্মই যজ্ঞের লক্ষ্য, প্র. ঐরা ৩।১৯। 'উস্ জ্যোতিব্ বিরিদুর্ দীধ্যানাঃ ৭।৯০ ৪। 'অপা সোমম্ অমৃত্য অভ্যুগাণ্ম জ্যোতিব্ অবিদ্যাম্

জ্যোতির প্রজ্ঞান হয় হৃদয় দিয়ে..দুলোক আর ভুলোকের সব তখন দেখা যায়।
 *মনকে ধরে রেখেছে যে-সুকর্মা বা, তারাই দুলোককে রূপ দেয় স্বষ্টির মত।
 °জ্যোতিকে তারা পায়, ধ্যান দিয়ে তাকে রূপ দিতে চায় যখন। আমাদের প্রতি তাই
 এই আর্ষ অনুশাসন : °যজ্ঞের তত্ত্বকে বিতত করে অনুসরণ কর (প্রাণ)লোকের
 ভাতিকে; ধ্যান দিয়ে রচেছ যে জ্যোতির্ময় পথ, আগলে রাখ তাদের। গ্রন্থি না পড়ে
 এমনি করে বয়ন কর গায়কদের কর্ম। মনু হও, জন্ম দাও দিবা জনকে। কেননা,
 °(আমাদের পিতৃপুরুষবা) ধ্যান করে-করেই বিপুল জ্যোতিকে পেয়েছিলেন আর
 তাই আমরা বলতে পারি, °আমরা পান করেছি সোম, আমরা অমৃত হয়েছি; আমরা
 গিয়েছি জ্যোতিতে, পেয়েছি দেবতাদের।

এই প্রস্তাবোষেই জ্যোতিরেষণার পরিসমাপ্তি ৩০।।

দেবতার স্বরূপ জ্যোতি। আকাশের সূর্য তার প্রতীক। সূর্যের যেমন আলো
 আছে, তেমনি আছে তাপও। আলো প্রকাশ করে তাপ বা তপঃ সৃষ্টি করে। অধ্যাত্ম-
 দৃষ্টিতে একটি প্রজ্ঞা, আরেকটি শক্তি, একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করা যায়
 না। আবার সূর্য 'আদিতা' কিনা আদিতার পুত্র। 'আদিতা' সংজ্ঞার অর্থ অখণ্ডতা,
 অবক্ষণ। তিনি আনন্ত্যস্বরূপিণী, আকাশ তাঁর প্রতীক, তাঁর কথা পবে বলছি।
 আকাশে আদিতা জ্যোতি এবং তপ বিকিরণ করছেন দেবতার এই প্রত্যক্ষদৃষ্টি
 বৈভব বৈদিক অধ্যাত্মভাবনার উদ্দীপক। আকাশ জ্যোতি এবং তপ এই তিনটি
 ভাবনাই একান্তভাবে দেবভাবনার সহচরিত। জ্যোতির কথা বলেছি, এখন আকাশের
 কথা বলছি।

ঋকসংহিতায় আকাশের দুটি সংজ্ঞা প্রধান একটি দিব্, আরেকটি 'বোমন্'।
 প্রথমটিতে ব্ণের দ্যোতনা আছে, দ্বিতীয়টিতে নাই আছে শব্দ দুটি আর তুঙ্গতার
 ইশারা [৩১] সংহিতায় লোক বা চেতনার ভূমির সাধারণ সংজ্ঞা 'রজঃ'। 'বোমন্

দেবান্ ৮।৪৮ ৩ (লক্ষণীয়, বিশ্বদেব জ্যোতিঃ) এই প্রসঙ্গে হু 'মহা অসুস্থতা বোধে ভূমি
 জ্যোতির্ময় স্বরূপঃ'-সোমযাজী যে নয় তার মতটী বিনীত, আর সোমযাজীর বিপুল জ্যোতিঃ
 ৮ ৬২।২২।

[৩০] ৮ ৯।১১৩, ১১৯ স্। আলো আর আধো দ্দওলা অর্থে সংহিতায় এই সংজ্ঞাগুলির
 ব্যবহারই বেশী স্বঃ হিংগা বশিষ্ঠ দীর্ঘিৎ গভস্তি মরীচি বিভা দ্যোতনা ভানু হরি গো তপঃ দ্যাম্
 'আচঃ' মহত ক্রত ক্রতু হৈষ ধাম , ১ 'মব্ হু ঘ্ মচ নৃণ উষ কাশ্ দীপ্ ভা ভ্রাজ্ বৃচ্
 শৃচ্

[৩১] পদপাঠ 'বি ওমন', < ১ অব, ধাতুপাঠে তার উল্লিখিত অর্থ। প্রসাদ পবিত্ররূপ আর
 সংরক্ষণ সাধারণত এই তিনটি অর্থে সংহিতায় এই ধাতু আর ধাতুজের প্রচুর ব্যবহার আছে।
 উগাদসাত্ত 'বোমন্' নিপাতনে সিদ্ধ < ১ বোণ্ড সংরক্ষণে ৫৯০।। পদপাঠে ওম্ ওব সঙ্গে সুস্পষ্ট
 সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে ওম্ সেই গোদ্রী বা একপদী বাক্ পরম্বোমো যান্ সহস্রাক্ষবা
 (৯ ১ ১৬৬-১১)। এই বোম তাহলো ব্রহ্ম অমিত্যবত এবং অশাস্ত্রা দুই দৃষ্টিতেই এবং বাক্ বা
 ওম তাঁর অবিনাশিত পবিত্রপদ। হু যাবদ্ ব্রহ্ম গর্ভিতং হাবতী বাক্ ১০।১১৯ ৮ 'অ না দীদ্
 ব্রজ্' দেৱ বোমো পরো যৎ ১০।১২৯ ১১ যা কিচ্ সৎ এর স্থিতি বজ্জ, তার উজ্জানে বোম বা
 অসৎ, কিন্তু আদি অব্যাকৃতকে সৎ বা অসৎ কিচ্ই বলা যায় না 'নাসদ্' আসীন 'না সদ্'
 'আসীৎ তদানীৎ' ১।। হু ইশ্বর 'অসা পালে বজ্জসো বোমন্' ১.৫২।১২। অতীতক অর্থে ব্যবহার
 একটি জায়গায় 'হৈল্যস্তসো ন পর'তাসো বোমনি' ৫ ৮৭।১। ২৮।১৩ ২, °তিব্ অশৈম সপ্ত
 খেনবো দ্দুদুহু সত্যাম্ আশিরং পুরো বোমনি ৯ ৭০।১ (হু ৮৬ ২১)। সাতটি খেন্ অণ্-এব বা

তারও ওপারে, অর্থাৎ বোম লোকোত্তর। প্রায় সর্বত্র শব্দটির সঙ্গে 'পরম' বিশেষণ দেওয়া আছে। পবম বোম তাহলে সেই লোকোত্তর মহাশূন্যতা যার ওপারে আর কিছুই নাই তাই এ আবার 'প্রথম' বোম, যা দেবতাদের সদন, 'পূর্বা' বোম, যেখানে তিনবার করে সোমের জন্য সপ্ত ধেনুরা ক্ষরণ করে সত্য আশীঃ।^{১০} পরম বোমের প্রথম পিতার পদ বা ধাম।^{১১} সেই অক্ষর পরম বোম যেখানে বিশ্বদেবেরা নিষ্পন্ন আছেন, স্বকেবা সেইখানেই আছে; সেই পরম বোমেরই গৌরী বাক্ সহস্রাক্ষরা।^{১২} এই পরম বোমের মিত্র-বরুণ রয়েছেন সত্যধর্মী হয়ে, এইখানেই মহাজ্যোতি হতে বৃহস্পতির জন্ম সবার প্রথমে, জন্মেই ইন্দ্রের সোমপান এইখানে, এইখানে বিশ্বভুবনের জনক বৈশ্বানরের জন্ম।^{১৩} এই পরম বোমের ইন্দ্র বৈদ্যসীকে ধবে আছেন, ভগ্ন যৈমেন ধরে আছেন তাঁর দুই পত্নীকে।^{১৪} বিশ্বভুবনের অধাক্ষ যিনি, তিনি আছেন এই পরম বোমের; এইখানেই বিশ্বদেবেরা স্বরাট্ ইন্দ্র আর সন্নাট্ বরুণের মধ্যে ওজ এবং বল আধান করছেন।^{১৫} অঙ্গরা তরুণী হেসে হেসে বধূকে নিয়ে যান পরম বোমের।^{১৬} পবম বোমেরই যজ্ঞের শক্তি বা সার্থক পবিগাম, ইণ্টাপূর্তেরও, যে-যজ্ঞ ভুবনের নান্দ্র, তার অধিষ্ঠাতা ব্রজা যিনি, তিনিই বাকের পবম বোম। এক কথায়, অসং আর সং দুইই এই পবম বোমের যা দক্ষের জন্মস্থান, অর্দিতির উপস্থ বা যোনি।

অধ্যায়দ্বিংশিতে পরম বোম চৈতন্য তুল্যতম ভূমি। স্বক্-সংহিতায় তার আরও পরিচয় পাই অনিবাধ 'উবুলোক' এবং 'বৃহত্তের' ভাবনায়। বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অগ্নির আকৃতি, 'হে দেবগণ, আমরা যেন বিপুল (উবো) অনিবাধে থাকতে পারি [৩২]।' অনিবাধের বিপরীত একটি সংজ্ঞা হল 'সবাধ', সাধারণভাবে বোঝায়

উপদ্রষ্টাতা প্রাণের সর্বাঙ্গি ধাম, তু ৫ ৪৩ ১ ৯।৮৬।২৫, ৬৬।৮। সোমের সঙ্গে যা মেশানো হয় তা 'অ শীঃ'—যেবের ছাত্ত, দুধ আর দধি। সোম তাই যবাক্ষীঃ গবাক্ষীঃ এবং দধাক্ষীঃ যথাক্রমে হাবাগ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানমন্যমান যাহন।^{১৭} ১।৮৬ ১৪, ১৫। 'প্রজঃ পিতা' দ্যৌঃ, দ্যাবাপৃথিবী আদি জনবজ্রনানী। তু বিশ্বব পবমপদ ১।২২-২৩, ২১, ১৫৪।৫, ৬ ১২ ১৬৭ ৩৯, ৪১, এই বাক্ হতেই সর্বাঙ্গি তু ৪২ ৫।৬৩ ১, ৪ ৫০ ৪, ৩।৩২ ১০, ৭।৫।৭ (১।১৪৩।২ অগ্নির জন্ম)। ৭ ভাগ্য ন মৌলি পবম বোমের অঙ্গরাস বৈদ্যসী সূক্ষ্মসং ১।৬২ ৭ 'বৈদ্যসী' দ্যৌঃ এবং পৃথিবী; স্বরূপ দ্যৌঃ স্ত্রীলিঙ্গও হয়, তাই দুটি পত্নীর উপর, 'ভগ্ন' একজন আদিত্য, সর্গহতার সুপ্রচীন দেবতা ইনিই ভাগ্যহরদেব ভগবান, শতাব্দ পুণ্যমেষযজ্ঞের তিনি নাবায়ণ ১৩।৬।১১-১২, তাঁর দুটি পত্নী স্ত্রী ও লক্ষ্মী বা ৩।১২২, অধ্যায়দ্বিংশিতে চিৎ ও আনন্দ, তু পৌলোমিকের দুটি বিদ্যুৎপত্নী স্ত্রী এবং তু, হস্তে একজন নীলসবস্ত্রী বা হারা, আনন্দজন গজলক্ষ্মী বা কমলা; বিশেষ বিবরণ দ্র 'ভগ্ন' ১০।১২২।৭, ৭।৮২ ২ তু মণ্ডুশতীস মগম চবিত্তে দেবীর আবির্ভাব।^{১৮} অঙ্গরা আনন্দ উপাসিষ্ঠমাগা যোযা নির্ভতি' পরম বোমের ১০।১২৩।৫ 'বধূ' 'বরনঃ' এখানে সর্গ' অথবা সোম চিৎ বা আনন্দ 'য়োযা' উসা বা বাক্ ব অঙ্গ।^{১৯} ১০।১৫।২, ১০ ১৫।৮; অঙ্গ যজ্ঞতা ভুবনসা নান্দ্র ব্রজাং বাচঃ পবম বোম ১ ১৬৫ ৩৫ 'বাক্' সেখানে সহস্রাক্ষরা ৪১, ব্রজার 'বাহঃ' বা পবিবাপ্ত ষ্টন্যও তন্মের ভাগ্য সহস্রদল।^{২০} অসচ্ ৫ সচ্ ৫ পরম বোমের দক্ষসা লক্ষ্মা অর্দিতির উপস্থে ১০ ৫।৭ (অর্দিতি' আনন্দ্যচলনা, 'দক্ষ' তাঁর প্রজ্ঞাবীর্ষ' তু অর্দিতিব দক্ষা অজায়ত দক্ষা অর্দিতিঃ পবি ৭২।৮, অর্থাৎ অনলোম ও নিলোমক্রমে এক হতে অপূর্ণের আবির্ভাব যেমন সিন্ধু ও সাগরের মধ্যে। 'দক্ষ' একজন আদিত্য ২।১২৭ ১। পুরাণে তিনি প্রজাপতি, সত্যী বা আদ্য শক্তি তাঁর কন্যা)।

[৩২] স্ব উত্তরী দেবা অনিবাধে সাম ৫।৪২ ১৭ (৫৩।১৬।১) তু ১।৬৪।৮, ৩ ২৭ ৬, ৪।১৭ ৪৮, ২৩।৪, ৭।৮ ১, ২৬ ২, ৫৩।১, ৬১ ৬, ১৫।১, ৬৬ ১, ৭৪ ৬, ১২, ১০।১০১।১২, ৫।১০ ৬। তিনটি বৃপ সবাধ্ সবাধ সবাধস্। নিয 'সবাধ' অধিক্ ৩।১৮, বাধ বা চৈতন্য সংকেত ভাষ্য যাদের মধ্যে প্রবর্ত সাধক এই বাধের অনেক নাম 'অঃ - যোগের 'ব্রহ্ম' বা বেদান্তের 'অবিদ্যা', যা অনিবাধ' বা বৃহত্তের বিপুল গভীর চৈতন্য হতে জীবকে

ঋষিকৃষ্ণে : ব্রাহ্মপতিস্তলভা অর্থ হল যার মধ্যে 'বাহ' বা চেতনার সংকেত আছে। 'বাহ হতে অনিবাধে বা চেতনার বৈপুল্যে উত্তীর্ণ হওরাই উপাসকের পরম পুরুষার্থ'।... 'ঋতের যৌনতে বা পবন অব্যস্ত' (শিশুরূপে) শূদ্রে আছেন যে অগ্নি (এই) ঘরকে ভালবেসে, তিনি মহান্ হয়ে বিপুল অনিবাধে বেড়ে চলেছেন।' পৃথিবীর অগ্নির মত আকাশের সূর্যও 'অনিবদ্ধ অনিবদ্ধ কি করে যেন তিনি হে'টমুণ্ডে নেমে আসছেন না, কে দেখেছে কোন স্বপ্রতিষ্ঠায় তিনি চলেন, দুমলোকের সংহত স্তম্ভ হয়ে রক্ষা করছেন তারও উত্তর লোককে,' তিনটি মন্ডলের মধ্যেই মহাব্যোমে চেতনার বিস্ফাবণ ও স্বচ্ছন্দ সঞ্চারের বাজনা আছে।

অবাধিত চেতনায় স্ফূর্তিত হয় 'লোক' কিনা আলোকের ভুবন [৩৩]। স্বভাবত সে-লোক পরিব্যাপ্ত বা বিপুল, কেননা ছড়িয়ে পড়া আলোকের ধর্ম। তাই তার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'উরুলোক'। [৩৪] যে কল্যাণকৃৎ, অগ্নি তার জন্য রচেন আনন্দন

ঠেকিয়ে রেখেছে। দেবতার কাছে তাই ঋষির প্রার্থনা। ভিক্ষি রিদ্ধা অপ দ্বিষ্য পণি বাধঃ জহী মূধঃ ৮ ৭৫ ৮০; সাহুদী ইন্দো পরি বামো অপ দ্বয়ম্ ৯ ১০৫ ১৬- ছিগাঃভয় কর বৃহস্পতির। যত বিদ্বদ্ব, হটাও চারদিকের বাধার চাপ, হনন কব তার যত অবজ্ঞা; ধর্মক হয়ে তে ইন্দু, হটাও চারদিকের বাধার চাপ, আর যত দ্বিধা। 'উরো মহা অনিবাধে বরষ' অতস্রা যোনাং অশ্বশব্দ' দম্ভনাঃ ৩ ১ ১১। 'অনাবতো অনিবদ্ধঃ কথা যং নাজুত্ উত্তানো হব পদাদত ন, কয়া যাত স্বযয়া বো দদর্শ দিরঃ স্কন্তঃ সমঃ পাত নাকম্ ৮ ১০৫ ১৬ ৫, শোভে ইনি সর্গশাব 'স্কন্ত' ১০ ৭ ৮। আধারের চিহ্নটি কেড়ে চলেছে ওই উদ্ভেদর অনিবাধ বৈপুল্যের মধ্যে উপনিষদে তাই জীব-জন্মের ঐক্য।

[৩৩] লোকঃ। লোকঃ তু ঋ ৬ ৬৬ ১৬, দ্বিরশ্ চিদ আ তে বৃহস্পতি বোকাঃ ৩ ১৬ ৭। বোচন (মৌলিক অর্থ 'দীপ্তি' তাহাত 'অলোর ভুবন' বা 'জ্যোতির্লোক', এই জ্যোতির্লোক দুমলোকে বা তারও ওপারে, সংখ্যায় তিনটি ১ ১০২ ৮, ২ ১২ ৭ ৯, ৫ ১২ ৯ ১, ৪ ১৫ ৩ ৫, ৯ ১৭ ১৫, ১ ১৮ ৯ ১৪, ৫ ১৬ ৯ ১, ৮ ১ ১৫, ৩ ৫ ৬ ৮ : তাদের মধ্যে দেবতাবা আছেন ১ ১৯ ১৬, ৩ ৬ ৮, ১ ১০৫ ১৫, ৮ ১৬ ১৩; সেখানে অমৃত নিগূঢ় ৬ ১৪ ২৩, তাদের নাগাল পাওরা কঠিন ৩ ৫৬ ৮।)। আরও তু ৯ ১১৩ ৯, উরুলোকে ৯ ১ ৬।

[৩৭] ঋ ৫ ৪৪ ১১২, আনাঃ দিলো মাহাবিশ্বা জডরামখান্দ অনাং পরি শোনা অশ্রেঃ, অগ্নীশ্যো ব্রহ্মণা বাবধ্যানো বৃৎ যজ্ঞাং চতথুব উ লোকম্ ১ ৯ ৩ ৬ (অধ্যাত্মদীপ্তিতে অগ্নি উদ্ভূত-শিখা সন্তপ্তা বা আদিত্যচেতনার প্রভাসবিকা হয়ে চলেত জ্বলোক হতে দুমলোকের দিকে আর সোম দিব্য আলম্বাবা, যা দুমলোক হতে নিবর্তিত হয় জ্বলোকে, দুটি অন্যান্যসম্প্রদায় এই বোধ্যেতে দ্যাব উৎসকে বিপর্যস্ত দেখানো হয়েছে, চেতনা 'উবু' বা বৃহৎ না হলে উৎসর্গসাধনা নিরস্তুর ও সার্থক হয় না, তাই যজ্ঞের জন্য উবুলোক বচনা করা)। 'ব ১৭ ১৭ ১৭ ৬ ২৩ ৩, ৭, ৭ ২০ ১২, ৩ ৩ ৫ (সুদাস্ এবং 'বৃহস্' যদিও সংজ্ঞাশব্দ তবুও নিবৃত্তির দিক থেকে যে ভিতরে ঢুকতে চায় সে বৃহস্ (< ১ বৃহস্, তু ক ২ ১ ১১, 'প্রচন্দন' কোট ৩ ১, এমনি করে নামকে অধ্যাত্ম-সংস্কৃত্যে বহন করা একটা প্রাচীন রীতি, ১০ ১০৪ ১০, অপান্দো জনম্ অমিত্রসুতম্ উবু দেবেভ্যো যকৃণোবু উ লোকম্ ১ ৮ ০ ৩ 'দেবেভ্যো' বহুবচন বোঝাচ্ছে বিশ্বেদেবগণ বা পরিব্যাপ্ত বিশ্বেচিনাকার। মদং বৃষণং পৃথুঃ সাসহিম্, উ লোককৃষ্ণম্ ৮ ১ ১৫ ৮ (উ লোক < উল্ লোক)। উবু লোক, সাম্যাহতু অক্ষ-গ্যাতর নিদশন, শেষপর্যন্ত 'উ লোক' একটি পদগত্বপে বড় হয়েছে, তাই কোথাও কোথাও তাতে আবার 'উবু' বিশেষণ যোগ করা হয়েছে, যকৃণোবু আদিত্যে বাবধ্যাব লক্ষণীয় ৫ ১ ১১১, ৮ ১৫ ১৭, ৩ ৩ ৭ ১১।)। 'উবু যজ্ঞায় লেখ্যবু উ লোকঃ জনযজ্ঞা সর্মম্ উষাসম্ অগ্নিম্ ৭ ১৯ ৪ অগ্নি উষা এবং সূর্য যজ্ঞাক্ষম্ অতীপ্সা প্রাতিভসংবিৎ এবং বিজ্ঞানয় প্রতীক তু ৩ ৩ ১ ১৫ ১, ইন্দ্রাসামা যজ্ঞম্ অস্মা অবিষ্ঠম্ অশ্বিনম্ উযশ্বে কৃণতম্ উ লোকম্ ২ ৩ ০ ৬ ভস্ম সেইখানে যেখানে 'অংহঃ' বা চেতনার স্ফুটতা এবং 'বাহা', তু ঠেউ যদা হা এইবৎ এতশ্মিন্ উদরম্ অন্তবং কুবৃতে অথ তস্য ভয়ং ভদ্রাৎ ২ ১৭, আনন্দং ব্রহ্মণা বিদ্যান্ ন বিভেতি কৃতশ্চন ২ (১), যুদো রাষ্ট্রং বৃহদ ইব্রীতি দোর যৌ সেতুভিব্ অরজ্জুভিঃ সিনীথঃ, পরি নো হেলো বরগসা বজ্রা উপং ন ইন্দ্রঃ কৃণবদ উ লোকম্ বহং তোমাদের রাজসহিমা ছাঙ্গ দুমলোকে, বিনিসূতার বাধনে (সবাইকে) তোমরা বধি, বরূণের অবহেলা আমাদের এড়িয়ে যায়

উরুলোক, বৃহত্তের ভাবনায় বর্ধিত হয়ে তাঁর সঙ্গে তাকে রচেন সোমও—যজ্ঞের জন্য। 'যে-ইন্দ্র আমাদের সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃতম, তারুণ্যের বিধাতা যিনি, এই উরুলোক রচেন তিনি উতলা (যজ্ঞমানেত্র) জন্য—সুসবনকৃৎ বীবেব জন্য, তাঁকেই যে চায় তার জন্য, সহজে যে দেয় আহা তার জন্য, তৃণসুদের জন্য। বৃহৎ বা আঁধারের আবরণ বিদীর্ণ করে তিনি রচেন এই আলোর ভুবন, অমিত্রশীল জনকে অপনোদিত করে রচেন দেবতাদের জন্য। তাঁর (সোম) মস্ততা বীর্ষবর্ষী, স্পর্ধার অভিভাবী, এই উরুলোকে রচয়িতা। 'আবার ইন্দ্র বিশ্বকে, সোমকে, বরুণকে নিয়েও এই ভুবন রচনা করেন। 'দেবতাকে ডাকলে পরে যে-বৃহৎপতি আমাদের মত লোকের জন্যও রচেন আলোর ভুবন, তিনি বৃহৎকে হনন করে বিদীর্ণ করেন তার পুরী, জয় করেন শত্রুদের, অমিত্রদের স্পর্ধাকে করেন অভিজুত। 'পবমান সোম দিনের জন্য ফোটান জ্যোতি আর লোকের বৈপুল্য। 'এই উরুলোক চাই জীবনে, পাই যেন মরণেও। ৩৫

চেতনার আকাশবৎ অনিবাধ বৈপুল্যের আরেক সংজ্ঞা হল 'বৃহৎ'। শব্দটি ক্রীর্বলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়। 'ঋতং বৃহৎ' ঋক্-সংহিতায় একটি পারিভাষিক পদগুচ্ছ, বোঝায় ছন্দ এবং বৈপুল্য একাধারে। এটি পরম তত্ত্বের বাঞ্ছনাবাহী। [৩৬]। 'অগ্নি যে দেবগণের যজ্ঞ করেন, তা এই 'ঋতং বৃহৎ'এরই যজ্ঞ, অথবা তিনি নিজেই 'ঋতং বৃহৎ'। 'স্বয়ং তা ই। 'আবার সোমও তা-ই। এই পবমান সোম যে-শত্রুজ্যোতির জন্ম দেন, তা 'ঋতং বৃহৎ', তা-ই দিয়ে কৃষ্ণ তমিপ্রাকে তিনি হনন করেন। সমুদ্র পার হয়ে চলেন তিনি চেউএ চেউএ জ্যোতির্ময় রাজা তিনি 'ঋতং বৃহৎ', ছুটে চলেন মিত্র আর বরুণের ধর্ম মেনে—যখন প্রচোদিত হন তিনি 'ঋতং বৃহৎ'। সহস্রধার বীর্ষবর্ষী তিনি, পয়োবর্ধক, দেবজ্যোতির প্রিয়; ঋত হতে জাত তিনি, ঋতেই বেড়ে চলেছেন জ্যোতির্ময় রাজা যিনি 'ঋতং বৃহৎ', "এক জায়গায় বিশ্ব-দেবগণের পৃথক উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরই মতন করে উল্লিখিত হয়েছে 'ঋতং মহৎ...স্বয়ং বৃহৎ'।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি সংজ্ঞা লক্ষণীয় - 'বৃহদ্ভিব' বা 'বৃহদ্ভিব' (স্ত্রীলিঙ্গে

যেন, ইন্দ্র আমাদের জন্য যেন রচেন উরুলোক। বোধন দেবতাব অধ্যাক্ষতার এবং প্রসাদের, তু জা অথ য আত্মা স সেতুব্ বিদ্যুতির, এথাং লোকনাম অসংচেদয়া চাং ১, বৃ. ৬ ন ২২। ৭ ৮৫। ২। '৬। ৭০ ২, বৃহৎপতি বাক' বা মস্তের চেতনা '১১। ১২। ৫ তু চাং ৩, 'অহন' বা দিনের আত্মা সম্বন্ধ চেতনার প্রতীক তু 'অহর্বিদ' ১। ২। ২, ১৫৬ ৫, ৮ ৫ ৯, ২১। 'তু মমা স্ববিক্রম উরুলোকম্ অস্তু ১০ ১২৮ ২, আবার মৃত্যুর পর অজো ভাগসে উপসা তং তপস্ব যাস তে শিবাস্ তন্মহা জাতবদস্ তান্ভিব্ বহৈ নং সূকৃতাং উ লোকম্ ১০। ১৬। ৮। [৩৫] আরেকটি সমার্থক সংজ্ঞা 'বরিবঃ', ঋতে বহু ব্যবহৃত আছে। তু 'অংহো' রাজন্ 'বরিবঃ' পূর্বের কঃ ১। ৬৩ ৭। ক্রিষ্ণতা হতে বৈপুল্যে সাধকের মর্জিত।

[৩৬] তু ঋতং সতম্ (ঋ ১০। ১৯০। ১)। '১ ৭৫। ৫। '৪ ৪০। ৫, দ্র টী ২৮', ৭৯। ৫৬। ১। পবমান ঋতং বৃহৎ ছুটে জ্যোতির্ অজীজনং, কৃষ্ণা তম্যাস জগদনং ৯ ৬৬। ২৪। জগৎ সমুদ্রং পবমান উর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ, অহন মিসা নরুপসা ধর্মণা প্র হিহ্বান ঋতং বৃহৎ ১০৭। ১৫। সহস্রধারং পয়োবর্ধং প্রিয়ং দেবায় জন্মণে, ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ১০৮ ৮। পয়ঃ আপ্যামনী শক্তি, শত্রু বলে সত্বগুণের প্রতীক তু 'পয়ঃ কৃষ্ণাসু বৃশদ বোহিগম্য'—তিনটি গুণের স্পষ্ট ধূনি ১। ৬২ ৯ ৪ ৩ ৯। 'আদিতব্ দাণা-পৃথিবী ঋতং মহদ্ ইন্দ্রাদিষ্ণু মরুতঃ স্বয়ং বৃহৎ, দেবো আদিতা অবসে হবামহে নন্দন ব্রহ্মা সবিতারং সুদামসম্ ১০ ৬৬ ৪। বহু দেবতার মধ্যে এক পরম অম্বতত্ত্বের অভিবাঞ্ছনা, তু ১। ১৬৪। ১৬, ৩। ৫৫ স্।)।

‘বৃহস্পতি’), যা সহজেই আলোকলমল আকাশের বৈপুল্যকে স্মরণে আনে। লোক বা ভুবন বোঝাতে সংজ্ঞাটির কোনও প্রয়োগ পাওয়া যায় না ৩৭। এছাড়া ‘অগ্নি ইন্দ্র বৃহস্পতি, সরস্বতী বৃহস্পতি, উর্বশীও তাই। ‘এক অজ্ঞাতনামা দেবী বৃহস্পতি; অন্যত্র তিনি শুদ্ধ মাতা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে ‘পিতা’ স্বষ্টির উল্লেখ থাকায় মনে হয় বৃহস্পতি আদিজননীরই একটি সংজ্ঞা। ‘আবার বিশ্বদেবগণ বৃহস্পতি। সংজ্ঞাটি এমনই অর্থবহ যে শেষপর্যন্ত তা ‘ঋষির নামে পর্যবসিত হয়েছে। দেবতাব সঙ্গে সাধুজ্যবোধই যে সাধনার চরম লক্ষ্য, এটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেবতা বৃহৎ, দুর্লোক বৃহৎ, মানুষ্যও বৃহৎ বৃহতের এই ভাবনার নিষ্কর্ষণ দেখি উপনিষদের রক্ষাবাদে।

আকাশের মত অনিবাধ বৈপুল্য বৃহৎ যিনি, তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সর্বত্র। এইটি বোঝাতে দেবতার একটি বিশেষণ ‘বিশ্বমিত্ব’ [৩৮]। ‘অগ্নি বিশ্বমিত্ব, যাকে তিনি ছেয়ে থাকেন, সে হয় নিখিল (অগ্নি) স্রোতঃ সম্পদের আধার। ‘ঋতুদগণ, ইন্দ্র, উষা, সবিতা, শ্রুবা, জ্যোতির দুরারোহা, ‘দ্যাবাপৃথিবী, ‘বিশ্বদেবগণ সবাই বিশ্বমিত্ব। অন্তর্যামিরূপে সব মানুষ্যের মধ্যেই তিনি, তাই দেবতা ‘বিশ্বানব’ [৩৯]।

যিনি সর্বব্যাপ্ত সর্বগত সর্বনিযন্তা, তিনিই সব কিছুর হয়েছেন তিনি ‘বিশ্বরূপ’ [৪০] ইন্দ্র রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন, তাঁর সে-রূপ চেয়ে দেখবার মত;

[৩৭] কিন্তু অসমস্ত প্রয়োগ দ্র ঋ ৬.২১৫, ৮.৩.১৮, ১০.৩.১৫। মধোদাস্ত এবং আশ্বলাস্ত দুটি রূপ আছে, শেষেরটিতে লোক আব দেবতা তাহল এক ১৫.৩.১৩ (বৃহস্পতি), ৪.২৯.১৫, ৫.৭২.১২। তু ‘বৃহস্পতি, ব্রহ্মস্পতি, বাচস্পতি, বাক্ তখন বহুতী, বাক্ ও ব্রহ্মের সহচার ১০.১১৪.৮, ৪১.১৯। ‘উর্গ’ বা বৈপুল্যকে অধিকার করে আছেন যিনি তিনি ‘উর্বশী’। ২.৩১.১৫, উক্ত মাতা বৃহস্পতি শগোত্ নস্ স্বষ্টা দেবোক্তব্ জনিভিঃ পিতা বচঃ ১০.৬৮.১০। তু অনুরূপ দেবমিত্বের অধিষ্ঠিত্বগণ। ৩.১.১৬.১২, ২.১২.৯, ৪.৩৭.১০, ৯.৭৯.১, ১০.৬৮.৮। ১০.১২.১০.৮, ‘এবা মহান্ বৃহস্পতিরো অথবা বোচৎ স্বাং তবন্ ইন্দ্রম্ এত’—নিজেকেই তিনি ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন ৯।

[৩৮] < ১ ইব্ (ব্যাপ্ত) < ১ ইব্ (গত) বিশ্বব্যাপ্ত, বিশ্বগত, অতএব অন্তর্যামী, প্রচ্যাদ। ২ ৩.১৩.৩, বিশ্বং স দ্যত্ দ্রবিণং যম ইবসি ৫.২৮.১২। ‘দ্রবিণ’ < ১ দ্র, ছোট। গলে যাওয়া, অগ্নি ‘দ্রবিণোদাঃ’, যোগ্যগিম্য শবীরের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবাহিত হন বলে। ১.৫.১০.৮, ৭.১২.৮। তু ১.১০.৮, বিশ্বব্যচসম্ অকন্তঃ মতীনাম্ ছেয়ে আছেন সব-কিছুর মননের গভীর রূপ হয়ে ৩.৪৬.৭। বৃহত্যা বৃহতী বিশ্বমিত্বায়া জ্যোতিব্ যজ্ঞত্ অগ্নে অঙ্গাম্ ৫.৮০.২। ‘বিশ্বজনের দীপ্তি যজ্ঞটাকার আগ্নে প্রাণিকসংব্রতের উল্লেখ্যব সূন্দর বর্ণনা, দ্রিব্ অন্তরিকঃ সবিতা মহিষনা তী বজাংসি পবিত্রস্ ত্রিণি র্যচনা তিস্তা দিবঃ পৃথিবীস্ তিস্ত ইব্রিতি ৭.৮০.৫। তুলোক অস্তরিক দুর্লোক অন্তর্যামী দীপ্তগত অলম্বা, ‘মিথং পৃথ্যা জিব্রতু বিশ্বমিত্বঃ’ সব ছেয়ে আছেন যে পৃথ্যা তিনি দী বা ধ্যানচেন্নাকে করেন স্মরন্ত ২.৭০.৬, বাচস্বতীব্ উর্বর্যা বি দ্রায়ন্তঃ দেবীব্ গরো বৃহতীব্ বিশ্বমিত্বাঃ ১০.১১.১০.৫। প্রত্যেকটি পদে ব্যাপ্তির ভাবনা, তুলোক হতে দুর্লোক পর্যন্ত পরপর সাতটি জ্যোতির দ্বার, দ্র ‘আপ্রীদেবগণ’। ১.৭৬.১২, ৩.১০.৮, ৯.৮১.১৫, ১০.৬৭.১১, ১০.৮১.৫।

[৩৯] সবিতা ঋ ১.১৮.৬.১, ৭.৭৬.১, ইন্দ্র ১০.৫০.১। তার পরেই আছে, তিনি ‘বিশ্বভূঃ’ কিনা সব হয়েছেন, তু ১০.১০.১২। অগ্নি ‘বৈশ্বানর’।

[৪০] ঋ রূপসংপৎ প্রতিবর্ণো বভূব তদাস্ম অস্মা রূপং প্রতিচক্ষণায় ইন্দ্রো মার্যভিঃ পূর্বরূপে ঈযত ৬.৪৭.১৮। আতিষ্ঠন্তঃ পরি বিশ্বং অভ্যব্রত্ ছিয়ে বসনশ্ চরতি স্ববোচিঃ, মহৎ তদ্ বক্ষো অসূরস নামা বিশ্বরূপা অমতানি তস্মৈ ৩.৩৮.১৪। ‘অসূর’ দেবতার মহত্তম প্রাচীন সংজ্ঞা দ্র ‘অসূর’, ‘অমৃতানি’, প্রত্যেক মর্ত্যে নিহিত অজ্ঞ এবং অমৃত জ্যোতির্ভাগ ৬.১৯.১৪, ১০.১৬.১৪, এই অমৃতকে লাভ কলাই সবার দিবা নিমতি তু ভজন্ত বিশ্বে দেবস্বং নাম অমতম্ ১.৬৮.১৪, ৮.৪৮.১০। এই মস্তের দেবতা অনিরুদ্ধ, কিন্তু সুভেদ দেবতা ইন্দ্র: Geldner

বিচিত্র মায়ায় বহুরূপ হয়ে চলছেন তিনি। অধিষ্ঠাতাকে ঘিরে আছে সবাই; বিচিত্র শ্রীর বসন পরে চলছেন তিনি স্বয়ম্ভূত : বীৰ্যবর্ষণী অসুদের সেই নাম যে মহৎ; বিশ্বরূপ হয়ে তিনি অমৃতসমূহে অধিষ্ঠিত। রূপে-রূপে বিচিত্র হয়েছেন মঘবা (ইন্দ্র)। মায়া বটে তাঁর আপন তনুকে ঘিরে। তিনি বিশ্বভূত অর্থাৎ তিনিই এই বিশ্ব হয়েছেন। বিশেষ করে ঋগ্বেদে বিশ্বরূপ; আবাব তাঁর পুত্রও (ভ্রাতৃ) বিশ্বরূপ। অর্থাৎ বিশ্বকে দেবতার আত্মসম্ভূতি বা বিসৃষ্টি দৃষ্টাবেই দেখা যেতে পারে। 'বিশ্বের উৎপত্তি অগ্নিব্যবপ বৃষভ-ধেনুর একটি মিথুন হতে এই বৃষভ 'বিশ্বরূপ' তিনি' তাঁর বৃক, তিনি পালান, তিনি মিথুন, শক্তিমান, তিনি সবার অধিপতি, সমস্ত (ধেনুর) বেতোধা তিনি বহুধা প্রজাবান; এই ধেনু 'বিশ্বরূপ' দক্ষিণা (উষার) (বথের) ধুরাষ যুক্তা মাতা তিনি, তাঁর ভ্রূণ ছিল আবর্তদের মধ্যে, তিন যোজন দূরে তাঁকে দেখে বাছুরটি কেঁদে উঠল। 'বৃষরূপে বৃহস্পতিও 'বিশ্বরূপ'; সোমও তাই। 'এককথায় সেই একই হয়েছেন এই সর্বাঙ্কহু। 'তাঁর এই 'বিভূতির' বর্ণনা আছে পদ্য-সূক্তে : তিনি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাং বিশ্বরূপ 'পদ্রুশ্ব' কেননা বিশ্বে যত শীর্ষ যত অক্ষি যত পদ সবই তাঁর; তিনিই ভূত ভবা এই সব কিছুর হয়েছেন, এই বিশ্বভূত তাঁর একপাদ, তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে। 'দেবতা যখন বলেন, 'আমিই এইসব হয়েছি', তখন তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গান্ধুষও বলতে পারে, 'আমিই সব হয়েছি'; অঙ্গিরারাও তাই বিশ্বরূপ।

বঙ্গত চান সূর্য বা দোঃ, তা একই কথা।। রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি মায়াং কৃৎনাস' তব্বে পার্ণ স্বাম্ ৩ ৫৩।৮। 'মায়া' তাঁর প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টিশীল, তু নিধ ৩.৯, < ১ মা নির্মাণ > 'মায়া', তু ঋ তে মাযিনো মমিবে সৃপ্রচেতসঃ ১ ১৫৯ ৪। আলো ছড়িয়ে পড়ে প্রকাশ করে, তাই সৃষ্টি 'মায়া' এই অনুযঙ্গ আছে, 'বা তনু' স্বরূপ, তু ক ১ ২ ৩০। ১০। ৫০। ১ : ১। ১৩ ১০, দেবস' ঋগ্বেদে সর্বাংগা বিশ্বরূপঃ পূর্ষাষ প্রজাঃ পূর্ষা জজান ৩। ৫৫। ১৯ (সর্বভূতের জনন পোষণ এবং সবিভা হয়ে প্রচোদন তাইই কাজ, তু ১০। ১০। ৫। ২, ১১। ১৯ (তু ১০। ৮ ৯; এই 'ব্রাহ্ম' বৃহ নি ২। ১৬, বহুসার্থ্যের জন্য দু 'ঋগ্বেদ'। 'অগ্নি' হি নঃ প্রপদজা ঋতস পূর্বা আগ্নি বৃষভশ্চ চ ধেনুঃ ১০। ৫। ১৭ অগ্নি একাধারে পিতা মাতা এবং জাতক, অর্দিতও তাই তু ১ ৮৯। ১০, পিতাই পুত্র হয়ে জন্মান, অতএব প্রজা আর সৃষ্টি এক ১০। ৯০। ২, ধেনু বৃষভের উপমা ১। ১৭১। ২, ১৬০। ৩, ৩। ৩৮। ৭, ৫৬। ৩, ৮। ৩। ১০। 'শৌ ৯। ৫। ৩, ১১। ১। ৩৭। ত্রিপাদসো বৃষভো বিশ্বরূপ উত মৃগা পদ্রুশ্ব প্রজাবান, প্রানীকঃ পতাতে মাহিনাসাশ্চ স বোভোদা বৃষভঃ শশ্বতীনাম ৩। ৫৬। ৩। 'উষা' বা বৃক পূর্বাচ্চ, আব 'উষা' বা পালান স্রীচিৎ অর্থাৎ তিনি অধি-নারীশ্বর, তাই প্রজাসৃষ্টিও এই মিথুনভাব, লক্ষ্মীস, সূক্তের ঋসি 'প্রজাপতি', বিশ্বামিত্র তাঁর পিতা এবং বাক্ মাতা, উপনিষদের ভাষায় বিশ্বামিত্র তাহলে প্রজাভূত; ১ ১৬৫। ১৯ (একটি প্রাণলিকা 'মায়া' দিব্যা ধেনু অর্দিত, তু গায় অনাগায় অর্দিতম্ ৮ ১০১। ১৫, ১৬, 'বৎস' বা গভ্র আধারে নির্হিত চির্দার অনেজ্জায়গায় শিশুরূপে উদীয়ন্ত ১ ৯৬। ৫, ৩। ১ ৫ : 'দক্ষিণা' উষা, দেবতার তাই রথে ১ ১২৩ ১, ৫, আব তাঁর পূর্বোক্তে এই মাতা, মাতা তাহলে পৃথিবীর কাজকারি অঙ্ককার, তাই উজ্জনে অশ্বনিষ্কটাবিণী অবুগা উষা, তাঁরও উজ্জনে দৃঢ়লাকের শূদ্রদ্রুতি; সূর্য্যাদয়ের আগেকার চবি শুরুর সোহিত আর শুরুর অথবা তমঃ বজঃ সত্ব তিনিই রং বা গুণ পর পর, এখানকার আবর্ত অবশুঃ শিশুটি কেঁদে উঠল আলোর জন্য বা মায়ের জন্য যিনি আছেন যেমন এখানে তেমনি আবার তিনিই ভুবনের ওপরে পরমযোগ্যে) ৩। ৬২। ৬, ৬। ৫১। ৩। 'একং বা ইদং বি বভূব সর্মম্ ৮। ৫৮। ২। '১০। ৯০। ১, ২, ৩, ৮। ১। ৩। 'এক্রেত্রে ইওরাপ্যীয় পশ্চিমদেব প্রমুখাল গুণ্ড এব কল্পনা হাস্যকর, তু অর্দিতম্ দেব অর্দিতম্ অশ্বনিবন্ধম্ অর্দিতম্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অর্দিতঃ পণ্ড জনা অর্দিতঃ জাতম অর্দিতম্ জনিবম্ ১। ৮৯। ১০। 'অয়ম্ অস্মি সর্বঃ ১০। ৬। ১। ১৯ (অগ্নির উক্তি); ৭। ৮। ৫, অঙ্গিরা অগ্নির ঋসি।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, জ্যোতির্ময় বহুত্বই দেবতার স্বরূপ এই হল বৈদিক দেববাদের মূলকথা। এই দেবতা সর্বত্র আছেন, কেননা তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন—যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। বাইরে পরাক্-দৃষ্টিতে তাঁকে দেখি দেবতারূপে। আর অন্তরে প্রত্যক্-দৃষ্টিতে আত্মরূপে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে যা অধিভূত, চিন্ময়প্রত্যক্ষে তাই অধিদেবত এবং অধ্যাত্ম [৪১]। যেমন, বাইরে সূর্য দেখছি : এ-দৃষ্টি ব্যাবহারিক, এতে রূপই দেখছি, কিন্তু রূপের মধ্যে কোনও মহিমা আবিষ্কার করছি না, তার পিছনে কোনও ভাব দেখছি না। আবার দেখছি, 'এই সূর্য সেই বিশ্বতশচ্ছন্দুই চক্ষু, অথবা এই সূর্য তিনিই, যিনি স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা'। এই দৃষ্টি পারমার্থিক এবং অধিদেবত, এ কবির দৃষ্টি। দেখছি, 'সেই যে প্রথম প্রকাশ, তাই আবিষ্ট হয়েছে আমার দৃষ্টিতে, সেই চোখ হতেই আমার চোখ, সেই চোখ দিয়ে অন্তরেও দেখছি সূর্যের জন্ম। এ দৃষ্টিও পারমার্থিক, এ হল ঋষির অধ্যাত্মদৃষ্টি। এমনি করে বাইরে-ভিতরে এক চিন্ময় মহিমার যে-প্রত্যক্ষতা, তাই বৈদিক দেববাদের ভিত্তি।

২ দেবতার রূপ গুণ ও কর্ম

দেবতার স্বরূপের পর তাঁর রূপ গুণ এবং কর্মের কথায় আসা যাক। প্রথমে রূপের কথা।

আপাতদৃষ্টিতে বেদে বহু দেবতা। কিন্তু তবুও দেখি, দেবতাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্যের চাইতে সন্মের দিকই বেশী ফুটেছে। যেখানে বহুর মেলা, সেখানে ভেদ দেখা দেয় রূপে, আর ভাবের মধ্যে থাকে অভেদের সূচনা। যেমন সব মানুষই মানুষ—এ হল ভাবের দিক; অথচ রূপের দিক দিয়ে কোনও দু'টি মানুষই এক নয়। এক ভাব, আর তারই বহুধা রূপায়ণ। বিসৃষ্টির এই হল বীজ। দেবতার বেলাতেও এই রীতি প্রয়োগ করে ঋষি বলছেন, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এক সংস্বরূপকেই বহুধা ঘোষণা কবছেন বিপ্রো। ৪২।। বেদের তথাকথিত বহুদেববাদ বস্তুত

[৪১] 'অধিদেবত' 'অধ্যাত্ম' এই দু'টি সংজ্ঞার পাশাপাশি ব্যবহার উপনিষদে প্রচুর, যা পরাক্ এবং প্রত্যক্ দৃষ্টির সমন্বয়ের নিদর্শন। গ্রন্থে প্রাচীনতম প্রয়োগ এ ৯.২.১৫ ১০।১০।১৩, ১।১১.৫।১। 'প্রত্যক্ষাদ্ অববা অ্য বিবেশ ১০.৮.১, তু সূর্য চক্ষুর্ গচ্ছতু ১৬.৩; অশ্বদর্শন তু 'পতচ্চম' অশ্বম্ অসুংবস মাযমা হুদা পশান্তি মনসা বিপিশ্চিভঃ, সমুদ্রে অশ্বঃ কবযা বি চক্ষুঃ মর্বাচীনাং পদম ইচ্ছন্তি বেদসঃ'—অসুংবস (পরমপুরুষের) মায়ায় অভিযুক্ত (অন্য ব্যাখ্যা দ্র. টী. ১৮.৯.৭)। পার্থক্যিক (সংক্ষেপে) মর্জ্যেয়া দেখেন হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে, হৃদয় সমুদ্রের গভীরে কবির দেখেন তাঁকে, বশিষ্টদের ধামকে চান বেদারা ১০।১৭.১, সমস্ত সৃষ্টিই দ্র. আবও তু ১।১৬.১১, ৩।৩৮.৬, ৫।৬২.১, ৮।৫৯.৬। লক্ষণীয়, বেদে 'অত্' অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বৈদিকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়ে।

[৪২] স্ব. ১.১৬.৪৬ দেবতা যখন একদেব, তখন তিনি 'দিন্দা সুপর্ণ' অর্থাৎ দু'লোকের আলোর পাখি বা আদিত্য। যখন তিনি অরূপ অদ্বৈতত্ব, তখন 'একং সং'। ঋকটিতে পরমভূমিতে পৌছবার দু'টি ক্রমের উল্লেখ আছে একটি অগ্নি-ইন্দ্র মিত্র—বরুণ (আকাশ শূন্যতা); আরেকটি অগ্নি মাহরিষ্টা আদিত্য যম। আগেরটির দৃষ্টি পবাক্, পরেরটির প্রত্যক্ কঠোপ নিষদে পরের ক্রমটি আভাসিত, বৈবস্বত মৃত্যু সেখানে প্রবক্তা, বলছেন সেই অনিন্দিত লোকের কথা যেখানে কিছুই ভায় না ২।২.১৫। সেখানে পৌছতে হয় ভিতরে ডুবে গিয়ে। আর বরুণের

অদ্বৈতবাদেই উপস্ফুট। দেবতা যে-রূপেই দেখা দিল না কেন, ঋষি তাঁর স্বরূপকে কখনও ভুলে থাকেন না। চেতনার স্বেচ্ছাচরিত্রের দ্বারা দেবতার সাযুজ্যলাভ যেখানে পরম পদ্ব্যর্থ [৪৩], সেখানে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাইতে, দেবতার স্বরূপের প্রজ্ঞান সবসময় অগ্রস্ত থাকার ফলে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে রূপভেদ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে ফোটেনি [৪৪]।

দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলেছি, তাথেকে এর কারণ অনুমান করা খুব কঠিন হয় না। সোজা কথায়, দেবতা নিতাপ্রত্যক্ষ, চোখের সামনে তাঁকে দেখছি আকাশরূপে, দেখছি আদিত্যরূপে, দেখে আমার চেতনা বৃহৎ হচ্ছে, উদ্দীপ্ত হচ্ছে যেমন হয় কবির। চেতনার এই বিস্ফারণ এবং উদ্দীপনায় দেবতার সঙ্গে আমি যে-সাযুজ্য [৪৫] অনুভব করি, তা-ই আমার পদ্ব্যর্থ। আমিও তখন বৃহৎ বা ব্রহ্ম—আমার প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, আমার এই আত্মা ব্রহ্ম, ওই আদিত্যে যে-পদ্ব্যর্থ আর আমাতে যে-পদ্ব্যর্থ, দুইই এক [৪৬]। দেবতার যে কোনও বিভূতিকে আমি ইন্টেরপ্রে গ্রহণ করি না কেন, তার পর্যবেসন ওই আদিত্যদ্যোতনায়; কেননা দেবতার সবাই আদিত্য কিনা আদিত্যের পুত্র [৪৭]। ইন্টদেবতাকে লাভ করার অর্থ হল সেই পরমজ্যোতিকে পাওয়া [৪৮]।

শল্যেণ পশীছন যাম নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে ঐতিহ্যবাহীপানিসদে তা-ই ‘ভাগবতী বারুণী বিদ্যা পরমে যোমন্ প্রাতিষ্ঠিতা ৩।৬। সংহিতায়ও বলা হচ্ছে, ‘যমং পশামি বরুণং চ দেবম্’ অর্থাৎ মৃত্যুর পর কেউ দেখে দেবতা যমকে, কেউ বা বরুণকে (খ ১০।১৪।৭)। বস্তুত একজনকে দেখলেই আরেকজনকে দেখা হয়।

[৪৩] সংহিতায় প্রতীকের ভাষায় তাই হল পৃথিবীস্থান অগ্নির উদ্দীপিতাকে আগ্রহ করে দ্যুস্থান সূর্যে পশীছন। তাই হল অন্ধকারের ওপারে উত্তরজ্যোতিষকে দেখতে দেখতে উত্তরজ্যোতিষ বা সূর্যে যাওয়া (খ ১।৫০।১০, সামবেদে অরণ্যকর্ণাণের পরিশিষ্টে মহানাক্ষত্রপর্বে এটি উদবায়ামক সামের যোনি-এতেই এর গুরুত্ব বোঝা যাবে)। ব্রাহ্মণে এটি লোকোত্তরগ, উপনিষদে উচ্ছ্রান্তি দেবতার যত রূপই থাক না কেন, চোখের সামনে দেখছি এক সূর্য। এই দর্শনই বৈদিক অদ্বৈতবাদের চিহ্ন।

[৪৪] দু’নি ২।৮। শাকপর্ণি সংকল্প করলেন, ‘সব দেবতাকে আমি জানব’। তাঁর কাছে দেবতা উভয়ালঙ্ক হয়ে প্রাদুর্ভূত হলেন। শাকপর্ণি তাঁকে চিনতে না পেলে শূন্যলেন, ‘তুমি কে? জানতে চাই’। তু খ সা চিহ্নিত্বির্ নি হি চকার মত্যাং, রিম্ভাভু ভবণী প্রতি বারি, ঐহত—দেবতা বলকে বলকে ধাঁধিয়ে দিলেন মর্ত্যকে যখন বিদ্যুৎ হয়ে, তখনই তাঁর আলোর আড়াল সামনে থেকে সরিয়ে নিলেন ১।১৬৪.২৯। কেনোপনিষদে তাই ব্রহ্মের আদেশ, তিনি যেন বিদ্যুতের উল্লেখ আর নিষেধ [৪।৪]। দেবতার স্বরূপ আলো বলেই রূপের আর তীক্ষ্ণতা তাঁর মধ্যে গৌণ।

[৪৫] সাযুজ্য দেবতার সঙ্গে নিত্যযোগ ভেদভেদভাব তু ১।১৬৪.২০ (মু. ৩।১।১, খ ৪.৬ একই দেহবক্ষে দু’টি পার্শ্ব)। এই অনুভবের মধুর প্রকাশ ‘দ্বয়েৎ ইন্দ্র যজ্ঞা যমং প্রীত ব্রহ্মানীমহি স্পৃশঃ, স্বম্ অস্মাকং তব স্মসি’ তোমার সঙ্গেই যুক্ত থেকে হে ইন্দ্র, আমরা জীবাব দেব প্রাণীপক্ষীদের, তুমি আমাদের, আমরা তোমার (খ ৮।৯২.৩২)। আরও তু ‘ক্সা যজ্ঞা বনম তব’ তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা পাই যেন তৎস্বরূপকে (৩১)।

[৪৬] দু. ট্রু ৩ ও মা ২, টেউ ২।৮।

[৪৭] আদিত্য অর্থাৎতা অবস্থান সেই আদর্শজি, যিনি সব-কিছু হয়েছেন - খ, আদিত্যে নৌর আদিত্যে, অন্তরীক্ষম্ আদিত্যে, মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিধে দেবা আদিত্যঃ পশু জনা আদিত্যে, জাতম্ আদিত্যে, জনিষম্ ১।৮৯।১০। দেবতার আদিত্যের পুত্র বলে আদিত্য। তু. ১০।৭২.১, ৫, ৮, ৯। যজ্ঞের লক্ষ্য আদিত্য বা সূর্যকে পাওয়া - তু মহাপ্রতে শূদ্রকে পরাকৃত করে ব্রাহ্মণের দ্বারা একটুকরা গোল সাদা চামড়া ছিনিয়ে নেওয়া—ওটি সূর্যের প্রতীক (তৈত্তির্য মন্তব্য দৈব্যা বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ, অসুরঃ শূদ্রঃ ১।২।৬)।

[৪৮] তু খ. ৮।৪৮।৩, ১।৫০।১০, ১৬৪।৪৬ যেখানে দিবা সূপর্ণ সূর্যই সব দেবতা;

এমনি করে দেবোপাসনা আর জ্যোতিরূপাসনা এক হয়ে যাওয়ার একটি ফল এই হল, বৈদিক সাধনায় দেবতার মূর্তির বিশেষ প্রাধান্য রইল না। সংহিতার স্পষ্ট উক্তি, দেবতার 'অমূর' অর্থাৎ অমূর্ত বা চিন্ময় [৪৯]। সংজ্ঞাটি বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ [৫০]। তার তাৎপর্য এই হতে পারে : যজ্ঞভূমিতে দেবতাকে কেউ দেখতে পায় না; অথচ যে অগ্নি দেবতাদের সেখানে নিয়ে আসেন কিংবা তাঁদের কাছে হব্য বহন করেন, তাঁকে চোখে দেখা যায়। কিন্তু জানতে হবে, ভৌতিক অগ্নি দেবতা নন, দেবতার প্রতীকমাত্র; দেবতা অগ্নি অমূর্ত। তাঁর 'অমূর' বিশেষণ তাবই স্মারক [৫১]।

দেবতা অমূর্ত, কিন্তু অরূপ বা নিরাকার নন। একতার অর্থ পরিষ্কার হবে যাক্ষের একটি প্রসঙ্গ হতে।

হংসবতী শব্দ ৪।৪০.৫, ৫।৬২.১ অনিরুক্ত ভূমির বর্ণনা। যেখানে সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে সূর্যোথবা ছাড়া পায়, সূর্যের সহস্র কিরণ যেখানে একসঙ্গে সংহত হয়ে আছে, যেখানে আছেন দেবতাদের সকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য সেই এক, যত জ্যোতির অজস্রম্ ৯।১১৩.৭ (তু ১০।১৩৯।১); শ্রেষ্ঠং জ্যোতিধাং জ্যোতিঃ ১০।১৭০।৩। সংহিতায় সূর্যজয়ের কথা বহু জায়গায়।

[৪৯] তু ৯।৬৮।৪, ৭২।২, অপসরোঃ ৯০.২, ৪।৫৪।২, ৭।৪৭.৫, 'য়ে স্থা নিচেতাবো অমূরোঃ'—সারা আছ অশ্বচেতন অমূর্ত হয়ে ১০।৬১।২৭ মিত্র-বরুণও ঐ ৭.৬১।৫, বরুণের চরোও ৬।৬৭।৫।

[৫০] ৯।১৪১।১২, ৩।১৯।১, ২৫।৩, ৪.৪.১২, ৬।২, ১১.৫, ৬।১৫.৭, ৭।৯।৩, ৮।৭৪।৭, ১০।৪.৪, ৪৬।৫ 'পূরীক'ও অমূর ৪।২৬.৭; সাধারণত ইনি স্ত্রীদেবতা এবং ভগ্নের সঙ্গে যুক্ত। নামের অর্থ 'পূর্ণতাকে আহিত করেন যিনি' (তু 'লক্ষ্মী'), এখানে শব্দটি পূর্বলিঙ্গ, বোঝাচ্ছে ইন্দ্রকে—কেননা স্ত্রীটি ইন্দ্রের।

[৫১] অমূর যাক্ষেব মতে 'অমূর' নি ৬।৮। তাঁর উদাহরণ ৯।৬৮। অমূর ন রয়ং চিকিষো মহিষম্ অগ্নে স্বম্ অজ রিংসে ১০।৪।৪; ব্যাখ্যায় বলাছেন, 'মূর্তা রয়ং স্বম্, অমূরস্ব স্বম্ অসি, ন রয়ং বিশ্বে মহিষম্ অগ্নে স্বম্ তু বেখা'। মস্তে চিতি এবং বিদ্যার প্রসঙ্গ আছে, সূত্রায় এ-অর্থ এখানে বেশ খাটে। Geldner সবজায়গায় যাক্ষের অর্থই গ্রহণ করেছেন। 'মূর' তাহলে < V মূহ। কিন্তু মৌল্যং মহাপ্রাণ বর্ণের অঘোষ অল্পপ্রাণ হওয়া স্বাভাবিক নয়, তাই কেউ কেউ বলাছেন ব্যতিক্রমটা এখানে ঔপভাষিক কেউ বলেন 'মূর' অর্থে 'মূর্তা', < V মূ. মূ. তু ৯। অদ্য মূরীয় যদি যাক্ষদানো অস্মি ৭।১০৪।১৫। আবার 'মূর' ॥ 'মূল' তু ৯। অনু. দহ সহমূরান্ চরাদঃ ১০।৮৭.১১। কিন্তু মূর্ত মূর্তা বা মূল কোনও অর্থই 'মূর্বেদেব'র বেলায় সুসঙ্গত হয় না মোহ আর মূর্ত্যু দ্বারের লক্ষণই হচ্ছে জড়ত্ব। চিৎ আর জড়ের তফাত এই একটি আলো বাতাসের মত লঘু ও ব্যাপ্তিধর্মী, আরেকটি স্থূল এবং ঘনীভূত, সংকুচিত। এই ঘনীভাব বোঝাতে একটি শব্দ আছে V মূ. *স্ক > জ্ব বিকরণ যুক্ত হলে তাথেকে আমরা পাই V মূর্জ, তা থেকে আমাদের পরিচিত মূর্ছা, যার লক্ষণ ওই জড়ত্ব এবং ঘনীভাব। 'জ্ব' বিকরণটি মূর্বে দূর্ভূত নয় : তু V গম্ ॥ গজ্, যম্ ॥ যজ্ বস্ ॥ উজ্ (বৈদিক), অস্ ॥ *অজ্ (প্রাকৃত 'অজ্জ' আছে), হব্ ॥ হজ্ (ছা ২।১৯.২), ৯। ৯জ্। আবার এই V মূর্ হতেই 'মূর্বা' (উপনি ৫.২২) বা জড়বিক, 'নিরেট'। তু, Gk. mōrdō stupid। সূত্রায় 'মূর' শব্দের যৌগিক অর্থ ঘনীভূত, জড়, স্থূল, মূর্ত (সোজাসুজ এসেছে)। এই অনুবঙ্গেই যাক্ষের 'মূর্' অর্থ মূর্ত। এইভাবে ধরলেই সর্বত্র সঙ্গতি বন্ধা হয়। 'দেবতা অমূর' একতার যৌগিক অর্থ তাহলে হল—তিনি অবিগ্ৰহ, আর মূর্ত অর্থ হল তাহঁতে চিন্ময় প্রজ্ঞানময়। 'মানুষ মূর' এখানে বড় অর্থ 'জড়দৃষ্টি' (তু ৯।১২।১৭, ৮।২১.১৫, ৯৫.২৩, ১০.৬৬।৫, ৯৫।১৩)। মানুষ প্রহাস্ত সবিগ্ৰহ বলে তার বেলায় রূতির প্রত্যগই সার্থক, আর দেবতার বেলায় ব্যতিরেকমূখে যৌগিক অর্থের সার্থকতা। ৯। ৩.৪৩।৬এ সুমার্জিত ইন্দ্রাস্ত্রদেব বলা হয়েছে 'মূরোঃ' এখানে 'মূর্ত' অর্থ কিছুতেই খাটে না, কেননা দেবতাদের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, তারা 'মনোজব' 'মনোমূর্জ' 'বচোমূর্জ' যা তাদের ক্ষিপ্ততা এবং নৈপুণ্যই বোঝায়—মূর্ততা নয়। এখানে অশ্বদেব ঋষি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন তাই তারা 'মূরোঃ' (তু দশর্ন ন রিমদশ'তং দশর্নং বশম্ অশি স্বমি ১।২৫।১৮), অথবা মূর অর্থ স্থূলকায় (তু পীরোঅশাঃ ৪.৩৭.৪)। শোঁতে 'মূর্বা' মূর্ছা ১।২৮.৩ (৪।১৭।৩)। তু তা 'জীর্ম্মা মূর্বাঃ' জরতে জড় বা অধর্ব ২৫।১৭।৩। মূর্ত > মূল, সেখানেও স্থূলত্ব এবং ঘনীভাবের ব্যঞ্জনা।

নিরন্তর সপ্তম অধ্যায়ে দেবতাদের আকার নিয়ে একটা বিচার আছে। গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয়েছে, দেবতাদের আকার আছে। এখন প্রশ্ন, সে-আকার মানুষের মত কি না। এক পক্ষ বলছেন, হাঁ, কেননা তাঁদের শ্রব করা হয় ডাকা হয় ঠিক সচেতন সত্ত্বের মত, মানুষেরই মত মস্তে তাঁদের অঙ্গ অনুষ্ঙ্গ এবং কর্মের বর্ণনা। আরেক পক্ষ বলছেন, না, তা নয়; অগ্নি বায়ু আদিত্য এরা দেবতা, অথচ এঁদের আকার তো মানুষের মত নয়, যদিও মস্তে তাঁদের বর্ণনা সচেতন সত্ত্ব বা মানুষেরই মত। যাস্ক দুটি মতই মেনে নিয়ে বললেন, প্রত্যক্ষ দেখছি যে-দেবতাদের, তাঁরা অপদ্রুর্ষবিধ বটে তাঁরা মানুষের মত নন; কিন্তু পদ্রুর্ষবিধ হয়ে তাঁরাই অপদ্রুর্ষবিধের কর্মাত্মা বা অন্তর্যামী। দেবতাদের আখ্যান রচিত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই [৫২]।

দেখা যাচ্ছে, অপদ্রুর্ষবিধবাদীদের মতে সচেতন অচেতন যা-কিছু দেখা যায় সব স্ব-রূপেই দেবতা, তাদের উপর বিগ্রহবস্ত্র আরোপ করবার কোনও প্রয়োজন নাই। আর পদ্রুর্ষবিধবাদীদের মতে এদের সবার অধিষ্ঠাতৃচেতনা কিন্তু পদ্রুর্ষবিগ্রহ [৫৩]। অর্থাৎ দেবতার অধিভূত আকৃতি আর তাঁর স্বরূপের মাঝে এঁরা একটা ভাববিগ্রহ স্বীকার করছেন। কিন্তু উপাসনার সময় সে বিগ্রহকে কোনও মর্ত রূপ দেবার প্রয়োজন এঁরাও অনুভব করছেন না। যেমন অগ্নির উপাসনার বেলায় প্রত্যক্ষ অগ্নিকে অবলম্বন করে অপদ্রুর্ষবিধবাদীর অনুভব সোজাসৃজি উত্তীর্ণ হবে বিশুদ্ধ চেতনো, আর পদ্রুর্ষবিধবাদীর অনুভব দুয়ের মাঝামাঝি অগ্নির একটি পদ্রুর্ষবিগ্রহের ভাবনা করবে। কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষ অগ্নির জায়গায় অগ্নির কোন অধিভূত বিগ্রহ বসাবেন না। দুয়েরই দেবতা বস্তুত 'অমর' বা অমর্ত। যাস্ক দুটি মতকে মিলিয়ে দিয়ে অধ্যাত্ম-চেতনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে আশ্রয় করে উদ্ভুদ্ধ এবং উদ্ভূত চেতনা যদি অরূপে উত্তীর্ণ হয়ে সেইখান থেকে রূপকে উৎসারিত দেখে, তাহলেই তার দর্শন তাত্ত্বিক হতে পারে। তখন ভাব থেকে বস্তুতে নেমে আসি, বস্তুরূপের মধ্যে দেখি ভাবের ক্ষুদ্রত্ব। বৈদিক ঋষি-কবির দেবদর্শন এইজাতীয়।

মানুষ যেভাবেই দেবতার উপাসনা করুক, তার মধ্যে পদ্রুর্ষবিধতার ছাপ পড়বেই। বৈদিক ঋষি এটি সহজভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। সংহিতায় পরমদেবতার একটি সংজ্ঞা হল 'পদ্রুর্ষ'। গোড়াতে পদ্রুর্ষ মানুষকেই বোঝাত, তারপর সংজ্ঞাটি উপচরিত হল পরমদেবতায়। সংহিতার পদ্রুর্ষসূক্তকে ভিত্তি করে যে-পদ্রুর্ষমেধযজ্ঞের বর্ণনা শতপথব্রাহ্মণে আছে [৫৪], তার দৃষ্টা হলেন 'পদ্রুর্ষ নারায়ণ', দেবতা আদিত্য।

[৫২] নি. ৭।৬-৭।

[৫৩] দ্র নি অপি বা অপদ্রুর্ষবিধানাম্ এষ সত্যং কর্মাত্মান এতে সূত্রঃ ৭।৭। তত্র দুর্গ 'অপি বা অপদ্রুর্ষবিধানাম্' এষ সত্যাম্' পৃথিবাদীনঃ 'কর্ম' স্থান এতে সূত্রঃ—অপদ্রুর্ষবিধাঃ ক্ষিত-জলাদমঃ পবে তু অধিষ্ঠাতারঃ পদ্রুর্ষবিগ্রহাঃ। এরম্ উভয়োঃ প্রত্যক্ষাগময়োঃ অপা নৃগ্রহঃ কৃতো ভবিষ্যতি।

[৫৪] ১৩।৬।১-২, বা. ৩০, ৩১। ১রা তস্য ত্বষ্টা বিদধদ রূপম্ এতি, তন মর্তাসা দেবদম্ আজানম্ অগ্রে ৩১।১৭। ত্বষ্টা রূপকৃৎ, এখানে আদিত্যের বিশেষণ। তু ৩।৫৬।১৯, ১০ ৮৫।১। দ্র তত্র মহর্ষিধর, 'অগ্রে' প্রথমঃ 'মর্তাসা' মনুষ্যাসা সতস্ তস্য পদ্রুর্ষমেধযজ্ঞানঃ 'আজানদেবদম্' মৃত্যুং দেবদং স্মরুর্নপেণ। স্থিবিধাঃ দেবাঃ, কর্মদেবা আজানদেবাশ্ চ। কর্মণা উৎকৃষ্টেন দেবদং প্রাপ্তাঃ কর্মদেবাঃ। সৃষ্ট্যানৌ উৎপন্ন্যঃ আজানদেবাঃ। তে কর্মদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ,

সর্বানুক্রমণীমতে পুরুষসৃষ্টের ঋষি নারায়ণ, দেবতা পুরুষ। পুরুষমেধের ফলে মর্ত্য যজ্ঞমান আজানদেবত্ব লাভ করেন অর্থাৎ সূর্য হয়ে যান।^১ তাঁর কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হয় এই ব্রহ্মাঘোষ : ‘আমি এই মহান পুরুষকে জেনেছি, তমিস্রার ওপারে আদিত্যবর্ণ যিনি; তাঁকেই জেনে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাছাড়া চলার আর পথ নাই।’ দেখতে পাচ্ছি, ঋষি পরমদেবতা এবং আদিত্য সবারই সংজ্ঞা পুরুষ।

উপনিষদে এই পুরুষের অমর্ত্য এবং মর্ত্য দু’রকম পরিচয়ই পাওয়া যায়। যেমন কোথাও বলা হয়েছে, [৫৫] এই দিব্য পুরুষ অমনা অপ্রাণ অমর্ত্য, তাঁর রূপ কারও দৃষ্টির সামনে থাকে না বা কেউ তাঁকে চোখে দেখতে পায় না, তেমনি আবার বলা হয়েছে, ‘তিনি আদিত্যে হিরণ্ময় হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আনখ সোনার পুরুষ, তাঁর রূপ কল্যাণতম। আবার সেই পুরুষই ‘হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র অধুম্বক জ্যোতি, ‘রবিতুলারূপ।’^২ আদিত্যে যে-পুরুষ আর এই পুরুষ এক।

পুরুষের মর্ত্য আর অমর্ত্যের একটি পবিষ্কার বর্ণনা আছে বৃহদারণ্যকোপনিষদে। বলা হয়েছে : ব্রহ্মের দুটি রূপ মর্ত্য এবং অমর্ত্য। যা মর্ত্য, তা মর্ত্য স্থাবর এবং সৎ; যা অমর্ত্য, তা অমর্ত্য জঙ্গম এবং ত্যৎ। মর্ত্যের রস বা সার হল অধিদৈবতদৃষ্টিতে তপন আদিত্য, আর অধ্যাদ্যদৃষ্টিতে চক্ষু; তেমনি অমর্ত্যের রস হলেন যথাক্রমে আদিত্যশ্চন্দ্র পুরুষ এবং অক্ষিপুরুষ; এই পুরুষের রূপ যেন বিদ্যুৎবলকের মত, কমলের মত, অগ্নিশিখার মত, ইন্দ্রগোপকীটের মত, পাণ্ডুবর্ণ মেঘলোমের মত অথবা হরিদ্রাবর্ণিত বসনের মত; তাঁর সম্পর্কে আদেশ হল ‘নেতি নেতি’। দেখা যাচ্ছে, অমর্ত্য পুরুষের মর্ত্য এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট আদিত্য, আবার পুরুষ অমর্ত্য হলেও তাঁর রূপ আছে, তবে কিনা সে-রূপের ইশারা অরূপের দিকে অর্থাৎ তা অপুরুষবিধ। কিন্তু ছান্দোগ্যে আদিত্যপুরুষের রূপ পুরুষবিধ, [৫৬]।

ভাহলে মোটের উপর এই বলা চলে, বেদপন্থী আর্যেরা দেবতার উপাসনা করলেও গোড়ায় তাঁরা মর্ত্যের উপাসনা করতেন না। দেবতার মর্ত্য নাই, সূত্রবাং উপাসনার জন্য স্থায়ী দেবায়তনও ছিল না। শ্রোতব্যক্তের অনুরোধে অস্থায়ী যজ্ঞশালা তৈরী হত, সেখানে দেবতার কোনও মর্ত্য থাকত না; কিন্তু তাঁর ধ্যান চলত একথা আগেই বলেছি।

‘য়ে শতং কর্মদেবানাম্ আনন্দাঃ স এক আজানদেবানাম্ আনন্দঃ’ (বৃ. ৪।৩।৩৩) ইতি শ্রুতঃ সূর্যদয় আজানদেবাঃ। কিন্তু প্রতিভূ ঐতৈ তে য়ে শতম্ আজানজনানং দেবানাম্ আনন্দাঃ, স একা দেবানাম্ আনন্দঃ [২।৮]। সেখানে স্বাভাবিক দেবত্বের চাইতে কর্ম বা তপস্যার ফলে দেবত্বলাভকে বড় বলা হয়েছে (তু খ ১০।১৫৪ সু.)।^৩ রা রেদা হম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তুং, তম্ এর বিদিত্বা হতি মৃত্যুতাম্ এতি নানং পন্থা রিদ্যতে হরিনাম্ [৩।১৮]। এই ‘মহাপুরুষ’ আদিত্যশ্চন্দ্র [৪।৮]। ‘আদিত্যবর্ণং’ স্বপ্রকাশম্ (উষ্বট), আদিত্যস্যেব বর্ণো রস্য তম্, উপমাশ্রুতান্তরাং শ্বেপাশম্ (মহাধর)।

[৫৫] মৃ ২।১।২, ষ্বে ৪।২০, তু ছা ১।৬।৬ (বৃ. ৪।৩।১১), ই ১৬। ১ক. ২।১।১২, ১৩, ৩।১৭, ষ্বে ৩।১৩ (ঐতৈ ১।৬।১), ৩শ্বে ৫।৮। ঐতৈ ২।৮, ই ১৬।

[৫৬] ঋ বৃ ২।৩ (বেম্বী পৃ. ১৯৬); তু ছা ১।৬।৬। লক্ষণীয়, উপনিষদ পুরুষের স্বরূপজ্ঞানের দুটি মহাবাক্য - যাজ্ঞবল্ক্যের ‘নেতি নেতি’ (বৃ. ৪।২।৪; তু ২।৩।৬) যার ইশারা বিশ্লেষণীর্ণ অক্ষরপুরুষের দিকে, আর শান্ডিল্যের ‘সর্বং ঋষিষং ব্রহ্ম’ (ছা ৩।১৪) যার ইশারা বিশ্বাত্মক সর্বময় পুরুষের দিকে। শান্ডিল্য থেকেই বেদান্তে পরিণামবাদ, ভক্তিবাদ, ভাগবতদের পুরুষোত্তমবাদ।

যারা দেবতা মানত না, তাদের প্রতি দেববাদীরা স্বাভাবিক কারণেই বিরূপ ছিলেন; তাদের নিন্দাসূচক সংজ্ঞা হল 'অদেব' 'অনিন্দ্র' 'দেবনিন্দ' 'অযজ্ঞ'। বিরূপতা ছিল আরেক শ্রেণীর প্রতি, যারা 'অনৃতদেব' অর্থাৎ মিথ্যা দেবতার উপাসক। এই অনৃতদেবদের মধ্যে পড়ে, যারা 'মূরদেব' অথবা 'শিশ্নদেব'। এই দুটি সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

দেববিরোধী 'অদেব' মোটের উপর তিন রকমের। [৫৭] একরকমের অদেব হল মানুষ, যারা দেবতা মানে না, তাঁদের নিয়ে তর্ক কবে; হয়তো তারা দেবরত নয়, অন্যরত এবং অযাজ্ঞিক, তাবা যেমন আর্যের দাস হতে পারে, তেমনি আর্যও হতে পারে। এবাই 'দেবনিন্দ' বা দেবনিন্দক, যজ্ঞবিরোধী 'অযজ্ঞ' 'অযজ্ঞা' বা 'অযজ্ঞা'। এরা 'অনিন্দ্র' - ইন্দ্রকে দেবতা বলে না, স্পর্ধাভরে প্রশ্ন করে 'কোথায় সে?' দেবতাকে মেনেও 'দেবহেলনের' অপরাধ যারা কবে, তারাও এই দলেব।

তবে সত্যাকার অদেব হল [৫৮] বৃহ বা অজ্ঞানের আবরিকা শক্তি এবং 'তার অনুচরেরা'। 'আমরা যাকে দেবদ্রোহী অযাজ্ঞিক এবং অন্যরত বলে জানি, এই

[৫৭] ঋ অদেবো যদ্ অজ্যোহিষ্ট দেবান্ ৬।১৭ ৮ (তু মোঘং বা দেবী অপূহে অগ্নে ৭।১০৪।১৪), ৮।৭০।১১, দাস আরো বা অদেবঃ ১০ ৩৮।৩। তাদের এষণা সিদ্ধ হয় না ৮।৭০।৭। '১।১৫২।২, ২।২৩ ৮, ৬।৬।৩ (যথাক্রমে বৃহস্পতি এবং সরস্বতীকে বলা হচ্ছে তাদের বিনাশ করতে, দুজনেই থাকেব দেবতা, তু তপ্তের বগলামুখী, অসুরের জিহ্ব টেনে বার করছেন), 'অযজ্ঞ' না, অজ্ঞান গ্রাণিনো যজ্ঞবচঃ পণীর্বা অশ্রুকা অর্থাৎ অযজ্ঞান্, প্রপ্ৰ এনন্ দস্। 'বৃ অগ্নির্বিবায় পূর্বা চকানাপরী অযজ্ঞান্' - যাদের সঙ্কল্প নাই শ্রদ্ধা নাই বৃদ্ধি নাই যজ্ঞ নাই বাক্য যাদের বিদ্বিষ্ট, যারা গ্রাম্যল (কুপল), সেই গণিদের দাবিয়ে বেখেড় তুমি, সেই দস্যুদের হাটিয়ে দিয়েছেন বৈশ্বানর, আদিম হয়ে অশ্রম করেছেন অযাজ্ঞিকদের (অর্থাৎ পুরাণা হয়েছেন ওদেব পিঙ্গনে ফেলে) ৭।৬।৩, ১০ ১৩৮।৬। অযজ্ঞা ১ ১২১।১৩, ১৩১।৬, অযজ্ঞা - ১.৩৩ ৬, ও 'অযজ্ঞানো যজ্ঞাভিঃ স্পর্ধানাঃ', এরা অপ্রত, ১০৩ ৬, ২ ২৬।১ 'দেবয়জ্ঞ ইন্দ্র অদেবয়জ্ঞম্ অদাসং যজ্ঞেদন্ তাজ্যোহি বি ভজাতি ভোজনম্', ৮ ৩১।১৫-১৮, 'যজ্ঞমানঃ', 'অভীদ অযজ্ঞানো তুবেৎ অযাজ্ঞিকব অভিবব বা বিনিপাতঃ', ১০।৫৯ ১। '৭।১৮ ১৬, ১০।২৭।৫, ৫৮।৭, ৫ ২।৩ (অমৃৎপ মল্লস্থানী--মল্লস্থ দেবম্ অমাসত ১০।৮৬ ১, ২।১২।৫ সমস্ত স্কৃতি এই প্রশ্নের জবাব) '৭ ৬০।৮, ১০ ১০০।৭, বাক বা ঘন দিয়ে দেবহেলন ১০।৩৭ ১২, দেবহেলন ও ছলনা ৬ ৪৮।১০, দর্শনীয়ত্ব ২।২৩ ১২, দেবতার ব্রতগণন ১ ২৭।১, অযাজ্ঞিকদের দিন যায় বীর্ষহীন হয়ে ৭ ৬১।১, যঃ সস্তা অবতো হনুয়দাপম্ অদেবয়ঃ ব্রতহীন যে দেবতাকে চায় না, তার কেবল ঘৃণেব পব ঘূনা ৮।১৭ ৩।

[৫৮] তু ঋ তাত্ত ১৬ (বৃহ অদব না অদিবা শক্তি সে দিব্য অপ বা প্রাণের পারদের পরিবৃত্ত কবে গয়ান বসোছে আশ্রয়ে, তাই জীবন মনুভূমির মত বন্ধা। তু ১।১৭৭ ৮।২।২৯।৭), ১০ ১১১ ৬ 'দেবতাকে চায় না এমন জন বা সমূহ ৯।৬৩।২৫, অদেবীঃ বিশঃ ৮।৯৬।১৫, অন্যরূপাঃ (অতএব কৃতপীয)। অসুবা অদেবাঃ ৯৬।১। 'অন্যরতম্ অমানুষম্ অযজ্ঞানিম্ অদেবয়জ্ঞম্, অস স্বঃ সখা দৃষ্টবীত পর্বতঃ সুম্যাম দস্যঃ পর্বতঃ ৮ ৭০।১১ (এই পর্বতের নাম 'শস্যব', সে পর্বতবাসী, তু ২।১২।১১, ৩।৫৩ ১ তাব কথা পরে হবে) 'তু 'মায়্য বাঃ মিতাবধূণা দির্নিশাভা সূর্যো জ্যোতিঃ চরতি চিত্রম্ আয়ধম্ হে মিতাবধূণ দুলোক্যশিঃ ততোমাদের মায়্য হল এই সূর্যজ্যোতিঃ যা বিচরণ করছে ঝলমল আয়ুধ হয়ে ৫ ৬৩।৪। এখানে দেবমায়ী প্রজ্যজ্যোতিঃ। 'তু ৫ ২ ৯, ৭।১১।১০, ৯৮।৫, ১০।১১১।৬। 'ববুণ' আর 'বৃহ' দুইই 'বৃ ছাড়া' যিরে থাকে, পূর্ববসন্তের পূর্ববয়ও 'ভামিঃ বিশ্বতো বৃহা হতা অর্হেদন্ দশাঙ্গলম্ ১০।৯০।১। 'তু অদেবন্ তব্যা শশ্জ্ঞানান্ ১০।২৭।২। উপনিষদে পাই দেববাজ ইন্দ্র, আর অদেববাজ বিবেচন' যে ঝলমল করছে (ছা ৮।৭।২), তু সপ্তশতীতে একই অর্থে শব্দ নিশ্চিত। এই হল শব্দ বৃহ, অর্থাৎ প্রাণলোকে যার রাজত পর, আব দুলোকে হিরণ্ময় পর (ঐরা ১।২৩)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিদ্যার তমঃ (তু ঐ ৯।) 'তু নিখণীর্ অদেবান্ ১০।১৩৮।৪। 'অগ্নির্ভুক্তিঃ অদেবাদ্ দেবঃ প্রচতা গৃহা যন্ প্রপশামানো অমৃতম্ এমি ১০।১২৪।২।

‘অমানুষ’ বৃত্ত হল তার প্ররোচক। আধারের পর্বতকন্দরে সে লুকিয়ে থাকে দস্যব মত হানা দেবে বলে পর্বত তখন তার আপন সখা যেন। কিন্তু একদিন এই পর্বতই তাকে বেড়ে ফেলে দেয় তার বিনাশকে অনায়াস করবার জন্য। যেমন আছে ‘বরুণের ‘দেবী’ বা জ্যোতির্ময়ী মায়ী, ‘তেন্মনি আছে বরুণের ‘অদেবী’ মায়ী; ‘তাইতে তার অনূচরেরা কখনও দেখা দেয় দেবতারই মত বলমল তনুতে। ‘আধারের গহনে এরা কুন্ডলী পারিয়ে থাকে, ‘সেই অদ্বিত্য ভূমিস্রা হতে দেবতা গোপন সম্মারে এগিয়ে যেতে যেতে চোখ মেলে তাকান, লাভ করেন অমৃত্ত্ব

আবার অধ্যায়দৃষ্টিতে অদেব হল আমাদেরই চিস্তের [৫৯] ক্রিষ্টতা দ্বিধা কাপণ্য বাধা দ্রোহ স্পর্ধা বা সেইসব রম্ভ যার ভিতর দিয়ে অদিবশক্তি আধারে এসে বাসা বাঁধে। এদেব সঙ্গে সংগ্রামই আমাদের পুরুষার্থ^১।^২ সে-সংগ্রামের পরিণামে দেব-শক্তিরই জয় হয়।^৩

এই অদিবশক্তির প্ররোচনাতেই মানুষ হয় ‘অনৃতদেব’। ঋষি বসিষ্ঠের একটি শপথোক্তি^৪তে তার উল্লেখ আছে [৬০] এবং সেই প্রসঙ্গে ‘মূরদেবদেরও। ঋষি বলছেন, [৬১] ‘হে ইন্দ্র, পুরুষ যাদুকরকে মার তুমি, আর মার সেই স্ত্রী যাদুকরীকে যে তার মায়ার বড়াই করে: ঘাড় মটকে নিপাত যাক মূরদেবেরা, সূর্যকে উঠতে যেন তারা দেখতে না পায়।’ আরেক জায়গায় আছে : ‘হে অগ্নি, ভেঙে-চুরে দাও তোমাব তাপে যাদুকরদের, রক্ষকে ভেঙে চুরে দাও তোমার দীর্ঘিপুতে: তোমাব শিখায় ভেঙে-চুরে দাও মূরদেবদের, প্রাণের তৃপ্তি শূন্য চায় যারা তাদের ভেঙে চুরে দাও প্রজ্বল হয়ে।’ আবার এই সূক্তেই পাই : ‘লোহার দাঁত তোমার, হে জাতবেদা, প্রজ্বলিত হয়ে শিখা দিয়ে লেহন কর যাদুকরদের, জিহবা দিয়ে আঁকড়ে ধর মূরদেবদের, কাঁচাখেঁকা-

[৫৯] তু ঋ অংহঃ ৯।১০৪।৬, ঋয়ঃ ঐ (তু ১০৪।৬), অয়াতিঃ ৮।১১।৩, পরিবাধ্ ৫।২।১০, ৯।১০৫।৬, দ্রুহ্ ৩।৩১।৯, তু অনিন্দ্রা দ্রুহঃ ১।১৩৩।২, ৪।২৩।৭, স্পৃহ্ ৬ ২৫।৯, ৪৯।১৫, ‘পূরো ন ভিদো অদেবীঃ’ ১ ১৭৪।৮...। ২ তু ৩।১১ ১৬, ৭।৯৩।৫ । ৩ তু ২ ২২।৪, ২৬।১, ৬।১৮।১১, ২২ ১১, ৮।৫৯ ২, ৭১।৮, ১০।৩৭।৩ । বেদ ও পুৰাণ এই দেবাসুর ঋক্ষের কথায় পূর্ণ। অধ্যায়দৃষ্টিতে ‘দেবাসুরম্ অতুদ্ যুদ্ধং পূর্ণম্ অক্ষতং পুরা’ (সপ্তশতী ২।২) অর্থাৎ মানুষের সারাজীবন জুড়ে এই আলো অধারের লড়াই চলছে।

[৬০] ঋ পূরো বাহম্ অন দদেব আস মোঘং বা দেবী অপূহে অগ্নে যাদি বা আমি অন তদেব হসে থাকি, অথবা মিচ্ছামিহি দেবতাদের তর্ক করে উড়িয়ে দিয়ে থাকি হে অগ্নি! (৭ ১০৪।১৯, অর্থাৎ আমি তেমন নই)। তু দশনের ‘অপোহ’ অপূরণক্ষম খন্ডন করবার জন্য উদ্ভাবিত তর্ক। তু গী মন্তঃ স্মৃতিব জ্ঞানম্ অপেহনং ৮ ১৫।১৫।। তু অদেবো যদ্ অভৌহিচ্চ দেবান্ ৬।১৭।৮। অপূহে, অভূহি, অপোহে সবই সমার্থক।

[৬১] ঋ ইন্দ্র জিহ্বা পূরোমং যাতুধানম্ উত স্মিয়ং যাময়া শাশদানাম্ নিগুীবাসো মূর দেবো হান্ধু মা তে দশন স্মম্ উচ্চরন্তম্ ৭ ১০৭ ২৪। পুরা শর্গীহি তপসা যাতুধানাম্ পুরোগে রক্ষা হবসা শর্গীহি, পুরাচিহ্না মূরদেবাণ্ ছর্গীহি পুরাসুতপো অন্নি শোশ্চানঃ ১০ ৮৭।১৭। এই ‘অসুতপ দেব সঙ্গ তু ন তং নিদাথ য ইমা গজানা ইনান্ যুদ্ধাকম্ অনুরং বভূব, নীহ বেণ প্রদত্তা জপয়া চাহসুতপ উক পশাসশ চর্গীহি’ তর্কি তেহরা জ্ঞান না যিনি এইসবের জন্ম দিয়েছেন, আর ‘কিচ্ছ হসে বধেছন তোমাদের মধ্যে: কুরাসায ঢাকা থেকে আর জপন্য করে বৈভাস মন্তোচ্চাৰীবা, যারা শূন্য চায় প্রাণের তৃপ্তি ১০।৮২।৭, শর্গীহি অর্থ দেবতাদের করেছেন ‘প্রাণহারা’, কিন্তু এ অর্থ শূন্য যারো কুকরদের বেলাতেই খাটতে পারে ১০।১৮।১২।। ২ অদেবোম্ভৌ অর্চিয়া যাতুধানান্ উপ স্পৃশ জাতদেঃ সসিদ্ধঃ, আ জিহ্বয়া মূরদেবান্ রক্তস্ব ক্রব্যাসো রক্তান্ অপি ধংস্বাসন ১০।৮৭।২।

দের জড়িয়ে ধরে পুরে দাও মূর্থেব মধ্যে।' সমস্ত সূক্তটি রক্ষোহা অগ্নির উদ্দেশে, 'যাতুধান' বা যাদুকরদের বিরুদ্ধে আক্রোশ।

প্রশ্ন হবে, এই মূর্দেব কারা? ব্রাহ্মণে তাদের কোনও উল্লেখ নাই, নিরুক্তে কোনও ব্যাখ্যা নাই। বেংকটমাধব অর্থ করছেন, 'মরণক্রীড় রাক্ষস', আর সাময় বলছেন 'মারণক্রীড়'। যাস্কের দেওবা 'মূর্' শব্দের অর্থ কেউই গ্রহণ করেননি। আধুনিক পাণ্ডিতদের অনেকেই অর্থ করছেন 'মূর্তি-উপাসক'। নিরুক্তির দিক থেকে এই অর্থই সম্ভব বলে মনে হয় [৬২]। যে-দুটি সূক্তে শব্দটির উল্লেখ আছে, সে-দুটিই 'রাক্ষোঘা' বা রক্ষোবিনাশী সূক্ত। তাতে মূর্দেবদের সঙ্গে উল্লেখ আছে যাতুধান ক্রব্যং ব্রহ্মদ্বিষ্ ও কিমীন্দ্রদের। যাতুধানদের উল্লেখই বেশী। এরা সবাই ব্রহ্মদ্বিষী এবং এদের একটা সাধারণ সংজ্ঞা 'রক্ষঃ'।^১ একই মন্ত্রে মূর্দেব আর যাতুধানদের উল্লেখ থাকলেও সংজ্ঞা দুটি পৃথক্ হওয়াই সম্ভব। মূর্দেবদের বিশিষ্ট কোনও পরিচয় নাই, শুধু একজায়গায় বলা হচ্ছে, 'তারা যেন সূর্যকে উঠতে না দেখে।' বৈদিক বাগ্‌ধারায় সূর্যোদয় দেখতে না পাওয়ার সাধারণ অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু তার মর্মিক অর্থ হচ্ছে আদিত্যদূর্দাতকে লাভ না করা। আদিত্যের উপাসনা যারা করে না, তারা অন্তরে সূর্যোদয়ও দেখে না। ঋকসংহিতার একজায়গায় 'তিনিটি প্রজার বিনষ্ট হওয়ার কথা আছে, কেননা তারা অর্কে বা আদিত্যে নিবিষ্ট নয়। স্পষ্টত এই প্রজারা অবৈদিক জন। মূর্দেবেরা তাদের অন্তর্গত হতেও পারে, কেননা তারা বেদপন্থায় আদিত্যের উপাসনা করে না।^২

যাজ্ঞিকরা মূর্তি-উপাসনার বিরোধী হলেও [৬৩] বৈদিক জনদের মধ্যে কোন-

[৬২] পৃ. টী. ৫১, তু. অনুরূপ 'অনৃত্তদেব শিশ্নদেব'; 'মাত্তদেব পিত্তদেব আচার্যদেব অর্জিতদেব' (ঠেউ ১।১১।২;—সব্রত বহুব্রীহি। তু. শো. ১।৮, ১।২৮, ৬।৩২। ২৮।১০৯ ১৪ (দ্র. বেদী পৃ. ৮২৭)। শ্রেয় 'অর্ক' অগ্নি; তু. ঋ. ৩।২৬ ৭, তৈত্তি 'অর্ক' আদিত্য ৩।৭ ৯ ৯। ৩শো তে কৃণাক্ষে মূর্দীদেব উল্লেখ আছে (৫ ৩১।১২)। 'কৃত্য' তুচ্ছাক; 'মূর্দী' মূলী, গাছের মূল নিয়ে যাদুর কারবার যার, এখানে এই অর্থই সম্ভব। কিন্তু মূর্দী আর মূর্দেব যে আলাদা তা শৌর ওই সূক্ত হতেই বোঝা যায়। মূর্দেবদের সঙ্গে 'কিমীন্দ্র'দের উল্লেখ লক্ষণায় (ঋ. ৭ ১০৪ ২, ২৩, আরও তু. ১০ ৮৭।২৪ শো ১।৭।১, ৩, ২৮ ৩)। যাস্কের বাংলা 'নিম্' ইন্দ্রানাম্ ইতি কিম্ ঐদং কিম্ ইন্দ্ৰ ইতি বা চর্যিত, পিশ্চনঃ' (নি ৬ ১১), চিদ্রাক্ষসী এই প্রসঙ্গে লক্ষণায় 'কীকট', যাস্কের রক্ষ্য 'কীকটা' নাম দেশো হন্যর্থনিবাসঃ, কীকটাঃ কিংকটঃ কিং ক্রিয়াভব্ ইতি প্রোক্ষা রা' (নি ৬ ৩২)। পৃ. ঋ. কিং তে কৃণাক্ষে কীকটো গারো নাশিবৎ দূহে ন তপাশু ধম্ম ৩।৫৩।১৪ (দ্র. বেদী-প্রাচ্যপ্রসঙ্গ পৃ. ৮২)। এই কীকটেই 'অজনা-সুদত' (মাত্ত. স্ত্র. অর্থাৎ মাত্তাদাদী) বৃক্ষেব জন্ম ভা ১।৩।২৪)। 'কিমীন্দ্র' আর 'কীকট' দুটি সংজ্ঞার উপদ্রষ্ট হইলে যথাক্রমে অদেব এবং অযজ্ঞ।

[৬৩] আর্যসংস্কৃতি মোটের উপর মূর্তি উপাসনার বিরোধী। বিরোধ সবচাইতে প্রবল ছিল ভারতের প্রতিবেশী ইরানে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর L. colotes প্রথম শতাব্দীর Strabo, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর C. enus Alexandria, তৃতীয় শতাব্দীর Origen এবং D. agnes Lactantius প্রভৃতি সবাই একবারেই ইরানীদের এই বিপ্লবকে সাফা দিয়ে গেছেন। প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যেও তাই পরিচয় সুস্পষ্ট 'দেবযজ্ঞ' (দেবযজ্ঞ), 'যাতু', 'অউজ দেস্ত বৃত পশি' (পেহলবী 'মূর্তি' ও প্রতিষ্ঠিত উপাসনা) নির্দিষ্ট অবস্থার 'দেব' ঋকসংহিতার বক্ষ্যস্থানীয়। মনে হয় এসবদের পূর্বাবদভাল বিরুদ্ধে, যা আমরা এদেশে মূর্নিপন্থাতেও দেখতে পাই। তবে এসম্প্রদেই বৈদিক যুগের অনেক পরের কথা। মোটামুটি বলা চলে মূর্তি-উপাসনা নিয়ে ভারতের মত ইরানেও একটা দল্ব ছিল, তবে কিনা জরথুষ্ট্রের প্রভাবে সেখান থেকেই বিচ্যেবের সূত্র ছিল আরও চড়া। আর্যদের মধ্যে মূর্তি-উপাসনায় গ্রীকরা সবচাইতে আগ্রহী, এ এক অপ্রত্যাশিত

রকমের দেবমূর্তির প্রচলন থাকা অসম্ভব নয়। ঋক্সংহিতার দুটি মন্ত্রে [৬৪] কেউ-কেউ দেবমূর্তির উল্লেখ আছে বলে মনে করেন। একটি মন্ত্র : 'দশটি ধেনু দিয়ে কে আমার এই ইন্দ্রকে কিনবে? যখন বৃষদের বধ করা তার হয়ে যাবে, তখন আবার তাঁকে আমায় দিয়ে দেবে।' আরেকটি মন্ত্র : 'অনেক দাম পেলেও তোমায় ছাড়ব না হে বজ্রধর শততেও না, সহস্রতেও না, অশ্বতেও না।' কিন্তু মন্ত্র দুটিতে মূর্তি কেনা-বেচার কথা আছে বলে মনে হয় না। প্রথম মন্ত্রটির ইন্দ্র ঋষির সাধনাজিত ইন্দ্রবীৰ্য হতে পারে, দশটি ধেনু পেলে যা তিনি যজ্ঞমানের অনুকূলে প্রয়োগ করতে রাজী আছেন। যে-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়, তাথেকে এই ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে।^১ দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে কেনা-বেচার কথা নিছক উপমা 'দেবতা আমারই থাকবেন, কিছুতেই তাঁকে ছাড়ব না' এই ভাবই তাতে ফুটে উঠেছে।^২ মোটের উপর দুটি মন্ত্র থেকে সংহিতায় মূর্তি-উপাসনার প্রতিপাদক জোরালো কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু যাজ্ঞিকদের ভাবনাতেও যেখানে দেবতার পূর্ববর্ষাবধতার এত ছড়াছড়ি দেখি, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে তা যে বিগ্রহের আকার নেবে এ কিছু অসম্ভব নয়। ষড়্‌বিশগ্ৰাম্ভে 'দেবতায়তন' ও 'দৈবতপ্রতিমা'র উল্লেখ পাই [৬৫], যদিও গ্ৰাম্ভগণিতি

ব্যাপার। পশ্চিমেরা অনুমান করেন, এটা গ্রীকদের প্রাক্তন Minoan ও Mycenaean সংস্কৃতির প্রভাব। তবে লক্ষণীয়, গ্রীকরা দেবমূর্তিকে যেমন একেবারে মানুষ বানিয়ে ছেড়েছে, ভারতে কিন্তু তা হয়নি। এদেশে—এমন কি মিশরে ব্যাটলনেও দেবমূর্তি প্রতীকধর্মী, গ্রীসের প্রভাবে রোমানদের মধ্যেও শেষপর্যন্ত মূর্তি উপাসনা ঢুকে গিয়েছিল। আর্যদের অন্যান্য শাখার মধ্যে মূর্তি উপাসনা প্রাচীনকালে ছিল না, পরে দেখা দিয়েছে। আর্যতর জাতিদের মধ্যে গোড়া থেকেই তাল চল ছিল ব্যাটলনে ও মিশরে, ছাত্রাঙ্গোপনিষদে বর্ণিত 'আসুরী উপনিষদে' এসব দেশের আচারকে লক্ষ্য করা হয়েছে মনে হয় [৮।৮।৫]। দ্বিতীয় ধর্মে আবার মূর্তিবাদে ইরানীয় ধর্মেরই মত এবং তা সংক্রামিত হয়েছে খ্রিস্টীয় ধর্মে এবং ইসলামে। ভারতে বৌদ্ধধর্মে দেবমূর্তির উপাসনা গোড়ায় ছিল না, প্রাসীয়া প্রভাবে যাকার প্রথম ভা দেখা দেয়। পরে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে দেশ ছেয়ে যায়। জৈনবাদের বৌদ্ধদেরই মত আধুনিক ভারতে হিন্দুরা প্রায় সবাই মূর্তি উপাসক। ভারতীয় মূর্তি-উপাসনার রীতি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয় কেননা সিক্কিমভাঙাভেও তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মূর্তিপূজা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনার জন্য পু. *THE Images & Icons*।

[৬৬] ৬ ইয়াং দর্শাভর মামন্তং চীর্ণাতি ধেনুভিঃ, যদা বৃষ্টিগ জঘন্সন্ অথেনং য়ে পূনরু দদং ৪।২৪।১০। মহে চন স্বাম্ অধিবঃ পরা শুক্লম দেহাম্, ন সংহ্রাব, না যতায় বক্রিরো ন শতায় শতায়ম্ ৮।১।৫। এর আগের মন্ত্রটিতেই ইন্দ্র বলছেন 'ভূসম বরম্, অচবং কনীষা হবিচীতো অকার্মিষং পুনব্ যন্, স ভূসম কনীষো না বিলৈচীদ' দীন দক্ষা বি দৃষ্টান্ত প্র বাগম্ বড়ব জন্য হোতি দাম দিল। খ্রীশী হলাম জামি বিচী না হোই য়ে আবার চলে যাচ্ছি বেষ্মী দাম দিয়ে কম দামকে সে ছাপিয়ে গেল না, বোকা চালাকে না ব্যবসা মাটি করে (এই করে) 'দীন দক্ষা' তু ৪।৫৫ ও, ১০ ২ ও 'বাগ'। বর্ণজ্জ, 'বি দৃষ্ট' দৃষ্টেও বিচ্চ না পাওরা, তু ৭।৫ ৭ মন্ত্রটির তাৎপর্য দেবতাকে সব দিতে হবে 'পণি' বা বানিয়া হলে চলাবে না। দেবতাকে দেওয়া এবং তার কাছ থেকে পাওয়ার (পণি ভাষায় 'পরস্পরের ভাবনা' ৩।১১।১২) বোকা-কেনার সঙ্গে তুলনা ৬ বা ৩।৭৯। সায়েণ এইপ্রসঙ্গে সম্প্রদায়বাদের কিছু শ্লোক তুলে দিয়েছেন। পু. *Colours*। মন্ত্র দুটি মূল সূক্তের সঙ্গে খাপছাড়া, সূত্রের সংঘর্ষ সংযোজন (*Crassmann*)। ২ তু অস্মাকম্ অস্তু কেরলঃ ১।৭।১০, ১৩।১০।

[৬৭] দেবতায়তনানি কস্পন্তে, দৈবতপ্রতিমা হসন্তি বৃন্দন্তি নৃত্যন্তি স্ফটন্তি স্বেদান্তু উন্মীলন্তি নির্মীলন্ত ৫।১০। ২ পু মানবগৃহা যদ্য অর্চা (প্রতিমা দহেদ, বা নশেদ, বা প্রপত্তেদ, বা প্রভজেদ, বা প্রহসেদ, বা প্রচলেদ, বা এর্চাভর জুহুয়াং ইতি দশাহৃতয়ঃ ২।৫৫।৬; বোধায়নগ্ অথো পনিচ্ছমা রাহ্মানি 'চিট্রিয়াণি' অভাচ্য। স্বান গহান্, অযাতি দেবকুল বা দেউল ঘরের বাইরে হয়তো সার্বজনিক। ২।২।১৩ দেবায়তনের উল্লেখ লৌগাশ্বগ্, ১৮।৩, গোতমগ্, ৯।৬৬, কৌষীর্ভকগ্, ১।১৮।৪, কাঠকগ্, ১৮।৩, রাসিস্তধর্ম ১১।৩১, বিশ্বধ ৯১।১৯,

খুব প্রাচীন নয়। গৃহ্য- এবং ধর্মসূত্রে এসবের অনেক উল্লেখ আছে।^১ পার্শ্বানির সূত্রে 'অর্চা' বা দেবতার 'প্রতিকৃতি'র উল্লেখ লক্ষণীয়। দেখা যায়, দেবতার মূর্তি-পূজা কারও-কারও জীবিকা, আবার দেবমূর্তি বিক্রিও হয়।^২ কিন্তু মূর্তি-পূজার প্রতি বিরূপভাব মনে হয় তখনও ছিল। মনুস্মৃতিতে দেখি, মূর্তি-পূজক 'দেবলক' ব্রাহ্মণকে দেব-পিতৃকার্যে বর্জন করবার বিধান আছে।^৩ শ্রৌতসূত্রে মূর্তি উপাসনার প্রসঙ্গ নাই, অথচ গৃহ্যসূত্রে আছে, এটি প্রণিধানযোগ্য। শ্রৌতসূত্রের কারবার সাধারণত পরৱকে নিয়ে, আর গৃহ্যসূত্রের ইহকে নিয়ে তার অধিকার এবং প্রভাব সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত। এই সমাজের খুব বড় একটা অংশ হল "স্ট্রী শাস্ত্র এবং দ্বিজবন্ধুরা, ঠায়ী যাদের শ্রুতিগোচর নয়।" মূর্তি-পূজা তাদের মধ্যেই বিকসিত হয়ে ক্রমে অভিজাতদেরও স্বীকৃতি পেয়েছে। আগেই বলেছি, অনেক-কিছুকেই আত্মসাৎ করে জাতে তুলে নেওয়া ব্রাহ্মণধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে ভিক্ষুধর্ম, অবতার-বাদ, দেবমানবের পূজা এসবও স্মরণীয়। এদের সঙ্গে বিগ্রহের যোগ অতিনিবিড়। উপনিষদে দেখি, মানুষ দেবতা হয়ে উঠছে, আর ইতিহাস-পরাণে দেবতা মানুষের মধ্যে নেমে আসছেন। আগেরটা যেমন দুঃসাধ্য, পরেরটা তেমনি সহজ। মূর্তি-উপাসনার মূলও এইখানে।

তার পরেব মামলা 'শিশ্নদেব'দেব নিয়ে। এরাও নিশ্চয়ই অন্তঃদেবদের মধ্যে পড়ে। ঋক-সংহিতার দুঃজায়গায় এদের উল্লেখ আছে। একটি মন্ত্র বসিষ্ঠের, মূরদেবদের প্রতি যার বিরূপতার পরিচয় আগেই পেয়েছি। ঋষি বলছেন, 'হে ইন্দ্র, যাদুবিদ্যা যেন আমাদের প্ররোচিত না করে, অথবা সেইসব ঘোষণা যাতে আছে বিদ্যার অভিমানে, হে প্রবলতম; তিনি অভিভূত করুন সেই জীবকে যে আমাদের বি-স্ম অরি; শিশ্নদেবেরা যেন আমাদের স্বাতের মধ্যে ঢুকতে না পায় [৬৬]।' শেষের উক্তিটিতে

শাখ্যায়নগ্, ৪।১২ ১৫, বৈথানসগ্, ৪।১১ ১১, ১২ ১৩ । দেবকুল (দেউল) কৌষীতীকগ্, ২।৭ ২১, শাখ্যায়নগ্, ২।১২।৬, কাঠকগ্, ১৯।৩। দেবকুল্যামতন কৌষীতীকগ্, ৩ ১১।১৫। দেবতার অর্চা বিষ্ণু, ২৩।৩৪, ৬৩ ২৭ (বাসুদেবের), ৬৫।১। দেবজায় আর্গ্যবোশাগ্, ২।৫।১৫ ২ গৈথানসগ্ ৩।২।৮, ৬।৬, বিষ্ণু ১১।১০ । ^১ 'অর্চা' ৫।২।১০১, মূর্তি-পূজক 'অর্চা'। 'প্রতিকৃতি' ইবে প্রতিকৃতি ৫।৩ ১৬, জীবিকার্থে চাপণো ১৯। তদ্র পতঞ্জালর মহাভাষা অপণ্য ইতি উচ্যতে। ততঃ ন সিধ্যতি শিবঃ স্বকন্দঃ বিশাখ ইতি। কিং কারণম্। যৌবেরা হিষন্যার্থীভির্ অর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ ভবেৎ তাস্ ন সাধ্যঃ। যাস্ তে তা সম্প্রতি পূজার্থাস্ তাস্ ভাবিত্য বা শ অণবাল গৃহ্যকে সিদ্ধান্ত করছেন, পাঠ্যকর্ম দেবমূর্তি ছিল সাবর্জনিক দেবায়তনের মন্ডলক ব্রাহ্মণদের বিক্রি-ব্রত, যৌবদেব পতঞ্জালর সময়ে প্রচলিত। পূর্ণ পার্শ্বানি-কালীন ভারতবর্ষ, চৌখাম্বা 'স্মিবিজ, বাবানসী', পৃঃ ৩৫৬ ৫৮। এ 'প বানজী' শাস্ত্রী বলছেন, 'মৌর্য' বলতে রাজবংশ বোঝাচ্ছে না, কিন্তু 'মূর' বা মূর্তি নিয়ে কারবার যাদের তাদের দে-খাচ্ছে (Iconism in India *Indian Historied Quarterly*, XII, pp 435-41)। কথাটা ভাববার মত। * ৩।১৫২। * তু. জা. ১।৪।২৫।

[৬৬] ন যাতব ইন্দ্র জজ্জবুর্ নো ন বন্দনা শ্রীষষ্ঠ বেদার্থিভঃ স শরদ্ব অর্থো রিম্বগসা জন্তোবা মা শিশ্নদেবো অপি গুর্ স্বতং নঃ ৭।২১ ৫ 'বন্দনা' < বন্দ। বন্দ, ঘোষণা করা (তু ঋ তবাহং শুর বার্তিভঃ প্রত্যায়ং সিক্, 'আবদন্' ১।১১ ৬), বৃহদ্ব 'বদেম' বিদধে সূর্য্যায়ঃ ২।১১৬ অনেকগুলি সূত্রের খুদা, তা থেকে 'বাদ, উদ্য' যেমন ব্রহ্মবাদ ব্রহ্মাদ তাই বিকার হল 'জিহ্বা' জল্পনা কৃতক (তু ন্যায়ের বাদ জল্প এবং বিতণ্ডা) স্বতঃ যা নিম্নিত তু 'মা নো নিদ্রা ইশত মো ত জিহ্বাঃ' নিদ্রা যেন আমাকে কাবু না করে, না করে যেন জল্পনা ৮।৪৮।১৪; কুবাসা আর জল্পনায় যাদের চিত্ত ছাওয়া ১০।৮২।৭ 'বেদ্যা'। বিদ্যা, তু ৩।৫৬।১, ১০।৭১।৮; কিন্তু এখানে বাদের মতই নিদ্রার্থে তু সং ও অসং নিয়ে 'স্বচসী পম্পাধাতু—কথার লড়াই

ঋতের সঙ্গে অন্তের বিরোধ স্পষ্টই ইঙ্গিত করছে, শিশ্নদেবেরা অন্তদেব। মনে হয়, ঋকের চারটি পাদে চার শ্রেণীর দেবাবিবোধীর কথা বলা হচ্ছে। একশ্রেণীর হল যাতুধান বা যাদুকর, তুক্রতাক আর অপদেবতা নিয়ে যাদের কারবার। পূর্বোক্তাঙ্কিত রাক্ষোঘা-সূক্তে 'এদের প্রতি বসিস্তের বিরাগ তাঁর হয়ে ফুটে উঠেছে। অন্যত্র তিনি স্পষ্টই বলছেন, 'হে অগ্নি, আমি দেবতাদের আহবান করি যাদু দিয়ে নয়; ঋতসিদ্ধ করেই ধীকে নিহিত করি (তাদের মধ্যে)' আরেক শ্রেণীর হচ্ছে দেবানন্দক তর্কিক, রাক্ষোঘা-সূক্তে এদের প্রতিও কটাক্ষ আছে।^১ তৃতীয় শ্রেণীর হচ্ছে 'অরি' দেবতাকে দিতে যাদের কুণ্ঠা, যারা 'বিশূণ' বা 'দ্বয়ারী' কখনও ভাল কখনও মন্দ, অতএব দ্বিধাগ্রস্ত। আর সবার শেষে এই শিশ্নদেবেরা।

আবেকটি মন্ত্রে আছে : [৬৭] 'তিনি (ইন্দ্র) খোঁড়া নয় এমন ঘোড়ায় চড়ে যান 'বজ্রজয়ে; সূর্যকে ছিনিয়ে নিয়ে আপন করতে গিয়ে ঘিরে ফেললেন (অসুর্বকে), যখন অগম দেবতা শতদুরারী বিন্তকে অভিভূত করলেন 'চিররূপ দিয়ে, মারলেন শিশ্নদেবদের।' ব্যাপারটা ঘোরালো, পিছনে রয়েছে ইন্দ্রের বৃত্রবধের কাহিনী। বৃত্র আবারিকা অবিদ্যার্শস্তির সাধারণ সংজ্ঞা। একটি বৃত্র হল শম্বর, সে থাকে শতদুরারী দুর্গে। আমাদের এই আধার সেই শতদুরারী দুর্গ, যার মধ্যে দৈবী সম্পদ অসুর্বের কবলিত হয়ে অবরুদ্ধ রয়েছে। ইন্দ্র তাঁর বজ্রশক্তিে এই অবরোধ ভেঙে সেই আজোকসম্পদকে উদ্ধার করেন। চিদাকাশে তখন সূর্য জ্বলে ওঠে, দেখা যায় দেবতার অনুদ্যম অনির্বচনীয় জ্যোতির্বিগ্রহ। এখানে মূল অসুর্ব শম্বর, আর শিশ্নদেবেরা হল তার অনুচর।

শিশ্ন বা জননৈশ্লিষ দেবতা যাদের এই অর্থে যাস্ক বলছেন, 'শিশ্নদেবরা অরক্ষাচর্যাঃ' [৬৮]। দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে এই অর্থ খাটতে পারে, কেননা অধ্যাখ্যাদৃষ্টিতে

৭।১০৪।১২, ইন্দ্র 'হস্ত্য আসদ' বদন্তম' অসদ্বাদীকে বিনাশ করেন ১৩ সর্বত্র একই অনুষঙ্গ।^২ দ্র ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৪ । 'হর্যামি দেবী অমাতুব' অগ্রে সাধন্য ঋতেন দিয়ং দদামি ৭।১০৪।৮। ৭।১০৪।১৪, এরা 'দ্রোঘরাচঃ' এদের কথায় কেবল বিদ্রোহ ফুটে ওঠে প্রতিভু 'অভি বো দেবীং দিয়ং দদামহ প্র বো দেবো বাচঃ কৃণুধ্বম্'—দেবতার মধ্যে নিহিত কর তোমাদের দিবা ধীকে, এগিয়ে দাও তোমাদের বাককে তাঁদের দিক ৭।১০৪।৯।

[৬৭] স রাজং যাত্রা হপদুপমা যজ্ সঘাতা পির যদং সনিযান, অনর্বা যচ্ ছতদুর্সসা বোদা ঋগ্ ছিশ্নদেবী অভ বপসা ভুং ১০।১৯৯ ও তু শ-ম্ অশ্মশস্যানং পুর্বম্ ৪।৩০।২০। অসুর্বদের নিবানস্বহীট পুরের কথা নানাঙ্গয়গায় আছে। পৃথিবী অভ্যবিক এবং দুর্লোক তিনটি ভূমিতেই দেবতারা আছেন সংখ্যায় যাবা তেত্রিশ জন অপ্রবুদ্ধ মানুষের মধ্যে তাঁরা অসুর্বদের কবলিত, তাই তাদের নিবানস্বহীট পুর। বগবাতী ইন্দ্র তারও উজ্জানে বলে 'শতক্রতু'। ইন্দ্র 'অগ্রসে শতদুর্বম্ গাতুবিং' শতদুরারী দুর্গে আগত। অগ্নির জন্য পথ খুঁজে বাব করেন (১।৫১৩)। এখানে আরওই হল সেই দুর্গ (তু উপনিষদেব গৃহাশিক্ষাবিকরণ ম্ ২।১।১০, ৩।২।৯, ক ২ ত ১৫)। অধ্যায়েব গৃহায় বন্দী এই অগ্নি আবার 'সপ্তরাত্রঃ' তাঁর সাতটি ক্রৈবা বা অসামর্থ্য, তাঁর শাশীণা প্রাণের সাতটি শিখাও স্থিমিত ১০।৩৯ ৯, তু 'নিচকতা যে জান না'।^৩ রাজ। বজ্র। ওভঃ < v রজ্ 'শক্তি'ও উপাচ পড়া। তু 'de novo I motus lat augere' 'to motus' অশ্ব 'রাজ্যী', গুজ্জশক্তির প্রতীক (তু ১০।৭০।১০)।^৪ তু 'বপঃ' ৫।১২ ১

[৬৮] নি ৪।১৯ । 'শশী ১৫.১; দ্র বেমী ৭৮—৮৪। শৌর্যে দেখি, মাগধ পুংচলী গ্রাতের সহচর, 'অরক্ষাচর্যাঃ' বলে যাস্কের কটাক্ষ তখন মনে পড়ে। এইপ্রসঙ্গে 'কিতব ক্রীবা'ও স্মরণীয়। তু ওন্দ্রর যামাচার এবং দর্শকগচার, শিব মহাভোগী এবং মহাযোগী দুইই 'ত্রিরাশিঃ হস্তি চতুরাশ্রঃ' উগ্রো, দেবানন্দো হ প্রথমা অজর্মন্—'প্রকোণকে মারছে চতুষ্কোণ বহুভেজা হয়ে, দেব-

শিশ্নদেবেরা সেখানে আমাদেরই আধাবের আসদুবী বৃত্তি, ভোগৈশ্বর্য যাদের লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম মন্ত্রের শিশ্নদেবেবা স্পষ্টত অবৈদিক উপাসকসম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছে, কারণ সেখানকার প্রসঙ্গ অদেবদের নিয়ে এবং বিরোধের বিষয় হল 'ঋত' বা ধর্মানুষ্ঠান। আধুনিক পাণ্ডিত্যেরা উভয়ক্ষেত্রেই শিশ্নদেবদের বলছেন লিঙ্গোপাসক। লিঙ্গ প্রতিমা নয়, প্রতীক। অধুনা তা শিবের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : পুরাণে শিব যজ্ঞভাগী নন, 'ব্রাতাদের তিনি পরমদেবতা একব্রাতা মহাদেব ঈশান নীললোহিত তাঁর সংজ্ঞা, বরুদের মত ধনু তাঁর বিশিষ্ট প্রহরণ; বিষ্ণুর অবতার হয় অসুরবধের জন্ম, কিন্তু অসুররা আবার শিবোপাসক, 'সংহিতায় দেখি, বজ্র ত্রিশূলকে বিনাশ করছে, তাতে দেবনিন্দকদের ক্ষয় হচ্ছে; পুরাতত্ত্বের মতে সিদ্ধ-উপত্যকায় লিঙ্গোপাসনার চল ছিল। এইথেকে বৈদিক আর অবৈদিক দুটি ধারায় বিরোধের একটা আভাস পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্য তা পূর্ঘবসিত হয়েছে সম্ভবতঃ। লিঙ্গোপাসনা মূলত অবৈদিক হলেও বৈদিক পরম দেবতা বিষ্ণুতেও তার ছোঁচাচ লেগেছিল মনে হয়।*

দেবতার বিগ্রহবস্তু নিয়ে বিতর্ক শেষপর্যন্ত দর্শনেও স্থান পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কর্মের অনুরোধে যে-পূর্বমীমাংসা বিশেষ করে দেববাদী, সে-ই দেবতার বিগ্রহাদিপণ্ডক স্বীকার করে না, অথচ ব্রহ্মবাদী উত্তরমীমাংসারই দেবতার বিগ্রহবস্তু প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ বেশী [৬৯]।

সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে দেখি, দেবতার রূপ আছে, কিন্তু সুস্পষ্ট বিগ্রহ নাই; স্ত্রী পুরু ভেদ বাদ দিলে সব দেবতাই প্রায় একবকম [৭০]। দেবতা অবশ্য মানুষেরই মত, তাঁকে বশভ বাজী সুপর্ণ হংস ইত্যাদি সম্বোধন করলেও এগুলি উপমাগত; বরং এর চাইতে তাঁর 'নর' সম্বোধনই বেশী। দেবতার বাহন বলে পশুও

নিদলোকেই প্রথমে বড়িয়ে গেল ১১৫২।২। বজ্র 'চতুর্ভুজ' বা চতুর্ভুজ ১২২।২। তু শো, ১০।৫।১০।, তা হস্তের প্রহরণ, আর শিব ত্রিশূলধারী। *সিদ্ধ 'শির্ষপাণ্ড' ৭।১০০ ৫-৭, দ্র. পরে 'বিষ্ণু', তু পৌন্যিক শালগ্রামশিল, এইপ্রসঙ্গে তু স্কন্ধ খাম্বা, থাম - দিবঃ স্কন্ধঃ সমঃ পতি ন্যকম্' দুলোকের স্তম্ভ (অগ্নি বা সূর্য)। সংহিত হতে বক্ষা করছেন উদ্যালোককে ৭ ১০।৫ (১৭ ৫, সেম দিবো যঃ স্কন্ধো ধরণঃ স্নাতত আপূর্ণ অংশঃ পরমিত বিস্তৃতঃ' দুলোকের স্তম্ভ যিনি, ধরে আছেন তাকে সুপর্ণসারিৎ হয়ে, তাইই আপূর্ণ একটি অংশ ছাড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ৯।৭৪ ২ (সুপূর্ণ পশুর মাথায় মস্তুরাকে অরণ করিয়া দেয়, তু ৮৬ ৬৬)। 'আয়োঃ স্কন্ধ উপমস্য নীলৈঃ' প্রাণেব স্তম্ভ উদ্বর্তনের নীড় ১০ ৭।৬ (বিষ্ণব আদিকারণ; তাহ পরেই আছে নক্ষ আর আদিত্যের কথা - শিব দক্ষ আর দাক্ষায়ণী স্ত্রীর কথা মনে পড়ে)। বরুণ তাঁর স্তম্ভ দিলে দুলোক-দুলোককে চেয়ে আছেন, মরু আছেন দুলোককে ৮।৪১ ১০ বরুণ আর শিব দুইই মহাবাক্ষর দেবতা।, দ্র শো স্কন্ধগ্রন্থ ১০ ৭ ৮। স্কন্ধ আর শিবলিঙ্গের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তেমনি আবার দেখি, যজ্ঞের পশুপূজন 'যুপ', যাতে পশু বা প্রাণের সংজ্ঞাপন' কিনা এই চেনার প্রবিলম্ব সম্যক্ চেতনায় আবার মৃত্যুঞ্জয় শিবও পশুপূজিত। মহাব্রহ্ম অবক্ষম্যনুষ্ঠানও স্মরণীয়।

[৬৯] দ্র পূমী ১।১১।৯ শাবরভাষ্য, ব্রহ্ম ১।৩।২৬ ৩০। বিগ্রহাদিপণ্ডক - নিপুংহা হবিষ্য ভোগ ঐশ্বর্যং চ প্রসন্নতা, ফলপ্রদানম্ ইত্য এতৎ পণ্ডকং বিগ্রহাদিকম্। আজ বৈদিক ঋষি ফিলে এলে দেখতে পোতেন মূর্তি আর লিঙ্গের উপাসনায় দেশ ছেলে আছে। একটন প্রেরণা এসেছে বিষ্ণু থেকে, আরেকটির শিব থেকে। একটিতে প্রধান প্রতিমা আরেকটিতে প্রতীক, একটিতে রূপ আরেকটিতে অরূপ।

[৭০] তু. শাকপালির সমস্যা, টী. ৪৪।

দেবতার মর্যাদা পায়, কিন্তু তাবলে তার উপাসনা হয় না [৭১]। অনেক দেবতারই রথ আছে। কখনও প্রহরণে দেবতার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নৈসর্গিক মূল বৈশিষ্ট্য, এবং তাও দেবতাদের সূচক।

দেবতার রূপের পর গুণ আর কর্মের কথা। এইদিক দিয়ে দেবতাদের সাদৃশ্য আরও বেশী। সংহিতার প্রধান প্রধান দেবতার গুণবোধক বিশেষণের তালিকা থেকে দেখা যায়, অনেকগুলি বিশেষণ সব দেবতার বেলাতেই খাটে। কর্মের বেলায় খানিকটা বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাসত্ত্বেও অনেক কর্ম সব দেবতার পক্ষে সাধারণ। দেবতাদের গুণ- এবং কর্ম-বোধক এই সাধারণ বিশেষণগুলির আলোচনা থেকে বৈদিক ঋষির দৈবতভাবনার একটা পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। দেখি, যাস্ক তাঁর নিরুক্তিতে দেবতার যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন 'দেবতার ধর্ম দান দীপন এবং দ্যোতন' অর্থাৎ উপাসককে স্বাক্ষ করা দীপ্ত করা এবং স্বপ্রকাশরূপে তার কাছে আবির্ভূত হওয়া মোটের উপর তা-ই সব দেবতার সাধারণ লক্ষণ। আর, গুণ এবং কর্মের এই সাধারণ্য যে এক মৌল অদ্বৈতবোধ দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তা স্বচ্ছন্দে বলা চলে।

দেবতার সাধারণ বিশেষণগুলিকে গুণ কর্ম এবং সম্বন্ধ এই তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথম গুণের কথা ধরা যাক।

দেবতা অজ্ঞান এবং অমৃত এই তাঁর প্রধান লক্ষণ। মানুষেরও পরম পদার্থার্থ হল 'বিজ্ঞানো বিমৃত্যুঃ' হওয়া ৭২। জরা-মৃত্যু প্রকৃতি-পরিণামের ফল। দেবতা তার উদ্ভেদে, তিনি সং স্বরূপ বা সত্য। তাঁর সত্ত্বাতেই জগতে যা কিছু 'ভূত' অর্থাৎ হয়ে আছে তা সং, কেননা এসবই তাঁর বিসৃষ্টি, তিনি সর্বভূতের পতি, অতএব সং-পতি। এই যে সত্য বা সত্ত্বা, তার ওপারে কাল যায় না, তাই দেবতা প্রথম প্রজ্ঞ বা পদার্থ। এই অন্যদি স্থিতিতে তিনি আপনাতে আপনি আছেন, তা-ই তাঁর স্বধা, অতএব তিনি স্বধারান্। এ তাঁর স্থানদ্বয়ের দিক; আবার এথেকেই তাঁর বিসৃষ্টি বা উপচে পড়া স্বতের ছন্দে, যেমন নিসর্গে দেখি 'স্বতু' চক্রের আবর্তনে; অতএব তিনি স্বতরান্। স্থানদ্বয় এবং চরিত্বতা তাঁর মধ্যে এক হয়ে আছে বলে তিনি 'অসদ্র'। তিনি চিন্ময়, তাঁর চেতনা আলোর মত ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, তাই তিনি প্রচেতাঃ।

[৭১] প্রাচীন পঞ্চার্কাংক দেবতা অজ্ঞ একপাং, অহি বৃদ্ধা, পূর্নি, সমব। কিন্তু সেখানেও উপমার ভাবই প্রবল।

[৭২] হু ছা ৮।১।৫, ৭।১, ৩। ২।২। ঋষি- ও মূর্নি- দুই ধারাবই এই লক্ষ্য। তু জরা ব্যাধি মৃত্যু জয়েব সঙ্কল্প নিয়ে বৃদ্ধের গৃহত্যাগ। জবাঙ্কয়ে জীবনোন্মেষের পাদিচয়। সূর্যোপাসনাব মূলে এই তত্ত্ব-বিষয়ের যে পবনপদে মধু বা অমৃতচেতনার উৎস (খ ১।১৫৫।৬), যে আদ্যাদিন মহিমায় তিনি 'মূরা অকুমারঃ' বা নিত্যতরুণ (১।১৫৫।৬), তাথেকে আর স্থানিত না হওয়া 'আমীদ' অরাতং স্বধয়া তদ্ একম ১০।১২১।২। 'অস', (< ১) অস্ 'নিরুদ্ধেপ করা, বিকরণ করা, ১ অস্ 'থাকার ব্যঞ্জনাও আচ্ছ) - অন্তর্গত র। যেমন সূর্যমন্ডল থেকে তাপ ও জ্যোতিঃ বিকরণ, ছা যাকে বলছেন 'ব্রহ্মাঙ্কি' (৩।৫।৩)। স্বতে সূর্য তাই 'জীব অসুঃ' (১।১৩।১৬)। 'অসুর' দেবতার একটি অতিপ্রাচীন সাধারণ সংজ্ঞা (তু মহাদেবদানাম্ অসুরম্ একম্ খ ৩।৫৫র ধরা) আর অহুব, ৫ তু শৌ অস্তি সন্তং ন জহাত্ অস্তি সন্তং ন পশ্যাত্, দেবস পশ্য কারাং ন মমার ন জীমতি ১০।৮।৩২। ৫ < V মধু 'আলো দেওয়া; ছড়িয়ে পড়া, সমর্থ হওয়া' তাথেকে 'অহঃ' আদিভারূপে চতুর্ন ব্যাক্তি (ট্টউ ১।৫) যাতে আছে দীপ্ত ব্যাপ্ত এবং শক্তির সম্বন্ধ। ৫ < V বৃহ 'বেড়ে চলা'। এই থেকে উপনিষদের 'ব্রহ্ম'।

আমাদের দৃষ্টি অচিন্তি বা অব্যবহিক আচ্ছন্ন, আমরা ‘নচিকৈতাঃ’, কিন্তু দেবতা চিকিৎসান্, সব-কিছু খুঁটিয়ে দেখেন এবং জানেন। তাই তিনি রিধান্, রিধিরেদাঃ। নিখিল ধী বা বিজ্ঞানের উৎস বলে তিনি ধীর। তাঁর দৃষ্টি সৃষ্টির আকৃতিতে প্রসর্পিত, তাই ‘তিনি কবি, এ-জগৎ তাঁর কাব্য। তিনি শিব, স্রীমান্, সুন্দ্র বা আনন্দের নিলয়। তিনি বিপ্র বা ভাবে টলমল। বৈপুল্যে দীপ্তিতে এবং শক্তিগুণে তিনি ‘মহান্, তিনি ‘বৃহৎ।

তারপর, দেবতা সূর্যের মত তাঁর আলো আছে, তাপও আছে। এই তাপ বা তপঃ তাঁর চৈশ্বশক্তি, তাঁর সিসৃক্ষা বা ঋতু। তাঁর ক্রান্তদর্শী কবিচেতনা এই ঋতুর উৎস বলে তিনি কবিক্রতু, সূত্রতু অধারের আড়াল হতে আলো ছিনিয়ে আনেন তিনি আমাদের জনো, তাই তিনি স্বর্ষির্দ্, স্বর্ষাঃ। তিনি বীর, সব বাধাকে দলিত করেন বলে সহস্রবান্। তাঁর আছে রাজ্য বা বজ্রতেজ, আছে শরঃ, শাস্ত্র বা প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস। তাইতে তিনি বিচর্ষণ বা সর্বসম্ভব। নিবস্তুর নিবর্জিত তাঁর শক্তি, তাই তিনি ব্রহ্ম। নিখিলের তিনি পতি এবং ঈশান, পরম মমতায় আমাদের আগলে আছেন বলে অমিতা এবং গোপা। এই তাঁর শক্তি এবং কর্মের পরিচয়।

তাঁর সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্বন্ধই বড় স্বচ্ছন্দ এবং সুমঙ্গল। তিনি যজ্ঞত, আমাদের উৎসর্গ এবং উপাসনার লক্ষ্য। তখন তিনি আমাদের রাজা পিতা মাতা সখা - এমন-কি সন্দ বা পুত্র, কেননা আমাদের তপঃশক্তিতে আমরাই যে তাঁকে জন্ম দিই এই আধারে। সর্বদা তিনি আমাদের প্রিয়। তিনি সূর্য্যমিত, আমরা তাঁর মন পেয়েছি। তাঁর সমস্ত সম্পদ আমাদের তিনি ঢেলে দেন বলে সূদান্।

যার যে দেবতাই ইন্ট হন না কেন, এই বিশেষণগুলি অনায়াসে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। বিশেষণের এই সামা দেবতাসম্পর্কে ঋষির অম্ব্যভাবনারই পরিচায়ক। নামে আর রূপে পৃথক হলেও সব দেবতা সেই একেরই বিভূতি। বহু গোড়ায়, কিন্তু তার শেষ একে। আবার এক হতেই বহুর বিসৃষ্টি—সূর্য্যমন্ডল হতে সূর্য্যকিরণের মত। বহু এবং এক দুইই সত্য এবং যুগপৎ সত্য।

৩ দেবতার সংখ্যা

দেবতার স্বরূপ রূপ গুণ আর কর্মের কথা হল, এইবার সংখ্যার কথা। দেবতা এক না বহু। প্রথম অধ্যায়ে এ নিয়ে সূত্রাকারে কিছু আলোচনা করিছি। [৭৩] বর্তমান প্রসঙ্গ তারই অনুবৃত্তি এবং প্রপঞ্চন।

বেদে বহু দেবতার উল্লেখ একনজরেই সবার চোখে পড়ে। রূপের কথা বাদ দিয়ে দেবতার স্বরূপ গুণ আর কর্মের দিক থেকে বিচার করলে এই বহুত্বের ভাবনা যে আদ্যোপান্ত একত্বভাবনার দ্বারা বিধৃত, পূর্বের আলোচনা হতে তার আভাস পাওয়া যাবে। রূপের দিক দিয়েও দেবতার অমৃৎ একত্বভাবনার পোষক, কেননা বহুর

মেলা রূপ আর ইন্দ্রিয়বোধের জগতেই, যা অরূপ এবং অতীন্দ্রিয় তার প্রবণতা স্বভাবত একরস প্রত্যয়ের দিকে। বহু আর একের মধ্যে আর্থভাবনা যে কোনও বিরোধ দেখে না, বারবার একথার উল্লেখ করতে হচ্ছে এইজন্য যে এদেশের বহুদেব-বাদের প্রতি ভিন্নধর্মীদের উন্মাসিক কটাক্ষপাত যে কিছুটা হীনশ্রম্যতার সৃষ্টি করেছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিচারে তা ভিত্তিহীন বলেই তার অপনোদন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবতার সংখ্যা নিয়ে শাকল্যের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরের একটা রোচক বিবরণ আছে। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবতা কয়জন?' যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে বললেন, 'তিন শ' তিন আর তিন হাজার তিন জন।' তারপর ক্রমে-ক্রমে সে-সংখ্যাকে কমিয়ে বললেন, 'দেবতা একজনই। সে দেবতা হলেন প্রাণ। তাঁকে তত্ত্ববিদেরা বলেন ব্রহ্ম বা তাৎ। এই প্রাণ-ব্রহ্মই বিভিন্ন লোকে অর্থাৎ মনোজ্যোতিতে আলোকিত চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে অভিব্যক্ত হয়েছেন শারীর-পদ্রুশ হতে আদিত্যপদ্রুশ বা ছায়াপদ্রুশরূপে। আবার তিনিই দিকে দিকে রয়েছেন বিভিন্ন দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এবং উর্ধ্ব-এই পাঁচ দিক হতে পাঁচটি দেবতা শলাকার মত সঙ্গত হয়েছেন জীবের হৃদয়ে। হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা পণ্ডবৃত্তি প্রাণে। প্রাণের প্রতিষ্ঠা "নেতি-নেতি"বাদলভা অসঙ্গ আত্মাতে। তিনিই ঔপনিষদ পদ্রুশ। বাইরের যা-কিছু, সব যেমন তাঁহতে বিসৃষ্ট, তেমনি আবার তাঁতেই নিহিত। আবার সবাইকে অতিক্রম করে রয়েছেন তিনিই। তিনিই "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।" তিনিই এক দেবতা [৭৪]।'

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা একদেববাদ (Monotheism) আর অদ্বৈতবাদের সমন্বয়। দেববাদ আসে পরাক্ (objective) দৃষ্টি হতে; ইষ্ট তখন জ্ঞেয়। আর ইষ্ট যখন জ্ঞান, তখন প্রত্যাক্ (subjective) অনুভব থেকে আসে অদ্বৈতবাদ। একদেববাদ থাকে তার কুক্ষিগত। কিন্তু এতেই সব ফাঁদিয়ে যায় না। প্রত্যাক্ অনুভবের চরমে একটা কিছু থাকে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য তাকে বলছেন 'তাৎ'। তার আদেশ হল 'নেতি নেতি'।

এক দেবতাই আছেন বলে অন্য দেবতা নাই, এদেশের একদেববাদ কোনদিনই একথা বলে না। বহুকে বাদ দিয়ে এক নয়, বহুকে নিয়েই এক। অবশ্য একেব দিকে চলতে গিয়ে 'নেতি নেতি' বলে বহুকে একসময় বাদ দিয়ে যাই আমারই গরজে। কিন্তু মূলে পৌঁছে দেখি, সেখান থেকে একই বহুধা প্রজাত হচ্ছেন। তখন আবার বলি, 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।' বহু দেবতা তখন এক দেবতারই মহিমা। শাকল্যব্রাহ্মণের গোড়াতেই যাজ্ঞবল্ক্য এই মহিমার কথা বলে রেখেছেন। গীতায় একে বলা হয়েছে 'বিভূতি' [৭৫]। আগেই বলেছি, এই বিভূতিবাদ না বুঝলে এদেশের একদেববাদ

[৭৪] দ্র বৃ ৩।৯; বেমণী পৃ ২০৩৪ টীকাসহ। প্রতিজ্ঞা স্ব ৩।৯।

[৭৫] 'ভূতি' হওয়া, becoming (হু *to be* phases nature)। তাৎ থেকে হওয়ার বৈচিত্র্য বোঝাতে 'বিভূতি' (হু স্ব একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ৮ ৫৮।২, ১।৮।৯, ৩০ ৫, ৬ ২১।২, ১৭।৪ 'বৈচিত্র্যপে প্রকাশমান'), আর সমাহার বোঝাতে 'সমভূতি' (হু এতাবতী মহিনা সং বভূব ১০।১২৫।৮, ই ১২, ১৪)। বৈদিক ভাক্যায় বিশ্বের বিসৃষ্টি হল দেবতার বিভূতি

বোঝা যায় না, বোঝা যায় না অদ্বৈতবাদী শঙ্করকে বহু দেবতার স্তুতিকার বলে কল্পনা করতে কেন আমাদের বাধে না, কেন বৈনাশিক বৌদ্ধের মহাশূন্যে হাজার-হাজার দেব-দেবী ভিড় করে নামেন। এগুলি অবক্ষয়ের চিহ্ন নয়, উপলব্ধির পূর্ণতার নিদর্শন। আগাগোড়াই এদেশের অধ্যাত্মমানসের গড়নটা এইরকম।

এই মানসিকতার মূলে যে ভাবনা ক্রিয়া করেছে, তার রূপ এই। আমি, আমার জগৎ, আর এ-দুটিকে কৃষ্ণিগত করে রয়েছে যে-পরমতত্ত্ব—তারা তিনে এক, একে তিন। আত্মা জগৎ আর ব্রহ্ম এক। এই হল অদ্বৈতবাদের মর্মকথা। তার অনুভবের ক্ষুরগের একটা স্বাভাবিক রীতি আছে। মানুষ পরমতত্ত্বকে প্রথম দেখে পরাক্ দৃষ্টিতে তত্ত্ব তখন দেবতা, এবং দেবতা বিশ্বের নির্মাতা ও বিধাতা। আমাতে বিশ্বে এবং দেবতায় তখন ভেদভাব প্রবল। দর্শনের সাধন তখন নন, ভেদের সংস্কার যার স্বাভাবিক কিস্তি ‘দীর্ঘিতি’ [৭৬] বা অনুরাবৃত্ত একাগ্রতার প্রেরণায় ‘এই মনই উত্তীর্ণ হয় মনীষায়, এলিয়ে যায় হৃদয়ের অতলে। তখন দেবতার সঙ্গে আমার সাযুজ্যবোধ জন্মে।’^১ অনুভব করি আমাতে তাঁর আবির্ভাব। অনুভবের গাঢ়তায় দেখি, আমার সবটাই তিনি, আমি তাঁর প্রতিরূপ। অবশেষে দেখি, তিনি শূন্য, আমি হয়েই নাই তিনিই সব কিছু হয়ে রয়েছেন : ‘ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পদ্বুরূপ ঈয়তে’, ‘শ্রিয়ো রসানশ্ চরতি ম্বরোচিঃ’। তখন তিনি আর জগতের নির্মাতা নন, জগৎ তাঁর ‘বিসৃষ্টি’ কিনা আত্মোৎসারণ। তখন জগৎকে দেখতে গিয়ে তাঁকেই দেখি ‘সহস্রশীর্ষা পদুরূষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং’ সহস্র শির নিয়ে সহস্র চোখে চেয়ে সহস্র চরণে তিনিই বিচরণ করছেন, সবদিক থেকে এই ভূমিকে আবৃত করে আবার দশ আঙুল তাকে ছাপিয়ে রয়েছেন।

এই দৃষ্টি যখন খোলে, তখন কোন-কিছুকেই বর্জন করার কথা ওঠে না। সবাইকে নিয়েই তখন এক। একের সংজ্ঞা তখন সৎ। সংহিতার ভাষায় দেবতা তখন ‘একং সৎ’।

অদ্বৈতভাবনাব এই একাদিক—এ হল ইতিবাদ। আবার এই সংকেও ছাপিয়ে রয়েছে অসৎ। তখন নৈতিবাদে পাই অদ্বৈতভাবনার আরেকাদিকের পরিচয়। নৈতিবাদ গোড়াতেও আসতে পারে উজ্জিয়ে যাবার সময়। প্রথমে বলি, তিনি এ নন, তা নন :

বা এক হতে রূপে রূপে প্রতিরূপ বা বহু ‘হওরা’। যেখানে কিছুই হয় না, তা অসম্ভবিত বিনাশ বা অসৎ [তু ৯২ ১৪, ঋ ১০।৫।৭, ৭২।২ ৩, ৮, ৯, ১২৯ ১, ৪।] বিসৃষ্টির দ্বারা ডাহলে অসম্ভবিত > সম্ভবিত > বিকৃতি উপনিষদের ভাষায় এই সম্ভবিত ‘সর্বস্বঃ সর্বজ্ঞঃ অন্তর্যামী যোনিঃ সর্বস্মা পূজ্যপায়ো হি ভূতানাম, মা ৬। তু গী ১০ ‘বিকৃতিযোগ’।

[৭৬] ‘দীর্ঘিতি’ (< ৭ ধী ‘ভাবা, ধান করা’, নিঘ ‘বিশ্ব’ ১।৫) ধানতন্মযত্বা তু ঋ ‘ইয়ং সা রো অশ্মে দীর্ঘিতিঃ যজ্ঞা অপিপ্রাণী সদনী চ ভূযাঃ নি যা দেশেষু যততে বসুযেঃ’ তেতামাদের উদ্দেশ্যে হে যজ্ঞনীমগণ আমাদের দীর্ঘিতি হ ক সবার আপেক্ষক এবং তেতামাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, দেশগদের লক্ষ্য করে নিলিড যাব প্রযজ্ঞ আলোর কামনায় ১।১৮৬.১১। ধানচেতনার একতানতা আবেশ এবং ব্যাপ্ত এই তিনটি লক্ষণই এখানে ফুটে উঠেছে। ১ তু ঋ ইন্দ্রায় হ্রদা মনসা মনীষা প্রকায় পাতো ধিয়ো মজ্জগস্ত যিনি আদি পতি, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ধানচেতনাকে তাঁরা মার্জিত করেন মন মনীষা আর হৃদয় দিয়ে ১।৬১।২. তু ক ২।৩ ৯. মন দিয়ে খেজি, মনীষা দিয়ে বোঝা আর হৃদয় দিয়ে পাওরা। ২ ঋক-সংহিতায় আত্মস্তুতিবাক্য মন্তগুলির উৎপত্তি এই হতে। তু এরা মহান্ বৃহস্পিরো অথর্বাহরোচৎ স্বাৎ তন্মম ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০।৯।

তারপর বলি, তিনিই সব। বৈদিক ঋষি প্রথমটির উপমা দিয়েছেন রাত্রির সঙ্গে, তার দেবতা বরুণ। দ্বিতীয়টির উপমা হল দিন, তার দেবতা মিত্র। সত্যের মহাসূর্য জ্বলছে তারও ওপারে। সেখানে দিনও নাই রাতও নাই, সংও নাই অসংও নাই।

পূর্ণাঙ্গের এই ত্রিপদটী সং, অসং, ন সং না সং। এ হল সংহিতার সংজ্ঞা। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় তা-ই হল প্রাণ, ব্রহ্ম এবং তাত্। প্রাণ 'সংপতিত' এসবই তাঁর বিভূতি; ব্রহ্ম অতিষ্ঠা হয়ে প্রাণের প্রতিষ্ঠা; তাত্ অনির্বচনীয়। আশ্চর্য্যেতন্যেই এই পরম ত্রিপদটির অনুভব হয়। হৃদয় সেই অনুভবের স্থান—একথা যাজ্ঞবল্ক্য বারবার বলেছেন।

বহু এক আর শূন্য—এ-তিনে যে বিরোধ নাই, তা আমাদের চিত্তের ক্রিয়াতেও দেখতে পাই। চিত্তের বহিমুখী বৃত্তি বহুর মেলাতে কখনও মূঢ়, কখনও ক্ষিপ্ত, কখনও বিক্ষিপ্ত। এই তার অযুক্ত প্রাকৃত দশা। সেই চিত্ত অন্তর্মুখ হয়ে হয় একাগ্র। তখনই যোগের শব্দ। তারপর একাগ্র বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়ে চিত্ত শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতার ভূমিতে আবার একাগ্রজ্যোতির বিম্ব হতে বিকীর্ণ হয় বহুর রশ্মি। বৈদিক ঋষি ভাষায় এ যেন বাণীর অবাক্ত হতে উষার জন্ম। ৭৭। নিবোধপ্রতিষ্ঠ একাগ্র-চিত্তের যো-বিক্ষেপ, তা সম্ভূতি বা শুদ্ধসত্ত্বের উল্লাস। বহু এখন এক সত্যেরই সত্যবিভূতি।

অসং সং আর দেবতা পরমতত্ত্বের এই তিনটি বিভাবই 'একম্ এরাতিদ্বিতীয়ম্'। তিনটি বিভাব একই তত্ত্বকে চেতনার তিনটি ভূমি হতে দেখার ফল। যখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকছে, তখন তত্ত্বকে বলি দেবতা। যখন সম্বন্ধকে ছাপিয়ে শূদ্ধ সম্বন্ধীকে লক্ষ্য করি, তখন বলি 'সং'। তারও উজানে যখন কিছুই থাকছে না, তখন বলি 'অসং'। আবার সব জড়িয়ে বলি 'ন সং না সং'। সংহিতার ভাষায় এই অনুভব-গুলির যথাক্রমে সংজ্ঞা হল 'একো দেবঃ', 'একং সং', 'একং তৎ', 'ন সন্ না সং'। এই চতুষ্কোটিক একের আশ্রয়ে বহুর প্রকাশ ভুলোকে, অস্তিরক্ষে, দুলোকে সর্বত্র। সর্বত্রই দেবতা, সবই দেবতা। দেববিভূতির যে-কোনও একটিকে ধরে বহুর মেলা হতে একের দিকে উজিয়ে যেতে পারি। ওই বিশিষ্ট দেববিভূতি তখন আমার 'ইন্ট দেবতা'। অনুভবের তুঙ্গতম শৃঙ্গে পৌঁছে দেখি, আমার দেবতাই আর-সব দেবতা হয়েছেন। এই একধরনের একদেববাদ যা আবহমানকাল এদেশের অধ্যাত্মভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য ৭৮।। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁদের Monotheism এর সঙ্গে না মেলাতে পেয়ে এর একটা নাম দিয়ে রেখেছেন Henotheism এই পর্যন্ত। কিন্তু তাঁদের অধ্যাত্মসংস্কার বস্তুত এই অনুভবের অনুকূল নয়। অথচ এদেশের কটর একদেববাদী যে একান্তী বৈষ্ণব, তিনিও এককে মানেন বলে বহুকে খেদিয়ে দেন না।

এদেশের অদ্বৈতবাদের স্বরূপ বুদ্ধিতে গেলে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার। Polytheism থেকে Monotheism এবং তা থেকে Monism এদেশে ক্রমে-ক্রমে অভিব্যক্ত হয়েছে—একথা প্রকল্প হিসাবে শূন্যে বৈশ লাগে। কিন্তু আসলে কথাটা

[৭৭] তু ঋ ১।১১০।১, ২। রাহি এবং উষা দুইই 'অমৃত'।

[৭৮] প্র. টীম্. ৮৫।

ভিত্তিহীন [৭৯]। বিভূতি দেবতা আর তত্ত্বের মাঝে চেতনার যাতায়াতের পথ আমাদের সবসময়ই খোলা। বস্তুত সংখ্যার অদ্বৈত বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে ভাবের অদ্বৈত। সেই একই পরম সত্য, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বহুর ঠাই হতে পারে।

চিন্ময় প্রত্যক্ষের কথা আগেও বলেছি : শব্দ, চোখ বুজে অন্তরে দেবতাকে অনুভব করা নয়, চোখ মেলে বাইরেও তাঁকে দেখা জ্যোতীরূপে দেখা, বায়ুরূপে তাঁর স্পর্শ পাওয়া, বাক্যরূপে তাঁকে শোনা [৮০]। মন্ত্রসংহিতায় দেবতার ষে-বিজ্ঞান,

[৭৯] Huxley একজন প্রখ্যাত আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ + এ-প্রসঙ্গে তাঁর *The Man in the Primitive World* (New York, 1958) থেকে খানিকটা ভুলে দিচ্ছি :

‘আদিমানবের মন পঞ্চপুঙ্খ বা আদিদেবের ধারণা কবতে পারে না - পণ্ডিতমহলে এ-সংস্কার আঁড়ে থাকবার দিন পার হয়ে গেছে। Taylor (*Primitive Culture*, New York, 1874) অনুমান করছিলেন, আদিদেবের ধারণা মানুষের দীর্ঘযুগের বৌদ্ধিক পরিণামের শেষ ফল—তার গোড়ায় ছিল আত্মার ধারণা, তাখোক ভূত ও পিতৃপুঙ্খের উপাসনা, তারপর নিসর্গোপাসনাকে আশ্রয় করে বহুদেববাদ এবং সবাব শেষে একদেববাদ। কিন্তু এইটাই তাঁর সবচাইতে বড় ভুল।

Lang ওই শতাব্দীর শেষার্ধ্বে প্রমাণ করলেন (*The Making of Religion* London 1898), অস্ট্রেলিয়ান, পলিনেশিয়ান, আফ্রিকান এবং আদিম আমেরিকানদের আদিদেবের ধারণা খৃষ্টধর্ম থেকে আসেনি। অস্ট্রায়ার অক্সফোর্ড নৃতত্ত্ববিদ Schmidt চার খণ্ডে রচিত তাঁর অতিকায় গ্রন্থ *Der Ursprung der Gottesidee* (ইংরেজিতে সংস্কৃতিসার *The Origin and Growth of Religion* New York 1935)তে এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

Lang-এর মনে হয়েছিল, আদিদেবের ধারণা গড়ে উঠেছে মানুষের ধর্মীয় ভাবনা অন্তর্মুখ হওয়ার ফলে। আদিমানবের চিত্ত যখন উঁচু গ্রামে বাধা থাকত, তখন ন্যায়সম্মত দার্শনিক ধারণা তার পক্ষে অসম্ভব হত না। কিন্তু সেই চিত্ত আবার নিচু গ্রামে নেমে এসে স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় স্ফূর্তি করেছে ভূত প্রেত আর উপদেবতার দলল।...

Lang-এর পর Rubin (*Monothism in Primitive Religion*, New York, 1927, *Primitive Man as Philosopher*, New York, 1927, 2nd ed 1936) Lang-এর ভাবনাকে যেভাবে সংস্কৃত করলেন তা লক্ষণীয়। আদিদেবের বিশুদ্ধ ভাবনা পরে আঁবল হয়ে উঠল এ না বলে তিনি বললেন একই সময়ে মানুষের মনে বিপরীত দুটি ভাবনার ধারা থাকতে পারে—একটি আদর্শনিষ্ঠ, আরেকটি বাস্তবানুগ। আদর্শবাদীরা বুদ্ধিপ্রধান এবং মননশীল। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এদের কেউ-না-কেউ সব সমাজেই আছে। জীবন আর জগতের সমস্যা নিয়ে দার্শনিকতা করা তাদের স্বভাব। বিশ্বরহস্য বুঝতে গিয়ে তাদের ভাবনা একটা ঋজু, সুসংহত এবং একমুখী ধারায় চলে। তারই পরিণাম হল আদিদেবের কল্পনা। আদর্শবাদী বলেই স্থূল পার্থিব কামনা তাদের মন টানে না তাই তাদের দেবতা মানুষের ছোটখাটো দাবিদাওয়ার প্রতি নিরপেক্ষ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জড়বাদী। পেটের চিন্তা দেহের স্বাস্থ্য প্রতীপ্তি এগুলিই তাদের কাছে বড়। এসবের অভাব পূরণ করবার সামর্থ্য ব্যতী, এমন দেবতা আর উপদেবতা দিয়ে পাশাপাশি তারা আরেকটা ধর্ম গড়ে তোলে। (pp 552-54)

Huxley Riddin-এর সঙ্গে মোটামুটি একমত। তবে তিনি বলতে চান ধর্মবোধের উৎস শব্দ, দার্শনিকতাই নয়—‘আত্মায় বিশ্বাস, ভূতের ভয়, জরের ভয়, পিতৃপুজা, উপদেবতা নিয়ে কাববার, নিসর্গোপূজা দার্শনিক ভাবনা সবকিছুই তার মূলে আছে। একেক সংস্কৃতি একেকটার উপর জোর দেয় বেশী এই মাত্র। আসলে ধর্মবোধ এমন এক বৃক্ষ, যার বহু মূল বহু ফল।’

বস্তুত ধর্মবোধের মূল হচ্ছে মহিমাবোধ, নৃতত্ত্ববিদদের animism হল যার অধিদেবত এবং পরাক্-বস্তু রূপ, আর mana আত্মা এবং প্রত্যক্-বস্তু রূপ। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে হবে।

[৮০] দর্শন প্রধানত সূর্যরূপে, কিন্তু বায়ুও ‘দর্শিত’ (তু. বা. ১.২.১); তৈত্তি শাস্তিপাঠ, বায়ো ধর্ম-এর প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সংহিতায় মরুদগণের মাতা ‘পৃশ্বিনী’ (তু. বা. ১.১৬৮.১১) < V পৃশ্ব- + নি (তু. নি. ২.১৪.১২), স্পষ্টত ব্রহ্মসংস্পর্শের দেবতা, নিষাট-মতে পৃশ্বিনী আদিত্য এবং দ্ব্যলোকের সাধারণ নাম (১.৪, তু. বা. ‘মাধ্য দিবো নিহিতঃ পৃশ্বিনী’ অম্মা’ আদিত্যাপন ৫.৬৭.১০), অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শ দ্ব্যলোকে পরিব্যাপ্ত এবং আদিত্যে চিদ্ব্যন এই হতে মরুদগণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের উদ্ভব, তাঁরাও স্পর্শের দেবতা। শ্রুতি মাধ্যমিক বাক্যের—মেঘগজ্ঞান-রূপে, আবার সৃষ্টির প্রবর্তিকা গৌরীরাপা বাক্যের হাম্বাদ্ব্যন (খ. ১.১৬৪:৪১, ৪২)।

তা এই রীতিতে। দেবাবিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেবতার যে-প্রত্যক্ষ, তার পরিণাম চেতনার বিস্ফারণ, তারই প্রকাশ 'রম্ভে' বা মন্ত্রে। মন্ত্রে দেবতা অন্তরে-বাইরে উভয়র প্রত্যক্ষ। আর উপনিষদে 'নিষত্তি'র ফলে বিশেষ করে তাঁর আন্তর প্রত্যক্ষ। এই রীতিতে মন্ত্রই বস্তুর ঔপনিষদ-ভাবনার বীজ। মন্ত্রে চিন্ময়-বাহ্যপ্রত্যক্ষের যে-উদানগাথা, সিদ্ধচেতনা তার উৎস; উপনিষদে তাকেই সাধকচিত্তের বুদ্ধিগ্রাহ্য করা হয়েছে। অতএব উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বুদ্ধির পরিপাকের ফলে বহু হতে একের ধারণা পৌঁছন নয়, মন্ত্রের বোধিজ্ঞ অদ্বৈতপ্রত্যয় হতে বুদ্ধিতে নেমে আসা।

শ্রদ্ধার আবেশে বাহ্যপ্রত্যক্ষ যখন চিন্ময় হয়ে ওঠে, তখন এই বোধিব আবির্ভাব হয়। দেবতা তখন চোখের সামনে, এই ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের দুটি রীতি আছে, রামকৃষ্ণদেবের দুটি অনুভবকে তাদের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। একদিন সমাধি থেকে বুদ্ধিহীন হয়ে তিনি বললেন, 'এ কি! চোখে যেন ন্যাবা লেগেছে। সবই যে দেখছি তিনি।' আরেকদিনের অনুভব: 'সকালে পূজার জন্য ফুল তুলতে গেছি বাগানে। দেখি, গাছে-গাছে ফুল ফুটে আছে, না বিরাটের পূজা হয়ে রয়েছে। সবই যে তিনি! তখন উল্লসের মত ফুল ছুঁতে লাগলাম।' দুটি অনুভবের আগেরটি হল ভিতরের আলোতে বাইরকে আলোময় দেখা; এইটি উপনিষদের ধারা। আর দ্বিতীয়টি হল বাইরের অলংকার আলোতেই বাইরকে আলোময় দেখা, এইটি সংহিতার ধারা। অলংকার তখন আরোর আলোর মত চোখের সামনে বলসে ওঠেন, এই হৃদয়ে আবিষ্ট হন। মানুষ তখন মরমী বা কবি।

ঋষি কবির অদ্বৈতবোধ অতিসহজে উৎসারিত হয়েছে দুটি চিন্ময় প্রত্যক্ষ হতে। চোখের সামনে তিনি দেখছেন সবাইকে আবৃত করে এক ব্যোম বা আকাশ, আর সেই আকাশে বিবস্বান্ এক সূর্য। এক আকাশ, তার দৈবত সংজ্ঞা হল 'দোঃ পিতা', 'বরুণ' অথবা 'মাতা অর্দিত'। এক সূর্য, তার দৈবত-সংজ্ঞা 'মিত্র', 'সবিতা', 'আদিত্য'। একটি ছায়া, একটি আতপ; একটি রাতের আঁধার, একটি দিনের আলো; দুটিতে মিলে অবিনাশিত এক ছায়াতপের বা উষাসানন্তের মিত্রন [৮১]। মানুষের হৃদয়ে আছে আলোর পিপাসা; তার সাক্ষাৎ চরিতার্থতা ওই সূর্যের সাযুজ্যে। আছে প্রশমের সঙ্কর্ষণ; তার চরিতার্থতা ওই আকাশের শূন্যতায়। দুটিতে অদ্বৈতবোধের দুটি বিভাব। যা প্রশম, সংহিতায় তার বীজমন্ত্র 'শম্'; আর তাহতে সর্বতোভাস্বর সর্বযোনি আলোর যে-বিচ্ছুরণ, তার বীজ 'য়োঃ'। শিব-শক্তির মত দুটি যুগলন্ধ [৮২]। আকাশে আলোব উল্লেখ আবার আলোর নিমেষ-দেবতার এই নিত্যপ্রত্যক্ষ মহিমা হতেই বৈদিক ঋষির অদ্বৈতবোধ উৎসারিত হয়েছে অনায়াসে। এ-বোধের আশ্রয় তর্ক নয়, আপামরসাধারণ [৮৩] অতি সহজ এবং আদিম একটি প্রত্যক্ষ।

[৮১] ঋকসূত্রে তাই হয়েছে আকাশ ও প্রাণের মিত্রন (১।১।২২, ২৩)। প্রাণের অধি-দৈবতরূপ হল সূর্য (তু প্রউ প্রাণঃ প্রজানাম্ উদযতা' এষ সূর্যঃ ১।৮।১)।

[৮২] ঋকসংহিতায় দুটি বীজের একসঙ্গে উল্লেখ বহুজায়গায়: ১।১৩।৭, ২।৩৩।১৩, ৩।১৭।৩, ৪।১২।৪, ৫।৪৭।৭, ৬।৫০।৭, ৭।৩৫।১ (সমস্ত স্তোত্রটি জুড়ে 'শম্'-এর প্রার্থনা), ৮।৩৯।৪, ১০।১৮।১১-৩...। য়োঃ < √ য়, ॥ 'য়োবা', 'য়োনি'।

[৮৩] যে-প্রত্যক্ষ সূর্যের। তু. ঋ সাধারণঃ সূর্যো মান্বাধ্যা ৭।৬৩।১।

এইবার এই অদ্বৈতবাদের পরিপোষক কিছ্বে বেদমন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। ঋক্সংহিতা থেকে মন্ত্রগুলি নেওয়া হল, কেননা সংহিতাগুলির মধ্যে এটিই সর্বপ্রাচীন এবং সর্বভাব্যোনি। এখানে স্পর্শটলিঙ্গক অদ্বৈতবোধেরই পরিচয় দিচ্ছি, নইলে অস্পর্শটলিঙ্গক অদ্বৈতবোধ ছাড়িয়ে আছে বেদের সর্বত্র। তবে তা সৌমটিক একদেববাদের মত কেবল নেতিভাবনার সঙ্গিন উৎপিন্ণে নাই, একথা আগেই বলেছি।

অদ্বৈতবোধের চারটি ভূমি সংহিতায় সূচিত হয়েছে যথাক্রমে দেবভাবনার চারটি সূত্রে : [৮৪] প্রথম 'একো দেবঃ'—যখন দেবতার বিশেষণ আছে; দ্বিতীয় ভূমিতে দেবতা 'একং সং'—যখন তিনি অরূপ সন্মাত্র; তৃতীয় ভূমিতে তিনি 'একং তৎ'—যখন তাঁকে আর সত্তার দ্বারাও বিশেষিত করা যায় না বলে 'তিনি অসংকল্প'; চতুর্থ ভূমিতে তিনি সর্বোপাধিবিহীনমুক্ত অতএব 'ন সং না সং'। একেকটি ভূমি ধরে মন্ত্রের আলোচনা করছি। একের সঙ্গে বহু জড়িয়ে আছে; সূত্ররাং একদেবের প্রসঙ্গে বহু দেবতার কথা আপনি এসে যাবে। সূত্রাকারে তাঁদেরও পরিচয় দিয়ে যাব, তার বিস্তার পরে হবে।

অদ্বৈতবোধের প্রথম ভূমি দেববাদের আশ্রিত, তার সূত্র 'একো দেবঃ'। এককে তখন জানিচ্ছি দেবতা বলে, পুরুষাবিধ বলে। এই দেবতা আমার ইষ্ট বা পরম উপাস্য; অন্যান্য দেবতা তাঁরই বিভূতি। ঋক্সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের গোড়াতে এইধরনের একদেববাদের [৮৫] একটি সূত্রের উদাহরণ আছে। ঋষি গৃৎসমদ অগ্নিকে সম্বোধন করে বলছেন, 'তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মস্পতি, তুমি মিত্র বরুণ ও অর্যমা, তুমি যম্ভা রুদ্র এবং মরুদগণ, তুমি পৃথ্বী সবিতা এবং ভগ' ইত্যাদি। পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে বসুগণের আশ্রয়ের অগ্নিস্তুতিও এইধরনের। সংহিতার বিভিন্ন মণ্ডলে বৈদ্বানরসূক্তগুলিতে এইভাবে দেবতার আদিদেবত্ব এবং সর্বময়ত্ব বর্ণিত হয়েছে—বিশেষ করে বাহুস্পত্য ভরদ্বাজের তিনটি বৈদ্বানরসূক্তে^১ এবং আশ্বিরস মৃধ্ণবানের সূক্তটিতে।^২ চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ইন্দ্রেরও এই বর্ণনা দিচ্ছেন।^৩ গোতম রাহুগণ

[৮৪] 'একো দেবঃ' ঋতেও আছে : ১০।৫১.১; তু তৈস ৫।৬।১।৩; শৌ. ১০।২।১৪, ৩।১৩।৪, ১০।৮।২৮। ঋতে সাধারণত একদেবের সংখ্যা দেওয়া আছে, যেমন, ইন্দ্র 'এক ইশান ওজসা' ৮।৬।৪১, 'একো বসুনি পত্যতে' ৬।৪৫।২০; একঃ সূপর্গঃ ১০।১১৪।৪; এক পুরুষ ১০।১০, এক বিষ্ণু ১।১৫৪।৪। অথবা বিশেষণযোগে একদেবের উল্লেখ, যেমন 'দেবো নেতা' ৫।৫০ সু. এক 'রশী' ১০।১১০।২। তু তৈস এক এর রুদ্রঃ ১।৮।৬।১ ঋ ৩।২।^১ সং একটি ইতিবাচক সংজ্ঞা। কিন্তু অনুভবের চরমভূমিতে তা দিয়েও যখন পরমদেবতার অবধারণ সম্ভব হয় না, তখন তাঁকে বলতে হয় 'অসং' অথচ সংএব প্রভব (তু ঋ. সত্যো বহুঃ অসতি নিরু অবিন্দন হাদি প্রতীষ্য করয়ো মনীষা ১০।১২১।৪)। সংহিতায় এই তাঁর 'তৎ'-স্বরূপ।

[৮৫] ঋ ২।১।৩—৭।^১ ৬।৭ ৯ সু।^২ ১০।৮৮ সু।^৩ ৪।২৬।১।^৪ অদিতিব্ সৌর অদিতিব্ অস্তবিকম্ অদিতিব্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, রিশ্বে দেবো অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতিব্ জাতম্ (যা হয়েছে) অদিতিব্ জমিহম্ (যা হবে) ১।৮৯.১০। তু ক অদিতিব্ দেবতাময়ী, স্য তুভিত্তিব্ বাজ্যায়ত ২।১।৭।^৫ ঋ ১০।১২৫ সু।^৬ ৮।৮।২, দল্ হো নক্ষত্র উত বিশ্বদেবঃ (দেবতা সূর্যরূপে প্রভাঙ্ক) ৬।৬৭।৬, ৫.৮২।৭, ১।১৪২।১২, ৪।৫০।৬, ৯।৯২।৩ ও ১০৩।৪।^৭ ১০।৮১, ৮২; ১২১।^৮ বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহী অসি (ইন্দ্র) ৮।১৮।২; যেনমা বিশ্বা ভুরনানা আভুতা বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবোরতা (সূর্য) ১০।১৭০।৪।^৯ ১০।১২১।১০। সবিতার ৪।৫০।২, সোমের ৯।৫।১।

বলছেন, অদিতিই সব দেবতা হয়েছেন।^১ বাক্যেও সর্বদেবময়ী, সর্বসম্ভূতি।^২ 'বিশ্বদেব' এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে ইন্দ্র সূর্য্য সবিতা বায়ু বৃহস্পতি এবং সোমের বেলায়।^৩ এছাড়া একদেববাদের সূত্রপট এবং পূর্ণ বিবৃতি আছে দুটি বিশ্বকর্মসূক্ত এবং হিরণ্যগর্ভসূক্ত।^৪ বিশ্বকর্মা এবং হিরণ্যগর্ভ দুটিই একদেবের পরিচায়ক বিশেষণ।^৫ প্রথম বিশেষণটির প্রয়োগ আছে ইন্দ্র এবং সূর্যের বেলায়। হিরণ্যগর্ভের আরেক সংজ্ঞা প্রজাপতি। এটি সবিতা এবং সোমেরও সংজ্ঞা।^৬ স্বাক্ষণে একদেবের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল প্রজাপতি। সমস্ত বিশেষণ ছেঁটে ফেলে দিলে তাঁর সহজ সংজ্ঞা হল 'পুরুষ'। [৮৬]

এই হল একদেববাদের সাধারণ বিবৃতি। এখন কয়েকটি মন্ত্রের আলোচনা হতে তার বিশেষ পরিচয় নেওয়া যাক।

দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে দেখি এই উৎসুক জিজ্ঞাসা। [৮৭] 'কয়টি অগ্নি, কয়টি সূর্য্য, কয়টি উষা, কয়টিই-বা জলস্রোত? হে পিতৃগণ, আমি রহস্য করে একথা আপনাদের বলছি না; হে কবিগণ, জানবার জন্যই আপনাদের একথা জিজ্ঞাসা করছি।' প্রশ্নের জবাব আছে অষ্টম মণ্ডলে : 'একই অগ্নি হন বহুধা সন্মিক, একই সূর্য্য বিশ্বের সর্বত্র আবির্ভূত, একই উষা বিভাসিত করছেন এই যাকিছ; একই বিচিত্র হয়ে হয়েছে এইসব।'

চোখের সামনে দেখছি বহুর লীলা : ঘরে-ঘরে অগ্নিসন্মিকন, দিকে-দিকে জলের প্রবাহ, বারবার উষার আবির্ভাব, দিনের পর দিন সূর্যের উদয়। বহুর এই লীলাই কি সত্য? উত্তর হল, তা নয়, এর মধ্যে ঋতচ্ছন্দে সেই একেরই বিচিত্র অয়ন।.. তাঁর লীলা যেমন দেখছি বাইরে, তেমনি আবার দেখছি অন্তরে। অগ্নিসন্মিকন, উষার প্রকাশ আর সৌররশ্মির সর্বত্র আবেশ—তিনটিই আধিভৌতিক ভাষায় আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং সাধনার সংশ্লিষ্ট। আকাশে উষার আলো ফোটে আপনাতঃ। রাতের আঁধারে আমরা যেন মরে থাকি, উষা এসে আমাদের জাগিয়ে দেন [৮৮]। এই জাগরণ হল হৃদয়ে

[৮৬] প্র. ঋ. ১০.৯০। এই সংজ্ঞা পরে দর্শনে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে : মীমাংসা-প্রস্থানে 'ঐপনিষদ পুরুষ', আর তৎপ্রস্থানে সাংখ্যের 'নির্বিশেষ পুরুষ', আবার ভাগবতপ্রস্থানে এধোকেই 'পুরুষোত্তম' কিন্তু তাবলে একদেববাদ বহুদেববাদ থেকে চম্চে বিকাসিত হয়েছে একদা বলা চলে না, কেননা সব দেবতারই স্বরূপ যে এক জ্যোতি এক সূর্য্য এক আকাশ—এ-ভাবনা আমরা বৈদিক বাস্তবায়নের আদ্যন্ত অনুসৃত দেখতে পাচ্ছি। দেখছি, সব দেবতাই 'বিশ্বভূঃ', তিনিই সব হয়েছেন। এমন কি সংহিতাতেই পাচ্ছি, পুরুষসংজ্ঞাকেও ছাপিয়ে 'একং সং' 'একং তং' এবং 'অসং'এর ভাবনা। অষ্টৈত্ববোধকে যদি প্রত্যাক-দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে বলতে পারি সমগ্র বৈদিক ভাবনারই চরম তাৎপর্য্য চেতনার পরম বিস্ফারণ—ঋষির ভাষায় যা 'উরুর্ অনিবাধ্যঃ' বা 'উরুলোকঃ', যা ব্যাপণে নিয়ে আসে 'সত্যতাত্তি' 'দেবতাত্তি' এবং 'সর্বতাত্তি' অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে দেবতার সঙ্গে সবার সঙ্গে একাধ্বতা।

[৮৭] ঋ কতঃ অগ্নয়ঃ কতি সূর্য্যাসঃ কতঃ উষাসঃ কতঃ উ স্বিদ্ আপঃ নো পশ্পিজং রঃ পিতরো রদামি পৃচ্ছামি রঃ করয়ো রিস্মনে কম্ ১০।৮৮।১৮।^১ এক এরাগ্নির বহুধা সন্মিক একঃ সূর্যো বিশ্বম্ অনু প্রভৃতাঃ একৈ বোধ্যঃ সর্বম্ ইদং রি ভাত্য একং রা ইদং রি বভূব সর্বম্ ৮।৮৮।২।

[৮৮] ঋ বৃচ্ছন্তী জীরম্ উদারিযন্তা উষা মৃতং কং চন বোধন্তী ১।১১৩।৮।^২ তু. ১০।৮২ ৭ + কং ১।৮—৮।^৩ তু. ঋ ৩।২৯।২ + স্বে. ১।১৩—১৮।^৪ ঋ. ১.৪৪।১, ৯.৬৫।৯, ১২৭।১০, ১৩২.২, ৬।৬।৮, ৬।১৫।১।^৫ তু. ১০।১৫।১১, ৪। ৩।২৪।৭।^৬ তু. ১।১১৫.৯, ৩।৩৮।৪, ৬।৪৭।১৮, ১০।৯০ ১, ২।^৭ ছা. ৩.১৪।১, ৬।৮।৭ .। প্রশ্নের উত্তরে

শ্রদ্ধার উন্মেষ। উষার আলো প্রাতিভসংবিতের আলো, 'যা জানিয়ে দেয় যার উপাসনায় মেতে আছি তাই সব নয়, তারও পরে কিছ্ আছে। 'তখন দেহের অর্গণমস্থানে অভীপ্সাব আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হয়। সংহিতায় 'অগ্নি তাই 'উষবৃধ': উষার আলোয় 'শ্রদ্ধার আবেশে, প্রাতিভসংবিতের স্ফূরণে যিনি জেগে ওঠেন। তাইতে জাগে লোকোত্তরের অস্পষ্ট অথচ সূনিশ্চিত বোধ। ক্রমে এই বোধ স্পষ্ট হয়ে মূৰ্খন্যচেতনায় মাধান্দিন সৌবর্মহিমায় জ্বলে ওঠে, 'আধারের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয় তার রশ্মিজাল, যা মূল্যয তা হয় চিন্ময়। 'তারপর এই সুগভীর সাযুজ্যবোধ পরিব্যাপ্ত হয় বিশ্বের সর্বত্র। দেখি, এই আধারে দেবতার যৈ-লীলা, সে-লীলা বিশ্ব জুড়ে। একই লীলা এবং একেই লীলা। তখন সাযুজ্যের নিবিড়তম বোধে অনুভব করি, সে-লীলা তাঁরই আত্মবিসৃতি, পরমব্যোমে যিনি অধক্ষরূপে তাকিয়ে আছেন বিশ্বের দিকে। এই অনুভবই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, উপনিষদে যার মন্ত্র 'সর্বং খল্ব ইদং ব্রহ্ম উজ্জলান্', 'ঐতদাত্মান্ ইদং সর্বম্'।

আরেকটি মন্ত্র : [৮৯] 'হে অগ্নি, হে সোম, তোমাদের সেই বীর্ষের পরিচয় পেজাম, যখন পণির কাছ থেকে তোমরা ছিনিয়ে নিলে তার পৃষ্ঠির সাধন গোয়ত্, বৃহৎ অবশেষকে করলে নির্জিত এবং বহুজনের জন্য খুঁজে পেলে সেই এক জ্যোতিকে।' অগ্নি আর সোম যুগ্মদেবতা, অর্থাৎ আধারে চিৎশক্তির উন্মেষ ঘটতে দুজনের কাজ একসঙ্গে চলে। অগ্নি অভীপ্সাব শিখা, মর্ত্যের গৃহাশ্রয়ন হতে তাঁর উদগ্ন অভিযান দুলোকের দিকে; আর সোম দিব্যপ্রসাদের আনন্দধারা, দুলোক

জলের কথা বাদ পড়েছে। উষার সন্নিধি অগ্নির শিখা যখন আদিত্য পৌঁছয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিষ্ট হৃদয়ের অভীপ্সা যখন উত্তীর্ণ হয় অদ্বৈতচেতনায়, তখন সেখান থেকে নামে পূর্ণতার ধারাসার যা পৃথিবীর বক্ষায় ঘোচায়, অমৃত আনন্দের অভিক্ষেপে আধারকে করে ক্ষয়। তু 'সমানম্ এতদ্ উদকম্ উচ্চৈঃ তে তু অগ চাহতিঃ, ভূমিঃ পূর্ণন্যা জিহ্বাশ্চ দিব্যং জিহ্বাশ্চ অগ্নয়ঃ' একই এই জল দিনের পর দিন উজ্জ্বল চলেছে আবার ভাটিয়ে আসছে, ভূমিকে বক্ষ কবজেন পূর্ণনোনা, দুলোককে বক্ষ বগজেন অগ্নিরা ১।১৬৪।৫১। ৫ পূর্ণনাস্তু ৫।৮৩ (শালবর্ণের বর্ণাত ছবি) এবং ৭।১০১। অথায়্য ভাবনায় দ্বারা অনুবন্ধ বর্ণনোনা; পূর্ণনা নির্মল ওষধীদের (অথায়্যদৃষ্টিতে জ্যোতির্বাহী নাড়ী জালের); বীর্ষাধানকাবী বৃষভ, যা চলাচ্ছ এবং যা স্থির হয়ে আছে দুসেই আত্মা তাঁতেই (৭।১০১।৬। বৃহদাতী ইন্দ্রের দ্বারা সপ্তসিদ্ধা অবরোধমোচনের ছবিতও অনুবন্ধ ভাবনা পাওরা যায় (১।৩২।১২, ২।১২।৩, ১২, ৪।১৭।১, ১৮ ৭, ২৮।১, ৮।৩২।২৬, ১০।৮১।৭)।

[৮৯] ঋ অগ্নীযোনা মতি তদ্ বীর্ষং বা যদ্ অমৃশীতম্ অসং পণিং গাঃ, অব্যাহরতং বৃসসসা শোশা হবিদতং জ্যোতিব্ একং বহুভাঃ ১।২৩।৪। 'অগ্নি তু ৩।২৯।২, ১।১৬৭।৫১। সোম 'ব্রহ্মস্পতিঃ পরমান মধুনা সম্ অঙ্ক ধারয়া সহস্রবর্জ্শং হবিৎ ব্রাজমানং হিবগায়ম্' হে পরমান সোম তোমার মধুধারায় অনলিঙ্গ কর ব্রহ্মস্পতিকে, যার সহস্র শাখা, যে আপ্যীতশ্যাম, যে জ্বল জ্বল করছে, যে হিবগায় ১।৫।১০ ব্রহ্মস্পতি এখানে অগ্নির প্রতীক, আধারের নাড়ীজালে সঞ্চার করবে বলে যিনি সহস্রশাখা যুক্ত অগ্নি-সোমের বর্ণনা। আরও তু 'বৃহিৎ দিবঃ পণি ব্রহ্মান পৃথিৱ্যা অধি' হে সোম দুলোক হতে ঋগও বৃহিৎ যা হবে পৃথিবীর মহাদূর্জিত ১।৮।৮; ৪।১১, ৬।২২-২৪ (আধারে কোথায় কোথায় সোমের সর্বন হয় তার বর্ণনা)। 'তু গবঃ সর্গা ন রশ্ময়ঃ ৪।৫২।৫ রশ্মিজালের সঙ্গে গোয়তের তুলনা), ১।৯২ ৭, ৭।৭৯।২ ঐ।। 'অয়ং নির্মঃ সরমে অদিবৃধ্যুঃ রক্ষান্ত তং পণয়ো য়ে সুগোপাঃ হে সর্বমা, পায়ণের গভীরে এই যে গপ্তখন তাকে বক্ষা করছে পণিরা, যারা ভাল কবেই আগলতে জানে (পণি সর্বমাসংবাদ ১০।১০৮ ৭, সর্বমা দেবশুনী দিব্য প্রাণের সন্ধানী আলো, সমগ্র সুস্ট্রিটই দ্র।)। 'গোবিন্দব্রহ্ম প্রসঃ অপাম্ ভূমিঃ সচমানঃ সমুচং তুরীয়াং ধাম মাহিষো বিরজি ৯।১৬।১৯, তু ২২।৭। ২৭।৩৩।৭, ১০।৪৩।৪।

হতে নির্ঝরিত হন মর্ত্য আধারে।^১ শিখা উঠে যায়, ধারা নেমে আসে; সংকল্পের সংবেগ যত তাঁর হয়, দেবতার প্রসাদ ততই চেতনাকে আপন্নত করে। অভীপ্সা আর প্রসাদ দুইই তাঁর যদুশ্মশক্তি। দুয়ের বীৰ্য্য ভাঙে আধারের মধ্যে আলোর আড়াল। সে-আড়াল রচেছে পণি আর বৃহ। পণি হল আমাদের বণিক-বৃত্তি বা বৃত্তুক্ষা, যা সব আগলে রাখে নিজের জন্য, আর যদি-বা দেয়, অর্মান তার প্রতিদান চেয়ে বসে। এই মর্ত্য আধারেই অমৃতজ্যোতি লুকানো আছে, সংহিতার রূপকের ভাষায় তা-ই 'গারঃ' বা গোয়ূথ।^২ আমাদের আত্মজ্ঞির বৃত্তুক্ষা তাকে আধারের গহনে পায়ণপ্রাচীরের আড়ালে বন্দী করে রেখেছে, কিছুতেই তাকে বাইরে ফুটতে দেবে না। ওই গঢ় জ্যোতিকে আশ্রয় করেই সে বেঁচে আছে; কিন্তু তাকে মুক্তি দিলে যে তারই কল্যাণ, একথা কিছুতেই সে বুঝবে না। এই হল বৃহের মায়া বা চেতনার 'পর অবিদ্যার আবরণ। আধারের কত গভীরে যে তার প্রভাব শিকড় মেলেছে, তা কে বলতে পারে? তবুও আলোর মুক্তি যে জীবনে চাইই চাই। পণির বাধা, বৃহের আড়াল ভাঙতেই হবে। ভাঙবেন আলোর দেবতা নিজেই এসে আধারে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে তুলে, প্রসাদের সৌম্যসুখায় চেতনাকে নন্দিত করে। পণির কবল হতে আলোকযুগ্মকে ছিনিয়ে বাইরে আনবেন তিনি, অর্চিতর অপ্রকৃত গহন-গভীর হতে উন্মূলিত করবেন বৃহের অধঃপ্রসূত শিরাজাল। তখন জীবনে আলো ফুটবে।^৩ অবরোধমুক্ত গোয়ূথের মধ্যে সৌম্যপুরুষ এসে দাঁড়াবেন 'গোবিন্দু'রূপে, প্রাণসমুদ্রের উর্মিমালায় দুলে-দুলে জ্যোতির্ময় দেবতা উদ্ভাসিত করবেন তাঁর 'তুরীয়ধাম', 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' প্রস্ফুট করবেন সেই এক জ্যোতি—^৪ 'যা আর্ষচেতনার দিশারী এবং এষণীয় দুইই। সেই এক জ্যোতিই বহুকে তখন গাঁথবে অখণ্ড সৌম্যম্বর সূত্রে।

আরেকটি মন্ত : । ১০। 'একটি পাখি; তিনি আবিষ্ট হলেন সমুদ্রের মধ্যে; এই ভুবনকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন তিনি; তাঁকে আমার সহজ মন দিয়ে দেখলাম খুব কাছে; তাঁকে মাতা লেহন করছেন, তিনিও লেহন করছেন মাতাকে।'... ঋষি অস্তরিক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এক অকূল নীল সমুদ্র, সেই সমুদ্রে^১ একটি শূদ্র জ্যোতির্ময় হাঁস ভেসে চলেছে। শূদ্র উপরে-উপরে ভেসে চলেনি, তার আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে, আকাশের অণুতে অণুতে সে আলো অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। এ যেন রূপের সমুদ্রের ওপারে রূপ আব অরূপের মোহানাব ছবি। সেইখান থেকে সেই সুপর্ণ এই ভুবনকে দেখছেন। দেখছেন আলো দিয়ে যে আলো তিনি নিজেই। এ-দেখা আমাদের মত দৃশ্যকে বাইরে রেখে চোখ দিয়ে দেখা নয়, এ হল সব দিয়ে দেখা বা হয়ে দেখা—সংহিতার ভাষায়^২ 'বিচক্ষণতা'। তাঁর এই দেখায় বা হওরায়

[১০] ঋ একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রম্ আ রিবেশ স ইদং রিখং ভুবনং রি চশ্টে, ভব পাকেন মনসা পশ্যাম্ অস্তিতস্ তৎ মাতা বেল হি স উ বেল্ হি মাতরম্ ১০.১১৪.৪, ^১ভু. ঋ ৪.৪০।৫, দ্র টী ২৮। ^২এই শব্দটির মধ্যে আমরা এখন কৃত্রিমের আভাস পাই। তাও মিথ্যা নয়। আসলে আদিভার দৃষ্টিই সৃষ্টি। প্রাকৃত ভূমিতে থেকে এটা আমরা বুঝতে পারি না। যখন নিজের মধ্যে তুলিয়ে গিয়ে ইচ্ছার আনির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করি, তখন বুঝি দৃষ্টিই সৃষ্টি। তেমনই সেই বিচক্ষণের সক্ষম হতে এই ভুবনের উল্লাস, এই রূপের জগৎ—যেখানে তিনিই 'রূপং-রূপং প্রতিরূপো বভূব (৬।৪৭।১৮)। মূলে আছে 'বি চশ্টে'।

দূরের আকাশ আর দূরে থাকে না, হৃদয় সমুদ্র হয়ে নেমে আসে এইখানে। এই হৃদয়ে তখন নতুন করে দেখি সূর্যের উদয়। আমার চেতনা তখন শিশুর চেতনার মতই স্বচ্ছ আর সহজ হয়ে গেছে। তাই তাঁকে দেখলাম নিজের খুবই কাছাকাঁটে, অন্তরের গভীর নিকৃতিতে। দেখলাম তাঁর নতুন রূপ। দূরলোকে যিনি আদিত্য, পার্থিব আধারে তিনিই বৈশ্বানর অগ্নি। অরণিমণ্ডলে তাঁর আবির্ভাব আমার মধ্যে, এই দেহবর্ণপণী অধরারণি তাঁর মাতা। সদাঃপ্রসূতা ধেনুর পরম মমতায় সে লেহন করছে নবজাতক এই দেবতাকে; আর দেবতাও তাকে লেহন করছেন। উপনিষদের ভাষায় আধার যোগাগ্নিময় হয়ে উঠছে। সহজ কথায় স্বর্কটির তাৎপর্য, দেবতা এখানে, এই আধারে বৈদিশ্য বৈশ্বানররূপে। দেবতা ওখানে, ওই দূরলোকে শূচিষ্য অন্তরীক্ষসং হংসরূপে। এই পুরুষ আর ওই পুরুষ এক। পরের স্বর্কটিতে এই সুপর্ণকে আরও স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে 'একঃ সন্'।

তারপর দ্বিত আশ্রয়ের একটি অগ্নিমন্ত্র (৯১) 'একটিই সমুদ্র, যা সমস্ত প্রাণ-সংবেগের ধারক; বিচিত্রজন্মা তিনি, আমাদের হৃদয় হতেই তাকিয়ে আছেন দিকে-দিকে; দৃষ্টি রহস্যের কোলে থেকে আঁকড়ে আছেন মাক্ষনকে; উৎসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুপর্ণের পদ।'... অগ্নি স্বাষির 'ইচ্ছদেবতা। গাঢ়বন্ধ রহস্যোক্তির দ্বারা তিনি

[৯১। ১ একঃ সমুদ্রো ধরুণো রযীণাম্ অম্মদ ধ্রুদো ভূবিজন্মা বি চেষ্টে, সিমন্তা উধর্ নিণোন্ উপস্থ উৎসস্যা মধ্যে নিহিতং পদং বেঃ ১০।৫।১। ২ দ্বিত স্বাষি (নি ৪।৬) এবং দেবতা চিদ্ভান ইন্দ্র (নি ৯।২৫) দুইই। স্বক্সংহিতার দশম মণ্ডলের প্রথমে সাতটি অগ্নিসং প্রাপ্ত একটি উপমণ্ডল তার রচিত। এছাড়া তাঁর একটি আদিত্যসং (৮ ৪৭), চিত্রাট সোমসং (৯।৩০, ৩৪, ১০২) এবং একটি বৈশ্বদেবসং (১ ১০৫ আছে অগ্নি হতে আদিত্য এবং আদিত্য হতে তাঁর ওপারে সোম এবং অবশেষে বিশ্বচেতনায় জড়িয়ে পড়া—এই ক্রমের মধ্যে চিত্রের সাধনা ও সাক্ষির একটি সুকর্ণিপাত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সূক্তগুলি রহস্যোক্তিতে পূর্ণ। ১ তু ৩ ২৯।২; দ্যাবাপৃথিবীর পূর্বে ৩।২।২, ৩ ১১, ২৫ ১, ১০।১।২, ২ ৭, ১৫০।২ । ২ তু কোটি ৩ ২ যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজা যা বা প্রজা স প্রাণঃ ৩।১৭ । ৩ তু 'অবধিষতু' সুভগং সপ্ত যধাটী' সম্বর্ধিত করলেন তাঁকে সাতটি প্রাণচণ্ডাল ভবণী (৩।১।৫), যারা দূরলোকের ভবণী, বিবসনা অথচ অনগ্না, সাতটি বাণী হয়ে ধারণ করলেন একটি শিশুরূপে (৬)। পুরাণে দেখি কুমারের জননী এবং দ্বাটী হলেন উমা আর ছয়টি কৃত্রিম। অপরদিকে চিত্রে বিশ্বের মূলতত্ত্ব সাতটি অর (জড়) প্রাণ মন বিজ্ঞান (মহঃ) আনন্দ (জেন) চিত্র (তপঃ) এবং সূতা। আধারে শিশু চিদগ্নি 'বর্ধমান হন। তু ১।১।৮) এদের দ্বারা। বাণী বার্ষাতি ১ তু মর্দে হ্যম্ভম্ উজ্জ্বলীর্ অজুং স্বভূগমানং বহতো বহতি'—কন্টার অজর পুত্র যিনি শ্রুত হয়ে আছেন, আধারে, তাঁকে মহাবলগে উদ্দীপ্ত করে যায় নিম্নে চলে প্রবাহিণীর ৩ ৭।১৭। এদ ফলে যোগাগ্নিময় শরীরলাভ শেষ ২।১২। ৩ ৪।৫৮।১১। ৩ তু বিজ্ঞাঃ পরমে পদে মধু উৎসঃ ১।১৫৪ ৫। ৪ ১০।৮৮, যার স্বাষি আদিত্য 'ধ্বংস্বান' এবং সবতো সূর্য বা বৈশ্বানর অগ্নি। বলা হচ্ছে, 'মর্দা' ভূবো ভবতি নতম্ অগ্নিস্ ততো সার্ব্য জায়তে প্রাতর উদান' ভূলোকের মর্দা হন রাস্তাতে এই অগ্নি, তারপর প্রাতে জন্মান উদীয়মান সূর্য হয়ে (৬)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, রাস্তাতে যোগানিষ্ঠায় চিদগ্নি মূর্ধ্যা প্রকাশিত হন সোমদীপ্তরূপে, আবার সেই সোমচেতনাই দিনের বেলায় জ্বলে ওঠে আদিত্যের প্রকাশরূপে। অগ্নিহোত্রযোগেরও যে এই পরিণাম, তা সূচিত হয়েছে তার সাথ্য প্রাতের দৃষ্টি আদিত্যমন্ত্রে। ২ ক ২।২.৯-১১। ২০ যে অদ্বৈতবোধে আত্মা বিশ্ব আর দেবতা এক হয়ে যান, এই স্বর্কটিতে তার পরিচয় পেলাম। চিদগ্নির উদ্বেগম স্বর্ককে চনম বিশ্বধারণ পর্যন্ত সাধনার সমস্ত ছকটিও অতিসংক্ষেপে এতে বলা আছে। এরই অন্তর্নিহিত ভাবাভুতগুলি যে উপনিষদে পূর্ণবৃত্ত হয়ে, তাও দেখলাম। এই প্রসঙ্গে সমস্ত সূক্তটিই বিশেষ অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে, কেননা অদ্বৈতাসাক্ষির পরম বিভাবের পরিচয় আমরা পাই এই সূক্তেই শেষ মন্ত্রটিতে পরমায়োমে অসং ও সংএর সমাহারে, ঈশোপনিষদে সহবোধনের মন্তগদ্যেতে দেখি যার রূপায়ণ (৯-১৪)।

এখানে ইষ্টের পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন, অগ্নি আছেন দু'টি রহস্যের কোলে, 'তারা'ই তাঁর পিতা এবং মাতা। 'যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে তারা উত্তরারণি এবং অধরারণি; সংহিতার বহু জায়গায় অগ্নিকে বলা হয়েছে দু'লোক এবং পৃথিবীর পুত্র। পৃথিবী আধারশক্তি, আর দু'লোক উত্তরজ্যোতি। শক্তি এবং জ্যোতির মিলনেই আধারে অগ্নির আবির্ভাব হয় তপশ্চেতনারূপে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলা যায় 'প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিলন। আধারে অগ্নির আবির্ভাবের পর 'তাকে পুষ্ট করবার ভার নেন দু'লোকের সাতটি প্রাণচণ্ডলা তরুণী। এঁরা বিশ্বপ্রাণের শক্তি, সংহিতায় অণু (জলস্রোত) বা নদীরূপে বর্ণিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণস্রোত সঞ্চার করে নাড়ীতে নাড়ীতে, তাই নাড়ীর প্রতীক হল নদী। 'অমৃতপ্রবাহ এবং উর্ধ্বস্রোত হয়ে এরাই চিদগ্নিকে আধারে পোষণ করে। সাতটি ধারার একটি সঙ্গম আছে। ঋষি বামদেবের ভাষায় এই সঙ্গম হল 'অন্তঃ সমুদ্রে হৃদি, অন্তর্ আয়ুর্ষি' হৃদ্যসমুদ্রের গভীরে, জীবনের মর্ম্মলে। শিশু অগ্নির এই হল মাতৃস্তন, একেই তিনি আঁকড়ে আছেন, রূপক ভেঙে যোগের ভাষায় বলতে গেলে, সহস্রার হতে শক্তিপাতের ফলে মূল্যধার থেকে চিদগ্নি জেগে ওঠেন এবং হৃদয়ে নিবিষ্ট হয়ে নাড়ীসমূহের অমৃতধারায় পুষ্ট হন। যে-হৃদয় সোমাসুধার সপ্তবেণী, তাকে এই মন্ত্রে বলা হয়েছে 'উৎস'। এই উৎসের গভীরে নিহিত আছে 'বিঃ' বা 'দিব্যাসুপর্ণের পরমপদ। এই দিব্যাসুপর্ণ হলেন আদিত্য বা বিষ্ণু, অধিভূত দৃষ্টিতে মাধ্যন্দিন সূর্য। তাঁর পরমপদ নিহিত আছে এই হৃদয়েরই গভীরে। অর্থাৎ মাধ্যন্দিন দীপ্তির মহিমায় যিনি আছেন দু'লোকের তুঙ্গতায়, তিনিই রয়েছেন এই হৃদয়ে সুধার উৎসে নিমজ্জিত। আবার সে উৎস নবজাতক চিদগ্নির মাতৃস্তন, অগ্নি আর আদিত্য, প্রবৃদ্ধ আয়ুর্ষচেতন্য আর নিতাজাগ্রত পরমচেতন্য দুইই যুগলনক হয়ে আছেন এই হৃদয়ে। এই যুগলনকতার অনুভবে হৃদয় বিস্ফারিত হয়, উৎস হয় সমুদ্র। সে-সমুদ্র যেমন আদিত্যজ্যোতির সমুদ্র, তেমনি অগ্নিজ্যোতিরও সমুদ্র প্রবৃদ্ধ চিদগ্নি তখন মূর্ধন্যচেতন্য বৈশ্বানবরূপে আবির্ভূত। যিনি বৈশ্বানব, তিনিই সূর্য। 'এই বৈশ্বানব রাত্রিতে ভুলোকের মূর্ধায় অর্থাৎ সহস্রারে থাকেন সোম-দীপ্তিরূপে, তারপর প্রাতঃকালে উদয়লগ্নে জাত হন সূর্যরূপে অগ্নির এই সৌরজ্যোতিরূপে আবির্ভাবকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সমুদ্ররূপে। এ-সমুদ্র আলোর সমুদ্র এক এবং অদ্বিতীয়। 'রয়ি' বা বিশ্বের শক্তিস্রোতের তিনিই ধারক। এই মূর্ধন্য জ্যোতিঃসমুদ্র হৃদয়ে প্রতিরূপায়িত হয়, এই হৃদয়ও হয় সমুদ্রবৎ। এই-যে এক এবং অদ্বিতীয় জ্যোতিঃসমুদ্র, দীপ্তি বা আয়ুর্জ্যোতি, তিনিই 'ভূরিজন্মা' বিচিত্ররূপে প্রজাত। উপনিষদের ভাষায়, 'তিনিই 'একো ভুবনং প্রিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিঃশচ' এক তিনিই রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে আছেন, আবার আছেন সবার বাইরেও। নিজেকে বিচিত্র রূপে বিসৃষ্ট করে আবার 'বিচক্ষণ' হয়ে নিজেকে নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর এই বিচক্ষণতার পরিচয় এর আগে আলোচিত ঋক্-টিতে পেয়েছি। এবার তিনি তাকিয়ে আছেন মূর্ধন্য-সমুদ্র হতে নয়, আমাদের এই হৃদ্য-সমুদ্র হতে। আমাদের চোখ দিয়েই তাঁর দেখা। আমাদের চোখই-বা বলি কেন, এ তাঁরই চোখ। তিনিই দেখেছেন বিচিত্র 'আমি' হয়ে। এই এক অনুপম সাধুজ্যের অনুভব।"১০

তারপর অষ্টবিংশ শতাব্দীর শ্রুতিবিদের একটি মন্তব্য : [৯২] 'সেই তো তোমাদের সুমঙ্গল মহিমা হে মিত্র হে বরুণ, দিনের পর দিন নিশ্চলারা ক্ষরিত হল কিসের প্রেরণায়! অপনাহতে ছড়িয়ে পড়া পর্যায়বর্তী নিখিল ধারাদের তোমরা উপচে তোল, আর তোমাদেরই অনুসরণে সেই একটিমাত্র চক্রনেমি আবর্তিত হয়ে চলে।' এর ঠিক আগের মন্তব্য আছে একটি দর্শনের বিবর্তিত, তাতে নির্বিশেষ অদ্বৈতানুভবের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। তার কথা পরে তুলব। কিন্তু এই মন্তব্যের দর্শনে যে তারই অনুবৃত্তি, আলোচনার সময় একথা মনে রাখতে হবে। আগের স্বাক্ষরে যে 'তদ্ একম্' মিত্রাবরুণ তারই সম্ভূতি। একই তত্ত্বের আবোহহ্রম আছে আগের স্বাক্ষরে, বর্তমান স্বাক্ষরে তার অববোহহ্রম।... বরুণ এবং মিত্র অধিভূত দৃষ্টিতে যথাক্রমে আকাশ আর সূর্য। দিনের আলোয় সবকিছু প্রকাশিত হয়, তাই তা বিশ্বচেতনাব প্রতীক। দিনের আলো নিবলে ফোটে চাঁদের আলো বা তারার ঝিকিমিকি।^১ আবাব এমনও হতে পারে, এও থাকে না, অথচ যাহাতে আলো ঠিকরে পড়ে এমন-কিছু থাকে।^২ যার মধ্যে চাঁদের আলো তারার ঝিকিমিকি বা অনালোক শূন্যতা, সেই পদার্থই হলেন বরুণ।^৩ তিনি সম্মাত্র, যেমন মিত্র চিৎস্বরূপ।^৪ দুজনেই আদিত্য বা আদিত্যের পুত্র, অর্থাৎ অর্থাত্ত্বিত্য অবস্থনা পরমচেতনার প্রতিরূপ। এই পরমচেতনা আগের স্বাক্ষরে 'তদ্ একম্'। এই সংবিতের সিন্ধিকে বেদে দুটি রূপ দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে—একটি বর্ষা নামা, আরেকটি সূর্য ওঠা। আকাশে মেঘ আছে, মেঘে জল আছে। কিন্তু তবুও বৃষ্টি নামছে না, শূন্যতায় জীবন উষর হয়ে গেল।^৫ মেঘ তখন 'বৃহ' বা আবরণশক্তি, অধ্যাত্ম-

[৯২] স্ব তৎ সু বাৎ মিত্রাবরুণ মহিষ্যঃ স্রমা তদুদ্যাব্ অবিভ্রু দৃষ্টে লিখ্যঃ পিতৃব্যঃ স্বসবসা ধেনা অনু বাসু একঃ পরিব্ আ বর্ষতঃ ৫.৬২।২ ^১ সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে এটি কথাকেই একটি ঘুরিয়ে বলা হয়েছে অহোবাত্রে ঐ মিত্রাবরুণৌ তৈস ২ ৪ ১০।১।, মৈত্রং বা অহঃ বারুণী র্যন্তঃ তৈরা ১।৭।১০ ১।। সবকিছুকে 'আবৃত্ত' বা আচ্ছাদিত বলে আছেন বলে বরুণ আকাশ। তু নি বরুণো বরুণোতীতি সত্যঃ ১০।৩। এই বরুণ মেঘলা আকাশ বলে মধ্যমস্থান; আবাব দুজনেই আদিত্য বরুণও আছেন, (নি ১২।২১ ২৫) সংহিতায় তাইই প্রাপ্যনা। ^২ তু ক ২।২।১৫। ^৩ বরুণ বাত্বয় আকাশ, তাতে আছে চাঁদের আলো যেমন পূর্ণিমা, আবার তাতে চাঁদ নাই, আছে শুধু তাবায় ঝিকিমিকি যেমন অমাবস্যা। তালাবা রাজা বরুণের স্পন্দঃ > ১ পশু 'দেখা'; তু Int ১/৭৭৭। ১০ ১০০) বা চর তদিক ধীরে বসে আছে স্ব ১.২৫ ১৩। তাই বরুণ 'সংস্রাচ্যাস' (৭।৩৪।১০।। স্বঃ সংহিতায় এই বিশেষণটি আর তিনবার মাত্র পাওয়া যায় 'সামেন বেলায় ১৯।৬০।১ ২. ৬৫।৭।। বরুণের সঙ্গে সোমেন যোগ্য তাতে স্পষ্ট হয়। বিশেষণটি তাবায় ছাওয়া আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। আকাশে যখন চাঁদ বা গ্রহও থাকে না, তখন যা থাকে তা শুধু বরুণের 'শনিম্' বা শন্যতা (২ ২৭।১৭ ২৮ ১১, ২৯।৭। ^৪ মিত্রাবরুণ একটি মিত্রনে। পদব্রসন্তে (১০।৯০।১) এই মিত্রনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যিনি সহস্রশরীয়া সহস্রাঙ্গ সহস্রপাং তিনি সহস্রবর্ষীয় মিত্র, আর যিনি সর্বাঙ্গ থেকে সবকিছু 'আবৃত্ত' করে হৃদয়ের ছাঁপিয়ে গেছেন, তিনি বরুণ উপনিষদে আছে আদিত্যের শত্রুভাতি এবং পবনঃকু নীলম্বর কথা (ছা ১।৬ ৬, আছে যুগপৎ গৃহপ্রাপ্তি এবং পবনপরাধস্থিত ছায়াতপের কথা (ক ১।৩ ১)। এও মিত্রাবরুণের বিবর্তিত। ^৫ এই শূন্যতা সংহিতায় ব্রহ্মানুতের 'শূন্য' (< ১ শূন্য 'শূন্যতায় যাওয়া', এর অনেক উল্লেখ আছে। শূন্য শব্দী (১।৩৩।১২, 'তু সপ্তশতীর মহিষাসুরঃ তাব কঠিন পূর বা পলিভ ভেদ করে জলস্রোত বইয়ে দেন ইন্দ্র (১।৫১ ১১) সেজল 'স্বরতী' বা 'জ্যোতির্ময়।' যা ওজসা শূন্যতায় ভ্রমি ভেদাত জেরং স্বরতীর্' অপঃ ৮.৪০।১০।। ^৬ তু ১ ২২।১৬—২১, ১ ১৫৪, ১৫৫ স্., ^৭ তু ৭।৯৯।৪ ৫ ^৮ তু ১।১৬৪।৫১-৫২ প্রোণা দ্যাবস্ প্রোণা সমুদ্র আপঃ' তিনিটি দৃষ্টলোক, তিনিটি ধারায় ঝরল জল ৭।১০১।৪। ^৯ বিশেষে দ্র ৪ ৫৮ স্., আরও দ্র. ১।১৫১।৫, ৫।৬৯।২, ৩।৫৫।১৬-১৭, ৬।২৮ স্., ১০।১৬৯ স্., ।

দৃষ্টিতে যাকে বলা হয় অবিদ্যা। বজ্র আর বিদ্যুতের হানায় মেঘ বিদীর্ণ করে জলের ধারা নামিয়ে আনা হল ইন্দ্রের কাজ। এটি অন্তরীক্ষ বা প্রাণলোকের ব্যাপার। আবার আঁধারও 'বৃহৎ'। তাকে পরাভূত করেন আলোর দেবতা বিষ্ণু। মধ্যরাত্রের অন্ধতমিস্রার কুহর হতেই শব্দ হয় আলোর অভিধান। ছয়টি ভূমি পাব হয়ে অবশেষে তা উত্তীর্ণ হয় 'বিষ্ণুর পরম পদে, যেখানে মধু বা অমৃত আনন্দচেতনার উৎস। এটি দুলোকের ব্যাপার। কিন্তু ইন্দ্র-বিষ্ণু যুগ্মদেবতা, 'বৃহৎ' বা অবিদ্যানাশে তাঁরা পরস্পর সহকর্মী। বর্ষাণকে আবার 'সামান্যত দুলোকের ব্যাপার বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন এখানে। বর্ষার ধারা তখন সোম্য সুধার ধারা, আনন্দচেতনার নিবারণ। ধারা তখন মেঘ থেকে ঝরে না, ঝরে দুলোক-ধেনুদের পালান থেকে। এই 'ধেনুদের বর্ণনা নানাজায়গায় আছে; তারা ইরাবতী অমৃতসিক্দরূপিণী, নিত্যতরুণী আলোক-নিবারণী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা 'ধিষণা' বা প্রজ্ঞা। বর্তমান থেকে দুলোকের এই অমৃতপয়স্বিনীদের বর্ণনা ... ঋক্টির রহস্যার্থকে আধুনিক ভাষায় ও ভাবে তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়: অখণ্ডিত অবকন সত্যের জ্যোতি হৃদয়ের আকাশকে উদ্ভাস্বর করে তুলল যখন, তখন চেতনায় জাগল এক অনিবার্চনীয় বিপুল মহিমার প্রদীপ্ত বোধ। দেখছি, আলোর নিবারণ উদ্ভেদ স্তর হয়ে আছে। কার অদৃশ্য প্রেরণায় (ঈর্মা) বাঁধভাঙা প্রাণনে সে-নিবারণ আধারে নেমে এল, উচ্ছলিত হয়ে চলল দিনের পর দিন (অহিভঃ)। চেতনায় সে-ধারা বিস্ফারিত হল অনাহত বাণীর (ধেনাঃ) গুঞ্জরনে, তাকে উত্থলে তুলল দেবতার চিন্ময় সত্যের জ্যোতিরাবেশ। দেখলাম, দেবতা আমার নিত্য-সহচর। তাঁরই অমোঘ দেশনায় এক বৃহজ্জ্যোতির পরিমণ্ডল (পরিঃ) আমাকে ঘিরে নিত্য আবর্তিত হয়ে চলেছে। পূর্ব-ঋকে যা ছিল লোকোত্তর 'একং তৎ', এই ঋকে তারই জ্যোতির্ময় আবির্ভাব 'একং পরিঃ' রূপে জীবনে অভিযানে।

ঋক্-সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি বিবাহসূক্ত আছে (৮৫)। সূক্তের প্রথম অংশে সূর্যার সঙ্গে সোমের বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। এই দৈববিবাহই মানুষ্যবিবাহের আদর্শ। বিবাহের বর্ণনা পুরাণের উমা-মহেশ্বরের বিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সূর্যার বিয়ে হবে তাঁকে বধূরূপে চাইছেন সোম, অশ্বিদ্বয় এসেছেন তাঁকে বরণ করে নিতে, সবিত্রী হচ্ছেন কন্যার সম্প্রদাতা (৯), সূর্যাকে সোমের কাছে অশ্বিদ্বয় পৌঁছে দেবেন তাঁদের চিত্রক রথে করে (১৪, ১৫)। রথটি সোজা রথ নয়। সূর্যার মনই হচ্ছে রথ, দুলোক তার ছাদ, শ্রোত্র তার দুটি চক্র, ব্যান তার অক্ষদণ্ড, ঋক্-সাম তার বাহন, দুলোক বেয়ে তার চলাচলের পথ (১০-১২)। ...মুদ্রাকিল হল রথের চক্রদুর্ল নিয়ে। অশ্বিদ্বয়ের রথ চিত্রক। কিন্তু সূর্যাকে তাঁরা নিতে এলেন যখন, তখন দেখা গেল রথের চক্র দুটি মাত্র। আরেকটি চক্র তাহলে কোথায় গেল? ঋষি বলছেন, সূর্য্য, তোমার দুটি চক্রকে ব্রাহ্মণেরা জানেন কালের পর্যায়ক্রমে, কিন্তু একটি চক্র যে গোপন রয়েছে, তাকে জানেন শুধু সত্যদ্রষ্টারাই (১৬)। ১৩।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আখ্যানটি সাধনার রূপক। পরের তিনটি ঋকে তার আভাস আছে (১৭-১৯)। সূক্তের গোড়াতেই সোমের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা

হয়েছে : সোমলতা ছেঁচে মান্দুশ মনে করে, এই তো তার রস পান করলাম; কিন্তু রক্ষাবিদেৱা যে-সোমকে জানেন, কেউ তাকে খেতে পারে না (৩, ৪) [৯৪]। এই সোমের সঙ্গে সূর্য্যার মিলনকে হঠযোগী বলবেন ইড়া বা চন্দ্রনাড়ীর সঙ্গে পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ীর মিলন, যার ফলে সূর্য্যমুগ্ধার পথ খুলে যায় আর প্রাণের প্রবাহ উধ্বগামী হয়ে সহস্রারে পৌঁছয়। সংহিতায় এই পথকেই বলা হয়েছে দ্যুলোকের চলাচলের পথ, যে-পথ বেয়ে সূর্য্য আরোহণ করবেন অমৃতের লোকে (১১, ২০) [৯৫]। সূর্য্যাকে এমনি করে বহন করে নিয়ে যাবার কথা ঋক্‌সংহিতার আরও কয়েকজায়গায় আছে।

আখ্যানটিকে এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তার আগে ঋগ্‌বেদে চেতনার উত্তরায়ণ বোঝাতে যে-রূপকাটি খুবই প্রচলিত, তার একটু বিবরণ দিয়ে নিই।

বৈদিক ভাবনায় চেতনার উত্তরায়ণ যেন অঙ্ককারের আবরণ (বৃত্ত) পার হয়ে আদিত্যের উদয়নের মত [৯৬]। মথারাণের অঙ্কতামিমা হতে শব্দরূপ করে মাধ্যশ্দিন সৌরমহিমা পর্য্যন্ত পাতা রয়েছে দেবযানের পথ, চেতনার উত্তরায়ণ হবে সেই পথ ধরে। তার সাতটি পর্ব্ব আছে। প্রথম পর্ব্ব অঙ্ককারের ভিতর দিয়েই অদৃশ্য আলোর তীব্রের মত ছুটে চলেন অশ্বিনয়। তাঁদের একজন 'তমোভাগ', কেননা মথারাণের পর অঙ্ককারের অবক্ষয় সত্ত্বেও আলোর ক্রমিক উপচয় তখনও অলক্ষ্য; আরেকজন 'জ্যোতির্ভাগ', তরলিত অঙ্ককারের মধ্যে তিনিই আলোর আভাস ফুটিয়ে তোলেন। জ্যোতির্ভাগ অশ্বী উদ্বুদ্ধ চেতনাকে পৌঁছে দেন উষার ক্লে। উষার অরুণিমা উত্তরায়ণের দ্বিতীয় পর্ব্ব, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলতে পারি শ্রদ্ধার আবেশ বা প্রাতিভ-সংবিতের উল্লেখ। উষার পব সবিভাব আবির্ভাব হল তৃতীয় পর্ব্ব, অলংকার প্রচোদনাকে তখন আমরা স্পষ্ট অনুভব করি। যাস্কের ভাষায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ অবরপ্ৰকৃতিতে তখনও অঙ্ককার থাকে, কিন্তু মাথার উপরে ছড়িয়ে পড়ে দ্যুলোকের আলো। তারপর চতুর্থ পর্ব্ব হৃদয়ের পূর্বাশার কোলে ভগবৎপে বালসূর্যের আবির্ভাব। পঞ্চম পর্ব্ব ভগবৎকিশোর হয়ে হন সূর্য্য। ষষ্ঠ পর্ব্ব তাঁর তারুণ্য, বশ্মি-জালকে স্পষ্ট 'সমূহিত ও ব্যূহিত করে তিনি হন পৃষা। অবশেষে আদিত্য যখন 'সপ্তম পদক্ষেপে মূর্ধ্যচেতনার মধ্যাগগনে আবৃত হন, তখন তিনি 'সূর্য্য অকুমারঃ' বিবু। 'বিবু'র পরম পদই আমাদের কাম্য।

কিন্তু চেতনার উত্তরায়ণ এইখানেই শেষ হয় না। অঙ্ককার হতে আলোর পথ বেয়ে আদিত্যপরিভ্রমার একটি গোলাধ্ব অতিক্রম করা গেল। এর পর আরেকটি গোলাধ্ব আছে মধ্যদিন হতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত। প্রাকৃত দৃষ্টিতে মনে হবে, তাকে বেয়ে রয়েছে আলো হতে অঙ্ককারের গহনে নেমে যাওয়ার পথ। কিন্তু যোগীকে জাগ্রত থেকে এই

[৯৪] সোমং মন্যতে পিপিবান্ যং সংপিবত্ ওধিমন্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিবুর্ ন তস্যাম্ভাতি কশ্ চন...ন তে অশ্বনাতি পার্ধিঃ।

[৯৫] দিবি পন্থাশ্ চরাচরঃ আ রোহ সূর্য অমৃতস্য লোকম্।

[৯৬] দ্র নি ১২।১-১৯ ২তু ঈ ১৬। ২য়তো বিবুর্ বিচক্রে পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামনিঃ
খ. ১।২২।১৬, ৩১।১৫৫।৬। ২।২২।২০, ২১; ১৫৪।৫, ৬; ১৫৫।৫।

অঙ্ককারও পার হয়ে যেতে হবে স্বধা বা আত্মশক্তির বলে [৯৭], নইলে তত্ত্বকে পুরাপুরি জানা হবে না। তাইতে দেখি, অগ্নিহোত্রের সাধনা সূর্যমন্ত্রে যেমন দিনের বেলায়, তেমনি অগ্নিমন্ত্রে রাতের অধারে। সোমযাগের সাধনাতেও একটা অতিরাত্রের পর্ব আছে। আদিত্য যেমন মিতরূপে দিনের আলো, তেমনি বরুণরূপে রাত্রির অঙ্ককার। *মিত্র এবং বরুণ দুজনকেই দিতে হবে প্রাণের নতি।

সূর্যাস্তের পর হতে বরুণের অধিকার। তিনি অধারের সম্রাট। প্রাকৃত দৃষ্টিতে অধার বটে, কিন্তু যোগদৃষ্টিতে নয়। অধার যোগদৃষ্টিতে আবরণ নয়, সংবরণ। বরুণ সংবরণ, তাঁর শক্তি তপতী অঙ্ককারের উৎস হতে উৎসাহিত আলোর মত। অধার বহুত অব্যক্ত জ্যোতিঃ [৯৮]।

বলেছি, এই অব্যক্তের তিনটি পর্ব আছে। একটির প্রতীক পূর্ণিমা সূর্যের আলো নাই, কিন্তু চাঁদের আলো আছে, আরেকটির প্রতীক অম্মা যখন চাঁদের আলো থাকে না, কিন্তু নক্ষত্রের ঝিকিমিক থাকে। তৃতীয়টিতে কিছুই থাকে না, অথচ তারই অদৃশ্য ভাতিতে অনুভূত হয় সব কিছু [৯৯]।

আদিত্যায়নের এই ছকটি মনে রাখলে সূর্যার বিবাহের রহসা স্পষ্ট হবে

সূর্য্য কে? ঋক্সংহিতায় তিনি 'দুহিতা সূর্য্যসী' [১০০]। অথচ সংজ্ঞাটিতে অপত্যবাচক প্রত্যয় নাই, আছে শুদ্ধ স্ত্রীপ্রত্যয়। স্মৃতরাং বলা যেতে পারে, 'তিনি সূর্যের শক্তি হলেও আবার তার দুহিতাও।

অধ্যায়দৃষ্টিতে সূর্য্যার তাহলে দুটি রূপ। এক রূপে তিনি 'দিবো দুহিতা' উষা-স্বরূপ চৈতন্য প্রকাশ আরেণ, যোগী থাকে বলেন প্রাতিভসংবিৎ, তখন তিনি বালা। আবার তারূপে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 'সূর্য্যসী যোষা'; যিনি 'দিবো দুহিতা', তিনিই 'ভূরনসা পত্নী' বা ভুবনেশ্বরী [১০১]।

[৯৭] 'স্বধা' আত্মনির্গতি, আপনাত আপনি থাকা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসা, আরেকটি ভাব হল 'স্বাহা' দেবতাকে আরাধন করা, তাঁর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় 'স্বধা', আর দেবগণের উদ্দেশ্যে 'স্বাহা'। তু পিতৃগণ আর দেবগণ, যাতে মূনিপত্নী আর ঋষিপত্নী আভাসিত। অবশ্য পিতৃগণ বলতে বুঝতে হবে দিব্য পিতৃগণ (ঋ ১০।৮৮।১৫), যারা সূর্য্যদ্বার ভেদ করে সেইখানে পৌঁছন যেখানে 'আনীদ' অর্থাৎ স্বধমা 'তদ' একম্ [১০।১২৯।২]। *তু সূর্য্যথে দেবেজো মিত্রায় বরুণায় চ, যে ভূতসা প্রচেতস ইদং তেভ্যো হকরং নমঃ ১০।৮৫।১৭।

[৯৮] এই ভাবটি বস্তু হয়েছে রাসিস্তে 'গাত্রী বাখাদ' ঋ ব দেবা অক্ষতিঃ জ্যোতিষা বাধতে তমঃ রাত্রি দেবী, আসতে আসতে সর্বত কাকয়ে দেখলেন তিনি অনেক চোখে জ্যোতি দিয়ে হাটিয়ে দেন তমিস্রা ১০।১২৭।১, ২। জ্যোতি চন্দ্রমার, নক্ষত্রের, অব্যক্তের। অব্যক্তে কিছুই থাকে না, তবুও থাকেন অনিবচনীয় সেই এক যার পরে আর কিছুই নাই (তু ১২৯।২)।

[৯৯] ক ২।২ ১৫। এইটি বরুণের 'শুন' বা শুন্যতা (দ্র ৩। ৯২)।

[১০০] তু ঋ ১।১১৬।১৭, ৪।৪৩।২, সূর্য্যো দুহিতা ৭ ৬৯।৪। *এ অব্যস্তব কিছুই নয়। চৈতন্যের পাবিধ্য নাই কিন্তু শক্তির আছে—সুঁড়ির ফুল হয়ে ফোটার মত, চাঁদের কলা বেড়ে চলার মত। তন্মৈ পুরাণে তাই দেখি 'গিরীশ'-দুহিতা 'গিরিশ'-জায়। উভয় গিরি কুটুম্ব চৈতন্য (তু, মাধাম্বিন সূর্য্যরূপী বিষ্ণু 'গিরিশ্চ' ঋ ১।১৫৪।২)। শক্তি একদিকে দিয়ে তাঁহাতে বিসৃষ্ট বলে দুহিতা আত্মকাদিক দিয়ে বিসৃষ্টির নিতাসামর্থ্যরূপে জায়। এই ভাবটি সংহিতাতেই আছে : 'স্বায়াং দেবো দুহিতারি ঋষিঃ যাজ্ঞ' দেবতা নিজের দুহিতাতেই তাঁর ভেজকে নিহিত করলেন (১।৭১।৫; ১।১৬৪।৩৩)। ঋ. বেদমী. পৃ. ১৯১০২২।

[১০১] তু. ঋ ৭।৭৫।৫; ১ ১১৫।২; দিবো দুহিতা ভূরনসা পত্নী ৭।৭৫।৪।

সূর্যেরও দৃষ্টি রূপ [১০২]। একরূপে তিনি বিশুদ্ধস্থান চৈতন্য, নিষ্পটুকার তাঁকে রেখেছেন উত্তরায়ণের পঞ্চম পর্বে। কিন্তু পরম রূপে তিনিই আবার 'উত্তম জ্যোতি, সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম জ্যোতি; 'তিনি 'হংসঃ...ঋতং বৃহৎ', স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, স্থাবর-জঙ্গমের মূর্খন্যভূমির অধীশ্বর, তুরীয়ব্রহ্মগম্য।

কিন্তু এসবই হল ভাবনার ইতিব দিক, সংগ্রহ দিক। তারও পরে কিছুর আছে। আলোর উজানে আঁধাবের রাজ্যে সংগ্রহ বোটার বাঁধন অসত্তের সঙ্গে : এই বিসৃষ্টির মূলে যা, তার খবর কেউ রাখে না, ১০৩,। সে এক অপরূপ শূন্যতা।

সূর্যদাহিতা কন্যাকা উষা ক্রমে হলেন সূর্যযোষা তরুণী। তাঁকে নিয়ে যেতে হবে ওই আঁধাবের রাজ্যে সোমের ঘরে, লোকেশ্বরের অমৃতের লোকে, [১০৪]। নিয়ে যাবেন কারা? চেতনার উত্তরায়ণ শূন্য হয়েছিল যাদের দেশনায়, সেই আশ্বিনয়। আঁধার পার করে আলোর ক্লে চেতনাকে তাঁরা পেঁছে দিয়েছিলেন, আবার আঁধাবের অব্যক্ত-জ্যোতির ভিতর দিয়ে সংবৃত সৌরচেতনাকে অক্লে নিয়ে যেতে পারবেন তাঁরাই।

নতুন করে আঁধার পাড়ি দিতে গিয়ে আশ্বিনয়ের চিত্রকল্প রথটি এবার বিশেষ কাজে লাগবে। সব দেবতার রথ স্বিচক্র, কেবল এঁদেরটি চিত্রকল্প। কেন?

ঋষি বললেন, আলোর উপাসক ব্রাহ্মণেরা দৃষ্টি চক্রের খবর রাখেন। এ-দৃষ্টি হল অহোরাত্রের আবর্তন। কিন্তু তার পরেও এমন ভূমি আছে যেখানে দিনও নাই, রাতও নাই। অথচ এটি দিনের আলো পেরিয়ে রাতের আঁধাবের গহনই [১০৫]। সেইখানে আশ্বিনয়ের রথ চলবে গুঢ় তৃতীয় চক্রের সহায়ে, যাকে কোথাও-কোথাও বলা হয়েছে 'অচক্র স্বধা' বা আবর্তনহীন আত্মস্থিতি। সে-চক্রের খবর জানেন তাঁরাই, 'যাঁরা হিরণ্ময় পাত্রের বা আলোর আড়াল ঘূঁচিয়ে অবর্ণ সত্যের দেখা পেয়েছেন।

সেই গভীর গহনে চাঁদের ঘরে নেমে আসে আলোর একটি গোপন রশ্মি [১০৬]। ঐখানে নিত্য বর-বধূর অনুপাখ্য অগম বাসর।

[১০২] নি ১২।১৪। ১ঋ. ১।৫০।১০, ১০।১৭০।৩; ১।৪।১০।৫, ১।১১৫।১, শীর্ষঃশীর্ষেণ জগতস্ তদ্ব্যস্ পতিম্ ৭।৬৬।১৫, ৫।৪০।৬।

[১০৩] তু ঋ সত্যো বহুদ্য অসতি নিরু অবিদ্যন্ হৃদি প্রতীয়া করযো মনীষা: যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে হোম্যমন্ত্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ১০।১২৯।৪; ৭।

[১০৪] ঋ ১০।৮৫।১৮-২০। চন্দ্রমার কলায়-কলায় বেড়ে ওঠার বর্ণনা।

[১০৫] প্র. তৈত্তা ৩।১১।৭, শ্বে. ৪।১৮, মৃ-ডকে এটিকে বলা হয়েছে সূর্যস্বারভেদ ১।২।১১। সংহিতার রূপকে এ হল সূর্য্যার পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামিগৃহের বাসবশখ্যায় যাওয়া। ১তু. ঋ. ৪।২৬।৪, ১০।২৭।১১। ১ঈ. ১৫।

[১০৬] তু ঋ অগ্রাহ গোর অমলভ নাম স্বষ্টক্ অপীচাম্, ইথা চন্দ্রমসো গৃহে—আহা, এইখানে তাঁরা মনন করলেন স্বষ্টার কিরণের গোপন নাম এই চাঁদের ঘরেই ১।৮৪ ১৫। নাম এখানে শব্দ numen নয়, পরম্ব numen বা অনুভাব (তু নি নাম কম' ৩।২২; নির এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দূর্গ বলছেন 'নাম নমনং প্রহর্যেনা ব্রহ্মানম্ ইতা' অর্থঃ ৪।২৫।) স্বষ্টার গো-সর্বিতার কিরণ (স্বষ্টাও সর্বিতা ৩।৫৫।১৯, ১০।১০।৫, লক্ষণীয় নিধিতে স্বষ্টা এবং সর্বিতা পাশ্যাপাশি প্র নি ১২।১১-১২), যা বস্তুতই অন্ধকার হতে উৎসারিত আলো। যাক্ষের মতে (নি ২।৬) এই বশ্মি যজ্ঞঃসংহিতার 'সূর্যমণঃ সূর্যরশ্মিঃ' (বা ১৮।৪০) যা আদিত্য প্রসূত হয়ে চন্দ্রমাকে আলোকিত করে। হ্রাসবাক্যযুক্ত চন্দ্রমা আদিত্যের এপারে, আর তার ষোড়শী ধ্রুব কলা আদিত্যের ওপারে (প্র. ব. ১।৫।১৪-১৫ সহ তৈত্তা, ৩।১১।৭)। তারও পরে তন্মোহ সপ্তদশী অম্বাকলা।

রূপকের ভিতর দিয়ে সাধনার সঙ্কেতসহ অদ্বৈতভাবনার ইতি আর নেতি দু'টি দিকেরই এক অপরূপ ছবি।

এইবার ধরা যাক পবমান সোমের একটি মন্ত। তার ঋষি হচ্ছেন কাশ্যপ অথবা অসিত দেবল। মন্তটি এই : সাতটি ধ্যানচেতনার দ্বারা নিহিত হয়ে তিনি (পবমান সোম) প্রাণচঞ্চল করে তুললেন দ্রোহহীন সেই নদীদের, যারা একটি চোথকেই করেছে সংবর্ধিত [১০৭]।

বৈদিক যাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সোমযাগ, যার লক্ষ্য অমৃতত্বলাভ [১০৮]। অধিভূত-দৃষ্টিতে সোম একটি 'ওষধি'। তার ডাল-পাতা ছেঁচে রস বার করে দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। 'অগ্নিতে সোম ঢালা' একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। তার যেমন বাহ্য রূপ আছে, তেমনি আছে আন্তর রূপও। উক্ত মন্ত্রে দু'টি রূপ ওতপ্রোত হয়ে আছে।

সোমপান করলে একটা মন্ততা আসে। সেই আদিষড়্গ হতে কোন না কোনরকমের নেশা করে মানুষ আত্মহারা হয়েছে। আত্মহারা হয়ে তবে সে লোকোত্তরের আভাস পেয়েছে। ক্রমে আর বাইরের নেশা করা তার দরকার হয়নি। কিন্তু অন্তরের নেশা করার প্রয়োজন আজও অব্যাহত রয়েছে। নেশা মানেই নিজেকে ভুলে জগৎ ভুলে তন্ময় হওয়া। যে তন্ময় হতে পারে, প্রাকৃত চেতনার মাড়তা আর বিক্ষেপ কাটিয়ে সে অনির্বচনীয় এককে পায়—এটা যোগচেতনার আইন। ইতিহাস-পুরাণে তাই দেখি, আত্মারামের যোগশক্তি যে বলরাম, তিনি 'বারুণী'পানে নিতামস্ত এবং আত্মারামের অগ্রজ। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র 'সোমপাতমঃ' [১০৯]। দেবতার লীলা আমারই মধ্যে। আমারই আত্মসমর্পণের সূধাপানে প্রমত্ত হয়ে অস্তুত বীর্যের প্রকাশ করেন তিনি, হন 'বৃহহা'—আধার ঘুচিয়ে আলো ফোটান আধারে।

সোমের এই অধিযজ্ঞ রূপ ছাড়া আছে তাঁর অধিজ্যোতিষ এবং অধ্যাক্ষ রূপ। জ্যোতীরূপে সোম হলেন চন্দ্রমা। অগ্নি সূর্য (ইন্দ্র) সোম এই তিনটি জ্যোতি অধ্যাক্ষচেতনার তিনটি ভূমিতে : বাক্তিচেতনায় অগ্নি, বিষ্ণুচেতনায় সূর্য, আর লোকোত্তর

যে সূক্ষ্মগণবর্ষম এই দু'টিকে আলোকিত করে তার 'নাম' বা আনমন 'অপীচা' কিনা গুহা। সংহিতাব 'অমৃতসা লোকঃ' (১০.৮৫।২০) এই ধ্রুবা আর অমা কথা তারও ওপারে যেখানে 'ন রাষ্ট্য অহঃ আসীং প্রকৃতঃ'—আলো-অধারের কোনও নিশানা থাকে না (১০।১২৯।২)।

[১০৭] ঋ স সপ্ত ধীতিভির্ হিতো নদো অজিষ্বন্ অদ্রুহং য়া একম্ অকি রাবৃধুঃ ৯।৯।৪।

[১০৮] তু ঋ অপাম সোমম্ অমৃতো অভুমাগম্য জ্যোতির্ অরিদাম দেদান্ ৮।৪৮।৩। জ্যোতি সেই এক অমৃতজ্যোতি, দেবতার যার বিভূতি। অমৃতের সম্যক্ অনুভবে এক আর বহুর সমন্বয় এখানে। ওষধি < ওষা ॥ উষস্ < V রস্ 'দীপ্তি দেওরা' অথবা উষ্ 'দহন করা', IE us 'to burn') + ধি, উষার আলো নিহিত যাতে। বৈদিক ভাবনা অনুসারে চেতনার প্রথম উদ্বেষ ওষধিতে, তারপর পশুতে এবং অবশেষে মনুষ্যে। তাই তারা যথাক্রমে চিন্ময় অন্ন প্রাণ ও মনের বাহন। ওষধিরা 'সোমরাজ্যী' সোম তাদের রাজা ১০.৯৭।১৮, ১৯. ৭, ২২; দ্র. টী. ২২৭২। সবন বা নিপীড়নের দ্বারা পৃথিবীস্থান সোমকে দূস্থান করা সোমযাগের উদ্দেশ্য।

[১০৯] তু ঋ ১।৮।৭, ২১।২, ৬।৪২।২, ৮।৬।৪০, ১২।২০। সোমপানের মন্ততায় ইন্দ্র কি কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, ঋষি গুৎসমদ তার একটা বিবরণ দিয়েছেন ২।১৫ সূ.।

চেতনায় সোম। সোমের ষোল কলা। পনের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তাদের ছাপিয়ে ঘোড়শী নিত্যকলা। বেদের পদ্যবৃত্ত ঘোড়শকল [১১০]।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোম হলেন 'সুসুম্ংগঃ সূর্যরশ্মিঃ' [১১১]। আদিত্যমন্ডলে অমৃত আছে। সেই অমৃত সূর্যরশ্মির দ্বারা বাহিত হয়ে ব্রহ্মরশ্মির প্রণালিকা ধরে জীবব্রহ্মদেয়ে 'আহিত' হয়। উপনিষদের নানাভাষ্যে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অমৃতবাহিনী এই নাড়ী হঠযোগের 'সুসুম্ংগা'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা নাড়ী, অধিভূত-দৃষ্টিতে তা নদী।^১ হঠযোগের সুসুম্ংগা নাড়ী ঋক্‌সংহিতায় 'সুসোম্য' নদীঃ^২ 'সু-সুম্ংগ' 'সু-সোম্য' 'সোম' তিনের বদ্ব্যপত্তি একই ধাতু হতে, তিনটির মধ্যেই অমৃতপ্রবাহের বাঞ্ছনা আছে। সোমের অনুরূপ হল 'সু-সুম'। নিষ'টুতে তার অর্থ 'সুখ'।^৩ সুতরাং সোম আনন্দচেতনা বা রসচেতনা, সুসুম্ংগ 'মহাসুখ'। তাই অমৃত। তাকে পাবার জন্য সোমযাগ। এটি বহুত একটি 'উৎসব' কিনা আনন্দকন্দকে নিপীড়িত করে ধারাকে উজ্জ্বল বওরানো।

আনন্দচেতনার তিনটি রূপ আছে—একটি প্রাকৃত, একটি সাধ্য, আরেকটি সিদ্ধ। প্রবৃত্তিমূলক যে-আনন্দ, তা প্রাকৃত যেমন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে। চেতনা

[১১০] তু বৃ ১।৫।১৪, দ্র বেদী, পৃ ১৯৪। তপ্তের মহাশক্তিও ঘোড়শী। বৈষ্ণবের ভাবনায় দেখি হৃদ্যাদনী চেতনার পানের কলায় চন্দ্রাবলী, আর ঘোড়শী কলায় রাধা। তারও গভীরে পবঃ কপ্তের অনিবচনীয়তা। বৈদিক পঞ্চরাত্র একটি সোমযাগ, তাতেই এই ভাগবত-ব্রহ্মসেবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় (দ্র. শ্রুতা. ১৩।৬।১...; পরে 'জগের' বিবরণ)।

[১১১] বা ১৮।৪০।^১ উপনিষদে তাই এই প্রণালিকার নাম 'হিতা' নাড়ী। দ্র ঐউ ১।১২, বৃ. ৪।২।৩, ত ২০, কো ৪।১৯।^২ রশ্মি নাড়ী আর নদী যে এক, একথা ঋক্‌সংহিতাতেই পাই : 'থাঃ সূর্যে রশ্মিভিঃ আততান পাভা ইন্দ্রো অবদদ্' গাথুম্ উর্মিম্' হতে সিন্ধুরা বাঁধেরা ধাতানা নঃ' সূর্য যাদের আতত কলবেছেন তাঁর রশ্মিদের দ্বারা, ইন্দ্র যাদের জন্য খুঁড়েছেন চেউএর পথ, সেই সিন্ধুরা আমাদের মধ্যে নদীও করুন বৈশ্বা ৭।৪৭ ৪। নাড়ীবিন্ধ্যের একটি পূর্ণসংকেত এখানে আছে। সূর্যরশ্মিতে যা চিন্ময় তাই হঠযোগে হয়েছে 'চিত্তাণী', আর ইন্দ্রবীর্যে যা ওজস্বী তাই হয়েছে 'বজ্রাণী'। 'পতের পরিধিতে' অর্থাৎ আর্বাণিকা তমঃশক্তির বেগুনীতে নদীর ধারা অবশুদ্ধ থাকে, ইন্দ্র বজ্রশক্তিতে সে অবশোধ বিদীর্ণ করেন (৩।৩৩।৬) আর ধারা উজ্জ্বল হয়ে চেতনাকে পৌঁছে দেয় বহুতের মধ্যে (বিবরণ)।^৩ ঋক্‌সংহিতায় পাই, 'অয়ং হতে শর্যগারাত সুসোম্যাম্ অধি প্রিয়ঃ আজীকীয়ে মদিস্তমঃ' হে ইন্দ্র, তোমার প্রিয় এই সোম শর্যগাবৎ সুসোম্য এবং আজীকীয়ে থেকে তোমায় সবচাইতে মাজিয়ে ঢেলে (৮।৬৪।১১)। আবার পাই, 'সুসোম্যে শর্যগারত্য আজীকে পশ্যারতি যয়র্ নিচক্র্যা নরঃ'—বীর্যশালী মরুদগণ (জ্যোতির্ময় মহাপ্রাণেরা) রথচক্রে গভীরে নামিয়ে পৌঁছলেন তিনটি ধামে, তাদের নাম আজীক সুসোম্য আর শর্যগাবৎ (৮।৭।২৯)। শাট্যায়নব্রাহ্মণে শর্যগাবৎ হচ্ছে 'কুরুক্ষেত্রেব অধোদেশে প্পন্দমান একটি সরোবর (দ্র. ১।৮৪ ১৩ সামগভ্যায়)। এই দেহই কুরুক্ষেত্র বা দেবযজ্ঞভূমি। তাহলে শর্যগাবৎ হল তার অধোদেশে স্থিত মূলধার। আজীক বা আজীকীয়েকে (বদ্ব্যপত্তিগত অর্থ) হল 'যা ঋক্‌জ্ঞতার দিকে চলেছে' অর্থাৎ যেখন হতে চেতনার গতি অকুটিল। তাহলে বলতে পারি সহস্রার। দ্রুতের মাত্র 'সুসোম্য' নদী বা 'সুসোম্য' ধার। সুসোম্য অমৃতপ্রবাহী, সোমের ধারা ভাল মতো সহজে বয়ে চলে। এই তিনটি ধামে সোমের সর্বন বা নিঃড়ে রস বাব করবার কথা অনগ্রও আছে (৯।৬৫।২২-২৩); সুসোম্য সেখানে 'পশ্চাত্তানং মধ্যঃ' অর্থাৎ মধ্য নদী বা ধার। 'তুতীয়ে রজসি' অর্থাৎ দুর্দ্বালাকে এই সোমের সহস্র ধারা, সেখান থেকে চারটি নাড়িতে বা গ্রন্থিতে তাবা নেমে এসেছে (৯।৭৪।৬)।^৪ '৩।৬।^৫ < উৎ V সু 'নিংড়ান' + অ। এই উৎসবের সংকেত আছে হঠযোগের যোনিমন্ত্রায়। তু ব্রত ব্রহ্মা, গ্রাবণ সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্'—যেখানে ব্রহ্মা পাষাণের দ্বারা সোমে মহিমার অনুভব পান, সোম দিয়ে আনন্দের জন্ম দেন ৯।১১৩।৬। ব্রহ্মা সোমযাগের অধিপত্য স্বাধিক। 'গ্রাবা' সোম ছেঁচবার পাষাণ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যোনিকন্দ। ঋক্‌সংহিতায় 'আনন্দ' শব্দের উল্লেখ একমাত্র এই সূক্তেই (দ্র ১১)।

তখন বহির্মুখ, মানুষ তাইতে 'পরাক্' পশ্যতি নাস্ত্রাঅন্' বাহিরটাই দেখে, নিজের অন্তরের দিকে তাকায় না। আনন্দ তখন উপনিষদের ভাষায় 'বর্ণরতিপ্রমোদঃ', সংহিতার ভাষায় 'অসুতৃপ্তি'। প্রবৃত্তির মোড় ফেরে অন্তরবাসিত্তে বা প্রত্যাহারে বাইর থেকে ভিতরের দিকে তাকানোতে। আনন্দধারা তখন উজ্জান বইতে থাকে, চেতনা হয় উদ্ভাসিত। এই আনন্দ যাগ ও যোগের সাধা, সংহিতায় 'সোমস্য মদঃ'। অবশেষে তা বিন্দুতে স্থির হয়, সিদ্ধিতে বিস্ফারিত হয়। আনন্দ তখন সিদ্ধ [১১২]।

বেদেও সোমের তিনটি সংজ্ঞা অঙ্কঃ সোম এবং ইন্দ্র। পার্থিব সোম 'অঙ্কঃ' অর্থাৎ অধোদেশে স্থিত এবং অঙ্কতমসে আবৃত। এইটি পুরাণে চিত্রিত গঙ্গার পাতালবাহিনী ভোগবতী ধারা। এই ধারাকে নিরুদ্ধ নিপীড়িত এবং উত্তরবাহিনী করতে হবে। সোমকে কখনও নাভির নীচে নামতে দেবে না—এটি যাস্তিকসম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধি। 'অঙ্কঃ' তাহলে হবে 'পবমান সোম', যাকে রাহস্যিক উপায়ে 'পরিপূত' করা হচ্ছে [১১৩]। সোমযাগের সাধনা তাহলে বন্ধুত আনন্দচেতনার রূপান্তর ঘটানো।^১ অবশেষে সোম যখন হন 'আকাশগঙ্গা, তখন তিনি 'ইন্দ্র', পরম-বোমরুপী শিবের ললাটে তাঁর স্থান। সংহিতার ভাষায় তিনি 'সেই দেবতা—এই দেবতাকে জড়িয়ে ধরেন, সত্য ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরেন সত্য ইন্দ্র'।

সোমসাধনার এই তত্ত্বগুলিকে এখন যদি উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় :

আধারে সোম আহিত হচ্ছেন সাতটি ধীতি বা ধ্যানচেতনার দ্বারা [১১৪]।

[১১২] সোমযাগের ফলপ্রসূতি চু ঋ ১।১১৩।৭-১১। সোম নিয়ে যান সেই অমৃতলোকে যেখানে অজ্ঞপ্ত জ্যোতিঃ, সমস্ত কামনার পরিতপ্পণ প্রাগৈচ্ছল্য তারুণ্যের শেষ নাই, আনন্দের সীমা নাই এবং অবশেষে যেখানে 'স্বধা' ও 'দ্যুলোকের অবরোধ', 'ঐবস্বত মৃত্যুর পরম শূন্যতা'।

[১১৩] তু ঋ 'নাভা নাভিং ন আ মদে চক্ষুশ্' চিং সূর্যে সচা—যজ্ঞের নাভিস্বরূপ সোমকে আমাদের নাভিতেই আমি গ্রহণ করব (তার নীচে নামতে দেব না), আমার চক্ষু তখন হবে সূর্যে সজ্ঞত ৯।১০ চ (অর্থাৎ হব 'সূর্যচক্ষুঃ'; তু মর্তাসঃ সন্তো অমৃতম্ আনন্দঃ স্বভবঃ সূর্যচক্ষসঃ ১।১১০।৪)। এ-ব্যাখ্যা সাময়িক। তখন 'ধারা য উদ্ভব' অধরে জাভা নৈতি গরায়ঃ—সোম অধরে উদ্ভবধারায় বলমলিয়ে যেন বয়ে চলেন সেই আলোর সন্ধানে ৯।১৮।৩ (তু তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিবাসন্ ৯।১৮।৪)। এখনও গঙ্গা যেখানেই উত্তরবাহিনী (উদ্ভবস্রোতা) সেইখানেই 'কাশী' বা প্রকাশ। অধরে যজ্ঞঃ রহস্যার্থ, যেখানে 'ধীতি' বা গীতির কুটিলতা নাই, স্রোতে আবর্ত নাই (তু 'অপ্যম সোমম্ কিং নুনম্ অস্মান্ কৃণবদ্ অর্যাতঃ কিম্ উ ধীতি'র অমৃত মর্তাসা'—সোমপান করেছে এখন আমাদের কি করবে অর্যাত কি করবে হে অমৃত, মর্ত্যের ধীতি' বা বাকী চাল চ ৪৮।৩। ধীতি 'জুহুৱানাম্ এনঃ' কুন্ডলী পাকিয়ে থাকা পাপ ১।১৮।১১ < ১ হু < ধু, 'কুন্ডলী পাকান')। ২ তু 'মধু প্রজাতম্ অঙ্কসঃ'—অঙ্ক ধারা হতে প্রজাত হও তুমি মধুরূপে বা অমৃতচেতনারূপে ৯।১৮।২ ২ তা ই দিয়া সোম। তু ৯।১২।৫, ৭।৪, ১২।৪, ১৭।৫ । 'ইন্দ্রঃ ইকঃ (দীপ্তার্থসা) উনন্তঃ (ক্লেদনার্থসা) বা নি ১০।৪১। দুটি অর্থ মেলালে 'জ্যোতির্বিন্দুঃ'। ৩ সৈনং সন্দচ্ দেবো দেবং সত্যম্ ইন্দ্রং সত্য ইন্দ্রঃ ২।২২।১-৩। হঠযোগের ভাষায় সোম-সূর্যের বা ইড়া-পিঙ্গলার মিলন।

[১১৪] সাতটি ধীতির কথা অন্যত্রও আছে ঋ ৯ চ ৪, ১৫।৮; ১৯।৪, ৬৬।১১, ৮৬।৩১ । ২ চ ৩।১৬, ৭।১, ১৬।২৪, 'মধু উর্মিং দহতে সপ্ত রাণীঃ'—(সোমঃ) মধুর চটে শোহন করে সাতটি বাণীতে চ ৫৯।৩। ২ এষ হিতো (তু, উপনিষদের 'হিতা' নাড়ী) যি নীয়তে অস্তঃ শূদ্রাবতা পথা ৯।১৫।৩ দ্বিরো নাভা ১২।৪, এষ সূর্যেণ হাসতে পরমানো অধি দারি ২৭।৫, সোমো গৌরী (১২।৬৪।৪১) অধি প্রিতঃ ১২।৩। ৩ তু 'আ বিদ্যতা পরতে ধাবতা সূত ৯।৮৪।৩ অয়ং সরাসি ধাবতি সপ্ত প্রবত আ দিরম্ ৫৪।২'—বিদ্যাতের ধাবায় সাতটি স্রোতে সাতটি (তিনটি তু ৬।১৭।১১) সরোবর রচে ছোটেন দ্যুলোকের পানে। তিনটি সরোবর, তু উপনিষদের

ধীতি স্ফূর্তিত হয় বাণীতে। সাতটি ধীতি অথবা সাতটি বাণী হল সাতটি ব্যাহতি বা লোকসৃষ্টির মন্ত্র।^১ তাদের দ্বারা আহিত হয়ে এই সোম অশ্বর্ষতী^২ এক শূদ্রপথ দিয়ে নীত হন দ্যালোকের নাভিতে, সঙ্গত হন সূর্যের সঙ্গে, পরা বাক্ গোবীর সঙ্গে।^৩ আধারের নাড়ীজালে প্রাণের স্রোত তখন খরপ্রবাহে বইতে থাকে ঋজুধারায়, তাদের মধ্যে কুটিলতার আবর্ত কোথাও থাকে না।^৪ তারই ফলে "দ্যালোকের মধ্যায় বা বিষ্ণুর পরমপদে ফুটে ওঠে অমৃতক্ষর একটি দিবাচক্ষু, যার দৃশ্যশক্তি ক্রমেই বেড়ে চলে।

এই 'একম্ অক্ষি' সেই পরমদেবতারই বিশ্বতঃস্ফূর্তিত সোমাদৃষ্টি, আমাদের মধ্যে যা ফোটার সর্বদর্শী অদ্বৈতচেতনার আনন্দ।

বহু দেবতা একই সম্মানের বিভূতি—বৈদিক অদ্বৈতবাদের এই একটি লক্ষণীয় ভাবনা। এই ভাবনা সূচিত করছে অদ্বৈতবাদের অবরোধের দিক মূল এক হতে শাখা-প্রশাখার বহুত্বে নেমে আসা। এই হতেই ঋক্সংহিতায় বৈশ্বদেবসূক্তগুলির সৃষ্টি, সেখানে পাই বহু দেবতার প্রশস্তি, কিন্তু দেবতায়-দেবতায় কোনও বিরোধ দেখি না কেননা সর্বাবগাহী একত্বের ভাবনাই সেখানে চেতনার পটভূমিকা। এ যেন একই সমুদ্রে লক্ষ তরঙ্গ ফেন-বদ্ববুদের বিবর্তন, একই অরণ্যে লক্ষ তরুর অন্যান্য-সঙ্গমন। বিশ্বের বৈচিত্র্যে দেখছি একেরই লীলায়ন, দেখছি সবই দেবময় বা সবই চিহ্নময়। অদ্বৈতবাদের এটি ফলিত দিক। এই যেমন দৃষ্টির অবরোধ, তেমনি আবার আছে আবোধ। বহুর যে-কোনও একটিকে একান্ত করে ধরে আবার উজিয়ে যাওয়া সেই মূল একে, সাক্ষ্যশেষকে পর্যবসিত করা নির্বিশেষে—যার কথা উপরে বলছি। এমনি করে পরমদেবতার যে কোনও বিভূতি অর্থাৎ যে-কোনও দেবতা আমাদের ইন্ট হতে পারেন। তবুও চারটি দেবতাকে সম্পৃষ্ট ভাবে একের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ঋক্সংহিতায় অগ্নি ইন্দ্র সবিতা আর বিষ্ণুকে।

অগ্নির সম্পর্কে বলা হচ্ছে . ১১৫] এই-যে বিশ্বদেব বা বিশ্বচেতনার বিচিত্র

তিনটি 'আরসথ' (ঐ. ১।১২) —হৃদয়ে জুমেথা এবং মধ্যায়। তু অজ্ঞীকীয়, তু টী ১১১ এই হল 'অমর' গতি, ঋজুর্নীতি' (১।১০।১) মূল ঋকের 'অমোহ'।^৫ তু তদ্বিঃকোঃ পরমং পদম্, দিবীর চক্ষুর্ আততম্ ১ ২২।২০। এটিও লোকান্তর অদ্বৈতচেতনার বর্ণনা

[১১৫] পরি যদ্ এগাম্ একো বিশ্বেযাং ভুবন্ দেবো দেবানাং মহিষা ১।৬৮।২। চক্রে নাস্তি হতে শলাকার মত চাবদিকে যিনি ভাঁড়িয়ে পড়েন, তিনি পবিত্র এক অগ্নিই তেমনি বহু দেবতায় পরিকীর্ণ।^৬ মনো ন যো বধনাঃ সদা এতোকঃ, সত্তা সুরো বস্ব ঈশা ১।৭১।১।^৭ যম্ এরির ভুগরো বিশ্ববেদসং নাভা পৃথিব্যা ভুবনস্য মজ্জমনা, অগ্নিঃ তং গীর্জির্ হিনুহি স্ব আ দমে য একো বস্বো বরুণো ন রাজাত ১ ১৪৩ ৪।^৮ ২ ২৭।১, ইন্দ্রের নাম নাই, কিন্তু 'তুরজাত' এই বিশেষণের উল্লেখ আছে; তু ১।১৩১ ৭, ৩।৩২।১১, ৬।১৮ ৪, ১০।২৯।৫।^৯ সপ্তাভিঃ পৃথৈর্ অদিতিঃ ১০ ৭২।৯, ৯ ১১৪ ৩, ৭ ৬ ৪৭।১৮, ৩।৫৩।৮।^{১০} ১১৩, ১১৪ স্।^{১১} ১ ৩ ১৩ ১৪, কো ৩।১।^{১২} তু প্রাগেহস্মি প্রজ্ঞাতা, তং মাম্ আবর্ অমৃতম্ ইতু পশ্ব ৩।২।^{১৩} ১ রাশ্বেণে এইটাই দেবতার দ্বারা অসুন্দর ত্রিপূর্ববজ্র, সাংখ্যের ভাষায় তিনটি গুণের বন্ধন কাটিয়ে ওঠা।^{১৪} স বিশ্বস্য করুণেশা একঃ ১।১০০।৭, য একশ্ চবর্ণী নাম ১।১৭৬।২, বিশ্বশ্চোঃ ঈশিবে ২।১৩।৬, একো য়ে বসুন্মতী সমীচী ইন্দ্র আ পপ্তী পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ ৩।৩০ ১১, একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ৩।৪৬।২, নামো অস্য পাদিব। আদিম দিন হতে) এক ঈশে ৩ ৫১।৪, যং হ্যেক ঈশিষ ইন্দ্র রাজস্য গোমতঃ জ্যোতির্ময় বজ্রশক্তির ঈশান। ৪ ৩২।৭, ৬।৩৪।২, ৪৫।১৬, ৭।১৯।১, ২৩।৫, জনীর (পত্নী) ইব পতিব্ একঃ সমানঃ (এইখানে মধুরভাবেই ইঙ্গিত) ৭।২৬ ৩, ৮।১৩।৯, দেব একঃ ১০।১০৪.৯, 'একের সঙ্গে প্রায়ই ঈশ্' ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বিভূতি, অগ্নি এক হয়ে তাঁদের পরিভূ, এই তাঁর মহিমা। আবার : 'এই যে অগ্নি মন হয়ে যেন পথে-পথে ছুটে চলেছেন; তিনি এক, তিনি সূর্য, পুঞ্জদুর্জিতর ঈশান তিনি। আবার : 'বিশ্ববিৎ এই অগ্নিকে ভৃগুরা উদ্দীপ্ত করলেন পৃথিবীর নাভিতে বিশ্বভুবনের নিগড়ে শক্তিতে; তোমার আপন ঘরে তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ কর উদ্‌বোধিনী বাণী দিয়ে, যিনি এক -ববৃণের মত, যিনি জ্যোতির রাজা ইত্যাদি।... অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তারপর অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্র। ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রকেই এক বা 'একো দেবঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে সবচাইতে বেশী। ইন্দ্র সেখানে ° আদিত্য, ° সপ্ত আদিত্যের একজন, আর আদিত্য বা সূর্যই বৈদিকদের পবনদেবতা। বর্ষণে ইন্দ্রের শক্তিব প্রকাশ, আদিত্যদুর্জিতে তাঁর স্বরূপের বা প্রজ্ঞার। বস্তুত ঋক্‌সংহিতাতেই দেখি, ইন্দ্র পরম-দেবতা, ° তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন, রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে তিনি পদুরূপে গম্যাবী। তবে সংহিতার মন্তে কর্মের প্রাধান্য বলে তাঁর শক্তিরূপের পরিচয়ই সেখানে বেশী করে পাই, যদিও সোমযাগের ফলশ্রুতিতে 'ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব' এই ধ্রুবাতে তাঁর পরমস্বই সূচিত হয়েছে। ° কিন্তু ঐওয়ে এবং কৌষীতীক ঋগ্‌বেদের এ দুটি উপনিষদেই তাঁর সুস্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে, তিনি পরমাত্মা। ° কৌষীতীকিতে তাঁর প্রাণ বা শক্তিরূপ আর প্রজ্ঞারূপ দুটিকেই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। " সেখানে তাঁর বৃথবধের বর্ণনাটি একটু ফলাও করে বলা হয়েছে। পৃথিবীতে তিনি বধ করেছেন কালকঙ্গদেব, অন্তরিক্ষে পোলামেদের এবং দ্ব্যলোকে প্রাহ্মাদিদেব। ° সংহিতায় ইন্দ্রের অদ্বিতীয়ত্বের অনেক উল্লেখ আছে। ° "তারপর দ্ব্যস্থান দেবতা সর্বিতা ° আবেগকম্পিত বিপ্র যাবা, মনকে তাঁরা যুক্ত করেন, যুক্ত কবেন ধীকেও সেই বৃহত্তর সঙ্গে স্বয়ং যিনি আবেগে কম্প, খবর রাখেন হৃদয়াবেগের; এক তিনি, জানেন পথের দিশা, আত্মাহুতির বিধাতা তিনি; জ্যোতির্ময় সর্বিতাকে ঘিরে তাঁর স্থিতি কী বিপুল। আবার : ° এক তুমিই প্রেয়ণার ঈশান; (উজানপথে) চলতে-চলতে তুমিই হও পূষা; আবার এই বিশ্বভুবনের উপর বিরাট হয়ে আছ তুমিই। সর্বিতার 'প্রসব' হল জীবের মধ্যে অধ্যাত্মপ্রেয়ণার উৎস। তারপর দ্ব্যস্থান দেবতা বিষ্ণু, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যিনি মর্ধ্য-চেতনা, মাধ্যম্ভিন সর্ষ যার প্রতীক; তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের মন্ত - ° বিষ্ণুর পানে ধেয়ে যাক্ (আমার প্রাণের) উচ্ছ্বাস, (আমাব মনের) মন্ত গিরিশিখরে নিবাস যার, বিশাল যার গতি, (আলোকবীর্যের) বর্ষক যিনি; যিনি এক, এই দীর্ঘ বিপুল সঙ্গমস্থানকে

দেবতা 'ঈশান'। ৮ ৬ ৭১। > ঈশব। ° যজ্ঞতে মন উত যজ্ঞতে ধিমো বিপ্রা নিপ্রসা বহুতা ঋগ্‌পিতৃভ্য, বি হোতা দধে বধুনাবিন্দ এক ইন্ মহী দেবস্য সর্বিভুঃ পরিমৃতিঃ ৫ ৮১। ১। ° উত শিশে প্রসবসা ত্বম এক ইন্ উত পূষা ভবসি দেব যজ্ঞভিঃ, উত মং রিষ্ণুং ভুবনং বি রাজসি ৭। ° প্র নিফলে শ্বমম এক মমম গিরিশিখর উলুণায্য বশ্ব, য ইদং দীর্ঘং প্রযতঃ সমমমং দিমাম্। ঠিত্ব ইং পসতিঃ ১। ১৫৭ ৩। বিষ্ণুর প্রথম পদক্ষেপ প্রাচীম্ভূলে, দ্বিতীয়টি মধ্যগগনে এবং তৃতীয়টি গম্যশীর্ষ বা মহাশূন্যে। এটি ঔর্ণশ্রাব্যের মত (নি ১২ ১৯)। এষ্টথেকে বৌদ্ধভাবনার দ্বারা যে মৌল্য বুদ্ধেরও পূর্ববর্তী তাঁর ইশারা পাওয়া যায়। এমন কি ঋক্‌সংহিতাতেও তাঁর বীজ আছে (৮ ৩। ৫৩ ১৫)। বিদ্যুত আকাশগার জনা দু 'বিষ্ণু'। অধ্যাত্মচেতনার চলম তদভ্যাস তাঁর স্থিতি বলে ত্রিভিঃ গিরিশিখরঃ (গিরিশিখরঃ ২)। 'সমমম' বা সঙ্গমস্থান হল সমস্ত জ্যোতিঃশক্তির মিলনভূমি —যেমন আদিত্যমণ্ডল বা বোমামণ্ডল। ° যস্য স্ত্রী পূর্বা মমূনা পদানো ক্রীয়ামাণা স্বপসা মাদিশ্ব য উ ত্রিধা পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ১। ১৫৪। ৭। 'মদ' অমৃতচেতনার প্রতীক, পঞ্চমুত্তের চতুর্থ অমৃত, যা দানা বধলে হয় শর্করা (আনন্দধন্যতা)।

আবৃত করেছেন তিনটি মাত্র পদক্ষেপে। আবার : 'যাঁর তিনটি পদ মধুতে পূর্ণ - অক্ষীয়মাণ থেকে যারা আত্মস্থিতির আনন্দে মাতাল, যিনি পৃথিবী (অন্তরিক্ষ) আর দ্ব্যলোকে এই ত্রিভুবনকে এই বিশ্বভুবনকে এক হয়ে ধরে আছেন। এমনি করে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে অগ্নিবর্ষে অন্তরিক্ষের উপান্তে ইন্দ্রবর্ষে আর দ্ব্যলোকে সবিভা ও বিষ্ণুবর্ষে একই পরম দেবতার প্রকাশ।

অদ্বৈতবোধের সূচক 'একো দেবঃ' এই পর্যায়ের কতকগুলি মন্ত্রের আলোচনা হতে দেখলাম, উপাসকের ইষ্ট অগ্নি উষা সূর্য (ইন্দ্র) মিত্র বরুণ অশ্বিনয় সোম সবিভা বা বিষ্ণু, যে দেবতাই হন না কেন, উপাসনার চরম পরিণাম এক অবিকল্প অদ্বয়চেতনার ভূমিতে আরত হওয়ায় সাধনার গোড়ায় পথের ভেদ থাকতে পারে এবং তা থাকাও সম্ভব, কেননা রুচিত্রে ও সংস্কারে সব মানুষ্য এক নয়। কিন্তু চক্রের নাভিতে শলাকার মত সব পথের গন্তব্য যদি হয় 'এক', তাহেই অদ্বৈতবাদেব সার্থকতা 'সর্বেষাম্ অবিবোধেন'। গোড়াতেই একদেবের সাড়ম্বর ও যুগ্মসু যোষণা নাই বা থাকল!

এর পর অদ্বৈতানুভবের আরেক ধাপ উড়িয়ে যাই, আসি 'একং সৎ' এই পর্যায়ের মন্ত্রগুলির আলোচনা।

আগেই বলেছি, অসৎ সৎ আর দেবতা, পবনতত্ত্বের এই তিনটি বিভাবই 'একমোদান্বিতীয়ম্'। যখন উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ আছে, তত্ব তখন 'দেবতা' পরাক্ (objective) দৃষ্টিতে। অবশ্য সে-দৃষ্টির মূলেও আছে চেতনার অন্তরাবৃত্তি, কেননা নিজের গভীরে না ডুবলে কখনও দেবদর্শন হয় না [১১৬]। অন্তরাবৃত্তি আরও গভীর হলে ফোটে প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টি। তখন সাংস্কারের অনুভবে সম্বন্ধকে ছাপিয়ে লক্ষিত হয় সম্বন্ধী। পবনতত্ত্ব তখন 'সৎ'। সৎ কিনা বিশুদ্ধ সত্ত্বামাত্র, যা বিষয় এবং বিষয়ী উভয়কে কৃষ্ণিগত করে আছে। ন্যায় সত্ত্বাকে বলে পরসামান্য (highest universal); উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'অস্তিত্ব'রূপে পরমতত্ত্বের উপলক্ষি যেখানে চক্ষু মন বা বাক্যের ব্যাপার নাই।^১ দেবতা এই সংস্ববর্ষের বিভূতি। দেবতাকে ধরে যেমন সংস্ববর্ষে পেঁছাই, তেমনি সংস্ববর্ষ হতে আবার নেমে আসি দেবতাতে।

এই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে ঋক্ সংহিতায় ঋষি দীর্ঘতমার এই মন্ত্রে [১১৭] : 'তাকেই ঋষিরা বলেন ইন্দ্র মিত্র বরুণ এবং অগ্নি; আবার তিনিই দ্ব্যলোকের সুপর্ণ যিনি পাখা মেলে আছেন। সেই এক সংস্ববর্ষের কথাই বিপ্রেবা ঘোষণা করেন বহুভাবে, তাঁকে বলেন অগ্নি বহু মাতরিষা।'

[১১৬] তু ঋ ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রহ্লায় পঠৈত ধিয়ো মজ্জ্যন্ত ইন্দ্র (বিশ্বের) আদি পতি, তাঁর উদ্দেশে হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে মনীষা দিয়ে ধ্যানচৈতন্যকে তারা করেন মার্জিত ১ ৬১ ২। 'ধী' যোগ তু যুগ্মতে ধিয়ঃ ৫। ৮১। ১। ঐন্দ্রিক সাধনাব বৈশিষ্ট্যে তারা তিনটি পর্ব মন দিয়ে (তু কে ৭ ৫।) সেই মনেরই আশ্রিত মনীষা (বুদ্ধি বা বিজ্ঞান তু ক ১। ৩। ৬-১২) দিয়ে এবং অবশেষে হৃদয় দিয়ে (তু বৃ ৫। ৩। ১।) পাদনা তু ক হৃদা মনীষা মনসাভিক্ সপ্তো য এতদ্ বিন্দুর্ অমৃতাস্তে ভবন্তি ২। ৩। ৯। প্র. টী. ৭৬ ১। ২ক. ২। ৩। ১২-১৩। -

[১১৭] ঋ ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুত্ব অগ্নো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুয়ান, একং সন্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য অগ্নিং বহুং মাতরিষানম্ আহুতঃ ১। ১৬৪। ১৬। বেদে অদ্বৈতবাদের নিদর্শনরূপে আধুনিকদের দ্বারা বহুবৃটিত মন্ত্র, যেন বেদে আর কোথাও অদ্বৈতবাদ নাই। প্র. টী. ৪২।

অনুরূপ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে আরেকটি মন্ত্যংশ [১১৮] : 'যাঁরা বিপ্র ও কবি, বচন দিয়ে তাঁরা সেই সুদূর্ণকেই বহুভাবে কল্পনা করেন যিনি এক হয়ে আছেন।' একই যে বহু হয়েছেন, এ-ভাবে পূর্বোল্লিখিত আরেকটি মন্ত্যেও 'দেখতে পাই। উক্ত দৃষ্টি মন্ত্যে একই তত্ত্বের ব্যাপন : বহু দেবতা একই সংস্বরূপের বিভূতি। বৈদিক নিরুদ্ভূত স্মরণে রেখে এই উক্তির দার্শনিক বিবৃতি এইভাবে দেওয়া যেতে পারে। সুদীপ্ত আত্মচেতনাই দেবতার স্বরূপ। একই চেতনার বহু বৃন্তি, এটা প্রত্যক্ষ। তাই দেবতাও বহু। কিন্তু নিদিধ্যাসনে বা অন্তরাবৃত্ত চেতনার প্রগাঢ় অভিনিবেশে সমস্ত বৃন্তিই পর্যবসিত হয় এক চিন্ময় সম্মানে। এটি আরোহণম্। আবার অবরোহণম্ সেই এক সত্তাই বিচ্ছুরিত হন বিচিত্র চিদবৃন্তিতে। 'একং সং' হন 'বহুধা বিকল্পিত'। অনুভবের দৃষ্টি কোটিই সত্য। বৈদিকভাবনায় বা এদেশের সাধনার ঐতিহ্যে একদেববাদ আর বহুদেববাদে কোথাও বিরোধ নাই।

দীর্ঘতমার মন্ত্যটিতে সাধনার দৃষ্টি ধারার উল্লেখ আছে। একটি ধারায় দেবতাবিন্যাস হল অগ্নি ইন্দ্র মিত্র বরুণ; আরেকটি ধারায় অগ্নি মাতরিস্থা সুদূর্ণ—যম। দৃষ্টি ধারায় স্কন্ধা ভেদ ইন্দ্র এবং মাতরিস্থাকে নিয়ে।

সাধনার অর্থ হল চেতনার উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণে পর্বভেদ আছে। একেকটি পর্ব একেকটি দেবতা।

অগ্নিচেতনা সমস্ত সাধনারই ভিত্তি। হৃদয়ে অভীশার আগুন না জ্বললে সাধনার শুবুই হয় না। তাই দৃষ্টি ধারাবই গোড়ায় পাচ্ছি অগ্নিকে।

আবার বৈদিক ভাবনায় পাই তিনটি লোক বা চেতনার তিনটি ভূমির কথা—পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌঃ। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। অন্তরিক্ষস্থান দেবতার আদিতে বায়ু, উপাস্তে ইন্দ্র। বায়ুর আরেক নাম মাতরিস্থা। আদিতেবা দৃশ্শ্বান দেবতা। বরুণ একজন আদিত্য, কিন্তু তবুও রাতি বা অব্যস্তচেতনের দেবতা বলে তাঁকে বলতে পারি লোকোত্তর। যমও তা-ই। [১১৯]

[১১৮] ঋ সুদূর্ণং বিপ্রাঃ করয়ো বচোভিব্ একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ১০।১১৮।৫। এরই প্রতিধ্বনি এই উক্তিতে 'সাধকানাং হিতার্থায় রূপাণো রূপকল্পনা'—এক রূপের বিচিত্র রূপের কল্পনা সাধকদের হিতের জন্যই। বলা বাহুল্য, কল্পনা এখানে অবাস্তব ভাবনাকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে ভাবের রূপায়ণ যার বৈদিক সংজ্ঞা 'বিসৃষ্টি' (প্র ১০।১২২।৬, ১১০।৩)। 'বিপ্র' < V বিপ্ 'কাপা', ভাবের আবেগে যার হৃদয় কম্প। 'কবি' < V কৃ 'আকৃতি বহন করা'; পর্বমদেবতাও বেদে কবি। তাঁর আকৃতি সৃষ্টির, আর সাধক কবির আকৃতি সৃষ্টির। দৃষ্টি সংজ্ঞায় বৈদিক ঋষির দোমাচৈতন্যের সার্থক পরিচয় (তু অয়ং সোমঃ ঋষির্ বিপ্রঃ কারোন ৮।৭৯।১)। বিপ্র ভাবের সাধক যিনি কবি, দিবা আকৃতিতে তিনি চান্দ্রদর্শী, তিনি অগ্ন্যা বৃক্ষের সাধক। ভাব এবং ধী অন্যান্যাসঙ্গত প্র টী ১৮১। ১৮ ৫৮।২, প্র টীম্ ৮৭ ১। ১ ধীযোগের ৮ম পরিণাম। ধী তু ঋ 'উত নো ধিয়ো গোঅগ্রাঃ পূবন্ রিক্ষো কতা'—হে পূষা, হে বিবু, আমাদের ধীকে কর জ্যোতিঃপ্রদা (১।১০ ৫ তু ই ১৫, ১৬ সপ্তে সপ্তে বিবুর উল্লেখ লক্ষণীয়); গায়ত্রীমন্ত্রে সর্বিভা ধীর প্রচোদয়িতা ৩।৬২।১০ (তু ৫।৮১।১); 'ইন্দ্র চোদয় ধিরম্ অযসো ন ধারাম্ কৃধিৎ মাং দেবরজম্' হে ইন্দ্র, অয়োধারার মত প্রচোদিত কর আমার ধীকে, আমাকে কর দেবরম্য (৬।৪৭।১০ তু ক ক্ষুরস্য ধারা ১ ৩।১৪, দৃশ্যতে ত্রয়ামা বৃক্ষা স্কন্ধা ১২), 'বিসন্ত জ্যোতিশ্ চকুপন্ত ধীভিঃ' তারা জ্যোতিকে পেলে, (কেননা) ধী দিয়ে তাকে চেয়েছিল তারা ঋ ৪।১।১৪।

[১১৯] লোকবিভাগ অনুসারে দেববিভাগের মধ্যে খুব অট্ট নাই। তাই দৈব, অগ্নি দুলোকের মধ্যায় (দীর্ঘায়োনিঃ) ঋ ১০।৮৮।৭, ইন্দ্র আদিত্য (২ ২৭।১। ইত্যাদি। কল্পিত চেতনা

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পৃথিবীলোক দৈহ্যচেতনার ভূমি, আর অস্তরীক্ষলোক প্রাণচেতনার; দ্ব্যলোকের শূন্য মনশ্চেতনা দিগে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে অল্পময় শরীরে তাপরূপে যে অগ্নির সাক্ষাৎ প্রকাশ, তিনিই দেবতারূপে কায়সংযমজনিত তপঃশাস্তি। তাই দেহরূপ অরণিকে মশ্ণন করে অগ্নিসমিক্তন এবং তপোবৃদ্ধিতেই সাধনার সূচনা। এই মশ্ণনের ফলে আবির্ভূত হয় বিশুদ্ধ প্রাণচেতনা, মাতরীশ্বা বা বায়ু তার দেবতা। ইন্দ্র শুদ্ধ মনশ্চেতনা, কিন্তু ওজোজাত [১২০] বলে প্রাণঘেঁষা। সংহিতায় মবদুগ্ধণ তাই তাঁর নিতাসহচর। অস্তরীক্ষে এই দেবতাবিকল্প সাধনার দৃষ্টি ধারার সূচক। প্রাণ আর মন নিয়েই সাধনা; কিন্তু একটিতে প্রাণ মূখ্য, আরেকটিতে মন। [১২১]

প্রাণ ও মনের শুদ্ধি চেতনাকে উত্তীর্ণ করে দ্ব্যলোকে। সেখানে দেবতা হলেন মিথ্র। তিনি ব্যস্তজ্যোতির আনন্ত্য [১২২]। এখানে তিনি কল্পিত হয়েছেন সুপর্ণ বা হংসরূপে। অব্যক্তের সূন্যলি আনন্ত্যে তিনি সঁতার কাটছেন। দ্বিতীয় মন্ত্যংশটিতে ঋষি তাঁকেই বলছেন 'একং সৎ'।

লোকের পর লোকোত্তর, ব্যক্তের পর অব্যক্ত [১২৩]। তার দেবতা হলেন বরুণ। রাত্রির অনির্বচনীয় জ্যোতি তাঁর প্রতীক।^১ প্রাণসংযমন যে-সাধনায় মূখ্য, তিনি সেখানে যম। কঠোপনিষদে যম বৈবস্বত অর্থাৎ আদিত্যজ্যোতি হতে উৎপন্ন। নচিকেতাকে তিনিই সেই লোকোত্তর ধামেব অনুভব দিয়েছিলেন, যেখানে^২ অনালোকের আলোকে সব বিভ্রান্ত হচ্ছে।

ঋষি বলছেন, এই সবই সেই এক সন্ধ্যাতের বিভূতি।

তারপর বিশ্বামিত্র অথবা বাকের পুত্র ঋষি প্রজাপতির দৃষ্টি মন্ত [১২৪]

সাবলীল, একভূমিতেই সবসময় নিবদ্ধ নয়। দেবতার 'প্রথমমুখ' (অগ্নি ৫।৪।৮, বৈশ্বানর ৬।৮।৭, বিষ্ণু ১।১৫৬।৫, বৃহস্পতি ৪।৫০।১, সোম ৮।৯৪।৫, সর্বস্বতী ৬।৬১।১২, দেবঃ যে রিয়শশ্বে নিবেদুঃ ১০।৬১।১৪, অগ্নিং নরঃ রিয়শশ্বে সমীশিরে ৫।১১।২)।

[১২০] তু ঋ 'অম্বাচ্ ইয়াযেতি যদ্ বদন্ত্য ওজসো জাতম্ উত মন্য এনম্'—এই যে বলে অম্ব হতে তিনি (ইন্দ্র) বোপসে এসেছেন, আমার মনে হয় তা তিনি ওজঃ হতে জাত বলেই (১০।৭৩।১০)।

[১২১] যেমন দেখি, একই নিরোধসমাপিকে লক্ষ্য করে প্রবর্তিত হঠাৎযোগে প্রাণের সাধনা, আবার রাজযোগে মনের।

[১২২] তু ক মহান্ আত্মা ১।৩।১০, ১৩, ২।৩।৭; তৈউ মহ ইতি, তদ্ ব্রহ্ম ১।৫।১।

[১২৩] সংহিতায় 'তুরীয়াং ধাম' ঋ ৯।৯৬।১৯, 'তুরীয়াং শ্বিবং' ১০।৬৭।১, তু 'গল্ হং স্যং' তমসা পব্ধেন তুরীয়াং ব্রহ্মণা বিদ্বৎ অগ্নিঃ—ব্রতচ্যুত অন্ধকারদ্বারা নিগূঢ় সূর্যকে অগ্নি লাভ করলেন তুরীয়া ব্রহ্মের দ্বারা ৫।৭০।৬, দশাত সূর্যগ্রহণের বর্ণনা কিন্তু তত্ত্বত সূর্যেরও ওপারে অব্যক্তজ্যোতিতে প্রবেশের সংকেত, 'সূর্য' গ্রন্থ হয় চান্দুর অমৃতকলার দ্বারা অর্থাৎ ব্যক্ত-চেতনাকে আবৃত করে অব্যক্তবোধের উদয় হয়, তাই ভ্রম্বে সূর্যগ্রহণ উপাদেয় কিছু চন্দ্রগ্রহণ হয়)।^১ তু. ১০।১২৭।২। ২. ঋ. ২।২।১৫। ষ্ট. টী. ৪২।

[১২৪] ঋ বিশ্বদ্ এত জনিম্য সং বিবিক্তো মহো দেবান্ বিব্রতী ন বাতগেত, এজদ্ ধ্রুং পত্যতে বিশ্বম্ একং চরৎ পততি বিশ্বম্ণং বি জাতম্। সনা পুরাণম্ অধোম্ আবান্ মহঃ পিতুর জনিতুং জামি তনং নঃ, দেবাসো যঃ পনিতার এবৈব্ উবৌ পথি বৃতে হম্ভুব্ অহঃ ৩।৫৪।৮। ঋষির নাম 'প্রজাপতি' মনে হয় ইন্ডের সঙ্গে সমাজ্যবোধের সূচক। লক্ষণীয়, তাঁর পিতা বিশ্বামিত্র, কিন্তু মাতা বাক্, মন্দ্র বলেন উপনয়নে ব্রহ্মচারীর পিতা হন আচার্য, আর মা সারিত্রী (মস ২।১৭০)। এই বাক্ 'সমপতরী' বা বিদ্বদ্-বিসর্পিণী বিশ্বামিত্র পেয়েছিলেন জমদগ্নির কাছ থেকে ৩।৫৩।১৫, ১৬। এই কি বিশ্বামিত্রের 'ব্রহ্ম' যা ভাবত জনকে বক্ষা করছে (১২), যা দ্বিজাতির নিতাপাত্য গায়ত্রীমন্ত্র (৩।৬২।১০)? বাচ্য প্রজাপতির সূক্তগুলির (৫৪।৫৬) প্রত্যেকটিই গভীর ভাবের

‘যা-কিছু জন্মেছে তাদের এঁরা দু’জন যথাযথ করছেন সম্প্রসারিত, মহান্ দেবগণকে ধারণ করেও টলছেন না; চঞ্চল বা ধ্রুব যা কিছুর, সবার পতি সেই এক যা চরে, যা ওড়ে, যা কর্মে বিচিত্র, যা জন্মে বিচিত্র সবারই। সেই সনাতন পুরাণকে এই যে অনুভব করছি দ্বং হতে অনুভব করছি সেই মহান্ পিতা আর জনক হতে এই আবির্ভাব আমাদের, দেবতারা যাব মধ্যে স্বভাবের রীতিতে স্তুতিমুখর হয়ে সুবিশাল তারা বোনা পথে রয়েছে দাঁড়িয়ে।’ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই যে শ্যামলী পৃথিবী আর ওই যে সুন্দরী দুল্লোক, ‘বিশ্বভুবনেন এঁরাই মাতা এবং পিতা। এই পৃথিবীর বৃকে প্রাণের লীলা, আর ওই দুল্লোকে আলোর খেলা এই মধ্যে বিধৃত রয়েছে বিশ্বের সকল স্পন্দন। মায়ের কোল হতে পিতার বৃকে, প্রাণ হতে প্রজ্ঞার দিকে চলেছে নিখিল জীবনের অভিযান। এই জীবনায়নই বিশ্বদেবতার অনাদিনিধন লীলা : অষ্ট বসু একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ আদিত্য ধরে-ধরে বিনাস্ত থেকে বিলসিত হয়ে চলেছেন এই ভুলোক আর দুল্লোকের আবেষ্টনে।’ একদিকে এই অনাদিমিথুন যেমন প্রাণে চঞ্চল বিভ্রতিতে বিচিত্র, তেমনি আরেকদিকে তাঁরা স্বধায় নিত্য অচঞ্চল। আবার এই মিথুনের বিশ্বব্যাপী দ্বৈতলীলাকে বেঁটন করে বহুদ্র ছাপিয়ে রয়েছেন ‘সেই

বাহন: ‘দেবায় মে পিতা জনিতা নারিভঃ অথ বহুর্ মে মাতা পৃথিবী মহী যম্’ দুল্লোক আমার পিতা জনক এবং নারি (প্রাণী) এখানে, এই মহতী পৃথিবী আমার মাতা এবং বাহন ১।১৬৪।৩৩ (তু ১।১৫৯।১০), ‘উন্যচসা মহিনী অসচ্চতা পিতা মাতা চ ভুবনানি বন্ধতঃ’ সুবিশাল ব্যাপ্তি মাদের, যাবা মহান্, যাবা বিশ্বত, সেই পিতা এবং মাতা বিশ্বভুবনকে বন্ধ করছেন ১।১৬০।২, পর্বত্রে পিতরা ৭।৫৩।২ (১০।৬৫।৮), ‘বোদসী দেবপুত্র প্রয়ে মাতরা মহী ঋতসা’ দুল্লোক আব ভুলোকেব পুত্র সব দেবতা, আদি পিতা এবং মাতা তাঁরা ঋতের ভারস্রো উজ্জল ৬।১৭।৭ তু, শর্য অশ্বী বসবঃ এসামশ বদ্রা দ্বদশা দিত্য ইদম্ এব দাবাপৃথিবী ঐযিস্তিংশো, হারিস্তিংশদ্ বৈ দেবোঃ, প্রজাপতিঃ চতুঃস্বংশঃ ৪।৫।৭।২। দুল্লোক ভুলোককে ছাপিয়ে প্রজাপতি তারও পরে পরম-পুণ্য মার বিভ্রতি এঁরা সবাই (তু ৫।৩।৫) আনন্দমীমাংসায় দেবতাবিন্যাস ২।৮। ‘দাবাপৃথিবী বিদত রয়েছে ‘ঋতসা যোদনো’ ও ৫৭।৬, যিনি সেই পরম এক তাঁর বর্ণনা ‘স ইং স্বপা ভুবনেশ্বাস য ইম দাবাপৃথিবী জজান’ তিনি সেই শিশুপী বিশ্বভুবনে আছেন যিনি যিনি এই দাবাপৃথিবীকে জন্ম দিয়েছেন ৪।৫।৩, অয়ং দেবানাম্ অপসাম্ অপসমো যো জজান বোদসী বিশ্বশংভুবা’ নিপুণ দেবতাদের মধ্যে ইনিই নিপুণতম যিনি জন্ম দিলেন ভুবনমঞ্জল দাবাপৃথিবীকে ১।১৬০।৭। এই অনিবৃত্ত দেবতা কখনও হস্ত ৮।৩৬।৪, ১০।২৯।৬, ৫৪।৩। কখনও বা স্বষ্ঠা ১০।১১০।১। তিনি বিশ্ববর্তা ১০।৮১।২, ৩।, তিনি পুত্রস্ব ১০।৯০।১৭। ‘ঋত’ প্রজাপতিঃ বঃ, তিনি প্রজাসমূহের জনক ১০।৮৫।১৩।, বিশ্বে যা কিছুর জাত হয়েছে তাব পণ্ড ১০।১২১।১০। ‘সংহিতার ভাষায় ‘সুবেতাঃ’। দাবাপৃথিবী উভয়েই সুদেতা ১।১৫৯।২ ১৬০।৩ এখানে বসুঃ ধেনুব উপমা আছে, কিছু শক্তি যখন পূর্ববে নির্বেশিত, তখন পাই একক ‘সুবেতা দৌঃকে, যিনি অজব ভ্রমত অগ্নিকে জন্ম দেন ১০।৪৫।৮। ‘উবৌ পৃথিঃ’ বিপুল পথে এই পথ দেবদান বা জ্যোতিঃপথ। দেবতারা সারি সারি সে পথে দাঁড়িয়ে পুরাণপুত্রের স্তব করছেন। অধ্যায়দৃষ্টিতে এ পথ সূর্যমণিমাগ, মূল্যধার পৃথিবী হতে সহস্রাব দুল্লোক পর্যন্ত বিস্তৃত, হারই পর্ব পর্ব চিহ্নান্তর বিকাশ। ‘স্বাভে’ [পদপাঠ ‘বি উভে’] < বি উভে, রা (লানো) + ক্ত। তু স্ববাব্ নাৎকং স্বাতং বসনা ১।১২২।২, ‘নক্ত’ যা রাত্রির বর্ণনা তিনি যথানিষা বা শ্লানবাপর্ণী, তাই অপসবিনা ‘স্ববীঃ’, অথচ পরে আছেন ত্র্যাক্ষলমল পোশাক। (তারা বোনা। দেবদান ত্র্যাক্ষলমল পথ (তু ‘প্র মে পন্ধ্য দেবদানা অদশ্রন’ বসুভিঃ ইচ্ছুতাসঃ’ দেবদানো পথগুণি দেবা দিক্ আম্রা সামনে যারা বহু আলোয় ছাওয়া ৭।৬৬।২।) সর্বদেবতাব মূল পরমপুত্রের ধ্রুবসমূহে দশন করে ঋষি নেমে আসছেন বিশ্বদেবতাদের মধ্যে এ পনেই সূর্য্যে শেষ পর্যন্ত আল্গ বিশ্বদেবগণের স্তুতি। ‘দেবতাবা স্তব করছেন সেই সনাতন পরমপুত্রের, কেননা তাঁরা তারই বিভ্রতি তু যত দেবোঃ সমপশ্যন্ত বিস্ম ১০।৮২।৫, যত দেবোঃ সমগচ্ছন্ত বিস্ম ৬)। ‘বহু. ৩।১।৬।

পরম এক যিনি শাস্ত্রত, সবার আদি, ভূত-ভবোর ঈশান। এই শ্যামলীর বুক থেকে চেয়ে আছি ওই সুনীলের সুন্দর বহস্যের দিকে। আমার অনিমেষ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হল অজানাব হিব্রাময় আবরণ : এই যে দেখছি, এই যে পেয়েছি সেই চিবপুরাতন চিরন্তনকে আদিমিথুনের সম্প্রযুক্ত চেতনার গহন গভীরে; সেই 'বীজপ্রদ পিতার বিসৃষ্টের বিপুল উন্মাদনা হতে এই যে দেখছি আমাদের অস্ত্রাস্ত্র নির্বরণ, দেখছি তাঁর মধ্যে 'তাবাবলমল দেবযানের বিশাল বিতান, শুনছি তার পর্বে পর্বে বিশ্বদেবতার হৃদয়তন্ত্রীতে গুঞ্জরিত সেই 'চিরন্তনের বন্দনগান।... বিশ্বমূল সমস্ত তত্ত্বই প্রজ্ঞাপিত হয়েছে দুটি মন্ত্রের মধ্যে : দেখছি, আদিত্যে সেই অনিরুদ্ধ পরম এক, তারপর সেই এক ভেঙে দ্যাবাপৃথিবীর দেবমিথুন, তারপর তার আবেষ্টনে বহুদেবতার বিভাবনা, আর তারই অনুভাবরূপে বিচিত্র এই বিশ্বলীলা। আবার দেখছি, এই পৃথিবী হতে দুলোক পর্যন্ত 'সত্যেন পন্থা রিততো দেয়ানঃ'—সত্যে ছাওয়া দেবযানের আলোর সরণি।

তারপর দীর্ঘতমার একটি মন্ত্র [১২৫] : 'তিনটি মাতা আর তিনটি পিতাকে ধারণ করে সেই এক উন্নত হয়ে রয়েছেন, তারা একে অবসন্ন করছে না তো; মনন করছেন '(দেবতারা) ঐ দু'লোকেরও উপরে থেকে বিশ্ববিৎ বাক্যকে, যিনি সবাইকে অনুপ্রেরণা দেন না,' আবারও পাচ্ছি দ্বৈতের উদ্ভেদ অনিরুদ্ধ অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা। দৈতলীলায় এবার একটি মিথুন বিপরিণত হয়েছেন তিনটি মিথুনে আদি জনক জননী দ্যাবাপৃথিবীই তাঁরা বিভূতি। 'তিনটি মাতা তিনটি 'লোক'—পৃথিবী অস্ত্রবিদ্ধ আর দৌঃ, সামান্যত এরা পৃথিবী অর্থাৎ আধারতত্ত্ব। আর তিনটি পিতা তাদের অধিষ্ঠাতা তিনটি 'দেব' অগ্নি বায়ু এবং সূর্য, সামান্যত এ'রা দৌঃ কিনা

[১২৫] : ঋ তিস্রো মাতৃসু স্ত্রীনা পিতৃনা বিভদ্ভু এক উদ্ভাসু তস্মো নেমু অর ংলাপয়ান্তি, মনশস্তু দিগৌ অমুখ্য পশ্চে বিশ্বমিদং বাচম্ অবিশ্বমিম্বাম্ ১।১৬৪।১০। 'এই দেবতারা সেই পরমেশ্বর নিষ্ঠাবর্তিত বিভূতি ও বিভূতিমানকে শক্তি ও শক্তিমানকে কখনও আলাদা করা যায় না। এক তিনই আছেন, আর কিছুই নয় এ অনুভব আমাদেরই হতে পারে, উজ্জ্বল যাবার সময়। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে সবই আছে। এক বস্তুও বহুর সমাহার। তাই দেখি, সৃষ্টির আদিতেও দেবতারা রয়েছেন বীজশক্তিরূপে পুরুষ অগ্রজাত হলেও পুরুষমুখ্য সৃষ্টির প্রবর্তক হলেও দেবতারা সেখানে যজ্ঞমান ১০।১০।৬, ৭। অবিশিষ্ট এক হতে বহুর বিকটন—এ দৃষ্টি বিভজ্যবাদী, কিন্তু তখনও বহু সেই একে অনুসৃত এবং নিগূঢ়ভাবে সক্রিয়। চেতনার উজ্জান-ধাবায় অষ্ট্রবোশ বহুকে বাদ দিয়ে, আর ভাটার বেলায় বহুকে নিষেই এইটি মরতে পারাল বৈদিক তদা ভার্যায় অদ্বৈতবাদস্বরূপে রহস্য ব্রূতে পারা যায়। বিভজ্যবাদী বিবর্তনভাবনার উদ্দেশ্য সংঘিহতই পাই দেবানাম পূর্বা যুগেহসত্তঃ সদ্ অজায়ত, যুগে প্রথমেহসত্তঃ সদ্ অজায়ত ১০।৭২ ২, ৩। এখনে বিবর্তনের ক্রম অসৎ > সং > দেবগণ (তু ১০।১২৯।৬। 'তু তিস্রো দিগঃ পৃথিবীসু তিস্রঃ ৪।৫৩।৭, যজু ভাবানু ৩।৫৬ ২, যজু উর্বাঃ ১০।১৪১।৬। 'আধার-শক্তি থেকে 'লোক', আর অস্ত্রবিমিষ্টতায় 'দেব'। দু'সেইই নিবন্ধিত অর্থ এক লোক। 'লোক' < বৃচ্ দীপ্তি দেবতা, তু দিবশ্ চিদ্র আ তে রচয়ন্ত বোকাঃ ৩।৬ ৭; ৬।৬৬।৬। উপনিষদে পাই লোক এবং লোকপাল, আগে লোক পরে লোকপাল, আত্মা দু'য়ের অধিষ্ঠান (ঐ ১।১১।৩। 'ঐ ১।১৬৪।১২, ১৩। পবনোয়ম অক্ষর (৩৯), বাক্ সেখানে সহস্রাক্ষর হয়ে তার সঙ্গে অবিভক্ত। 'তু উত ষঃ পশান্ ন দদর্শ বাচম্, উত ষঃ শুব্ধান্ ন শৃণোত্যত্র এনাম্' কেউ দেখেও ব্যবসক দেখে না, কেউ আবার শুনলেও শোনে না ১০।৭১।৪। বাক্ যেমন 'অবিশ্বমিম্বা', পূর্বের পশুবিষয় সম্পর্ক রথও তেমন 'অবিশ্বমিম্ব' (২।১৪০।৩) অর্থাৎ দেবতা আর স্বর্গ ছাড়া আব কাউকে সে এগিয়ে নেয় না (উভয় পদপাঠ 'অবিশ্ব। মিম্ব', কিন্তু তু পদপাঠ 'বিশ্বম্। ইন্ব' সর্বত; তু বিশ্বম্ ইন্বতি ২।৫।১২, ইন্বন্তো বিশ্বম্ ৩।৪।৫।

চিৎতত্ত্ব। সমস্ত বিশ্বই আধারশক্তি আর অন্তর্যামিতেনোর যুগলবিলাস।^{১০} এই বিলাস বিধৃত রয়েছে সেই অদ্বিতীয় একের মধ্যে, যিনি দুই হয়েও দুইকে ছাপিয়ে আছেন। যেখানে দ্বৈতলীলা, সেখানে আছে চরিত্ত্বতা, আছে ওঠা-নামার আশাস এই আছে গ্লানিও। কিন্তু অক্ষোভা অদ্বৈতে এই গ্লানি নাই, অথচ আছে ক্ষোভকে অনায়াসে বহন করার সামর্থ্য। এই বিশ্বস্তর অদ্বৈতচৈতন্যের ভূমি ওই দ্যালোককেও ছাপিয়ে। সেই পরমব্যোমে পরমপ্রজ্ঞানের সঙ্গে অবিনাভূতা হয়ে আছেন পরমা বাক্—বিশ্বপ্রাণে স্পন্দমান্য ‘গৌরী’, একপদী হয়েও যিনি সহস্রাক্ষরে বিচ্ছুরিতা।^{১১} জীবনসমুদ্র তাঁথেকেই উছলে পড়ছে দিগ্বাদিকে। তিনি সব জানেন, ‘কিন্তু সবাই তো তাঁকে জানে না। দেখছি এক অদ্বৈততত্ত্ব, আর দ্বৈতচৈতন্যের তিনটি ভূমিতে তাঁর অক্ষুবস্ত অশ্রান্ত বিলাস। এই বিলাসের শক্তিই তাঁর বাক্ বা বিসৃষ্টি বা স্ফূৰ্ত্তা যা নিতা-সামরসো তাঁর সঙ্গে যুগলদ্ধ [১২৬]। দেখছি, বিশ্বের শব্দরূপ যুগপৎ একবচনে দ্বিবচনে এবং বহুবচনে।

তারপর বৈবস্বত যমের একটি মন্ত্র [১২৭]। ‘তিনটি কদম্বকের ভিতর দিয়ে

[১২৬] ‘সহস্রাণা পশুদশানান্ উকথা যাবদ্ দ্যাবাপৃথিবীং তারদ ইং তৎ, সহস্রাণা মহিমানঃ সহস্রং যাবদ ব্রহ্ম বার্ষিতং তারদী বাক্—পশুদশ উকথ আছে হাজারভাবে, দু’দলক ভুলোক যতখানি ততখানিই তারা, সহস্র মহিমা আছে হাজারভাবে; ব্রহ্ম যতখানি ছড়িয়ে ততখানিই বাক্ স্ব ১০।১২৪।৮ তু জৈরা ব্রহ্ম বৈ বাক্, ৪।২১। এখানে *Gotama* এর মন্তব্যে প্রণিয়ানব্যায় ‘brahman ist hier die Grundlage der Rede’ ব্রহ্ম অধিব্যক্তদ্বীপ্তিতে শব্দব্রহ্ম এবং অধ্যাত্মদ্বীপ্তিতে পরব্রহ্ম দুইই। পশুদশ উকথ বা শব্দেস্তর প্রয়োগ হয় উকথানামক সোমযাগে। ‘মহিমা’ ব্রহ্মবীর্ষের আধার ব্রহ্মস্বীতি তু বৈভোবা আসন্ মহিমান আসন্ স্ব ১০।১২৯।৫।

[১২৭] স্ব ঠিকদ্রুকেভঃ পর্তাঃ সন্ উরীং একম্ ইন্ বহুং, চিত্ত্বং গায়ত্রী তুম্বাসি সর্বা তা যম আহিতা ১০।১৪ ১৬। যুক্তা পিতৃগণ এবং যমকে নিয়ে পাঁচত উপমণ্ডলের (১০।১৪ ১৯) এটি আদিমন্ত্র। পূরুষস্কন্ধের হাতই এটির স্বক্-সংখ্যা ফোল; ঠিক মোনি এই শেষের স্বকটি একটি বিশিষ্ট সমাপ্তির দ্যোতক ফোল মোড়লকল পূরুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পূরুষস্কন্ধে তিনি আলো, তীক্ষ্ণত সীম্ভি, আর এই যমস্কন্ধে তিনি কালা, তীব্রই চৈতন্যের প্রণয়। শেষের চারটি স্বকে যমের উদ্দেশ্যে সোমসবনের কথা, যেন মরণ ‘উৎসবের’ সঙ্কেত। স্মরণীয় সোম অমৃত, যম তার বিধাতা (কঠোপনিষৎ)। পরের সব স্কন্ধের স্ব্যিরা যামান, কেবল আদিমন্ত্রের স্ব্যি হলেন স্ব্যং বৈবস্বত যম। তু পূরুষস্কন্ধের স্ব্যি ‘নালায়ণ’, দেবতা ‘পূরুষ’। আবার শত্রুর পূরুষের স্ব্যি যজ্ঞের প্রসঙ্গ দেব আদিপূরুষ নালায়ণ ১৩ ও ১১ সূতরাং দুটি স্কন্ধই পাঁছ দেবতার সঙ্গে স্ব্যির সায়জা, স্ব্যির আসল নাম কি তা জানা যাচ্ছে না ২৮ টী ১২৫২। পক্ষান্তরে তু, শাখান্তর হাত সাংলেন উচ্চিৎ স্ব্য মোবীং অহংসম্ পাছু দৌশ চ পৃথিবী চ আপন্ চো যশশ্ চ উক্ চ সন্, তা চ তৈত্বা ভাষা ৬।৫ ৩ আরও তু সন্তুযাজ্ঞিতপ্ৰতিপাদিত সপলোক, ‘পরমপদ’ ১।২২।২০, ২১, ১৫৪।৫, ৬, ‘স্বতসা যোনিঃ’ ৩।৫৪।৬, ৪ ১ ১২, ৯ ৭২।৬, ৭৩।১, ৮৬।২৫, ৩।৬২ ১৩, ৫।২১।৪ (সোমসম্পর্কের কাহ্না লক্ষণীয়; তু হঠযোগের ‘সহস্রার-চ্যামত’)। বৈবস্বত ঠিকদ্রুকে তিনটি যাগ (৭।৪ ১১।১ সাংলভাষ্য)। কিন্তু স্বতে কদম্ব মনে হয় সোমপার্বেশেষ (তু অপিবৎ কদম্বঃ সূতম্ ইন্দ্রঃ ৮ ৪৫।২৬, ঠিকদ্রুকে ইন্দ্রের সোমপান ১।৩২।৩, ২।১১।১৭, ১৫ ১ ঠিকদ্রুকে, সোমম্ অপিবদ্ নিশ্চনা সূতম্ ইন্দ্র বিষ্ণুর সহচর লক্ষণীয়, বিষ্ণুবীর্ষই ইন্দ্র ব্রহ্মাতা)। ২২।১, ‘ঠিকদ্রুকে চৈতনং দেবাসো যজ্ঞম্ অতলবত’ তিনটি কদম্বকে চৈতন যজ্ঞকে দেবতারা করলেন বিতত ৮ ১৩।১৮ (১২ ২১, স্বতে প্রাক্ত্বৃতিস্কন্ধের (১০।১৪) স্ব্যি ‘অব্দঃ কাদ্রবেঃ সপঃ’ ‘প্রাবা’ সোম ছেঁচবার পাথর; ‘অব্দ’ মাসগাথ (tumour), স্ব্যি যমের নাম ‘কদু’, তিনি নিজে ‘সপ’। এই সংজ্ঞাগুলির ভিতর দিয়ে হঠযোগের কুর্ডলিনী-উখাপনীক্কার সূক্ষ্মক্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ঐশ্বর আখ্যায়িকাটি লক্ষণীয় (৬ ১), দেবতারা সর্বচরুতে সন্ধানুষ্ঠান করলেন, কিন্তু পাপকে বিনষ্ট করতে পারলেন না তখন স্ব্যি অব্দ কাদ্রবেঃ সপ এসে বললেন, একটি ক্রিয়া তুমাদের বাদ পড়ে গেছে বলে এই বিডাট, আমি তা করে দিচ্ছি। এই বলে প্রতাহ মধ্যান্দনে তিনি উজ্জয়ে উঠে (উপোৎসর্পন্) গ্রাবদের স্মৃতি করতে লাগলেন।

উড়ে চলেছেন (সোম)। ছয়টি বিপদলা (ভূমি); একই বৃহৎ; ত্রিষ্টুপ গায়ত্রী (যত) ছন্দ, সবই তারা যম্মে নিহিত। 'মন্ত্ৰটিতে রাহস্যিক ভাষায় সোমযাজ্ঞীর উৎসাহিতর বর্ণনা, যার চরম লক্ষ্য সেই এক, সেই বৃহৎ। পথটি সেই সত্যে ছাওয়া দেবযানের পথ। তার পর্বে-পর্বে 'ছ'টি মহাভূমি। সপ্তম ভূমি সেই 'পবন পদ' বা 'ঋতের যোনি'— যা দাবাপৃথিবীর উজ্জানে। তাকে আর ভূমিও বলা চলে না। ভূমির 'উরী' বা বিপদলা; এ শব্দ 'বৃহৎ', উপনিষদে যার অনুরূপ সংজ্ঞা হল 'ব্রহ্ম'। এই বৃহতে এই একে সমস্ত গতির অবসান। সোমযাজ্ঞীর মৃত্যু তখন বৈবস্বত মৃত্যু, যা অমৃতত্বেরই নামান্তর। এখান হতে ওখানে অমৃতসম্ম জীবন হতে বৈবস্বত মরণের প্রদ্যোতে চেতনার সোমযাত্রা উজিয়ে চলে তিনটি 'কদ্দু' বা গ্রন্থির ভিতর দিয়ে 'সপ্তচ্ছন্দের লহরে-লহরে—অভীপ্সার অগ্নিকে রূপান্তরিত করে বৃহদাত্মী বজ্রের অধ্যাত্ম্য, বিশ্বদেবতার আবেশকে মিলিয়ে দেয় 'বারুণী রাত্রির অপ্রকৃততায়, যমদত্ত পরম অবসানের অসংজ্ঞাতায়। এই অবসানই 'একং বৃহৎ'এর লোকান্তর রূপ, যাতে অবিশিষ্ট অষ্টৈতানুভবের পরিচয়।

তারপর আসা যাক 'একং তৎ' এই পর্যায়ে মন্তগুলিতে।

যে পথ দিয়ে তিন উজিয়ে উঠেছিলেন ('প্রতিবিলাদ্ উৎগম্যা আগচ্ছৎ' সামগ), এখনও তার নাম 'অব্দাদাসপর্ণা'। কিন্তু সোমপান করে দেবতাদের মত্ততা জন্মাল। তারা বললেন, সপ্তঋষির বিদ্যে দ্বিগুণে এটি হয়েছে। তাই তারা তাঁর চোখ বেঁধে দিলেন। অবশেষে দেবতাদের পাপ বিনষ্ট হয়ে গেল, সংগে সংগে সপ্তমৈবত। তাই তারা আজও 'অপহতপান্মনো হি' বা পূর্বাং জীর্ণাং যৎ নরমৈব প্রযাতি'—নিঃপাপ হয়ে আগেকার জীর্ণ স্বকৃৎ ছেড়ে নতুন স্বকৃৎ নিয়ে চলোফেরা করে। জায এই মানুষ্যও সোমপান করে অমর হয়ে দিব্য দেহ লাভ করে (নাথসংপ্রদায়ের কার্যসিদ্ধির মূল এইখানে)। এরা বলছেন, 'মনো বৈ প্রাবক্তোহ্যি'। 'প্রাবক্তোহ্যি' শব্দ হল মনস্ ৬।২। তাই স্থানীয় 'মনসা' বাৎসার লৌকিক পুরাণের দেবী মনসার কাহিনী সম্বন্ধীয়। আবার ঠেসতে আছে কদ্দু-সুপর্ণীর কাহিনী (৬।১।৬।১), ইতিহাস-পুর্বাণে 'কদ্দু বিনতা'। কদ্দুর কাছে পরাজিত সুপর্ণীর নিষ্করণ্য (mansam) জন্য গায়ত্রী তৃতীয় দৃঢ়লোক হতে সোম নিয়ে এলেন কিন্তু আনবার সময় গন্ধর্ব বিশ্বাবসু সেই সোমকে কেড়ে বেখে দিল তিন রাত্রি তু কতে যমের বাড়িতে নটিকের তার ত্রিরাবাস)। তখন বাক, একটি একবচনের মেয়ে হয়ে গন্ধর্বদের ভুলিয়ে সোমকে উদ্ধার করলেন। ঠেস বলছেন, কদ্দু এই পৃথিবী আর সুপর্ণী ওই দৃঢ়লোক (৬।১।৬।১)। এরা পৃথিবীকে বলছেন সপ্তবাক্সী (৫।২৩, বাথায় বলছেন, 'ইয়ং হি সপ্ততো বাক্সী' অর্থাৎ সপ্তশব্দটিকে সপ্তবাক্সীল অর্থে নেওয়া হয়েছে। সোমাসুজি সপ্ত বলতেও কোনও বাধা নাই)। কদ্দুর সঙ্গে পৃথিবী এবং সপর্ণীর যোগ সেই একই ইচ্ছিত বহন করছে কদ্দু পৃথিবীতে কুন্ডলিত মহাশক্তি (যার ভাষায় অস্মা [— আদিত্য]। প্রাণাদ্ অপানতী' সাপ্তবাক্সীসং ১০।১৮।১২। যোগে অপান নিশ্বাসবায়ু উর্ধ্বে উচ্চারিত প্রাণকে যা মূল্যধারে টেনে নিয়ে আসে, তু আদিপুরুষের নাস্তি হতে অপান, অপান হতে মৃত্যু এউ ১।১।৪। 'মৃত্যু' আরো মাটি হয়ে যাওয়া, 'মৃৎ' এবং 'মৃত্যু'র মূল একই মৃত্যু। কদ্দুর বাৎপতির জন্য তু 'কদ্দু' (Gk Kondd is 'কলদুক' Gk Kondules ত্রিকদ্দকের ভিতর দিয়ে ইন্দ্রের সোমপানের বা সোমের উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তু তিনটি গ্রন্থিভেদ। সাতটি ছন্দ চন্দ্রশ অক্ষরের গায়ত্রী, তারপর চন্দ্র চারটি করে অক্ষর বাড়িয়ে উচ্চক, অনুচ্চক, বৃহতী, পঙক্ত, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী (১০।১৩০।৪, ৫)। তবে যেখানে পঙক্তির জয়গয় আছে 'বিলাদ্'। ঋতে কুন্ড অক্ষরের একটি ভঙ্গ আছে 'দ্বিপদা বিবাত্', দুটি বিবাত্ মিলিয়ে অক্ষরসংখ্যা পঙক্তির সমান হয়। ঋতে সাতটি ছন্দের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্যতা, সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র এবং বিশ্বদেব। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ অতএব অধ্যাত্মদ্বিগুণে অভীপ্সার বাহন। তেমনি ত্রিষ্টুপ বৃহদাত্মী ইন্দ্রশৌর্যের। "তু যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্"— যেন ভূমি দেবতা যম এবং বরুণকে দেখতে পাও (১০।১৪।৭), যমো দদাত্ অবসানম্ অশ্মৈ (১। তু. ভাস. ৩৫।১)।

‘এক’ যখন দেবতা, তখন তাঁর অনুভবের বিশেষণ আছে বিভূতিবৈচিত্র্যে যার প্রকাশ। যখন তিনি বিশুদ্ধ সন্মাত্র, তখন আর তাঁর কোনও বিশেষণ নাই। তবুও সে-অনুভব ইতিবাচক। স্ফুদ্রদর্শীর ‘অগ্ন্যা বুদ্ধিতে’ সেখানেও একটা স্ফুদ্র বিশেষণের আভাস পাওয়া যায়। চেতনা যখন সে-বিশেষণকেও ছাপিয়ে যায়, তখনকার অনুভবের সংজ্ঞা হল ‘তৎ’। বৈদিক ঋষিদের ব্যবহৃত একটি উপমা দিয়ে তিনটি অনুভবের পার্থক্য বোঝানো যেতে পারে। আকাশে এক সূর্য জ্বলছে, তাই যেন ‘একো দেবঃ’। সেই সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত আকাশ যেন ‘একং সং’। কিন্তু আকাশে আলো থাকে আবার থাকেও না, এই নিরুপাধিক আকাশ ‘একং তৎ’। এ অনুভব অসংকল্প, অথচ সংএব অধিষ্ঠান। যেমন উপনিষদ বলছেন একই আদিত্যের ‘শুক্লং ভাঃ’ এবং ‘নীলং পরংকৃষ্ণম্’এর কথা, বলছেন ‘ছায়াতপের’ কথা [১২৮]।

দীর্ঘতমার একটি মন্তে লোকোত্তর তৎস্বরূপের সম্পর্কে দেখি এই জিজ্ঞাসা [১২৯] : ‘আমি ধবতে পারছি না, তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন করছি সেই কবিদের যারা ধরতে পেরেছেন, জানি না বলেই জানবার জন্য (আমার প্রশ্ন)। যিনি এই ছবিটি লোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, সেই অজাতের রূপে আছেন কোন্ অনির্বচনীয় এক?’ ...যিনি পরম এক, তাঁর স্বরূপসম্পর্কে এখানে যে-বিবৃতি পাচ্ছি তা এই। এই ‘এক’ অজ, তাঁর জন্ম নাই; অথচ তাহতেই ‘ছয়টি লোকের উৎপত্তি, তিনি তাদের আশ্রয় এবং অধিষ্ঠান। এই লোকসংস্থান সেই অবূপের রূপায়ণ। হাব মধ্যে অনুসৃত হয়ে আছেন যিনি, তিনি অনির্বচনীয়। তবুও মানুষ তাঁকে জানতে চায় এবং জানেও। পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে সঙ্কীর্ণায়ায় সেই বিজ্ঞানের বিবরণ। তাতে তাঁকে আখ্যাত করা হয়েছে °আকাশরূপে, সূর্যরূপে এবং কালরূপে। আকাশরূপে তিনি সং এবং তৎ,

[১২৮] দ্র ছা ১।৬।৫৬, ক ১৩।১, তু উদ্ভালকের বিকল্পনা আদিত্যে সং না অসং? (ছা ৬ ২।১-২)। লুঘতে হবে, উজানে অসং, আব ভাটস সং; অসং প্রলয় আর সতে বিসৃষ্ট। ঈক্ষণ (ছা ৬।২।৩) সতেরই সম্ভব এবং তাই উদ্ভালকের প্রতিপাদ্য। তু গী ঠ তৎ সদ ইতি নির্দেশো ঈক্ষণঃ স্মৃতঃ ১৭।২৩। হাবপরেই ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে, ‘ওম’ ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ দান ও তাপের পূর্বতক, ওই দ্রিযাই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা যখন মল্যভিক্ষাশিক্ষা হয়ে করেন, তখন ‘তৎ’এব গান্ধার; প্রশস্ত কর্মে ‘সংএব প্রমাণ। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রম্ এতৎ আর তৎ এই তিনটি সর্বনাম সাধারণত লক্ষ্য করে যথাক্রমে জগৎ আত্মা এবং বিদ্যোত্তীর্ণকে (তু ক ‘এতদ্ বৈ তৎ’ একটি ধূরা, ব্যবহার ব্যবহৃত ২।১, ২ বহু)।

[১২৯] ঋ আচিকিষ্ণাঃ চিদিভূতশ চিদ অগ কনীন প্চামি বিদ্বান্ ন বিদ্বান্ বি যস্ তস্য যশ ইমা বজ্রাস্ অজসা রূপে কিম্ অপি দিবন্ একম্ ১।১৬৪।৬ °উপনিষদের ভাষায় অজঃ অসংভূতি বা বিনাশ (ঐ ১২ ১৪)। অসংভূতি হল সম্ভূতব উজানে সেই ‘পূর্বম্ অপ্রবর্তিত’ (ছা ৩।১২ ৯; বৃ ২।১।৫ কো ৫ ৬), যা আকাশরূপে শুরু হয়ে আছে অথচ এই আকাশ হতেই আবার নামরূপের নির্বাহ হচ্ছে (ছা ৮।১৭.১)। উজানধারায় চেতনাব প্রলয়ে তাই বিনাশ। সংহিতায় এ সেই অসং যা সতের জন্মক ঋ ১০.৭২।২, ৩, ১২৯ ৪। এই প্রসঙ্গে তু অসৎ, চ সৎ চ পরমো বোমিন্ ১০।৫।৭, ‘তৎ’ তাহলে এই ‘পরম বোম’, মধ্যে উদীয়িত ব্যভি-ধেনুর যুগলক্ষতা (ঐ)। তু টী ১২৮। ২ তু ১ ১৬৪ ১০, ৭ ৮৭ ৫, ২।১৩ ১০, ৩।৫৬।২, ৬।৪৭।৩, ১০।১৪ ১৬। °যথাক্রমে দ্র ৭, ৮, ১১-১৪। °তু ‘অস্যা নামস্য নির্হতঃ পদং বেঃ’—এই প্রিয় পাথির গোপন পদ ১।১৬৪।৭। প্রিয় পাথি ‘আদিত্য’ যাব শুক্ল ভাতকে দেখতে পাচ্ছে, গোপন পদ তাঁর পর্যক্ক নীলিমা।

সূর্যরূপে বীজরূপে পিতা এবং কালরূপে এই বিসৃষ্টির পরম্পরা। *সব মিলিয়ে তিনি এক অনিবর্তনীয় রহস্য।

'একো দেবঃ' এই পর্যায়ের মন্ত্যলোচনার সময় আশ্রয় শ্রুতবিদের একটি মন্তব্য উল্লেখ করছি ১৩০। তার আগের মন্তব্যেই আছে : *ঋতের দ্বারা ঢাকা রয়েছে ধ্রুব ঋত তোমাদের (সেইখানে, হে মিত্র হে বরুণ), যেখানে সূর্যের অশ্বদেব বিমুক্ত করেন (দেবতাবা)। দশ শত (কিবণ) স্থির রয়েছে একসঙ্গে। দেবতাদের আশ্চর্যসমূহেব সেই এক শ্রেষ্ঠ (আশ্চর্য) দেখলাম আমি :...পশ্চটই সূর্যাস্তের বর্ণনা। উপনিষদের ভাষায় *সূর্যরশ্মিরা তখন প্রতীচী মধুনাড়ী, অমৃতরূপে পূর্ণ। এই অমৃতকে আদিতোরা বরুণের মুখ দিয়ে পান করেন। সূর্যের রূপ তখন কৃষ্ণবর্ণ। এই রহস্যোক্তির তাৎপর্য আগেও বলেছি সূর্যাস্ত মৃত্যুর রূপক। *অবিদ্বানের পক্ষে তা অস্বকার। কিন্তু বিদ্বানের পক্ষে বৈবস্বত প্রদ্যোতে উদ্ভাসিত। *এই প্রদ্যোত মৃত্যুকালীন আত্মসংহরণজনিত একটা পদুগ্ধদ্যুতি, সংহিতার ভাষায় সূর্যের হাজার কিবণ যেন তখন জমাট বেঁধে স্থির হয়ে আছে। *আপাতদৃষ্টিতে দেবতারা চেতনার কিরণগুলিকে তখন শিথিল করে দিয়েছেন। মদুমূর্খ তাই আর বহিঃসংজ্ঞা নন, কিন্তু অন্তঃসংজ্ঞা কেননা তাঁর বাক্ প্রাণ এবং মন ক্রমান্বয়ে যে-তেজে এবং তেজ যে-পবদেবতায় সমাপন বা উপসংহৃত হয় তাঁকে তিনি জানেন। সেই জানাই হল দেবদর্শনের সকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য। কেননা এ হল প্রপঞ্চোপশম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতবর্ণকে দেখা। এই বৈবস্বত মৃত্যু বা বারুণী রাত্রির নিগূঢ় অনুভব সমাধিতে বা যোগনিদ্রাতেও হতে পারে। *তখন জীবন্মুক্ত *বিনাশের ভিতর দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে সম্ভূতির দ্বারা অমৃতের অনুভব পান। অসম্ভূতি এবং সম্ভূতির সম্প্রয়োগ অদ্বৈতানুভবের সেই পরম কোটি, সেই 'একং তৎ' যার মধ্যে বারুণী চেতনার মহাশূন্যতা আচ্ছাদিত রয়েছে মিত্রের হিরণ্যচ্ছটার দ্বারা।*

তারপর আত্মবর্ণ বৃহস্পতির একটি মন্তব্য। ইনি ইন্দ্রের সঙ্গে সায়ুজ্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন ! ১৩১। একটি ইন্দ্রস্বস্তের

১৩০। ষ্ট টীম্, ৯২। *ঋতেন ঋতম্ অপিহিতং ধ্রুবং বাৎ সূর্যস্য যত্র বিন্দুগোচ্চা অস্থান, দশ শতা সহ তদুস্ তদং একং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুযাম্ অপশ্যাম্ ৫।৬২। ১। *৮ ছা মধুনিদা ৩।৩ ৮ *৮ ছা ৮।৬। ৫, ৬। *৮ বা ৮।৮। ২। *৮ ছা ৬। ১৫। *৮ মবমীষাদের দশমী দশ, (বৈবস্বত) হাল (সূর্যী), মাতারি (জেন্ নী), *ঈ ১৪। *এই হল ঋতের দ্বারা ঋতের আচ্ছাদন। তু হিবশ্ময় পাতের দ্বারা সত্যমেন আচ্ছাদন ঈ ১৫ ৮ *ঋতেন ঋতং ধ্রুবং ধাবয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পবম্ বোমন্' ঋতের দ্বারা সর্বাধার ঋতকে ধারণ করলেন তাঁরা যজ্ঞের শক্তিতে পশ্যবোম্ ৫।১৫। ২ যজ্ঞের শক্তি যজ্ঞদাতাকে নিয়ে যায় সেই পবমবোম্ যেখানে আছে মিত্রের পত যাহন্ত বিশ্বভুবনর বিসৃষ্টি, আর বরুণের ঋত যা অসম্ভূতিরূপে তার অধিষ্ঠান। যজ্ঞদাতা মিত্রের বাক্যজ্ঞাতি দিয়ে অনুভব করেন বরুণের অব্যক্তজ্ঞাতিতে, চরম সংজ্ঞান দিয়ে পরম অসংজ্ঞানকে।

[১৩১] ঋ এগা মহান্ বৃহস্পতিয়ো অথর্বা ইবোচৎ স্বাং হবম্ ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০। ১। *তদ ইদ আস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ হেযনস্গঃ, সদ্যো জজ্ঞানো নি বিণাতি শব্রন্ অনু যং বিশ্বে মদন্ত্য উম্যো ১০।১২০। ১। *আ দর্ষতে শবসা সপ্ত দানুন্ ৬। *৮ শম্বরং পর্বতেন্দু ক্ষিয়ন্তং ওজায়মানম্ অহিং দানুং শয়ানম্ ২।১২ ১১। লক্ষণীয়, দানু, পর্বতবাসী একটি অহি এবং 'শয়ান'। পর্বত পাহাড়ের ঢেউ : তু নি 'গিরি' ও 'পর্বতব' ভেদ 'গিরিঃ পর্বতঃ সমদৃগীর্ণো ভবতি, পর্বতান্ পর্বতঃ ১।২০, গিরি খাড়া উঠে যায়, তার শিখরে দেবতার অধিষ্ঠান তু, 'গিরিস্ত্যোঃ' 'গিরীক্ষাঃ' বিজু, 'গিরিশস্ত' শিব। তার খাজে খাজে বা গহবরে বৃতের বাস (তু,

গোড়াতেই ঋষি বলছেন : ‘সেই তৎস্বরূপই হচ্ছেন সকল ভুবনে জ্যেষ্ঠ, যাঁহতে জন্মালেন বজ্রতেজা দীপ্তবীৰ্য (ইন্দ্র)। জন্মের পরেই তিনি ল্যাঁটিয়ে দেন শত্রুদের, আর তাঁর উদ্দেশ্যে আনন্দে মেতে ওঠেন (তাঁর) যত পরিকর।’ ঋক্সংহিতায় ইন্দ্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। কিন্তু সেখানে বিশেষ করে ফুটেছে তাঁর ‘কৃতু’ বা প্রজ্ঞাবীৰ্যের রূপ। বৃহবধ বা অবিদ্যার আবরণ ঘোচানো তাঁর প্রধান কাজ। এই সৃষ্টিতেই ঋষি বলছেন, ‘তাঁর প্রাগোচ্ছ্বাসে (শরসা) সাতটি দানবকে (দানব্) তিনি বিদীর্ণ করেন।’ আসলে একটি দানব ‘স্বয়ং বৃহ, অথবা ‘বৃহমাতা। সাতটি দানব তারই বিভূতি। সপ্তাসিন্দু বা দিব্যপ্রাণের সাতটি ধারাকে অববুদ্ধি করা তাদের কাজ। মানুষ তখন হয় ‘সপ্তবিশ্ব’, অর্থাৎ সাতটি প্রাণ থাকতেও যেন নিঃপ্রাণ। এই অবরোধ বিদীর্ণ করে প্রাণকে মস্তুধারায় প্রবাহিত করেন ইন্দ্র। ‘ধারা তখন শতগ্রন্থি ভেদ করে অদৃশ্যসমুদ্রের উজিয়ে চলে। ধারার যেখানে শেষ অথবা যে-শক্তি ধারাকে উজান বওরায়, তার উৎস কিন্তু সেই অনিবচনীয় তৎস্বরূপ যিনি ছাপিয়ে আছেন নিখিল ভুবন।...দেবতা এখানে জনা, তাঁর জনক সেই পরম অশ্বৈত, যাঁর আখ্যা হল ‘তৎ’। [১৩২]

ঋক্সংহিতার দুটি বিশ্বকর্মসূক্তে এই তৎস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপাধি এবং বিভূতির সঙ্গে জড়িয়ে। দুটি সূক্তই সমগ্রভাবে প্রণিধানের অপেক্ষা রাখে। এখানে দ্বিতীয় সূক্তের দুটি মন্ত্রের উল্লেখ করছি : [১৩৩] ‘বিশ্বকর্মার বিচিত্র মন, অনন্য তাঁর ব্যাপ্তি; (বিশ্বেব) তিনি ধাতা এবং বিধাতা, আবার তিনিই

রলসা, বিলম্ ১।১১।৫, অপাং বিলম্ অপহিতম্ [ব্রহ্মণে] ৩২।১১।) ওইসব গহনরূপে সে শূন্য থেকে (তু যোগশাস্ত্রের ‘আশ্রয়’ বা অবতরণায় শয়ান অবিদ্যার সংস্কার আধুনিক মনস্তত্ত্বের complex) ওই আশ্রয়কে তেজস্বী দিলেই অববুদ্ধি প্রাণের মুক্তি হয় সপ্তসিন্দুর উচ্চল ধারায়, আর প্রজ্ঞার মুক্তি হয় আর্ষজ্যোতির সপ্তরশ্মিতে (ঐ ২।১১।৮, ১২।১২)। “বৃহমাতা, তু বৈশাখদর্শনের মূলাবিদ্যা (ঐ ১ ৩২।১, তু ১০ ১১, বর্ণনায় আত্ম, ইন্দ্রের বজ্রঘাতে বৃহমাতার প্রাণশক্তিই নির্জিত হল, অর বৃহ দীর্ঘতমিম্রায় ঢলে পড়ল। ‘ঐ টী ৬৭। ‘তু এতা অর্ষশস্ত্র হ্রদাং সমুচ্চাচ্ছবজ্রো ব্রহ্মপূণা নাবাক্ষে, যুতস্য ধাবা অভি চাক্ষুশীং হিরণ্যায় বেতসো মধ্য আসাম্’ এরা (নাড়ীসমুদায়ী) প্রাণের ধারাবা) জুটে চলেছে হ্রদসমুদ্র হতে শতগ্রন্থির ভিতর দিয়ে, বিপদ তাদের দেখতে পায় না, আর্ষ জ্যোতির শারাদের দিকে চেয়ে আছি, একটি হিরণ্ময় বেতস তাদের মধ্যে ৪।৫।৮।৫ ‘বেতস’ নল, খাগড়া, সোমপ্রবাহিণী সূর্যমণ্ডলার প্রতীক। তু ছা ৮।৬ ৬। তু শৌ যে বেতসং হিরণ্যায় তিষ্ঠন্তং সালিলে বেদ, স বৈ গৃহাঃ প্রজাপতিঃ ১০।৭।৪১।।

[১৩২] এই প্রসঙ্গে তু উপনিষদে ইন্দ্র ও ব্রহ্মের সম্পর্ক ‘ঐ এবং কোতে ইন্দ্রই পবনদেবতা বা ব্রহ্ম (ঐ ১।৫ ১৩ ১৪, কো ৩ ১)। কিন্তু কে এবং তেতে ইন্দ্রের উজানে ব্রহ্ম (কে ৪।৩; তে ২।৮)। বৃহস্পতির দর্শনে দেখি দুটি ভাবনার সমন্বয় (১০।১২০।৯ এবং ১।১)।

[১৩৩] বিশ্বকর্মার বিমনা ইন্দ্ৰ বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত্তম সংদক, ত্রেমাম ইন্টানি সম্ ইয়া মদন্তি যত্র সপ্তরশ্মিনঃ পর একম্ আহুঃ ১০।৮২।২। ‘এটি পূর্বাঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে ব্রহ্মের আখ্যানে (ঐ ভা ৪।৮ ৯, উপাখ্যানের নামগুলি ব্যঞ্জনাধঃ ‘প্রসবত’ ধার্মিক, ‘উত্তানপাদ’ যোগী, উত্তানপাদের এক রাণী ‘সুবৃচি’ সুন্দরী, তাঁর ছেলে ‘উত্তম’ বটে, কিন্তু আরেক রাণী ‘সুনীতি’, তাঁরই ছেলে ‘সুবৃচি’। ‘ঋ সপ্ত আপঃ ৮।৯৬।১, ১০।১০৪।৮ (সিন্দুরূপে ১।৩২।১২ ৩৫।৮, ১০২ ২ ১২২ ৩, ১২, ৪।২৮।১, ৮।২৪ ২৭, ৯।৬৬ ৬, ১০।৪৩।৩), সপ্ত ধাম’ ১।২২ ১৬, ৪।৭।৫, ৯।১০২।২, ১০।১২২।৩। ‘তু কামস্ ভদ্র অগ্রে সমরতর্জাযি মনসো বেতঃ প্রথমং’ যদু আসীৎ ১০।১২৯।৪; ব্রহ্মের প্রিয়া ‘মানসী’ কো ১।৩। ‘ঐ ১০।৯০ ১, ৮১ ৩, প্রথমজদ্ অবরী আ বিরেশ ১। ‘তু ন সংদশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কন্ চনৈনম্ ক. ২।৩।৯, ঋ. ৪।২০।

পরম সম্যক্-দর্শন; বিশ্বব্জবনের সকল এষণা চরিতার্থতায় মেতে আছে (সেইখানে), যেখানে (ধীরেরা) বলেন সেই একের কথা যিনি সপ্তর্ষির ওপারে।'...অধিভূতদৃষ্টিতে সপ্তর্ষি এখানে প্রসিদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডল। 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' আর্বাতিত হয়, কিন্তু যে-ধ্রুব যে-ভা বিধৃত, তা স্থির থাকে। এই ভাবটি পরের একটি মন্ত্বেও পাব। এই ধ্রুবকে বলা যেতে পারে 'একং সৎ', যাঁথেকে প্রসূত হয়েছে 'সপ্ত' 'আপঃ' বা 'ধাম'। এইসমস্ত ধামের তিনি 'ধাতা' সমষ্টিতে, এবং 'বিধাতা' ব্যষ্টিতে অর্থাৎ বিচিত্র রূপায়ণে। এই রূপায়ণের সাধন হল তাঁর মন, যার ঐশ্বর্যের সীমা নাই।^{১০} আবার তাঁর আশ্র-বিভূতির বৈচিত্র্যকে তিনি 'আবৃত' করে আছেন এক হয়ে। এই সম্ভূতিতে তাঁর একটি দর্শন, যখন রূপে-রূপে দেখি তাঁর প্রতিরূপ এ-দেখা উপর হতে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখা।^{১১} কিন্তু তাঁর আরেকটি দর্শন হচ্ছে পরম বা সর্বোত্তম, যাঁতে তাঁর সর্বাভীত অনিবচনীয়তার পরিচয়। এই দর্শনই তাঁর 'পরমা সংদক্'-সবার উজ্জানে সেই দেখা যাকে ছাপিয়ে আর-কিছুই নাই। এইখানেই তাঁকে খোঁজার শেষ, পাওয়ারও শেষ। 'একং' এখানে সেই 'তৎ' যাঁতে সৎ এবং বিভূতি বিধৃত।^{১২}

এই সূক্তেরই আবেকটি মন্ত্বে আছে : [১৩৪] 'সেই প্রথম ভ্রূগকে ধারণ করলেন অপ্-এরা, যাঁর মধ্যে বিশ্বদেবেরা হলেন সঙ্গত; অজ্ঞের নাড়িতে অর্পিত হলেন এক, যাঁর মধ্যে রইল বিশ্বভুবন।'...এই প্রথম 'গর্ভ' বা ভ্রূগ হলেন হিরণ্যগর্ভ।^{১৩} এর আগের মন্ত্ৰটিতে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে, 'গর্ভেই দ্বালোক ছাপিয়ে এই পৃথিবী ছাপিয়ে দেবতা আর অসুরদের ছাপিয়ে যা আছে, সে কোন প্রথম ভ্রূগ যাঁকে অপ্-এরা ধারণ কবলেন, যাঁর মধ্যে বিশ্বদেবেরা চেয়ে দেখলেন পরস্পরকে?' এই মন্ত্ৰটিতে তার জবাব। দুটি মন্ত্ৰ মিলিয়ে তত্ত্বের এই বিন্যাস পাওয়া যায় : সব ছাপিয়ে

[১৩৪] অ. তম্ ইন্ গর্ভং প্রথমং নম্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিধে, অজসা নাভাব্ অধা একম্ অর্পিতম্ যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবানি তক্ষুঃ ১০।৮২.৬। ১৮ হিরণ্যগর্ভস্ ১০।১২১। তার প্রথমেই আছে 'হিরণ্যগর্ভঃ সম্ অবর্ততাগ্রে ভূতসা জাতঃ পতিত্ এক আসীৎ'। হিরণ্যগর্ভই সব ছোয়ে বর্তমান ছিলেন সবার আগে, জাত হয়ে তিনি হলেন ভূতের একমাত্র ঐশ্বর। লক্ষণীয়, তিনি 'জাত' হন অর্থাৎ ভূত বা জড়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন (তু ক ২।১।৭), কিন্তু তাই পরেই হন ভূতের ঐশ্বর্য। এটি চৈতন্যের স্বধর্ম। সহজভাবে এটিকে স্বীকার করে নিলে আধুনিক দর্শনে জড়বার আর চিদ্বাদের দ্বন্দ্ব মিটে যায়। প্রাকৃত দৃষ্টিতে আগে জড়, তারপর তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব। কিন্তু আবির্ভূত চৈতন্য জড়ের প্রশাস্তা হলেই তার সার্থকতা। এই প্রশাসনে চৈতন্যের যে উন্মেষ ঘটে, তার চরম পর্বে 'অনুভূত' হয়—চৈতন্যই প্রাগ্ভাবী। বৈদিকদর্শন জড় আর চৈতন্যের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিয়েছে এইভাবে। সমগ্র সূক্তটিই প্র। ১ পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দৈতেভিস্ অসুরৈব্ যদ অশ্বি, কং শ্বিদ্ গর্ভং প্রথমং নম্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশান্ত বিধে ৫। ১ নামান্তর উপনিষদে 'বিনাশ' 'অসংজ্ঞা' 'পরঃকৃতা' : ব্রাহ্মণ 'বারুণী রাতি' : সংহিতায় বরুণের 'শূন' (শূন্যতা) 'মাতীশ্বে' 'অসৎ'। ১ সব ছাপিয়ে গেলে কি আর থাকে, অথচ কিছু যেন থাকেই - 'পদো যদ্ অশ্বি'র এই তাৎপর্ষ্য। ১ তু 'অসুত্রে সূত্রে' রজস্ নিয়ন্ত্রে যে ভূতানি সমকৃ-ক্ ইমানি—অনালোকিত এবং আলোকিত রজঃ প্রতিষ্ঠিত হলে পর তাঁরা রূপ দিলেন এই ভূতদের ১০।৮২।৪। অসুত্ অসুত্ (< 'স্বব' আলো, তু অসুত্ নাম তে লোকো অজ্ঞেন তমসাবৃতঃ সৈ ৩।। একাদিকে অন্ধ তমঃ, আরেকদিকে সৌরদীপ্ত, দুয়ের মধ্যে 'রজঃ'র বস্তুজটা। সাংখ্যের ত্রিগুণবাদ এই থেকে এসেছে। প্র বেমী ১৪১^{২২}। এই রজঃই সংহিতায় লোক বা ভূতের আশ্রয়স্থান। ১ তু গৌরীর্ মিমায় 'সলিলানি' তক্ষতী ১।১৬৪.৪১ (আরও তু সন্দির আদিত্যে 'অপ্রকৃতং সলিলম্' এবং তার মধ্যে 'তপঃশক্তি ১০।১২১।২, ১১০।১।) ১ তু অর্বাণ্ দেবা অস্য ব্রিসজ্ঞানেন ১০।১২১.৬। ১ তু 'অন্যদ্ যদ্দ্যাকম্ অন্তরং বভূব'—আর-কেউ তোমাদের মধ্যে রয়েছে ১০।৮২।৭।

রয়েছেন যিনি তিনি অজ্ঞ, তিনি জন্মান না। উপনিষদের ভাষায় তিনি 'অসম্ভূতি'।^১ তাঁকে 'অস্মিত' বা 'আছেন এও বলা চলে না। অথচ তিনিই সর্বকিছুর সম্ভূতি।^২ তাঁর 'নাভি' বা শক্তিকূট যেখানে, সেইখানে আছেন 'একম্' বা 'একং সং'—আছেন 'অর্পিত' বা সংহত হয়ে, যেমন চক্রে শলাকারা সংহত হয় এসে তার নাভিতে। এই 'একং সং' বিসৃষ্টির মূলে।^৩ বিসৃষ্টি হয় ভুবনে ভুবনে—যার এক প্রান্ত দুলোক, আরেক প্রান্ত ভুলোক। এখন বিশ্বভুবনে চলে দেবাসুর বা আলো-আঁধারের স্ফন্দ। সৃষ্টি থেকে অসুবকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু তবুও পারম্য (absoluteness) আছে দেবতারই, অসুরের নয়। দেবতারা সেই প্রথম স্র্গ বা হিরণ্যগর্ভেরই বিভূতি, বিসৃষ্টির আদিতে তাঁর সংগে সংগত এবং তাঁর চেতনায় সচেতন। দেবতাময় এই যে 'একং সং', তাঁর আধার হলেন 'একং তৎ', যিনি অজ্ঞ কিন্তু অশঙ্ক নন।^৪ অপ্ বা অব্যাকৃত কারণসলিল হল তাঁর শক্তি। সেই শক্তির প্রবহন হল "বিসর্জন" বা বিসৃষ্টি—সং হতে বিশ্বদেবতার এবং বিশ্বভুবনের।^৫ এই পরম সন্তাই আমাদের অন্তর্যামী। এমনি করে এক অনিবর্তনীয় তৎস্বরূপ হতে সন্তা এবং চেতনোর প্রবাহ নেমে এসেছে ভূতে-ভূতে।

তারপর বৈশ্বামিত্র প্রজাপতির একটি মন্ত্র : ১৩৫। 'ছয়টি ভাবকে (সেই) এক অচল থেকে বহন করছেন; ঋতের তুঙ্গতম নিবর্তনের দিকে চলেছে গোষাধেয়া; তিনটি মহাভূমি একের পর এক রয়েছে সব ছাপিয়ে; দুটি গৃহাহিত, দেখা যাচ্ছে একটিকে। ...ছয়টি 'ভার' ছয়টি লোক বা মহাভূমি, 'তাদের কথা আগে বলা হয়েছে। বহুর মেলাকে এরা বহন করছে বলে এদের বলা হচ্ছে 'ভার'।^৬ আবার এই বহুকে বহন করছেন সেই এক। এদের পরিণাম আছে, এরা চলছে; কিন্তু তিনি অপরিণামী, তিনি অচল। ছয়টি লোক তাঁরই বিসৃষ্টি^৭ আদিভ্রামণ্ডল হতে নিবর্তিত রশ্মিমালার

[১৩৫] ঋ ষড়্ ভায়া একো অচরন বিভর্তা ঋতং রশ্মস্তম্ উপ গাব আগুঃ তিস্রো মাতীর্ উপবাস্ তস্মাব্ অতঃ গৃহা দ্বৈ নীহতে দর্শ্য একা ও ৫৬।২। পদপাঠে 'অতঃ' ঘোড়কীরা; (colours এর প্রস্ফাবিত পদবিচ্ছেদ 'অতি আ' (ছাপিয়ে) বিবেচ্য। বেষ্টিতমাধবের ব্যাখ্যা 'গমন শব্দভাষ্য'—গতি তাহলে উজ্জনের দিকে, সাধারণ ব্যাখ্যা 'আগম্যপাশ্বধর্মোপেতাঃ' গৃহাহীতির সঙ্গে আপ খায় না। মাধব এবং সাধারণ 'এক' বলতে বুঝেছেন আদিভ্রামণ্য সংবৎসর, 'দ্বয়' বলতে দ্বয় ঋতু কিন্তু ভারকে ভূমি অর্থে গ্রহণ করলেই পূর্ণাপন সম্ভবিত থাকে। ছয়টি ভূমির কথা সংহিতায় আরও আছে। অশ্বিনীদেবতাদ্বন্দ্বিতে 'এক' আদিত্য নিশ্চয়ই। অচর আদিত্য উদয়াস্তহীন চ ছা ও ১১।২২। ৫ চ টী ১২৫২, ২ ভ্রিয়তে এয ইতি ভাবাঃ (সারণ)। ভূমিরা বহন করে ভূতামাদেক, ভূমিদেব বহন করছেন (বিভর্তা) সেই এক। তবে 'ভারান্ বিভর্তা' এই পদগুচ্চে ধাত্বর্গক কর্মের উদাহরণস্বরূপও নেওয়া চলে ৫ গাবঃ রশ্মিরা (নিঘ ১।৬), 'রশ্মস্তম্ ঋতম্' অনাত ঋতস্য সদনম্, 'ঋতস্য যোনিঃ', 'রশ্মস্ত' তুঙ্গতম, কিন্তু ১ নয' হতে ব্যাৎপতি ধরলে নিবর্তনের বাক্যনা আছে (তু 'বশ্ম' মাথার উপরেব আকাশ যা থেকে বাঁসি করে, রশ্মস্তং দ্যাম্ ইরোপরি ও ১৩১।১৫)। ৬ তু ক ১ ও ১২। প্রথম দর্শন আদিত্যেব, তিনি 'মহঃ' বা চতুর্থী^৮ ব্যাকৃতি (ট্টউ ১।৫।২) ৭ দনের পর রাত্রে, সংজ্ঞানের পর অসংজ্ঞান কিন্তু সেই 'বাঠী রাখাঃ'—চোখ মেলে চাইলেন ১০ ১২৭ ১ ৫ চ নি ১১।৩০, ৩১ 'রাকা' উত্তরা পৌর্ণমাসী (ঋ ২।৩২।৪, ৫, < ১ রা দান করা, তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্যের পূর্ণতা, তাই দেবীপক্ষের অস্তে লক্ষ্যপূর্ণিমা।) 'কুহু' উত্তরা অমাবস্যা। ৮ 'কহর', এটি নক্ষত্রলোক, ঋতে তাঁর জায়গায় আছেন 'গৃহ্ণঃ' (২।৩২।৮), অর্ধ 'নিবর্তক' (তু হিহদী 'গৃহ্ণা' বোবা < ফারসী 'গৃহ্ণ', ঋতেও দর্শ্য 'গৃহ্ণ সিনীবালী' অমাবস্যা, আর 'রাক সপ্তম্বতী' পূর্ণিমায়, তু সপ্তম্বতীর আদিত্যে রাগিস্ত (কালো), আর অস্ত্রে বাক্সুস্ত (আলো)। ঋতে 'গৃহ্ণ' একটি জনপদেরও নাম (১০।৪৮।৮)।

মত। তাঁথেকে উৎসারিত হয়ে আবার তারা তাঁরই মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এই উজান-ভাটাই বিশ্বব্যাপী ঋতের ছন্দ, যার উৎস সেই পরম এক যার মধ্যে সমস্ত গতি স্তব্ধ হয়ে আছে। আমাদের অভীপ্সা উদ্ভবপ্রোতা, চলেছে লোক হতে লোকান্তরের দিকে। তারই প্রবেগে অপার্থিব লোকের আমরা আভাস পাই, এই তিনটি পৃথিবীর উজানে জাগে আর তিনটি দুলোকের চিন্ময় কম্পন। অগ্ন্য বৃক্ষের আলোকে তার একটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি পুঞ্জদ্যুতি আদিত্যের প্রভাস্বরভায়।^১ কিন্তু তার পর আর দৃষ্টি চলে না। তবুও বোধ থাকে। সে-বোধ যেন অনালোকের আলো, 'বারুণী রাত্রির অন্তরাবৃত্ত চক্ষুর কনীনিকা। তাতে ফোটে 'রাকার আলো, আবার তাকেও ছাপিয়ে কুহর অবাস্ত দ্যুতির বিকিরণিক। তারও উজানে 'পরমং তদ্ একম্' যিনি এসবার ভর্তা।। লোকসংস্থানের পরম্পরা উজিয়ে এমনি করে পেলাম সেই তৎস্বরূপের পরিচয়, যিনি যুগপৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্বভাবন।

সবার শেষে বৈশ্বামিত্র প্রজাপতির একটি বৈশ্বদেবসূক্তের ধূরাতে পাই : [১৩৬। 'দেবতাদের মহৎ যে-অসুরস্ব তা একই।' Geldner লক্ষ্য করেছেন, সমস্তটি সূক্ত সন্দ্বাভাষায় রচিত', প্রায়শ দেবতা অনিবৃত্ত 'বিশিষ্ট দেবতারা সেই অনিরুদ্ধের বিভূতি। যে-কোনও দেবতাকে ধরে ভাবনা যখন উজান বইতে থাকে, তখন তা গিয়ে অবশেষে পৌঁছয় 'অসুরস্বের' সেই মহিমায় যা স্বরূপত অস্বয়। এই অসুরস্ব কি, তা নিয়ে বিস্কৃত বিচার পরে করব এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলে রাখি, ঋকসংহিতায় অসুর প্রধানত দেবতার সংজ্ঞা। সেখানে বিশেষ করে অসুর হলেন ববুগ, যাকে আমরা পেয়েছি শূন্যতার দেবতারূপে। ববুগপুত্রির দিক দিয়ে অসুর বোঝায় প্রাণোচ্ছলতাকে, শক্তির বিকিরণকে; কিন্তু তার মূলে অনিরুদ্ধের বাঞ্ছনা খুবই স্পষ্ট। দেবতাদের অসুরস্ব তাহলে তাঁদের মৌল অনিবচনীয়তার সেই মহিমা যেখানে তাঁরা সবাই এক। এই অসুরস্ব দ্যোতিত করছে সেই 'একং তৎকে।

এই পর্যায়ের মন্তগুলির আলোচনা এখানেই শেষ হল।

দেখলাম, বৈদিক ভাবনায় দেবতা এক। বিশ্বভাবনরূপে তিনি সং এবং বিশ্বেত্তীর্ণরূপে তৎ। তাঁর 'তৎস্বরূপ অসংকল্প। এই অসংএর সংকর্ষণ অতি মাত্রায় প্রবল হলে যে অনুভব জাগে, তার পরিচয় পাই ঋকসংহিতার নাসদীয়সূক্তে। তার প্রথমেই বলা হচ্ছে [১৩৭। 'না অসং ছিল না সং ছিল তখন, না ছিল কোনও লোক (বজঃ), না ছিল পরম বোম (বলা হয়) থাকে।', চতুর্থ এখানে উজান বয়ে চলেছে। ছয়টি 'বজঃ' বা মহাভূমি সে পার হয়ে গেল।^২ লোকসংস্থান নিঃশেষিত। আছে শুধু 'পরম বোমের অক্ষর শূন্যতা, সেই অসংকল্প অনিবচনীয়তা আরেকটা

[১৩৬। ঋ অসদং দেবনাম অসংকল্প একম্ ৩।৫৫। *Der Rigveda*, সঙ্কল্পমকা।

^২ অনিবৃত্ত দেবতা ব্রাহ্মণে 'প্রজপতিঃ'। ঐরা ৩।৩০ ৬।২৮, 'বজঃ' ৬ ২১।

[১৩৭। ঋ নাসদং আসনং নো সদং আসসিৎ তদানীং নাসদং বজো নো বোম্য পসো যৎ ১০।১২৯ ১।^১ তু ১।১৬৪।৬।^২ তু ১।১৬৪।৩৯।^৩ মূল ট্র। মননোং সত্যকং হবে এই আশায্য এখানে শুধু একটা স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেওয়া হল 'সত্যো বদ্ধম্ অসতি নিরু অরিমদন্ হৃদি প্রতীয়া করয়ো মনীষা ১০।১২৯।৪।

ধাক্কায় তাও থাকল না।... সৎ নাই, অসৎও নাই। রাত্রি নাই, দিন নাই। মৃত্যু নাই, অমৃত নাই। অন্ধকারকেও নিগূহিত করে রয়েছে এক অন্ধকার। এক গহন গভীরের অনূভব : সে কী? কে তাকে জেনেছে, কেই-বা তার কথা বলবে? প্রচৈতন্য নাই, অথচ জলের স্রোতের মত কি যেন সরে-সরে যাচ্ছে। বাতাস নাই, অথচ আত্মস্থ সেই এক যেন নিঃশ্বাস ফেলল। পরমব্যোম তবুও বৃষ্টি আছে। সেখানে কেউ বৃষ্টি চেয়ে-চেয়ে কিছুর দেখেছে। কিন্তু জানছে কি, না জানছে না? কোথা থেকে কি এল? সে করল কি, না করেনি?... অশ্বৈতভাবনার পরম কোটি যেন এক লোকান্তর নীহারিকার অন্ধতামিস্রে হারিয়ে গেল। জানা গেল, সকল জানা ফুরিয়ে যায় যখন, সেই জানাই পরম জানা। এবং পরম পাওরা। “তেমনি করে পেতে পারেন কেবল মরমী কবিরাই- মনের উজান ঠেলে আঁতিপাতি করে শূর্য হযেছিল যাঁদের এষণা এবং যার পর্য্যবসান হল হৃদয়ে। সেইখানে তাঁরা দেখলেন, অসৎএর বোঁটায় ফুটে আছে সৎএর ফুল। এইটুকুই জানা যায় বা বলা যায়। কিন্তু তা-ই সব নয়।.. অশ্বৈত ভাবনার পরম রহস্যকে এমন রূপ বৃষ্টি পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারেনি। [১০৮]

বৈদিক অশ্বৈতবাদের স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা আলোচনা আপাতত এইখানে শেষ হল। দেখলাম, সৈমিতিক একদেববাদের মাপকাঠিতে বৈদিক অশ্বৈতবাদের বিচার করতে যাওয়া একটা মারাত্মক ভুল, কেননা দুয়ের প্রকৃতি গোড়া থেকেই একেবারে আলাদা। একটি বহুকে বাদ দিয়ে চলে, আরেকটি চলে বহুকে নিয়েই। একটি জোর দেয় কেবল আন্তর প্রত্যক্ষের উপর, আরেকটি বাহ্য প্রত্যক্ষকেও তার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। বৈদিক পরমদেবতা শূর্য্য বিশ্বের ধাতা নন—তিনিই বিশ্বরূপ, আবার অরূপও; দেবতার ভাবনায় তাঁর সাযুজ্যলাভ করে মানুষও দেবতা হতে পারে। এই দুটি ভাবনাই বেদে অনন্যসাধারণ। দার্শনিক চিন্তায় তার পরিণাম কি দাঁড়াল, তার আলোচনা পরে করব।

দেবতা যেমন স্বরূপত এক, তেমনি বিভূতিতে বহু। এই বহু দেবতার সংখ্যা কত? এসম্পর্কে যাক্সবস্কোর যা মত, তা প্রসঙ্গের প্রথমেই উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে তেঁরিশ জন দেবতার কথা গোড়ার দিকেই আছে। ঋকসংহিতাতেও দেখি, অনেক জায়গায় দেবতার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তেঁরিশ [১৩৯] ; তার মধ্যে কোথাও-কোথাও

[১৩৮] এইসঙ্গে অনুগায় ১০।৭২, যাতে পাই অসৎ হতে সত্যের উল্লাস, অথচ অসৎ তখনও তাকে জড়িয়ে; ম্ল. ১০।৫।৭।

[১৩৯] তু ঋ পর্য্যবসন্তঃ ত্রিংশতঃ ঐশং ৫ দেবান্ ৩।৬ ৯ (সব দেবতাই পর্য্যবসন্ত কিনা সম্ভবতঃ), ৮।২৮।১, ৩০।২ । ২য় একাদশাং: ৮ ৫৭।২, ৯।৯২।৪, তিনটি ভাগে অনুসারে দেবতার দ্বি, অপা (অপা হতে জাত) এবং পার্ণিব ৭।৩৫।১১, যে দেবতারা দ্বিরা একাদশ স্থ পরিব্রাম্ অথাৎ একাদশ স্থ, অস্তুক্ষিতো মনিনৈকাদশ স্থ ১ ১৩৯।১১, ১০।৪৯।২, ৬৫।৯ ২ত অগ্নে তান্ ত্যস্ত্রিংশতম্ আ রহ ১।৪৫।২ উপবেই আছে স্বম্ অগ্নে বসন্তে ইহ রুদ্রা আদিত্য উত যজ্ঞ জনং মনুজাতম্, লক্ষণীয়, দেবতার ‘মনুজাত’ কি না দ্বিবা মন হতে জাত, এই মন ‘মনসো রেতঃ প্রথমঃ যদ্ আসীৎ’ ১০ ১২৯।৪, মনু আমাদের আদি পিতা ১ ৮০।১৬; পুরাণে স্বাযজুব প্রজাপতি), অগ্নিঃ ঐশং একাদশা ইহ যক্ষং ৮।৩৯ ৯, ‘বিশ্বম্ দেবৈস’ ত্রিভিব্ একাদশৈঃ সোমং পিবতম্ অশ্বিনা ৩৫।৩ (অগ্নি যেমন পৃথিবীস্থান দেবতাদের আদি, অশ্বিনয় তেমনি দুস্থান

তেত্রিশকে 'সমান তিন ভাগ করা হয়েছে, তখন দেবতাদের স্থান যথাক্রমে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং দুলোকে আবার দেখা যায়, বিশিষ্ট কোনও দেবতা এই তেত্রিশ-জনের নেতা: 'তখন তাঁরা স্পষ্টত 'একের' বিভূতি এবং নামক দেবতা এই বিভূতির উপলব্ধির সাধন। একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে, 'তিন হাজার তিন শ' ত্রিশ এবং নয় জন দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করছিলেন।' অগ্নিই তাহলে এখানে "একদেব এবং তিন হাজার তিন শ" উনচল্লিশ জন দেবতা তাঁরই বিভূতি। নয়কে তিন ভাগ করলে সংখ্যার বিন্যাস দাঁড়ায় তিন হাজার তিন, তিন শ তিন এবং তিন দশ তিন। মনে হয়, প্রধান দেবতা তিন জন পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দুলোকে এই তিনটি ভূমির অনুরোধে। তার পর তাঁদের বিভূতিকে পরপর তিনবার দশগুণিত করা হয়েছে 'যথাক্রমে প্রাণ মন ও বিজ্ঞানের ভূমিতে ঐশ্বর্যের রূপোপচিত বৈচিত্র্য বোঝাতে। তাথেকে এই সূচিত হয়, আসলে একই দেবতা,* কিন্তু চেতনার বিভিন্ন স্তরে তাঁর বহুধা প্রকাশ।

আবার দেবতা বাকের বিভূতি, মন্ত্রই দেবতার শরীর। ১৪০। মন্ত্র ছন্দোময়। অতএব ছন্দের অক্ষরসংখ্যার সঙ্গে দেবতার সংখ্যার একটা মিল থাকবে। ব্রাহ্মণে তেত্রিশ সংখ্যাকে এই ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদের তিনটি প্রধান ছন্দ— গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ এবং জগতী। তাদের প্রত্যেক পাদে যথাক্রমে অক্ষরসংখ্যা হল আট, এগার এবং বাবো। তাথেকে এলেন বসুগণ বৃদ্ধগণ এবং আদিত্যগণ। মোটের উপর পাওয়া

দেবতাদের, অংক (বাক্) বৃদ্ধিতা বসুভিঃ চরাম্ অংক্ আদিত্যৈর্ উত বিশ্বদেবৈর্ ১০।১২৫। ১। ৩৩টি শতা দ্বী সংখ্যাং অগ্নিঃ ত্রিংশচ্ চ দেবো নব চাসপসন্ ৩।১৯। (১০ ৫২।৬, এখানে অগ্নির সংখ্যা সৌচীক তিন জনের মধ্যে আয়োগোপন করে আছেন, দেবতারা তীক্ষ্ণ খঞ্জি বাস করতেন। "মূলে অছে, বিজ্ঞা অপখ্যন্ বহুধা তে অগ্নে জাতবৈদস্ তৎকথা দৈব একঃ - হে জাতবৈদস অগ্নি তোমার সমস্ত তনুকে বহুধা দর্শন করোছেন সেই এাদেব (১০ ৫১।১)। অগ্নি এখন প্রশ্ন করলেন, সে একদেব কোন? তনু ২।২ দেবতাদের মূখ্য ছিলেন বসু, তিনি বললেন, 'তং হা যমো অচকচ্ চিত্তভানো দশান্তবাসন্ অজিতোচামান্ - হে চিত্তে নু, সেই তুমাকে যম জানতে পেরেছেন দশটি অন্তরীকস্থান থেকে তুমি খুব কলকল করছিলে যখনও । সাগর বসলেন, পৃথিবী অর্ধবাক্ দুলোকে অগ্নি নাম্ আদিত্য অপ্ তস্মি কনস্পতি এবং প্রাণশরীর এই দশটিতে অগ্নি নিগড় হয়ে বাস করতেন অর্থাৎ অগ্নি আছেন বিজ্ঞময়। অন্যত্র বলা হচ্ছে, তিনি আছেন 'পদে পরমো' অর্থাৎ পরমবোম্ (১।৭২ দ। ১। সু-বং যম বা বৈবস্বত্ মতু জাতা এক তাঁর দর্শন পাবে - অগ্নিতে চিত্তভানোর সূচনা বলে তিনি 'সৌচীক', তিনি বিজ্ঞাক্ষমাদী, দেবতারা তাঁকেই খঞ্জতেন অতএব তিনি একদেব। সূচনার পরিস্থান বৈবস্বত্ মতুতে বা যমে, তিনিও একদেব অর্থাৎ 'একং সম' একদিকে অগ্নি, আবার - একে যম (হু ১ ১৩৬।১৬)। 'প্রাণকে বোঝাতে 'দশ' (হু ব। ৩।১।৭, শহস্র শতবর্ষী শাহস্রায় পৃথ্বীকে বোঝাতে 'শত' (ঐরা ৬।২), আর পরম, ভূমি বা সনকে বোঝাতে 'সহস্র' (ঐ ১৬।১২, শ ৩।৩ ৩।৮ শ ৪।৬।১৫।) *জু. রৌ দেবানো নামধা এক এব ১০।৪২।৩।

(১৫০। জু বাক্ সংজ ১০।১২৫, বাক্ বৈ বিবাত্ শ ৩ ৫ ১।৩৪, বাক্ বৈ প্রজাপতিঃ ৫।১।৫।৬ (১।৬।৩।২৭), বাক্ এর দেকাঃ ১৮।১।৩।১৩; দ্র টী ৬৯। ২দ্যাবাপৃথিবী শ ৪।৭।৭।২, ৫ ১ ২।১৩, ৩।৪।২৩ (গণের ভাষ্য আছে); হন্দ প্রজাপতি শ ১১ ৬।৩।৪, ৫ (এটি বর অনু্যপ ৩।১।১১) জু তৈরা ২ ৮।৮ ১০ বসুভিঃ প্রজাপতি ঐরা ১।১০, ২।১৮, ৩৭। দ্রোণে অক্ষরের বিশিষ্ট চন্দ্রের সঙ্গে সত্য দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ ঐরা ১।১০, ২ ৩৭। দ্রুহিঃজন দেবতা, কিন্তু নাম নাই (ঐরা ৬।২, ৮।৪।১১, ১০ ১।১৬, ১২ ১৩ ২৬, ১৭ ১।১৭) ; তৈরা ১।২।২।৫, ৮।৭, ২ ৭।১ ৩ ৬। ঐরা আবার ভাগ করতেন সোমাদি দেবতা তেত্রিশ জন কিন্তু আরও তেত্রিশ ন আছেন যারা অসংখ্য, তাঁদের রূপি পশুতে, তাঁরা এগাবজন করে প্রমজ্ঞ অন্বাজ এবং ওপমজ দেবতা (২।১৮)। ২ দ্র শ ৪।৫।৭ ২, তা ১০।১।১৬, ১২।১৩।২৪; তৈরা ১।৮।৭।১, ২।৭।১।৪ ।

গেল একগ্রিশ জন দেবতা! আর দুটি দেবতার বন্ধনীর মধ্যে এঁদের স্থাপন করলেই দেবতার সংখ্যা হয় ত্রৈগ্রিশ। ব্রাহ্মণে তাই করা হয়েছে। কিন্তু বন্ধনীর দেবতার সংখ্যায় এক নন। কোথাও তাঁরা দাব্যাপৃথিবী, কোথাও ইন্দ্র-প্রজাপতি, কোথাও বশট্কার প্রজাপতি।^১ যেখানে দাব্যাপৃথিবীর বন্ধনী, সেখানে প্রজাপতি চতুঃসংখ্য।^২

আদিত্য রুদ্র এবং বসুদের তিনটি গণ আর দাব্যাপৃথিবী এই নিয়ে দেবতা তৈরিগণ, এ-ভাবনা খুব প্রাচীন, ঋকসংহিতাতেও তার উল্লেখ আছে। একসঙ্গে তিনটি গণের উল্লেখ সেখানে অনেকজায়গায় পাওয়া যায় ১৪১, গোড়ায় আদিত্য সাতজন, ‘উপনিষদের ভাষায় তাঁদের বলা যায় সদব্রহ্ম। আর মার্ত্যান্ড বা অসদব্রহ্মকে নিয়ে তাঁরা আটজন। বস্তুত এঁরা সবাই সূর্য। সূর্য একটি ‘স্বাদশার’ চক্র অথবা তিনি ‘স্বাদশাকৃতি’ পিতা। অর বা আকৃতি হল মাস। তাথেকে স্বাদশ আদিত্য। এই সংখ্যাটি মেলে কালদৃষ্টিতে, আর আগের সংখ্যাটি ভাবদৃষ্টিতে। ব্রাহ্মণে অধিজ্যোতিষ ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে বলা হয় ‘সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ’।^৩ তার স্বাদশ ভাগ থেকে স্বাদশ আদিত্য। আদিত্যগণের সংখ্যার মূল এই। মরুদগণ অন্তর্বিষ্কম্পন দেবতা এবং ‘তাঁরা ‘রুদ্রিয়’ বা রুদ্রপুত্র। যেখানে ‘অপস্মিক্শে’ (দিবজলনিবাসী) এগারজন দেবতার কথা আছে, ‘তাঁরা সেখানে এগারজন রুদ্র হতে পারেন। রুদ্রগণের সংখ্যার সূচনা তাহলে সংহিতাতেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গোল বাধে বসুগণের সংখ্যা নিয়ে। এ’রা যদি পৃথিবীস্থান দেবতা বা অগ্নির বিভূতি হন, তাহলে অগ্নির ছন্দ গায়ত্রীর প্রতি পাদের অক্ষরসংখ্যা থেকে তাঁদের সংখ্যা আট হতে পারে। ব্রাহ্মণেও এই সংখ্যা দেওয়া আছে। কিন্তু ঋকসংহিতায় তৈরিগণকে সেখানে সমানে তিন ভাগ করা হয়েছে, সেখানে পৃথিবীস্থান দেবতার সংখ্যা হয় এগার। তাহলে এই সংখ্যাটি কি করে পাওয়া যায়? সংহিতায় দেখা যায় ইন্দ্র বসুগণের নেতা,^৪ অর্থাৎ তিনিও তাঁদের একজন অথবা বাসব’ বারজন আদিত্য থেকে ইন্দ্রকে বাদ দিলে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় এগার। আর দাব্যাপৃথিবীকে এবং ইন্দ্রকে বসুগণের সঙ্গে জুড়ে দিলে, তাঁদের সংখ্যাও হয় এগার। গোড়ায় এমন-একটা পরি কল্পনা থাকা অসম্ভব নয়, বিশেষত ব্রাহ্মণোক্ত গণ ও সংখ্যার বিভাগ যখন সংহিতাতেই পাচ্ছি।^৫ বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবতাবিভাগ ব্রাহ্মণের অনুব প, অধিকন্তু গণ-বিভাগের সেখানে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বসুরা সেখানে আধাবশক্তি,

১৪১। অ আদিত্যাস্তা বসুঃ সূর্য্যো দ্যাবাক্ষ্যাদা পৃথিবী অস্থবিষ্কম্ ৩ ৮ ৮ অথং
‘দ্যাবাক্ষ্যাদা’ দ্যাবাপৃথিবীস্থ দেবতা, এবপব দ্যাবতাদের লোকের ঠাকুর, তিনটি লোকের মধ্যে
দ্যাবলোক উহা, দ্যাবাক্ষ্যাদা হতে হান অনুব্রি মলত হব তিনটি গণ ১৪৫ ১, ২ ৩১।১
৩।২০।৫, ৭।১০।৫, ৩৫।৬, ১৭, ৮।৩৫।১, ১০।৬৬।৩, ৫, ১২, ১২৫।১, ১২৮।১
১৫০ ১ । ২২ ১৭ ১, দেবা আদিত্যাস্তা সো সপ্ত ১ ১১৪।৩, অস্তী পূর্য্যাদা অদিত্যঃ সপ্তবিঃ
পূর্য্যে অদিত্য উপ প্রৈঃ পূর্য্যঃ যোগম প্রজাপতি মতাল হুৎ পূর্য্য মার্ত্যান্ডম অধবৎ
১০।৭২ ৮ ১ ২ ১ ১৬৫ ১১ ১২, ৩ ১ ১ ২ ১৭ ৩ ১০ ৩ ৬ ৭ ১২ ৫ ১২,
২ ২ ১৩ ৫ ‘গজঃ প্রজাপতিঃ’ ৩ ১ ৭ ১০ ১০ । ১৫ ৫৭ ৭ আদিত্যাস্তা বসুঃ পূর্য্যাস্তা
৬ ৬২।৮, ৭।১৬ ২২ । ১১ ১৩৯।১১। ইন্দ্রঃ নো অগ্নঃ বসুঃ পূর্য্যঃ রুদ্রঃ অ
বসু বসুভ্যম্ আদিত্যঃ অদিত্যঃ বিশ্বকাম্যাস্তা ৭।১০ ৫ শং ন ইন্দ্রা বসুভ্যঃ দেবা অস্ত
৩৫।১৩ ইন্দ্রে বসুভ্যঃ পূর্য্যাস্তা ১০।৬৬ ৩ ৭ ৩।৮ ৮ । ৩১।২ ৬ মল
সেতাল জায়গা আছে রুদ্রা বিষ্ণু তিনি আদিত্য ঠাকুর অথবা সংহিতার সেমা ৩ ৮ ৮ দেবা
আদিত্যাস্তা সো সপ্ত তৈরিঃ সোমাদি ব্রহ্ম নঃ ১০।১১৪।৩।

যার মধ্যে 'ইদং সৰ্বং হিতম্' এইসব নিহিত আছে। এই শাস্ত্রের একদিক লোক, আরেকদিক লোকপাল। পৃথিবী অন্তরীক্ষ দোঃ আর নক্ষত্র এই চারটি লোক, এবং যথাক্রমে অগ্নি বায়ু আদিত্য আর সোম এই চারটি লোকপাল। এই নিয়ে আটজন বসু। দশটি প্রাণ এবং আত্মাকে নিয়ে একাদশ রুদ্র। আর দ্বাদশ মাস দ্বাদশ আদিত্য বা কালচক্র। সবাইকে ছাপিয়ে ইন্দ্র-প্রজাপতি।

ইন্দ্রের একটি বিশেষণ 'শতক্রতু'। তার সঙ্গে তেতিশ সংখ্যার একটা যোগ আছে। ইন্দ্রবিরোধী বৃষ্ণের এক নাম 'শম্ভবর' 'শম্ভ'কে আবৃত করে আছে বলে। আধারে তার নিরানন্দুইটি পুর আছে। পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দ্যলোক অথবা দেহচেতনা প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনা-চেতনাব এই তিনটি ভূমির প্রত্যেকটিতে আবরিকা শস্ত্রের তেতিশটি করে পুর আছে। বিষ্ণু বা আদিত্যচেতনাকে সহায় করে ইন্দ্র এই তিন তেতিশ বা নিরানন্দুইটি পুর ভেদ করে শততম পুরের বা 'শম্ভ'এ যখন পৌঁছন, তখন তিনি শতক্রতু ১৪২। প্রত্যেক পুরকে বিদীর্ণ করে আলো ফোটাতে ইন্দ্রের একেকটি ক্রতু। এই নিরানন্দুই পুরের কথা ঋক্সংহিতার সব মণ্ডলেই আছে। সূতরাং ভাবনাটি খুব প্রাচীন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বৈদিক ভাবনায় দেবতা যেমন এক, তেমনই আবার বহু। এই বহু দেবতাকে সাধনার সৌকর্যের খাতিরে তেতিশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এই সংখ্যাকে যে আরও কমানো যায়, তা যজ্ঞবল্ক্যের বিবৃতিতেই দেখতে পাচ্ছি।

বহু দেবতা যখন একেরই বিভূতি, তখন তাঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না। ১৪৩ এইটি বোঝাতে সংহিতায় তাঁদের একটি সার্থক বিশেষণ আছে

। ১৪২। তু ঋ ইন্দ্রাবীজ্য দর্শিতা শম্ভবরস্য নব পুরো নবতিঃ চ শখিষ্ঠম্ ৭।১৯ ও ২৪ ১।৫৪।৬, ২ ১৯।৬ ৩।১২ ও ইন্দ্রের অনুপোষে 'নব' বাদ গেছে। ৪ ২৬।৩, ৫।২৯ ও, ৬।৪৭।২, ৭।১৯ ও, ৮।৯৩।২, ৯।৬২।১, ১০।১০৪ ৮ শেষের ঋক টিতে নিরানন্দুইটি জ্যোত রুদ্ধ হয়ে রয়েছে তত্তদুলি পুর।

১৪৩] বিরোধের কয়েকটি উল্লেখ ঋতে আছে ইন্দ্রের সঙ্গে ষষ্ঠার (১।৮০।১৪, ৩।৪৮।৫, তারি পিঠর ৮ ১৮ ১২), এবং উষার (২।১৫।৬, ৪।৩০।৯-১১, ১০।৭৩।৬, ১৩৮ ও। ব্যাপারগুলি স্পষ্টতই রাহাসিক, তাৎপর্য পূর্ণ বলে আলোচ্য। ৩ তু বিশ্ব সজোযসো দেবাসঃ ১।১৩১ ১ ১৩৬ ৭, ৫ ২১ ও, ৮ ২৩ ১৮ ৫৪।৩, ৯ ও ১১, ১৮ ও, ১০২ ও। সজোযসো যজম্ অবস্থ দেবাসঃ ৩৩ জন। ৩।৮ ৪ সজোযসো অধুনঃ বাবশানাঃ ২০।১, ১৪৩ ও। ২।৩১।২। জোম্ < ১ জুন্ (পুস্তককারে অপবদন কর, তু Lat *gustare* 'to taste, enjoy', Goth *kustus* 'taste', Germ *kosten* 'to taste, try', < At base **geus* to taste, choose') < সম্ (সহ, একত্রে) + ১ স্থা (থাকা) + অ অধিকরণে, সবাই একসঙ্গে থাকেন যেখানে (সমস্ত সহস্থান নি ৩।১৫)। সূতরাং মৌলিক অর্থ 'মণ্ডল', যেখানে অনেক রশ্মির বা শাস্ত্রের সমাগম। তাৎপ্যক 'ধাম, সদন' (১০।১১।১)। আধার। এই ধর্মের মধ্যে পূজ্যতাবের ব্যঙ্গনা আছে। দেবতারা যখন 'সজোযসঃ', তখন একজন যেখানে আছেন, আর সবাইও সেখানে আসছেন। চিৎশাস্ত্র-সমূহের এই অঙ্গভঙ্গি এবং সামাজ্য বৈদিক দেবতাদের বৈশিষ্ট্য। তন্দ্র-পূরণেও একটি মূল দেবতাকে ঘিরে আরবণ বা পূর্ববার দেবতাদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের মূর্তি-শিল্পেও তাব নিদর্শন মেলে—চালচিগমেত তব একটি প্রতিমা পূর্ণাঙ্গ হয়। এইটি সমস্তের ভাব। অধ্যায়দৃষ্টিতে, অনেক বাক্যস্থ ভাবন। সমগ্র যে নিদেতে তাই সমস্ত তাই দেহের চিত্তবিন্দু বা চিত্ত সমস্ত হতে পাবে। অমাত্য সোমযাগ বোনের ধারা উজান বহিলাব সমগ্র একেক সমস্ত বিশ্রাম করে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দুলোকের শানতায় ৯ ৪৮ ১, ১০৩ ২; তু ৮।১৭ ও। তু সূর্য-মণ্ডল অথে ১ ১১৫।৯, ৭।৬০।৩, পবন সমস্ত ১।১০১ ৮, ১৬৩।১৩, ৫।৪৫।৮, ১০।১৬।১০...। ৩ তু. পার্গনি ৬।২।৪১, ৯৬, ৭।৩।২...। ৩ নি. ৭।৬, ৮...।

‘সজ্জাষসঃ’ তাঁদের সমান তৃপ্ত, সমান আনন্দ। তাঁরা সবাই একজায়গায় এসে মিলিত হন, তাঁদের সেই মিলনস্থানের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল ‘সধস্থ’। দেবতাদের মধ্যে এই সৌষম্যের ভাবনা থেকে বৈদিক দেববাদে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে প্রধান কয়েকজন দেবতার সহচাৰে। এই দেবতাদের উদ্দেশে একসঙ্গে আহুতি দেওয়া হয়, একসঙ্গে তাঁদের আবাহন এবং স্তব করা হয়—যাস্ক যার নাম দিয়েছেন ‘সংস্তব’। যুদ্ধদেবতার সংজ্ঞা দুটি কখনও-কখনও একধরনের দ্বন্দ্বসম্মানে গাঁথা হয়, তার নাম ‘দেবতাদ্বন্দ্ব’। যাস্ক এইসব যুদ্ধদেবতার একটা তালিকা দিয়েছেন। বলছেন : ‘তিনটি প্রধান দেবতা পৃথিবীস্থান অগ্নি, জল্ভরিষ্কস্থান ইন্দ্র বা বায়ু, আর দ্ব্যস্থান সূর্য।’ অগ্নির সংস্তবিক দেবতা হলেন ইন্দ্র সোম বরুণ পৰ্জন্য এবং ঋতুগণ। তেজনি ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতা অগ্নি সোম বরুণ পৃষা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি পৰ্বত কুৎস এবং বায়ু। আদিত্যের সংস্তব হয় চন্দ্রমা বায়ু এবং সংবৎসরের সঙ্গে। এছাড়া মিত্র বরুণ সোম পৃষা সোম রুদ্র পৰ্জন্য বাত এঁদেরও সংস্তব পাওয়া যায়।^{১৬} যাস্কের উল্লেখের বাইরেও যুদ্ধদেবতা আছেন, যেমন ‘দ্যাবা-পৃথিবী’, ‘ঔষসা-নপ্তা’ অগ্নি-মবৎ ইন্দ্র-মরুৎ ইত্যাদি।

দেবতাদের এই সহচার ভাবনা এবং সাধনার দিক দিঘে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একই চৈতন্য বহুধা বিচ্ছুরিত হয়ে বহু দেবতার সৃষ্টি। একে পেঁছতে হলে এই চিদ-বস্তিগুলির একটা সুস্বয়ম সমাহার প্রয়োজন। এইথেকে যুগ্মদেবতার কল্পন। যেমন পৃথিবীতে অগ্নি তাদ্ধেন আমাদের দৈহ্য আধারে অভীপ্সার উধর্দশিখারপে, আর দূরলোকে আছেন সোম-জ্যোতির্ময় অমৃত আনন্দচৈতন্যরূপে। এই অভীপ্সাকে পেঁছতে হবে ওই আনন্দে, তার সংকেত আছে ‘অগ্নীষোম’ এই প্রতাহারে। (১৪৪)। তেমনি ‘অগ্নি স্য’ একটি প্রতাহার ব্যক্তিচৈতন্যকে বিশ্বচৈতন্যে ব্যাপ্ত করবার সংকেত বহন করছে। ‘মিত্রা-বরুণ’র যুগ্মতা বোঝাচ্ছে এক আনন্দচৈতন্যর অবাস্ত এবং বাস্ত দ্বুটি যুগ্মবিভাব ইত্যাদি। দেবতাদের পৃথক আলোচনার সময় তাঁদের সহচারের কথাও পরে তুলব।

যদুভদ্রদেবতার পর সংক্ৰিয়ায় আত্মনা কসেকটি দেবগণ। যাক পৃথিবীস্থান

[illegible]

দেবগণের উল্লেখ করেননি [১৪৫]। তাঁর মতে অন্তরিক্ষে আছেন মরুৎ রত্ন ঋতু অগ্নিগার পিতৃ এবং আপ্তাদের গণ; আর দ্যুলোকে আছেন আদিত্য সপ্তর্ষি বসু বাজী সাধ্য বিশ্বদেব এবং দেবপত্নীদের গণ।^১ বিশ্বদেবগণের মধ্যে সব দেবতার সমাহার। তখন আর দেবতাদের স্থানভেদের কথা ওঠে না, তারা সবাই তখন দ্যুস্থান বা দিবা : তাঁরা ‘জ্যোতির্ সৃষ্টি কবেন, আর্জবনাথনার প্রচেতনা তাঁদেরই, তাঁরা কেবলই বেড়ে চলেন, জানেন সব, তাঁরা অমৃত এবং ঋতের দ্বারা সংবর্ধিত, ইন্দ্র তাঁদের জ্যেষ্ঠ।’ ভুলোক অন্তবিক্ষ দ্যুলোক সব চিন্ময় এই অনুভবই সংহিতার বৈশ্বদেব স্তোত্র-গুলিতে ফুটে উঠেছে। বহু হতে একে গিয়ে সেই একের অনুভবকে আবার বহুর মধ্যে ফিরে পাওয়া চিড়বনের সর্বত এই দেবতায় এবং সর্বতাতিতেই বৈদিক অশ্বৈতোপলিখিত সার্থক পর্যবেশন। [১৪৬]

৪

দেবতাদের সংখ্যার প্রসঙ্গে স্বভাবতই তাঁদের বর্ণীকরণের কথা ওঠে। বেদে বহু দেবতার উপাসনা বিক্ষিপ্ত বা অনিয়মিত নয়, তার একটা সূনির্বাচিত লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য বহু হতে একে, তমঃ হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে, বন্ধন হতে মুক্তিতে চেতনার উত্তরাষণ [১৪৭]। বহুর মেলা এইখানে, আর ওইখানে এক

[১৪৫] যাস্কের মতে পৃথিবীস্থান দেবতা একমাত্র অগ্নি, জাতবেদাঃ বৈশ্বানর প্রকৃতি অগ্নিরই সংজ্ঞা। এই প্রসঙ্গেই তিনি আপ্রীদেবগণের উল্লেখ করেছেন, শাকপর্ণব মতে এরা অগ্নি সংহিতার আপ্রীস চণ্ডান্দ্রষ্ট অনুষ্টান অতিপ্রাচীন, দেবতার সংখ্যা ও ক্রম নির্দিষ্ট। এই আপ্রী দেবতাদের পৃথিবীস্থান দেবগণ বলে গণ্য করা কি যাস্কের অভিপ্রায়? দ্র নি ৭।১৪, ২০, ৩২; চ ৪। ২১১।১৪, ১২।৩৬ বাজী অশ্ব, সূর্যবর্ষ্ম সোমযোগেব তৃতীয়সবনে পত্নী-সংসারজ দেবীপত্নীদেব মর্জনঃ, তার তাঁরা আদিত্যভাক্ অত্রএব দ্যুস্থান দেবগা।। যাস্ক দেব পরাগণের উল্লেখ করেই তাঁর দৈবত্ব, ৬ এবং নিবৃত্ত শেষ করেছেন। তৃতীয়সবনে সোমযোগেবও পলিনুগাপ্তি। চতুর্থ তখন বিশ্বদেবময় তারই মধ্যে দেবপত্নী বা দেবায়াজিত্ব তে ক্ষে ১।৩, তৌহিগজনা দেবতা সবাই পর্যবান ঋ ৩।৬।৯। আদিত্যভাক্ অত্রিভাষ। ২।৩ দেবান্ হুবে জ্যোতিঃকৃতা অধ্বনস প্রচেতসঃ, যে বাবধুঃ প্রচরং বিশ্ববেদসঃ ১০।৬।১২ সমস্ত স্তোত্রই দ্র, এতে প্রায় সবরকম দেবতার উল্লেখ আছে, এমন কি ঋতঃ মতঃ স্বব্ বৃহৎবৃপে তদৈব অমৃতভাবনা পর্যন্ত। তু মতঃ দেবানাম্ অসবরম্ একম্ ৩।৫।৫ স্তোত্রের মূল্য।

[১৪৬] তু শব্দা রশ্ময়োগ হু অস্মা (সূর্যস) বিশ্ব দেবাঃ ৩।৯।২৬, ১২।৪।৩।১২৬), এতে বৈ বিশ্ব দেবা বশ্ময়োগ ইহ মঃ পরং ভঃ প্রজাপতিব্ বা স ইন্দো বা ২।৩।১।৭ (১২।৪।৪।৬), প্রাণা বৈ বিশ্ব দেবাঃ ১।৭।২।৩৭, সবম্ ইদং বিশ্ব দেবাঃ ৩।৯।১।১৪ (১।৭।৪।২২ ৩।৯।১।১৩), অনস্তা বিশ্ব দেবাঃ ১।৭।৩।১।১১, বিশ্বদেব বৈ তৃতীয়সবনম্ ১।৭।৩।১৬, ৪।৪।১।১১। ‘দেবতায়ঃ’ দেবারাজ্য, ‘সর্বতায়ঃ’ সর্বাভাব দ্র টী ১৯৬৭, ১৯৭৭।

[১৪৭] তু ঋ উদ্ বয়ঃ তমসস্ পবি জ্যোতিব্ পশাস্ত উত্তবঃ দেবঃ দেবগা সূর্যম্ অগ্নম্ জ্যোতিব্ উত্তমম্ ১।৫।০।১০ ১২ ৬, উদ্ ঋধ্বং জীব অসুর্ ন আগাদ্ অপ প্রাগাৎ তম্ আ জ্যোতিব্ এতি ১১।৩।১৬, ১৪।৩।৬ জ্যোতিব্ বর্ণীত তমসে বিজ্ঞানন্ ৩।৭।৭ উর্বারুকম্ ইব বন্ধনন্ মৃত্যোর মুক্ষীয় মাং ত্রাৎ ৭।৫।৯ ১২, ১।৩।৩।৩ দিশাবী অগ্নি ১।৩৮।১১, ইন্দ্র প্র গঃ পুরহুতে ন (অগণীব মতঃ) পশা প্র নো নয় প্রহরং নসো এক্ আতো আলোর পানে) ৬।৭।৭, সং পূষন্ বিদুযা নথ যো অজ্ঞানানুশাসীত, য এবেনম্ ইতি রবং যদে পূষা এমন বিদ্বান্কে আমোদে মিলিয়ে দ্যও যিনি ঠিকমত আমোদের অনুশাসন করেন যিনি বল্যবন, “হী এটা এ ই”, পুষার মাধ্য গুরুভাব) ৬।৫।৪।১, ৮।৭।১ ৬, এয তে দেব নেতা বশস্পতিঃ শং বরীঃ (অনিরুদ্ধ

অবশ্যই অমৃত জ্যোতি। চেতনাকে জীবনকে ধাপে-ধাপে ওইখানে তুলে নিতে হবে। প্রত্যেক ধাপে দেবতার জ্যোতি আমাদের দিশারী।^১ একেক ধাপ একেকটি ‘লোক’ বা ‘বোক’ উপনিষদের ভাষায় মনোজ্যোতির একেকটি ছিন্নি। সব লোকেই অধিষ্ঠাতৃচেতন্যরূপে লোকপাল হয়ে আছেন দেবতারা।^২ অতএব চেতনার উত্তরায়ণের দিকে দৃষ্টি রেখে দেবতাদের স্বাভাবিক বর্গীকরণ হবে লোকসংস্থান অনুসারে।

সংহিতাতে প্রধানত তিনটি লোকের উল্লেখ আছে—পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দোহাঃ। দেখেছি, সংহিতাতেই তেতিশজন দেবতাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই সূত্র ধরে দেবতাদের সংখ্যাকে আবও সংক্ষিপ্ত করে যাস্ক বললেন, ১৪৮ নৈরুত্তদের মতে তিনজনই দেবতা পৃথিবীস্থান অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্র বা বায়ু, আর দু্যস্থান সূর্য। তাই তাঁর নিশ্চয়ত্রে দেবতার বর্ণীকরণ লোকানুসারী। দেবতাদের বিবিধ পবিত্র্য দিতে গিয়ে যাস্ককে অনুসরণ করাই সংগত, কেননা উত্তরায়ণেব ইশারা তাঁর বর্ণীকরণেই আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দেবতাদের লোক নির্দিষ্ট থাকলেও এঁরা ত্রিলোকসম্প্রাণী^১ যেমন এখান থেকে উর্জায়ে যান ওখানে, তেমনি ওখান থেকে নেমে আসেন এখানে।^২ বস্তুত চৈতন্য আলোর মত, একটি কেন্দ্র থাকলেও তার বিচ্ছুরণ সবদিকে তাই কোন-একটি লোকে কোনও দেবতাকে বেঁধে রাখা যায় না।

[illegible][illegible]

তিনটি লোকের মধ্যে পৃথিবী আর দোঃ প্রধান, আদি জনক জননীরূপে সংহিতাতে তাঁরা একটি দেবমথুন [১৪৯ । পৃথিবী 'অবম' বা সর্বনিম্ন লোক, দোঃ 'পরম' বা সর্বোচ্চ লোক; দুয়ের মধ্যে অন্তরীক্ষ 'মধ্যম' লোক।' লোক যদি চেতনার ভূমি হয়, তাহলে স্বভাবতই তারা ওতপ্রোত। সুতরাং প্রত্যেক লোককে আবার তিন ভাগ করা যায় তখন পাই তিনটি পৃথিবী, তিনটি অন্তরীক্ষ এবং তিনটি দুলোক।' কিন্তু সংহিতাতে দ্বাবাপৃথিবীর প্রাধান্য বলে এই বিভাগকে বৃদ্ধিস্থ রেখেও ছয়টি লোকের কথা বলা হয়েছে অনেকজায়গায়।' তিনটি পৃথিবী এবং তিনটি দৌর মধ্যে সেতু হল অন্তরীক্ষ। তাৎথেকে পাচ্ছি সপ্ত 'ধাম' বা 'পদ'।^১ পরে তাই হয়েছে সপ্ত 'বাহারি'-প্রতিপাদিত সপ্ত লোক। তিনটি লোকেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তারা ব্যাপ্তিধর্মী, অতএব তাদের মননে চেতনা ক্রিষ্টতা হতে মুক্তি পায় বৈপুল্যে।^২ তাদের অধ্যাত্ম প্রতিরূপ হল যথাক্রমে দেহ প্রাণ এবং মন।^৩

তিনটি লোকের উপর আবেকটি লোক আছে, তার নাম স্বঃ^৪ ১৫০। স্বর্-এর আদিম অর্থ জ্যোতি। কোন কোনও জায়গায় জ্যোতির দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় মনে হয় 'স্বব্' একটি সাধাবণ সংজ্ঞা, প্রকরণ অনুসারে তার অর্থের ইतर-বিশেষ হয়।^৫ এই অনুমানের সমর্থন নিম্নটুকুতে পাওয়া যায়, সেখানে দুলোক এবং আদিতোর সাধারণ নাম 'স্বঃ'।^৬ সংহিতাতেও সূর্য আর স্বব্কে পাশাপাশি পাচ্ছি, একজায়গায় স্বঃ স্পষ্টতই সূর্য পৃথিবীকে প্রতাপ্ত করছেন।^৭ দুলোকের সঙ্গে স্বর্-এর ঐক্য

[১৪৯। বিস্কৃত আলোচনা দেবতাপ্রসঙ্গে পরে পৃ. ১১০৮।৯ (পৃথিবী লোক)।
 ১. তু ১ ৩৫।৮ (পৃথিবী) ৩৫ ৬ (দোঃ), ১৬৪।১০ (মাতা ও পিতা), ২৩২ (দোঃ) ২৭।৮ (ভাম, দোঃ), ৩।৫৬।২ (মহা) ৪।৫৬।৫ (অধমই তিনটি 'পদঃ অন্তরীক্ষ'), ৭ ৮৭.৫, ১০১।৮, ১০৫।১১ ৮।৮১২ ১। ১১৪৮৬ ৬, ২ ১৩।১০, ৩ ৫৬।২, ৬।৮৭ ৩, ১০।১৪।১৬, ৫৮।৫৩ তিনটি ভুলোক ও তিনটি দুলোকের উল্লেখ পৃ. ১ ২২।১৬ (বিষ্ণু), ৮।৭।৫ (অগ্নি), ৯।১০২।২ (যজ্ঞ), ১০।১২২।৩ (অগ্নি)। ২ পৃথিবীর ব্যাপ্তি প্রথমে বা বিস্তার হতে তু পৃথিবীর পপ্রাচ্য ৮ ইন্দ্রঃ ২।১৫।২ চন্দ্রঃ মধ্যম অপারাম্ ৩।৩০।১। অন্তরীক্ষ 'উরু' বা বিশাল, সমুদ্রবৎ। দুলোক 'অনিলাস' ইন্দ্র বিষ্ণুকে কথি বলছেন, অপ্রণতঃ জীবসে নো বজাসি—লোকসম হলে বিশাল বহুগুণ সনঃ বা জাম্বা নী,এ বলে ৬।৬৯ ৫, ২.পক্ষব অ ভাস পূর্ব্য সপ্ত পৃথিবী ৩ ৮৭৭ অন্তরীক্ষ নীতি, দুলোক মধ্য। (১০।১০ ১৪) এতৎ চেতন্য উত্তরায়ণ স. ৩২ হচ্ছ মন সচ্চন্দ্র নদ বিস্তু মনঃচেতনা। এটাই প্রাচীন অর্থ।

১৫০। এটি বুঝা বা চুখা তু ৫ বুঝিঃ ধামঃ হিমা (জ্যোতির্বিদ্যালয় সম্ম) বিবর্তি ৯ ৯৬ ১৯ (তাব অর্থে আত্ম কৃতীয় মনোব কথা)। বুঝিঃ দিত্য হবনঃ ত ইন্দ্রিয়ম্, আ তেঙ্গসি অমঃ দিবিঃ তে বুঝা অদিতিঃ, ইন্দ্র নামে প্রত্যেকে যে তার। তা অমঃ হয়ে আছে দুলোকে ৮.৫২।৭ তেনেব 'বুঝিঃ' নামে 'জিজ্ঞাসা' ৮ ৮০।৯, বুঝিঃ 'সিধঃ' বুঝিঃ এওটো-নিছু ১০। ৬৭ ১, আশাও বুঝিঃ জ্যোতিঃ তু নহস্পতিঃ তু সীমানা ইচ্ছা উদ উদ্রা আদ্যু বিবিঃ 'তুস অরঃ' তুয়েব মধ্যম তেজ্যাতক সত্য্য বৃহস্পতিঃ উপদীপ্ত বনেনেব আলোকঃ সত্য্যস্ব বিবর্তন বনেনেব তিনটি দৌরঃ ১০.৬৭।১। এ বুঝিঃ তু উপনিষদের 'বিজ্ঞান' বা অঙ্গ 'চেত', প্রাণ ও মনের উচ্চতা পৃ. ২২৩ ২ ও নী। ১. তু স্ববঃ ও জ্যোতিঃ ৪ ১০।৩, পাশাপাশি ব্যাপ্তিঃ সনঃ জ্যোতিঃ সনা স্বঃ ৯।৫ ২, জ্যোতিঃ বিশ্বঃ সনঃ দেহ ৬১.১৮, যত জ্যোতিঃ অজ্ঞঃ যাস্যান্ন সনঃ সনঃ হি তুঃ ১১৩ ৭ 'বিশ্বঃ মনঃবে জ্যোতিঃ' আয়মঃ ১০ ৬৩।১৫। স্বঃ ১। সনঃ - সনঃ প্রসাদিতঃ এবং তু সনঃ 'সূর্য' < স্ববঃ - য যা চিৎস্বাক্তব উৎস এবং 'প্রসাদিতঃ' যতঃ বালনঃ, 'সু' অবগঃ, 'সু' স্ববঃ স্ববতঃ বসান্ স্ববতঃ ভাসং জ্যোতিঃ স্ববতঃ ভাসং সিত বা' ২ ১৫। ২১।১। ৫ ৬।৭২ ১ তপস্তি শব্দঃ স্ববঃ ন ভূম (ভূমিকে) ৭।৩৪ ১৯। চিৎস্বাক্তব্ জ্যোতিঃ স্ববঃ অগচ্ছা বৈচনঃ স্ববঃ ৮ ৯৮ ৩। ১০।১৭০।৪। ১২।২১।৪, ৩।৬১।৪, ৫।৮০ ১।

আছে, আবার একটু পার্থক্যও আছে বস্তুত স্বৰ্ 'রোচনং দিবঃ' দু্যলোকের ঝলমলানি।^১ আবার, উষা হ'ল স্বৰ্-এর জন্ম; এখন স্বঃ 'আদিত্য' বা 'জ্যোতি' দুইই হতে পারে।^২

মোটের উপর স্বৰ্ এৰ তিনটি অর্থ সাধারণভাবে 'জ্যোতি', আবার সেই জ্যোতির ঘনিষ্ঠগ্ৰহ 'আদিত্য' এবং আদিত্যের দ্বারা প্রকাশিত 'দু্যলোক'। এই তিনটি অর্থের মধ্যে অধ্যাখণ্ডে তিনাব কৰ্মাবকাশের একটি ছবি পাওয়া যায়। একটি স্বৰ্কে এটি স্পষ্ট হয়েছে : 'এই-যে আলো এই-যে রম্যেহেন প্রিয়, এই যে প্রকাশ, এই যে বিপুল অন্তরিক্ষ (১৫১)।' অর্থাৎ আলো ফুটল, জন্মাট বেঁধে হল আদিত্য, তারপৰ প্রকাশিত করল বিশ্বমূল প্রাণস্পন্দকে।

স্বৰ্-এর এই তিনটি বস্তু আছে বলে লোকদৃষ্টিতে দু্যলোক আর স্বৰ্কে কোথাও কোথাও পৃথক করা হয়েছে ১৫২। শৌনকসংহিতার একটি সূক্তে এই ভাবটি আরও স্পষ্ট। তার একটি মন্ত্রে আছে, 'পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে আমি অন্তরিক্ষ উঠলাম, অন্তরিক্ষ হতে উঠলাম দু্যলোকে, দু্যলোকের উত্তুঙ্গ পৃষ্ঠ হতে স্বর্জ্যোতিতে গেলাম আমি।'^৩

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, অপ্-এর সঙ্গে স্বৰ্-এর যোগ ১৫৩। স্বৰ্ আলো বা চেতনা, আর অপ্ প্রাণ; তন্তের ভাষায় শিব শক্তিরূপে দুটি অবিনাভূত। ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবটিই ব্যঞ্জিত হয়েছে আকাশ এবং প্রাণরূপে ব্রহ্মের পৰিচিতিতে। প্রসঙ্গক্রমে স্বাবণীয়, বেদে বারিবর্ষণ আব সূর্য্যদয়কে অধ্যাত্মসিদ্ধির দুটি প্রধান রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি অন্তরিক্ষের ব্যাপার, আরেকটি দু্যলোকের।

এই স্বর্জ্যোতিই বৈদিক ঋষির পবন পূর্বসূর্য্য। 'গো অশ্ব বসু হিরণ্য সবই আগাদের নিয়ে চলেছে স্বৰ্-এর দিকে,' অর্থাৎ ওখানেই সকল কামনার পৰিতর্পণ। এই স্বৰ্কে আমরা পেতে পারি পৌরুষ দিয়ে এবং তপঃশক্তি দিয়ে (১৫৪)। লক্ষণীয়, এই স্বৰ্ - 'অহং' এবং 'বৃহৎ'। এই দুটি বিশেষণে তার পরমার্থতার ইঙ্গিত।

ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে স্বৰ্ একটি ব্যাখ্যাত, তাকে সামান্যত দু্যলোকের সঙ্গে এক ধরা হয়েছে। [১৫৫]

[১৫১] ঋ ইদং স্বৰ্ ইদম ইন্ আস বায়ম অঃ প্রকাশ উৰ্ অন্তরিক্ষম্ ১০ ১২৫ ৬।

[১৫২] তু ঋ ১০ ৬৬ ৯ যথাপূর্বম্ অবলম্ব্যং দিবঃ চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষম্ অথো স্বঃ ১১০।৩ স্বঃ এখানং স্পৃষ্টেই তুবীষ বাহ। নো পৃষ্ঠাং পৃথিব্যা অঃ অন্তরিক্ষম্ অংনু অন্তরিক্ষাদ্ দিবম্ অংনুতম্, দিবো নাকসো পৃষ্ঠাং স্বৰ্ জ্যোতিব্ অগাম অহম্ নোব্ এখানং লোকং নঃ, সজ্জানান্ মান্। তু ত্রিনাকং ত্রিদিবং দিবঃ ঋ ৯ ১১৩।৯। ৪ ১৫।৩।

[১৫৩] তু ঋ স্বৰ্জ্যোতিব্ অঃ ১।১০ ৮, ৫ ২ ১১, ৮ ৪০।১০ ১১, ৬।৬০ ২, ৭।৩, ৮।১৫।২, ৯।১০।৪, ৯।১৬...। ঋ নিষ, স্বৰ্ = অপ্ ১।১২

[১৫৪] ঋ ঈশানসো যো দমতে স্বৰ্ গো গোভব্ অশ্বাভব্ বসুভব্ হিরণ্যঃ ৭।১০ ৬ 'গো' অশ্বজ্যোতিঃ 'অশ্ব' ওঁৎ 'বসু' সামান্যত জ্যোতিঃ-যেমন আদিত্যব্রহ্মর, 'হিরণ্য' পৃষ্ঠজ্যোতিঃ যেমন আদিত্যব্রহ্মর। স্বৰ্কে পাওয়া যায় নৃভিঃ ৮।১৫ ১২, ৪৬।৮ আবার 'তপসা' ১০।১৫৪।২। ১০।২।৭, ১০।৬৬।৪।

[১৫৫] তু ত্রিহা সুবর্ ইতি ব্রাহ্মণং, স দিবম্ অস্ভং ২ ২।৪।৩, এত্রা অসো লোকঃ স্বা ৬।৭; ঋ স্ববর্ ইত্য অসো লোকঃ ৮।৭।৪।৫...।

স্বৰ্-এর পরেও আবেকটি লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, তার নাম 'নাক'। ১৫৬। নিষট্ণুতে স্বৰ্-এর মতই 'নাক' আদিত্য এবং দুলোকের সাধারণ সংজ্ঞা - যাম্বক বলছেন, 'রসের ভাতির এবং জ্যোতির "নেতা" বলে নাক হল আদিত্য, আবার ক হল সুরেশ্বর নাম, তার প্রতিষেধ অক, তারও প্রতিষেধ হতে নাক দুলোকের নাম।' তাঁর ব্যাখ্যা হতে নাকের দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে একটি আলো, আরেকটি আনন্দ। লক্ষণীয়, সংহিতায় আলোর দেবতা ভুবনকান্ত বেনকে এবং আনন্দের দেবতা সোমকে একই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে 'নাকে' উদ্ভূত পাখি, এবং 'নাকে' অধীষ্ঠিত গন্ধর্ব বলে। এই ব্যাপারটিকে আধুনিক ভাষায় তর্জমা করে বলা চলে, নাক 'চিদানন্দধাম'।

নিঘণ্টুতে স্বঃ এবং নাক পর্যায়শব্দ হলেও সংহিতায় দেখাছি তারা আলাদা
১৫৭ আবার দোঃ শব্দে জোড়ালোকিক, স্বর ও ঙ-ই; কিন্তু 'নাক' আলাদা এবং

১৯৬। কু' তল্লা তিনটি কুমির পব হুবায়', তারও পরে 'তুহাভীত উপনিষদ জাণে
 মনস্ব সম্যাপ্ত তুহায়, কিন্তু শিবসুত্র পাই গ্রন্থ চতুর্থ তৈবনদ আসেচাম।' (৩১২০।) তিনটিকে
 বাদ দিয়ে যে তুহায় তা প্রপঞ্চোপশম (মাণ্ড. ৭), গৃহ্যসিদ্ধি ব্রহ্মসংহিতা' আরও তিনটি নিম্নেই
 যে তুহায় তা তুহাভীত পঞ্চম অধ্যায়, গৃহ্যসিদ্ধি 'সংজ্ঞানন্দ'। কু' আশ্রয়নের পঞ্চমী চিহ্নিত
 'নাকসব' ইত্যং এর প্রসঙ্গ। শব্দা বলেন, এই ঋতসংগলি হািদেব প্রতীক সেই দেবতা আত্মা কামিনী
 যোগদান এবং দিকসমূহ সবাই নাকসব (৮ ৬, ১১, ১২)। সাহিত্য চিহ্নিত প্রথম তিনটি চিহ্ন লোকেশ্বর
 প্রতীক এটি প্রাকৃতিকতায়। চতুর্থী চিহ্নিত হল যজ্ঞ এইখানে যোগে চেতনায় শুভবসনের শূন্য, পঞ্চমী
 চিহ্ন যজ্ঞমান এইখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা নাকসবের প্রাণ। ষষ্ঠী চিহ্নিত ঋতসংগলি এইখানে শিব
 চেতনায় বিলাস। সপ্তমী চিহ্নিত অমৃত বা অমৃতোত্তম, যার পান আর কামিনী নাই (৮ ৭, ১২-১৮)।
 লোকেশ্বর চতুর্থী চিহ্নিত স্বর, ব্রহ্মন যজ্ঞের স্তব ১৯ ২১২। আর তিনটি চিহ্নিত নাকসবই
 গ্রন্থান্তে 'অপানবাদ' চিহ্নিত যোগে চারটি চিহ্ন যজ্ঞমানে ঋতসংগলি উপরভাগ, গ্রীবা, শিব এবং
 প্রাণ ৮ ৭ ৪ ১১ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫
 ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫
 ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫
 ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০
 ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫
 ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০
 ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫
 ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০
 ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫
 ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০
 ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫
 ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০
 ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫
 ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০
 ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫
 ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০
 ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫
 ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০
 ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫
 ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২

[illegible]

আধার দুয়েরই আধার। সুতরাং নাককে বলতে পারি উপনিষদের সেই নিরস্ততমা শিবভূমি যা দিন-রাতের ওপারে। এইদিক দিয়ে নাককে তারকাখচিত বলে বর্ণনা করবার একটা তাৎপর্য আছে। কঠোপনিষদে পশুভাতির বর্ণনায় আমরা পাঁচটি জ্যোতির্লোকের খবর পেয়েছি। অগ্নিগর্ভা পৃথিবী, বিদ্যুদগর্ভ অন্তরিক্ষ, সূর্য্যদীপ্ত দুলোক, সোম্য স্বর্লোক এবং তারকাখচিত মহাশূন্য। এই লোকসংস্থান চৈতন্য যে ক্রমিক উত্তরণ সূচিত করছে, তাতে স্বর্লোকের পরে নাক মহাশূন্য অথচ আনন্দোন্মত্ত দোহনায় বলমল সংহিতায় তার বর্ণনা: 'এই নাক চিন্ময়-শূচিতায় বলমল, উন্মাদন, উষাও হওয়া মনেরও ওপারে; তার শূন্য শূচিতার নাগাল পায় না কেউ, সে যেন বলমল পিপ্পলের মত, সেখানে সোম্য আনন্দের সহস্রধারা।' আবার এই নাক 'ঋষদ' অর্থাৎ অগ্রাধী র ক্রমসূক্ষ্মায় মর্ত্যচৈতন্যর অনেক উর্ধ্বে। সেইমধ্যে তাকে বলা হয়েছে 'বৃহৎ' অর্থাৎ উপচীযমান চৈতন্যর ভূমি।^১ লোকোত্তর দেবতা ববুণ মায়ার সমস্ত নীলাকে তাঁর জ্যোতির্ময় চরণের আঘাতে ছিটকে দিয়ে আরোহণ করেন এই নাকে।^২ মানুষ্যের উৎসর্গ ভাবনার তন্তুও প্রসারিত হয়েছে এই প্রাণাত্মম লক্ষ্য পর্যন্ত।*

দিব্ স্বর্ আব নাক এই তিনটি মিলিয়ে তাহলে সংহিতার 'ত্রিস্রো দিবঃ' বা তিনটি দুলোক ১৫৮ দিব্ আকাশে ছড়িয়ে-পড়া আলো, স্বর্ সেই আলোর উৎস পুঞ্জদ্যুতি আদিত্য, আব নাক আদিত্যের পশ্চাৎপট নীলাকাশ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে লোকোত্তর চৈতন্য প্রথম ব্যস্ত হয়, তারপর সেই ব্যাপ্তির কেন্দ্রে একটি সমাহন বা পুঞ্জভাবে আবিষ্কার করে এবং অবশেষে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।^৩ অধ্যাত্মচৈতন্য এই স্বাভাবিক বীতি হতে দিবা ত্রিলোকের কল্পন, তা-ই দিবা ভূমি হতে অন্তরিক্ষ এবং পৃথিবীতেও উপচাবিত হয়েছে কি না, তা বিবেচ্য।

পাঁচটি লোকের মধ্যে গোড়াতাই দোহঃ আব পৃথিবী এই দুটিকে পাচ্ছি দেবতা-বাপে। স্বর্ আব নাক দুলোকেরই বিভাব, হাবা আর দেবতা হয়ে ওঠেনি। তেমনি দোহঃ আব পৃথিবীর মধ্যে সেতুরূপী অন্তরিক্ষও দেবতা হয়নি। এই তিনটিকেই গণ্য করলে হবে 'লোক' বা চৈতন্যর ভূমিরূপে স্বর্ আর নাক সিন্ধুর ভূমি, অন্তরিক্ষ সাধনার ভূমি। পৃথিবী প্রতিষ্ঠা, আর দুলোক অতিষ্ঠা। ১৫৯^১ দুইই অক্ষুণ্ণ যত ক্ষোভ, সাধনজীবনের যত হানাহানি তা এই অন্তরিক্ষলোকে। এখানেই বড় ওঠে বস্ত্রের মায়া মেঘ হয়ে এখানেই দুলোকের আলোকে আড়াল করে, প্রাণের ধারাকে করে অবরুদ্ধ।

*স মায়া অর্চিনা পদাস্ত্ৰগান্ নাকম্ আবৃতং ৮।১২ ৮ *পশুমান্ বি হুঃ যজ্ঞম্, অসি ১১। অসি ১০। ১১। ২ কৃ যজ্ঞেন যজ্ঞম্ সমজন্তু দেবাস্ তান্ন মর্শ্বণি প্রথমান্ আসন ১২ ২ নাকঃ মর্শ্বমানঃ সন্তত যত পশবঃ সাধন্য সন্তি দেবঃ ১০।১০ ১৬। নাকঃ সাধনদেবগণের স্থান যাদা সমস্ত দেবতাব পূজ, এখানে থেকেই তাঁরা বিশ্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন সাধারণ পশু অমৃতের ভোজ্য (ছা. ৩।১০।১১)।

১ ১৫৮। সংক্ষিপ্ত 'দিদিব' স্ব ৯।১১৩ ৯। ২ সাংখ্যভাবনায় আগে গুটিয়ে আসা ত্রাবপ ভীতি পড়া (তু. ক. ১।৩।১৩)।

২ ১৫৯। দুলোক সব ঘাঁপায় আছে বলে সংহিতায় তার অংক নাক পদাবতঃ দিব হুঃ দূরতর (দুর্গ নি. ১১।৪৮)।

সংহিতায় অন্তরিক্ষকে বলা হয়েছে 'অন্ত্য' বা অপ্ হতে সজাত (১৬০)। অপ্ প্রাণের প্রতীক।^১ অতএব অন্তরিক্ষ প্রাণলোক দুলোকের মত অন্তরিক্ষেরও তিন ভাগ। একটি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি, 'বাত' বা বাতাসের সংগঠনস্থান।^২ আরেকটি যথার্থ মধ্যলোক, এইখানেই বৃত্তবধ হয়।^৩ 'বায়ু' সেখানে লোকপাল। আর দুলোকের উপাংশে অন্তরিক্ষের তৃতীয় ভাগ, সেখানকার দেবতা হলেন মরুদগ্গণ এবং ইন্দ্র।^৪ অধ্যায়দৃষ্টিতে বাত বায়ু এবং মরুৎ একই প্রাণতত্ত্বের রূপসূক্ষ্ম পরিণাম। অন্তরিক্ষের তৃতীয় ভাগটি দিব্যপ্রাণের ভূমি-মরুদগ্গণ সেখানে আলোর ঝড়, বৃহা ইন্দ্র শত্রুঞ্জয়, পুষার সোনার নৌকা সেখানে ভেসে চলে, অগ্নি সেখানে পান পুষার রূপ, এইখান থেকে পরমদেবতা বরুণ সূর্যকে যেন মানবলম্ব কবে পৃথিবীকে মাপেন অর্থাৎ একে 'আবত' বা পরিব্যাপ্ত করেন।^৫ বধ্য বাহুল্য অন্তরিক্ষও ব্যাপ্তধর্মী, তাই সংহিতায় তাঁর এক পরিচয় 'সমুদ্র'।^৬ অন্তরিক্ষের প্রসঙ্গে 'উবু' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে অনেকজায়গায়।^৭ বস্তুত প্রাণের আয়াম বা ব্যাপ্তিতেই দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়। তাই অন্তরিক্ষেব কাছে স্বর্ষ্য বসিষ্ঠের প্রার্থনা, সে যেন দুলোকসম্বন্ধী ক্রিষ্টতা হতে আমাদের রক্ষা করে।^৮ পূর্বদিগন্তে সবিভাব উদয়, পশ্চিমদিগন্তে তাঁর অস্তময়ন, দুটিই পৃথিবী আব অন্তরিক্ষের সংগমস্থল এবং আলো-আধারের রাজ্য। তাই অন্তরিক্ষকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'কৃষ্ণ রজঃ'।^৯ এই কালোব ছোঁবা থাকলেও স্ববৃপে অন্তরিক্ষ 'বসু' বা আলোর আধার, যদিও সে আলো স্থিনিযে নিতে হয় প্রাণের শৌর্যে।^{১০}

লোকের পরিচয় শেষ হল। এইবার পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যোঃ এই তিনটি লোকের একেকটিকে ধরে দেবতাদের আলাদা-আলাদা পরিচয় নেওয়া যাক পৃথিবী-স্থান দেবতাদের দিয়েই আলোচনা শুবু হ'ক, কেননা পার্থিব চেতনার উত্তমণ যে দুলোকের দিকে এইটি অধ্যায়জীবনের গোড়ার কথা।

। ১৬০। তু ঋ পূর্বে অর্ধ বজ্রসো অস্তাস ১ ১২৫ ৫ শ ৭.৫.২.৫৭। ১৬ ইতি ৩১২ ৫১২, তা ১১৯।৭, শ ৩৮১।৭। ১ বসু, ক্ অস্তরিক্ষে ততান বসগঃ ৫।৮৫ ২: অথ বাত্যা অন্তরিক্ষেণ সার্ভ ১ ১৬১ ১৭ ১ তু উবুর্ন হু অস্ত দ্ অন্ অস্তরিক্ষে তথা নৃণা প্র বধঃ জভার, মহং বসানঃ ২ ৩০ ৩ এইখানো যাবুসানদেরও স্থান, যাবা প্রাণের বিস্তার বসুতে। অগ্নি সান্দ্র হস্তা ১০ ৮৭.৩ ৬।। ১ অধ্যায়দৃষ্টিতে ইন্দ্র তখন শূক্ষ্ম মন, আব মরুদগ্গণ শূক্ষ্ম প্রাণ, তথা অন্তরিক্ষমিলে বসে মরুৎ মনু 'কৃষ্ণরূপ বসু' তু মর্গ হৃৎকো বসমল। ১ এইজন্য বসু হচ্ছে 'বাসা' অর্থাৎ মরুৎ ১১২৬১ ১৭ পথ সস ১০ পক্ষ নাব অন্ অন্ অস্তরিক্ষেণ অস্তরিক্ষে চর্বাণ ৬ ৫৮ ৩ তু পথব মরুৎ মরুৎ অস্তরিক্ষে হৃৎকো অস্তরিক্ষে ১৫ অর্ধ অন্তরিক্ষে হৃৎকো বসু, অস্তরিক্ষে পক্ষস ১০ ৫ ৫ অথ ২ অগ্নি হন দিশাল তু ১ ১৮১।২ ১৭ অস্তরিক্ষে পৃথিবী অন্তরিক্ষে বিস, অস্ত পৃথিবী সর্গেণ ৫ ৮৫ ১ ১৬ ৫৮ ৩ অন্তরিক্ষে অস্তরিক্ষে বসু সমুদ্র ১০ ১৮১।১ ৭ তু ৩৬ ৭ ৫:৫২ ৭, ৭।৩৯ ৩ ১।৯১।২২ ৩ ২২ ২, ৫৪ ১৯ ৮।৫২ ৭ ৫ ১ ১১ ৬ ৭৭.৫, ৬১।১২, ৭।৯৮ ৩ ৯।৮১ ৫ মহি অন্তরিক্ষে ১০।৬৫ ২ ১২৮ ৭ ১২৮ ২ উল্লোক। ১ পৃথিবী নঃ পার্থিবঃ পাত্ অস্তরিক্ষে অন্তরিক্ষে দিব্যঃ পাত্ অস্তরিক্ষে ১০৭ ২০ তু ১০৫ ২ ৮ ৯ অস্তরিক্ষেণ সময় বাত্যা দিগে আলোক ঢাকা বসু স-কালো অস্তরিক্ষে ১ তু ৯।৩৬ ৭, ৬৪।৬।

গ. পৃথিবীস্থানদেবতা ১ : অগ্নি

১ রূপ গুণ ও কর্ম

‘আর্য্য’ জ্যোতিরগ্রাঃ’ জ্যোতিরেষণাই আর্য্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। একটি জ্যোতিকে সূর্য্যরূপে ‘শুচিষং হংস’রূপে আকাশে নিত্য দেখতে পাচ্ছি। এই জ্যোতি সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, উত্তম জ্যোতি। এই সূর্য্য আমাদের জীবন এবং প্রাণ, তাঁর ‘প্রসব’ বা প্রচোদনা আমাদের সমস্ত সাধনা (অপঃ) এবং সিদ্ধির (অর্থ) মূলে। ১৬০ক। পৃথিবীতে তাঁর তাপ এবং আলো ঝরে পড়ছে দুর্লোক হতে। কিন্তু এখানে এই জ্যোতিররূৎসকে স্বরূপে আমরা কোথায় পাচ্ছি।

পাচ্ছি অগ্নিতে। যেমন দুর্লোককে সূর্য্য, তেমনি পৃথিবীতে অগ্নি এই দুটি বিবস্বং জ্যোতি আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ ১৬১। জ্যোতিই দেবতার স্বরূপ। একটি দেবতা ‘অবম’ বা সবার নীচে, আরেকটি দেবতা ‘পবম’ বা সবার উপরে। এখানকার এই দেবতাকে ধরে পেঁছতে হবে ওখানকার ওই দেবতাতে। এই জ্যোতিরদুর্দগমনই আর্য্যের পদ্রুমার্থ।

পার্শ্বিক অগ্নির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাতে তাকে অতিসহজেই অধ্যাত্ম ভাবনার আলম্বনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। অগ্নির আলো আছে, তাপ আছে; এ-দুটি যথাক্রমে প্রজ্ঞা এবং প্রাণের (শক্তির) প্রতীক। অগ্নির শিখা কখনও নিম্নগামী হয় না, এটিকে অধ্যাত্মোচ্চতার উদ্দগমদুখী অভীপ্সার দ্যোতকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিখা উদ্গেদ উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়; অভীপ্সারও শেষ পরিণাম ব্রহ্ম-নির্বাণ। আবার, অগ্নি ইন্দ্রনে নিগঢ় থাকে, প্রথমটায় তার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় না, কিন্তু গম্বনে বা অন্য অগ্নিব সংস্পর্শে ওই ইন্দ্রনেই অগ্নির আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে এ ইন্দ্রনকে আত্মসাৎ করে অগ্নিময় করে তোলে। দিব্যভাবনায় মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার এটি চমৎকার উপমা। ১৬২।

মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাপও থাকে। এই তাপ প্রাণাগ্নির তাপ। চেতনার বিস্ফারণে বা উদ্দীপনে এই তাপ বাড়ে। তাই প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টির মূলভূত ওপঃশক্তি। এই ‘ওপঃ’ মানুষের মধ্যে আলো ফোটায়, তাকে নিয়ে যায় স্বর্লোকে। ১৬৩। সূর্য্যস্থিতে মন থাকে না কিন্তু ওখনও প্রাণ থাকে তাপ-

১৬০ক। তু ঋ ইদং ব্রহ্মং জ্যোতিষ্যং জ্যোতিব্ উত্তমং উচ্যতে বৃহৎ ১০।১৭০।৩। জীব অসুর্ নঃ ১।১১৩ ১৬. নানং জনাঃ সূর্য্যেণ প্রসূতা অয়ম্ অর্থানি কৃণবন্ অপাংসি ৭।৬৩।৪।

১৬১। তু ঋ অগ্নিঃ শূক্রেণ শোচিয়া বৃহৎ সুবো অবোচত। অগ্নিস্ সূর্য্য দিবি সূর্য্যো অদোচত ৮ ৫৬।৫, ১০।৮৮ স্, অনুক্রমণিকায় সূর্য্য বা বৈশ্বানর অগ্নিম দেবতা। বিবস্বান্ হতে অগ্নি ৪।৭।৪, ৫।১১।৩, ৬।৮।৪; অগ্নি স্মর্য্যং বিবস্বান্ ৭।৯।৩।

১৬২। তু ভা পার্থিবাদ দারাগো ধসস্ তস্মাদ্ অগ্নিস্ প্রযীম্যঃ তমসস্ তু বজস্ তস্মাৎ সত্ত্বং রদুং ব্রহ্মদর্শনম্ ১।২।২৪।

১৬৩। তু ঋ তপস্যা য়ে অনাদযাস্ তপসা য়ে স্বব্ গমুঃ তপস্যায় অধয়া যারী, গোলেন স্বর্লোকে ১০।১৫৪।২ ধরীন্ তপস্বাতো তাপজান্ ৫। অগ্নি বিশেষ করে ‘তপস্বান্’ ৬।৫।৪ যেমন ইন্দ্র জাত এব প্রথমা মনস্বান্ ২ ১২।১১, তপিষ্ঠে ঐ, তপ্ ২।৪।৬। তু প্র প্রাণাশ্ময় এবাশ্মিন্ পদ্রে জাগ্রতি ৪।২, অগ্নেধ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্ অনুজ্বাতি স যদা তেজসা ভিভূতাত ভবত্য্ অগ্নেধ দেবঃ স্বপ্নান্ ৪ পশাত্য্ অথ তদৈ তস্মিণ্ জ্বলীৎ এতৎ সূর্য্যং

রূপে; এই প্রাণাগ্নিকে ধরে মনোলয়ের পর এক নিগূঢ় আনন্দচিন্ময় সত্ত্বাব সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।^১ মর্ত্যের মধ্যে তাই অমৃতজ্যোতি, অন্ধকারের গহনে আলোর ইশারা।^২ অধিভূত অগ্নির এই হল অধ্যাত্ম রূপ। আমাদের আধারে স্থিতি এই অগ্নিকে বলতে পারি চিদগ্নি, 'মর্য়ান ধ্রুব এবং সর্বত্র নিয়ন্ত্র' থেকেই এইখানে জন্মান এবং অমর্ত্য হয়েও তন্দ্রার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেন।^৩

আগেই বলেছি, বৈদিক দেবতায় রূপের দিকটা খুব পবিত্রকট নয়, 'অমৃত' বা অমৃত তাঁর একটা সাধারণ সংজ্ঞা এই সংজ্ঞা বিশেষ করে প্রযুক্ত হয়েছে অগ্নির বেলায়। ভৌতিক অগ্নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু তাঁর দিব্যরূপ অতীন্দ্রিয় এবং বৃক্ষ-গ্রাহ্য। ভৌতিক অগ্নি সেই দেবতার প্রতীকমাত্র। সংহিতায় তাঁর রূপের বর্ণনায় ভৌতিক অগ্নির রূপ বারবার ফুটে উঠেছে উপমানরূপে।

ঘৃতের সঙ্গে অগ্নির ঘনিষ্ঠ যোগ। ১৬৪।: ঘৃত অগ্নির সংস্পর্শে আসামাত্র

ভরতিঃ ৪।৬ বোগনিদ্রার বর্ণনা তাইতে স্বপ্নভূমিতে মহিমার অন্তর্যব এবং সূর্য্যোহিতে তেজঃস্বারা স্বপ্নের অভিব্যক্তি, তিনটি ভূমিতে যথাক্রমে সং চৈব ও আনন্দের উপলক্ষ। সংহিতাতে অগ্নি আয়ু (Life), তু আয়ুর্ ন প্রাণঃ ১।৬৬।১; ইন্দ্র ন হ্য শবসা শোষ্য দিয়ে দেবতা (দেবতাদের মধ্যে) রাখা পূর্ব্বান্বিত (পূর্ব্ব করে) বাসসা (ক্ষুধি দিয়ে) ৬।৪৭, অংযাব হ স্কন্দ উপমসা নীলে ১০।৫৪, ২০।৭, ৪৭।৮ (বসোঃ) তাম্রাণে। ২ তু ইদং জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যোঃ ৬।৯।৪, প্রথম জ্যোতির্ নিহিতং দৃশ্যং কথং ৫, কাম্ অগ্নে তমসি তস্মিৎ বাৎসম্ ৭। ৩ তু অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষন্তো হমর্ত্যাস্ তন্বা বর্ষমানঃ ৬।৯।৪।

১৬৭। তু অ ঘৃতম্ অগ্নেৰ্ বহ্নঃসসা (অগ্নির নাম) বর্ষনং ঘৃতম্ অয়ং ঘৃতম্ বসা মেদনম্, ঘৃতেনাভূত উবিয়া বি পপথে সূর্য ইব বোচতে সর্পিরাঙ্গুষ্ঠাঃ ১০।৬৯২, 'ঘৃতায় ৭।৩।১, 'ঘৃৎমোনি' ৫৮৬।: 'ঘৃত' < 'ঘৃ', 'ক্লবণ ও দীপন', 'সোচন' (নি ৭.২৪।), তু নি অথাপি নৈগমেভা ভাসিকা উফং ঘৃতম্ ইতি, অর্থাৎ ঘৃতজ্বলনের বেদে একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে, শব্দটি বেদ থেকেই ভাসায় এসেছে (২।২)। আবার অগ্নিসংস্পর্শে তরলহেতু ঘৃত উদক (নিম্ন ১২২, তু ১২৬৮।৫৭ দুটি অর্থ মিলিলে 'ঘৃত জ্যোতির শাবা তু ৪।৫৮ স', অনুক্রমিকরূপে দেবতা 'সূর্যো বা আপো বা গাবো বা ঘৃতস্তুতিব' বা।) তু 'ঘৃণি' অগ্নির বিশেষণ, উপ ছায়াম্ হস ঘণেব্ অগ্নম্ শর্ম শবণ তে কাম্, অগ্নো হিহ্নগসংস্পর্শঃ ৬।১৬।৩৮ 'দ্রুম' তাপ, স্যাদ - হিহ্নী দ্রুমঃ। 'গরম' আবার ঘৃত পণ্ডিতের বৃত্তে অমৃত - পয়ঃ আপায়ানী চেতান শূদ্রায়া তু অংঃ কৃষ্ণাস, বৃশদ্র (ক্লময়ে) বোহিণীয, ১৬২।৯, কৃষ্ণাস্ বোহিণীয চ পরুফায, (সিগণী) বৃশং পয়ঃ ৮৯৩।১৩ তমঃ এবং বজঃ হন্ত সত্বুর আবিভাব উপমা। ঘৃতভূত হলে হয 'দমি', প্রকটীকৃত হলে 'ঘৃত', তার আনন্দময় সোমা চেতনায় স পাতের 'মদ', তবও ঘনতায় 'শক' বা 'মন' বনের প্রাণায়ামের ফল 'পয়ঃ দমি ঘৃত অমৃত'র ক্লবণ ১২১০৭ তু অ ৯।৬৭ ৩২।: 'প্রতীক' বা সামান্য বস্তুত মূখ্য, 'নির্দীপক' বা মজা ঘটা পোষাক। বিশেষণগুলির ইত্তরোপায় অনুবাদ হাস্যকর তু অগ্নির উক্তি ঘৃতং মে চক্ষুর্ অমৃতং ম আসন (মাত্র) ৩।২৬৭ ৩৩২০।২, প্রথম অগ্নির তিনটি তন্ত্র উল্লেখ আছে, তাবা দেববাতাঃ বা, পদবীকৃত। বাহে সন্ত তে অগ্নে সমিধঃ সন্ত জিহ্বাঃ ১৭৭৯ (মূর্তে তাদের নাম কালী কালী কালোজা সূর্য্যোহিতাঃ সন্ত প্রবণী স্ফুলিঙ্গানী বিশ্ববৃতি ১।২।১০, যাতে চেতনার উত্তরায়ণ অভ্যাসিত), 'কোতে সন্ত আসনি হস ৮৩৯ ১০। তিন আর সাতের সঙ্গে ত্রিলোক এবং সাতলোকের সম্পর্ক। 'স্বিমূর্ধনং সন্তরীক্ষং গণীয়ে ১১৪৬ ১ (তু চন্দ্র এবং তাঁর বধ সম্পর্কিত) ২ ১২ ১২, ১৮।১ ৬।৯৭।২৪, বৃক্ষপতিঃ ৪।৫০।৭, আবার ইন্দ্র 'আদিদেব', আ ব্রাহ্মণে সন্ত বশ্যাস্ তদা যজ্ঞস্য নৈর্ভব ২।৫।২। কিন্তু দুটি মধ্যে ৫।৭৮ ৩। আবার বাহসিকে অর্থে 'অপদশীর্ষী গৃহমানে অস্তা' ৪।১১ ৬ ৫৯।৬। 'চক্ৰব' ১৩১।১৩ এই বিশেষণ বাক্য ককুরেরও, যবা প্রাণবৃৎ ১০ ১৮।১০, ১১ (তু প্রাণকে নিয়ে উপনিষদে ব্রহ্মের পঁচিটি শব্দপাল। 'সহস্রাক্ষ' ১ ৭৯ ১২, পূর্ব্বয় তাই ১০।১০ ১ আবার অগ্নি 'হেবং চক্ষুঃ চোদয়নমতি' মনকে প্রকটীকৃত করে দেবতার যে কক্ষকে চোখ তিনি তাই ৫৮ ৬। মোটের উপর তিনি 'জ্যোতিরনাক' বা পূজ্যজ্যোতি (৭।৩৫ ৪), আবার 'বিশ্বতঃ প্রভা' বা সর্বদিকে

অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়। তাথেকে ঘূতের একটি বিশিষ্ট অর্থ হল 'জ্যোতির্ময়'।^১ আবার এই ধরে অগ্নির বিশেষণ 'ঘূতপ্রতীক', 'ঘূতপৃষ্ঠ', 'ঘূতনির্ণিক', 'ঘূতকেশ' যারা তাঁর জ্যোতির্ময় রূপের বাঞ্ছনাবহ। অগ্নির শিখাকে আস্য জিহবা বা দন্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋক্সংহিতায় তাঁর জিহবা তিনটি, কিন্তু অন্যত্র সাতটি।^২ তাঁর তিনটি মূর্ধা এবং সাতটি রশ্মি, চারটি বা হাজারটি চোখ।^৩ তাঁর প্রহরণের বিশেষ-কোনও উল্লেখ নাই, তবে একজায়গায় তাঁকে 'অস্তা' বা ধানুকী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।^৪ মোটের উপর অগ্নির ভাবনায় তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক রূপটি সামনে রেখে তাঁর চিন্ময় পরিচয়ই বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই ভাবে থেকেই অগ্নিকে কয়েকটি পশুর সংগে তুলনা করা হয়েছে। তিনি 'সহস্ররেতা বৃষভ'।^{১৬৫} অথবা 'অশ্ব', অথবা 'সুপর্ণ' 'শ্যেন' বা 'হংস' এক-জায়গায় তিনি 'ফুসে-ওঠা সাপ, বাতাসের মত বেগবান'।^৬

বৈদিক দেবতা প্রায়ই বথচারী।^{১৬৬} অগ্নি 'বিদ্যুদ্ৰথ' 'জ্যোতীরথ' 'চন্দ্রবথ' 'হিরণ্যরথ' 'সুব্রথ', তাঁর রথ জানুমান।^৭ তিনি 'রোহিদ্দশ্ব' লাল ঘোড়া তাঁর বাহন। এই অশ্বেবা যেমন লাল, তেমনি আবার শ্যামল ও সোনালীও; তারা ঘূতপৃষ্ঠ, প্রাণচঞ্চল, বায়ুচাড়িত, মনের ইশারায় তাদের রথে জোড়া যায়।^৮ স্পষ্টতই অগ্নির শিখাকে তাঁর অশ্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

দেখছি, অগ্নির পদ্যবিধ রূপের বর্ণনা খুব ফলাও করে করা হচ্ছে না, তাঁর ভৌতিক মূর্তি এক অমূর্ত ভাবেবই বাহন। এই ভাবের বিশিষ্ট বাঞ্ছনা তাঁর জ্যোতীবূপে। তিনি পদ্মজ্যোতি, আকাশে ধ্রুব জ্যোতি, মর্ত্য আধারে অমৃতজ্যোতি,

বিষ্ণুবিঃ (৭।১২।১)। '১৮ ১ ১ ১ ৭০।১১। একজায়গায় কেবল 'বাহ্মান' ১০।২০।৬। বাশী বা বাইসু ময়ূরগণের বিশিষ্ট প্রহরণ।

[১৬৫] কৃষ্ণ ৮।৫।৩। বৃষভ বীর্জনী, বৃষভাঘ্রোচ্যাস, দেবতার একটি সাধারণ উপনাম। বিবস্বতা আদিবিশ্বনা বৃষভ ও সেন, কৃষ্ণ ৩।৩৮।৭, ৫৬।৩। অগ্নি যুগপৎ বৃষভ আর সেন, দৃষ্ট ৮।৩।১০ ১০।৫।৭। কৃষ্ণ ৮।৫।১০। অগ্নি সমা ইধাতু হশ্বেবা ন দেববাহনঃ, বৃষভঃ ত্বা বৃষৎ বৃষন্ বৃষণঃ সম ইধামিহি, অগ্নে দীদ্যতে বৃহৎ ৩।২৭।১৭, ১৫।^১ অশ্ব ওজঃশাক্তির প্রতীক, কৃষ্ণ ১০।৭৩।১০। এই রোহিত্যে অগ্নির বেলায় 'বাজিন' শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। একই বাক্য হ'ল 'বাজিন' এবং 'ওজস'।^২ কৃষ্ণ ৮।৫।৭।১০। 'সুয' ও 'সুপর্ণ', অগ্নি 'সুয' এই দু'নি, অগ্নাস দিবঃ শ্যেনায় ৭।১৫।৮। শ্যেনা সোমের অস্থতা, অগ্নিও তাই; অগ্নি দু'লোক হ'ল নিয়ে আসেন অমৃত অদম্যচৈতন্য।, স্বাসিত্ অ'প্সু, হংসা ন সীদন্ ১।৩৫।১। প্রাণের প্রবাহে বসে শ্বাস ফেলছেন হংসের মত, কৃষ্ণ ১০।১২।১২। আমাদের মধ্যেও এই ব্যাপার আবার সুয ও হংস, কৃষ্ণ ৮।১০।৫।^৩ অহিবু ধূমিন্, রাত ইন গজ্যান ১।৭৯।১। অগ্নির শিখা থেকে উপমা কৃষ্ণ হঠযোগে সুসূক্ষ্ম বা অগ্নিনাড়াই তিব্ব দিয়ে কুণ্ডলিনীর (কৃষ্ণ অপাদর্শীনা) গঠনমতো অস্তা ৮।১১। সাপের মত কুণ্ডলীপাক্ষ্যো অগ্নি। ফুসে ওঠা এছাড়া সিংহের সংগেও উপমা অস্থ ১।৯৫।৫ ও ৩।২।১১, ৫।১৫।৩।

[১৬৬] দেবতা তাঁর রথ এবং রথের বাহন বৈদিক দেবতার ফলায় এটি একটি সাধারণ ভাবনা অদ্যায়দ্বিভূতে অস্তা রথী দেহ বথ, ইন্দ্রিয়ো বথন বাহন। কৃষ্ণ ১।৩।৩৮। এটি চৈতন্যশিখিত জড় ও প্রাণের ব্যাপক। বাহনের পশু আর 'প্রাণঃ পশবঃ'। হেতরা ৩।২।৮।১। অশ্ব গদভ, ছাগ, মগ এবং গাভী এই কয়টি পশু বৈদিক দেবতার বাহন। দু'নিষ ১।৫৫।১। কৃষ্ণ ৩।১৫।১। জ্যোতীরথঃ শক্তিবৎ ত্রয়োবম ১।১৫।১১, ১৪১।১২, ৭।১৮, ২।৭, ৫।১১।^২ রোহিদ্দশ্বঃ ৮।১৮।৮। ১৬, অশ্বা যজ্ঞানঃ ৮।২।৩, ১।৯৫।১০। হবিতো রোহিত্যঃ ৮।৭।৪২।২। কৃষ্ণ ইডা ও পিণ্ডলা, শ্যেনা ২।১০।২, তিনটি গুণের রং, ঘূতপৃষ্ঠা মনোযুদ্ধা ১।১৪।৬। অগ্নি 'জীরাম্বঃ' ২।৮।২ ১।১৪১।১২, ৯৪।১০।

সর্বত্র বিভাত বৃহৎ জ্যোতিঃ, তুবীয় স্বজ্যোতিঃ এই তার স্বরূপ [১৬৭]। ভোর বেলার অন্ধকার ভেদ করে, আকাশকে অবূণ করে ক্রমে যেমন ফোটে সূর্যের শূভ্র জ্যোতিঃ, তেমনই ইন্ধনে অগ্নির আবির্ভাব প্রথম দেখা দেয় শ্যামল ধূম, তারপর রক্তশিখা, অবশেষে ইন্ধনকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদ্য করে অগ্নির 'শুক্লম্ অর্চিঃ'। দুলোকে আর ভুলোকে জ্যোতিরুদ্গমনের একই রীতি। অধ্যাত্মচেতনাতত্ত্ব ঠিক এই ব্যাপার ঘটছে এবং তা-ই আখ্যে মध्ये জাগিয়েছে আলোর পিপাসা।

দুলোকে আলো ফোটে যেন অনায়াসে, কিন্তু ভুলোকে অগ্নির আবির্ভাব এত সহজ নয়। তাইতে অগ্নির মধ্যে বিশেষ করে দেখতে পাই জ্যোতির শক্তিরূপ। এমনও বলা চলে, অগ্নিজ্যোতিতে এই শক্তির প্রকাশ না ঘটলে দুলোকে সূর্যও ওঠে না [১৬৮]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এর অর্থ খুবই পরিষ্কার 'নায়ম্ আত্মা বল-হীনেন লভাঃ' বলহীন কখনও এই আত্মাকে পায় না।^১ অগ্নির জ্যোতিঃশক্তির পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'শোচিঃ' এবং 'তপঃ'; দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই শোচিষ্ঠ এবং তপিষ্ঠ।^২ সংহিতায় অগ্নির সম্পর্কেই শূচ্ এবং তপ্ এই দুটি ধাতুর প্রয়োগ বিশেষ করে পাওয়া যায়। দুটি ধাতুতেই দীপ্তির সঙ্গে রয়েছে জ্বালার বাজনা অগ্নির এই জ্বলদীর্ঘ রূপের সুন্দর বর্ণনা আছে শংযু বাহুস্পত্যের এই মন্ত্রমালায় - 'বীষ'বষী' তুমি যে অগ্নি, জ্বরহীন মহান হয়ে বিভাত হও অর্চিতে; অজস্র শোচিতে জ্বলজ্বল করে হে শূচি, সুদীপ্তিতে হও সন্দীপন যিনি আপ্যায়িত করলেন প্রভাস দুলোক-ভুলোক উভয়কেই; সবছাওয়া শ্যামল বাতের আঁধার পেরিয়ে ওঁকে দেখা যায় অবূণ বীষ'বষী', (আহা) শ্যামল আঁধারে অবূণ বীষ'বষী'। বৃহৎ তোমার অর্চি নিয়ে হে অগ্নি, শূক্রে তোমার শোচি নিয়ে হে দেবতা, ভরস্ব্যাজে সমিগ্ধ

[১৬৭] ১. ৯ অগ্নিঃবিন কঃ ৭ ৩৫ চ, ৬ ৯ ৫, ৯ ১৬ বি জ্যোতিয়া বৃহতা ভাতিঃ ৫ ১২ ৯ ভয়া নো অগ্নিঃ স্বরূপ যোতিঃ ৭ ১২ ১৩ আরও ৬ অমৃতং জ্যোতিঃ ৬ ৯ ৭ ধূমঃ জ্যোতিঃ ৫, শোচিঃ স্বরূপ জ্যোতিঃপাণিঃ ৬ ১৬ ১, ৯ বিপাৎ কপুরুদায়কঃ জ্যোতীষ্যি বিনঃ ৩ ১৩ ১ অমৃৎপাণিঃ ৭ দাদির্ঘা দীপ্তিবন্ বসুঃ, বিভবসুঃ বিভবা শূকঃ । ২. 'বীষা' মান্যবো দেবায়নোঃ প্রস্বতীর পলাতঃ শূকম্ অর্চিঃ' প্রবৃত্ত অমৃৎবো দেবতাক চেষ্য প্রীতি নিম্না চোতিয়ে তলে তোমার শূক্ৰ শিখা ও ৬ ৩. কালে আর ললেব পব শূক্ৰ শিখা, ৫ টী. ১৬৬ ২।

[১৬৮] ১. ৯ অগ্নে নক্ষত্রে আ সর্বাং নোতয়ো দিবি, দধজ্ জ্যোতিব জন্মভ্যঃ ১০ ১৫ ৬ ম চিদনিব বিশ্বজ্যোতিঃতঃ বিস্ফুরণ অগ্নিহোত্বীসও এতঃ সাদনা অগ্নিজ্যোতিঃব সূর্য্যোতিঃতঃ রূপান্তরিত করা। ইতুরোপীয় বাধ্যা 'সকালে আগুন না জ্বললে ভাল নোদ হ'ব না' হোসাব, -মু ৩ ২ ৪ 'জ্যোতিঃ' ৯ ৫ ২৬ ৭ (৩) সূর্য্য হুসঃ শূচিযঃ ৫ ১৬ ১৭ শোচা শোচিষ্ঠ দীর্ঘিঃ (দীপ্ত হও) বিশেষ (প্রবৃত্ত)সংস্কর কাঙ্ক্ষ। অথবা বসুঃ (অনন্দ নাও) সত্যঃ, মহা অসি ৮ ৬০ ১৬ যথাক্রম শক্তি দীপ্তি ও নিক্রিয় বসুঃ 'তপিষ্ঠ' ৬ ৫ ১৬, ১ ৮ ৭ ২০ ৩ নিম্ন শোচিঃ তপঃ জ্বলতো নামন্তো ১ ১৭ ৩ পরম হু অগ্নে অজরা মহান বিভাস্য অর্চিয়া অজস্রেন শোচিঃ, শোচিঃ, ৬ ৮ ৮ সুদীর্ঘিঃ সু দীর্ঘিঃ আ যঃ পাপ্রা ভান্না বেনসী বৈস বৈস হুয়া দদশে র্ম্যস্ব আ শরাস্ব প্রবৃথো বুয়া শায়া সুর্য্যাস শ্যা। বহুদীর্ঘ অগ্নে অর্চিঃ শূক্রেণ দব শোচ্যা ভবস্ব্যাজে সমিধানো যাবিন্তা ববনঃ নঃ শূক্ৰ দীর্ঘিঃ, ৬ ৮ ৮ পাবক দীর্ঘিঃ ৬ ৬ ৮ ৫ ৬ ৭ ১ হুয়া হু হুয়া মূ অগ্নে অগ্নেঃ, অগ্নেঃ, ৩ ৭ ১৬ ১৬ অগ্নোঃ পাবস হুয়া বান্না দিবি বান্না অজানাম্ বি সূচিঃ অগ্নোঃ অজনা অগ্নোঃ ধূমঃ সন্ততঃ কঃ হে অগ্নি কাঙ্ক্ষ অমৃতদেব সন্ততঃ কঃ কৃপণ অর্চা চব দ্ভাষকঃ, সম্ভবঃ তুমি হে জ্যোতিঃস্বরূপ, সন্ততঃ কর নিশ্চেষ্টনন্দন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়, ৯ তোমার অজব অপ্রান্ত শিখা ৩ ১৬ ১২। ৫ টী. ১৭৭ ১।

হও হে যুবতম, হে শূক্ৰ, প্রাণের সংবেগে দীপ্ত হও আমাদের এবে, প্রদ্যোতে দীপ্ত হও, হে পাবক!*

অগ্নিই এই জ্যোতিঃশক্তি ইন্দ্রকে যেমন অগ্নিময় করে তোলে, তেমনি চিদগ্নিও আধারের সমস্ত 'অঘ' বা মালিন্য দগ্ধ করে তাকে শূচি ও চিন্ময় করে। তাই সংহিতায় অগ্নির একটি নিরূপ সংজ্ঞা হল 'পাবক' [১৬৯]। অগ্নির এই অঘমর্ষণ রূপটি কুৎস আগ্নারসের একটি সূক্তে* সুন্দর ফুটে উঠেছে। সূক্তটির ধূয়াতে ঋষির এই আকৃতি 'অপ নঃ শোশূচদ্ অঘম্' তিনি যেন আমাদের সব মালিন্য দূর করেন জ্বালিয়ে দিয়ে। ঋষি বলছেন, 'আমাদের সব মালিন্য জ্বালিয়ে দূর করে হে অগ্নি, জ্বলে ওঠে প্রাণসংবেগের উদ্দেশ্যে : আমাদের সব মালিন্য জ্বালিয়ে দূর করে। সুক্ষেপ্ত আব সুপথ চেয়ে, আলোকবিস্ত চেয়ে আমরা তোমার যজন করি ... সর্বাভিভাবন

[১৬৯] তু ঋ উশিক্ (উতলা) পাবকো বসুর্, মানুযম্, ১।৬০।৪, শূচিঃ পাবক বসুঃ ২।৭।৪, শূচির্ ঋষঃ (তীক্ষ্ণাপ্র) পাবকঃ ৩ ও ৭, শোচিৎক্ষণঃ পাবকঃ ৩।৭।১২, ২৭।৬, শূচিঃ পাবকম্ ও ষাৎ, পাবক ভূশোচে ৪ ৭ অগ্নি এষ্ ক্ষণ্যন্ত আ গেহে আধারো রেবন্ প্রাণের সংবেগে, নঃ শূক্ৰ দীর্ঘিহ দৃমং (জ্যোতির্ময় হয়ে) পাবক দীর্ঘিহ ৫।২০ ৪ ৬।৪৮.৭)। 'শূচি' আর 'পাবক' দুটি বিশেষণ একসঙ্গে : মহেনেই আধারের শূদ্ধি : সোমও 'পাবক' শূচিঃ পাবকো অশুভঃ ৯।২৮।৬, ৭, মহির্ভূতঃ শূচিবৃদ্ধঃ পাবকঃ ৯৭।৭ : তাঁর পাবক ধারা ১০১ ২। বস্তুত আগে তিনি 'পবমান'রূপে সায়া, পরে পাবকরূপে সিদ্ধ। পুত হলে অগ্নি আর সোম একাকার, সোম তখন অগ্নিস্রোত তু অগ্নি আয়ুয্য পরসে অগ্নির ঋষিঃ পবমানঃ অগ্নেন পবন্স্ব স্বপা, স কর'। অগ্ন্য সচঃ সূর্নীয়ম্ ৯ ৬৬।১৯-২১ : তারপরেই আছে, 'পবমান ঋতঃ বৃহচ্ চাক্ৰং জ্যোতির্ অতীজনং (জন্ম দিয়েছেন), কৃষ্ণা তমারিস জন্মং বধ বরুণেন। ২৫। সুতরাং আধারে পবিত্র অগ্নি সোম আর 'বৃহৎজ্যোতি' বা বৃহৎজ্যোতিঃ পাবক। এই প্রসঙ্গে জু, পবিত্র আগ্নারসের (অথবা বসিষ্ঠের অথবা মজুনেরই— অনুক্রমিকভাবে মতে) দুটি পাবমানী ৬৮ : 'পবমানঃ সো অঘ নঃ পবিরেণ নিশ্বসিঃ, ঋ গোত্রো স পূন্যঃ নঃ যৎ তে পবিরম্ অচিৎ অগ্নে বিভতম্ অণ্ডোবা এক চেন পূর্ন্যহি নঃ। ঋ তে পবিরম্ অচিৎ অগ্নে তেন পূর্ন্যহি নঃ, বৃহৎসরোঃ পূর্ন্যহি নঃ। উভাভাং দেব সবিভঃ পবিরেণ সবেন চ, মাং পূর্ন্যহি নিশ্বতঃ দ্বিভ্য টং দেব সবিভতঃ, রষিষ্ঠৈঃ সোম ধামাভিঃ, অগ্নে দষ্টৈঃ পূর্ন্যহি নঃ। পূনশ্চু মাং দেবজনাঃ পূনশ্চু বসনো যিমা, বিস্বং দেবা পূর্ন্যহি মা জাতবেদঃ পূর্ন্যহি মা—এই যে পবমান (সোম), যিনি বিচক্ষণ যিনি পাবক, তিনি তাঁর পাবনী শক্তি দিয়ে অজ্ঞ আমাদের পবিত্র করেন। তোমার যে পাবনী হে অগ্নি, অগ্নির অস্ত্রের বিত্ত তাই দিয়ে আমাদের বৃহৎ দেব ভাবনারে কর পবিত্র। তোমার যে পাবনী অচিৎ হে অগ্নি, তাই দিয়ে পবিত্র কর আমাদের, বহুদেব জ্ঞানার প্রতীকনায় পবিত্র কর আমাদের, হে দেব সবিভা, তোমার পাবনী আর প্রতীকনায় দুটি দিয়েই আমরা পবিত্র কর সববাক্য। (তুর্) পাবনী, দিয়ে হে দেব সবিভা, সবভ্যঃ নিশ্বসিত নিশ্বসিত দামদেব দিয়ে হে সোম, তোমার ক্রিৎ দৈপত্য দিয়ে হে অগ্নি পবিত্র কর আমাদের। পবিত্র করেন আমরা দেবজনাংবা, পবিত্র করেন বসুর্বা ধী দমস্ হে বিশ্বদেবগণ, পবিত্র কর আমরা হে জাতবেদা, আমরা পবিত্র কর ৯।৬৭ ২১ ২৭। অগ্নিযজ্ঞদ্বিষ্টে 'পবিত্র' সেক্ষরসের চকনি, মেঘক্সারের টেবী। অধ্যাক্ষা-দ্বিষ্টেই ন ভীঃস্ত, যাব ভিভব দিয়ে আমরা আমাদের স্বর প্রবাহিত হয়। ওখানে দেবজার পাবনী শক্তি। এই শক্তি আছে অগ্নিতে সবিভাতে সোম এবং ক্রিৎদেবতার মাধ্যমে। অগ্নির 'দগ্ধ' বা রূপাহবকঃ ক্রিৎ দৈপত্য, সবিভাব 'সব' বা প্রচক্ষমা সোমের 'ধাম' বা কল্যাণ কল্যাণ উপত্য এবং অনানন্দমর্ষণ—এই দুটি 'পবিত্র'। পবিত্রের অগ্নিদৈবত এবং আধ্যাত্মিক অর্থের জন্য দু ৩।১।৫ ২৬ ৮, ৯।৮ ১ : তু অতঃ ক্রা মনসা পযমানঃ ৫ ৫।৮।৬। এই শক্তির সাযুক্ত্য ঋষিও পবিত্র নামা, ২।৭।২ স, ২ অঘ নঃ শোশূচদ্ অঘম্ অগ্নে শূশূচ্য্ অর্থাৎ, অপ নঃ শোশূচদ্ অঘম্, সুক্ষ্মীকরা সুক্ষ্মীকরা বস বা চ বজ্রমহে, অপ নঃ । প্র যদ্ অগ্নেঃ সহস্বতো নিশ্বতো সন্ধি ভান্য, অপ নঃ । ঋ হি বিশ্বভোজ্য বিশ্বভঃ পরিক্রু অস অপ নঃ । নিশ্বা যো নিশ্বতোমুর্বার্হি নঃবঃ পাবক অপ নঃ । স নঃ নিশ্বতুম্ ইব ন্যায়তি পর্বা স্বহঃত্রে, অপ নঃ শোশূচদ্ অঘম্ ১১ ৯৭ ১, ৫-৮, 'জ্যেষ্ঠ' আধার, 'পথ' দেবযাজনর, 'স্বসিদ্' পাবমর্ষিক সত্তা সংহিতায় অগ্নি পাবকসূচিঃ, পাবকরুচিঃ, পূন্যনঃ ক্রতুম্।

আগ্নির প্রভারা এই যে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে-দিকে, । তুমি যে হে বিশ্বতোমুখ,
সর্বদিকে সব-কিছু, বয়েছ ছেয়ে, । সব বিশ্বেষেব ওপানে হে বিশ্বতোমুখ,
নাথকের মত পার করে নাও, । আমাদের নদীর ওপারে নাথকের মত নিয়ে যাও
স্বস্তির কালে, আমাদের সব মাল্যিমা জ্বালিয়ে দূর করে।'

ধর্মোঁর কুণ্ডলী হতে মল্লু অগ্নিশিখার উৎকালিত দুলোকেণ অভিমুখে। তেমনি আমাদের অগ্নিবাস্ত আধারের শূচিচাত্ত উৎসর্গমুখ হয়, আমরা হই 'দেবয়দ' বা দেবকাম [১৭০]। দেবতাকে চেয়ে আমরা পাই সেই আদিত্যদ্যুতিকে বা অগ্নিরই বিশাল জ্যোতি। তাই সংহিতায় অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'স্বর্-বিদ', আমাদের যিনি 'স্বঃ' বা তুরীয় পদুজ্যোতিকে পাইয়ে দেন, এই স্বঃ বৃহৎ, অগ্নিও 'বৃহন', উপনিষদের ভাষায় যাব 'ব্রহ্ম' হল 'ব্রহ্ম' বা চেতনার অনিবার্য বৈপুল্য। 'এই অবশ্য দেবতাই বৃহৎ হয়ে পাইয়ে দেন সেই পবন দেবতাকে, এই অগ্নিচেতনাই হয় বৃহজ্জ্যোতি।'

স্বাধীনতা পর্বসমূহ দেখি প্রাণের সহজ প্রচয়, আয়ুর প্রভাব ১৭১ চিত্রশিল্পী

[illegible][illegible]

অবাধ উদয়ন। সংহিতায় এইটি আদিত্যায়নের ছন্দে অগ্নির বর্ণন। শিঙ্গু, অগ্নি চেতনার ক্ষুদ্রলিঙ্গরূপে আধারে 'ক্ৰমে বেড়ে চলেছেন। মানুষের যৌবন তাঁরই যৌবন। তবে তার অবক্ষয় আছে, কিন্তু এর নাই অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা তাই 'অজব' 'যুবা' 'যবিষ্ঠ'। তাঁর উপাসনায় তাঁর যৌবন সঞ্চারিত হয় আমাদেরও মধ্যে, তাই তিনি 'বয়োধা'। তিনি 'বৃহদ্ বয়ঃ' বা সুবিপুল তাবুণ্য, এবং তাইতে মর্ত্য-জীবনের প্রভাস্বর পুরোধ।

প্রাণের সহজ তারুণ্য হতেই মানুষের মধ্যে জাগে অমৃতত্বের আশ্বাস : যদি জরা না থাকে, তাহলে মৃত্যুও থাকবে না [১৭২]। প্রতীর্ণী আয়ু যদি মাধ্যন্দিন

দুষ্টির জন্য, বারবার তারুণ্য আধান করে যখন জেগে থাক, তখন স্বয়ং বিচিত্ররূপ ধরে তুমি ছড়িয়ে পড় দিকে দিকে ও, ১৫৫.৮, এই বর্ষিষ থেকে অগ্নির চব্বম বিস্তার বিয়ো বজ্রাস্ত্র, অমীত সূক্তরূপ বৈশ্বানরো বিদ্যেবো ব্রহ্মণ্য কবিরঃ, পাব যো বিশ্বা ভুবনানি পশুংস্ব হসন্ত্যা যোগোপা অমৃতস্য রক্ষিতা—সেই বৈশ্বানর, যিনি কান এবং সূর্য্যও, যিনি জেয়ে আচ্ছন্ন করেন লোক এবং দ্রাক্ষাকের স্বরূপলানি, বিশ্বভুবনকে যিনি কবলেন বিশ্বানরও, অপ্রবৃণ্ডে বখাল যিনি অমৃতের রক্ষক ও ১৫৭.৭ আব তার ফলে আনন্দ সূচ্যং সোমো সুখ। অগ্নিঃ বহুতঃ ত্রিভুবে নোমো বরুণাঃ ও ১০. ০. অজব তু ১৫৮.২ ও ১২৭.৯ ১৫৮.৮ ১৫৬.২, অজবঃ পিতৃনঃ ও ৭.২. ৬.৮. ৭.৮, ৬.১২.৯, ৮.৩ অশ্বান যেন ভোগ কবি। নৃশাস্ত্র (দ্রুত) অজবঃ জবঃ ও ৫.৭ উদ্ অগ্নে ভবঃ দ্রুদমদ্ (কলমালিন্য) অকলমালিন্যে দ্রুদমদ্ভুতং ব্রহ্মলিক ধেনে। শোভা বি ভাহ্য অজব ও ১৬.১৭.৫ ও ৮.৩, অগ্নে রক্ষা গো অংহসঃ ত্রিভুবে অংহঃ প্রতি অসব বায়ভঃ অক্লেশক হংহঃ তপিত্বঃ অজব দহ ৭.১৫.১৩, ৮.২০.১৯, ৩.১, ১০.১১.৫.১৭, 'পশ্যঃ পুংস্বতঃ জবদঃ উম্ভাঃ কবিঃ কাবোন পাবি পাবি রাজনঃ সখ্য সখ্যাম যজ্ঞো জাম্বগে হেনে মনঃ অমৃতাস্ত্র হং নঃ' পিতৃন সামনে নীচে উপরে সর্বত্র কবি কৃত্ব, কাব্য দিতে বক্ষা কব হং বজ্রন তে সখ্য সখ্যকে অজব হং জবপশ্বতঃ বক্ষা কব হং অগ্নি, অমৃতঃ হং, মর্ত্যঃ অমৃতদহ বক্ষা বব ১০.১৭.৭ ২১ 'যুবা' তু অগ্নি সিতঃ সমঃ ইদংতঃ কবিত্ব অমৃতস্য প্রগতা নরকঃ জ্বরংস্ব জবায়ৈ এমঃ সূর্য্যভঃ (সূর্য্যভিঃ) অ সখ্যস্ব যুবা কবিত্ব অমৃতস্য প্রগতা নরকঃ জ্বরংস্ব জবায়ৈ এমঃ যাজ্ঞে যাব্য। অগ্নির অজবো বনেনবঃ (কবঃ) অমৃতদে অমৃতঃ ভাক্রমোঃ। তু অবাধ্য শিঙ্গু হুইনি যোহাশ্বিনময় শবীরেণ ভবনা নো ২.১২.৮ নদী না মাতৃদে অগ্নির সমুদয় ও ১২.৬.১ ও ১২.৩.১, ৮.১২.২ ৫.১১.৬, ৬.৫.১২ ৭.১৫.১২, ৮.১৮.২৬ ১০.২.১। প্রাণঃ যুবঃ ও কবি বিশেষণ একসঙ্গে, 'যাবিষ্ঠ', 'যবিষ্ঠ' দুটি বিশেষণের বহু প্রয়োগ আছে তু ১.১২.১০ ২.৩.২ ২.১৬.৬, ৩.৫.৫.১, ৪.১২.১৮, ৫.৩.১১, ৬.৬.২, ৭.১০.৫, ৩.১১.৬, ৮.৭.৫ ও ১.৮.৭.৫.১ (১.৮.৭.৫.১) তু ১.৭.৩.১, ৩.১.১০, ১০.৭.৭, 'অস্পন্দমানো আনন্দ বয়োধা বৃহঃ স্বতঃ দ্রুদঃ পশ্চিবঃ উগঃ' নিস্পন্দ হং বহিলেন তালগোর আধারা, যখন বসন্ত তিনি শত্রু পাতন দ্রুইলেন পশ্চিম হয়ে। পশ্চিম দিয়া যেন, অগ্নি একদ্বারে বসন্ত ও সমুদ্রে উপ আদিত্যন শত্রু পাতন হংতঃ কবিত্বঃ কল তে কবিত্বঃ দাব্য অগ্নিঃ বহুতঃ কলঃ পশ্চিমঃ কবিত্বঃ কলঃ দাব্য অগ্নিঃ বহুতঃ কলঃ পশ্চিমঃ বা তাঁর প্রাণশক্তি একই দাব বহুতঃ যখন তখন তিনি নিস্পন্দ হং প্রবাহে অগ্নির হংতঃ বহুতঃ আভিযুক্ত। ৮.১০.১। 'তু ও ১৬.১।

[১৭২] তু যমের প্রতি নরকস্থায় উক্তি অগ্নিঃ লোকঃ ন ভয়ঃ ত্রিভুবান্ধিতঃ ন হং হং ন জরয়া বিদ্যেবো কু, ১.১১.২, অজবঃ তমঃ অমৃতস্য উপরে জীবনে মর্ত্যে ২৮ প্রাণের অবক্ষয়ের আরেকটি নিমিত্ত হল ব্যাধি সংহিতায় 'অমীত'। অগ্নি 'অমীতভাতঃ' ব্যাধিক দ্রু করে দেন তু অ কবির অগ্নিম উপ সূক্তঃ সগুদমঃস্ব অধ্বংসে যেন অমৃতভাতঃ ১.১২.৭ ও ১.৫.১, 'কবিত্ব' অপত্যিভু অদহো জবপশ্বঃ জবঃ, তু ৭.১১.৬, ১০.৮.৩, প্র নিঃস্ববঃ (নিঃস্ববঃ) চাত্ব্যস্ব যাবিষ্ঠ ৭.১১.৭ ৮.৬ ও ১৬.১৩, ২২.৮ 'লোকঃস্বাঃ শবীরে জল্য ব্যাধি মাতৃ যাজ্ঞে ভা ৮.১৫ অগ্ন্যঃ কবিত্ব ৭.১, ও অমৃতঃ সখ্যঃ ও ১০.১২.৮ 'পিতৃনঃ বরুণঃ বরুণঃ'। অগ্নিঃ হং এই পদ্যচ্ছত্র বহু উল্লেখ আছে তু দেবঃ প্রথমঃ শো ৫.১২.১১, ৫.৮.১১.১১ দেবঃ ১.১০.১, পাবি যদঃ প্রথমঃ হংকো বিজ্ঞেয়ঃ ভুবনঃ দেবো দহনঃ মতিঃ ১.১১.৬.১২, ১১.১৩.১। তু অজো ভাগস্বঃ ওপস্বঃ ওপস্বঃ হং তে শামিষু তপতঃ হং অজঃ, যাস্ত তে শিবাস্তঃ হংকো জাবিষ্ঠঃ তত্রিঃ বহিঃ নঃ সূক্তম্যঃ উ দ্রাক্ষমঃ ১০.১৬.১৮ মতঃ পব

সূর্যের মহিমায় ভাস্কর হল, তাহলে তাকে আর হেলাতে না দেওয়া, 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' হওয়াই মানুষ্যের পূর্বদুর্ভাগ্য। তার সিদ্ধি সেই অগ্নির সাহায্যে, মর্ত্যের মধ্যে যিনি অমৃত জ্যোতিঃ অবশ্য তা ভৌতিক অগ্নি নয় কেননা মর্ত্য প্রাণের মত তারও জরামৃত্যু আছে। ইনি সেই 'দেবঃ অগ্নিঃ', যিনি মানুষ্যের মধ্যে 'অজ্ঞো ভাগঃ', অন্তেত্যষ্টিতে ভৌতিক অগ্নিতে আশ্রিত হয়ে তাকে 'তার তাপ দিলে শৌচিঃ দিলে অচিঃ দিলে তপ্ত করেন, জাতবেদা হয়ে তাঁর শিবময়ী তনুসমূহের দ্বারা তাকে বহন করে নিয়ে যান সুকর্তাদের বিশাল লোকে'। দেহ পুড়ে যায়, চিতার আগুন নিবে যায়, কিন্তু চেতনার আগুন নিবে না, তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বচেতনাব্য অনিবাধ বৈপুল্যে। এই অন্তেত্যষ্টি বা সবশেষের আত্মাহুতির ভাবনায় সন্ধান পাই সেই 'অমৃত' অগ্নিব, 'যাঁর তিনটি আয়ু, তিনটি উষা যাঁর জননী'। পৃথিবীতে অন্তবিধে দুলোককে স্পন্দিত যে-প্রাণ, তার সঙ্গে তিনি এক, তিনি 'বিশ্বায়ু', তিনি 'অমর্ত্য' বা 'অমৃত'। সব দেবতাই অমৃত, কেননা তাঁরা চিহ্নজ্যোতিঃ; তবু সর্বাংগে এই বিশেষণ বিশেষ করে অগ্নিব বেলায়ই প্রস্তুত হয়েছে, কেননা মর্ত্যের মধ্যে তিনিই প্রত্যক্ষ অমৃত চেতনা এবং তাঁকে ধরেই তার অমৃতত্বের এষণা।

যিনি অমৃত, তিনি গ্রহর, সমস্ত মর্ত্য বিভূতির 'অক্ষীয়মাণ উৎস' [১৭৩]।

প্রাণচ্যুতের বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া। সূর্যের চক্ষু, গচ্ছত্ব বাতম্ আখা দ্যায় চ গচ্ছ পৃথিবীঃ চ মণিণা, অপো বা গচ্ছ যদি ওঃ হুঃ হি হুম্ স্যমাস্, প্রাতি তিস্তা শব্দাঃ ১০ ১৬।৩। ঐশীন্ আমাশি এর জ্যোতিষসংক্রান্ত অজ্ঞানীন্দ্র (জন্মসংক্রান্ত, জননী) উৎসসংক্রান্ত অগ্নি (৩.১৭ ৩; চেতন্যা উৎসান্ত্রিতে ভুলোককে অন্তঃগত এবং দুলোককে অগ্নিব কালব্যাপ্তি হল তার তিনটি আয়ু; প্রাণচ্যুত যোতাস, আচ্ছাদিত্বো দ্যুতঃ তা উষা বা দ্যোতাস্তব প্রাতিঃসংক্রান্ত প্রেবণা; এমনি করে জুবাশ দ্যায় অগ্নিব স্বাভাবিক, তু তিনবার ন্যায়কত অগ্নিঃ ১১ ১৭, ১৮। এত উষা বরণে বা মহাশূন্যতাব 'জননী' বা প্রিয়া ৮।১১ ৩। অগ্নি হৃদয়ের এক পুত্র (৮।১০১.৬)। ৭ হুঃ ১।২৭ ৩, প্রাতিঃ অম য়, মর্ত্য, ৬৭।৬, তিস্তা অপাং দ্যায় বিশ্বায়ুঃ, অপ বা প্রাণ প্রবাহের মধ্যে চেতনা। ১১ হুঃসংক্রান্ত প্রাতিঃসংক্রান্ত অমৃত বা আধার স্বব্যাপ্তি প্রাণ ১০, ৬৮।৫, ৭৩ ৮, ১২৮ ৮, বিশ্বায়ুঃ সো অমৃতো মর্ত্যায়ুঃ ৬ ৮ ২, ১০ ৬ ৩। ৭ হুঃ সো মর্ত্যায়ুঃ অমৃত স্বাত্বা স্বাত্মা ১।৭৭.১ ৭৭।২ ১, অগ্নিঃ বিচরঃ (বিশ্বায়ুঃ) ২।১০।১ (২) ৩ ১ ১৮, প্রচেষসম্ (প্রজ্ঞানসম্) অমৃতম্ ২১।৫, অমর্ত্য মর্ত্যায়ুঃ ৮ ১।১, ১১।৫, ৫।১৭ ১, ২, ৬ ৪।২, ১২।৩, অয়ং কবিন্ অকবিন্ প্রাতিঃ মর্ত্যায়ুঃ অগ্নিব্ অমর্ত্য নিধায় (নিহিত) ৭।৪।৪ (১০।৪৫।৭), ৮।৭১।১১, অমর্ত্য জাতবেদসংক্রান্ত ত্বয়ংসি দর্শনম্, আধার পোর্ণয়ে দ্যায়মান। ৭৪ ৫, ১০২।১৭, ১০।৭১।১, সপ্ত ধাম্যনি পরিময় অমর্ত্যঃ সাতটি ধামে অনুসৃত অমর্ত্য ১২২।৩, ৮৭ ২১ বিশ্বায়ুঃসংক্রান্ত অমর্ত্য ৩।২।১১, ৩ ১, অমৃত ওব কৃষ্ণভিব্ অমর্ত্যম্ অগ্নিব্ ৬।৭।২, ৯।৫। অরও তু অগ্নিব্ অমর্ত্য অরওব রয়োতিঃ (উরুণো) ১০ ৪৫।৮, তাঁর দৃষ্টি অমর্ত্যের কেন্দ্র বা প্রজাপক ৬।৭।৬ স্বাং দেবো অকৃষ্ণা অমর্ত্যস্য নারিঃ ৩ ১৭।৭, অমর্ত্যস্য বারিঃ ৬ ৭ ৭ (৯.৩) অগ্নিব্ বয়ং প্রথমস্যামৃতানাম্ মন্যমহে (মনন করি, জপ করি, চাবু দেবস্য নাম যাতে আদিত্যকে পাই) ১ ২৫।২ ১, ৭ হুঃ ৬ ১।৪; সমিধ্যামহো অমৃতস্য রাজসি (ঐশান হও) ৫ ২৮।২, ৩ ৭৭।৪।

[১৭৩] তু ঐ বিশ্বস্য নারিঃ চরতা প্রুস্যা (স্বাধার-জগৎমের) ১০।৫।৩, আয়োঃ ই শ্চক্ষুঃ উপরাস্য নারিঃ ৬ অস্ ৮ ১৫ ৮ পরমে যোমন্ দক্ষস্য জন্মায় আদিত্যেব উপস্থ্য অগ্নিব্ হি নঃ প্রথমজা স্বহস্য পর্ব অগ্নিঃ বিশ্বজা চ খেনঃ অগ্নি অসং অগ্নি সং, অগ্নি অনাদি এবং আদি, পূর্ব এবং পূর্তিঃ ৭। অগ্নিব পরম স্ববৃৎপের বর্ণনা। সমস্ত সত্ত্বটিই অনুধাবনীয়, আরও তু ৩.২৬।৭, অগ্নি অজ্ঞা সাক্ষ্যের বর্ণনা। ৭ হুঃ 'অমৃত' ন প্রাণঃ নিত্যো ন সনঃ' জুয়ি যেন জীমান যেন প্রাণ, যেন নিত্য নন্য ১।৬৬ ১; আধার অগ্নিব অবির্ভাব কালসাপেক্ষ, অতএব তিনি জাতক, কিন্তু স্ববৃৎপে তিনি নিত্য, জুত্ব সৃষ্টিবর্ষ, সংকল্প ন নিত্যঃ ৫, ৩।২৫.৫, ৫।১।৭, ১০.১২।২। ৭ হুঃ ১।২৬।৫, ৭৪ ২, অমর্ত্যেব পূর্বঃ ২।২।১ ৩।১১।৩ ১৪ ৩,

অতএব কালদৃষ্টিতে তিনি 'নিতা'। তিনি সবার 'পূর্বা', 'প্রর' এবং 'প্রথম'। সাধ্য এবং সাধন দুই রূপেই অগ্নির প্রাথম্য ইষ্টের ভাবনাকে পরম বোঝাতে উত্তীর্ণ করাই সাধার অর্থাধি। নন্দবতা তখন আদিদেব, আরসব দেবতা তাঁর বিভূতি।^৭ আবার অগ্নি যজ্ঞের বা উৎসর্গ ভাবনার প্রথম সাধন, সাধনার পথে তিনিই আমাদের 'নেত্রা', 'পূর্বপ্রতা' বা পুরোণাম্যী এবং 'পূরোহিত'। তিনি যেমন আদিত্যে, তেমনি অন্তে। দেবযানের সারা পথ ছেয়ে যাচ্ছেন তিনিই।^৮

আগেই বলেছি, দেবতা পরম, নিরুপাধিক, তৎস্বরূপ এই বোঝাতে ঋক-সংহিতায় তাঁর সাহসিক সংজ্ঞা হল 'অসুদ' [১৭৪]। যেমন শূন্যতার দেবতা বরুণ

দশ ঋকঃ। অগ্নৌলি, পূর্বাং সীম্। তৌকি অতীজনাং জন্ম দিল, যদিও তিনি সবার আদি হু, ১০।১২১।১ হিবণাগর্ভ সবার আগে ছিলেন, তবুও তাঁর জন্ম হল। ২৩ ৩, ৫ ৮ ২, ১৫।১, ৩ পর্ব। অথচ 'নবজ ত'। ২০ ৩, ৮।১৯।২, ২৩।৭, ২২ ঋ ২, অসি পূর্বাং ৩৯ ৩, অগ্নয়ু প্রাণবন্ত্যন মশো দেবো, পর্ব। ৩৯।১০, ৭৫ ১। 'তু ৩।৯ ৮, যাস্ অসি ঋতাবঃ (ঋতব্রতের, ঋত জীবনের দিব্যজন্ম) সম্ ঐধিবে প্রহঃ প্রহাসঃ দেবতা এবং যজমান দুইই সমাভন) ৫ ৮ ১, ৮ ১১।১০, ২৩।২০, ২৫, ৮৫।৭ প্রহ বাক্য ১০ ৪।১, ৭ ৫, 'ভূম। (ভূমসম্) অংগা বদ্য' অসি প্রহস। নিম্পশে জয়ব পতা উশতী সুবাসঃ' আম যেন তাঁর জন্মের খুব কাছাকাছি যাই নির্বিড় স্পর্শের জন্য, উত্তরা জায়া যেমন যান পাতিব কাছে সুবসনা হয়ে ১০।১১। ১৩ প্রাগই 'প্রহঃ সগো আচ্ছ' 'ঈতা' (উদ্ভাসিত করতে হবে যাকে) 'তু ঋম্ অশে' প্রণমো অশ্যো সগঃ দেবতা ও যজমানের সম্বন্ধ। ১।৩১।১ (২), কোহ যো বাবাব ডাকতে হবে যাকে। অশ্যে প্রহঃ পিতব ২।১০।১, স জগত প্রহঃ পশ্যাস, যো ঐশ্বন্যাসম্ভে, ন তীতশে। ৮ ১ ১১, ঋম্ অশে প্রহঃ দেবকর্তা (দেবকাম্যো) দেবঃ নতা অমৃত আ নিবাসিত (পেড়ে চাষা) ধতিঃ ধ্যানচিত্ত দিয়া। গতর্ভিতম্ অম্বনম্ ৮।১১ ৫, ৬ ১ ১, ২, ৮।২৩ ২২, ১০।১২২, ১।২৮ ২, অশ্যন হি নঃ প্রহমজা ঋতস। ১০ ৫ ৭। 'পশিতীম্ মন্তলেন গে তেইই গংসম্যো অশিনস্কে এত ভাবনা। 'তু অশে ঋম্' সুপথ্য রায়ে অশ্মান কিশনি দেব বাননি বিধান ১।১৮৯।১, ঋ নেত্রা বযত চর্যনানম্ (চর্যজন্ম, সাধনা দেবযানের পথে চলা) ৩ ৬ ৫, অশিনঃ নেত্রা ভগ ইব দ্বিতীয়াং দিব নাম্। দেবতা কবাসীন্দ্র, ভগ পৃথিব্যাং আদিত্যদ্যুতির প্রাণ প্রবণ। ২।০।১৫, 'অ ঋম্বম্বঃ সাত বশম্বস ততঃ যজস্য মোহী' স তীর্থা গমিণ আতঃ রানতঃ যজ্ঞঃ হে নেত্রাতঃ (অশ্বজন্মেতে 'সাত ঋম্বম্, লোকসংস্রবঃ 'সাতঃ ধাম', হু তম্ [অশ্বজ] নি যোদ্যে। স্থাপিত করল। সাত ধর্মভিঃ ৮।৭।৫ যজ্ঞেবত সন্তঃ ধাম ৯।১০২।২, হু তম্ হে যজ্ঞান সাতঃ তুর্মি, অশ্বঃ বৎ ধামগণি গাথা আতঃ আদিত্যঃ বশম্বতে, হু ছা ৮।৩।২, বশম্ব এতঃ। হু ছা ৬।১, বিবঃ তেতি তে বের অনব্রয়ে সাত ভাগ, তেই সন্তবশম্ব। ২ ৫।২; যজ্ঞঃ পশে' প্রথমসা পাস্যনু জংবদা বহঃ সুপ্রবাতঃ' যে যজ্ঞ অশ্ম হু ১০ ৯।১১।১, 'বহবঃ বহঃ এতঃ বহঃ তুর্মি তাতঃ হে অশ্বানো হে সাহস্রন নাসক ৩ ১৫।১, প্রঃ (প্রঃসব) যজ্ঞঃ নেত্রবম্ অশ্ববগম্। অশ্বা নি তেই যজ্ঞ বা সাধনের 'সংবাদ' ১০ ৬।১৮, সন্তস্য বজ্রনঃ ৮ ১ ৭ প্রঃ হে। নেত্রা ৮ ৬, নেত্র 'সদনাম' প্রঃস্রবঃ, নেত্র দেব, হু ৮।৫৮।৫ ব, ২ ১ ১। ৭ ১।২। 'পূর্বপ্রতা' হু অদ্যঃ (অবঃ) সম্ পূর্বপ্রতা ভবা ন ১।৭।২ ৩।১১ ৫। অবঃপ 'পূর্বপ্রতা' পূর্বপ্রাণা' 'পূর্ববাহিত' হু অশ্মনঃ দ্বৈল পূর্ববাহিতম্ ১।১।১, ৭৮।১০, ৫৮ ৩, পূর্ববাহিতঃ পূর্বপ্রাণে ১২৮ ৭, ১০ ১ ৬, অশিনঃ দেবানাম্ অংবঃ পূর্ববাহিতঃ ৩।২।৮, অশ্মনঃ সশ্ময় (সূর্যের জন্য) দ্বিধির পূর্বো অঃ অশ্মনঃ সশ্ময় পূর্বো ৩ ২ ৫, ১।১৬ ১। সব অর্ধাজা বা ঋক্-ব্রহ্ম তবিত, হু ১ ৯৮।৬। যজ্ঞঃ বহঃ, তিনিই যজ্ঞ, হু ৭।১৬ ২, ১০।১৬।৮। 'তু অতঃ' মোক্ষকার লিখা অশ্বানো দেবানাম্ ১ ৭২।৭, সুগান্ সুগম, পশঃ কলুহি দেবানাম্ ১০ ৫।১।৫, অশ্মনঃ বিবঃ সর্মিঃ দেবানঃ ২, ৫।৪৩।৬।

[১৭৪] দ্র টী ম্ ১৩৬, ঋ ৩।১৫ সুর ধ্বা ১৮ ৮ ১ ২ ৫, অশ্মনঃ বহঃসংহিতায়া অশ্মন্য অশিনঃ সর্ম বা অশ্মনঃ সর্ম সংহিতা প্রসিদ্ধ। হু ৭ ৬৩।২ 'অশিনস্য' এবং ঋক অর্থমাব সহচার, 'বিশ্বং স কেন বহঃ যথা দিয়া অশ্মনঃ অশ্বঃ সর্ম' ১০।১১ ১ 'তু ৪।২ ৫ ৫ ১৫।১, ৭।২ ৩ ঋতস্য বহঃ অসুদ্যঃ ৫ ১২।১, নন্ত্রো অসুদ্যঃ ৭।৬।১ (দ্রুটিই বহঃসংহিতা সংজ্ঞা)। 'অদিত্যেই সব হু অদিত্যঃ মোহঃ অদিত্যঃ অতঃবহঃ অদিত্যঃ

অসুন্দর, তেমনি তাঁর 'জাতি' অগ্নিও অসুন্দর। পৃথিবী হতে অভীপ্সার উদ্ধর্শিতা দুল্লোলকে পৌঁছায় আদিতির মাধ্যম্ভিন দ্যুতিতে, তারপর তারও ওপারে মিলিয়ে যায় বারুণী মহাশূন্যতায়। সেইখানে অগ্নি 'অসুন্দর বা পরমদেবতাব অনুপাখ্যাতা, যা বিশুদ্ধ সম্মাত্র হয়েও বিশ্বের স্বতচ্ছন্দের বর্ষক, নিখিলের সম্মাত্র। আবার পরম পুরুষরূপে যিনি বরুণ, পরমা প্রকৃতিরূপে তিনিই 'আদিতি।' বিশ্বোতীর্ণতায় এবং বিশ্বাত্মকতায় অগ্নিও আদিতি, 'আদিতির মত তিনিও সব হয়েছেন।' যে-পরমাব্যোমে আদিতির গভাশয় এবং দক্ষের জন্মস্থান, অসং আব সং যেখানে যুগলম্ভ, সেইখানে অগ্নি আমাদের কাছে প্রতিভাত হন স্বতের প্রথমজাত হয়ে, আদিম প্রাণস্পন্দনে বৃষভ আর খেনু হয়ে।*

অগ্নির এই পরম পরিচিতি। পৃথিবী হতে পরমব্যোম পর্যন্ত, পার্থিবচেতনার ক্ষুদ্রলিঙ্গ হতে মহাপার্বণিবর্ণাণের অনিবাধ বৈপুল্য পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাঁর অধিকার। অনন্তমের নীড় পর্যন্ত উচ্ছিন্নত প্রাণের স্তম্ভ যেন তিনি [১৭৫], আমাদের জীবনায়নের আদি এবং অন্ত।

এই হল অগ্নির সংস্বরূপ, আমাদের অভীপ্সার যা পরম অয়ন। শূদ্র সম্মাত্রে স্থিতি হয় চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে। এখন আপনাতে আপনি থাকা, সংহিতায় যাব সংজ্ঞা হল 'স্বধা' [১৭৬]। সংহিতায় অগ্নিও বিশেষ করে 'স্বধাবান'। 'বিশ্বের

মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্ব দেবো অদিতিঃ পশু জনা অদিতির জাতম্ (যা কিঙ্ক জন্মেছে)। অদিতির জন্মস্থান (যা কিঙ্ক জন্মেছে) ১।৮৯ ১০। 'তু নি অগ্নিব্ অপ্ অদিতব উদ্যতে ১৭১৩। অগ্নিব বর্ষিষষ্ঠ সংজ্ঞা যেমন 'পাবক', অদিতির তেমনি 'অনগা' বা অনপরাধ (ঋ. ৮ ১০১২৫), তাঁর কাছেই আমাদের সমস্ত অপরাধের ক্ষমণ (তু. ৪ ১১২ ৪, ১০ ১২১৮, ১১২৮১৫, ১১২৮ ৬ অনপসং তম্ অদিতিঃ কৃণোতু ৪।৩৯১৩ (১১২৬২১২২), ১০ ৬৩।১০, অনাগ্রাস্থ অদিতির ৭ ৫১।১১। আগ্নঃ - ১ অগ্নাং লেপা, দগ্ধা, মলিন কবা' তু. 'অগ্নে' সুতরাং 'অনাগ্রাস্থ' নিবজ্ঞন' তু. ম্ এদা বিজ্ঞান পূণ্যপূর্ণে বিশ্ব নিবজ্ঞনঃ পরমঃ সাম্যঃ (পাতি ৩।১৩, অদিতি যানন্তর চেতনা অংএব এই পরম সাম্য বা নিবজ্ঞন' বা অনাগ্রাস্থ অগ্নি অদিতি দম্যশো (দিমোহ) হনগাস্থম্ অদিত্যে অগ্নিব সম্বাদনা। সর্বভূতৌ (সর্বাত্মজ্ঞেয়) স্যাম ধো ভূভিষে পড়তে, সর্ব জ্ঞানবৎ নিবজ্ঞন' ১।৯৭।১৫, ২ ১১১, অমৃতঃ কৃণিচ্ অদিত্যে বিবস্বান'। আনোয়নমস পরমদেবতার সংজ্ঞা অথচ অমৃত্যু ৭ ৯১৩, ৮ ১৯।১৭, 'বিশ্বাত্ম অদিত্যে যাতিবানাম্ ৪ ১ ২০ 'তু অগ্নির উক্ত 'ইযং মে নীভির টৈ মে সংশ্রাম্ (এই দেবো অগ্না অগ্নি সর্বঃ, স্নিগ্ধা অত প্রথমজা স্বত্বেসং ধেনু, অদ্যেও জাবানান'—এই যে সাম্য নীতি (কেন্দ্রক), এখানে সন্মাব শব্দকর্তা, 'স্বত দেবতাবা আমাবতী অজ্ঞাত হাঁজু এই সন কত্, আমি স্নিগ্ধমা অর্থাৎ হস্ত বা দাবাপূর্ণিণী হতে জাত, অদ্য স্বতের প্রথম জাগক, (অমাব) ধেনু, অগ্নিব আনোয়ন শব্দ, তু ১০।৫ ৭, দুসেব যারায় স্বাবত কনোও এইসব 'স্বত ধেনু, বিশ্বাত্মা বাক্ বা 'গোবী', তু ১ ১৬৬ ৪১ ৫২। ১০।৬১ ১৯, অগ্নিই 'নিষব' 'সন ১।১২৮।৪। * ১০।৫।৭।

[১৭৫] তু ঋ আখ্যাব ই স্পন্দ উপমসা নীলে ১০ ৫ ৬ (আসু, প্রাণ ১ ৫১ ১ তু উপনিষদের প্রাণবন্ধ সংহিতায় 'অপ্ বা জ্বলন ধাবা তাল প্রতীক, তু হঠযোগেব উপমোতা কুণ্ডলিনী, সংহিতায় হিরণ্যবে বেতসো [নল] যোগজা। মদা আসম্য ৭।৫৮ ১ আরও দক্ষী স্কমভগ্নস্তু ১০।৭, ৮। পশুযদেব যুপ বরুপ ত অগ্নিব, দিবসেত্ভজনী পূণ্য, দিব্য, এসমস্তের মূলেও এই ভাবনা (ঋ. বেদী. ৭৮২৪)।

[১৭৬] তু ঋ অনান দেবতা স্পন্দযা তদ্ একম্ ১০ ১২৯ ২, যেখানে কিঙ্কট 'স্বত' খানে তৎস্বরূপ সেই এক আপনাতে আপনি আছেন। কিন্তু তখনও তিনি নিষ্প্রাণ নন, তাঁর শ্বাস পড়ছে। এই তাঁর 'অসুন্দর' 'তু ১ ১৪৭ ২, ৩ ২০।৩, ৪ ১২ ৩, ৫।২ ন স্বদ্ 'দোমস্বত'। ধোতা পূর্ণি, অগ্নে সজ্জমান ন কাবো পুরো অস্তি স্বধাবঃ ৫।০।৫, ৮ ৪৫ ২০, ১০ ১১।৮,

আদীচ্ছন্দ হতে জাত হয়ে তিনি আপনাতে আপনি আছেন আনন্দময় সিসৃক্ষার স্বাচ্ছন্দ্যরূপে, গোপন তাঁর নাম, অমলিন তাঁর তনু, শূন্যচি, হিরণ্ময়, জবলজবল করছে সোনার মত, তিনি মহান এবং কবি, অমৃতস্বভাব, আত্মবিকিরণে সম্পূর্ণ। অতএব স্বধা তাঁর উল্লাস এবং বীর্যের আশ্রয়।

সত্তার এই বিচ্ছুরণই প্রজ্ঞা, আকাশে উছলে-পড়া আলোব মত। এই অগ্নির একটি মূখ্য পৰিচয় হল, তিনি 'বিশ্বান্' তিনি জানেন ১৭৭। কি জানেন?

১৪২।৩। ৭তম মন্ডর স্বধার স্বতন্ত্রাৎ সঙ্কলিতো ১১৪৪৮।৭, নাম স্বধারান্ গুহান্ বিভাষি ৫।৩।২, তনুয় অরোপাঃ শর্চাৎ হিবগম্, তৎ তে এক্ষো ন রোচত স্বধারঃ ৪।১০।৬, মহান্ করিব্ নিন্ চরতি স্বধারান্ ১।১৫।৪।

[illegible]

‘জানেন পথের খবর, স্বপ্নের ছন্দ, তাই তিনি সত্যাম্বরূপ।’ ‘জানেন মর্ত্য এবং দিব্য জন্মকে, তাই ভুলোক আর দুলোকের মধ্যে চলেন দূত হয়ে। জানেন, ‘অমৃতত্বকে সিদ্ধ করবার জন্য কি করে আহরণ করতে হয় বীর্য’ আব বজ্রতেজ, প্রাতিভাসংবিতের তিনটি ছটায় কি করে আধারে নামিয়ে আনতে হয় দেবতার প্রসাদ, চিন্তি আব অচিন্তকে পৃথক করতে হয় মর্ত্যের মধ্যে। আধারে সঞ্জাত হয়ে বৃহৎ হন তিনি, কেননা বিষ্ণুরূপে তিনি জানেন তাঁর তৃতীয় পরম পদ, যার রক্ষক তিনিই।’ তিনি স্বাধিক এবং স্বত্বপতি, তাই জানেন স্বত্বচক্রের আবর্তন, আর তারই ছন্দে দেবযানের রহস্য।’ সাতটি অরুণা বোনের জন্য উল্লা তিনি, জানেন মধু হতে কি করে তাদের তুলে ধরতে হয় চোখের সামনে।’ তিনি জানেন সেই খেনুদের পরম এবং গৃহা নাম, তপ দিয়ে অগ্নিরারা যাদের সৃষ্টি করেছেন এইখানে।’ এককথায় তিনি ‘বিশ্ববেদাঃ’ সব জানেন আমরা মর্ত্য মানব, দেবতার রহস্য কিছুই জানি না; তিনিই সব জানেন, এবং জানেন ঋগ্বেদে।’

অগ্নির প্রজ্ঞা বোঝাতে তাঁর একটি অনন্যাপর এবং সবচাইতে বেশী প্রশংসিত সংজ্ঞা হল 'জাতবেদাঃ'। যাস্ক তাঁর নিবন্ধে এটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা করেছেন [১৭৮]। নামটি বহুপ্রযুক্ত হলেও সংহিতায় জাতবেদার উদ্দেশ্যে মাত্র দুটি ছোট্ট সূত্র আছে, তাব মধ্যে একটি শুদ্ধ একটি ঋকের, আরেকটি তিনটি ঋকের একজায়গায় অগ্নি নিজেই বলছেন, 'আমি জন্ম হতেই জাতবেদা'।^২

[illegible][illegible]

সংহিতায় নামটির ব্যুৎপত্তির আভাসে পাওয়া যায়, “দেবতা অগ্নি খন্ডিটয়ে জানেন সব জন্ম”, “অগ্নি জানেন দেবতাদের জন্ম, জানেন মর্ত্যদের গৃহ্য (জন্মরহস্য),” “এখানে যে পিতৃগণ আছেন, আবার এখানে যাঁরা নাই, যাঁদের আমরা জানি অথবা আমরা জানি না, তুমি হে জাতবেদা জান ত্বা যতজন” অর্থাৎ দেবলোকে পিতৃলোকে বা মর্ত্যলোকে যা-কিছু ‘জাত’ বা প্রাদুর্ভূত হয়, তাকে যিনি জানেন তিনি জাতবেদা। আরেকজায়গায় পেয়েছি, মর্ত্য এবং দিবা উভয় জন্মের বেত্তা তিনি, দুয়ের মধ্যে তাঁর আনাগোনা।^১ কথাটাকে ঐতরেয়ব্রাহ্মণ পরিষ্কার করে দিলেন এই বলে - ‘জাতবেদা হলেন প্রাণ, কেননা যা-কিছু জাত তার খবর তিনি জানেন।’^২ অর্থাৎ জাতবেদা প্রত্যেক সত্ত্বের মধ্যে নিহিত সেই গৃহ্যচর প্রাণচেতনা “যা তার উৎক্রান্তির প্রত্যেক পর্বের (এইটিই বিভিন্ন লোকে বা চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে জন্ম)” সাক্ষী।^৩

ঋক্-সংহিতার বহুজায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে জাতবেদার উল্লেখ থাকলেও কতকগুলি মন্ত্যের আলোচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্যের একটা আভাস পাওয়া যায় [১৭৯]। মনে হয়, যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত দিবা অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা ‘জাতবেদা’। বিশ্বামিত্রের একটি অগ্নিমন্ত্রের সূক্তের প্রথমদিকে আছে - “দুটি অবগিতে নিহিত জাতবেদা, সুনিহিত গর্ভ সেন গর্ভিণীদেব, দিনের পর দিন চেতিষে তুলবে জাগ্রত থেকে আর হবা নিয়ে মানুষ্যেরা সেই অগ্নিকে। ইলয়াম্পদে, পৃথিবীর নাভিতে আমরা তোমায়, হে জাতবেদা, হে অগ্নি, নিহিত করছি হবা বহন করবে বলে।” তারপর অগ্নিমন্ত্রের একটি বলিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে - “এই যে অগ্নি জাত হয়ে ঝলমল করছেন, জানছেন সব।” এই উক্তিও জাতবেদা নামের ধ্বনি আছে। কিন্তু ঋক্-অবগিতে জাতবেদার জন্ম নয়, কিংবা চিবকাল তিনি শিশুই থাকেন না। বস্তুত তিনি “দৈবানব, অব্যক্ত অসুর হতে তার জন্ম ভুবনের মধ্যস্থ পদম বোমায়ে। সেইখান থেকে বিশ্বভুবনের জন্ম দেন তিনি।” তার তিনটি আয়ু, তিনটি উষা তার তিননী। আমাদের মধ্যে যে ‘উক্’ বা চেতনার আবর্জনের মোড় ফেঁসবার বীৰ্য, তিনি তাইই তনয়, নিহিত হন ধী বা ধ্যানচেতনার দ্বারা।^৪ সোমযাগের তিনটি সবনেই তিনি সন্তত।^৫ তিনি অমৃতের এবং উরুলোকের বা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যের বিধাতা; তার বিশিষ্ট কৃত্য হল সমস্ত দুর্জিহের ওপারে আমাদের নিম্নে যাওয়া, সমস্ত বিদ্বিগ্ধ

[১৭৯] জাতবেদাসংক্রান্ত একটিতে মাত্র তিনটি ঋক। তাঁর উদ্দেশ্যে এমনতর আরও ত্রয়ের সম্মান পাওয়া যায় ঋ ৩।১৭।২৪ ভূবের দিক দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি; জাতবেদার হওয়া সম্ভব, ৫।৪ ৯ ১১ ৮।১১।৩-৫। আরও দু ১ ১৮ ১। “অবশ্যাব্ নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীযঃ, দিবোদিব ঐডো জাতবেদাঃ নি ধীমহা অগ্নে হবায় রোহে ৩।২।২, ৭।৩ ১০।১।৬; ইলা পার্থিবচেতনার দুর্জাক্রমিণী এষণা এবং অমৃতচন্দ্রোদয় তার ব্যুৎপত্তি। তিনি অগ্নিমাতা-মানবী এবং মৈত্রালবনী দ্বারা বিশেষ বিবরণ দ্বা প্রাপ্তিদেহতা হলো, ইত্যাদি। ইলাব স্থান, যজুর্বৈদ, তু ১।১২৮।১, ১০।১৯।১। আরও তু মেট্রিক অগ্নি ১০।৭১।১, ২, ৭। “জাতো অগ্নি যোজাত চ্যাকোনঃ ৭। ৩ তু দৈবানব জাতবেদঃ ৭।৫৮ ১ জাতানঃ পরমো বোময়ঃ জুনো জনয়নঃ ৭, অসুস্য জতাদ্ অজায়ত ৩ ২৯।১৫, যজু জাতবেদো ভূমাস্য মধ্যস্থঃ অতিষ্ঠো অগ্নে সহ বোচনন ১০ ৮৮।৫। ৩।১৭।৩, দু ১। ১৭২৩। উজ্জো নপজ্ জাতবেদঃ ধীতিভিঃ হিতঃ ১০।১৪০।৩ ৩ তু ৩।২৮।১, ৪, ৫। এটিও সম্ভবত জাতবেদাঃ ৩। ৩ তু ৫।৪।১০ ১১, ৯, ১।৯৯।১, ৮।১১।৩। “যাতুধানদেব হবতা ১০।৮৭।২, ৫, ৬, ১ ১১ ৩ তু ১০।১৬।১-৫, ৯-১০। আবার ঐত্রায়ে ইনি গাহপত্যার্যান অহবনীয ১ ১৬, ৮ ৬।১৬।৪০-৪২।

শক্তিদের খেদিয়ে দেওরা ।^১ তাই দেখি, রক্ষোহা অগ্নিকে বিশেষ করে সম্বোধন করা হচ্ছে জাতবেদা বলে।^২ আবার এই জাতবেদা যেমন যজ্ঞের বা জীবনের আদিত, তেমনি তার অন্তেও অগ্নিগণের অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল জাতবেদা। যে-অগ্নি মৃতদেহকে দগ্ধ করে (কুব্যাদ), ইনি তা নন। ইনি সেই দিব্য অগ্নি যিনি দেহীব 'অজ ভাগ্যকে' প্রত্যুৎ কবে নিয়ে যান উবুলোকে তাঁতে আহুত ওন্দুকে দেন দিব্যরূপ - জাতবেদা মানু্ষের এই দিব্যজন্মের বেত্তা।

অগ্নির যে প্রজ্ঞান তাঁর কর্মের সংগে নিত্যমুক্ত, যা তাঁকে করেছে দেবযান পথেব দিশাবণী, যাব পরিণাম সোম্য আনন্দচেতনা, ১৮০., সেই প্রজ্ঞানে তিনি হয়েছেন 'জাগ্রি' বা নিত্যজাগ্রত। এই বিশেষণটি বলাতে গেলে সংহিতায় অগ্নি আর 'সোমে নিবদ্ধ' সাধনার আদিত অগ্নি, আর অন্তে সোম। দেবতা নিত্য জেগে আছেন দুটি প্রান্তেই। সমস্তটা পথ তাই আলোর পথ। সমস্ত দেবতার মধ্যে 'অনবাদ্য দেবতা এই যে অগ্নি, তিনি মাতা পৃথিবী আর পিতা দৌহর কোল জুড়ে জেগে আছেন - দুবুলোকের তুংগহাষ লোকোত্তর মে আনন্দধাম (নাক), বৈশ্বানর হয়ে সেইখানে আরোহণ করছেন তিনি, নিত্যজাগ্রত থেকে একই অগ্নিপথে তাঁর আনা-গোনা।^৩ উৎসাহসের পুত্র তিনি, জেগে আছেন মনোদ্যুতি নিয়ে,^৪ অমৃতদেব মধ্যে নিত্যজাগ্রত থেকে আমাদের মধ্যে নিহিত করছেন রস।^৫ নিত্যজাগ্রত বলেই দেবযানের পথে তিনি 'অতন্দ্র' দূত ও হবাবাহন।^৬ অগ্নির এই নিত্যজাগ্রতি অধ্যায়দৃষ্টিতে সমনস্কতা ও সদাশুদ্ধি।^৭

এই প্রসঙ্গে অগ্নির আরেকটি সংজ্ঞা মননীয় অগ্নি 'কবি' সংহিতায় এই সংজ্ঞাব সবচাইতে বেশী প্রয়োগ অগ্নির বেলায়, তার পরেই সোমের। বেদে পরম-দেবতার একটি সংজ্ঞা হচ্ছে 'কবি', এ-জগৎ তাঁর অঙ্গুর অমর কাব্য ১৮১।। যাস্ক

। ১৮০। অগ্নির প্রজ্ঞান এবং কর্ম হু ঋ ১০ ৮৮।৬ তু ১৬।১., দেবযান বা ২৯ ২, প্রজ্ঞান, বিশ্বা উপ যজি সোম্য তাম্র ১৬। ৩৫ ৫ ২ তু স্যাম ৩.৩৭।৮, ৯ ৩৬।২, ৪৬ ৩ ৭১.১, ৯৭ ২ ৩৭, ১০৬।৪, ১০৭।৬, ১২। ২ তু ত্ব নো অগ্নে পিতৃন উপপথ অ দেব্যা দেবাবু অনবাদ্য জগ্ৰিঃ ১ ৩১।৯। ২ তু বৈশ্বানরঃ প্রজ্ঞা আগ্নেবজ মাতা নাবম্ আরহৎ সন্মানম্ অজমং পর্যেতি জগ্ৰিঃ ৩।২।১২ 'অজম' = 'অজ কাব্যম্ মধ্য' উৎসাহ্য হওবা, হু অ জন', এতেন বোধ্যচ্ছ অগ্নি স্য পথে উৎসাহ্য চরেন দেবযানং পথ, হু মনা ক্ষিপ্তং পশ্যিজন। দিব্যম্ অজ্ঞাম্ অশ্বাৎ অশ্বকর্ম্মণেব অশ্ববনা ১ ১১৩.১০।। ৩ তু অগ্নে দ্যক্ষান জাগ্রতে সহসঃ স্মৃন, ৩ ২৫।৩। ১ মনতু রসম্ অমৃতেষু জাগ্রিঃ ৩।২৬ ৩ 'রস' প্রজ্ঞানঘনতাব প্রতীক, অগ্নি বিশেষ করে রসধর্ম, দু টী ২২১।। 'জগ্ৰি'র আরও উল্লেখ ৩।৩।৭, ৫।১১।১, ৬।১৫।৮। ২ তু, ১।৭২।৭, ৮।৬০।১৫। ৩ তু, ক. ১।৩।৮।

। ১৮১। হু শৌ অগ্নিব বৈ নাম দেবতা তদানন্তে পদীকৃত্য তস্যা বপণেন মে বৃক্ষ হবিষ্টা হবিব্রজঃ অগ্নিত সন্তা ন জহত্য অগ্নিত সন্তা ন পশ্যতি, দেবযান পশ্য কাব্যং ন মমাব ন জাগ্রিৎ। কব্যাং হল সে দেবতাব নাম, ঋতব স্বাব্য পরিবোধিত হওয়া আসানি তিনি তাঁই বুপে এই গাছেরা সবজি হয়ে পাপ অজ সবজের মত, তিনি লাজ অতেন তাই কেউ তাকে তেড়ে থাক না, তিনি কাছ আতেন ওন্দু ফেটে তাকে দেখতে পায় না, দেব দেবতার কার্য এ মনস্তত্ত্ব না, জনশ্রুতিও হয় ন ১৮।৭ ৩১ ৩২।। হু ঐ কবিন্ মন য়া পরিভঃ স্বয়ম্ভব মাধাতুধ্যাতো হতানি ১৮।৮ ছান্দোগ্যঃ সমাভঃ ৮। - হু নি মেবারা কবিঃ কবদশ্রমো ভর্গঃ ১২।১৩ ২৭ ৮. ১৮। ৮ ক্রম নল হু ১৮।৮ ১১।। ১৮।৮ ১১। ৮ চি চিৎ, ১৮।৮ ১১। ৮।

২ তু ম নবায়মবা তন্তুম্ আ তন্তুত দিদি সমস্ত অতঃ কবযঃ সুদীহযঃ ১।১৫৯ ১। সমদ্র' হল সমদ্র। তু ৪ ৫৮ ১০।৫।১, 'তন্দ্র' প্রজ্ঞানের রাস্মা, আর সে প্রজ্ঞান দেবতার দেবতাক-ভুলোক ছাওয়া মায়ার দু এই ঋকেরই পূর্বদ। ৩ নি কবতের বা ১২।১৩ হু নিশ ২ ১৪।।

কবি বলতে বুদ্ধোচ্ছেন 'কালন্দদর্শন'-যাঁর দৃষ্টি চলে যায় বহু দূর।^১ তাঁর এ-ব্যখ্যার সমর্থন শব্দসংহিতাতে আছে : "নতুন-নতুন তত্ত্বকে আতত করেন দ্দুলোকে সমুদ্রের গভীর হতে সুদৃঢ়িত কবির।" আবার গওর্থক কব-ধাতু হতেও তিনি 'কবি' বৃত্তপাস্তি দিচ্ছেন। তখন 'কবি' আর 'ঋষি' সমার্থক।^২ আরেকটি বৃত্তপাস্তি সম্ভব অভিপ্রায়ার্থক ক-ধাতু হতে। তখন 'কবি' আর 'বিপ্র' সমার্থক।^৩ সংহিতায় 'কবি'র সঙ্গে সঙ্গে 'ঋষি' আর 'বিপ্র' বিশেষণ পাওয়া যায় অনেকজায়গায়।^৪ তিনটি শব্দের মধ্যে অর্থের অনোন্যসংক্রমণ ঘটেছে বলে মনে হয়। তাথেকে কবির অর্থ করা যেতে পারে 'ঋদয়েব আকৃতিতে যিনি চণ্ডল, আবার যিনি কালন্দদর্শীও।' দেবতা আর হজমানের মধ্যে আকৃতি হল সেতু। দেবতাকে পাওয়ার জন্য যজ্ঞমানের শ্রম্য এবং আকৃতি তাকে করে কবি। আবার দেবতার মধ্যে 'মনসঃ প্রথমং বেতঃ' যে-কাম, বিসৃষ্টির যে আকৃতি^৫, তাই তাঁকেও করেছে কবি। এই আকৃতির প্রকাশ হয় বাক্যে। তাই কবির সঙ্গে বাক্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শ্রম্যার আবেশে মানুস্বেব ঋদয়ে যে আকৃতি জাগে, তা তাব চিহ্নটির স্ফূরণ, তারই স্ফূরণ সুত্ববাক্যে। "বাক্য তাই আশ্রয়ী।" অগ্নি এইজন্যও বিশেষ করে কবি, এবং সোমও : কাবোর মূল প্রেরণা আসে ঋদয়ের উদ্দীপনা এবং আনন্দ হতে।^৬

সংহিতায় কবি অশ্বিনর এই পরিচয় [১৮২] বৈষ্ণবের দেবমায় হতে

[illegible]

১৮২। অ বৈশ্ববন্দ্য দরদারিত্বা বহুত আনন্দাদ এতৎ স্বপনসয়া কারি উক্তা পিতৃদা মহেশ্বাঃ অগ্রমিতাশ্চিব দ্যাবপৃথিবী ভূমিরেতসা ওত। ১১ মন্তব গ্রন্থপথ অশ্বিন এক অশ্বিন কারি অশ্বিনে বহুত বা তজ্জ। বৈশ্ববন্দ্যরূপে তির্জন বিশ্বব্যান্ত, আবাব নবজাতকরূপে জীবনের আশ্রয়ে জাত। দ্যুত্নোক আব ভূত্নোক মহাবীর্ষ্য অভিযন্ত হল তাঁব আবিভাবের স্মরণ ব্যতীর তেজস্বিনী অন্তঃসর। এই তাঁব কল্যাণকর। অবিদ্যাঃ বহুভাবরূপে প্রবাহিত হলেন, এ বহুতঃ বৈশ্ববানবতঃ, অন্যত্র যাদে বস্মা হতবহে অসংকল্প আদিতবহাব কাম (১০।১২৯।৪) তাইতে দ্যাবাপৃথিবীও 'ভূবানবতাঃ' 'অ অঃ' < 'বি। রা। প্রবাহিত হওক'। নিম্ন 'বিগর্ভিতঃ' রায়হেতঃ' গতিকমাণে (২।১৫।১) দ্বিগ দশবর্ষ প্রবয়্যক ক্রাদিগণাব সমকক্ষ এবং অমকক্ষ দুইই। শত্ৰু থেকে তিনটি বিশেষ্য 'বর্ষঃ', 'দ্বিগ বৈভঃ' প্রধান 'বৈভঃ'ব সংগে অস্পর্ক লক্ষণীয় ১।১২৯। ১, ১৫। ৪, ন কয়েক পদের আশ্রিত স্বভাবঃ (আশ্রয়স্থিত থেকেই) অনুপান ক্রাবাব উৎসরণ। ওত। ও। ১৬। ১৭। ৮। ১০২। ৫, প্র যদ্' আনন্ড পিতৃদা অন্তঃনা কারিব' অন্তঃ দীনানঃ ১০.২০। ৪, বি যোঃ রজাংসা অমিময়ী সন্ততঃ

(বেরিয়ে এলেন সেই) বৃহৎ, বেরিয়ে এলেন (সেই) এক কবি কল্যাণকর্মের সংকল্প নিয়ে; পিতা আর মাতা উভয়কেই বলমলিয়ে জন্মালেন অগ্নি, দু'লোক আর ভুলোক (তাইতে হল) অক্ষরান্ত বীষের আধার। তাঁর এই কাব্য বা কবিকৃতিতে অগ্নি 'সত্যধর্মা, স্বধাবান্ মহাকবি, যাঁর কাব্যের ভুলনা নাই। কবিরূপেই তিনি বিশ্বের 'সম্রাট', সমুদ্র তাঁর বসন, দু'লোকের প্রান্ত এবং মেঘমালা তাঁর দ্যুতিতে ঝলমল; তিনি ছেয়ে আঙেন লোকের পর লোক আর দু'লোকের যত তারা, দিকে-দিকে বিছিয়ে দিয়েছেন বিশ্বভূবনকে। কবি বলেই তিনি 'শ্বেধহীন প্রচেষ্টা, জানেন অমর্ত্য এবং মর্ত্য উভয় জন্মের রহস্য এবং তাইতে দুটি বিদ্যার মধ্যে বিচরণ তাঁর দূতরূপে, হিগুণিত তিনিই বিদ্যা তাঁর অধিকারে। "অথর্বার দ্বারা সমিষ্ট হয়ে তিনি অধিগত কলেন সব কবিধর্ম, হলেন বিবস্বানের দূত, যমের কামা প্রিয়জন, আর এই কবি-ধর্মেই হলেন তিনি বিশ্ববিধ 'বিবস্বানের আনন্দমাতাল কবি তিনি উদ্বাস্ত্রোতা, কবিরূপে তিনিই অর্দিও এবং বিবস্বান্ অথচ অমর্ত'। তিনি 'সর্বজনের কবি, 'আমাদের মধ্যে যে বৃহৎ চেতনা, তার কবি হয়ে তিনি আমাদের বাঁচান ক্রিষ্টতা হতে, রক্ষা করেন পাপবাসন হতে। 'পিছনে সামনে নীচে উপরে আমাদের আগলে থাকেন তিনি কবি হয়ে, রাজা হয়ে। তিনি আমাদের 'গৃহপতি যদা কবি', 'এমন-কি

বৈবস্বানো বি দিগো হোচনা করিঃ পবি যো বিশ্বা ভূবানি পপ্রচ্ছ ৬ ৭ ৭ 'কবিঃ অক্ষরান্ত' প্রত্যঙ্গম তাম্ ১৫, ২৬।৭, ৩৫ ৬ যিদ্ধে কবিঃ অন্তঃ চারিত দূতম্ ৮ ৩৯।৯ ট্রাণি ব্রিহতীনা আ অর্ধাং ব্রিহত্যা ববিঃ ৯ কবিঃ বিন্ধ্যা দুটি বিন্দ্য লে দেবতা ও মানবের জন্মসংস্কার তু ৬, ব্রিহতী বিদ্যা ব্রিহতী লোকের স্বপদে অগ্নি তিন ভাগে বিভক্ত স্বর্গলোক জন দেবতার আবাসস্থান তু ৯ লোকগুণিণ্ড প্রত্যঙ্গ ৩ ই হিগুণিত তিনি, অথবা প্রত্যেকটি লোকের তিনটি ভাগে দু টি ১৭৯৭, অর্থাৎ ববি অগ্নি বর্ষাবৎ ৩।১৯ ১, ৭।৪ ৩, 'অগ্নিবঃ জ্যোতা অর্ধাং বিদদ্ বিশ্বানি কাম্য ভূবদ্ দতে বৈবস্বতো প্রিসা যাসা কাম্যে ১০।২১ ৫ অগ্নিঃ নমি অর্ধাং অগ্নিঃ অগ্নেবৈ বাণা আ গুপ্তং কণৌজলেন সবার মূর্খানকমল হন্ত ৬ ১৬ ১৩। হু অশ্বঃ দূতঃ বৈবস্বতো বিশ্বা যশ্ চর্যবান অর্ভ ৬।৭ ৬ বৈবস্বান্ পরম জ্যোতি অগ্নিঃ তিনি দূত করে পঠান ত দেব কাম্য যাবা চর্যবান্ অর্থাৎ নয়, অর্থাৎ যাবা উদামশ্রীনা। হু স্বর্গলোকের প্রতি ইন্দ্রের অনুশাসন 'ঈন্দ্র ইচ্ তবতঃ সখা চর্যবান্ ' ট্রা ৭ ১৫। অগ্নিঃ যমঃ বৈবস্বতো কা বিবস্বানের পুত্র, বৈবস্বতো মৃত্যু যোগ্য মৃত্যু, অগ্নিশিখারূপে মূর্খানাত্যাব ভিতর দিয়ে ওজস্বিনীতে তা সম্ভব তু ম্ ১২ ৫ অগ্নিঃ জ্যোতিঃ ছা ৮ ৬ ৬ অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অগ্নিঃ কবিঃ কাব্যনামি বৈবস্বিতঃ ১০ ১৯।৩ ট্রা টীমা ১৭৭, 'মন্ডঃ কবিঃ উদ্ অগ্নিঃ বিবস্বতো ৫ ১৯।৩, ৭ ১।৩ বৈবস্বান পরম জ্যোতিঃ, অর্দিও পরম শক্তি, অগ্নিঃ স্বব পতঃ সবার মধ্যে এক, 'ব্রিহতঃ ববিঃ ৩ ২ ১১, ৭ ৫ ৩, ৬।১।৮ বিষ্ণু উপনিবেশস্থাপনকারী, অর্থাৎ সমাজের সাধারণ জন দর্শন ও পশুপালন যাদের বৃত্তি এবং 'যেন্দু' নামের সম্পদ তু ৮ ৩৫ ১৬ ১৮ সাধারণ দিক থেকে এরা প্রবর্ত 'মদ' এবং 'ব্রহ্ম' যথাক্রমে সাধক এবং সিস্থের সম্পদ, অগ্নিঃ নবিশ্ণুঃ কবি অর্থাৎ সবার কবি। ট্রা টী ১৯০৭। '৬ং নং পাতঃ অগ্নিসো জাতঃ সো অঘাস্তঃ, বক্ষা যো ব্রহ্মস্বকরে ৬ ১৬ ৩০ অগ্নিঃ চতুরারি সংকট তু Let me not be the first to say, I am not, the last to say, I am not' 'Eng me to, the last to say, I am not' আর 'ব্রহ্ম' চতুরারি প্রসব তু অগ্নির কাছে ব্রহ্মদেবের প্রার্থনা 'আবে দরে হওঃ অক্ষদ্ অগ্নিঃ আবে অগ্নিঃ বিশ্বঃ দুর্ভাঃ বন্ নিপার্সা' ট্রা ১১ ৬ '১০ ৮৭।২১ (ট্রা টী ১৭১৭), 'নিস্যসাদ ময়েদমে, কবিরূ গৃহপতিঃ যাবা ৭ ১৫ ২, ১।২ ৩, ৩।২ ১, ৫।১ ৬, ৮।১০২।১, ৮৮ ২৬। ২০ অগ্নঃ কবিঃ অর্ধাং প্রাচ্যঃ ৭।৪।৪। ২০ হু দেবী অগ্নিঃ কর্তাঃ কবিঃ সন্ ১ ৭৬।৫। ২০ হু অগ্নিঃ কাব্য জন্ম মন্যাস্ হু উক থা জবন্তে রাধানি ৮ ১১।৩ 'এতা বিশ্বা বিদুঃ ভুতা বেষো নীথান্ অগ্নিঃ নিধ্যা বচ্যাস, নিবচনা কল্পে বচ্যানা অগ্নিঃ যতিঃ বিপ্র উকথঃ ৮ ৩ ১৬, হু ৫।২।২০, ৫ ১ ১২। -৬ তু ১০।৪৮ ১৪, অগ্নিঃ প্রজ্ঞে মন্যনা মূর্খভানস্ তবঃ স্বাদা কবিঃ বিপ্রেন যাবৎ ৮ ৪৫।১২। ২০ তু ৩ ২৯।১২।

যারা অকবি তাদের মধ্যেও প্রচেতা কবিরূপে তিনি গৃহীত। আর ^{১০} কবিদের বেলায় তো কথাই নাই। ^{১১} তাদের কাব্য মনীষা আর বাণীর শ্লাঘ্য সাধনার উৎস এই কবিই। তাই ^{১২} তাঁরা এই মরমী বিশ্বান্ কবির কাছে ঢেলে দেন তাঁদের যত কাব্য যত গোপন কথা গভীরের কথা পথের দিশা মনন আর বাণীরূপে, কম্প্রদায় নিয়ে। ^{১৩} বৈশ্বানর কবির উদ্দেশ্যে এই তো ব্রহ্মবাদীদেব মন্ত্র; আর বিপ্রেয় এই আদিম মন্ত্রেই সে কবি তাঁর আপন তনুকে শোভিত করে হন সংবর্ধিত। ^{১৪} এই কবিকেই সুনীমর্থনে নির্মীথিত এবং সুনীধানে নিহিত করতে হবে দেবাত্ত্বভাবের সিস্পদ্ব জন্ম।

অগ্নির কাব্যে বা কবিধর্মে শূদ্র প্রজ্ঞান এবং আকৃতিই নয়, আছে সামর্থ্যও। তাই তাঁর একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'কবিকৃত্ত্ব', ক্রান্তদর্শী যার সামর্থ্য। দেবযানের পথে তিনি আমাদের দিশারী। আমাদের চরম লক্ষ্য কি, তা ফুটে ওঠে তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে এবং তারই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় তার প্রেষণা। এই তাঁর কৃত্ত্বর স্বরূপ [১৮৩]। তাইতে অন্তরের জ্বালাময়ী অভীপ্সায় আমরা পরমার্থের যে-আভাস পাই, তা-ই আমাদের মধ্যে যোগায় উত্তরায়ণের উদ্দীপনা। অগ্নি তখন 'প্রতীষিণ'। ^{১৫}

দেখলাম, বৈশ্বানররূপে অগ্নি যেমন 'অসুরঃ প্রচেতাঃ', তেমনি আমাদের মধ্যে আয়ুর স্কম্ভ, অগ্নির কবিকৃত্ত্ব। বেদান্তের ভাষায় তিনি সং, তিনি চিৎ। এবং তিনি আনন্দও। এইটি সূচিত হয়েছে সোমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে। আমরা দেখেছি, অগ্নির কতকগুলি বিশিষ্ট সংজ্ঞা একান্তভাবে সোমেরও সংজ্ঞা। সোমযোগ সমস্ত যাগের শ্রেষ্ঠ, মানুষ্যের পরমপূরুষার্থ যে-অমৃতত্ব, তারই সাধক [১৮৪]। সোম এই যজ্ঞের আত্মা, যজ্ঞের জ্যোতি, আর অগ্নি তার নাভি, দুজনেই যজ্ঞ-সাধন। অগ্নিতে যজ্ঞের শব্দ আর সোমে তার সারা সাধনার আদিত অভীপ্সা, অন্তে আনন্দ। অভীপ্সার সহচরিত যে-বীৰ্য, তার মূলে আছে আনন্দেবই প্রেষণা। ^{১৬} সোম আনন্দের দেবতা। ^{১৭} বৈদিক ভাবনায় অগ্নিসোম তাই একটি বিশিষ্ট

[১৮৩] 'কৃত্ত্ব' : কৃত্ত্ব কৰ্ম বা প্রজ্ঞা বা' নি ২।২৮ 'কৰ্ম' নিয় ২।১, 'প্রজ্ঞা' ত।৯। 'কবিকৃত্ত্ব' : তু. ১।১।৫, ত।২।৪, ১৪।৭, ২৭।১২, 'অগ্নিং ব্রহ্মণা ব্রহ্মতে কবিকৃত্ত্বম্' - অগ্নিকে যাবা বরণ করে তারা বরণ করে কবিকৃত্ত্বকেই ও। ১।১।৪, ৬।১৬ ২৩, ৮।৪৪।৭। সংজ্ঞাটি সোমেরও বিশেষণ, কিন্তু আর কারও নয় (তু. ৯।১।১, ২৫।৫, ৬২।১৩)। অভীপ্সা সাধনার আদি, আনন্দ তার অন্ত, দেবতার ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞা আর বীৰ্য দুয়ের আশ্রয়। ২।৮।১৩, টী। ১৭৮।১।

[১৮৪] তু. অ. ৯।১১৩ ৮।১১, ৮।৪৮।৩। ^১ আত্মা যজ্ঞসম পূর্বাঃ ৯।২।১০, ৬।৮, জ্যোতিব্ যজ্ঞসম ৮৬।১০, নারিতং যজ্ঞানাম্ ৬।৭ ২ তু অগ্নি 'প্রথমো যজ্ঞসাধু' ১।৯৬ ৩, ১২৮।২, ১৫৫ ৩ ত।২৭।২, ৮, ১।৪৪।১১, বিদথস্য সাধনম্ ১০।৯২ ২ 'বিদথ' বিদ্যা, প্রজ্ঞা; যজ্ঞ তাব সাধন বলে যজ্ঞ বিদথ।, ৮।২৩।৯, সোম 'মনসো যজ্ঞসাধনঃ' ৯।৭২।৫, '৩' বিপ্রো অভরো হুগিবস্তমো মনসা 'যজ্ঞঃ মিমাঙ্ক নঃ ১০৭ ৬ অগ্নির বিশেষণ সোমো)। ^২ তু ইন্দ্র পিতা সোমঃ শব্দে বীৰ্য্যস ৩ ৩২ ৫। আবার সোম হিন্দ্রিয়ো বসো বহুঃ সংপ্রসঃ'। সোম হল ইন্দ্রের সেই বস সেই বহু যা সহস্র সম্পদ ছিন্নিয়ে আন ৯।৪৭ ৩ (তু. ৮৬।১০)। ইন্দ্রের সমস্ত কীর্তিই মূলে তারই মনস্তা (তু. ২।৫ সূ., আবও তু পুরাণে 'বলি' নামের মনুপান গ্রীক্সাসুদ্রধে দেবীর। সর্বত্র আনন্দ বীৰ্য্যের প্রচোদক। 'সোমোনা নন্দং জনত' ৯।১৩ ৬। 'সোমযোগের ফলে স্বধ (১০), জ্যোতি (৭, ৯ এবং অনন্দ (১১)। সং চিৎ অনন্দ লাভ। ৫।৮ টী। ৮৯, অত্র ইবং বসয়স্য শেষো হবিকদন্তং জ্যোতিব্ একং বহুভাঃ ব্রহ্মণা বাবধারো বাঃ যজ্ঞায় চক্রণব্ উ লোকম্ ১।৯৩।৪, ৬। অগ্নি 'সুদ্যমান' ১০ ৩ ১, তত্র সাযণ 'ওষধাযনা স্থিতঃ অশ্বাঃ সৃষ্টু স এবত ইতি সুযঃ সোমঃ, তেন চন্দ্রান্ শোভনপ্রসবো বা'। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে 'সুদ্ব' নয়, 'স্ব' তু. সুদ্বর্ অসুত স্বাতা ৫।৭।৮।

বলতে গেলে, বিশেষণটি অগ্নিরই একচেটিয়া'। বিশেষত 'মন্দ্ৰঃ হোতা' বলে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে বহুবার।^১ তাঁর আহ্বান দেবতাদের উদ্দেশে আনন্দের আহ্বান, 'আমাদের ঊর্ধ্বমুখী অর্জুপসার আনন্দময় আকৃতি, এই তিনি 'মন্দ্ৰজিহবঃ, মধুজিহবঃ, মধুবচাঃ'। লক্ষণীয়, 'মন্দ্ৰ' সোমেরও একটি সার্থক বিশেষণ; অগ্নির শিখা যেমন মন্দ্ৰা, তেমনি মন্দ্ৰা সোমের ধারাও।^২ সাধনার আদি মন্ত সবই উদ্দীপ্ত বীর্যে আনন্দময়।^৩

সোম্য মন্দের যে পবিত্রায় সোম্য মধুতে, অগ্নি তার ধানক এবং বাহক। মেধাতিথি কাম্যেব এফটি মন্ড্রে এই ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে স্বয়ং বলছেন 'হে অগ্নি, বায়ু আর ইন্দ্রের সঙ্গে পান কর সোম্য মধু মিতের ধত ধাম নিয়ে { ১৮৭ }'। অগ্নি

[illegible]

১৮৭, স্ব বিস্ময়ঃ সোমবার বৃহৎ অশ্ব ইন্দ্রের বায়না পিবা মিত্রস্য ধর্মভিঃ ১১৪১১০
-বায়ু বিকটী পূর্বায়ব প্রাণ হতে জাত ১০ ৯০ ১০। তিনি দেহত ৭ ৯০।৩, ৯১।৩। ইন্দ্র
জাত এণ পুষ্কায় মনস্কন ২।১২ ১ কোউতে তিনি 'পুষ্কায়ক প্রাণ' ত।২। বায়ুর মনত
অনুভবিক্ষণান দিনব্যয়ব আদিত বায়ু, কিন্তু ইন্দ্রও অনুভবিক্ষণান বলা যেতে পারে, অনুভবিক্ষের
এক পূর্বঃ বয়ঃ অশ্বঃ প্রাপ্তে ইন্দ্র দুর্লাভকর উপায়ে। পূর্বোক্তন্যবপিণী 'শব্দমণী' তার
মত। কিন্তু কদ্দুত দিন মন দেখা প্রাণ সেখানে গুণীভূত। ইন্দ্র বায়ুর সহচাব স্বঃ অনেক
জামগায়। তাই কোঁব ভাবনায় মূলে ৫৩ ৯১৩ ৭, ৯, ১০। ৫ 'বিশ্ব' সংহাস
১।১২২ ১৬, মিলন মর্ম' কিস্ক' ঠাণি পদা বিক্রম উপ মিত্রস্য ধর্মভিঃ ৮ ৫২ ৩ তু
১।৮১ ৭ 'অশ্ব' ব্যাখ্যিত হলেন। যদ্ গৃহা পদম যজ্ঞস্য সন্ত ধর্মভিঃ ১১০২ ২, তু
অগ্নিস সন্ত ধাম ৪ ৭ ৫, ১০।১২২ ১০। সাতটি ধাম অধ্যায়সামান্য সন্তপদী, ৫ ৮।৭২।১৬।

পৃথিবীস্থান দেবতা, বায়ু এবং ইন্দ্র অন্তঃবিষ্ণুস্থান, আর মিশ্র দুঃস্থান। কবিত্ত্ব
অগ্নি অভ্যাসার উদ্ভবশিখা, বায়ু শৃঙ্গপ্রাণ, ইন্দ্র শৃঙ্গমন, মিশ্র সবভোক্তাভাব
আদিত্য চেতনার দ্যুতি। তাঁর অজস্র জ্যোতিঃই পবমান সোমের অমৃত লোক যা
আমাদের পরম কাম।^১ পৃথিবী হতে এই পরমপদ পর্যন্ত বয়েছে মিত্রের সাতটি 'ধাম'
বা 'ধার্মের' পরম্পরা।^২ তারা যজ্ঞেরও সপ্তধাম, পবমান সোম যাদের তিত্তর দিয়ে
প্রবাহিত।^৩ অভ্যাসার অগ্নি প্রতি ধামে সেই সোমো মধুর ধাবা পান করে উজ্জ্বল
চলেছেন পবম ব্যোমের দিকে। সাধনা দেবযানের জ্যোতিঃসর্বাণ বেয়ে আদান্ত একটা
আনন্দের অভিযান, অগ্নি এর 'মন্দঃ কবিতমঃ' দিশারী।

দেখলাম, অগ্নি স্বধাবান্, প্রচেতাঃ, মন্দ্র এবং কবিকৃত্। তিনি সত্য, চৈতন্য, আনন্দ এবং শক্তি। তাঁর এই স্বরূপ একাধারে যেমন বিশেষাত্মীর্ণ, তেমনি আবার বিশেষ বিলসিত ১৮৪ বিশ্বাত্মীতে যা অধিষ্টানরূপে সত্য, বিশেষ তাই স্বাভূতদে

[illegible]

লীলায়িত। সত্য আর ঋত সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত একটি বৃদ্ধগন্ধ ওষ্ঠু, যার মূলে রয়েছে সর্বভৌজর্দালিত এক তপস্বীশক্তি; এটি পরমবোম্বে নিষয় অগ্নিরই শক্তি।^১ তাই অগ্নি যেমন^২ অশ্লুত সত্য, বিশ্বান্ ও ঋতচিং সত্য, তেমনি আবার ঋতস্বরূপও। ঋত বিশ্বের শাসকত ছন্দোময় বিধান।^৩ জীবন যখন তার অনুগামী হয়, তখনই আমাদের মধ্যে জন্মে ওঠে দুর্লোক্যভিসারী অভীপ্সার শিখা তাই 'ঋতজাত' অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা।^৪ যিনি ঋতজাত, অবশ্যই তিনি 'ঋতব্রত, অপ্রমত্ত এবং ধুব তাঁর স্বধর্ম' হতে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হন না। তাই তিনি 'ঋতারা' (ঋতবান্)^৫ মর্ত্যের মধ্যে 'অমৃত ঋতারা', 'ঋতবান্ বলেই তিনি বিচেনা যেন ওরায় (ছাওয়া) দুর্লোকের মত, ঘরে-ঘরে হাসিতে উজ্জ্বল হোলেন আজ্ঞাবের যত সাধনাকে।^৬ 'যুবাব কবি তিনি, বহুর মধ্যে ঋতবান্ হয়ে ছিড়িয়ে দিয়েছেন নিজেকে, ধরে আছেন কষকদের - তাদের মধ্যে সমিদ্ধ হয়ে।^৭ তাঁর ঋতচ্ছন্দ আমাদের বাঁচাবে অবীরতা হতে, মনেব এই দুর্বারসা দানিদ্দ্য হতে, ক্ষুধা আর রক্ষের অত্যাচার হতে ঘরে বা বনে কোথাও আমাদের বাক্যপথে ভুলিয়ে নেবে না। ঋতবান্ বলেই তিনি বৃহৎ।^৮ শৃধু তাই নয়^৯ তিনিই ঋত, তাই দেবতারা তাঁর ব্রতের অনুগামী। চিন্তের সংবেগ নিয়ে এই ঋতস্বরূপ অম্মত্রেব পবিত্র্য করেই সকলে পায় দেবতার নাম, আর দেবত্ব ঋতের প্রেমা তিনি, ঋতের ধ্যান।^{১০} বিশ্বের মহৎ ঋতের চক্ষু ও বক্ষক তিনি, বরুণ হয়ে চলেন ঋতের পথে^{১১} ঋতের জন্যই তাঁর সন্তপদী, আর তাইতে তাঁর আপন ওন্দুতে মিত্রের ভগ্ন। শাস্ত্য পরাশর বলছেন, ঋতপ্রজাত এই অগ্নি সোমেরই মত 'বৈদ্যঃ' অর্থাৎ

[illegible]

বেধকারী ১৮৯। স্বক্সংহিতায় এই বিশেষণ বিশেষ করে অগ্নির তিনিই 'বেধস্তমঃ'।^১ শর লক্ষ্যবেধ করে। তার সঙ্গে পূর্বস্বার্থসিদ্ধির উপমা আমরা উপনিষদে পাই।^২ সংহিতাতে বলা হচ্ছে, যে শরক্ষেপ করতে চায়, অগ্নি তাঁর সৃষ্টির বীর্যে তার বেধাঃ অর্থাৎ দেবতার বীর্যই সাধকের হাথে লক্ষ্যবেধ করে।^৩ শর এদিকে ওদিকে

[১৮৯] তু স্ব. সোমো ন বেধা স্বতপ্রজাতঃ ১।৬৫ ১০। বেধাঃ মেধাবী নিম্ন ৩ ১৫, সাযণের ব্যুৎপত্তি < বি + বিধাতা ভিত্তিকস্য কর্তা ১।৬০ ২। বহুত < বিধা। বিম্ + বাধু। বিম্ধ করা, শরের মত লক্ষ্যে পৌছান। তু 'ন বিম্ধ অস্ম সূচ্যতে'।^৪ এর গোচন দ্রুততার পাবে পৌঁছতে পারি না ১।৭ ৭, 'অয়ং বাঃ যৎসো মর্তীভর্ ন বিম্ধতে'।^৫ হে অশ্বকবয়, এই যে তোমাদের বংশ (কৃষ্ণের নাম, আবার 'সংগাম', মনন দিয়ে সে তোমাদের নাগাল পায় না ৮ ১ ৬, 'য় উক্খ্যেভিব' ন বিম্ধতে'।^৬ যে ইন্দ্রের নাগাল পাওয়া যায় না বচন দিয়ে ৫।১৩।^৭ বিম্ধ এব পরিচরণ অর্থের মূল এইখানে, লক্ষ্যে পৌঁছনের প্রয়াসই পরিচর্যা। তাই কষ্টে দৈন্য হবিষ্য বিধেম'।^৮ কেন্দ্র দেবতার কাছে আত্মহীন মনের পৌঁছব আমরা (১০ ১২১ এবং পূর্বা), 'বিম্ধ দ্যতার্থক ইন্দ্রেই বেধাঃ'। এই চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার সংগত হয়। এবার নিম্নতে 'বেধাঃ' স্বত্বক অর্থাৎ যার সিধা চেষ্টা লক্ষ্যে পৌঁছতে।^৯ তু শংসাত্ উক্খ্যম্ উশনের বেধাঃ ৫ ১৬ ২। উশনা সেখানে সিধ চেষ্টার আদর্শ স্বক্সংহিতায় বিখ্যাত স্বায়, একজন কণি উশনা, ইন্দ্রের সঙ্গে সর্বা সম্যক ৫।২৬ ১, অবকজন কাব্য উশনা, বেধসে চেতাম্বি নিম্নে ৮।১৩ ১৯।^{১০} অগ্নি বেধা, লক্ষ্যে পৌঁছেই আছে, এখন আমরা গিয়ে পৌঁছব তব কাছে গানের লহর লহর।^{১১} লক্ষ্যে পৌঁছন সংহিতায় 'মেধা'।^{১২} মাস্ ১ বা, তু মধাতো, যোগে 'সমাধি'।^{১৩} নিম্নতে তাই 'বেধাঃ' মেধাবী।^{১৪} তু সর্গিণ মেধাম্ অর্থাৎ যম্ পৌঁছলাম সেই মেধাতে যা লক্ষ্যকে পাহায়ে দেয় ১ ১৮।৬।^{১৫} তু টী ১১৯ ১ ১ ৬০ ২, অগ্নির বেধস্তমঃ ৮।১৪।২ সায়ণ বেধঃ তিনেও চেষ্টা লক্ষ্যের নিকটে।^{১৬} তু ম্ ২ ২ ৩, ৭ উপনিষৎ বা প্রণব মনু উপসর্গনিষ্ঠ। উপাসনার মনবা ওক্ষ্যকৃত। আত্মা শব্দ আত্মা অক্ষর এক লক্ষ্য, অপ্রসঙ্গ যোগে লক্ষ্যবেধ করতে হবে, শবের মত ওন্দায় হতে হবে।^{১৭} স্বক্স বেধা হইতে বাহ্য বেধা অজ্ঞাস্যে অর্থাৎ হবা বা আত্মাত্মক বহন করে তিন লক্ষ্যে পৌঁছন ১ ১২৮।১।^{১৮} বেধা হি বেধে অধঃসর পশাৎ ৮ ৬।১৬।৩ তু অগ্নে নমঃ সূপথ্য রায়ে বিম্বানি দেব বহুমানি বিবান ১।১৮।১।^{১৯} অস্তাসি (ভূমি ধানুকী)।^{২০} বিধাঃ রক্ষসস্ তপিত্তঃ ৮।৮।১।^{২১} তু বাক্যোহা অগ্নির উদ্দেশ্যে ১০।৮৭।৪, ৬, ১৩, ১৭।^{২২} উপদ্রুত প্রাণি বিদ্যা মা অগ্নি, অবিদ্যাবৃত্তি দেবানো অগ্নে, অব স্পিরা তনুঃ মাৎসনাঃ আত্মা অজামি প্র মর্গ্যিহ শরৎ ৭.৬ ৫ প্রত্যক্ষ শব্দ, 'অজামি', আর মৃত্যোসপনা 'জামি'। অগ্নাঃ সায়ন্য আবিদ্যা কখনও বিদ্যার মৃত্যুসে পাবে আসে। তাই 'যাতু' বা 'অদেবী সায়ন্য'।^{২৩} অগ্নি 'প্রাণদেবী'।^{২৪} মায়া সহজ দৃষ্টোঃ দৃষ্ট্যবিত্ত অবিদ্যা মায়া যত সব অভিভূত করবে ৫ ২ ৯, তু 'পতঙ্গম্ অকুম্ অসংস মায়াঃ।^{২৫} হদা পশানিত মনসা বিপশিতঃ সমুদ্র অন্তঃ কবয়ো বি চম্বতে মরীচীনঃ পদম্ ইচ্ছন্ত বেধসঃ'।^{২৬} অসুপেব মায়ায় অচ্ছিন্ন পার্শ্বটিকে মর্মজেরা দেখেন হৃদয় দিয়ে আত্ম মন দিয়ে, কাঁবো চোখে দেখেন সমুদ্রের গভীরে, বেধারো চান মরীচীসমূহের শব্দ ১০।১৭৭ ১।^{২৭} 'পতঙ্গাঃ অন্তর্জগতিঃ, 'সমুদ্র' হৃদাসমুদ্র, 'মরীচীদেব মায়া' যেখানে চেতনার রশ্মিরূপে সংহত, কিন্তু দু টী ৪১।^{২৮} ৭ স বিপ্রশ্চ চেষ্টানং শবসা মান্যগামাঃ, অতি ক্ষিপ্রে বৈশিষ্ট্য ৫ ৮।৮।^{২৯} শবসা < শ, 'ফেপে ওঠা'।^{৩০} তু ইন্দ্র 'শর'।^{৩১} তাই মাতা 'শবসা'।^{৩২} ৮।৪৫ ৫ ৭৭।২।^{৩৩} বিপাঃ জ্যোতিঃ যি বিজতে ন বেধসে ৩।১০।৫। লক্ষণীয়, অগ্নি স্বয়ং 'বিপা' বা আবেগকম্পিত। হৃদয়া-বেগের যে আলো, তাই যোগের হৃদয়জ্যোতিঃ। অগ্নি বা অভীশা তার ভর্তা।^{৩৪} কবিতমঃ স বেধাঃ ৩।১৪।১, ৮।২।২০, ৩।১৬, অগ্নে কবির বেধা অসি ৮ ৬০।৩, বেধসে কবয়ে বেধায়া ৫।১৫ ১।^{৩৫} কবি কালতর্কীঃ সূতরাং সমস্ত অগ্নিপথ বেধি ও হৃদয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।^{৩৬} অগ্নির মত ইন্দ্র এবং সোমও বেধা। ইন্দ্র সাতটি বা একুশটি পাষাণপদুরীর আড়ালে রয়েছে যে বরাহ তাক কিশ কবন (দু সাযণভাষ্য ৮।৭৭।১০, ১।৬১.৭, তৈস ৬।২।৭.৩, সোম্য ক্রী য পাবো হৃদ্য অচ্ছ্র আ মধে বিবানত, স বিম্বা ভুবনাত পশাত্ অবজ্ঞান বিপাতি কতে'।^{৩৭} হানু তিনটি ছাঁকনি তিনি অন্তর্হৃদয়ে করেছেন আহিত, বিবানু তিনি চোখে দেখেন বিবভূতদের দিকে, যারা অজুষ্টি এবং অবৃত, গভীরে তাদের লিখ করে তিনি পেড়ে ফেলেন ৯ ৭৩।৮।^{৩৮} 'পাবো' সোমরনকে শূন্য করবার জন্য মেঘলোমেয় ছাঁকনি, তিনিটি ছাঁকনি অগ্নি বায়ু সোম তত্ত্ব, সাযণ ৯।৯৭।৫।^{৩৯} 'অজুষ্টি' দেবতার দ্বারা অসম্ভব, দেবতার প্রসাদ হতে কণ্ডিত 'কুষ্টি' গর্ত, গৃহা-যেখানে অবিদ্যার অবসর। হৃদয়ে অবরূপ। সোম্য আনন্দের ধারা মুক্ত হয় দেবতার বোধশক্তি।^{৪০} অগ্নি সোমের বেধকর্ম ১ ৬৫ ১০। ইন্দ্র-সোম : ইন্দ্রসোম্য দৃষ্টতো বরে, অতঃ অনারম্ভণে তমসি প্র বিধাতম্,

হেলে না, ঠিক পথ চিনে সে লক্ষ্যে পৌঁছয়। 'বেধা অগ্নিও তেমনি সোজাসৃজি জানেন সব পথ-ঘাট, কেননা দেবযানের তিনিই দিশারী। এই পথে আছে রক্ষের বাধা : 'সুদৃশ্বা অগ্নি ওস্ততম শরজালে 'বিশ্ব করেন' তাদের হৃদয়ে এবং মর্মে। 'আর উদ্বিশ্ব হয়ে শরক্ষেপে আমাদের পথ হতে হটিয়ে দেন তাদের, আমাদের কাছে প্রকটিত করেন তাঁর দিবা বীৰ্য' যত : যাদুর প্ররোচনায় চলে যে শত্রুরা, তাদের কঠিন (ধনু) দেন আলগা করে, আর গর্দভিয়ে দেন তাদের হ'ক না তারা আত্মীয় বা অনাত্মীয়। 'তাঁর এই বেধের বীৰ্য' চরিকু, মানদূষদেরই প্রাগোচ্ছ্বাস হতে জাত। 'আবার এই বেধা অগ্নিই দেবযানের পথে বয়ে চলেন আবেগকম্পিতার যত আলো। 'তাই বেধারূপে তিনি কবি, তিনি কবিতম।'^{১০}

অগ্নির আরেকটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা 'গোপাঃ' বা রক্ষক [১৯০]। প্রতিদিন যখন আকাশে ফোটে উষার আলো, নতুন জীবনের সূচনা হয় সূর্যের উদয়ে, তখন এই

রণা নাভঃ পূনর্ব্ একশ্ চানোদয়ঃ'-হে ইন্দ্র, হে সোম, দক্ষুভদের কপের গভীর অনালম্বন অশ্বকরে প্রবিশ কর, যাতে তাদের একটিও ওখান থেকে আবার উঠে আসতে না পারে ৭.১০৭.৩ (তু ৫। 'দক্ষুভ' আমাদের দক্ষুভদের প্রত্যাদক বৃষ্টি, পূরণে পাতাঃ বাসী অস্বরূপ বর্ণিত, তু যোগেব 'আশয়')। মবদৃগণ 'বিশ্বাতা বিদাতা রক্ষঃ' বিশ্ব কর বিদ্যুৎ দিয়ে রক্ষকে, 'জ্যোতিত্ব' কর্তৃণ যদ্ 'উশ্বাসি' ফোটাও সেই আলো যা আমরা চাই ১।৮৬.১০, সবত দেধাচ্ছি, বেধশক্তি তমিস্রার আবরণকে বিদীর্ণ করে আলো ফোটায় বলে তিনি 'বেধাঃ'।

[১৯০] < গোপাঃ > পা, গোপালক, রাখাল 'গো' অগ্নি-জ্যোতি, সূত্রবাং গোপাঃ অগ্নোর রাখাল, পদপাঠে শব্দটিতে অবগ্রহ নাই; কিন্তু ব্যুৎপত্তিলাভ অগ্নোর জন্য দ্র ঋ পশুন ন গোপাঃ ৭।১৩।৩ (১০।২৩।৬), যুধেব পশ্বে বা উলোতি গোপাঃ ৫.৩১।১। এই থেকে সংহিতাস্তই ধাতুৰূপ 'গোপায়তম্' ৬।৭৪।৪, 'গোপায়ন্তি' ১০।১৫৪।৫। গোপা পণিকর এবং বিচক্ষণ অর্থাৎ তাঁর চারিদিকে চোখ (২।২৩।৬ বহুস্পর্শিত) তাই তিনি অদম্য অর্থাৎ কেউ তাঁকে ফাকি দিতে পারে না (২।৯৬.৬ ৭।৭ অগ্নিঃ)। তিনি 'অবিভা'-উপাসককে চারিদিক থেকে আগ্রহ থাকেন (১০।৭।৭ অগ্নিঃ)। যেমন অগ্নির গোপা তেমনি বিশেষ করে অদিত্যগণ সূর্য ও বিষ্ণুর বিশেষায়ণ। আদিত্যগণ বিশ্বভূবনের গোপা (২।২৭।৪, ৭।৫১।২), সূর্য বিশ্ববর স্পারক জগন্ময় গোপা (৭।৬০।২), বরুণ মিত্র অর্থাৎ এবং পৃথ্বী সবার গোপা ৮।৩১।১৩, 'পৃথ্বী অনন্তপশুৰ্ভু ব্রুবনস্য গোপাঃ' ১০।১৭।৩), বিষ্ণু অদভো গোপাঃ (১২২২।৮), 'গোপাঃ পবনঃ পাতি পথঃ' (৩।৫৫।১০)। এই থেকে বৈষ্ণবের ভগবান 'গোপাল'। 'আবার তেতিশ জন দেবতাও সম্বন্ধিক দিলে সবার গোপা তে নো গোপা অগাচ্যাস (পশিচ্চ, ত উদন্ত উত্তরে, ইথা নাক্ নোচ অর্থাৎ দক্ষিণে সূত্রবাং কুরিরা হিমব্দ্বাসী), পূরুগ্রাং (পূর্ব) সনয়া বিশা চা২৮.৩। এই গোপা আদিত্যরূপ পরমদেবতা তাঁর বশ্মি আমাদের মধ্যে আবিষ্ট (১.১৬৪.২১), এবং বায়ুরূপে বিশ্বপ্রাণ যিনি বিশ্বভূবনের অন্তরে বর্তমান (৩১)। সংজ্ঞাটিকে ঘিরে অধ্যাত্মভাবনায় উল্লাস লক্ষণীয়। স্বাক্টীয় ধর্মে খণ্ডিত মেঘপাল। 'তু ঙং ন অস্যা। উষসো বৃক্ষৌ ঙং সূব উদিত্তে বর্ষাৎ গোপাঃ ৩।১৫।২ (তু উদ ঐধং জীব অসূর্ ন আগ্রাং ১।১১৩.১৬)। উষার আলো প্রাতিভসংবিদ্যের, সত্যের আলো বিজ্ঞানের। অভীক্ষ্যপী অগ্নিস্জ্যোতি দৃশ্যের মধ্যে সন্নিহিত। 'জমস গোপা অজ্ঞানিষ্ঠ জাগর্বিঃ ৫।১১।১। 'বিশাং গোপাঃ ১।৯৪।৫, ৯৬।৪ দ্র 'বিশাং কবিঃ' টী ১৮২। তু ৮।৩৫।১৫. ১৭ সেখানে 'ব্রহ্ম' বা ব্রাহ্মণের পরিচায়ক 'ধী', 'ক্ষত্র' বা ক্ষত্রিয়ের 'দ্যু', 'পৌরুষ'। আর বিষ্ণুর 'ধেনু'। তাব সঙ্গে 'গোপা'ব সম্পর্ক স্পষ্ট। ভাগবতের দেবতা গোপাল কৃষ্ণ কঠকুলে জন্মও বিশ্বের মধ্যেই সংবর্তিত, তিনি শূদ্ৰ, ভক্ত ব্রাহ্মণ ও বার্জাষির দেবতা নন, স্ত্রী বৈশ্য এবং শূদ্রবও (গী ৯।৩২) অর্থাৎ বেদের ভাষায় তিনিও 'বিশাং গোপাঃ'। 'ব্রাহ্মতম্ অধ্বনাগং গোপাম্ স্ততসা ১।১৮। 'গোপাম্'এব অংস উভয় 'অধ্বন' < ১ ধা২২ 'একৈবৈকে চলা'। যাতে 'ধ্বতি' বা বাকী চলে নাই (তু ৮।৪৮।৩, ১।১৮১।১), অজ্ঞানের সাধনা দ্র টী ২০১।^{১১} তু ১০।৮।৫ ৩।১০।২ ১০।১১৮।৭, ১।১।৮।^{১২} অদম্য গোপা উত নঃ পরম্পাঃ ২।৯।৬। 'পরম্পাঃ' বা 'পরঃ' বা সব ছাপিয়ে তার পাতা (তু ২, অশ্ববাস্যর প্রতি) যাতে জড়িপ্পা উত নঃ পরম্পা ভূতং জগৎপা উত নস্ তন পা ৮।৯।১১ দেহ গোধ এবং বিশ্ববর পাতা, বিশ্বাতীতবও।^{১৩} সতশ্ চ গোপাং ভবতশ্ চ সুরাঃ ১।৯৬।৭।

অগ্নি হন আমাদের 'গোপাঃ' বা আলোর রাখাল।^১ নিতাজাগ্রত^২ অতএব 'অদন্তো গোপাঃ' তিনি প্রবর্ত সাধকদের,^৩ আর্জবের পথে^৪ নিয়ে চলেন ঋতের ছন্দে সবার চক্ষু হয়ে,^৫ যা পরম এবং চরম তার বক্ষিতা হয়ে।^৬ শূদ্ধ যজ্ঞমানেরই নয়, বিবেক যা কিছুর আছে আর যা-কিছুর হচ্ছে বিচিহ্নরূপে, সবারই গোপা তিনি।^৭

'তম আসীৎ তমসা গুল্ হম্ অগ্নে হপ্রকতেং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্'—আধার ছিল আধার দিয়ে ঢাকা সবার আগে, এই যা কিছুর সব ছিল প্রচেতনাহীন সলিল হয়ে দিকে-দিকে [১৯১]। সেই আধারের মধ্যে জাগল আলোর প্রথম আভাস। আধার থেকে আলো পৃথক্ হল জ্ঞানের ক্রিয়ায়। চেতনার এই ক্রিয়া 'চিন্তি', তার প্রথম প্রকাশ 'পূর্বাচিন্তি'।^৮ চিন্তিতে যা অনুভূত হয়, তা 'চিহ্ন'—একটি অপরূপ দর্শন, একটি

[১৯১] স্ব ১০.১২০ ৩। *চিন্তি < ১ চিহ্নাৎ 'সচেতন হওয়া কোন-কিছুর সম্পর্কে'। তু দেবাসো অগ্নিং জনমত চিহ্নাতিঃ ৩।২ ৩ সমস্তই ছিল অব্যাকৃত, তার মধ্যে বিশ্বদেবতার অতম্ব অর্চিনবেশ ফোটান বৈশ্বনব অগ্নির সর্বাংগ। প্র টী ৮। চিন্তি কোথাও 'চৈন্দ্রপদ' (১।৬৭।৫, ২।২১।৬), কোথাও চেতনার একতানতা (৮।৫৯।৩, ৩।২ ৩), কোথাও বিবেকদর্শন (৪।২।১১), কোথাও শূদ্ধ চিহ্নাঙ্কর ক্রিয়া (১০ ৮৫।৭।)। *চিহ্ন নি চায়নীম ৪।৪ < V চাষ্ 'দর্শন করা' < 11 q(u)as 'to watch', IE *squel 'bright', 'to shine'। সূর্যোদয়ের বর্ণনা চিহ্ন দেবানাম উদ্ অগাদ্ অনীকম্ ১।১৫৫ ১ *দশ্ < ১ দন্ 'ক্ষইসে দেওবা' > 'দস্' (নি ৭।২৩), 'দাস' (নি ২।১৭।)। অনুরূপ 'দশ্', অশ্বিনবায়ের নিরূপ সঙ্জ্ঞা, অশ্বিনবায়ের ভিতর দিয়ে তাদৈব আলোর অভিসান উষার প্রাক্কাল পর্যন্ত। 'দশ্ম' ইন্দ্রেরও বিশেষণ, কেননা তিনিও 'বৃহ-হা' বা তিথিরনাশন। ভুলোকেব গোড়ায় অগ্নি, অশ্বিনকলোকেব গোড়ায় ইন্দ্র, আর দু'ভোকেব গোড়ায় অশ্বিনবয়—এই দেবতাই 'দশ্ম', আধারের বাসা হৃদয়ে গুহ্য হিত আলো কে করেন 'চিহ্ন' বা দর্শনীয়। পঞ্চাংগে 'দস্' বা 'দাস' আলোকে আচ্ছন্ন করে আধার দিয়ে। তু স্ব ২।১১।১৮, ৪, ৪।১৬ ৯। *চিহ্নে সন্তং গৃহাংহতম্ ৪।৭।৬, ৭ তু ৩।২।৩, ৩।৩। *চিহ্নো নযং পরি তম্যাসি ৬।৪।৬, চিহ্নাঃ শিশঃ পরি তম্যাস্ অঙ্ ১০.১ ২, *চিহ্নাঃ প্রকৃত উমসো মহী অসি ১ ৯৪।৫; *চিহ্নো বিভাজ্ অচিহ্না ২।৮ ৪, *বি যদ্ বৃহো ন বোচস উপাকৈ, দিবো ন তে তনাতুর্ এতি শূক্ষ্মশ্ চিহ্নো ন সূরঃ প্রতি চাক্ তানুন্ ৭ ৩।৬। **চিহ্নজান্ ১।২৭.৬, ২ ১০।২, তং স্বা ইমহে (শেপত চাই) চিহ্নভানো স্বদর্শম্ ৫।২৬।২, চিহ্নভানু উষম্য ভাত্ অগ্নে ৭.১।৩, চিহ্নজান্ বোদসী অন্তর উবী ১২.১, ৮ ৪৪।৬, তং স্বা যমো অচিহ্নক্ চিহ্নভানো ১০।৫১।৩। (গৃহাংহত অগ্নির প্রথম দর্শন নৈকবত মৃত্যু চেতনার স্ফারা, এখানে না মরলে ওখানে পাওয়া যায় না), ৬৯ ১১। চিহ্নমহঃ ১০.১২২ ১ চিহ্নশোচি ৫ ১৭.২ (প্র টী ১৮৬ *), 'গো অগ্নয়ে দদশ বিপ্র উক্শৈঃ চিহ্নাভিস্ তম্ উচিহ্নশা চিহ্নশোচিৎ বৃজস সাজ গোমদো দধাতি'—আবেগবর্ষিত হয়ে যে দিল অগ্নিকে, তাকে চিহ্নশোচি তার চিন্ময় পরিবন্ধণীশক্তির স্ফারা প্রতিষ্ঠিত করেন গোমুত্ত বৃজের অধিকারে (গোমান্ বৃজ) আলোকরশ্মিব সম্বন্ধে যেখানে, তু ভাগবতদের 'ব্রহ্মধাম' 'গোলোক'। ৬ ১০।৩, ৮ ১৯।২। চিহ্নপ্রবৃত্তম্ অগ্নিব্ হোতা কবিজতুঃ সত্যশ্ চিহ্নপ্রবৃত্তমঃ ১।১।৫ (বিশেষণটি দেবতাদের মধ্যে কেবল অগ্নিব, তু ১ ৪৫।৬, তাত্ত্বা 'মদ' ৮।৯২ ১৭, 'রায়' ৮।২৪ ৩ এবং 'দান্' ৩।৫৯ ৬ বা দিব্যজোতি চিহ্নপ্রবৃত্তম্, চিহ্নপ্রবের সাধন কল, ব্রহ্ম ১।'সেলাকঃ'। 'সুতম্' ৮।৫৯ ৬, পরা বাক্যকে শোনা পরমরোম ১।১৬৪।৪১, যা সিম্বিচ চরম কেননা এই শোনা সবার আগে ঘটে না ১০ ৭১।৪, ৬, ৭; সাধনার আদিতে অগ্নিই বাক্ বা মন্ত্রশক্তি এবং অস্তে সেই বাক্যেরই শ্রুতি—তৃতীয় পদে ১।১৬৪।৪৫, 'চিহ্নাঃ প্রবঃ' সেই চিন্ময় শ্রুতি যা শ্রোতাকে আশ্চর্য করে, তু ক ১।২.৭; এ সেই বাক্যের শ্রুতি, বিশ্বামিত্র বাক্য বলেছেন 'সমস্পর্শী' বা বিদ্যুৎপ্রকৃতি, যিনি 'আ সূর্যস্য দৃহিতা ততান শুরো দেবেষু' অম্, তম্, অজুর্মম্'—সূর্যের দৃহিতা হয়ে অস্তে করেছেন মন্ত্রবীজকে দেবগণের মধ্যে অমৃত ও অজবরূপে ৩।৫৩।১৫।)। **স চিহ্ন চিহ্নাঃ চিত্রবৃত্তম্ অগ্নে চিহ্নশ্ চিত্রতমং বরোদাম্, চন্দ্র রায়ঃ পূর্ববীরঃ বৃহন্তঃ চন্দ্র চন্দ্রাভিব্ গণতে যুবন্ত ৬ ৬ ৭ 'চিহ্নাঃ' এবং 'চন্দ্রঃ' সহচার লক্ষণীয় একটি চেতনের এবং আবেকটি অনন্দের দ্যোতক 'চন্দ্র হিরণ্য নিয ১।২, 'চন্দ্রশ' চন্দ্রতঃ কান্তিকর্মণঃ, চারু, দর্শিত, চিহ্ন প্রমতি, চন্দ্র বা পূর্বম্' নি ১১ ৫, যাহার্থে চারুয়ের অনুষণ লক্ষণীয়, তু ১ ছন্দ, ছন্দ 'দীপ্তি দেওবা, ইচ্ছা করা' IE quand 'to shine' Lat gaudere 'I shan'।

বিস্ময়।^১ এই সংজ্ঞা অগ্নির বেলায় নানাভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, জড়ত্বের অন্ধতমিস্রা বিদীর্ণ করে অগ্নিব্যবস্থার আবির্ভাব হয়, এই আশ্চর্য্য আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর আরেকটি বিশেষণ 'দক্ষ' কিনা (তিমির-)নাশন।^২ অগ্নি দক্ষ বলেই চিত্র। এই আধারে তিনি ছিলেন গৃহহিত,^৩ দেবতা অথবা বিপ্রেস চিত্তের প্রেষণায়^৪ চারিদিকের আধার হটিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন চিত্র শিশুরূপে,^৫ উষার চিত্র প্রচেষ্টা রূপে,^৬ বেড়ে চললেন "জলদীর্ঘ" চিত্র বিভাতি রূপে,^৭ (বৃকের) কাছে বলমলিয়ে উঠলেন সোনার মত, দুলোকের বজ্রের মত (গর্জে উঠল) তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাস, চিন্ময় সূর্যের মত চোখের সামনে তিনি অপাবৃত্ত করলেন তাঁর ভানু, তাই তিনি "চিত্তভানু" 'চিত্রমহাঃ' 'চিত্রশোচি' 'চিত্রশ্রবস্তম' তাঁর ভাতি মহিমা জ্বালা এবং শ্রুতি সবই এক চিন্ময় বিস্ময়। এই তিমিরনাশন চিন্ময় আবির্ভাবের কাছে এই বাহুস্পত্য ভরস্বাজের প্রার্থনা : 'হে চিত্র, তোমার চিন্ময় সংবেগ যা নাকি চেটেয়ে তোলে, হে চিত্রবীৰ্য্য, যা চিত্রতম এবং তারুণ্যের আধাতা, যা আনন্দবলমল এবং প্রভুত্ববীৰ্য্যে বৃহৎ, হে আনন্দ-বলমল, তোমার আনন্দবলমল (শিখাদের দিয়ে) তাকে নিহিত কর আমাদের মধ্যে, তোমার এই গীতিকারের মধ্যে'।^৮

অগ্নির গুণের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি এইখানে শেষ হল। দেখলাম, আমাদেরই মধ্যে তিনি অগ্নির অগ্নির একটি গোপন শিখা অগ্নির অগ্নি সন্ধ্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আছেন দুলোকের দিকে। স্বরূপে তিনি অগ্নির নিত্য স্বভাবানুশীল-সন্ধ্যায়, প্রজ্ঞানে ক্রান্তদর্শী করি, স্বতন্ত্রে আনন্দময়। তিনি কবিত্ব, দেবত্বের পথে আমাদের নিত্যসহচর এবং রক্ষক, অধ্যাত্মচেতনার প্রথম উন্মেষরূপে এক পরম বিস্ময়। লক্ষণীয়, তাঁর এই পরিচিতি যে কোনও দেবতার পরিচিতিরূপে গণ্য হতে পারে, অগ্নিগুণ-বোধক সংজ্ঞাগুলি প্রায়শ অনাদেবতার বেলায় প্রযুক্ত হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই। অর্থাৎ সব দেবতাই স্বরূপে সেই পরমদেবতা, দেবতায়-দেবতায় সৌম্য যত বেশী বৈষম্য তত নয়। দেবতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীক উপাসকের চেতনার বিস্ময়রূপের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এই বিস্ময়রূপের সংজ্ঞা সংহিতায় 'স্বতং বৃহৎ' অধিদেবতাদৃষ্টিতে, আর উপনিষদে 'ব্রহ্ম' অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। যথাক্রমে পরাক্ এবং প্রতাক্ দৃষ্টিতে দুইই সেই পরমদেবতার স্বরূপাখ্যান। দেবভাবনার পরিণতিতে ব্রহ্মভাবনায়। সব দেবতাই স্বরূপত 'স্বতং মহৎ' 'স্বতং বৃহৎ' 'স্বরূ বৃহৎ'-এ আমবা আগেই দেখেছি। [১৯২]। অগ্নিও স্বরূপত ব্রহ্ম। তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ সংহিতায় পাই তাঁর বৈশ্বানর-রূপের মধ্যে। তার কথা পরে।

গুণের পর কর্মে অগ্নির পরিচয় নেওয়া যাক। গুণের চাইতে কর্মে বৈদিক দেবতার বৈশিষ্ট্য বেশী ফোটে, কেননা গুণ আশ্রয় করে ভাবকে আর কর্ম শক্তিকে। ভাবের চরমে সব দেবতাই এক, তাঁদের যেনামেই ডাকি না কেন। কিন্তু শক্তির ক্ষুরস্তায় সূর্যের বস্মিবিচ্ছুরণের মত প্রকাশ পায় তাঁদের বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য।

অগ্নির সর্বপ্রধান কর্ম হল তাঁর 'দ্যুত' বা দৌত্য। মানুষ আর দেবতার মধ্যে

[১৯২] স্ব. ১০।৬৬।৪, সব দেবতাই 'স্বতং মহৎ স্বরূ বৃহৎ'; ১।১৬।৪।৪৬, দ্র. টীকা ৩৬।

সূর্য'। চাই তাঁকেই, তাঁরই বিভূতি বিশ্বদেবগণকে: "তাই তাঁর কাছে এই অগ্নিকেই পাঠাই দূতরূপে। অগ্নিচৈতন্য আর বিশ্বচৈতন্যের মাঝে অভীপ্সার উর্ধ্বশিখাই হয় অতন্দ্র আর নিঃশব্দ* বার্তাবহ।

অনাদিকাল হতে মানুষ তাঁকেই বরণ করেছে দূতরূপে, কেননা তিনি অধ্বরের (সিদ্ধি)কামী বলে দূতের সব কর্তব্যই জানেন, ভুলোক আর দুলোকের দুটি অন্তেরই সমাক্ চেতনা তাঁর আছে দুলোকে আরোহণের পর্বগুলির খবর আর-কেউ জানে না তাঁর মতন। [১৯৪]। তাঁর দৌত্য মানুষের জন্য উতলা দেবতাদের জাগিয়ে

খ ১।৭১ ৪ ৬০।১, ৬ ৮।৪ ৩ ৫ ১০, ৯ ৫ । মাহেশ্বরা 'দূত' হয়ে বিষ্ণুবানের কাছ থেকে অগ্নিকে এখানে নিয়ে এলেও ৬।৮।৫), দৌত্য প্রধানত অগ্নিই 'তু 'আকাং সূর্যস্য রোচনান্' বিষ্ণবান দেবী উষস্বীঃ বিপ্রা হেতু হ বর্ষতি' উষস জগেন যারা সেই বিশ্বদেবগণকে আবগকসম্প্র এই হেতু যেন এইখানে বসে আনেন ১।১৪।৯। আকাং অনন্য প্রাণে পদপাঠে অবগত নাই নিযুক্ত সর্বপদসম্মান্যস্বত্বে উপসর্গ ও নিপাতের উদ্বোধনরূপে উল্লিখিত ৩।১২ 'ব্রহ্মবন্ধু শাস্ত্রীর উপস্থাপনা আ - ঘ - ঈম্, 'আ' 'সুখ্যাত'র উপসর্গ, 'ঈম্' এদের অর্থাৎ পূর্বমূলে উল্লিখিত দেবতাদের : বিশ্বেশ্বের সম্পর্কে প্রাপ্ত উল্লিখিত ব্রহ্মস্বো হা অস্যা (সূর্যস্য) বিশ্বদেবোঃ শ ৩।৯ ২।৬, ১২ ৫।৩ ১।২৬, ২।৩ ১।৭ ১২।৪ ৬ ৬, অথ যদ্ এনম্ অগ্নিম্। একং সৎৎ বহুধা বিহরতি তদ্ অস্মৈ বিশ্বদেবো রূপম্ ৩।৪, সর্বং বৈ বিশ্বদেবোঃ শ ৩।৯।১ ১৪, ৫।৪।১৯, ১।৭।১২।২৬, ৫।৪।২।১০। ১।৫।১ ১৪৫ ১। 'অতন্দ্র' তু ঋ অতন্দ্র নিশ্বা অধ্বনো দেবানান্ অতন্দ্রা দূত্যা অভবো হবির্বাটী ১.৭২।৭, অতন্দ্রা দূত্যা যজ্ঞস্য দেবান্ ৭।১০ ৫ নিঃশব্দ তু 'ন যোর উপাশব্ অস্বাঃ শব্দে বধস্য কচ্ চন, যদ্ অগ্নে ঘাসি দূতাম্' বৃত্তান্তর চর্চায় রথের ঘোড়ার 'অধ্বন' শব্দ মেটেই শোনা যায় না, যখন হে অগ্নি, তুমি দৌড়ো চল ১।৭৪।৭।

১।৯৭। তু ঋ দেব অধ্বনস্ম দূতানি বিষ্ণবান উভে অস্তা ব্রহ্মসী সংচিকিৎসান্ দূত ঈশসে প্রদীর উরাণো রিদ্ধ্যুরো দীর আরোহণানি ৫।৭।৮। 'ব্রহ্ম' < বী 'কামনা করা, সম্ভোগ করা'। 'উরাণঃ' < বী 'বৃ' 'বৃষা করা' 'আরোহণানি' তু ৪ ৮ ২ ৪, ৫ ৮ ৭২।১৬। যজ্ঞের সৎৎ ধাম দিয় গৃহাঙ্গনে আবিষ্ট হওয়া ৯ ১০২ ২, অনুরূপ কিছুর সৎৎ ধাম ১ ২২।১৬ 'তু তাঁ উশতো বি বোধয় যদ্ অগ্নে ঘাসি দূতাম্, দেবৈব্ আ সংসি বহিঃষি ১।১২ ৪, বহিঃ কুলেশ আতরন আবার অগ্নিই প্রতীকরূপে অপ্রাসক্তে চতুর্দ দেবতা অধ্বনাদিগে হ্রস্বে পাঠা উল্লিখিত প্রাণেব আসন (তু ছা ৫।১৮।২, বিস্তুত বিবরণের জন্য ৫ 'অপ্রোদেবগণ' লক্ষণীয়, দেবতা উপা, 'কিন্তু জাগতে পরছেন না, তাঁকে জাগিয়ে দেব আবার অভীপ্সা।' তু ঋ যদ্ ভূতাম্ অগ্নে অম্ এতম্ মর্ত্যঃ সমিধা দশন উত হাবিকৃতি, হস্ম হোতা ভবাসি ঘাসি দূতাম্ উপ ব্রহ্ম যজ্ঞস্ম অধ্বনায়াসি ১০ ৯।১১ অথও তু শব্দসম্মিলিত দূতায় হনিষ্মন্তো মনুয়ামসো অগ্নিম্ শাসনওতম্ এই অগ্নিকে দৌড়োয় জনা চর্চায় হেলে সেই মনুষ্যেরা, যাদের আছে অর্হুতব উপচার ১০ ৭০ ৩, পূর্বীর স্বতসা সংদশস্ চকানঃ সং দতে অদ্যাদি উপসো বিরোচক ৩।৫।২। সংদশ্ < সম্ + দশ্ (দেখ), সমাক দর্শন, তু সূবো ন সংদক্ (অগ্নিঃ) ১ ৬৬।১, অস্মৈ (অগ্নেঃ) প্রোতা সংদক্ চিঠতমা মর্ত্যাস্থ ৪।১৬, তব (অগ্নে), প্র যাক্ সংদশস্ ৬ ১৬।৮। তব (অগ্নে) আ সংদশি শিঃঃ ২ ১ ১২ 'পূর্বীর পারিপূর্ণ চিত্ততন। যন্ত হৃ যল্ অস্তভ্যা ইন্দ্র বিযিঃ পশু সংদশঃ পারি পাবা অভবঃ ২ ১৩ ১০, এখানে পাঁচটি সমাক্ দর্শনের কথা আছে পাঁচটি ভুবনব, ষষ্ঠ ভুবন ইন্দ্রের দর্শন, আবার তিনি ভুবনাভীতও। মোহের উপর সাতটি ধাম। এই 'পশু সংদশঃ' আলোচ্য মন্তর 'পূর্বীর সংদশঃ'। এমনি করে বিশ্বব্রহ্মরূপ সমাক্ দর্শনই অভীপ্সার লক্ষ্য। তু যদ্ ইদ অস্মা উষসো বর্ষতিয্ (প্রাসক্ত) দূতঃ কুবানা অযজ্ঞস্ত মানুষ্যঃ, য্ৎ দেবা মহ্যায়াম্য (মহিমার জন্য) বারহুঃ ১০ ১২২ ৭ ১ ৪৪।৩। 'যদ্ অস্মা বর্ষতি দেব পূর্বী দূতঃ কুবানা অযজ্ঞস্ত হবৈঃ, ঈশস্য যদ্ অগ্নে ঈয়সে বর্ষাণাং দেবে যতিব্ বসতিঃ ইশায়ানঃ ৫ ৩ ৮ দেবতা 'বস্' বা জ্যোতিঃস্বরূপ। দেবতা আর মানুষ দু'য় মিলে অগ্নিসমিগ্ধন— দেবতার প্রসাদে আর মানুষের প্রয়াসে তু দেবী অচ্ছা যজ্ঞস্ত জাত্যনদসম্ অগ্নিম্ হিলে বর্ষতিয্—ভোবের আলোয় জাতবেনা অগ্নিকে চৌতয়ে তুলি দেবতাদের কাছে যাব বলে ১।৪৪।৪। সংস্থে কয়ীণাম্ তু সংস্থে রয়ীণাম্ ২ ৩৮ ১০, অপাম্ অনীকে সমিথে ৪।৫৮।১১ প্রাণের সমস্ত ধারা যেখানে এসে মিলেছে সেইখানেই অগ্নির আবির্ভাব, হাই অগ্নি 'অপ্স্জাঃ' তু যদ্ অগ্নে দিবজা অস্ম্ অপ্স্জা বা সহস্কৃত ৮।৪৩ ২৮, 'সহস্কৃত' মন্থনজাত পার্থিব অগ্নি। 'ওষব্ গ

তোলবার জন্য, যাতে তাঁরা এইখানে নেমে 'বহি'তে আসন পাতেন।* আবার এ-দোত্যা অপেক্ষা রাখে শূদ্ধ আমাদের আত্মদানের : যে মর্ত্য মানব সমিধ্ আর হবির আহুতি দেয় এই অমৃত দেবতার উদ্দেশে, তিনি হন তারই হোতা, তার দূত হয়ে দেবতাদের কাছে বলেন তার কথা, হন তার ঋত্বিক্ তার অধ্বর্ষ্য।* আত্মদানের প্রেরণা জাগে অধ্যাত্মজীবনের উষাকালে, শ্রম্ভার উন্মেষে। তাই উষার আলো ঝলমলিয়ে ওঠে যখন, তখন অগ্নিও বলসে ওঠেন অলখের দূতরূপে, কেননা ঋতের চিবন্তন সমাক্-দর্শনই চান তিনি।* আর চিবকাল তাই হয়ে এসেছে : আকাশে উষার আলো ফুটেছে যখন, তখনই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই দেবতাকে করেছেন দুলোকের দূত, আহুতির উপচারে করেছেন তাঁর যজ্ঞন; আর এখন এই দেবতাও মর্ত্য মানব আর আলোর দেবতাদের দ্বারা সমিষ্ম হয়ে গিয়েছেন সংবেগদের সঙ্গমে।* উষার আলো ফুটে না ফুটেই সূর্যের মত ঝলমলিয়ে উঠেছেন তিনি, আর যজ্ঞকে করেছেন বিতত উতলা ঋত্বিকেরা মননের সঙ্গে সঙ্গে; দেবতা অগ্নি সব জন্মের রহস্য জানেন, তাই দেবতার কাছে যেতে ছুটলেন তাঁদের দূত হয়ে এই প্রিয়তম।* লোক আর লোকোত্তরের মাঝে তাঁর এই দৌত্য, তিনি অলখের অভিসারী।*

মানুষ যেমন অভীপ্সার শিখাকে দেবতার দিকে এগিয়ে দেয় দূতরূপে, কানে-কানে তাকে বলে দেয় দেবতাকে এইখানে নামিয়ে আনবার জন্য (১৯৫), তেমনি

রশ্মেহাং উষসাম্ অর্যোচ যজ্ঞং তন্বানা ঙীশজ্ঞো ন মম্ম অগ্নির জ্ঞানান দেব আ বি বিদ্বান্ প্রবদ্ দূতো দেবযাবা বনিন্তঃ ৭।১০।২। ঙীশজ্ < ৭ বশ্ আকুল হয়ে চাওবা, নি ঙীশজ্ রশ্মেঃ কাশিতমগ্নঃ ৬।১০, নিম্ কাশিতমগ্না ২ ৬, 'মম্মারী' ৩।১৫, তু *He uch 'to wish', 'to wish a woman'* ঙীশকদের স্বাব্য যজ্ঞের বিততন বা অনুষ্ঠান আর মননের বিততন একই বাপাবের এপিঠ ওপিঠ দু টী ২। মন্ত্রাচর তৃতীয় পদ্যে 'জাতবেদা'র বৃৎপাণ্ডি পাওবা যাচ্ছে : * তু :ঃ দূতস্ ত্বম্ উ নঃ পন্যপাস্ ত্বং বসা আ বশত প্রপত'। ত্বম্ দূত ত্বমিহ আমাদের জন্য আগলে আচ্ছ লোকোত্তরক্, ত্বমিহ হে বীষ্যবর্ষা, উত্তরজ্যোতিষ অগ্রণী ২ ৯ ২। 'বসাঃ' < বস্, 'ঈষস্' (তব প্রত্যয়েব অর্থে) তু 'বসিন্ত', দু ১ ৫০ ১০। 'পন্যপাস্' দু টী ১১০ ৭।

(১৯৫) তু ঋ অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যাদহম্ উপ রূবে, দেবী আ সাদয়াদ্ ইহ চ ৭৪ ৩ 'পুরো দধে' তারহে অগ্নি 'পুরোহিত' ১।১।১, জ্বিলন গৃহহিত, এখন তাকে সামনে ধরা হয়েছে। * দেবতার উতলাপনা তু ১।১২ ৪, ৭ ৩৯।৪, ৮।৬০।৮, ১০।১।৭, ২।১, ৭০।৪ । অগ্নিও দেবতা উভয় উতলা পন্যপাসের জন্য উশন দেবী উশতঃ পায়যা হবিত্ ২।৩৭।৬, যথা হোতব মনুষ্যো দেবতাতা যজ্ঞাভিঃ সূনো সহঃ যজীস এবা নো অদা সমনা সমানান্ উশগ্ অগ্নি উশতো গচ্চি দেবান্' হে হোতা, হে বীষ্যসূত, মানুষ্যের দেবাত্মভাবের জন্য বাববার যেমন তুমি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞন কর তেমনি কাণই আজ আমাদের জন্য সেই একই উতলা দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞন কর হে অগ্নি, উতলা হয়ে ৬।৮।১, 'উত দ্বার উশতী' বি প্রযজ্ঞাম্, উত দেবী উশত আ বহেহ' এইবার উতলা দ্বারাদর কপাট যাক খুলে, এইবার উতলা দেবতাদের হয়ে আন এইখানে (তু আপ্রাস্তস্তের 'দেবী' দ্বাবঃ বা জ্যোতিষ দ্বাবঃ, অগ্নিবই এক রূপ; দু 'আপ্রাস্তবরণ') ৭ ১৭।২। দিব্য পিতৃগণের, অগ্নির এবং মানুষ্যের উতলাপনা 'উশন্তস্' দ্বা নি ধীমহি উশন্তঃ সম ঈদমিহি উশন্ত্ উশত্ আ বহ পিতৃ, ন্ হবিত্বে অওরে—উতলা হয়ে তোমায় আমরা নির্ভত করছি, উতলা হয়ে করছি সমিষ্ম; উতলা হয়ে তুমি উতলা পিতৃগণের হয়ে আন হবির্ভক্ষণের জন্য ১০।১৬।১২ * ইদাং ব্রহ্মে সজ্জ্বলস্য হৃদিত্তে সূর্যম্ হয়ে, কেননা সবদেবতা সেই একই দেবতার বিকৃতি দু টী ১৪২ * ও মূল দেবাসো দত্তম্ অকৃত সপৰ্যন্তস্, মানুষ্য পাঁচচাকরা দ্বা করে যজ্ঞম্ দেবম্ ঈদন্ত ৫ ২১।৩। তু ৮।১৯।২১, * অরেশ শ্রম্ভাব আকারে, তু, নচিকৈত্য শ্রম্ভার আবেশ ক ১ ১ ২ আরও তু শ্রম্ভাযগ্নিঃ সম ইম্মাতে শ্রম্ভায হৃদয়েত হবিত্ ১০।১৫।১।, এই শ্রম্ভা 'কমায়নী' বা কামজা দু টী ২০৪ ২। * তু দ্বাম্ অগ্নি সমিখনং ঋত্বিত্য দেবো দূতং চক্রিরে হবাবাহনম্ হেযা চক্ষুর্ দর্শয়ত্ চ্যাদয়মতি ৫।৮ ৬ * দেবাসস্ দ্বা বরুণো মিত্রো অয়ম্মা সং দূতং প্রহ্ম ইন্দ্রত্, বিব্রং সো অগ্নে জগতি ত্বা ধনং যস্ হে দদাশ মর্ত্যে ১ ৩৬।৮। বরুণ অব্যজ

দেবতাও উতলা মানুষের জন্য,° তিনিও অগ্নিকে দত্ত করে পাঠান মানুষের কাছে°। অগ্নি যখন মানুষের দত্ত, তখন তিনি তার সম্বন্ধ চিন্তের দেবমানী অভীপ্সা; আর যখন তিনি দেবতার দত্ত, তখন তিনি সেই চিন্তেই পরমের আবেশ।° আগে শ্রদ্ধা, তারপর রুচি যেমন বৈষ্ণব বলেন; আগে দেবতা উতলা হন আমার জন্য, তবে আমি তাঁর জন্য উতলা হই। হয়তো প্রথমত হবারহেনব জন্য বৌদিতে আমিই অগ্নিকে সম্বন্ধ করি; কিন্তু একদিন সে-অগ্নিসম্বন্ধন অকস্মাৎ সার্থক হয়ে ওঠে, যখন ওই তরুণতম অগ্নি দেবতার দত্ত হয়ে আধারের গভীরে এক প্রজ্বল চক্ষু হয়ে মনুচেতনার

জ্যোতির দেবতা, সংস্বরূপ, মিত্র ব্যক্ত জ্যোতির দেবতা, চিৎস্বরূপ; অর্থাৎ সম্ভোগের দেবতা (২১৪), আনন্দস্বরূপ। এই ঠায়ীর উল্লেখ ক্ষুদ্র বহুজায়গায় সাক্ষ্যমানই অগ্নিকে দত্তরূপে সম্বন্ধ করেন আমাদের মধ্যে। ধন < V তন্ম 'দৌড়ন', মানুষ যার পিছনে ছোট্টে, লক্ষ্য, দু টী ২০৬°। °তু স্বাং দ হম্ অর্থাৎ হবাবাং দেবা অকর্ণাঃ অম তস্য নারিতম্ ৩ ১৭৪। অর্থাৎ < V স্ব 'চলা', যে আনাগোনা করে, চলল। দত্তের পর্যায়স্বাক্ষর, বিশেষ করে অগ্নির বেলায় প্রযুক্ত। অগ্নি 'অর্গাত' দেবতাদের (২৪১২), দাবাপাখিয়ার (১৫৯২, ২২১৩, ৬৪৯২ ১০৩১৭), দুলোকের (২২২, ১০৩২), পৃথিবীর (৬৭১১) তু দেবাসো দেবম্ অর্থাৎ দর্শনীর (ছোটলেন) ৮১৯১। নারিত যেমন চক্রে বা মানুষের দেহের মধ্যবিন্দু, সেখানে সব এসে সংগত হয়। তু দুলোকের সম্ভাব্য উৎস হতে চার্ভি 'নাভ' বা নারিত ভিতর দিয়ে সোমো অম তপ্রবাহেব নেমে আসে ৯৭১৬। °তু দেবানং দত্তঃ পুরুষপ্রসূতো হনগান্ নে বোচতু সর্বত্রা ৩ ৫৭১৯। অনাগাঃ অনুপাখঃ নি ১০১১। ক্ষুদ্র অনুপাখের মধ্যে বিশেষ যোগ আদিত্য যিনি আনন্তের দেবী দু টী ১৭৪°। তু যচ্ চিদং ধিত পুরুষো পুরুষ বা মানুষ বলে। যাবচ্চ, হর্ষিতাচ্চ। অবিদেকের দর্শন, চক্ষু বাক্তি যোগ, কৃশী বৃক্ষা অদিত্যঃ অনগান্ ৪১২১। মিত্রো নো অত্রা হর্ষিতং অনাগান্ সর্বিতা দেবো নবৃণা বোচঃ অদিত্যঃ সঙ্গো নবৃণের সম্ভার সঙ্কণীয়, দুজনেই আগ্রহের দেবতা এবং আকাশই নিয়ন্তা। ১০১২৮, ৮১০১১৫, ১২৪১৫ (বৃষ্ণ সংগত), ৯৬১৫, । সর্বত্রাঃ তার জন্য প্রার্থনা বিশেষ করে অদিত্যর কাছে তু ৯৯৪১৫, আ সর্বত্রাঃ অদিত্যঃ বর্ণায় (১০১০০ সূর শূবা)। অদিত্যের মধ্যে যোগ ১১০৬ ২ ১০৩৫ ১১। তার যোগ স্বর্গের মধ্যে তু আ তে স্বর্গতম্ ইমাহে (আমরা চাই অদ্য চ সর্বত্রাঃ স্বস চ সর্বত্রাঃ পমন্ ৬ ১৫৬, অজীতম্ পবাজম্ না হয় যাতে। ২২ হয়ে পবস্ব (সোম) স্বসত্যে সর্বত্রাঃ বৃহতে (বহুতর যোগ লক্ষণীয়) ৯৯৬১৭। স্বস্বদেবী নিবাসনটি পূর ধ্বংস হওয়ার পর শততম পুরে অধিকৃত হয় সর্বত্রাঃ তু অহং (ইন্দো বা ব্রহ্মদেবা বা) পুরো অকস্মাৎ (সোমাপানে মত্ত হয়ে) বৈবস্ব (পৃথিবে দিগ্বাচি নব সাকং নবতীঃ শম্বাসা, পোপীজ্জিহ্বা) শতম বেষাং (ধাম) সর্বত্রাঃ শততম পুরেও ব্রহ্ম অধিষ্ঠান নয়, ইন্দ্রের, তাই তিনি 'শতক্রতু', ৭১২৬ ও আবার সর্বিতা যখন আম্রব সাম্রাজ্য পিছনে তরুর দক্ষিণে, অর্থাৎ সর্বত্রাঃ যখন তাঁকে অনুভব করি, তখনই সর্বত্রাঃ অধিষ্ঠান তু সর্বিতা পশ্চাত্তঃ সর্বিতা পুরুষতঃ সর্বিতোত্তরাস্তাঃ সর্বিতা ধরাস্তাঃ সর্বিতা নঃ সর্বতু সর্বত্রাঃ ১০৩৬ ১৪। এমনি করে 'মজ্জ' এবং 'ধীকে' সম্বন্ধ করে দেবতা আমাদের মধ্যে ব্রহ্ম দীপ্ত ফোটাতে চাচ্ছেন এই সর্বত্রাঃের জন্য তু ইন্দ্রঃ এযাম্ অম তানং। অম ত দেবতাদব জনাঃ গণীঃ সর্বত্রাঃ সো কৃপণন্ত (আকর্ষণ) করেন কৃপণ যেমন ধন চায় তেমনি, < V কৃপণ, নামস্তু, তু তংদং অগ্নিব বয়ো দদে যথায়থা কৃপণাত ৮৩৯ ৪। বহুঃ, ধিয়ং চ যজ্ঞং চ সামন্তম্ তে নো ধমতু। নারিত করন। বসবাম্ (দেবজ্যোতি) তু ১০ ৩১৪। অসাম্। অবিকল, পূর্বা ১০ ৭৪৩। সূত্রায় 'সর্বত্রাঃ' উপনিষদের সর্বাঙ্গভাব (ঐ ৭ চা ৭ ২৬১২, প্র ১ ১১)। অদিত্যের জন্য ছাড়া এ সম্ভব হয় না। এব জোড়া হল 'দেবত্রাঃ' বা দেবজ্যোতিঃ সর্বত্রাঃ ব্যাপ্তিতে যাক বলছেন 'সর্বাস্, কাম্ ত্রিয্য' অর্থাৎ 'ত্রাঃ' < V তন্ম। সামগ দেবত্রাঃের ব্যাখ্যা বলছেন 'দেবানং বিম্বত বস্তুক্য যোগাঃ (১২১৭১৯), সূত্রায় তাঁরও ব্যাপ্তি < V তন্ম, লক্ষণীয়, পদপাঠে অবগে আছে। যথচ পাণিনির ব্যাপ্তি সর্ব বা দেব, ত্রাঃল স্বার্থে ৪ ৪ ১৬১, কিন্তু শিবত্রাঃ ইত্যাদির ব্যাখ্যা বলছেন 'শিবং করাত্রীতি শিবস্য ভাবো বা ইতি শিবত্রাঃ' (১৪২ ১৪৩)। তাহলে সর্বত্রাঃ এবং দেবত্রাঃের বোঝাই-না নয় কেন? মনে হয়, এখানে দুটি ভাবব্যাপ্তি প্রত্যয়ের সমাবেশ হয়েছে, যেমন প্রত্যয়ে আবর্তিত দেখছি 'পশ্চাত্তাঃ' প্রভৃতি শব্দে (তু ১০ ৩৬১৫)। দেব। দেবা, ভাবপদ ভাবে 'ত্রি' এবং পরে এই আদর্শ অনান্য শব্দ গঠিত হওয়া সম্ভব। 'সর্বত্রাঃ' অস্পষ্টতায় *laouratit*।

প্রচোদক হয়ে আমার মধ্যে আবির্ভূত হন।^{১০} তখন বৃদ্ধি, অগ্নি আমি জ্বালাইনি, জ্বালিয়েছেন দেবতারাই বরণ মিত্র আর অর্থমা হয়ে তাঁদের দত্তরূপে, আমি মর্ত্য মানব, আমি শূদ্র তাঁর মধ্যে আমার সব-কিছু ঢেলে দিতে পারি, আর দেবতা পাবেন বিশ্বের সমস্ত সম্পদ জিনে আনতে আমার জন্য।^{১১} দেবতার জ্ঞানেন, এই অগ্নি মর্ত্যের মধ্যে অমৃতচেতনার নান্দ বা মধ্যবিন্দু, তাই এই হব্যবাহনকে কবোছেন তাঁদের 'অরতি' দ্বত।^{১২} দেবতাদের এই দ্বত বিচিত্রভাবে প্রচোদিত হয়ে আসেন আমাদের কাছে, সমস্ত মালিন্য দংশ করে আমাদের কবেন নিরঞ্জন, সর্বাঙ্গভাবের যোগ্য বলে আমাদের ঘোষণা করেন।^{১৩}

সব দেবজ্যোতির মূলে এক পরমজ্যোতি তিনি 'বিবস্বান'। সংহিতায় অগ্নিকে বিশেষ করে বলা হয়েছে বিবস্বানের দ্বত। ১৯৬।। আধারে অগ্নিসম্মিশনের প্রেরণা

[১৯৬] বিবস্বান্ ও মার্তিরশ্বার কাছই অগ্নির প্রথম আবির্ভাব দৃষ্টান্তকে তু ঋ ঋম্ অগ্নে প্রথমা মার্তিরশ্বন আবিব্ ভব সূক্তায়া স্ববচ্ছন্দ প্রজাব বীর্ষে, বিবস্বতে ১ ১৩, স জাসমান্ পবন্ম যোমান্ আবিব্ অগ্নিব্ অভবন্ মার্তিরশ্বনে ১৭৩।২। এই অগ্নি এই দেব সম্বন্ধ এবং বিশ্বদি। তাঁর দেতা সেই আদিভাগ থেকে, তিনি পবীঃ, শিবো দেতা বিবস্বতঃ ৮৩৩৯।৩, তু নু চিৎ সতোজ্ঞা অমতো নি তুমদেত সতোজ্ঞা যদু দেতা অভবদ্ বিবস্বতঃ, বি সার্থক্যভিঃ পৃথিবী বজ্রো মম আ দেবতা হাবীষ্যা বিবস্বতি ১১৪৮ ১। 'সহোজ্ঞা' সর্ব ভিভাবী বীর্ষ হতে জাত। দ টী ২০৫৭। 'নু চিৎ নি তুমদেত' যাকে খোঁজতে হয় না অগ্নের উপমা। দেবতাস্তি চ সর্বত্র্যতি টী ১৯৫৭। সাধারণ অন্যত্র পার্থক্যকে অনুসরণ করে বোঝেন, 'স্ববচ্ছন্দঃ' ভূতিলে প্রত্যয়ঃ, তেন দেবতাস্তি শব্দেন দেবসম্পাদী যজ্ঞো লক্ষ্যতে, দেবতা তা মধ্যঃ নিমঃ, ৩।১৭। ইতি তদ্যাস্মৈ পৃথিবীঃ ১।৩৫।৫। আরেকটি রূপ 'দেবতায়ঃ' তৃতীয়াতে 'দেবতা' ১।১২৮।২। চতুর্থীতে 'দেবতাস্তে' ১৯ ৯৬ ৩, ৯৭ ১৯, ২৭। সম্প্রদায় 'দেবতাস্তি' ৮।৭৮।৩, ১০।৮।২। তৃতীয়ায় একটি মাত্র উদহরণ ভং যজ্ঞসামগ্ (অগ্নিসম্) অপি ব্যত্যানসম্ (অমরা অনুকল কণি) ঋতস পথা নমস হাবীষ্যা দেবতা হাবীষ্যা ১ ১২৮।২, সেখানে সাধন বা যজ্ঞ অর্থ খাটে, অন্যত্র বোঝাতে সিদ্ধি বা যজ্ঞের পরিণামে দেবতার। তু অবিদম দেবান্ ৮।৮৮।৩, ৯।১১৩।৭-১১, ১।৫০।১০।। লক্ষণায়, ঋতে অগ্নির সম্পদই দেবতাস্তি শব্দে প্রয়োগ সত্যাত্তে বেশী তাই পরেই সেমবে দেবায়। দেবতাস্তি জনাই অগ্নির জন্ম এবং তিনি যেন সেই পবন লক্ষের উদ্দেশ্যে একটা তীর সংবেগ তু ঋম্ অগ্নে সহসা সর্ব ভিভাবী বীর্ষে, সহোজ্ঞঃ শৃঙ্খলিতো প্রাণাচ্ছন্দসে প্রলভম জামসে দেবতাস্তে বিবিব ন দেবতাস্তে ১।১২৭।৯।। এ 'মনুষ্যো দেবতাস্তিঃ' বা মানসেবই দেবতা হওয়া তাইই জনে শূদ্র বৈশ্যবান অগ্নিব আগ্রহ যিনি বিবস্বপুণ মার্তিরশ্বা এবং বহু ভাবন বা নাসক বৃহস্পতি ৩।২৬ ২। হোতরূপে বিচিত্র যজ্ঞের স্বারা পবনদেবতার যজন তাঁর ৬ ৮।১।, অর্থমা ও অবদুগণব দৃষ্টান্তকে তিনিই আলোকলমল লোকের স্থাপন ১৫।২৯।১, অর্থমা এখানে আদিভাগের উপলক্ষ্য দৃষ্টি গণের সম্মুখ লক্ষ্যার্থঃ - একটি অর্থনৈতিক বা প্রাণলোকের আরেকটি দিব্ বা প্রজ্ঞালোকের, সৃষ্টি ইন্দ্রব যাব মধ্যে প্রাণ ও প্রজ্ঞা সমাহার পক্ষেই অর্থে 'ঋম্' এখানে 'ঋষি' ইন্দ্রাসি দীর্ঘ। তু অধর যখন এগিয়ে চলে তখন দেবতাস্তি জন ইন্দ্রের আবাহন প্রেমভাব ৮।৩ ৫ তাঁর ব্রহ্মাতী অনুগ্রহ শৌর্য এবং জনা ৬২।৮, ইন্দ্র আর বরণই দেবতাস্তির স্মৃতি প্রচোদক ৬ ৬৮।২। দেবতাস্তি জন, বহু হস্তবান জনা আমরা ছুটে খাই অগ্নিব কাছই কেননা তিনিই আমাদের আপন, আমাদের সবগাইত কাছে তু ঋম্ হদ্ ধি নৃদিকং দেবতাস্তে অপিং নক্ষত্রং বধে ৮ ৬০।১। তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা 'হং নো অগ্নে অগ্নিভিব' ব্রহ্ম যজ্ঞং ৮ বধ্যং, হং নো দেবতাস্তে বোযো দনায় চোদম' অর্থে অগ্নি, অগ্নিদেব দিয়ে তুমি আমাদের বৃহত্তর ভাবনা এবং গ্রহসংগের সাধনকে সম্বোধিত কর, আমাদের তুমি প্রচোদিত কর পবনভাব জনা, দেবতাকে প্রচোদিত কর সংবেগ দিতে ১০।১৭১।৬, সৃষ্টি অগ্নিব কিল্ব ঋষি অগ্নি ত্যাসম্ অর্থার্থে অগ্নিব সঙ্গে একাত্মক, অগ্নিভিঃ একই অগ্নিব বহু, বস্তু, যাব পরিণাম আত্মপরিবরণে উপনিষদের পৃথিবীস্থান। এই স্মৃতিই বিশেষ করে মৎ ব্যাঘের সাধ্য তু 'কবিব' বৃদ্ধাং পঠিষ্মা জাতৈ ধীঃ সা দেবতাস্তা স্মিতিব বৃদ্ধা' ক্রাৎক্ষণী ধী নিশেষে পরিমার্জিত করে গভীরের ধোদকে (আব তাইতে) সেই (ধী) দেবতাস্তেব সম্বনায় হয়েছে একটি সমাহার অর্থার্থে বহুভাবনার একটি পঙ্ক ১।৯৫ ৮, ধী 'কবি' কিনা ক্রান্তদশী অর্থাৎ তার দৃষ্টি নিবন্ধ সুদূর

আসে সেই পরমচৈতন্য হতেই। দেবযজনভূমিতে যাকে জানি দুঃসাহসের বীৰ্য্য হতে জাত, দেবতার কাছে আমাদের আহ্বান পাঠাই যার প্রস্বনে, তিনি বস্তুত সেই বিবস্বানেরই অমৃত দূত। আপন খুশিতে তিনি ছুটে আসেন আমাদের কাছে তাঁকে খোঁচাতে হয় না; সবচাইতে সহজ পথে আসেন তিনি, ছেয়ে ফেলেন বিশ্বভুবন, আমাদেরই হিবি দিগে দেবতাদের পরিচর্যা করেন দেবাত্মভাবের জন্য।^১ বিবস্বানের এই ক্ষিপ্রচারী দূত ছুটে আসেন চম্পক সব উপাসকেরই কাছে, তখন যারা প্রাণবান, তারা পরমদেবতার এই ভৃগুতুল্য সংকেতকে আহরণ করেছেন প্রত্যেক প্রবর্তসাধকের জন্য।^২

লাক্ষ্যব দিকে, 'বৃধা' শব্দটির বোধ (পে টী ৪) যা গনিগড়ে হীরকের মত এখন অমার্জিত, ধীরে তাকে বারবার পরিমার্জনের দ্বারা সূক্ষ্ম করে, তু ধীরে বিপ্রাঃ মূর্জিত (সোমঃ) দেবতায় ৯।১৭.৭, 'সমীকৃত' দিব্যভাবের সম্ভার, যা ধীরে ধীরে পরিণাম, তু যদ্ অথবা সমীকৃত শব্দটি দেবী দেবস্ব ১০ ১১।৮, ধীর পূজার যোগে ভাষার চিত্তের একাগ্রতা যা দেবাত্মভাবের প্রসূতিক। দেবতাই যজ্ঞের লক্ষ্য, অগ্নি তাই প্রদীক্ষণদেবতাই উদ্যোগঃ সং র্যাদিভব, বসীভব, যজ্ঞম্ অগ্নেঃ দক্ষতা অথবা প্রাণা সহ দেবতাকে বরণ করে যজ্ঞকে দ্বাণ্য করলেন (মানুষের, দান অথবা দেবতাব) অথবা নিম্নে, অর্থাৎ মানুষ দেবে হিবি আর তাব বিনিময়ে দেবতা দেবেন প্রাণা তাই যজ্ঞের প্রাপ্য এবং তাহেই দেবাত্মভাবের সীম, অগ্নি সেই সীমার সূনিপুণ ধারক ও ১৯।১, প্রদীক্ষণঃ প্রদীক্ষণকৃতম্ -এটি শব্দ্যার জ্ঞাপক, অথবা দক্ষতাসংকেত তু ২ ৪০।১, ৩০২ ১৫, ৫ ৬০।১, ১০।২২।১৪, 'উবগঃ' ১ ১ বৃ 'বরণ করা'। অগ্নি যে দেব-মাতৃগণের যজ্ঞ করেন তা আমাদের মধ্যে এই দেবাত্মভাবকে নামিয়ে আনবার জন্য তু স আ রহ দেবতাই হিবিষ্ঠ শব্দটি (সোমঃ) যদ অদ্য দিব্য দেবতাদের। যজ্ঞাসি ৩।১৯।৭ এই দেবতায় বৃক্ষভব, সোমযোগের পবন সীম তু 'সম অগ্নে শমালান্য সূবতে রহঃ যাবন্তি দেবতাই প্রদীক্ষণঃ' তুমি যে অগ্নি, তৎপরে সোমসবনকারীকে চেয়ে দাও বর দিয়ে যে 'তবগতম্, যা নারিক দেবতাই ১।১৬।১০ সোমগীম্, অগ্নি রজ্জ্বাতম ১।১।১, এই মন্ত্রেই তাকে বলা হয়েছে 'মহিবর' অন্যত্র তিনি 'দেবাসম সত বরা দধাতঃ ৫ ১ ৭, সোম এবং বৃদ্ধ তাই ৬।৭৪.১। দেবতাই সেই বৃহৎ দেবতা যার মধ্যে অমৃত দেবতাদের আসন, সোম যার নিবস্তর ধানে মগ্ন তু এষ পূর্বা দিয়াহত বৃহৎ দেবতায় যত্রাম তস অসতে ১৯.১৭।২ 'তর পদের মন্ত্রেই আছে অমৃতের শব্দ পথে সোমকে উল্লিখ বলায়নো কথা। দেবতাই প্রসঙ্গ অন্যত্র ৩ ১৯।১, ৪।৬।১, ৭ ৩৯.১, ৪৩.৩ ৮।১০১।১, ৭।২।৫, ১ ৩৪।৫ Goldenberg সর্বজ্ঞায়গার (Goldschmidt) divine service অর্থ কার্যনি, কোথাও বলেছেন 'Goldschmidt divine trap কোথাও বা Goldschmidt divine service গণনিব সর্গাণব প্রত্যয় দেবতায় দেব, যা দেবাত্ম ভাবেরই বজ্রনাবাহী তু আশ্রয় দত্তে বিবস্বতো বিশ্বা মশ, যোগীর্ অর্থাৎ জজ্ঞঃ কেতুম্ আসনো ভূগবণঃ বিশ্বোবশা ৪ ৭.৫। 'ভূগবণঃ' ভূগুর ইবাচকতম্ (সোমঃ)। ভূগুবংশাধারা হতেই 'পিতরঃ সোম্যাসঃ' (১০ ১৬।৬) এবং সিম পূবুষ সূযা ইব বিশ্বম্ ইদ্ ধীতম্ আনশঃ' সোম সূযা, যার ধ্যান করেছেন তাই পেয়েছেন (৮।৩।১৬, তু দেবতাদেব সংগে উল্লিখিত ৩৫ ৩।) অথবা এবং অগ্নিবর মত তারাও মন্যাসমাজে অগ্নিবদ্যাব প্রবহক। গুহাহিত অগ্নিকে এরা অগ্নিবর করেছিলেন (১০ ৪৬।২), তাহতে মানুষের কাছে অগ্নি ভূগবর দান ৩ ২।৪। দেবতা মানুষের মধ্যে আবিষ্ট হলে দেবতা যাব মানুষ একাকার, হই অগ্নিও অগ্নিগরা ১ ১ ৬ অথবা ভূগু হু ১ ৭১।৪। গুহাহিত অগ্নির প্রথম প্রকাশ 'ককু তু 'চিষ্ট' 'পূর্বাচিষ্ট'। যা পবনদেবতার সংকেতবাহী। এই মন্ত্রে বিবস্বান পবনদেবতা সদস্যকর হিবিষ্ট পদ্যায় বিশ্বা, চর্ষাণ, জামু, ভূগু বিশ্বা ৭ ৫ ৬ ১৬।১৩ 'ভূবর দত্তো বিবস্বতো প্রিমা যমস কামাঃ ১০ ২১।৫। 'যমের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক' অসংস্কৃত, দু ১০।১৬ স' অগ্নি তখন ক্রবঃ এবং ক্রবাহন' ১৯ ১১।। কিন্তু জাতবেদে অগ্নি তা নন তিনি নিগতন্য নিমিত্তা (১-৮)। এমন কি যজ্ঞ যন্ত্রের কাছে যান অগ্নিদূত হয়ে ১০।১৭ ১৩, অর্থাৎ মাত্রার পর উৎসর্গের সাধনা অগ্নিকে দূত করে পৌছায় পরম ধামে (তু ম্ ১।২।১৬)। এই যম বৈবস্বত, কাশ্যপনিষদের যমের মত (তু বিবস্বতঃ হুবে যঃ পিতা তে ১০ ১৪ ৫) ইনি এবং অব্যক্তের দেবতা বরণ এবই হতু। তু উভা রাজানা স্ববযা মদন্তা যামঃ পৃথাসি বরুণঃ ৮ দেবতা ১০।১৪।৭।। অসংস্কৃতিতে অগ্নি আমাদের এই যমের কাছে নিয়ে যান। উৎকান্তির দ্বারা অগ্নি - মাতরিশ্বা-সূয-যম (তু, ১।১৬।৪।১৬; প্র. টী. ৪২)।

অগ্নি-ঋষি অথবা ব্রতচারীর মূৰ্খ্যাকমল মন্থন করে এই অগ্নির জন্ম দিযেছিলেন বটে,^১ কিন্তু স্বৰূপত তঁর বিবস্বানেরই দ্বত, আর যমের কাম্য প্রিয়জন।^২ যেমন তিনি জীবনের প্রভাসবরণায়, তেমনই মরণের পরঃকৃষ্ণতায়।^৩

দেখতে পাচ্ছি, অগ্নি মানুষের দ্বত হয়ে উঠে যান দেবতার কাছে, আবার দেবতার দ্বত হয়ে নেমে আসেন মানুষের মধ্যে। ভুলোক আর দুর্লোকের মাঝে তাঁর এই দৌতোর কথা, এপারে ওপারে নিত্য আদান প্রদানের কথা সংহিতায় নানাভাবে বলা হয়েছে। ত্রিত আপ্য বলছেন, 'দেবতাদের আর মর্ত্য মানবদের মধ্যে দ্বত তুমি, দুয়ের মাঝখানে মহান হয়ে চলেছ আপন প্রভায়।' ১৯৭।^৪ এই চলাব পথে সিন্ধুর প্রস্ববিত উর্মির মত ঝলমলিয়ে ওঠে তাঁর অর্চিরা।^৫ দুর্লোক আর ভুলোকের মধ্যে দ্বত হয়ে তাঁর যাওয়াত আঁধার চিরে চিরে,^৬ সত্যের বাহন হয়ে,^৭ কবির ক্রান্তদর্শিতায় দেবতা আর মানব উভয়ের জন্মবহস। জেনে,^৮ এই তাঁব এ অভিযান প্রজ্ঞার অভিযান, দুটি বিদ্যাব মধ্যে মানুষ হয়ে দেবতাকে আর দেবতা হয়ে মানুষকে জানার মধ্যে— আনাগোনা কাঁবর দাঁড়ি নিয়ে।^৯ তাঁব স্বধর্ম অনুসারে মানুষ আর দেবতা উভয়ের উপবেই তাঁর অধিকার, তাইতে দেবতার দ্বত হয়ে ছেয়ে আছেন তিনি দুর্লোক আর ভুলোক। আমরা যদি তাঁর ধীতি আর সূক্ষ্মতিকে বরণ করে নিই, তাহলে তিনিই বর্ম দিয়ে তঁর আমাদের আগলে থাকবেন শিব হয়ে।^{১০}

এমনি করে প্রতি মর্ত্য আধারে নিষ্কল এই 'অমৃত জ্যোতি', পরমদেবতার এই 'প্রথম হোতা' ১৯৮।^{১১} শুদ্ধ উপাসকের নয়,^{১২} সর্বজনের দ্বত, বিশ্বের দ্বত। আবার

[১৯৭] ঋ দ্বতঃ দেবানাম্ অসি মর্ত্যানাং অমৃতঃ মর্ত্যি চরতি বোচনেন ১০।৮।২।
- যম্ অন্তরো যসি দ্বতান্, সিন্ধোঃ ইন প্রস্ববিতঃ উর্ময়োঃ চম্পেঃ ভাজিতে অর্চয়ঃ ১।৪৮।১২
* ৩।৩।২, * ৭।২ ও * ২।৬।৭ 'জন্ম' আবির্ভাব মানুষের মধ্যে দেবতার এবং 'আবোধনের' বা আবোধনের ফলে দেবতার মধ্যে মানুষের ৮।৮।২, ৮ ৭।৮, তু জাতো জাতী উভয়া অমৃতং অশ্বন, দ্বতঃ স্বধর্মঃ ৮।২।২। * ৮।৩৯।১, দ্রু তী ১৮২০। * তু নিভৃযাম্ অশ্বন উভয়া অমৃতং বৃতা দ্বতঃ দেবানাং রজসী সম্ ঈশসে যং তু মর্ত্যিৎ সূমতিম্ আবর্গামিহ হপ স্মা নস্ ত্রিবর্গঃ শিবো ভূ ৬ ১৫।৯। অভীপ্সা ও আবরণ্যেপ মানুষ ও দেবতার মধ্যে যোগসাধন অশ্বনব রূপে। এই যোগযোগের পথ দেবধর্মের পথ। দ্রু ১।৭২ ৭।। দেবতার ধীতি' আমাদের শিবানুযায়ন এবং 'সূমতি' সৌম্যনস বা প্রসাদ 'ত্রিবর্গ' প্রবই 'শর্ম' শঙ্কর বিশেষণ ৮।৮২।২ ৯।৯৭।৭৭, ৫।৮।৮, ১০।৬৬ ৭ ১৭২।১। তু ব্রহ্মকৃত্য অমৃতো বিশ্বব্রহ্মসঃ শর্ম নো যশসন ত্রিবর্গম্ অংতসঃ ১০।৬৬।৫ 'অং' ক্ষতনাব সংকোচ, 'বর্গ' < ১ ব 'জাওরা' তাব বিশবর্গ বৈপুল্য, যার অনেক সংখ্যা উল্লোক দ্রু তী ৩৭, ১৪৯।^১ তিনিই বৃথ তিনিই স্নাতক ক্ষতনাব ব্যাপ্তি, তাই মথার্থ 'শর্ম' অর্থাৎ শরণ বা 'স্বসিত' (৬ ৪৬।৯)। তাই দেবতার 'ধর্ম' বা কবচও

[১৯৮] তু ঋ ৬ ৯ ৮। * ১ ৩৬।৫, ৪৮।৯, ৪৯।২, বিশ্বসো দ্বতম্ অমৃতম্ ৭।৩৬।১। * আ দেবদুর্ ইনমতে দুর্লোকে ৪।২ ৭ ১০।১০।১। * উর্ধ্বাশ্চ দ্বতঃ চন্দ্রোহিতঃ ৩ ১১।২ * ৮ ১০২ ১৮, ১০ ১২২।৫ * ১।৫৪।১১, ৬ ১৬।৬ * তু নি বোবতি পলিতো দ্বত আস্ব্ অন্তরঃ মধ্যাংশ্ চরতি বোচনেন, বপুর্ধ্বি ব্রহ্ম অতি নো বি চতে মহদ দেবানাম্ অস্ববর্ম একম্ শব্দ্রক্ষ দ্বত তিনি ব্রহ্মাণ এই (ঋষিদের) মধ্যে দুর্লোক আর ভুলোকের। অন্তরে মহান হয়ে বিচরণ কবচন ঝলমল দ্যাওত, বিচিত তন্দুর প্রজ্জ্বলি নিয়ে চেয়ে আছেন আমাদের পানে দেবতাদের মহৎ অস্ববর্ম একই বটে ৩ ৫৫।৯। 'বোবতি' < ১ বী 'সম্ভাগ করা' ঋষি জড়ে প্রাণচ্যুতির প্রথম প্রকাশ, 'ওষ' বা অগ্নির তেজ তাদের মধ্যে নিহিত। অস্ববর্ম তাদের আগ্রহ, আর সোম তাদের রাজ্য (১০।৯৭।৫, ১৮, ১৯)। এই জীবানুযগগণি লক্ষণীয় অস্ববর্ম প্রজ্জ্বল্য; অগ্নি বনস্পতি, দেহ একটি উর্ধ্বমূল অবাক্ষাখ বৃক্ষের মত নাড়ীতন্ত্র তার শাখা প্রশাখা, অগ্নি অথবা সোম তাদের মধ্যে সমগ্রণ করণ, সোমলতা ধ্যানাডী। এই থেকে মনে হয়, এখানে ঋষিতে অগ্নির বরণ হল নাড়ীতন্ত্রে দাঁড়ানো অগ্নির সমগ্রণ। এই অগ্নি সনাতন তাই পাকিত তু

প্রবৃদ্ধ জীবনের উষায় 'দেবকাম মানুষের আধারে সমিদ্ধ তিনি 'দূতঃ করিঃ প্রচেতাঃ', °অনন্দময়, কামনায় উত্তলা, আবেগকম্প, °বরেণা, °অমর্ত্য অথচ °পালিত দূত।

দূতরূপে অগ্নির দুটি কাজ আবাহন এবং আবহন। একটিতে তিনি 'হোতা', আরেকটিতে 'বহি', 'হব্যাবাহ' বা 'হব্যাবাহন'রূপে তিনি মানুষের 'বহি'-দেবতার কাছে এর আহুতি বয়ে নেন দূত হয়ে। তখন তিনি 'যশস্বী বহি, বিদ্যার কেতন, সূতর্পণ দূত, সদা পৌছন লক্ষ্যে, শ্বিভঙ্কমা, শ্লাঘা সংবেগ যেন মাতরিশ্বা তাঁকে বয়ে এনেছেন ভৃগুর কাছে দানরূপে' [১৯৯]। 'হব্যাবাহন এই দেবতা আমাদের নিত্যতরুণ পিতা, °আমরা মর্ত্য মানব তাঁকে আঁকড়ে ধরেছি, কেননা আমরা জানি দেবতার কাছে আমাদের আহুতি বয়ে নেবেন তিনিই, আমাদের উৎসর্গেব সমস্ত সাধনা যুবতম তিনিই আগলে আছেন মানুষ হয়ে তাঁর সামর্থ্য দিয়ে। °তিনি বিরাজমান ছিলেন দেবতাদের মধ্যে, কিন্তু আমাদের হব্য বহনের জন্য আবিষ্ট হলেন

১।১৬৮ ১), আব ওষধিরা প্রাণশক্তি বাহন বলে নিয়ন্ত্রণী (১০।১৭ সূ.)। ন্যাতীত্রে অগ্নির এই সগুণ রূপে নিয়ে এগে বিশ্বব্যাপী অগ্নিসমুদ্রের বোধ, ব্যাগের ভাষা পিন্ডে আব ব্রহ্মাণ্ডে এক কার হয়ে গেছে তৎপর দানুর্ধায় কৈবল্য অগ্নির বিচিত্র 'বপুঃ' দর্শন, তিনি সেখানে সবসম্পন্নী (তু ১০ ও ১১) এই হল দেবতার 'অতঃ অসংখ্য বা অনিবচনীয় মতিমা।

। ১৯৯। স্বা বিতং যশসং নিদংসা কেকুং সুপ্রাণং দূতং সদ্যঃপূম্, শ্বিভঙ্কমানং র্যাম ইব প্রশস্তং র্যতিং ভরদ্ ভৃগুরে মাতাশ্বা ১ ৬০।১। যশস্ < ১ °যশা, ঈশ্ (তু ১ যজ্ঞ ঈ ঈজ, যজ্ঞ ঈ ঈজ), ঈশ্বব বা প্রশাস্তা হওয়া বিশেষণ বলে প্রোক্তান্ত। 'নিদং' প্রজ্ঞান অগ্নি তার 'কেকু' বা প্রজ্ঞাপক, 'সুপ্রাণী' সূক্ষ্ম প্রাকৃত প্রতাপমতি মো দেবতাঃ স সুপ্রাণী যদ্যে মন্দ ১।৩৪ ৪, তু, ১০।১২৫।২, সাগণ 'বাক্তা' ১.৬০।১।, এখানে বিতংপে অগ্নিই যজ্ঞান। 'অর্থ' লক্ষ্য পরমদেবতা। 'শ্বিভঙ্কমা' অগ্নির দুটি জন্ম; অধিসজ্জদ্বিগে উত্তবর্ণিণ এবং অধবর্ণিণ হতে (৩।২৯।১), অধিদেবতদ্বিগে দ্যাবাপৃথিবী হতে (১০।১২ ২), মাতৃশ্বা অগ্নিবিদ্যা দিলেন ভৃগুকে, ভৃগু দিলেন মনুষ্যদেবতাকে (১ টী ১৯৬)। এই অগ্নিতে আছে ঈশনা (তু ক ২ ১ ১২, ১৩), প্রজ্ঞান এবং সংবেগ; তদুৎ তিনি দেবতার প্রসাদ, আমাদের অভীক্ষাও তাই °স্ব হব্যাবাহ অগ্নিব্ অজবঃ পিতঃ মঃ ৫।১৫।২, °তং স্বা মর্ত্য, অগ্ চণ্ড দেবতেন হব্যাবাহন বিশ্বান্ যদ যজ্ঞা অভিপসি মানুস্ তব জ্ঞা যনিষ্ঠা ৩।১৬। 'মানুস্' : দেবতা আব মনুষ্য পদপত এক হৃদয়কণ্ড মানুস্ সন্তোষনা করা হয়েছে ১।৮৫।২০ উপনিষদে 'এই পুণ্যে যিনি অব আদিত্যে যিনি দুইই এক' তে ২।৮, ঈ ১৬ তু ন ১।১৬।১২০। °অগ্নিব্ দেবদ্যু রাজত্বা অগ্নিব্ অগ্নেশ্বানিশন্, অগ্নিব্ নো হব্যোহনঃ ৫।২৫ ৬ °তং স্বা নিপ্রা বিপনাবো জগনাংসঃ সম ইম্বতে, হব্যোহম্ অমর্ত্যঃ কহাবধম ৩ ১০।১। সহঃ সেই বীর্ষ যা সমস্ত বশাক পবিত্র করে। সহ শাক্তর প্রাচীন বক্তৃতা আছে 'সাহস' বা 'উৎসাহ' কিন্তু 'সহনে' তার অবনতি ঘটেছে °অপ শ্বাণা তমসো বিহিব্ আঃ ৩।৫ ১ °উপনিষদে বহিব্ নিদতে বস্ ৮ ২৩।৩। উপবিঃ (তু 'নিবিত্ব') অগ্নিব্ বিদ্যা বা প্রজ্ঞান (তু ২।৬ ৭, দেবতা মানুস্ উভয়ের সহস্যর জ্ঞান।) তু 'উপদক্' কাছে গিয়ে দেখা ৮।১০২।১৫, ৯ ৫৮।২ 'সর্ঘ্য ইবো পদক্'। °হব্যাবাহ অগ্নিব্ অজবঃ চনেহিতঃ ৩।২।২ (কৈবল্যব স্) °অগ্নি হব্য বহন করেন মূখ বা জিতা অথবা জিহা দিয়ে ১০।১১।৩, বাক্ত্য আসা ১।৭৩ ৬ ৬।১৬ ৯ (৭।১৬ ৯), তু 'জং হাতঃ মন্দতমো নো অধুগ্ অন্তর্ দেবো সিদধা মর্ত্যস্, পাবক্যা কহরা বহিব্ আসা ইশে যজ্ঞব তবং তব শ্বাস্ -সকটীতে অনন্দমাতাল হোতা তুমি আমাদের দোহ-হীন, মহোঁর প্রভাব দেবতা হয়ে (সিদ্ধ কর) বিদ্যার সাধনা, পাবক তুমিবি জিহ্বা আব অঙ্গা বহন কর (বিঃ), হে অগ্নি, তোমার আপন তনুর যজ্ঞ তুমি আপনি কর ৬।১১ ২ অগ্নি দেবতাজী হয়েও আত্মসাক্ষী, মানুস্ও তাই, তু ব্ ১।৭।১০।) আরও দু হব্যাবাহন স্বাং দেবাসো মানব দধব্ ইহ যজিষ্ঠং হব্যাবাহন ১।৩৬।১০, ৮।১৯।২১, ১।৭৪ ২, ৫ ১১ ৪, ২।৭১।১৯, ৫ ২৮।৬, দূতো হব্যোহনঃ ৬।১৬ ২৩ ৮ ২৩।৬ ১, ৭।১৫ ৬ । 'হব্যাবাহ' ১।২২।২, ৬, ১২৮।৮, ৩।১১ ২, ১৭ ৭, ৪।৮।১ ৫।৬।৫, ৬।১৫।৪, ৭ ১০।৩, ৮ ৪৪।৩, ১০।৪৬।৪...। আরও ১০।১২।২, ৫।১।৬, ১।১৮।১৯...।

এই মর্ত্য আধারে। তাঁর আবেশে আমরা 'জেগে উঠলাম, আবেগেকম্পিত আমাদের কণ্ঠ হল স্তুতিমুখর, আমাদের উৎসাহসে বর্ধমান অমর্ত্য হব্যাবাহনকে করলাম সম্মিষ্ট। তখন দুর্লোকের অভিযাত্রী সেই দেবতা 'বর্হি' হয়ে অপাবৃত করলেন তমিস্রার দুবার, 'রহস্যের প্রজ্ঞানে আমাদের জন্য খুঁজে পেলেন জ্যোতি! তখন এই 'হব্যাবাট' অগ্নিই হলেন নিতাতাব্ধগে আনন্দঘন বৈশ্বানর।"

আবার তিনি দেবতারও 'বর্হি', মানুষের কাছে তাঁর দত্ত [২০০]। মানুষেরও প্রার্থনা, 'যেন উতলা জ্যোতির দুবারেবা খুলে যায় পরপর, আর এই পুরোগামী দত্ত উতলা দেবতাদের এইখানে বয়ে আনেন। যেন বয়ে আনেন 'বসু বৃদ্ধ আর আদিত্যের তিনটি গগণ বিভক্ত 'তেত্রিশ দেবতাকে, 'বয়ে আনেন দেবপঙ্কীদের, 'দেবধানপথে বয়ে আনেন সূর্যম হয়ে মহতী এবং বৃহতী ঋতজ্ঞা নারীরূপিণী দেবী অবমতিকে মধুপানে মত্ত হবার জন্য যাকৈ আমরা হব্য দিযেছি একটি নমস্কারে। আর তাইই ফলে 'তরুণতম এই দেবতা যেন আমাদের জন্য বয়ে আনেন দেবাস্ত্রভাবের মহিমা। মানুষ আর দেবতার মধ্যে অতীপ্সার অতুন্দ্র দৌত্যেব এই সার্থক পরিণাম।

দেবকালের যে-সূর্য্যটকে ২০১। অবলম্বন করে অগ্নির এই দৌত্য, তার

[২০০। তু ঋ বর্হিৎ দেবা অকুস্বত ৩ ১১ ৪ (৭।১৬ ১২) দেবা দত্তং চাক্ষরং হব্য বাহনম্ ৫ ৪ ৬ (৮ টী ১৯৫ ৭) ২৭ ১৭।২ (৮ টী ১৯৫ ২), পুরোগামী অগ্নিঃ দেবমাম্ অচরং পুরোগাঃ ১০ ১১০ ১১, ১২৪।১, ১।১৮৮।১১ বয়ে আনা অর্থ আ। বহু হাতুর বহু প্রযোগ আছে দেবতাদের সম্পর্কে ১ ১২।৩, ১৪ ১২, ২।৩ ৩, ৩ ৬ ৬, ৪।২।৪, ৫।২৬।১, ৬ ১৬।৬, ১০ ১১০।১ । ২।১০।১৫০.১, ৭।১০।৪, ৩ ৭ ৫।২, ৩ ৬।৯, ৩।৬।৯, ১।২২।৯ ১০ 'মা দ্য মহীম্ অবমতিকং সজ্জোষা প্নং দেবীং নমসা রাতঃপন্যম্, যধোঃ যদ্যম্ বহুতীম্ ঋতজ্ঞাম্ আনেনবহু পৃথিবীং দেবমগ্নৈঃ ৫.৪৩ ৬।দেবী অরমতিকং বিশম্য পৃথিব্য ঋতে পাতুয়া যান না অববতে হিহি পৃথিবী এবং 'প্রজ্ঞা', সাগল বলছেন 'ভূমি' ৭ ৩৬।৮, ৫২।৩ পদপাঠে অবগ্রহ নাট, শোভিত 'অমিত' বিদ্যাসিত ৬।৭৩।২, ৩ ৭।৭৯ ২, তাহলে নও সমাস ধবে অবমিত জগতী তু অবমমগঃ ঋ ১।৭২ ৩।৮ বৈপ; তাঁর অতী বিশেষণ একাধিক জাগসাল শৌব পৃথিব্যাস ৮ ১২।১ তিনি হিরণ্যবক্ষা ৬, ২৬, অদিত ৬১, পবনগোমে তাঁর অমৃত হৃদয় সত্যের স্বাক্ষা আন ও ৮, ষা কিছ, 'প্রাগদু' এজং তাঁর তিনি ধাত্রী ৪, তিনি মাতা অ্যাম তাঁর পুত্র ১২, ঋতেও অবমিতকে দুবার বলা হয়েছে 'পনীবমী' বা স্তুতাতরা ১০।৬৪.১৫, ৯২।৪, বর্তমান মন্দের স্তুতি শৌব পৃথিবীস্তুতির অনুরূপ। ৩।১৯।৪ (৮ টী ১৯৬ ১)।

[২০১। যাজ্ঞিকের একটি সংজ্ঞা 'সূর্য', ঋতে বহুপ্রস্তুতঃ 'উরু লোক' বা অগ্নিগণ চেতনার বৈশ্বল্য (৮ টী ৩৪) তাঁর পূর্ব্বার্থ—যেমন জীবনে তেমন মরণে তু ঋতম্ ঋ সূর্য্যে জাতবদ উ লোকম্ অগ্নে কৃণং সোমানম্, অগ্নিনং স পুত্রং বীরবন্তং গোমন্তং বয়ং নশতে স্বসিত' হে অগ্নি, হে জাতবেদা, যে সূর্য্যের জন্য উরুলোককে তুমি কবেছ সূর্য্যকর, সে পায় অশ্ববান্ পুত্রবান্ বীরবান্ গোমান্ সংবেগ, (যাদের পরিণাম) স্বসিত (৫ ৪ ১১; সন্ত্যাতবায় অতুদম্য এবং নিঃশ্রেয়স উভয়ের অনুকূল সম্পদের বর্ণনা : 'অশ্ব' ওজঃ বা প্রাগশক্তি ১০।৭৩।১০, 'গো' জ্যোতি বা প্রজ্ঞা, 'বীর' বীর্য, 'পুত্র' সাধকের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব নবজাতকরূপে এবং সবার শেষে 'স্বসিত' বা নিঃশ্রেয়স তু ১০.৩৫ সূর দ্যো স্ববস্তা অগ্নিং সমিধানম্ ইমহে'; যাস্ তে শিবাস্ তন্মো জাত-বেদস্ তানিহু বঠে নং সূর্য্যতাম্ উ লোকম্ ১০।১৬ ৪ (তু ম এয বঃ পুণঃ সূর্য্যতো বহুলোকঃ ১।২।৬)। এই জ্যোতির্ময় উরুলোকপ্রাপ্তিই সেমিমাগের ফল তু তন্ ন সত্যং পবমানসো দত্ত জ্যোতিবৃ যদ্ অহে (অনস্তমিত দিনের জন্য) অকুণেদ উ লোকম্ ঋ ৯।২২।৫, লোকা যন্ত জ্যোতিশ্চন্ডঃ ১১৩।৯, যস্মিন্ লোকে স্ববৃ হিতম্ অমতে লোকে অগ্নিতে ৭ যজ্ঞ দেবকর্ম' তু 'দ্যো যজ্ঞো বিনতস্ তন্মহীম্' তত একশতং দেবকর্ম্মভিব্ আয়তঃ, ইমে বয়সিত পিতরা য আসমঃ প্র বয়া প বয়ে ত্ আসতে ততে' যে যজ্ঞ সবাদিকে বহু তন্তুর স্বাক্ষা বিতত, একশত একটি দেবকর্মের দ্বারা আস্তত, তাকে বহন করছেন এই পিতৃগণ যারা এখানে এসেছেন; বিতত (এই যজ্ঞ), তাঁরা বসে আছেন, আর বলছেন, 'ওইদিকে বহন চল, এইদিকে বহন এস' ১০।১৩০।১। তন্তু-নির্মিত পটের সঙ্গে যজ্ঞের উপমা (তু, ৬ ৯।২, ৩)। পিতৃপুরুষেরা যেভাবে যজ্ঞ করে গেছেন,

পারিভাষিক নাম হইল যজ্ঞ^১। যজ্ঞ দেববাদের সাধনাংশ, যেমন উপাসনা এবং ধ্যান ব্রহ্মবাদের। অগ্নিকে আশ্রয় করেই আমরা দেবতাকে পাই, কেননা তিনিই হলেন

আমরা তারই অনুসরণ করছি। তাঁরা আমাদের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থেকে দেবকর্মে আমাদের প্রচোদিত করছেন। 'প্রথম' বৃন্দে বৃন্দে সামনের দিকে যাওয়া অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দুর্লোকের দিকে; আর 'অপবসন' বৃন্দে থেকে বৃন্দে বৃন্দে এদিকে নেমে আসা অর্থাৎ আবার দুর্লোক থেকে পৃথিবীতে। তু নীচেকতার প্রথম বব, ক ১ ১.১০ ১১। অন্ত্যায়নের দিক দিয়ে যজ্ঞ 'তন্ত', আর পরিবর্তিত্ব দিক দিয়ে কল্প (২ ১ ক ১৯ পৃ 'গড়ে তোলা'), তু নতন চাক্ষুশ পৃথিবী মনুষ্যঃ— দেবযজ্ঞের আদেশে মানুষ্য স্বর্গে গড়ে তুললেন মনুষ্যযজ্ঞ ১০ ১০০ ৫, ৬। আবার তাম্রাক্ষর মরণ হইলে সোমযজ্ঞের স্বর্গে দিয়া তনু গড়ে তোলাও 'কল্প' (তু ১৯.১৭, ঐরা যজ্ঞমন্ত সংস্কৃত্যাম্ণৌ দেবযোনাং জুহোতি, অগ্নিন্ বৈ দেবযোনিঃ, সো মেনন্ দেবযোনা আহুতিভাঃ সন্ধ্য হিরণ্য শরীর উৎপন্নঃ স্বর্গং লোকম্ এতি ২ ১৪, ৩।১৯)। দেবযজ্ঞে বিবদেব যজ্ঞমান, পবমদেব যজনীয়ঃ দেবো দেবম্, অজন্ত রিমেব (১০।১০০.৩ তু ১০।১০০.৫)। তু ৩২ ৮। ৭ নিম্নেত যজ্ঞ নামেব ময়ো 'অত' নাই। কিন্তু তু নি অতং সত্যং বা যজ্ঞং বা ৮।১৯, অ ৭।২১।৫ দু টী ৬। ৬ তু 'যজ্ঞের অর্থকী প্রথমঃ পশস ততে ৩৩ঃ সূর্যো বৃত্তপা বেন অজনি, আ গা অজান্ উশনা কানো সচা যমস্য জাতম্ অম তং যজ্ঞমহে যজ্ঞ দিয়ে অথবা প্রথম পথকে করলেন ব্রহ্মত, হাবপব ঐতর বন্ধক এবং বৃন্দ সর্বা জাম্ নিলেন, সপ্তে সপ্তে কবিগোত্রীয় উশনা গোদেব ভাড়িয়া নিম্নে এলো, যম হতে জাত অম, ঐতর আমবা যজন কবি (১।৮৩।৫, পৃথিবী হতে দুর্লোকের পথ খুলে গেলে যজ্ঞের ফলে, আর তাইতে অতরে হল সর্ঘের উদয়, গৃহ্যে আড়লে ছিল আলোকপেন, বা, তাতা সামনে এল, দেবজন্মে মৃত্যুর দেবতা যমের কাছ থেকেই আমরা অমতের আধিক্য পাই নীচেকতার মত, 'উশনা কান' সাগরের মাঝে ভ্রম্ যজ্ঞের প্রবর্তক পিতৃগণের উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্ব মন্তেই ঋকবাদের কথা আছে, পণ্ডিতের গেষ্মনভগণের চিহ্নিত। 'অম ত' বলতে ব্রহ্মত সাগর ব্রহ্মস সাধী বৃদ্ধকেন চন্দ্র কেবল ব্রহ্মদেব মত। 'যম হতি যজনাম শাকপূর্ণিণা পঠিতম্, অথবা যমাইহা দিতা এব যষ্ঠীনিদে'শাচ' চ সকাশাম্ হিতি বাক্যশেষঃ, আদিতো সকাশাম্ জাতম্, অম তং যজ্ঞমহে ইতি'; যে (অগ্নিবাবা) যজ্ঞেন দক্ষিণাম সমজ্ঞা (সংগতঃ সাগর, ঋকবৃন্দে) ইন্দ্রস্য স্বয়াম্ অমৃতম্ আনশ্চ পেরিযে। ১০।৬২।১, য যজ্ঞেন সর্ঘম্ আবোধয়ন্ দিব ত, অগ্নে যং যজ্ঞম্ অধরং বিশ্বেতঃ পরিভূব্ আসি ছেয়ে থাকে, স ইদং দেবেয্ গচ্ছতি ১।১৭; অগ্নিবাবা 'দেবপুত্রা স্বয়মঃ' ১০ ৬২।৫, যঃ সন্মিষা য আঃ তী। অহুতিব প্যাব। যো বৈদেন বেদম্ প্রজ্ঞান দিয়ে। দদাম দিযেযে, মর্জো অগ্নায় য় নামস স্ববধঃ অধবসম্বনা যার অন্যায়ঃ ন তম্ অংঃ সৎকৃত্য। দেবকৃতং কৃতশ্চ চন ন মর্ত্যকৃতং নশং (নাগাস পায়) ৮।১৯।৫ ৬ (অর্থাৎ যজ্ঞের ফলে তার অভূদয় এবং নিঃসংস দুইই হইল উদয়, লুপ্তম্ অগ্নিং হবামহে মনুষ্যো দেবতাস্যে ৩।২৬ ২। ৭ অধর ইতি যজনাম ধর্বাতিং হিংসাকর্ম্যং ত্রেপতিযমঃ' নি ১ ৮, তু যজ্ঞঃসংহিতার ব্যাখ্যায় 'অধরে দেবতা অসুর স্বাবা অধরত বা অধরতবা' তে ৩।২২।৩, মে ৩।৬।১০, কাঠে ২০।৭ ২। ৭ ধব্। ধব্। হব এ'কেব'কে চলা', তু 'জ'হ'রাম্ এনঃ' অ ১।১৮।১। অধরের বিপরীত ধর্মীতি, তাহতে বাচবার প্রার্থনা ১ ১৮।৩ (৭ ৯৭।৮) পাই নো অগ্নি বক্ষসঃ পাই ধর্মে' অবারণঃ। দেবতাকে যে দেয় না তার। ১।৩৬।১৫, ৭ ১।১৩, ন তং ধর্মীতি বরণ মিহ মর্ত্যং (প্রাণোতি) যো নো ধামতা হবিষং (লক্ষ্য করে চলেছে একান্ত হয়ে) ৮।২৭ ১৫, ৮।৩, আবার ধর্মীতি মায়া, যেমন বরুণের ১।১২৮।৭। আরেক রূপ 'ধবস্' ন তম্ অংদো ন দর্মীতিং (দর্শ্যবিত, ভুল পথে চলা, তু ক ১।২।২৪) কৃতশ্চ চন নারাতমস্ তিতরন্ কান্ কলেছ ন দ্ব্যাবিঃ (মোহনা, প্রবণতা) বিন্দা ইদ অম্মাদ ধবসো (সংকোচ দর্শ্যবিত কার্পণ্য প্রবণতা এইসব) নি বাধসং যং সুগোপা বক্ষসি ব্রহ্মস্পদে অ ২ ২৩।৫, দুহং জিঘাংসন্ ধবসম্ অনিন্দ্যম্ (চিত্তের যে দোহ ইন্দ্রকে স্বীকার করে না) ৪।২৩।৭। অধর তাহলে এইসব বাক্য চালের অভাব, তু প্র ভেযম্ অসৌ বিবজ্ঞে ব্রহ্মলোকো ন য়েয্, জিগ্মস্ অন্তং ন মায়া দ্যতি ১।১১।১৬ আধুনিক ব্যাখ্যায় 'It is not 'to go', it is অস্মিতি 'he goes', or anemthen 'he comes forth' hence 'a way, a course' প্রয়োজ্য 'অধবন্' শব্দের বেলায় অধব্রব নব। দু 'হব' কৌটিল্য অ ২।২৩।৬, ৩।২০।২, তু 'hag uhrta, ahort, uhoru কুটিল্য। দেবতাকে যে চায় সে 'দেবক' হুতমি অংক যে চায় সে 'অত' বা 'অতয়'। তু ৮.৭৯।৬, ৫ ৮।২, স্বতাবানম্ (অগ্নি)। স্বতাব্যো যজ্ঞস্য সাধনং গিরা বাণী দিয়ে। উপো এবং জজুস্ব' (পোয়ে তপ্ত হল। নমসস্ পদে দেবতাব জন্য যথানে আছে প্রণতি হুতস্য তু স্তোমো নমস্বান্ হুদা তুষ্টিঃ ১ ১৭১।২) ৮।২৩.৯, ২।১২ ২, ১।৯০।৬ ৮ (ফলপ্রসূতি)। 'অগ্নি' বিদথা' কিনা বিদ্যার সাধনায় লভ্য ৩।৫৮।১। 'অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ স্বর্গজম্, হোতারং বরুণাতমম্ ১।১।১।

দেবতাদের পুরোহিত, আর তাইতে যজ্ঞের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ। যজ্ঞের পর্যায়শব্দের মধ্যে প্রধান হল 'অধ্বর', 'ঋত', 'বিদথ'।^১ 'যজ্ঞ' একটি সাধারণ সংজ্ঞা, তার তাৎপর্য দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদ্যোগ এবং তার ফলে 'দেবতাই' বা দেবতার সাযুজ্যলাভ।^২ 'অধ্বর'ের ব্যুৎপত্তিলাভ অর্থ হল 'ধৃতি' বা বাঁকাচালের অভাব ঋজুতা, অমায়িকতা; এতে যজ্ঞমানের চারিত্রের পরিচয় মেলে। 'ঋত' বিশ্বের ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দকে মেলানো, যা ওই চারিত্রের ফল।^৩ আর তাব পবিগাম হল 'বিদথ' বা বিদ্যা, প্রজ্ঞান।^৪ অগ্নির প্রসঙ্গে যজ্ঞের কথা সংহিতায় নানাভাবে বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে। উপবের চারটি সংজ্ঞা ধরে তার খুব সংক্ষিপ্ত একটা বিবৃতি দিচ্ছি। আরম্ভ করা যাক ঋক্ সংহিতার প্রথম মন্ডলের প্রথম মন্ত্রটি দিয়ে। মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র বলছেন: 'অগ্নিকে আমি চেতিয়ে তুলি, যিনি পুরোহিত, যজ্ঞের যিনি দিব্য ঋষিক, হোতা যিনি অনুত্তম রত্নধা।'^৫

আগেই বলেছি ঋগ্বেদ হোতৃবেদ, তার সংহিতা দেবপ্রশস্তির সংগ্রহ। দেবতাদের আদিত্যে হলেন অগ্নি। সংহিতার প্রায় সব মন্ডল বা উপমন্ডলের শব্দে তাই অগ্নির প্রশস্তি, দেববাদের সাধনা হল যজ্ঞ, যিনি সাধক, তিনি 'যজ্ঞমান', সাধনায় সিদ্ধ হলে তিনি 'ঋষিক', কিনা 'ঋতুযাজী'। যজ্ঞের ভাবনা এবং সাধনা আদিত্যায়নের ছন্দের সঙ্গে গাথা। ঋষিক, সেই অয়ন বা 'ঋতুর রহস্য জানেন, তিনি 'অহর্বিদ' [২০২]।

মনুষ্য ঋষিক বস্তুত দেব-ঋষিকের প্রতিভু, যেমন মনুষ্যযজ্ঞ দেবযজ্ঞেরই অনুবর্তন [২০৩]। অগ্নিই সেই দিব্য ঋষিক যিনি ঋতু অনুসারে মানুষ্যের হয়ে দেবতার যজন করেন।^৬ দেবতার সাযুজ্যলাভের জন্যই দেবযজন। মরমীয়ার দৃষ্টিতে সে-যজন আমি করি না, 'আমার মধ্যে ধ্রুবজ্যোতির্বশে নিহিত যে-দেবতা তিনিই করেন, এ আধার তাঁর আপন ঘর, সেই ঘরে আপনহতে তিনি বেড়ে চলেন, প্রচেতা হয়ে পরিবাস্ত করেন এবং আমার মধ্যে বিশ্ববারা যত প্রাণের ধারা, তাঁরই চেতনায় আমাব অচিন্তকে রূপান্তরিত করেন চিন্তিতে। এই তাঁর 'সুকৃতু' বা অনায়াস সৃষ্টিবীর্ষ।^৭

[২০২] ঋতে অহর্বিদ হলেন ঋষিকেরা (১২২), অশ্বিনয় (৮।৫।৯, ২১) এবং বিষ্ণু (১।১৫।৯)। 'অহঃ' অনন্তমিত আলোক প্রতীক তাকে পাণ্ডাই পূর্বস্বার্থ (তু ৯।৯২।৫)। দুর্যোধকে আলোর অভিযান শুরু হয় অশ্বিনবায়ের সংবেগে আর সারা হয় বিষ্ণুর পরম পদে।

[২০৩] তু ঋষিগ্ বরণের সময় ঋষিক-প্রধান ব্রহ্মার জন্য মন্ত 'ওম্ অহং ভূপতিত্ অহং ভুবনপতিত্ অহং মহতো ভূতস্য পতিত্, ভব ভুবঃ স্যঃ, দেব সবিতত্ এতং স্বা যুগতে বৃহস্পতিং ব্রহ্মণম্ বহস্পতিত্ দেবানাম্ ব্রহ্মাহং মনুষ্যগাম্' তৈত্তা ৩।৭।৬। মনুষ্যযজ্ঞ উৎসর্গ বা উৎসর্গিত আর দেবযজ্ঞ বিসর্গ বা বিসর্গিত (ঐ টী ২০১২)। দুর্যোধই মূলে আত্মাহুতি।^৮ ঋ যঃ পাকরা মনসা দীনদক্ষা (অজ্ঞান মন এবং দীন সামর্থ্য নিয়ে, তু ৪।২৪।৯, সেখানে 'দক্ষ' বৃষ্টিমান।) ন যজ্ঞস্য মনসেত (যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন না) মর্ত্যাসঃ, অগ্নিয্ টদ্ হোতা কৃত্বিদ বিজানন যজিষ্ঠো দেদী ঋতুশো যজাতি ('ঋষিক' সংজ্ঞার মূল এইখানে) ১০।২।৫, অগ্নে যজ্ঞং নয ঋতুথা ৮।৫।৮, দেবো হোতাবা দেবান্ যজন্তান্ ঋতুথা ২।৩।৭, ১০।১১০।১০। অগ্নি দেব ঋষিক' ৫।২২।২ (২৬।৭)। ২তু ৬ ৯ ৫ ৩৬।৯।৪ বধমানং স্বে দমে ১।১।৮, ৭য় ইন্ডিত্য চবিগানি প্রচেতা বিশ্ববারাগি ৬।৫।১, ৮তু ৪।২।১১ ৩'কৃতু' নিষ কর্ম ২।১, প্রজ্ঞা ৩।৯, তু নি ২।২৮। পরে যজ্ঞার্থে বনহত। 'সুকৃতু' অগ্নির যজ্ঞসম্পর্ক তু ইমং যজ্ঞং দেবতা ধৌহ সুকৃতো ৩।১২২, যজ্ঞথায় সুকৃতুঃ ৫।১১।২, দেবযজ্ঞায় সুকৃতুঃ ৭।৩।৯।

তবে তাঁর এই দিব্যকর্মে আমারও ভাগ আছে। আত্মাহুতির দ্বারা তাঁর তনু তিনিই গড়েন আমার মধ্যে। ২০৪। তবুও আমার কাছে তিনি চান তাঁর 'শংস' বা স্বীকৃতি, চান তাঁর উতলা হৃদয় আমার হৃদয়কেও উলো কবরুক। তখন তাঁরই আবেশে আমার হৃদয়ের আকৃতি রূপ নেয় মনের আকাশে শ্রদ্ধার অবর্ণনীয়। সেই শ্রদ্ধা আমার প্রবর্তিত করে অগ্নির সম্মুখনে অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যেমন বেদিতে, অধ্যায়দৃষ্টিতে তেমনি হৃদয়ে।

এই হতে যজ্ঞের শব্দ। ২০৫। দেবযজ্ঞে যে-অগ্নি সমিম্ব হন, তিনি বৈশ্বানর।

[২০৪] তু ঋ স্বয়ং যজ্ঞস্ব দিবি দেব দেবান্ কিং তে পাকঃ (অজ্ঞান, নির্বোধ, কৃণবদ্-অপ্রজ্ঞাঃ, যথা যজ্ঞ স্বকৃতিঃ দেব দেবান্ এবা যজ্ঞস্ব ত্বেবং (নিজেকে) সজ্ঞাত (১০।৭।৬; অজ্ঞান আত্মবৎ মগো, তাকে পর ভূত করে তোমার অবিভাব এক অনায়াস), ৬।১১।২ (দ্রু টী ১১৯)। তু, বিশ্বকর্মার অন্নাজন ১০।৮।৫ ৬। শংস দেবত্রয় প্রশস্ত যার মূলে আছে তাঁর অগ্নি বা বণ বা স্বীকৃতি (তু ছা শান্তিপাঠ), তার বিপরীত 'নিদ', যেমন দেবমিদদেবঃ অগ্নি 'আত্মাঃ শংসঃ ৪।৬।১১, প্রাণ তাদেক স্বীকান করে নেয়; ইন্দ্র 'রজমানস শংসঃ' ১।৭৭।৮, 'নরায় শংসঃ' ৬।২৪ ২। অগ্নি 'নরায়স' একজামগায় শব্দ 'শংসঃ' ৭।৩৫ ২। ২তু 'আ যোনিম্ অগ্নিব্ যতবন্তম্' অত্যাধ পৃথুপ্রাণম্ উশন্তম্ উশানঃ—এইখানেই অগ্নি জ্যোতিষ্য উৎসে হলেন অর্ধাধিত ছড়িয়ে পড়েছে যার পথ, আর উতলা যে, তিনিও তো উতলা ৩৫।৭। 'যতবন্তঃ যোনিম্' তু অগ্নে ভর্ণাবন্তঃ প্রথমাঃ সীদ যোনিম্, কুল্যায়নঃ যতবন্তম্ (৬।১৫।১৬, ভর্ণানাম্ অগ্নে বর্হঃ বা কুল বিভ্রমো আছে যাতে, অধ্যায়দৃষ্টিতে বর্হঃ হৃদয়ের লোম, দ্রু ছা ৫।১৮ ২), 'শোনো ন (সোমঃ)। যোনিং যতবন্তম্ অসদম্ (আসন নিতে, ৯।৮২।১, প্রজানম্ অগ্নে তর যোনিম্ অগ্নিম্ (কলে পান্যগৌ) ইলায়ান্, পদে যতবন্তম্ আসনঃ (আসন নিয়েছ) ১০।৯১ ৪, 'আ যস্ তে ইন্দ্র। যতবন্তঃ যোনিম্ অস্বাঃ স্তুতিং গেম্যেছ, < ১ স্ববঃ (গান গাওবা)। ১০।৯৮।৫। বহসার্থ 'যজ্ঞাত্ম্য উৎপত্তিস্থান'; অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবোধ, অধ্যায়দৃষ্টিতে হৃদয়, অতীতস্মরণ অগ্নে এইখানেই জড়িয়ে গঠে বস্তুত হৃৎশব্দের ব্যুৎপত্তিতে অর্থও তাই। দ্রু টী ২০৮ ৭। 'যুত জ্যোতিঃশব্দ প্রতীক (দ্রু টী, ১৬৪ ৭। হৃদয়ই 'পৃথুপ্রাণান'—[অননা প্রয়োগ। তু (অগ্নিঃ) পৃথুপ্রাণা সূশেরঃ ১।২৭ ২। 'পৃথু' ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণান পথ (প্রাণা 'এগিয়ে চলা') যার তু বিশ্ব 'উবুধ্যান', কেননা তাঁর কিরণ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।] সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক পথ (তু ঋ ৮।৫৮।৫), উপনিষদে 'হৃদাসা নাভাঃ' বা হৃদয়ের নড়ী বলে এই পথের বর্ণনা আছে (ক ২ ৩ ১৬, বৃ ৮।২ ৩ ১), 'উশন্তম্ উশানঃ' [< ১ বশ্ 'চাষব', একটি যোনিব বিশেষণ, আরকটি অগ্নির] হৃদয় চায় অগ্নিকে, অগ্নি চান হৃদয়কে (দ্রু শাস্ত্রস্ব স্ব ১০।১৫।১। অনুক্তমগ্নিকাব বলেন, শ্রদ্ধা 'কাম্যগ্নী' বা কাম্যজ্ঞাতা হৃদয়ের আকৃতি হতে গ্রাব জন্ম (১০।১৫।১ ৮), আবার দেবতার আবেশ হতেও (তু ক ১।১১।২। 'শ্রদ্ধামনা'র দেবযজ্ঞই সার্থক (ঋ ২ ২৬।৩)। 'শ্রদ্ধা' শব্দ 'মানাং নি ৯ ৩০, IE: *Kṛd hā 'to put in heart, put into' I have 'শ্রদ্ধা' হৃদ' Lat (rd) (s), cor, Gk Kardha, OE heorte heart। আবার হৃদ্য। ১ হৃ। ১ ঘ. দীপ্ত হওবা'। "তু অসদম্ যদো ভূরিজন্মা বি চণ্ডে ১০।৫।১ (দ্রু টী ৯০ ও মূল।) আরও তু 'উর এর বেদিস্ লোমানি বর্হির্ হৃদয়ং গাহ'পতাঃ' ছা ৫।১৮।২। তু, ঋ তং [অগ্নিম্] নরাসী ন তনতরঃ হৃদ আ জায়মানম্ অগ্নাঃ [জায়মানা] সূকৃতিব্ (এই সূক্ষ্মর কীর্তন) মধুজিহ্বম্ অগ্নাঃ (পৌছয় যেন) ১ ৬০।৩। এখানে (G. hānt এন্ চাইতে সাধারণ অস্তর সরল, তাতে বাক্যটিতে মোড় দেবার কোনও দরকার হয় না।*

[২০৫] সংহিতার আপ্রীসুতগুণিতে তার সংক্ষিপ্ত একটি ছক পাওয়া যায়—শব্দ 'সমিম্ব' অগ্নি দিয়ে, আর সারা 'স্বাধাকৃতি' দিয়ে। দ্রু 'আপ্রীদেবগণ'। ২তু ঋ, মধু দিবো নভিভ্ অগ্নিঃ পৃথিব্যা অধাভবদ্ অরতী বোদসোঃ, তং ঋ দেবাসো অজনাং ত দেবঃ বৈশ্বানর জ্যোতিঃ ইন্ অর্ঘ্যঃ ১।৫।১২। তাঁর মধু দুঃলোক ছাপিয়ে, তখন তিনি 'অভিতাঃ'; আর নভিভবৎ পৃথিবীর চিংবদন্তে তাঁর 'প্রতিষ্ঠা'। তু তপ্তে নভি বা মণিপূর অগ্নিস্থান, ভার্ভাট এসেছে জঠরাগ্নির অঙ্গপচন হতে (পী ১৫ ১৫, ভূক্ত অঙ্গ রূপান্তরিত হয় শীর্ণা প্রাণব শিখায় (তু শ ১৩।১ ৭ ৪), তাদের সমাহারই মনোজ্যোতি যা উদাসনর প্রচাদনায় শব্দো মিলিয়ে যায় (দ্রু ছা প্রাণানিহোহ ৫ ১১-২৪)। পণিণীতে বা নাট্যে এই অগ্নিকে প্রতিষ্ঠিত করেন বিশ্বপ্রাণ মাতৃবিশ্বা (ঋ যং মাতৃবিশ্বা মনসে পরাবত্তে। দেবঃ ভাঃ পরাবত্তঃ ১।১২৮।২, লোকোত্তর থেকে মাতৃবিশ্বার অগ্নি আনয়ন শব্দো জনা যিনি মনঃজ্যোতির আদিপিতা)। ২তু ৩।২।৩; এই চিত্ত অবশ্য 'পূর্ববর্তিত', অম্বকারের

তিনি দ্যুলোকের মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি, দ্যুলোক আর পৃথিবীর মধ্যে অপ্রান্ত তাঁর ওঠানামা; দেবতার আর্যের জন্য তাঁকে জন্ম দেন পরমজ্যোতীরূপে^১ চিত্তির সহায়ে।^২ কিন্তু মানুষযজ্ঞে যজ্ঞমানকে অগ্নিসমিঞ্জন করতে হয় মন্থনের দ্বারা। ঋক্সংহিতার দুটি সূত্রে এই মন্থনের একটি বর্ণাঢ্য বিবৃতি পাওয়া যায় :^৩ ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে এটি একটি 'বীৰ্যবৎ কর্ম', প্রাণ এবং অপানের ক্রিয়াকে রুদ্ধ করে ধ্যানের ক্রিয়াম্বারা তা সিদ্ধ করতে হয়।^৪ সংহিতায় এই বীর্ষের সংজ্ঞা হল 'সহঃ' কিনা সমস্ত বাধা অভিবৃত্ত করবার অধ্যুষা সামর্থ্য। অগ্নি তাই সেখানে 'সহসঃ সূনুঃ'^৫ বা বীর্ষের পুত্র। বাধা হল ইন্দ্রনের জড়ত্ব, তাকে অভিবৃত্ত করতে হবে 'ইন্দ্রনে অগ্নি আছে' এই শ্রুত্বের সহচরিত বীর্ষের দ্বারা। সূতম্ভর আর্যের তাই বলছেন : প্রাণ কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করে অগ্নি গৃহীত হয়ে রয়েছেন, অগ্নিঋষি অগ্নিরাদের দ্বারা নির্মম্মথনের ফলে তিনি আবিষ্কৃত হন 'মহৎ সহঃ'রূপে, আর তাঁরা তাঁকে ডাকেন 'সহসঃ পুত্র' বলে।^৬

মন্থন শুদ্ধ বাইরে নয়, এই দেহের মধ্যেও চলে এক অধ্যাত্ম মন্থন। অগ্নিঋষি অথবা সমস্ত ব্রতচারীর মূর্ধন্যকমল হতে এই অগ্নিকে নির্মম্মিত করেন [২০৬]।

মধো প্রথম চেতনাব নিকষযথা।^৭ ৩ ২৩, ২৯।^৮ তু অথ যঃ প্রাণাপানযোঃ সন্ধিঃ স বানঃ। অত্র যান্য অন্যানি বীৰ্য্যবন্তি কর্মণি যথাস্থেনাং মন্থনাম্ আভ্যেঃ সবৎ পৃচস্য ধনুষ্য আসন্নাম্ অপ্রাণস্য অপানস্য তানি করোতি ১০।৩, ৫। হঠযোগের কুম্ভকের মূল এই বৈদিক বানবৃত্ত প্রাণায়াম বায়ুবোধের ফলে সঙ্গো-সঙ্গো সমস্ত শরীরে অগ্নির 'তপ' ছড়িয়ে পড়ে। তু অগ্নিবৃত্ত যত্রাভিমথতে বায়ুন যত্রাধিবৃথতে, সোমো যত্রাভিবৃথতে তত্র সজায়তে মনঃ শ্বেব ২।৬। অগ্নির অমায়াম্মথনের সময় (শ্বেব, ১।১৪) বায়ুর বোধন এবং তার ফলে অগ্নিবহিত সোম বা আনন্দ-চেতনাব উপরে পড়া এবং মনোজ্যোতিঃ নবজন্ম যোগাবিধির সংকিপ্ত ব্যাপন।^৯ অথ, ১।৫৮।৮, ১৫৩।১, ৩ ১।৮, ২৫।৬, ৪।২।২, ১১।৬, ৫।৩।৯, ৪।৮, ৬।১।১০, ১০।৪, ৭।১।২১, ৩।৮, ৮ ১৯।৭, ৭৫ ৩, ১০।১১।৭ মৎ।৫। বিবেচনায় অগ্নির একচেটিয়া।^{১০} হাম্ অগ্নে অগ্নিবসো গৃহা হিঃম্ যন্ অরিন্দ্রম্ জিহ্মায়াণ বদ্যানে, স জয়াসে মহ্যমানঃ সহো মহৎ হাম্ আহঃ সতসং পুত্রম্ অগ্নিঃ ৫।১১।৬। তু যন্ আপো অন্নয়ো (পায়াক্রোরা) বনা গর্ভম্ ঋতস্য পিতৃতি পোষণ করে, সহসা। উৎসাহসের দ্বারা, সো গৃথিতা জায়তে নভিঃ পৃথিব্যা অগ্নি সান্নিবি (শিখরে) ৬ ৪৮।৫ অগ্নি স্বরূপত ঋতের শিশু। অর্থাৎ অতীতসাই সংবর্তিত হয়ে জীবনকে শ্বাসময় করে; তিনি নিষ্টিত আছেন চেতনার অশ্রুতামিত্রে অথবা জলমোক্ষস্থ ইন্দ্রনে অথবা বিদ্যুৎরূপে প্রাণের ধারায়, ধারা 'নব' বা বীর্ষবন পুরুষ তাদের মন্থনে তিনি আবির্ভূত হন বৈদিতে অথবা হৃদয়ে। যেকোন দ্যুলোক হতে অস্তিত্বকে বেয়ে নেমে আসে পবমান সোমের ধারায় (৯।৬৩ ২৭)। 'পৃথিবীর সান্ন' অগ্নি এবং সোম অর্থাৎ অতীতসাই এবং আবেশ দুয়েই আশ্রয়

[২০৬] ঋ হাম্ অগ্নে পৃচ্ছরাদ্ অথ্য অপবী নিব্ অমল্লত ধূমো বিশ্ববসা বাঘতঃ ৬।১৬।১৩। মূর্ধন্যকমল হতে অগ্নি নেমে আসেন হৃদয়ে। সেখানেও একটি কমল আছে। তু, 'উতাসি মৈত্রাকরুণো বসিস্তো বীণ্যা ব্রহ্মন্ মনসো হমি জাতঃ, দ্রুসং স্বহঃ ব্রহ্মণা দৈবান বিসেব মেবাঃ পৃচ্ছরে ব্রাদমন্তঃ'—হে বসিস্ত, হে ব্রহ্মন্, তুমি যে মিত্রাকরুণের পুত্র, উর্বরশীর মন হতে জন্মেছ; পরমদেবতার বহঃ ভাবনা হতে চ্যুত হল যে বিন্দুটি, বিশ্বদেবতারা তাকে গ্রহণ করলেন কমলে ৭।৩৩।১১। অগ্নির এক সংজ্ঞা 'বসিস্ত' (২।১।১, ৭।১।৮ বসিস্তম্ভূডে, শৌ, ৬।১১।১১ বৈবসানর অগ্নি) অর্থাৎ প্রজ্বলিতম। ঋষি বসিস্ত পৃথিবীতে এই অগ্নিরই প্রাতিভূ, অগ্নির মত তিনিও সর্বভূতের অন্তর্জ্যোতি এই তাঁর মহিমা। মিত্রাকরুণ বাস্ত ও অবাস্ত আনন্দোপ দেবতা, উর্বরী আদিজননী বৃহস্পতি (৫।৪১।১৯, ৪২।১২)। একই দেবতা—যখন পুরুষাবধ তখন মিত্রাকরুণের যুগল, আবার যখন অপবৃষাবধ তখন শূদ্র 'দৈব ব্রহ্ম' 'দ্রুস' তাঁর চিদবীজ, যোনি পরমার্থদর্শিতে উর্বরী, অমায়াদর্শিতে 'পৃচ্ছর' বা 'বৃহত' (৭।৩৩।১৩) অর্থাৎ নিষিক্ত বীজের তৃতীয় 'আবসথ' (তু, ঐউ ১।৩।১২)। আধারে অগস্ত্য বা বসিস্তের জন্ম মানুষের ঋষিজন্ম; দুটি সংজ্ঞাই অগ্নিকে বোঝাচ্ছে (৭।৩৩ ১৩)। মূল মন্ত্রের 'বায়ঃ' নিষ 'ঋষিক' ৩।১৮, নি বোড়ারো মেধারিনো বা ১১।১৬; তু, IE (c) *wēg'w' h-*, (c) *wōg'u' h-*,

আর তাঁরই প্রবর্তনায় ^১ঋষি দধ্যাঙ্ সন্নিম্ভ করেন বৃহা এই পুরুষদকে, বৃষা পাখ্য সন্নিম্ভ করেন এই অনুস্তুম দসদ্বাহন্তাকে, রণে-রণে যিনি ধনঞ্জয়। এই মন্থন আজও চলছে। আজও লক্ষ্যে তন্ময় ^২বেধা'রা অথর্বার মত করে মন্থন করেন এই অগ্নিকে, অর্কিবাবা এই অমৃত জ্যোতিকে নিয়ে আসেন অম্বতমিস্রা হতে। তারপর ^৩তাকে আহিত করেন পৃথিবীর বরণে ভূমিতে, 'ইলাধাপদে' দিনের আলো ঝলমলিয়ে উঠবে বলে : মানুষের মধ্যে অগ্নি তখন দৃশ্যবতী স্রস্বতী আর আপয়াতে প্রবল বেগে ঝলসে ওঠেন। উপনিষদে বারবার ধ্যাননির্মল্লনের দ্বারা দেবদর্শনের যে সংকেত পাই, তার ভিত্তি সংহিতার এই মন্থনগুলিতে।^৪

[illegible]

মন্থনে জাত অগ্নি সংবর্ধিত হন ইন্দ্রের আশ্রয়ে। তাই অগ্নিমন্থনের সহচরিত কর্ম হল অগ্নিসম্বন্ধন। দুয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য, সংহিতায় তা ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে : 'হে অগ্নি, জন্মাও যখন, তখন তুমি বরদূণ; যখন সম্বন্ধ হও, তখন তুমি হও মিত্র; হে উৎসাহসের পুত্র, তোমারই মধ্যে বিশ্বদেবগণ [২০৭]।' আমরা জানি, বরদূণ অব্যক্তজ্যোতির দেবতা, আর মিত্র ব্যক্তজ্যোতির—অহোবাগ্নের মত দুজন নিত্য-সঙ্গত। গৃহাশয়ন হতে অগ্নির প্রথম আবির্ভাবে তাই তিনি বরদূণ, তারপর প্রজ্বল দীপ্তিতে মিত্র।^১ সম্বন্ধ অগ্নি বস্তুত বিশ্ববর্দাচী।^২ বিশ্ববারা আগ্র্যেই তাঁর একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন এই সূক্তে :^৩ 'সম্বন্ধ হয়েছে অগ্নি; দু'লোককে আশ্রয় করেছে তাঁর শত্রু জ্বালা। উষার নৃখামুখি ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিভা। এগিয়ে চলেছে বিশ্ববারা বহু প্রণাম নিয়ে, আহুতিতে সম্বন্ধ করে দেবতাদের জ্যোতিরীভিযাগিনী॥ সম্বন্ধ হতে হতে তুমি হও অমৃতের রাজা; আহুতি দেয় যে, তাকে জড়িয়ে থাক স্বাস্থ্যের তরে। (প্রাণের) যত ধাণা তার দখলে, তুমি যাকে ছাও, আর তোমার সামনে সে ধরে অতিথির উপচাব, হে অগ্নি॥ তোমার বীৰ্য্যকে প্রকাশ কর হে অগ্নি, বিপুল সৌভাগ্যের তরে; তোমার জ্যোতিবা হ'ক সর্বোত্তম। দাম্পত্যকে সুন্দর কর সুসংঘমে; বিরুদ্ধাচারীদের মহিমা কর খর্ব॥ সম্বন্ধ তোমার উদাত্ত হল মহিমা; বন্দনা করি হে অগ্নি তোমার শ্রীকে। বীৰ্য্যবর্ষী হয়েছে তুমি জ্যোতির্ময়, যত অধর-সাধনায় হয়েছে সম্বন্ধ॥ সম্বন্ধ হয়েছে অগ্নি, পেয়েছ আহুতি; দেবতাদের যজন কর, অধরের হে সহজ সাধক। হব্যবাহন তুমিই যে॥ অধরের সাধনা এই যে এগিয়ে চলেছে : তোমরা আহুতি দাও অগ্নিকে, পরিচরণ কর তাঁর; বরণ কর এই হব্যবাহনকে॥'

অগ্নিকে সংবর্ধিত করতে হয় 'সমিধ' দিয়ে। সমিধ একটুকরা কাঠ লম্বায় একবিঘত হবে, আর বড়ো আঙুলের চাইতে মোটা হবে না। পলাশগাছের হলেই সবচাইতে ভাল নইলে খদির অথবা শমী বিল্ব প্রভৃতি 'যজিয়' গাছের হলেও চলে।

[২০৭, অ 'হম' অগ্নে বরদূণা জাসে যং যং মিত্রো ভবাসি যং সমিধঃ, ত্বৈ নিম্বে সহসস্ পুত্র দেবাঃ ৫।৩।১। 'সহসসপুত্র' সম্ভোগনে মন্থনে দেবতানা। তার পবেই আছে অগ্নির সর্বদেবমরত্বের বিবৃতি (২৩), তু ২।১।৩-৭। সবও তু মিত্রো অগ্নিব্ ভবতি যং সমিধো মিত্রো হোতা বরুণে, জাতবেদাঃ মিত্রা অধরুর্বা ইথিবা দমনা মিত্রঃ সিন্ধুনাম উত পদ'তানাম—'মিত্র হন এই অগ্নি, সম্বন্ধ হন যখন, মিত্র হোত্বরূপে, জাতবেদারূপে বরুণ, অধরুর্বরূপে ছুটে চলে দরবে ভালবেসে; মিত্র তিনি সিন্ধুদের এবং পর্বতদের ৩।৫।৭। সাগর বলেন, স্বর্গটি সর্বাঙ্গকরূপে অগ্নির সৃষ্টি। তিনি সব রূপেই 'মিত্র' পদটি শিল্পিত বোঝাচ্ছে বিশ্বজ্যোতি এবং বস্তু দুইই। 'অধরুর্বা' স্বজ্ঞ-পথের পথিক (প্ৰ টী ২০১৭)। 'ইথিবা' এষণশীল (স্কন্দ), বায়ু (সাগর) যিনি তাঁর মত সোজা ছুটে চলে। 'সিন্ধু'র সাধনা গতিব, 'পর্বতে ব সাধনা স্থিতির—একটি অবিশ্রুত ধারায় বয়ে চলা, আরেকটি থেমে থেমে উপবে ওঠা। কিন্তু ব্যাস্তচেতনার অন্তর দুয়েরই আছে। প্রাণের আগুন কখনও একটানা উজ্জ্বল হয়, কখনও-বা দমকে দমকে। সমিধ স্বাভা অগ্নির সংবর্ধন তু 'বয়ম' উ ষা গৃহপতে জননাম' অগ্নে অকর্ম সমিধা বহস্তম্, অশ্বর্বা নো গাহ'পতানি সন্তু তিগ্মেন নস্ তেজসা সং শিশাধি—জনগণের গৃহপতি হে অগ্নি, আমরা তোমার বহু করলাম সমিধ দিয়ে, পূর্ণ হ'ক আমাদের গাহ'পতা, তাঁক! তেজ্ঞে আমাদের কর শাগিত ৬।১৫ ১৯ (স্মৃ'র) একশোভার গাড়ি প্র সাগর), ১।১৫।১১ (৯৬।১)। ২ তু ১০ ৮৮।৬ (প্ৰ টী ১৮৮), দৃশেনো (দর্শনীয়) যো মহিনা (মহিমায়) সমিধো হব্যোচত দিকিয়ানিব্ বিভারা (বরুণ তাঁর উৎস, মিত্ররূপে তিনি বিভারায়) ৭ ১।১৭০।২ (পবন বোম্বার তাঁর জন্ম, মাতৃবিশ্বার কাছে তার প্রথম আবির্ভাব, সমিধ হয়ে তিনি দ্যোগ্যক জলোক বলমলিয়ে তোলেন)। ২ তু ৩।৫ ৯, ১০; মৃ ১।২ ৪। ৩৫ ৫।২৮। সমিধো অগ্নিব্ দিবি শোচির্ অশ্রে প্রভাঙ্ক উষস্ম উর্বিয়া বি ভাতি, এতি প্রাচী বিশ্ববারা নদোভর্ দেবী ইলানা হরিষা ধৃতাচী। ১। সমিধমানে অমৃতসা রাজসি হরিষ্ কৃশন্তং সচাসে

দ্রব্যযজ্ঞের মূলে রয়েছে জ্ঞানযজ্ঞ, তাই যজ্ঞসম্পর্কিত সব কিছুকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার বিধান আছে। সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে সমিধ্কে এইজন্য একটা অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংহিতায় পাচ্ছি [২০৮]: অগ্নির সমিধ্ 'দেবযানী' অর্থাৎ পৃথিবী হতে তাঁর দুলোকে যাওয়ার সরণি; তাঁর স্মৃত্যুতম সমিধ্ জ্বলজ্বল করছে দুলোকে। রহস্যদৃষ্টিতে দেখতে গেলে 'প্রাণচঞ্চল হয়ে যিনি ছাড়িয়ে গেলেন দিকে-দিকে, সেই অগ্নির তিনটি সমিধ্কে পরিপূত করলেন কামনা-উতল মৃদ্ধহীন দেবতারা; তাদের একটিকে তাঁরা নিহিত করলেন মর্ত্যের মধ্যে সম্ভোগের জন্য, আর দুটি চলে গেল আত্মীয় বিপুল জ্যোতির্লোকে। মনুষ্যযজ্ঞের মূলে যে-দেবযজ্ঞ, যাতে বিশেষব সৃষ্টি, বিশ্বদেবগণ যার যজ্ঞমান এবং পরমপুরুষ স্বয়ং যার আলম্বনীয় পশু, সেই যজ্ঞে যে-অগ্নি জ্বলেন, তাঁর দিব্য সমিধ্ একুশটি।' সমিৎ-সম্পর্কে এই হল অধিদেবত দৃষ্টি। আবার ব্রাহ্মণের অধ্যায়দৃষ্টিতে সমিধ্ হল প্রাণ।^১ উৎসর্গের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হবে প্রাণ দিয়ে। সমস্ত জীবনই একটা যজ্ঞ, সাবিত্রী দীক্ষায় যার সূচনা। সমিধের আহরণ এবং আহুতি তাই ব্রহ্মচারী অন্তেবাসীর দৈনন্দিন ব্রত। বিদ্যার্থীকে আচার্যের কাছে যেতে হয় সমিৎপাণি হয়ে, উপনিষদে তার বহু উল্লেখ আছে।

অগ্নিসমিগ্ধন মানুষ্যের সাধা। কিন্তু মানুষ্যের সমস্ত সাধনার মূলে রয়েছে দেবতার প্রেরণা [২০৯]। অগ্নিও তাই বস্তুত 'দেবেশ্ব' বা দেবতাদের দ্বারা সমিগ্ধ।^২

স্বস্তয়ে বিশ্বং স ধত্তে দধিগং যম্ ইন্দ্ৰস্য আতিথ্যম্ অগ্নে নি চ ধত্ত ইৎ পুরঃ [২। অগ্নে শব্দ মহতে সৌভাগ্য তব দ্যুত্মান্য উত্তমনি সন্তু সং জাম্পত্যং সূর্যমম্ আ কৃণুস্ব শরৎকৃত্যম্ অতি ত্রিষ্টো মহাসি ১০। সমিগ্ধস্য প্রমহস্যে হগ্নে বন্দে তব দ্বিয়ম্, বৃষতো দ্যুত্মান্য অসি সম্ অধঃপেত্ব ইধাসে ১৪। সমিগ্ধস্য অগ্নে অহুত দেবান্ যক্ষি স্বধঃব, স্বং হি হবাবাল্ অসি ও আ জুহোত। দুবসাতা হগ্নিং প্রযত্ অধঃরে বৃণীদুং হবাবাহনম্ ১৬। প্রথম অধঃরে 'বিশ্ববাবা দ্যুত্যাচী' যদি উগা জুত্বং বিশেষণ হয় (Uplifter), তাহলে জ্যোতিঃ স্পষ্টতই নিজেকে তার সঙ্গে অতিশয় ভাবছেন এবং এটি তার আত্মহুতির জ্ঞাপক। 'শব্দ' (৩) উৎসাহস্ব বলন্ অবিবৃণু, উৎসাত মা ৩৩ ১২; মন্ত্রের তৃতীয় পাদে নরব্রহ্মদেয়ের আকৃতি সূন্দর প্রকাশ পেলেও। এই মন্ত্রেই আরেকটি অগ্নিসমিগ্ধনস জ ইয আরোয়েব বচিত [৮], সেটি যেমন পুরুষের রচনা বলে বর্ণিত এবং সম্যক, এটি তেমনি সুকুমার আর সরল।

[২০৮] তু ঋ ১০।৫১ ২, তে পনীমসী সমিধ্ দীনয়তি দারি ৫।৬।৪ 'তিস্রা যহুস্মা সমিধঃ পারিগ্মনো হগ্নেব্ অপূনন্' উশিজো অমতাবঃ, তাসাম্ একাম্ অদম্ভং মর্ত্যে ভুজম্ উ লোকম্ উ শ্বে উপ জ্যামিদ্ ঈশতঃ ৩।২।৯। তিনটি সমিধ্ তু (১।১৬৪।২৫) বৈশ্বানরের তিনটি দীপনী চেতনার তিনটি ভূমিতে। একটি মর্ত্যে, আর দুটি অন্তরীক্ষে এবং দুলোকে। অগ্নি 'পরিজ্জমা' (তু 'পরিভু' ঈ, ৮), তু ক ২।২।৯। 'অপূনন্' সমিধের জড়ক ঘুটিয়ে তাদের প্রদীপ্ত করলেন; গোড়োতে তাতে অগ্নির প্রকাশ ব্যাঘ্রা তাকে শূন্য কনাই বিশ্বদেবতার কাজ। 'উশিজঃ' বহুবচনে বোঝায় যজ্ঞমানদের। এখানে বিশ্বদেবেরাই যজ্ঞমান, যেমন পুরুষযজ্ঞে। মর্ত্যলোক আর অন্তরীক্ষে, পৃথিবী আর দুলোকে একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ, তাই তাবা 'জ্যামি' (তু ১।১৫৯।৪, ১৮৫।৫)। '২রিঃ সন্ত সমিধঃ কৃতঃ ১০।৯০।১৫। একুশটি সমিধ্ বলতে উল্লিখিত একবার বলছেন গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দ (তু ঋ. ১০।১৩০।৩-৫), আরেকবার মন হতে পশুমহাভূত পর্যন্ত একুশটি তত্ত্ব, মহাবীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ দিচ্ছেন, 'বাদশ্ব ভাসঃ পণ্ড স্বতবঃ ব্রহ্ম ইমে লোকাঃ অসৌ আদিতাঃ' অর্থাৎ প্রজাপতি (তু ঐ ১।১৯) [রা ৩।১৫ ভাষা]। কিন্তু অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে যজ্ঞের সাতটি ধাম এবং প্রত্যেক ধামে তিনটি সমিধ্ এও বলা চলে।^৩ তু প্রাণা রৈ সমিধঃ ঐ. ২।৪, শ. ১।৫।৪।১; শ. ৯।১০।৪৪।

[২০৯] তু ঋ. মানুষ্য 'দেবগোপাঃ' অর্থাৎ দেবতা তার রাখাল ৫।৪৫।১১, ৭।৬৪।৩, ৮।৪৬।৩২; অথো দেবেযতো মূনিঃ ১০।১৩৬।৫, মানুষ্যের 'রয়ি' বা প্রাণসংবেগ 'দেবজুতঃ' ৪।১১।৪, ৭।৮৪।৩। 'তু ১।৩৬।৪, ৭।১২।২, ১০।৬৪।৩; ৫।২৫।২, ৩।৮ (ঐ টী ১৯৪);

পরমব্যোমে মাতরিশ্বার কাছেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব, মাতরিশ্বারই সিসৃষ্কার বিপুল সামর্থ্যে সম্বন্ধ তাঁর জ্বালা উদ্ভাসিত করল দুর্লোক আর ভুলোককে।^১ অতএব অগ্নিসম্বন্ধন তত্ত্বত বিশ্বপ্রাণেরই এক দিব্য কৃত্ত্ব। অথবা এ স্বয়ম্ভু অগ্নির স্বধার লীলা : অগ্নি দিয়েই অগ্নির সম্বন্ধন।^২

সেই সম্বন্ধ অগ্নি প্রথমে নেমে আসেন মানবের আদিপিতা মনুর মনে তিনিই বিশ্বের 'সম্বন্ধাগ্নি' প্রথম যজমান [২১০]। তারপর বিশ্বজনের জন্য এই অগ্নিকে তাদের মধ্যে জ্যোতীরূপে নিহিত কবলেন মনুই, তাই অগ্নির এক সংজ্ঞা হল 'মনুহিত'।^৩ অগ্নিগারাগও বিশেষ করে 'ইন্দ্রাগ্নি' ;^৪ দধাঙ্ক্ আত্বর্ণণ এবং বৃষা পাথ্যের উল্লেখ আগেই করেছি।^৫ তারপর থেকে অগ্নির সাধনায় মানুষ আবহমান কাল অথবা অগ্নিগা প্রভৃতি পিতৃগণকে, বিশেষ করে মনুকে করে এসেছে তাদের আদর্শ।^৬

যে দেবতা-অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত, তাঁকেই মনুষ্য ঋষিরা সম্বন্ধ করেন [২১১] উতলা চিন্তের কামনা নিয়ে।^৭ সে কামনা^৮ পবনদেবতাকে পাওয়ার, জীবনকে

সজ্জাযস্ তুষ্টিং তে সূর্যম্, ত্বা দিবা নরঃ (দিবা পুরুষেরা) যজস্য কেতুন্ ইন্দ্রে, যদ্ ধ স্য মানুষ্যে জনঃ স্পৃশ্যস্ব (মানুষকাম জুহুঃ) (আহুতি দেয়) অশ্রব ৬।২।৩।^১ ২য় জামানঃ পূর্বমে বোমান্ আনির্ অগ্নির্ অভবন্ মাতরিশ্ববে, অস্য কৃত্বা সম্বন্ধানাং মজ্জমা প্র দাব্য শেচিঃ পৃথিবী অগ্নেচয়ঃ ১।১৪৩।২ (প্র টী ১১৬, ২০৭২), মজ্জমা অর্থে শব্দ এই কৃত্রিম্যন্ত বৃপটিই পাওয়া যায়; নিম্ন মজ্জম ইতি বলনাম ২।৯, < ১ মহাঃ *মজ্জ* বিপুল হওয়া, সমর্থ হওয়া; তু Gk *mégas* 'large' Lat *magnus* 'great', *majestas* 'dignity, grandeur'।^২ তু অগ্নিনা গ্নিঃ সম্ ইধাতে ১।১২।৬। তু দেবভিত্ব্ অগ্নে অগ্নিভিত্ব্ ইন্দ্রানঃ ৬।১১।৬, বিশেষভিঃ ৬।১২।৬। আরও তু হোতর অগ্নে অগ্নিভিত্ব্ মনুসঃ ইন্দ্রানঃ, স্তোত্রাম্ ৬।১০।২। এখানে 'মনুসঃ অগ্নিভিঃ' এই অংশই সহজ, *manu-* এর 'মনুসঃ হোতর' আর সাধারণ 'মনুসঃ স্তোত্রাম্' দুইই দূরত্বায়। অগ্নিযজ্ঞদর্শিত এ হল গার্হপত্য হোত্রে আহুতবানাদি অগ্নির সম্বন্ধন (তু তা ১৬।১।৩)। কিন্তু গৃহপতি অগ্নি 'নিহিত ইন্দ্র', পূর্ব্ব হোত্রে 'বৃষা কৃতিং তে' বা শুব তুমিতে জড়িয়ে ধরে ১।৭।১৪ (তু ৬।৯।৮)। এক অগ্নির বহু বিভূতিও সম্বন্ধ (তু ১।২৬।১০, ৭।৩।১, ৮।৬।১১, ১০।১৪।১৬)। প্র প্রলোভনীয় ১০।৮।১।৮ ও ৮।৫।২।

[২১০] তু ঋ যোভ্যা হোত্রে (আহুতি) প্রথমাম্, যাজেজ্ (সমর্পণ করবেজ্জেন) মনুঃ সম্বন্ধাগ্নির্ মনসা সন্ত হোত্বাঃ; মানসযোগে সাতটি শর্যণা প্রাপ হোতা, তাহলে যজ্ঞসাধনা বাক্ চক্ষু প্রোহ প্রাপ ও মন দিয়ে, উপনিষদ যাদের বলা হয়েছে স্বর্গের স্বাবপল) ১০।৬।৩।৭; ৭।২।৩। মনুঃ বাক্ অগ্নির আবির্ভাব প্র ১।৩৬।১০, ১২৮২, ১।৩৬।১৯ (প্র টী ১৮৬)। 'মনুহিতঃ' ১।১৩।১৪, ১৪।১১, ৬।১৬।৯ ৮ ১৯।২২, ২৪, ৩৪।৮। ২।১৮।৩। ৭ প্র টী, ২০৬২।^৩ তু মনুঃ বৃষা নি ধর্ম্মিহ মনুঃ বৃষা সম্ ইধর্ম্মিহ, অগ্নে মনুঃ বৃষা অগ্নিগো দেবান্ দেব যতে যজ ৫।২১।১ (অগ্নিব সৎগো মনুঃ এবং অগ্নিগো সাযজ্জা লক্ষণীয়); তু, ১।৩১।১৭ ৮৭। ১১, ৪৫।৩, ৬২।১, ৭৮।৩, ৩।১৭।২, ৬।১৫।১৭, ৭।২।৩...।

[২১১] তু ঋ অগ্নির্ দেবো দেবানাম্ অন্বেষ পুরোহিতো হিগ্নিঃ মনুষ্য ঋষয়ঃ সম্ ঈধিরে ১০।১৫।০।৭। তু তঃ [বৃহস্পতিঃ] প্রজাস ঋগো দীঘান্যোঃ (ধান বলে ক'ব পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্যজ্জম্ ৪।৩।১)।^৪ তু ১০।১৬।১২ (প্র টী ১১৫২), স্বং নৃভির দক্ষিণাবর্ভিত্ব্ অগ্নে সম্বন্ধাগ্নিঃ ইন্দ্রাসে দেবযজিঃ (দেবকায়াদেব স্বাবা) ১০।৬।৮ (মন্ত্রের ঋষির নাম সুমিত্র, নিজেই তিনি সমস্ত দেবযাজীদের প্রতিভূরূপে কণ্ঠনা করেছেন)।^৫ দেবযজিঃ সম্বন্ধঃ ৩।৫।১৩ আ দেবযজ্ ইন্দ্রেতে সম্বন্ধ করে। দ্রবোণে ৪।২৭ ০৬।২ অগ্নি স্বতায়রঃ (স্বতকামেরা) সম্ ঈধিরে প্রজঃ প্রজাসঃ দম্ভসং গৃহপতিং বরণাম্ ৫।৮।১২ (প্র ২০১৭, ১৭৩৭), সম্বন্ধে অগ্নিব স্বতন্ ইদ বদম্ যেন যোষণা করতে পারি, ৩।৫।৩।^৬ তু ইন্দ্ৰা অগ্নে সূক্ষ্মাবঃ (সোম্য আনন্দ চায় যাবা) সম্ ঈধিরে ৫।৮।৭, আরও তু অগ্নিঃ সূক্ষ্মায় দধিরে পুরো জনাঃ ৩।২।৫ (- ১০।১৪।০।৬, অগ্নি-সোমাদেব ধনি।^৭ তু সং জাগ্রদভাব জবমান্ (যিনি জেগে উঠেন) ইধাতে দমে দমনা ইষায় (প্রেষণা করিয়ে) ইলস্ পদে (অধিযজ্ঞদর্শিতে উত্তরবদিত, অশায-

°ঋতচ্ছন্দা এবং °সোমো আনন্দে আশ্লীত করবার কামনা। সেই কামনার প্রচোদনায় °হৃদয়ের বেদিতে অগ্নিসমিধন করতে হবে জাগ্রত চেতনার উদ্যতি আর শ্রম্ভা নিয়ে, °বিশ্বদেবতার কাছে নিরঞ্জন মার্জনার আকৃতি আর পূর্ণাতি নিয়ে, °অগ্নির নিত্য-সাম্যপের ভাবনা নিয়ে, °প্রতিভসংবিহ্বত দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল মন আর ধী নিয়ে, °অন্তরে যন্তরনুকাশিনী মানবী ইলার বৈদ্যুতী নিয়ে, °রক্ষাশক্তির অভিঘাতকে ঠেকাবার সংকল্প আর সামর্থ্য নিয়ে, °সর্বোপরি দেবতার সাযুজ্যবোধের উদ্দীপনা নিয়ে।

সমিধ অগ্নি। ২১২। এখন হৃদয়ে ফোটান উষার আলো যা উদীয়মান সূর্যের

দ্যুতিতে হৃদয়ে ১০ ৯১.১, 'তং হা বিপ্রা বিপন্যনো জাগ্রদাসঃ সমা ইন্দ্রত ৩।১০।৯ (দ্র টী ১১৯), 'শ্রম্ভা' অগ্নিঃ সমা ইন্দ্রত ১০.১৫১।১। তু অগ্নির জাগ্রতির ছবি যো জাগান তম্ ঋতঃ কাম্যনো যো জাগর তম্ উ সাম্যনি যন্তঃ, যো জাগান তম্ অয়ং সোমো যাত এবাহম্, অগ্নিঃ সখা নো, কাঃ তেনার সখো অমার যেনে নবাস, তু অগ্নিবু জাগান তম্, কতঃ কাম্যনো ইন্দ্রনু জাগান তম্ উ সাম্যনি যন্তঃ, অগ্নিবু জাগর তম্ অয়ং সোমো যাত এবাহম্, অগ্নিঃ সখা নো, কাঃ ৫।১৫ ১৫। অরেন আবৃত্ত্যে বজ্রমান ও অগ্নির সাযুজ্য ধর্মিত হচ্ছে। অগ্নি আমাদের মধ্যে নিত্য জাগ্রত থাকলেই বেদে সফল ও সোমো আনন্দে নিগূঢ় আশ্বাদন সম্ভব। °তু সো অগ্নে এনা (এই) নাসা সমিধো বজ্রা (কাছে) যিতঃ বদুগম্ ইন্দ্রং বোচঃ, যেন এল অশ্বাদেব কণা।, যং সীম্ (যা কিছু) অগ্নসঃ (অপবন বন) অগ্নান বা কজনা। চক্ৰা এব সু মূঢ় ঋমা কব। 'তদু অগ্নিমা অদিতঃ শিশ্রুহুঃ, সে অপবনকে যেন শিখলে দেন, মজনা করেন। ৭ ১৩।৭। দেবতার বিন্যাস লক্ষণীয় অগ্নি অতীপা, ইন্দ্র ওজাশক্তি, ১০।৭৩।১০।, বদুগ যিত অগ্নিমা যথাক্রমে সং চিব অনন্দ, আর অদিত সর্বদেবতায় মহাশক্তি নিবৃত্তির সম্ভাব্য পূর্ণ চক্ৰ °তু ইমাম মে অগ্নো সমিধম ইমাম উপসদং বনঃ, ইমা ও ব্, শ্রুতা পিঃ বহু অগ্নিঃ আমঃ এই সমিধে এই উপসদিত লক্ষিত হও তুমি, যেন আমায় যত এই বাণী ২।৬।১। 'উপসদ' দ্র. বর্মণী প ১৩০- °ঋ অগ্নিবু ইমাম। যনসা যিমং সজতঃ, যেন সখা বহুঃ অগ্নিমা পুং। (সমিধ কবি)। বিবর্ত্তাঃ (অগ্নোত্তরোত্তর) নিম্ন কাণা যজ্ঞের সত্ত্ব হাতা বা শীর্ণতা সত্ত্ব পূর্ণ। ৮।১০২ ২২। তু ১ ১৯।৩, দী সান্মিধমং সধন °তু অগ্নে ইলা সম্ ইধাসে 'ইলা' অগ্নিঃ দ্যুতিতে 'এযা, অতীপা' অগ্নিদ্যুতিতে 'জো' মেঘা অগ্নিমাতা অগ্নেবোধ্যের জ্ঞানী, দ্যুতীক হুঃ নিবর্ত্তা, মানসেব প্রশান্তী। তেজোত ইতি মানবী যন্তরনুকাশিনী মানসের অতীপার পূর্ণতা, উজাগ্রসাম্যন অগ্নে জলে বস্ত্রের বিন্যাসের মত ১ ১৫ ৪। দ্র. অপ্রীদনগণের ইলা। °তু ১০.৮৭।১, ২; ১ ৩৬।৭। °তু ঋ হা অগ্নে অগ্নিনা বিপ্রা বিপ্রেন সজতঃ, সখা সখ্যা সম্ ইধাসে ৮।১৩ ১৯। অগ্নিসমিধন যে করে, সেও অগ্নি-তারই মত বিপ্র সত্য এবং সখা (অগ্নির)।

[২১২] হৃদে অপ্রীদনগণের প্রথম দেবতা সমিধ অগ্নি। ইন্দ্রের হৃদে তৈরিক নিম্ন যজ্ঞমানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় (২।৫)। দেবতাব্যবহার এটি প্রথম পর্ব। তাল পরবর্ত্তমান 'সহস্রাবর্ত্ত'। বিশেষ বিনয়ণ দ্র. অপ্রীদনগণ' °তু ঋ উষা উচ্ছ্রতী যুটে উচ্ছ্রেন যিনি। সমিধানে অগ্না উচ্ছ্রতঃ সখা উবীয়া (সব ছপিয়ে) জ্যোতিবু অশ্বেব (আশ্রয় করলেন)। ১ ১২৫।১ অগ্নিসমিধনে অতীপাব জগবণ, উষা প্রতিভসংবিহ্বত অগ্নুজুটা, সূর্য প্রজ্ঞানের দীপ্তি। °বহুবধ অগ্নিবু বৃগিণ জগ্বনম্ (হেনন করন)। বৃগিণসূত্র (নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার 'প্রবাহ বগবন্ত চ্যে', তু ইন্দ্রের অনুবৃপ বহুবধ ১.৩২ ৮ ১০, ২।১১ ১৮)। বিপন্যনো (আমাদের প্রশস্তির দ্বারা)। সমিধঃ সজতঃ ৬ ১৬।৩৯ ওমোনাশঃ ৩ ৫ ১ (দ্র টী ১৯।১), সমিধস্য বৃশদ (কলমল) অদিশ (দেখা গেলে) পাজঃ (বীর্ষ) মহানু দেবসু তমসো নিবু অগ্নোক্ত (নিবৃদ্ধ হলেন) ৫।১২ ৭ ৬৭।২, অগ্নোর দ্যবায় খলে দেওবা ১৭।২ (দ্র টী ১৯.১)। গোর প্রদ্বোষ 'প্রতি গারঃ সমিধমং বৃশদঃ' তিনি সমিধ হলে প্রতিবৃশ হল কিরণ-যথেরা 'গো' প্রতিভসংবিহ্ব, অগ্নি গো-রা উষার বহন নিম্ন ১।১৫; 'প্রতিবোধ' বোধি, তু কে ২ ১২, অতীপার শিখা উদাত হওবায় জাগল বোধি। °সমিধানঃ সহস্রাজিৎ অগ্নে ধর্মণি পয়সি ৫।২৬ ৬। তু সর্বং বৈ সহস্রম্ শ ৪ ৬।১২.৫, ৬।৪।২.৭, বোজা ১১।৭, ২৫।১৪; ভূমা বৈ সহস্রম্ শ ৩ ৩।৩.৮, পরমং সহস্রম্ তা ১৬ ৯ ২; আরও তু ঋ. ৬।৬৯ ৮।, এরা ৬।১৫। 'ধর্ম' দেববজ্র, যা নিবেশের প্রথম ধর্ম তু. ঋ. ১০।৯০ ১৬; আরও দ্র ১ ২২।১৮;

জ্যোতিঃশাস্ত্রের আভাস আনে।^১ বৃহতের যে-মাত্রা তমিস্রার আড়াল রচে আলোর 'পরে, দেবতা তার আগল ভেঙে অন্তরে আনেন সুপ্ত কিরণ-যুগের প্রতিবোধ।^২ সমীক্ষ অগ্নি তখন ধর্মের পোষা এবং সহস্রজিৎ।^৩ আমরা তাঁর শরণাগত হয়ে অনুভব করি সবিতার অনুসৃত প্রচোদনা, মিত্র ও বরুণের সাম্রীপ্যে নিবঞ্জনই এবং স্বস্তি।^৪ বিশ্ব-দেবতাব সাযুজ্যে এই স্বস্তিলাভই হৃদয়ের বৌদ্ধিতে অগ্নিসমীক্ষনের পরম ফল।^৫

প্রত্যেক কর্মনিষ্ঠানের একটা রাহস্যিক তাৎপর্য আছে অগ্নিসমীক্ষনেরও আছে। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে অগ্নি সমীক্ষ হন 'ইলস্পদে' বা উত্তরবেদিতে [২১৩]। কিন্তু এই

তু সমীক্ষানামঃ প্রথমান্দু ধর্মী ৩।১৭.১, ১০.৯২।২, ১।১৬৪।৪৩, ৫০। সমীক্ষ অগ্নি 'বহুভূৎ ৩।১৮।৫ (বহু দ্রুতী ২২১১)।' অ মূহো অগ্নেঃ সমীক্ষানস্য শর্মণা অনাগা মিত্রে রতুগে মনস্তসে, শ্রোষ্টে সত্যঃ সারিতুঃ সর্বমনি ১০।৩৬।১২। সবিতার প্রচোদনা আমাদের পোষা দেবে মিত্রেব বহুজ্যোতিঃতঃ এবং বহুগেব মহাশুভ্রোম যখন আধারে জ্বলে উঠবে অভীশ্বার শিখা। 'তু স্পদে' অগ্নিঃ সমীক্ষান্দু দিমহে' সমীক্ষান অগ্নির কাছে চাই স্বস্তি ১০.৩৫.স. ধ্বা। সৃষ্টিটি বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে, প্রদীপ্ত গম্ভীর অকৃত্রিম পূর্ণঃ, 'সর্বভূতি' বা সর্বাভাব তার লক্ষ্য। ১১। দেবতাদের কাছে স্বস্তিও প্রার্থনা 'সংগ পাঠ স্বস্তিভিঃ সদা নঃ যেন স্বয়ং বার্ষিকের অজপা সন্তম মন্ডলের প্রাচ, সৃষ্টির শেষে এই প্রার্থনাটি আছে। গম্ভীরভাবে একটি সৃষ্টির প্রায় প্রতি মন্ড্রে স্বস্তির প্রার্থনা আছে (১০।৬৩, ৭৩) স্বস্তিও পূর্ণের পৃথিব্য মেনে স্বস্তি আমাদের অংহঃ বা চেতনার সংকেত হতে মুক্তি, দেবতাব যে নৈকায় কখনও জল ওঠে না তাতে চড়ে কলাগের পাথ পড়ি দেওয়া যে-পথ আগাগোড়া অনুভব স্বস্তিতে ছাওয়া (তু ৬.১০.৭, ১৬) এক কজাস 'স্বস্তি' পরমার্থ এক পরম অস্তিত্বে অবগতনের ফলে সর্বগত সৌখ্যের অনুভব তু ১.৮৯।৬ ৫.৫১.১১-১৫, স্বস্তিও পঞ্চম্য অনু চরম সর্বাচন্দ্রমাস ইব পূনব মদতা অঘাতা জানতা সং গদ্যমহি আমরা স্বস্তিতে পর ধরে চল যাব সৃষ্টি-চন্দ্রের মত, মিলব গিমে হাতি যিনি অএব আদ্যেব দেবেন, অঘাত কবনে না জালনব। অর্থাৎ পাব সেহ পরমকে, যিনি অদ্বিচ্চৈতন্য আমাদের পোষা দেবেন; তু ৫৫.৫৫ মহা অদ্বিত্যে পূনব দাং ১।২৪.১।

[২১৩] তু অ অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতৃবেলস্ পদে মনুষ্য যং সমীক্ষঃ ২।১০.১; 'সং সম্ ইন্ যদ্যসে বয়স্য অগ্নে বিশ্ণান্য অর্থাৎ অ, ইলস্ পদে সম্, ইদ্যসে স দো বসুনা আ ভব'— 'হে অগ্নি, হে বায়বর্ষ্য' স্বামী হয়ে তুমি নিঃশেষে নিজেকে মিশিয়ে দাও সর্বাধিকার মধ্যে (দেবস্ব, মর্যে ক্রম এল সর্বাধি ভূতজ্যে নৈ ব্যাধে নৈ, নান্ন হোপথঃ সায়ণ, সমীক্ষ হও ইলস্পদে (পৃথিব্য) স্থানে উত্তরবেদিকক্ষে, এতদ্ বা ইলস্পদং যদ্ উত্তরবেদীনাতিঃ গ্রীবা ১।২৮' সায়ণ) সেই তুমি আমাদের জন্য বয়ে আন অনেক আলো ১০.৯৯.১ (পূর্বসে বয়ন্) এখানে বর্ষাশ্রমের ধর্মান আছে, তু ৬।৫৭.১৪ 'যথ' তু 'অর্থাৎ স্বামিবৈশাযঃ' পা. ৩।১।১০৩; অগ্নির বিশেষণ অ. ৫.১.৭ ২.১২ সৃষ্টিটি স্বক সংহিতার শেষে সংজ্ঞানাস্ত্রের প্রথম মধ্য। প্রত্যেক মন্ত্রের আকৃষ্ট 'সম' উপসর্গটি পণ্ডার দোহিত কাকর্ষ্য অগ্নি দিয়ে যেমন সংহিতের আরম্ভ, তেমনি অগ্নি দিয়েই সমাধি— 'তু ৫৫.৫৫ মানসে জনে হেনে সৃষ্টি ইদ্যসে ৫।২১।২ (তু. ১০।১১৮।১) তু তম্ অধুবোম্ সিলস্তু দেবঃ মর্তা সমহং যজিষ্ঠং হান্দুং জনে ৫।১৭.২, ৩।২৩।৪ (দ্রুতী ২০৬৭), তম্ অগ্নে হিতঃ দেবেভির্মানসে জনে ৫।১৬।১। 'তু কৃণ্ডীনাম্ উত মধ্য ইক্ষঃ ৫.১৬ (দ্রুতী ১৮৮৭), জনে ন শেষ (সূর্যগল) আহর্যঃ (আহ্নাতব্যঃ) বৈকট-মাদব ও সায়ণ, 'হব কোটিলো, গুণলয়াজ্ জম্বলানঃ কুটিলঃ সন্' স্কন্দ) মধ্যে নিযুক্ত রবে (আনন্দময়) দ্ব্যেগে ১.৬৯.৪, ৬।১২.১ 'তু তম্ অগ্নে যজরে পাসুন্ অন্তাবা হনিয়গায় চতুর্নক ইদ্যসে' হে অগ্নি, নিরস্ত যজমানের রক্ষক তুমি, তার অন্তরে সমীক্ষ হও চতুর্গুন হয়ে ১।৩১.১৩, 'চতুর্নক যজরে কৃক্ব, বেমী প. ১১৫.৭৭; তু ১০.৭১।৫।' অ মূহো অগ্নং সম্ ইদ্যসে দ্যেগে নিতাঃ সুনো সহসো জ্যোবেদঃ, সমস্থানি মহামান উতী মন্ডলসম্ হিঃময়ং ক রে তোমার প্রসাদ দিয়ে ও ২৫.৫। সায়ণের অর্থ্য 'অপাং দ্যেগে', Goldner বলেন 'অপাং [নিপাং]' কিন্তু এটি কবচকল্পনা। তু ঘৃতধারাকে সোমরূপে বার্ষিকের সৃষ্টি— অপাম্, অন্যাক সমীক্ষ' (অন্তর্যাক্ত সংগমস্থলে) য আভুতস্ তম্ অশ্যাম মধ্যমঃ ত উর্জাম্ ৪.৫৮।১১ (অপ্ বা প্রাণের দারায় সেখানে সংগত হয়, সেখানে সোম্য মধ্য চেডি খেলে যায়, আর সেখানেই আগুন জ্বলে ওঠে।) এই 'সমীক্ষ উপনিষদে আবাসথ' (ঐ ১।৩।১২) এবং সংহিতাভ্যেই 'পুন্ক' বা পুন্না, ৫.৬৬।১৩ দ্রুতী ২০৬, এখানে তাই দুরোধ। শব্দটির বহুংপতি অজ্ঞাত। স্বর পদপাঠে অবগত নাই, কিন্তু তৈস ও সাস র পদপাঠ 'দ্যঃ ওন' (১।২।১৪.৩; ২।৬৫.৪)। যাক্ষের

ইলা বস্তুত আমাদেরই এষণা বা আকৃতি, অতএব অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি সমীক্ষ্য হন 'মানুষ্যে জনে' বা মনুষ্যজাতিতে প্রত্যেক সাধকের 'মধ্যে', তার 'অন্তরে' 'চতুরক্ষ' হয়ে। আধারের সোমপাত্র প্রাণের ধারার সঙ্গত হয় যেখানে, সেইখানে তিনি জ্বলে ওঠেন। তার পর আমাদের পৌরুষের দ্বারা প্রচোদিত হয়ে জ্বলে ওঠেন তিনিটি

বৃহৎপতি 'দ্রুন্' V অর + ন' (৪৫); আধুনিক শাস্ত্রিক বলেন < *thur drus, a house fitted with door* । তু. 'শত-দ্রু' গৃহ ঋ ১৫১১৩, ১০১৯১৩। নিঘণ্ট 'দ্রুরোণ' গৃহ (৩৭)। সোজাসুজি এই অর্থ ঋগ্‌দ্রুজাগায় খাটে (১১১৭৭, ১০১৩৭, ১০, ১০১০৬ নও ধরা যেতে পারে)। কিন্তু আবেকটি বৃহৎপতি সম্ভব < 'দ্রোণ' কাঠের তৈরী সোমপাত্র < 'দ্রু' গাছ (তু. *Ok druos* 'an oak, a tree', *drumos* 'forest'), স্বরভক্তির ফলে 'দ্রুরোণ'। শব্দটির প্রয়োগ অগ্নিসম্বন্ধে সবচেয়েই বেশী, অগ্নির সঙ্গে সোমের সংঘাত স্মরণীয়। অধার বৃহৎপত্র অধারার্ণি, আধার সোমপাত্রও; সাধনবীর্ষ্য তারই মধ্যে অগ্নির অধিবাস্তি হয় অতএব আধার 'দ্রোণ'। তু. কথা হি দ্রোণে অজস্র হংসে ৬।২।৮ (তু. 'প্রো দ্রোণে হরষঃ কৰ্ম্মাশ্চান্ পুনানাস ঋজালো অভুবন্'—দ্রোণে জ্যোতির্ময় সোমধারার কাজে লেগে গেল, পূত হতে হতে তারা ঋজুগামী হতে থাকল ৬।৩৭।২, আধার সোমের উল্লাসনার উৎস্রোতি হবার বর্ণনা, তু. অতিথিবৃ দ্রোণসং' সোম, কেননা হোতা অগ্নির কথা তার আগেই আছে। সংহিতাতে সাধাংগত অগ্নিই অতিথি, কিন্তু ব্রাহ্মণে সোম অতিথি। সুতরাং রাহস্যিক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে 'দ্রুরোণকে দ্রোণের অপভ্রংশ বলাই সঙ্গত। *তু. অগ্নি নরঃ দ্রিষপ্তে সম্ ঈধিরে ৫।১১২। নরের নক্ষত্র পৌরুষ। এই নরই অর্হন্' হয়ে অগ্নিসমীক্ষণ করেন, তু. রক্ষা (আলম্বন্য), নরঃ নক্ষত্রে বীর পরিষদে, যজ্ঞে, তু. যজ্ঞে দিবো নৃষম্বে পৃথিব্যা নরো যঃ দেবয়ো মদান্ত' দ্রুদ্রলোক আর পৃথিবীর বীরেরা যেখানে আসন পাতেন, বীরেরা যেখানে মাতেন দেবরক্ষমান্য ৭।১৭।১) অর্হন্'তচ্ চিদ্র' সম্' ইধপত ৫।৭।২। 'অর্হনোর' সঙ্গে নরোর যোগ লক্ষণীয় (তু. ৫।৫২।৫ ১০ ১৯।৭)। এইথেকে পরে বীকসাধক জৈন এবং বৌদ্ধেরাও 'অর্হন্'। দ্রিষপ্ত অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যিনি টি অগ্নিবোধি, অগ্ন্যধ্বানিষ্টিতে তিনি টি 'আবসথ' (ঐট ১।৩।১২।), তু. কঠোপনিষদের 'দ্বির্বাচিকৃত রহস্য': আবও তু. শ. তে বা এতে প্রাণা এর যদ্' অনন্যঃ, প্রাণে দানাস' এরা আহবনীয়ঃ গাথ'পত্রাশ্চ, যানোহব্রহ্মাধ্যাপ্চনঃ ২।২।২।১৮। উত্তম সপক্ষ বা আবসথ হল মূর্ধনি : তু. ঋ যস্ ত ইধ্যঃ জভরঃ বয়ে আনল। সিন্ধুনাদো (স্বেদস্ত চয়ো) মূর্ধনিং বা ততঃপতে (প্রতপ্তঃ কুরঃ) দ্বায়া (ভেদ্যাকৈ চয়ো) ৪।২।৬। এই মূর্ধনপন শূদ্ধ্য মাথায় করে কাঠ বওকাব জ্ঞানই নয় (সায়ণ, তু. ১ ৯১।৭, ৪।১২।২), বস্তুত অগ্নিস্রোতঃ মাথায় ওঠার জন্য। তাই উপনিষদের 'শিবোরত' এবং যিনি এমনি করে মূর্ধা অগ্নিধারণ করেন, তিনি 'তপমূর্ধা' (ঋ. ১০ ১৮২ ত, সূক্তব শ্বযি বাহুপ্পাত্য তপমূর্ধা), *তু. সন্ধিঃ শ্বক্ দীদিহা স্বতস্য যোনিম্ আসদঃ সমস্য যোনিম্ আসদঃ ৫।২।১৪। নিঘণ্ট সঙ্গ অন্ন (২ ৭) ঋতে শব্দটিই যতঃপনি ব্যবহার আছে, তার মধ্যে এই অর্থ কেবল দ্রুজাগায় খাটে। 'গৃভঃপতি জিহ্বায়া সসম্' জিহ্বা দিয়ে 'সসকে গ্রহণ করেন ৮।৭২ ত কিন্তু কারা? তার আগেই আছে 'অন্তর্ ইচ্ছন্তি তং জনে বৃহৎ পমো মনীষয়া' মনীষাণ ওপনে যিনি সেই বৃহৎপতি অগ্নিকে জীবের অন্তরে চান। এখানেও প্রশ্ন হয়, কারা? সায়ণ উভয় বলাছেন 'ঋগ্‌দ্রোণা' এবং শেষেরগেণ ব্যাখ্যা করছেন। 'সসং' মনঃপতম্ অগ্নিঃ 'জিহ্বায়া' জনো জনকশাস্ত্রঃ জিহ্বাপ্রভবশা স্তুত্যা গৃভঃপতি অগ্নুর্লিঙঃ Goldner সব্র পস' অগ্না অগ্নি' গ্রহণ করে বলাছেন, সম্ভবত এখানে কতী 'দেবহারা' ওলি অগ্নিজিহ্বা দিয়ে হবি গ্রহণ করছেন। কিন্তু ঋকের পবিত্রতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে সায়ণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয়। যে অগ্নি সূত বা অজাত, মনীষাণও অগ্না, তাঁকে যতমানের মধ্যে নানিয়ে এনেতে চান ঋগ্‌দ্রোণা, আন অগ্নিব্র গহনে তাঁকে আকিকার করে আশ্রিত করেন বাক্ দিয়ে অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা 'অগ্না' অর্থ সম্ভাবিত আরেকজাগায় 'সসং ন পক্কা অবিদ্য ছুচন্তম্' পক্ 'সসের' মত তাঁকে পোড়ান দীপমান অবস্থায় (১০।৭৯।৩)। সায়ণের ব্যাখ্যা 'সসং ন পক্কা' ইদ শূচ'। দীপমানঃ নরসং বৃক্ষম্ অবিদ্য রিদ্দতি (অগ্নিঃ)। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় পরবর্তী চরণের বিবাহব্রহ্মসং এর সঙ্গে 'সসের' সঙ্গতি দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে। যাক্ (এবং দূর্গ) এখানে অন্ন অর্থ গ্রহণ করেননি, অগ্নিকেও 'অবিদ্য'এব কতী করেননি। যাক্কর মতে 'সসম্' স্বপনম্ এতদ মাধ্যমিকং জ্যোতিত্ব আনতাক্ষনং তদ ইবা বিদজ্ জাজ্ঞনামানম। (কশিদ্ শ্বযিঃ অনন্যো বা ইতি দূর্গঃ) নি ৫।৩। অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রহার মত দীপমান অবস্থায় তাঁকে শ্বযি পেলেন। (বিবাহব্রহ্মসং বিপ উপস্প অন্তঃ)—পৃথিবীর কোণে লেহনশীল। দেখা যাক্, যে দৃষ্টি জাগায় নিঘণ্ট, অনুসারে 'সসের' অন্ন অর্থ সম্ভাবিত, সেখানেও আচার্য'বা 'দৃপিত' অর্থই গ্রহণ করেছেন। সায়ণ (কিন্তু যাক্ক নয়)

‘সম্বন্ধে’ বা সঙ্গমক্ষেত্রে।^১ এমনি করে তিনি সম্বন্ধ হন ঋতের উৎসে, আবার তাকেও ছাপিয়ে অবান্তর উৎসে।^২ তাঁর সম্বন্ধনের স্বরূপ প্রকাশ পায় দিব্য অশ্ব দধিরাবার আদিত্যাত্মমুখী অভিযানে।^৩

সমিধানের পর অগ্নির 'স্লিল ন', যার উদ্দেশ্য দিয়ে স্বক সংহিতার সূচনা [২১৪]

[illegible]

[২১৫] তু ঞ স ইদানো ষ্টেলনো গিরা ১৭৯১৫, ৩১২৭ ৭ ১৪, ৭৮৬ ১, সর্ম্মেশ
আগো সর্ম্মেশম (সোমেশম মনন করেছে সে ষ্টেটে ৪.২৫১১ ইন্ডের ষ্টেলন), ৫ ২৮১১
আপ্রোসহেও 'ষ্টেল' আশ্রম স্থান 'সর্ম্মেশম' পদে। ১১ ষ্টেড্' নি অধোবণা (যাক্সা) কমা
পূজাকমা বা (৭ ১৫৫), যার্ম্মন্ত নুশ্রুন্ত বধ'শ্রুন্ত পজম্মন্তীতি রা (৮ ১, স্মুর্ন্ত ১০.১১১।
আবার 'ষ্টেল ষ্টেটে স্মুর্ন্তিকমাগ, ইন্ডাটব্' বা (নি ৮৮।) < ১ যজ্ঞ দ, দকাবের অর্ধদ্য
পরিবণ, তবপত্র অন্তরঙ্গ, সর্ম্মি এবং শকাব্দ সম্প্রসাষণ ও দীর্ঘত্ব। আধুনিক সর্ম্মেশমের বৃহৎপতি
= IE *us* *prase* (with) *d* *us* *prase*) অশ্রমের বৈশাখ সর্ম্মেশমের বজ্রা
সর্ম্মেই আসে। যজ্ঞের অর্থই হল নিষ্কর গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে তাম্র সব আহঁতি সমুদ্র।
V ষ্টেড্' প্রধানত এই অর্থই সচিত্র করে। প্রাতিপদিক ব্যবহার ত অশ্রমিণী অশ্রম ষ্টেল

রাখতে হবে এই হল ঈলনের যথার্থ তাৎপর্য।^১ তার প্রেরণা তিনিই জাগান আমাদের 'ইল, স্পদে' নিষ্পন্ন হয়ে।^২ আর বিনা ইন্দ্রনেই জ্বলে ওঠেন প্রাণের গভীরে, বিপ্রেরা অধ্বরে যখন তাঁকে কবেন সন্দীপ্ত।^৩ দ্রব্যযজ্ঞ তখন রূপান্তরিত হয় জ্ঞান-যজ্ঞে, শবীর হয় যোগাগ্নিময়। 'ঈলিত' অগ্নি আর 'পবমান' সোম তখন এক সোম্য আনন্দচেতনার ধারাদেব সঙ্গে আধারে তিনি বিরাজ করেন এক গুজস্বা প্রবেগরূপে।^৪ যিনি গৃহাহিত ছিলেন, অচিন্তি আর চিন্তিব বিবেকরূপে মর্ত্যের চেতনায় তিনি তখন ধরা দেন—এই তাঁর ঈলনের সার্থকতা।^৫

তার পর ঈলিত বা চেতনায় স্পষ্টীকৃত অগ্নির আধান বা সাদন, ১২১৬। মূখ্য আধান হল গৃহাশয়ন হতে তাঁকে চেতনার 'পুরোভাগে' স্থাপন করা অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে নিত্য সচেতন থাকা। অগ্নি তখন আমাদের জীবন যজ্ঞের 'পুরোহিত'।^৬ দেবাত্তাবসিদ্ধিব জন্মা অভীপ্সার শিখারূপে অন্তরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব, আর সেই হতে উত্তরাযণের পথে তিনি আমাদের দিশাবী। তাই তিনি 'প্রথম পুরোহিত'।^৭ দেবতা আর মানুষের মধ্যে দূত বলে তিনি যেমন আমাদের পুরোহিত, তেমনি দেবতাদেবও।^৮ চেতনায় প্রাতিভসংবিতের উন্মেষ যখন সম্ভাবিত, তখনই তিনি আমাদের মধ্যে সমিদ্ধ হন, তাই তিনি 'উষার পুরোহিত'।^৯ তার পব থেকে সোম্য আনন্দের প্রত্যাশায় আমরা প্রতিনিয়ত তাঁকে ধরে বাঁধি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে, কিছুতেই আর তাঁকে আড়াল হতে দিই না।^{১০} তখন তিনি আমাদের পুর এতা ক্ষিপ্ৰগামী বধ যেন, নিত্য নৃতন।^{১১} তিনি দেবতাদেবও 'পুরোভাগঃ'।^{১২} সম্ভাভাষায়, তাঁর আধান যেন এক হিরণ্ময় জ্যোতিকে দিবা সুপর্ণেণ মধ্যে আহিত করা।^{১৩}

২১৬। সমস্ত হোতৃকর্ম সন্দীপ্ত অগ্নিগ্নির কর্তব্য 'অগ্ন্যাদান' তাই ব্রাহ্মণে একটি নির্দিষ্ট কর্ম। তার বিবৃতি পরে দেওয়া হবে। সংগ্রহ্য ভাবে প্রধান এখন এখন একই অর্থ সনন করা হচ্চে, অগ্নিযজ্ঞে যজ্ঞে সানন 'বহিঃ' তে ৬১।১৬ ১০। বা কৃষ্ণত্বণ, অধ্যায়দ্বিষ্টে জ্বলন্তে হু তস হ বা একস্যা যজ্ঞে বৈশ্বানরস্য উব এব বৈদম্ দেবানাম বহিঃ ৬১। ১৮।২। অপ্রীসক্বে বহিঃ অগ্নিরূপে চতুর্থ দেবতা। 'পুরোহিত' = পুরঃ ১ পা, মার্ক সামনে বখা হয় দিশাবীরূপে, 'নি পূব এন' দর্শিত ২ ১২, হু বজা যজ্ঞমাগা ব্রাহ্মণ পূবো দর্শিত ব্রহ্ম ৮.২২, 'ব্রাহ্মণ' ৮ পূবে দর্শিত বিদাভজনবর্ণণ পবাস্যোবসমগা নাস্য গুং তপসিনাম, তৎপ্রসূতঃ কর্মণি কুর্বাতি গৌতমস্মিন্ ৮ ১২-১৩, অগ্নিসক্রে যদি বর্ষসম্বৎসর অনর্জ ধবা যায়, তাহলে পুরোহিত তাঁর অধর্ষন তাঁকে ভেঙে তিনি একলা চলেত পাবেন না, হু অধ্যায়া হ বা এথ অগ্নিযস্য বৎ পুরোহিতঃ ব্রহ্ম ৭ ২৬।। ক্ষত্রে অগ্নিই বিধায় করে পুরোহিত হু ১।১ ১, ৪৮।১২, ১৩, ৫৮ ৩, ৯৮।৪, পুরোহিত্য দমে দমে ১২৮।৬, ৩।৩।২, ১১ ১, ৫।১১।২। ১ হু যজ্ঞস্য বেকুং প্রথমে পুরোহিতঃ অগ্নিঃ নবস্ ত্রিশস্তা সয়া ঈশ্বরে ৫ ১১।২। ১০ ৩। ২১৩। অবশ্য হু হিগচ্ছত ঈলিত সত ব্যজিনাম্ ১০।১২২ ৪। ১ হু যদ্ দেবানাম্ মিগমঃ পুরোহিতঃ হস্তো বায়াস দ্বতাম্ ১।৪৪।১২। ১১০ ১২।২। ১ হু অগ্নিং সন্মান্য দর্শয়ে পূবো জনঃ ৩।২ ৫ ১০ ১৮।৬ ৮ ১। ১৭৩ ১, ২১১। ১ হু অদ্যঃ যজ্ঞে ফাঁক দেওয়া যায় না। পূবো ব্রাহ্মণ অগ্নিব্ মানুষ্যিণাম্, তর্পণ বধঃ সদা নবঃ ৩।১১।৫, ১ হু ১।৭৬ ২। ১ পুরোহা অগ্নিব্ দেবানাম্ ১।১৮৮।১১, ১০ ১১০।১১ ১২৮।১। ল, পুরোহিত ইন্দ্র ১.৫৫।৭, ৬ ১৭।৮, ২৫ ৭, ৮ ১২।২, ২৫, বৃহস্পতির ৪ ৫০।১; বৃহস্পতির ২।২৮।৯, স্যামের ৮.১৮ ১২, ৯ ৬৬।২০, মিত্রাবর্ণের ৭.৬০।১২ ৬১।৭; ইন্দ্রাবর্ণের ৮৩।৪। আলাব অপ্রীসক্বে অগ্নি ও অদিত্যপত্নী দুটি দেবতা হোতাঃ 'প্রথম পুরোহিত' ৩।৪।৭, ১০।৬৬ ১৩ ৭০ ৭। অগ্নিব পুরোহনের মত আধারের গভীরে নিধানের কথাও আছে ১।৫৪।১১, ১৪৫।৫, ১৪৮।১, সমিদ্ধা অগ্নিব নহিতঃ পৃথিব্যমে ২ ৩ ১, ৩।২০।৮, ৫।২।৬, ৪ ৩, ৬।১৫ ৮, ১৫। ১ চন্দ্রম ইব সুবৃতং হ্রদ্র আ দধঃ ২ ২ ৪। অধ্যায়দ্বিষ্টে অধ্যাজোত্রে বিশ্বজ্যোতিতে রূপান্তরিত করা।

তারপর আধারে শূরু হল এই আহিত অগ্নির দিব্য কর্ম—যজ্ঞের সাধনা [২১৭]। এ-সাধনার সূচনা হয় ‘কেতু’ বা বোধির বলক দিয়ে। ‘অংহঃ’ বা ক্লিষ্ট চেতনার আবর্তে আমরা যখন আবর্তিত, দেবদ্রোহী অরতিদের দ্বারা আমাদের সব-কিছু কবলিত, নিঃপ্রাণ স্থাপদ্মে যখন মূখ ধুবড়ে পড়ে আছি মাটির ‘পরে, তখন অকস্মাৎ এই দেবতার কেতু উৎশিখ হয়ে জ্বলে ওঠে আমাদের মধ্যে, জাগিয়ে তোলে উদ্বেগের অভীশা—চলবার জন্য বাঁচবার জন্য, বিশ্বদেবের কাছে পেঁছে দেয় আমাদের প্রজ্বল আগ্রহ।^১ আমাদের উৎসর্গভাবনার সেইহতে শূরু, আর অগ্নি তার প্রজ্ঞাপক।^২ আর তাইতে তিনি প্রাক্তনী দ্যাবাপৃথিবীর দুটি সদনের মধ্যে ‘কেতু’ বা আলোর ইশারা,^৩ আর তার প্রভান্তে দুর্লোকের কেতু^৪ যজ্ঞের তন্তুও আতত রয়েছে এ-দুয়ের মধ্যে,^৫ আর তার আতনন অগ্নিবই সাধা,^৬ এমনি করে উৎসর্গভাবনায় সবার জীবনকে চিম্ময় করেন তিনি, তাই তিনি বিশ্বের কেতু।^৭

যজ্ঞ শূরু বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়, তা ‘বিদথ’ বা বিদ্যার সাধনা। তার মূলে রয়েছে ‘ধী’ বা ধ্যানচিন্তার প্রেষণা [২১৮]। এই ধী দেবতার প্রসাদ।^১ এই দৃষ্টিতে যখন

[২১৭] অগ্নির সংজ্ঞা তখন ‘যজ্ঞসাধু’, ‘যজ্ঞসাধন’। তু ঋ ১৭৪।১১, প্রথমঃ যজ্ঞ-সাধম্ ৯৬।৩, ১২৮।২, ১৭৫।৩, ৩।২৭ ২, ৮, ৮ ২৩।৯, যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্ তন্তুর্ন দেবেযু, আততঃ ১০।৫৭।২। ‘কেতু’ চিদ্র ‘প্রজ্ঞা’ ও ৯; < ১ কিং। ৬৫ দেখতে পাওয়া, চেতন হওয়া, তু ‘কেতঃ’, ‘চিহ্নিঃ’ ‘চৈতনম্’। বাণ্যবটী অশ্বকায়ের আলোর রেখা দেখার মত। ৩।২৩ ১৮তু ‘নাশ্ম’ (বিশেষত বহুবচনে, তু ১।২৪ ৭, ৫০।১, ৩, ৮ ৪৩।৫, ৯।৭০।৩), অধ্যায়দিশিতে তাই হল বোধির বলক যা রহস্যকে জানিয়ে দেয়। ক্ষুণ্ণ আলোর সঙ্গে দেহের যোগ ঘনিষ্ঠ—অহন্, অগ্নি, উষা, সবিভা, সূর্য এদের প্রসঙ্গেই শব্দটির বহুল ব্যবহার (তু ১।৭১।২, ৩ ৫৫।২, ৩.৬১ ৩, ৪।১৪।২, ৭।৬৩।২)। শূরু একটি জায়াগায় পতকার ধ্বনি আসে (৭।৩০।৩) তাছাড়া এ-অর্থ কিছু আর কোথাও পাওয়া যায় না। তু অগ্নির নিদ্রাশয়নঃ যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য কেতুঃ রূপতম্ ১০ ১ ৫ ‘তু উদ্বেগঃ নঃ পাহা অংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সন্ অগ্নিং দধ, কৃধী ন উপদীশ’ চরণায় জীবসে বিদা দেবেযু নো দুঃ ১.৩৬।১৮, পরেব বস্তু অথে পাহি নো অগ্নে বশসঃ পাহি ধুত্বং অবাবঃ (দ্র টী ২০১)। ‘অগ্নিঃ’ আদিবাক্তি (তু ৯ ১০৫।৬), অমাদেব মধ্যে রাজসী বৃষ্টি (তু ৯.১০৪ ২), বানিয়া শ্বভবঃ (তু ৩৫।১ নু অগ্নিং পণিৎ বৃকো হি যঃ ৬ ৫১।১৭)। ‘তাই স্বতে বহুজায়গায় তিনি যজ্ঞস্য কেতুঃ ১ ৯৬।৬ (১০৩.১), ১২৭.৬, কেতুঃ যজ্ঞানঃ বিদথস্য বিদ্যান সাধনায় সাধনং নিপ্রসো অগ্নিং মহযন্ত (মহিমময় করঙ্গেন) চিহ্নিভঃ ৩।৩।৩, ১১।৩, ২৯ ৫, ৫ ১১।২, ৬.২।৩, ৭ ২, ৮৯ ২, ১০ ১ ৫, ১২২ ৮, কেতুঃ অশ্বাবাগাম্ অগ্নিং ৩ ১০।৮, বিদথস্য ১.৬০ ১, অশ্বাবাগঃ চৈতনম্ ৩।৩।৮। ‘পূরণায় সম্মানেঃ কেতুঃ অন্তঃ ৩।৫৫।২ ‘তু ১ ২৭।১২ ৩ ২ ১৮। ‘তু ১০।১৩০।১, ২, দ্র টী ২০১)। ‘তাই তিনি যজ্ঞঃ আতনিতঃ ২।১ ১০। ৮ তু বিশ্বস্য কেতুঃ ভুবনস্য গভঃ (অন্তর্নিহিত, অন্তর্ধ্যায়ী, তু টী ১৯৬ ৩ মূল) ১০।৪৫।৬।

[২১৮] নিমন্ত ধী রত্ন। ২।১; দ্র টী ২।। তু ঋ যজ্ঞেন গাতুম্ অপদ্ব্যাবা বিদিতব মিত্যা হিন্মান্য উশজো গন্যামিণঃ যজ্ঞ দিয়ে পথ যজ্ঞ পেলেন উঠে। জন মাতা মাদাদের উঠিয়ে গিয়ে ধীকে (নিবন্তব, প্রেরণা দিয়ে ২ ২১।৫ ‘অপ’ প্রাণের দ্বারা বিদ্যাপি ১০ ১২৯ ৬; সত্রা হাব উজান)। আরও তু ‘আ তন্তুশ্ ছেদি বহতো ধিসং সো’ ধ্যানচৈতন্য বান্য করে ‘চান্নিছ আমি, তাব তন্তু যেন চিত্তে না যায় ২।২৮ ৫। যজ্ঞ বা উৎসর্গের ভাবনা একটি জন্য যাব ফলে ‘যানি স্থানানা’ অসজ্জত ধীবা যজ্ঞঃ ত্বানাস্ তপসাভ্য অপশাম্—‘যেসব স্থান সৃষ্টি করে যজ্ঞ ধ্যাননা যজ্ঞের আতনন দ্বারা তপস্যাব দ্বারা আমি তাদের দেখলাম ৮ ৫৯।৬। তু ‘তন্তুঃ ত্বানন্’ (অর্থাৎ যজ্ঞের নিবন্তব আহননে বজসো ভান্দুম্ অন্ ইহি প্রাণলোকের ভাতিত অনুসরণ কর) জে তিত্বাঃ পথো নক্ষ মিত্যা কৃতান্ ১০ ৫৩.৬। ‘নিবশ্ চিদ্র’ আ পূর্ণা জায়মানা বি জাগৃবির বিদথে শস্যমানা, ভদ্রা রশ্যাণ্ অজুনা রসান্য সেধম্ অস্ম সনজা পিত্তা ধীঃ—‘পূর্বোক্তনী এই ধী, দুর্লোক হতে জন্মান এইখানে নিত্যজাগ্রতা তিনি, বিদ্যার সাধনায় তার নিত্যশাসন, শূভ্রা

দেখি, তখন যজ্ঞ বস্তুতই 'দেবকর্ম'। যজ্ঞের ঋষিক্ দেবতা স্বয়ং, আমরা নই। আমরা সিম্ধু বয়ে আনতে পারি, আহুতির উপচার সাজিয়ে রাখতে পারি, এমন-কি পর্বে-পর্বে চেতনাকে সজাগ রাখতেও পারি; কিন্তু কর্মকে ধীতে রূপান্তরিত করে তাকে সিম্ধু করা, আমাদের আদিত্যাদ্যুতির তীব্র কামনাকে সার্থক করা, বাঁচার মত করে বাঁচার সামর্থ্য আহরণ করা—এ তো দেবতার সাধনা, অগ্নির অরিষ্ট স্থথার পরিচয়।^১ মর্ত্যের সোম্য আধারে সেই অমৃত দেবতাই যে বাজার মত নিষ্কল হয়ে আছেন বিদথের সাধনায় অতন্দ্র হয়ে।^২ অতএব মানুষের জীবনযজ্ঞে অগ্নিই দিব্য ঋষিক্।^৩ সব 'আর্ষিজ্য' বা ঋষিকর্ম তাঁরই—তিনিই হোতা অধর্য্ প্রশাস্তা পোতা নেষ্ঠা অগ্নিৎ এবং ব্রহ্মা।^৪ তিনিই যজ্ঞের নেতা এবং নিয়ন্তা, বৃহৎ অধর্যের ঈশান।^৫

অগ্নিই যজ্ঞের দিব্য ঋষিক্, সব ঋষিকই তিনি—তবুও তিনি বিশেষ করে 'হোতা' ২১৯। আমাদের দেবকাম হৃদয়ের অভীপ্সা তিনি, তাই আমাদেরই মত

তিনি, সুমণ্ডল বসন পরা, পিতৃপুত্র্যদের নিকট হৃদে লক্ষ্য নিভাজাতা সেই ধী আমাদের হ'ন ৩।৩৯.২ এইখানে সর্বশুদ্ধা সরসংগীণ আভাস পাচ্ছি।^৬ তু শক্কেম জা সিম্ধং সাধয়া ধিযঃ ভরাসধ্যৎ কৃণবামা হবীষীম হে চিত্তমন্তঃ পর্ণণাপর্ণণা বয়ম্, জীবাতবে প্রতবঃ সাধনা ধিমো হপ্নে সখো মা ধিযা বয়ঃ তব ১ ৪।৩৩, ৪। ৩ নি দুবেণে দ্র টী, ২১৩৩) অমৃতো মর্ত্যানাং রাজা সসদে বিদথান সাধনু ৩।১১৮। তু ১।১১১ দ্র টী ২০৩১। তু জম্ অগ্ন্যমৃৎ উত হোতাসি পূর্বাঃ প্রশাস্তা পে তা জন্যো জন্ম থেকো, পুরোহিতঃ, কিস্মা কিস্মী আর্ষিজ্য ধীং পূর্নাস ১।৯৬ ৬, তবানে হোত্রঃ তব গোত্রম্ ঋষিঃ তব নেষ্ঠঃ জম্ অগ্নিন্দ ঋতায়তঃ শেতকার্য্যং, তব প্রশাস্তঃ জম্ অধর্য্যাস ব্রহ্মা চাসি গতপতিশ্ চ নো দম ২।১১২ (১০.৯১।১০)। আরও তু ২ ৫ ১-৭ (Goldner বলেন, সপ্তম মন্ডলের ঋষিক্, অগ্নিৎ)। মোটে উপর ঋষিক্ সাতজন এবং তাঁদের সাধারণ সংজ্ঞা হল 'হোতা' (তু ৩ ১০।১৫, ৮।৬০।১৬, ৯।১১৬.৩, ১০।৩৫ ১০, ৬১ ১, ৬৩ ৭, ১২২।৪), যা আবার বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ দ্র টী ২১৯।) অষ্টম ঋষিক্ হলেন 'গতপতি' (২।১২, যজ্ঞের নেতা ২।৫১২, অধ্যায়াদ্যুতিতে ইনি 'অগ্ন্যহুতঃ পুরোহো জ্যোতিঃ ইন্দ্ৰাধ্যমকঃ' ক ২।১১৩ এবং সাতটি ঋষিক্ সাতটি শীর্ষ্য প্রাণ, দ্র টী ২১৫.) অগ্নি স্বয়ং, যিনি জন্যো পুরোহিতঃ (ক ১।৯৬.৬), জন্ম হতেই রাখছেন চেতনার পূর্ণাভাগে দিশারী হয়ে। তার সঙ্গে তু বৃহৎ 'অন্তর্যামী' ৩।৭। উদ্‌গাতার নাম এখানে নাই, কিন্তু অন্য আছে (ক ২।৭৩।২)। তু ২।৩৬ ৩৭ সূ. ১ 'নেতা'। তু. ২ ৫।২ (৩.১৫।৪), ১০ ৮ ৬, ৩।২৩।২, 'যন্তা'। ৩।২৩ ৩; 'ঈশান' ৫.১১।৪।

[২১৯। ঋতে কঠিং অন্য দেবতাব বেলায় প্রস্তুত। অন্য ঋষিক্দেরও এই সংজ্ঞা অস্তর্ভাব লক্ষণীয়। 'মম্বো হোতা' অগ্নির একটি বিশিষ্ট পরিচয় দ্র টী ১৮৬)। তু ক, অযম্ উ যা প্র দেবয়দ্ হোতা যজ্ঞায় নীয়তে, রথো ন যোব' (পথিকের) অতীর্বতো কণীপাঙ্ক জ্যোতির্ময়, তু 'যত'। চেততি জ্ঞান ১০।১৭৬।৩। অতীর্বতঃ তু, ১ ৭৬.৭ (আরও তু, হিরণ্ময় পাদ্রব স্বায় অপিহিত সত্যের মূখ ই ১৫) হোতার দোঁতা : ১।৫৮।১, ৪।৯।৮, দ্র ১০ ৯১।১১ টী ১৯৪। ১ বরেনা হোতা : ১।২৬।৭, ৫৮।৬, ২।৭৬, ৫।১৩.৪. ১; তার 'নিষাদন' : ৪।৬।১১, ৬ ১৬।১০, ৮।২৩।১৭, ১০।১২।১, ৪৬।১, ৫৩।২. ১। ৬।১৬।৯, ১ ১৩ ৪, ১৪।১১, ৮।৩৪।৮। তু ১।৩৬।১৯ দ্র টী ১৮৮)। অর্থাৎ মানুষ উদ্‌গৃহ্মণী অভীপ্সা নিয়েই জন্মায়, ১ উষা উরাস মনবঃ সর্বতী যদ্ ইন্দ্ৰম্, অগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন। অথ তাং দ্রুসং বিভদং চিচ্চকণং বিব্ আভরদ্ ইষিতঃ শ্যেনো অধর্যে, যদি বিশো বৃণতে দম্মম্ অর্য্য অগ্নিং হোতাবম্ অথ ধীর অজায়ত ১০।১১.৩, ৪। 'শ্যেন' দিব্য সুপর্ণ, বৈদ্যুতগ্নির প্রতীক। দ্রলোক হতে সোম আহরণ তার কাজ (দ্র ৪।২৬।৪-৭, ২৭ সূ.)। সেই সোম এখানে 'দ্রুস' বা অমৃতবিন্দু, কিন্তু অগ্নিময়। অগ্নিসোমের সহচারের বর্ণনা আরও অনেক পেয়েছি। এই মন্ডে পর্যায়ক্রমে অগ্নির বরণ, ধীর জন্ম, শ্যেন কতৃক অমৃতবিন্দুর আহরণ, অধ্যায়াদ্যুতিতে ঋষাক্রমে অভীপ্সা, প্রজ্ঞান, অমৃতচেতনা। তু. মেধাকারং বিদথস্য প্রসাদনম্ অগ্নিং হোতাবং পরিভূতমং মতিম্, তম্ ইন্দ্র অর্ভে হবিষ্য আ সমানম্ ইং তম্ ইন্দ্ৰ মহে বৃণতে নান্যং জ্ব ১০।৯১।৮, পরের মন্ডটীও দ্র। 'মেধাকার' তু অগ্নি 'মন্ডতা' ১০।১২।২; 'মেধা' < মনস্ + V ধা, মনসাধান, মন্যোযোগ, চিত্তের সমাধান, যোগের সমাধি। ১।১১।৫, ৬।১৬।২৩, ১।১২।১।

তিনি 'দেবয়দু' হোতা। উৎসর্গসাধনার জন্য তাঁকে যদি আমরা আহরণ করি, প্রজ্বল দীপ্তিতে আপনাত্তে তিনি আমাদের প্রত্যয়গোচর হয়ে ওঠেন—আমরা দেখতে পাই, তিনি যেন পৃথিবীর জন্য আলোর আড়াল-করা একখানা রথ。^১ মানুষের দত্ত হয়ে দেবতাকে এইখানে আহবান করে আনবার উৎসাহ তাঁর অশ্রান্ত।^২ আমাদের শূদ্র হোত্বরূপে তাঁকে বরণ করে নিতে হবে, আর তাঁর আসন পেতে দিতে হবে হৃদয়ের বোধিতে,^৩ যদিও অনাদিকাল হতে মনুই তাঁকে আমাদের মধ্যে নিহিত করে রেখেছেন এই রূপে।^৪ বিদ্যার সাধনায় যখনই মানুষ এই হোতার জন্ম দেয়, তখনই তার কাছে স্বলোকের আভাস নিয়ে উষা ওঠেন বলমলিয়ে; আর আৰ্যহৃদয় তিমিরনাশন হোত্ব-রূপে যখনই অগ্নিকে বরণ করে তখনই ধ্যানচেতনার জন্ম হয়, আর তাঁরই প্রেয়সায় বিহঙ্গম 'শ্যোন' বিপুল বিশ্ববতশ্চক্ষু সেই অমৃতবিন্দুকে বয়ে আনে অধরে।^৫ এই হোতার মত মানুষের মনকে আর কেউ ছেয়ে থাকতে পারে না; তিনিই তার মধ্যে মোঘার উন্মেষ ঘটান, তার বিদ্যার সাধনাকে সিদ্ধ করেন। তাই আহুতির উপচার অল্পই হ'ক আর বেশীই হ'ক, সমানে মানুষ তাঁকেই বরণ করে, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে নয়।^৬ এই হোতা 'কবিকৃতু', 'বিশ্রবেদা: আর আমরা একেবারে কিছই জানি না। দেবতার ষ্টে তাই আমাদের প্রমাদ ঘটে। দেবতাদের পথে আমরা চলি; যতটুকু পারি, নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। হোতা অগ্নি কিন্তু সব জানেন। তাই দেবযজনের ভার তাঁরই উপর, অধর আর তার ঋতুর ব্যবস্থা তিনিই করবেন, আমাদের সমস্ত প্রমাদের আপূরণও করবেন তিনিই।^৭ তাই হোত্বরূপে তিনি 'যজিষ্ঠ' বা যাজকদের মধ্যে অনুত্তম।^৮ তাঁর বহুলতম বিশেষণ, তিনি 'মন্দ্র'^৯ বা আনন্দোচ্ছল।

দেখলাম, অগ্নি যজ্ঞসাধন, তিনি যজিষ্ঠ হোতা। যজ্ঞের ফল যজ্ঞমানের দেবজন্ম। এই প্রজ্ঞান অগ্নি যেমন দেবযোনি [২২০], তেমনি আবার বীজপ্রদ

৩৬ ৩, ৫৫ ৭, বিশ্ববিদু ৫৪ ৩ । ১ তু আ দেবানাম্ অপি পশ্যাম্ অগ্নম্ যচ্ ছুর্য্যম্ তদ্ অন্ পাপোহ্ তন্ম, অগ্নিব্ বিশ্বান্ত্ স যজ্ঞে সেদু উ হোতা সে অধরাণ্ড্ স অহ্ কপয়াতি। যদ্ বো বয়ং প্রাণিনাম্ বৃত্তানি বিদুযাং দেবা অবিন্দুতাসাং, অগ্নিব্ টন্ বিশ্বম্ আ পূর্নতি বিশ্বান্ যোভিব্ দেবা ঋতুভিঃ কপয়াতি ১০।২।২, ৫। পরে ঋতুটিও দ্র, তু টী ২০৩ ১। ২১ ৭৭।২, ১২৮ ২, ২।৬.৬, ৪ ১.৪ । হোতা ও যাজক এক, তু নি 'হোতরং' জুহোত্রেৎ হোতে, জু উপবাজ ৭।১৫। ২২ টী, ১৮৬।

[২২০] দ্র অগ্নিব্ বৈ দেবযোনিঃ ঐত্তা ১.২২, ২।৩; তু শ ১২।৯.৩।১০। ১ তু ঋ ১০ ৫।৭, ব্যা ও পৃশ্নি যুগপৎ ৪।৩।১০। ২ বৃষভ < ১ ব্য্ 'বর্ষণ করা, করানো'। রপন্তর 'বসন্ত', কচিৎ 'বৃষণ' অগ্নি সোম বিশেষ করে 'বৃষা', যেমন ইন্দ্র 'বৃষভ' (তু ২।১৩)। 'যিনি বর্ষা-বর্ষণ করেন' এই যৌগিক অর্থেই প্রায়োগ যদ্বি উপমানের জীবতি নিত্যন্ত দল্লভ নয়, যেমন 'সহস্রজা' ৫।১.৮, 'জুবীর্ণী' ৫।২।১২, 'কবুদ্‌মান' ১০।৮।২, 'কনিজদ' ১।১২৮ ৩, 'রোদনীতি' ৪ ৫৮।৩, ১০।৮ ১। অগ্নি 'অবৃষ' বা অরুণবর্ষ 'বৃষা' এই পরিচয় কসে-কায়গায় আছে, উপমানের রূপ তাতেও স্পষ্ট (৩।৭।৫, ৫।১২.৬, ৬।৮।১, ৪৮।৬)। ব্যভের সঙ্গে বর্ষা-বর্ষণ ও গভীধানের অনুষণ - ১ ১৭৯।২, ২।১৬।৮, ৪.৪১।৬, ৫।৪১।৬, বৃষভঃ কনিজদদ্ দধদ্ রেভঃ ১।১২৮।৩, সহস্ররেতা বৃষভঃ ৪।৫।৩, ৩।৫৬।৩, ৫।৬৯।২, ১ ১।৩১।৫; তু ১।১।৩। ৩ তু স ঐং ব্যা জনমং তাস্ গভং স ঐং দিশ্যুর্গ' ধ্যতি তং রিহতি ২।৩৫।১০। 'অপানপাৎ' বৈদ্যুত অগ্নি, পরে দ্র। ৩ তু স্চেতলতি ধারা মধুনো ঘটস্য ব্যা রত্ন নাবুধ কাবোন ৩ ১।৮। ৩ তু বৃষণং ষ্টা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সম্ ইধীমহি, অগ্নে দীপ্যন্তং বৃহৎ ৩।২৭।১৫; তু পুর্বেই দৃটি ঋক্।

পিতাও। সংহিতায় এটি খেন্দু বৃষভের উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে : অগ্নি যেমন বৃষভ, তেমন খেন্দুও।^১ আধারে শক্তিপাত বোঝাতে 'বৃষভ' সংজ্ঞাটি দেবতার বেলায় বহুপ্রযুক্ত।^২ দেবতার শক্তিপাত আধারকে পুষ্ট অতএব সমর্থ করে, অগ্নি তাই 'বৃষভঃ পুষ্টিবর্ণনঃ'।^৩ সেই সমর্থ আধারে উচ্চলে-ওঠা প্রাণের ধারাদের মধ্যে বৃষা অগ্নি গর্ভাদান করে নিজেই জন্ম নেন 'অপাংনপাংরপে', তারপর আধারশক্তিদেব দ্বারা 'আপ্যায়িত' এবং হৃদয়ের আকর্ষণ দ্বারা সংবর্ধিত সেই শিশু অগ্নিই 'আবাব হন বৃষা'। তাঁর দিব্য সামর্থ্য এখন ঋষায় অমৃত আনন্দের জ্যোতির্ময় দাবা।^৪ আমাদের মধ্যে দেবতার জন্ম এখন আমাদেরও দেবতায় রূপান্তরিত করে আগুন যেমন ইন্দ্রনকে আগুন করে তোলে। দেবতার মত আমরাও তখন বৃষা : বৃষা হয়ে বৃষা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে চলি শাস্বত কাল ধরে আব ওঁব দুর্দ্বিতি ছড়িয়ে পড়ে বৃহৎ হয়ে।^৫ এই দিব্য সামর্থ্যই দেবাব্যক্তাবের স্বাভাবিক পরিণাম।

হোতা অগ্নির শ্লাঘ্যতম কৃতি, তিনি 'বৃষধা'। সব দেবতাই বৃষধা [২২১], কিন্তু

[২২১] সাধারণভাবে সব দেবতাই বৃষধা : তু ৩৮ ৬, ৭।৯।৫, ৩৭।২ বিশেষ করে রত্নধা অশ্বিন্য ১।৪৭ ১ ৪।৪৪।৪, ৫।৭৫।৩, ৭।৬৭ ১০, (৬।৯।৮), ৭।০।৪, ৮।৩৫ ২২-২৪, বাচংবাচ জরিত ব্রহ্মনঃ কৃতম্ নাসত্যো ১ ১৮২।৫, উষা ৬ ৬৫।৪, ৭ ৭৫।৬, ৮, ৮।১।৩; সবিতা ১।৩৫।৮, ২।১।৭, ৩৮।১, ৪ ৫৪।১, ৫ ৪৮।৫ (অনিবৃত্ত), ৪৯।২, ৮২।৩, ৭ ৩৮।১, ৬, ৪০।১, ৫২।৩, ১৩ ৩৫।৭, ৬৭ ৫।৯২।১ ৬।১৩।২, ৭ ৩৮।১, আদিত্যগণ ১।৪১ ৫ ৬ এরা সবাই দৃশ্যস্থান দেবতা। অস্তরিক্ষস্থানদের মধ্যে রত্নধা : রত্ন ৬।৭৪ ১।সোমের সপ্তো), মরুদগণ ১০।৭৮।৮ বৃষ্পাত ৩ ৬২।৪, হস্ত ৪ ৪১।৩ (বরুণের সপ্তো), ৬ ১৯।১০, ৭।২৫।৩, ৮।৯৫।৯। জুলোকে অগ্নি ছাড়া রত্নধা দাবাপাথিবী ৭ ৫৩।৩, সিংধুরা তু সজোমস আদিত্যঃ মাদমধং সজোমস ঋতং পরতোভঃ, সজোমসো দৈবেনা সবিরা সজোমসঃ সিংধুরী রত্নোভঃ ৪।৩৪।৮ ('ঋতু' পরে দ্র, রত্নধা সিংধুর সপ্তো তু ত্রিণোদা অগ্নি, সিংধু নড়ীবাহী প্রণপ্রবাহব প্রতীক, যেমন পরিত স্তম্ভ এবং উৎস্রগ যানচেনোর প্রতীক, তু ছা ৭।৬।১, ঋ ৩।৫৪।২)। এছাড়া রত্নধা হলেন ত্বষ্টা ১ ১৫।৩ এবং স্যাম্পদ্বীবা (দিব্যাশক্তিবা) ৪।৩৪।৭ (পরেব ঋতু দ্র)। অগ্নি যখন রত্নধা তখন সোমও রত্নধা হলেন, এ প্রতীক্ষিত, ১ ৩ ৬, ৮৭ ৪, ৫৯।১, দেবেরু রত্নধা অসি ৬৭।১৩, ৮৬।১০, ১০।১২, আ রত্নধা যোমাম্ ঋতসা সীদস্ উৎস্যা দেব হিণ্যকঃ ৯ ১০৭ ৪; দমোদরে সপ্ত রত্না দধামা ৬।৭৪।১ (বৃহদেব সপ্তো)। বরাদেবের মতে ঋতুরা বিদেশ করে রত্নধা : ৮ ৩৪।১, ৮, ৬, ১১, ৩৫।১, ২, ৮, যং তৃতীয়ং সননং রত্নগায়ং কৃণুধুম্ ১ ১ ৩, ১ অবার ৩৪।৭ সোমযাজী৩৩ তাঁরা একুশটি বর আঁত বরেন ১২০।৭ (এই উপসংক্ষেপে তাঁদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রও 'বৃষধাতম' ১)। ঋতুর মর্ত্য মানব হয়েও অমৃত্যু লাভ করেছিলেন (১ ১১০।৪)। সোমযাগে তাঁরা সোমপান করেন তৃতীয়াসবনে অর্থাৎ যাদের শেষ পর্বে। তাইলে যাদের ফল হল 'রত্নলাভ'। তাছাড়া অশ্বিন্য 'বাজরত্ন' ৪।৯৩।৭, ঋতুরাও ৪।৩৪।২, ৩৫।৫, সবিতা 'সুদ্রত্ন' ৭।৮৫।১, ত্বষ্টাও ১৩ ৭০।৯; উষা 'রত্নভাক্' ৭।৮১।৩; যজ্ঞমানও সবিতার প্রসাদে 'বৃষী' ৭।৪০।১, 'সুদ্রত্ন' ৭ ৬৭।৬, ৮৪।৫, ৮৫।৫, ১০।৭৮।৮, নারীরা 'সুদ্রত্না' (সাধারণ অর্থে) ১০।১৮।৭। ১১।১ ১, ৫।৮।৩, সংজ্ঞাটির আরেকটি মাত্র প্রয়োগ ঋতুর উল্লেখিত স্তোত্রের বেলায় ১।২০।১। অগ্নি 'বৃষধা' ১ ১৪৪।১, ৪৪১।১০, ৫৭ দেবঃ সবিতা বৃষধা অসি ২।১।৭, ৩।১৮।৫, সুদ্রীসং স্পন্দং দধাতু রত্নম্ অমৃত্যুং জাগ্রতিঃ (অম্ব - গুজঃ ১০।৭৩ ১০।২৬।৩, ৪।২।১৩, ১২।৩, ১৫।৩, ৬।১৩।২, ৭।১৬।৬, ১২, ১৭।৭, ৩।২।১১, ১০।১১।৮)। আবাব অগ্নি 'অরিবত্ন' ১।১৪১।১০। অবশ্য 'রত্ন' উপমান, তার সামান্যদূষণ হল আলোর জ্বলন্ত বর্ণা। সূত্রায় উপনিষদে যা 'প্রজ্ঞানখন' বা 'বিজ্ঞানখন', বেদান্তে 'চিদখন', তাই 'রত্ন'। এইসঙ্গে প্রতীক হিসাবে তু 'রত্ন' এবং 'মণি'। খুব সম্ভবত পূর্ব 'রত্ন' মূর্ত্তা-সমূহ হতে তোলা। অস্তরিক্ষ আর দুইই সমুদ্ররূপে কল্পিত, দুইই ব্যাস্তধর্মী। রত্ন তাহলে এই প্রমুখ চেতনার ঘনীভূত দীপ্তি, তু 'অস্তি দেবা অংহরা' উর্ব্ অস্তি রত্নম্ অনাগসঃ, আদিত্যা অস্তুভৈনসঃ"—হে দেবগণ হে আদিত্যগণ, যে নিবজ্ঞন, যার মধ্যে পাপের সম্ভাবনা নাই, তার জন্য আছে ক্রিয়তা হতে বৈপুল্য, আছে রত্ন (৮।৩৭ ৭)। এখানে ক্রিয়চেতন্য হতে বৈপুল্যে মূর্ত্তির কথা পাচ্ছি, যা ব্রহ্মসত্ত্বাবের লক্ষণ; দেখছি সেই নির্মলতাত্ত্বি রত্নের

ঐদের মধ্যে অগ্নি হলেন 'রত্নধাতম'।^১ 'রত্ন' অমৃতচেতনার দীপ্ত, উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞানঘনতা।^২ আলোকলমল উষারা ঐদের প্রথম রত্নচ্ছটা আকাশে যখন বিছিয়ে দেন,

স্বাৰ্ভাব। আর 'অগ্নি' হল মূল্যবান পাথর, তার আকর পৃথিবী। সুতরাং তা পার্থিবচেতনার প্রতীক বলে অসুৰভোগ্য। তু ১৩৩.৮, সেখানে অসুৰদেব বলা হয়েছে 'হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভম্যানাঃ', কিন্তু ইন্দু সূর্যের আলোয় ঝলমল, লক্ষণীয়, তন্মেষ রত্নপ্রাপ্তি 'অগ্নিপূর', যা প্রাকৃত সূর্যের আকর। আগের দৈবেদ্য, দুস্থান দেবতাবাই বিশেষ করে রত্নধাতম—অগ্নিদেব হতে ভগ্ন পর্যন্ত আবার তাদেব মধ্যে সবিভা রত্নধাতমপে নির্গত, তার আবির্ভাবে তখন পৃথিবীর আট দিক চিন মনুষ্যপুত্র আর সপ্তর্ষিগণ্ডু ঝলমলিয়ে ওঠে' (১৩৫.৮), আবার 'রত্ন' চেতনায় দেবতার আবেশ (দেবভক্তম্ ৪।১।১০), অকাশের আনোর আবেশ (দেবভক্তম্ ৪।১।১৮; ভক্ত < ১ ভক্ত.। ভক্ত, ভক্তে ৭.৮, 'আবিষ্ট হওয়া—মৌলিক অর্থে'; সুতরাং 'ভক্ত' দেবাবিষ্ট দ্র 'ভগ্ন', 'কোথাও 'বহু' আলো (দুশ্মন' ৭।২৫.৩ 'বসু' ১।৫১.৬, ৩।২।১১, ১০।১১.৮, 'রোচনা' ৮ ৯৩।২৬ (Geldner এর মতে অগ্নির উক্ত), কোথাও-বা আনন্দ (ময়ঃ ৭ ৮।১৩), কোথাও অগ্নি স্রোত 'প্রবিণ' ১।৯৮।১৪, ৪ ৫ ১২.। একজায়গায় (১০ ৩৫।৭), বহুকে বলা হচ্ছে রত্নধাতম বিহীন 'শ্রেষ্ঠ বর্ণনা ভাগ', এখানে 'বর্ণনা ভগ্নের' (৩ ৬২।১০) ধূনি সুপপট। রত্নের এই বিশেষণগুলি লক্ষণীয় - রত্ন সুবীৰ্য' (৭।১৬।১২), বীৰবৎ (৭।৭৫।৮), অতএব গোষ্ঠিৎ এবং অশ্বজৎ (৯।৫৯।১, তু অশ্ববৎ বীরবৎ ৭।৭৫.৮), বর্গজৎ (আনন্দের জেতা ঐ), প্রজারৎ (সন্তান বা আবিষ্কৃত অনুবর্তি আছে যাব ৩ ৮ ৬, ৮ ৫৯।১), অমৃত (নিটোল ৭.৩৭।২)। এই বহুকে পেতে হলে ঘূমিয়ে থাকলে চলবে না (তু ১ ৫৩।১), কেননা দু'লোক ভুলোকে স্বধার আড়ালে সে লুকিয়ে আছে (৯ ৮৬।১০), সুতরাং তার জন্য জাগ্রত চিত্তের উপাস্য চাই। তু. ৩ ২৬।৩, ২৮।৫। রত্ন তাইই জন্য যে 'বিশং' বা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আগ্রহী। তু ৪ ২।১০, ১২.৩, ৩ন ৬, ৬৪ ৪ ৬.৫৫.৩, ৬, ৭.১৬।১২, ৭৫।৬ রত্ন লাভ হয় প্রেম দিয়ে অগ্নির পূর্বচর্চা করলে (সপ্তর্ষিগণ প্রমস্যা ময়ঃ রত্নম্ ১।৫৮।৭ ৩।৫৪।৩, অতঃপর 'পৃথ' পিতৃগণ সোমকে দিশাধী করে রত্নলাভ করেছিলেন দেবতাদের মধ্যে গিয়ে। তু তব প্রণীতী পিতরো ন ইচ্ছা দেবেম্, রত্নম্ অভ্যজতঃ শীতঃ ১।৯১।১।। সোম যখন যজ্ঞমেনে শীত্রে মাজনার শ্বাবা নির্মল করেন, তখন তাঁর হৃদয়েই তাব অবশিষ্টেই হৃদয়ে রত্নের আবির্ভাব হয় (বিপ্রায় রত্নম্ উচ্চতি যদী অমৃতজাতে ধিয়ঃ ৯ ৫৭.৪, তু, ধী 'বাজরত্না' বা বজ্রদীপ্তিতে ঝলমল ৬।৩৫।১, ৯ ৪৭।৪; 'পৃথ' দেবতা সর্বস্বতী রত্নধাতম তার সন্তন 'সুস' ৫৫ স্তনঃ শশয়ে যো ময়োভূৎ যেন বিপা পুণ্যাসি বাসগণি যো রত্ন রত্নস্বিন্দুঃ যঃ সূদন্তঃ সর্বস্বতী তন্ম ইহ ধাতয়ে কঃ—এমার যৈ স্তন উচ্ছল যা আনন্দময়, যা দিয়ে পুটে কব যত বর্ণনা সম্পদ, যা নির্মিত করে রত্ন আর খুঁজে পায় আলো, যা স্নজ্জনে ঢেলে দম্য হে সর্বস্বতী, এইখানে তাকে বাড়িয়ে দাও পানবর জন্য ১।১৬৪.৪৯।। রত্ন লাভেব চরম ফল 'দেবভাতি' (তু ১।১২১.১০, ৪. টী ১৯৬.১) এবং 'সর্বভাতি' (তু ১০.৭৪।৩, ৪ টী ১৯৫.১)। বহুদেব নির্বৃত্তি সূনিষ্ঠিত নয়। নিচ তে 'রত্ন' ঘন (২.১০), যাস্কর মতে 'রত্নগায়' বলে রত্ন < ১ রত্ন, নি ৭।১৫। Geldner অর্থ করেন 'জয়লক্ষ্য সম্পদ' ('স রত্নগায়' বা 'দীক্ষণ', (Belohnung)। কেউ বলেন দানার্থক V রা হতে রত্ন, কেউ কেউ তুলনা করেন, IE *rent-, rut-, Irish rūt 'thing'* এর সমস্যা। কিন্তু < ১ স্ব > তু ১ 'রত্ন'। ০ স্ব প্রত্য অগ্নির উপাস্য অগ্রম্ অথাদ্, বিভাতীনাং সূমনা রত্নসেযম্ ৪ ১৩।১। পরের দুটি চরণে অগ্নিবন্দ্য এবং সূর্যের কথা আছে ভাবিও রত্নধাতম। "তু অশ্বৌ রা অথব ককুভঃ পৃথিব্যাম্ ঠী ধম্ব যোজন্য সন্ত সিঞ্চনু হিরণ্যাক্ষঃ সবিভা দেব আগাদ্ দধদ্ রত্না দাশ্চয় রায়গণ ১।৩৫।৮, সবিভার প্রভাসে আকাশের মৌক্তিকচ্ছটার নীচে পৃথিবীর সূন্দর ছবি। সেই ছটা নেমে আসে তার মধ্যে, নিজেই যে সপ্তপে দিতে পারে তার কাছে। ০ তু ৩।২৬।৩; ০ তু যৎ তে শূকং তন্মো বোচতে শূচি তেনাশ্চভাং ননসে রত্নম্ আ স্বম্ ১।১৪০।১১ (V বনু 'ছিনিয়ে আনা', তু. ৩।১। ০ ত্রিভিঃ পরিবৈত্ অপরোদাধা অকং হৃদা মতিং জ্যোতিত্ অন্ম প্রজানন্, বর্ষিষ্ঠং রত্নম্ অকৃত স্বধাতিত্ আদ্ ইন্ দাবাপৃথিবী পৰ্য অপশাৎ ৩।২৬.৮, 'পরিব' যা দিয়ে পুত করা যায়, পাবক, শূদ্রের সাধন তারা অগ্নিরই তিনটি রূপ—পৃথিবীতে অগ্নি, অস্তরক্ষে বিদ্যুৎ বা বায়ু, এবং দু'লোকে সূর্য। তাদের আবেশ দেহ হবে অগ্নিস্রাব, প্রাণ বিদ্যুৎময় আর মন জ্যোতির্ময়। 'জ্যোতি' হল লক্ষ্য, তাতে পৌঁছবার সাধন হল মন হৃদয় এবং প্রজ্ঞানের বৃত্তি। 'বর্ষিষ্ঠ' বহুতর সঞ্চে তু পতঞ্জলির 'ধর্মযোচ'। সিদ্ধির শেষ পরিণাম বৈশ্বানরের সর্বসাক্ষ্য। ০ দময়েম সন্ত রত্না দধানঃ ৫।১।৫, তু ৬।৭৪।১ (সোম রত্নঃ); শৌ ৭।২৯।১ (অগ্নি-বিকৃৎ; এটি সর্বদেবতার প্রত্যাহার ঐরা ১।১)। আবার একুটি রত্ন স্ব ১ ২০।৭। তু. বোধ্য 'হিরত্ন'। ০ তু অথবা দেবেব্ অধরৎ বিপন্যয়া ধা রত্নতম্ অমৃতেশ্চ জাগ্রিম্ ৩।২৮।১।

অগ্নি ওখন প্রসন্নমনে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে : এই দীপ্তি তাঁকেও ফোটাতে হবে সুকর্মার আধারে। তারপর আসেন হিরণ্যাক্ষ সবিতৃদেব; তাঁর দৃষ্টিতে ছান পৃথিবীর আটটি দিগন্ত, ষোড়শব্যাপী তিনটি প্রান্তর, সাতটি সিংহ : যে দিয়েছে, তার মধ্যে নিহিত করেন বরণ্য রত্নবাজি।^{১০} তখন অমৃতদেব মধ্যে নিত্যজাগ্রত বৈশ্বানরও সন্নিপ্ন হয়ে তার মধ্যে নিহিত করেন রত্নের দীপ্তি : বাইরের আকাশ আর অন্তরের আকাশ তাতে এক হয়ে যায়। তাঁর তনুতে যা শূদ্র যা শূচি, তাই দিয়ে আমাদের মধ্যে রত্নচ্ছটা ফোটান তিনি আঁধারকে পরাভূত করে।^{১১} অপরূপ তাঁর ক্ষুরস্তা : তিনটি 'পবিত্র' দিয়ে পবিত্র করেন তিনি গানের শিখাকে হৃদয়ের প্রজ্ঞান দিয়ে জ্যোতিরনুগামী মনকে জেনে; অজস্রনির্ম্মিত রত্নদীপ্তির সৃষ্টি করেন স্বপ্রতিষ্ঠার বীৰ্য দিয়ে, তারপরেই তাঁর দৃষ্টি মেলে দেন দ্ব্যাব্যপৃথিবীর 'পরে'।^{১২} এমনি করে প্রতি আধারে সাতটি বস্তুকে নিহিত করেন তিনি চেতনার সাতটি ভূমিতে।^{১৩} অধরূপের সাধনাও ওখন রত্নদীপ্ত হয়ে, অমৃতদের মধ্যে নিত্যজাগ্রত থেকে পেঁচায় দেবতার সান্নিধ্যে তাইতে তার শ্লাঘ্য সার্থকতা।^{১৪}

ঋকসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটি ধরে অগ্নির দিবাকর্মের বা যজ্ঞ-সম্পর্কের মোটামুটি একটা বিবৃতি দেওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ গুণ ও কর্মের আলোচনায় তাঁর সাধারণ পরিচয়ও এইখানে শেষ হল। তারপর আমাদের আলোচ্য অগ্নির

২ জন্মরহস্য

দেবতা স্বরূপত অজব এবং অমৃত, কিন্তু তাঁর জন্ম আছে বৈদিক ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য প্রাণধানযোগ্য। বস্তুত দেবতা নিত্য, তাঁর জন্মও নাই মরণও নাই। কিন্তু আমাদের গৃহস্থায়িত থেকেও সাধনার ফলে আমরা মধ্যে যখন তিনি 'আবির্ভূত' হন, তখন তাই তাঁর 'জনিম' বা জন্ম। [২২২]। এই আবির্ভাব যদি বিদ্যুৎের মত

[২২২] হু মহাজনের উক্তি 'নির্নাসিন্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সধাঃ' রূপগোষ্ঠায়ী, 'ভক্তিবসামুত্তিসিন্ধুঃ' ১.২ ২ ঋতে সোমের জন্মসম্পর্কে পাই 'সং দক্ষিণ মনসা জায়তে কবিত্বং তস্য গর্ভো নিহিতো যস্য পবঃ, যুনা হ সন্তা প্রথমাঃ নি জঙ্ঘতু গৃহা হিতং জনিম নেমাম্ উদাতম্'। যজ্ঞমানের দক্ষ মনের সঙ্গে সঙ্গ হন (এই) কবি, (যিনি) ঋতের ভ্রূণরূপে নিহিত ছিলেন যুগলের ওপরে দুটি যুবা আবির্ভূত হয়েই প্রথম (তাকে) জানতে পেয়েছেন বিশেষ করে: গৃহস্থায়িত (তাঁর) জন্ম আধারনিই প্রকটিত [দক্ষ মন] সঙ্কল্পে সমর্থ, তাই দেবদর্শন তার পক্ষে সহজ হয় হু প্র ৮।৫। 'ঋত' বিশ্বের আদিবধান (হু ঋ ১০ ১৯০।১, ধর্ম ৯০ ১৬), সোম বা অমৃতচেতনা সেইখানে গৃহস্থায়িত, সৃষ্টির মূলে অনন্দ। 'সম' অশ্বিনযুগল (হু ২।৩৯।২, ৩.৩৯।৩), তাইই প্রথমে আতর্কণ দধাজু, ঋষি হতে মধুনিদা বা সোমবহসা লাভ করেছিলেন (দ্র ১।১১৬ ১২, ১১৭ ২২; হু বৃ ২ ৫।১৫ ১৯), তাইই 'দুটি যুবা', অন্তর্বিষ্কর ওপরে দ্ব্যস্থানদেবতাদের প্রথম, দিব্যচেতনার আদিম উন্মেষ। সোম্য আনন্দের আধারনি ঢাকা থাকে লোকোক্তবে, আধারনি উগাল ওঠে এইখানে (হু ১।৮৪ ১৫, দ্র টী, ১০৬।) ৯ ৬৮।৫। হু মুর সেই মতঃ পদ যা 'গৃহাটব' হয়েই 'আকঃ' ২.২ ১ আরও হু ঋ দশ ক্ষিপঃ (অগ্নীল) পূর্বাং সম্ (তাকে) অজীজনন্ (জন্ম দিল) ৩।২৩।৩ বামদেব, 'গর্ভে নু সম্ জন্ব' এষাম্ অবেরদ অহং জনিমানি ব্রহ্মা' অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়েছিল (দ্র ২৭.১, তাই তন্ত্রের ভাষায় তিনি 'যোগিনীভূ'; দ্র গী ৪।৫, ঐউ ২।৪।৫। এই উন্মেষই দেবজন্ম। 'জনিম' < V 'জনি' প্রাদুর্ভাবের। হু কে. ৪।৪, ঋ ১।১৬৪।২৯ দ্র টী ৪৪,

ক্ষণস্থায়ীও হয়,^২ তবুও তা তাঁর নিত্যস্বরূপকেই আন্নার অনুভবগোচর করে। তাই বেদের দেবতা 'জাত', কিন্তু অমৃত।^৩

অগ্নির জন্মকে অধিযজ্ঞ অধিলোক অধিদৈবত এবং অধ্যাক্ষ এই চারাদিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রত্যক্ষত অগ্নি যজ্ঞসাধন, তাই তাঁর অধিযজ্ঞ জন্মের কথাই আগে হ'ক।

যজ্ঞে অরণিমন্ত্রনে অগ্নির জন্ম প্রত্যক্ষ। এই মন্ত্রনের কথা আগেই বলেছি [২২৩]। তাই এই জন্ম দিনের পর দিন,^৪ অন্তরে-বাহিবে দিনের আলো ফোটবার আগে, উষাসানন্তের রহস্যলোকে, দেবকামের চোখে আদিভাদ্রদ্যুতির প্রত্যাশা জাগিয়ে।^৫ এই অধিযজ্ঞ জন্মে উত্তরারণি এবং অধরারণি তাঁর পিতা এবং মাতা, তাদের মধ্যে তিনি নিহিত আছেন বহু গর্ভিণীতে সুনিহিত একটি ভ্রূণের মত।^৬ দুটি অবণি হতে জন্ম বলে অগ্নির এক নাম 'দ্বিব্রাতা'।^৭ কিন্তু মনে রাখতে হবে, অরণি-মন্ত্রনে অগ্নির জন্ম দেওরা ব্যাপারটি শুধু কায়সাধ্য নয়, ধ্যানসাধ্যও বটে।^৮

^২ তু বেদান্তের সিদ্ধান্ত অবিদ্যার আদি নাই, কিন্তু নাশ আছে, তেজসি বিদ্যার আদি আছে, কিন্তু নাশ নাই। অতএব এই তথ্যকথিত 'আদিহ' অমরদের প্রত্যাভিজ্ঞা মাত্র।

[২২৩]। দ্র টী ২০৫, ২০৬ ও মূল। লক্ষণীয়, মন্ত্রনে হতে অগ্নির জন্ম অধিযজ্ঞদ্যুতিতে বর্ণিত হয়েছে যা ৩২৯ সূত্রে, তাই বাস্তবিক বিবৃতি পাই ৩১৯ সূত্রে আর এই দুটি সু হল তুয়া মন্ত্রনের আশ্রয় উপমন্ত্রনের অন্তে এবং আদিত্যে। অর্থাৎ আগে ভাবনা 'তানপব তদেক আশ্রয় কবে কর্ম' (দ্র টী ২ ও মূল)। ^৩ তু দিব্যদেবে জায়মানস্য দম্ব (হে তিমিরনাশন) ২ ৯১৫, দিব্যদেব দ্বিজ্ঞা জাগাদীভিঃ ৩১২৯১২, 'তম্ অর্বেতং ন সানাসিম্ অর্বেতং ন দিব্যে শিসাম্, মম জ্যৈষ্ঠ দিব্যদেবে' তিনি (ইষ্টার্থ)। জিনিয়ে অন্য অম্ব যেন, যেন দাদলোকের অবণ শিশু (তু সোমের বর্ণন ৯১৩৩১৫, ৩৮১৫), তাকে তারা মার্জন কবে দিনের পর দিন ৮ ১৫ ৬। অন্যও তু এত তে অগ্নে জনিমা সনানি (চিবন্তন), প্র পূর্বায নৃতানানি দেভ্যম্ ৩ ১ ২০ অগ্নির জন্ম যেমন প্রাক্তন ও চিবন্তন, তেজসি নিতান তন, সানিও তিনি সগার প্রাপ্ত ভাবী। ^৪ তু অগ্নিম্ অচা দিক দেবগতং মনাসি চক্ষুষ্যৈব সর্গে সং চর্যন্ত, যদু (যখন ঐং একে) সুবাত উষসা (উষা) এবং নত। ঐরূপে কেননা একজন আলো, আরেকজন কালো) শ্বেবতো শাজী জয়াতে তাগ্র অশ্রাম ৫ ১ ৮ অগ্নিজ্যোতির স্বর্ভজ্যোতিতে পরিণমনের ধ্বনি সুপতং: আশ্রিত তনই বিস্ফলবিত হয় বিস্বচেনো। উষা যৈ-অগ্নিদেক প্রসব করেন ত্রিণি মিত্র, আর নত বা বাতি যে অগ্নিদেক প্রসব করেন ত্রিণি বসুণ। বসুণের অবাঞ্ছ জ্যোতি হতেই আনব পূর্বাগ্র মিত্রের ব্যক্ত জ্যোতীব্রূপে তাঁর আনির্ভাব শ্বেত অশ্বেব মত (তু ৫.৩ ১, দ্র টী ২০৭ ও মূল)। উপনিষদের ভাষায় একটি সঙ্ক্টিতর চেতনা আরেকটি অসঙ্ক্টিতর, দুয়ের মধ্যের লক্ষণীয় (তু ১০ ১২৯ ৮ পং ১৮৯)। ^৫ তু ৩১২৯১২; দ্র টী ১৭৯২, ২১৭২ ল বহু গর্ভিণীত একটি ৫৭, আরও তু ১১৭০১৩, ৫১১১১৩ (দ্র টী ১৮৬২), শেষ (শেষ আত্ম) বনস্, কাঠে ইক্ষণ; কামরাস। মাত্রাঃ সং জা মর্হাস ইক্ষতে ৮৬০১১৫ (সব কাঠই আগুন আছে এবং সতীশাসপূর্ণ দেবতা অগ্নির জন্ম হয় অগ্নিহুই, তু শ্বেব ১১৮৬, ১০৭৯১৮, ১১৫১১ আরও তু 'দ্বিজন্মা' (দ্র টী ১৯৯১), ১ ১৮৯ ৮, ৫। অরণিমন্ত্রন করতে হয় দু'হাতে-দশ আঙুলে সুতরাং তারাও অগ্নির মাতা (দ্র ১.৯৫১২, ৩১২৩১৩, ২৯ ১৩ ৮৬ ৮)। তারা পরস্পরের বোন (স্বসারঃ)। ^৬ তু অগ্নিং নরো দীর্ঘির্ভিত্তির্ (ধানাভ্যাস দ্বারা) অগ্ন্যায়া হস্তচূতী (হাত চালিয়ে) জনযন্ত প্রশস্তম্, দবেদংশং গৃহপতিম্ (তু ঐ ৫) অগ্নাস্মৈ (সংবরণ, অগ্নির আরেক সংজ্ঞা: তু 'অগর্শা', আর অথর্ > আতশ্ 'আগুন', নি, 'অতনব্রতম্' < 'অত্' 'চলা', তু 'অতিথি' ৫১১০) ৭১১১, ৩১২৬১১ (দ্র টী. ১৭০৭)।

আবার অরণি একটুকরা 'বন' বা কাঠ, তাই অগ্নির আরেক নাম 'বনে-জাঃ' [২২৪]। একজায়গায় অধারারণিক বলা হয়েছে 'বনা' 'সুভগা' বা চিদাবিষ্টা হয়ে সে জন্ম দেয় 'বিরূপ' অগ্নিকে।^১ কাঠে আগুন আছে, অরণিমন্থনে তা জ্বলে ওঠে এবং সমিধ্ আশ্রয় করে বেড়ে চলে; তাই বনের সঙ্গে অগ্নির যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু 'বন' শব্দটি বস্তুত শ্লিষ্ট, তার মধ্যে কামনার ধ্বনি আছে। অগ্নি যখন ছোট ছোট কামনার বন পুড়িয়ে ছারখার করেন, তখন তিনি 'বনেষাট্';^২ আবার তাদের অভীপ্সায় রূপান্তরিত করে যখন উদ্ভবশিখ করেন, তখন তিনি 'বনস্পতিঃ'।^৩ কামনা জীর্ণ না হলে, তার রস না মরলে আধারে আগুন জ্বলে না; কিন্তু তার পলেই দেবতার আবির্ভাব হয় অজর অমৃত জীবনরূপে।^৪ তপশ্চর্যার ভাবনা এসেছে এই হতে এবং এইজন্য বেদে অগ্নি বিশেষ করে তপোদেবতা।^৫

অগ্নির এই অধিষ্কৃত জন্ম হতে আসে তাঁর অধিলোক জন্মের ভাবনা। যজ্ঞ বিস্বভূবনের নাভি বা প্রাগকেন্দ্র, যজ্ঞের বেদি পৃথিবীর পবন অন্ত বা সীমা [২২৫]। আর উত্তরবেদিতেই দেবতা অগ্নির প্রত্যক্ষ পার্থিব জন্ম। একজায়গায় বলা হচ্ছে, 'অগ্নি প্রথম জন্মালেন দুলোক হতে, তারপর আমাদের থেকে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম জাতবেদোরূপে।'^৬ তখনই তিনি আমাদের 'সহসঃ স্নদুঃ' বা উৎসাহসের পরিণাম যা পথের সমস্ত বাধাকে পরাভূত করে; তিনি আমাদের 'উর্জো নপাৎ' বা অন্তরাবৃন্তির সেই সামর্থ্য হতে জাত যা আমাদের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।^৭

কিন্তু দিব্যভাবনায় অধিষ্কৃতদৃষ্টি যখন বিস্ফারিত হয়, তখন দেখি অগ্নি শুদ্ধ

[২২৪] তু ঋ ৬।৩।৩, ১০।৭।৭; ৫।১।৫। আরও তু গৃহ্যসিদ্ধিঃ শিশিগ্নায়ণং বনেবনে ৫।১১।৬ (দ্র টী ২০৫), ১০।১১।২।^১ বনা জন্মান সুভগা বিরূপম্ ৩।১।১৩ বনম্ গাছ বন, কাঠ, 'বনা'ও তাই, স্ট্রীলিপ্তে একমাত্র প্রয়োগ অধাবারণি বোঝাতে। স্ট্রীলিপ্তে 'বনস্', ঋতে একমাত্র অসমস্ত প্রয়োগ 'আ যাহি (উষাঃ) বনসা সহ' ১০।১৭২।১, অর্থ 'প্রীতি' বা 'রতি'। < V বন 'চাওরা খোজা সংগ্রহ করা, ছিনিয়ে নেওয়া' তু Lat. *venus love* < *ven* 'to wish', OS OHG *unnan* 'to strive after'। 'বিরূপম্' নানারূপম্ (সা) অথবা 'অনরূপ', জড় কাঠ চিন্ময় অগ্নিতে রূপান্তরিতঃ ২ 'অধাসু মন্দো অরতির্ দ্বিভাবা অব সান্তি দ্বিবর্তনিন্ বনেষাট্' তারপর এদের মধ্যে ('বিশ্ণু' প্রবর্তসাধকদের মধ্যে উষা) আনন্দমাতাল প্রাগ-চণ্ডল জ্যোতিষ্য (দেবতা সর্গাবিষ্ট হন 'বন'কে অভিবৃত্ত করে, তখন দুটি তাঁর আবর্তন বা গতিপথ ১০ ৬১।২০ পূর্বের ঋকেই অগ্নি বলছেন, 'আমিই সব হোগছি' প্রতি আমায়ে জড়কে অভিবৃত্ত করে তাই চিন্ময় আবির্ভাব তাঁর একটি গতি উদ্বেগ্ দুঃলোককব অভিমুখে, আবেকটি চরাদিকে দাবানলরূপে তখন তিনি 'কৃষ্ণায়াম' (৬।৬।১) বা 'কৃষ্ণবর্তন' (৮।২০।১৯)। 'বনস্পতি' আশ্রীসংস্কৃত বিশিষ্ট দেবতা, বিবরণ পরে দ্র।^২ তু ৩।২৩ ১ (দ্র টী ১৭১), 'আদ্ ইং তে বিম্বে, ক্রতুং জুয়ন্ত, শৃঙ্খাদ্ যদ্ দেব, জীবো জীনষ্ঠাঃ'—তাইতে তাঁরা সবাই (পিতৃগণ)। তোমার, সামর্থ্যই হলেন সূতপ্ত, যখন শব্দ (ইন্দ্র) হতে হে দেবতা, জীবন্ত হয়ে জন্ম নিলে ১।৬৬।৩।^৩ তু যো নঃ সনুভ্যো দেবে থেকে) অভিদাসদ্ (ছারখার করে দেয়) অগ্নে, সো অস্তরো (কাছে থেকে) মিত্রমহো (হে মিত্রজ্যোতি) বনুয়্যাং (সর্বনাশ করে আমাদের), তম্ অজর্বাভব্ বর্ষাভব্ তব স্বেঃ (দেহন দিয়ে) তপা ওপিত্ত তপসা তপস্বান্ ৬।৫।৪ (দ্র টী ১৬৮ ও মূল)।

[২২৫] ঋ ইয়ং বৈদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভূবনসা নাভিঃ ১।১৬৪।৩৫। তু, অধ্যায়দৃষ্টিতে সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ (ছা ৩।১৬, ১৭), এবং হৃদয়ই বেদি (ছা ৫।১৮।২)।^১ তু ১০।৪৫।১, দ্র টী, ২৩০।^২ 'সহসঃ স্নদুঃ' দ্র টী ২০৫, তু 'সহস্পত্যঃ' ৩।১৭।১ (৬), ১৮ ৪, ৫ ৩১, 'সহসো য়রন' ১।১৪১।১০, 'সহসো য়হুঃ' ১ ২৬।১০। 'উর্জো নপাৎ' ২।৬।২, ৩।২৭।২, ৬।১৬।২, ৪৮।২, ১০।২০।১০, উর্জঃ পত্নঃ ১।৯৬।৩। অগ্নিমন্থনের অধ্যাত্ম-বাজনা দ্র টী, ২০৫ ও মূল।

এই দৃষ্টি অরণিতে নিবন্ধ নন, তিনি 'শিশিপ্রাণে রনে-রনে' প্রত্যেকটি 'বন' আশ্রয় করে গৃহীত হয়ে রয়েছেন [২২৬]। আমাদের পার্থিবচেতনার প্রতিটি নিগূঢ় কামনা নির্মিত্ত কবে এক 'মহৎ সহঃ'-রূপে অগ্নিকে আমরা জীবনে জন্ম দিতে পারি। তখন তিনি যেমন 'শতবল্শ' (শতশাখ) বনস্পতি হয়ে এই পৃথিবী ফুড়ে গজিয়ে ওঠেন, আমরাও তেমন গজিয়ে উঠি 'সহস্রবল্শ' হয়ে।^২

দৃষ্টি আরও গভীর হলে দেখি, অগ্নির পার্থিব জন্ম শব্দে 'বন' হতে নয়, 'ওষধি' হতেও [২২৭]। বন শব্দে হলে তবে তাতে আগুন ধরে;^৩ কিন্তু ওষধি

[২২৬] তু ঋ ৫।১১ ৬, চু টী ২০৫১। ২তু বনস্পতি শতবল্শে যি যোহ সহস্র-বল্শা যি বয়ং বৃহস্ম ৩।৮।১১। সৃষ্টিটি যুগসম্পর্কিত। যুগ যেমন বনস্পতি, তেমন অগ্নিও বনস্পতি। অধ্যায়দ্বিতীয়ে যজ্ঞমান বা সাধকই যুগ ইয়া ২।৩, তৈত্তি ৩।১।৫।২, শ্রুতা, ৩ ৭ ১ ১১। আবার প্রাণাশ্রয় শিখা সঙ্গত হয় আদ্যতো, অতএব যুগ আদিত্য ইয়া ৫ ২৮, তৈত্তি ২।১ ৫।২, বৈষ্ণবো ই যুগঃ শ্রুতা, ৩।৬।১।১। যুগ বজ্রও ইয়া ২।১, ৩, শ্রুতা, ২।৬।৪।১১। তু হঠাৎয়ের 'সুযুম বলাড' যার ভিতর দিয়ে সংস্কৃত প্রাণ অগ্নিরূপ উদ্ভাসিত হয়। [২২৭] তু ঋ অপাং গভঃ দশাশ্বঃ দশাশ্বঃ ওষধিঃ ৩।১।১৩ (১।১৬৬। ৫২), স জাডো গভঃ আস বোদোয়াং, অগ্নে চান্দ্র্যু বিভুত ওষধিঃ (অধ্যায়দ্বিতীয়ে ভুলোক মূল্যায়ন দুলোক সংস্কার আর সোমরাজ্যী ওষধি সুযুম বলাড যার ভিতর দিয়ে, অগ্নির সঞ্চার, তু উপনিষদের ইতি নড়ী) ১০।১২, তম্ ওষধিঃ, দশিগে গভঃ অগ্নিঃ (সময়ে চিত্র, আধারের অভ্যাস জাগে কাল পূর্ণ হলে তম্ আপো অগ্নিঃ জন্মন্তে মাতঃ তম্ ইহ সমানং (তুল্যভাবে) বানানশ্চ (বৃক্ষের) চ বীশ্বো হস্তবীশ্বঃ (গর্ভবী) চ সুবতে চ বিষ্ণুঃ (সংসময়) ১১।৬। ১১ ৬৮।৩, ৮ ম ৬, ৬।১৮ ১০, শেচকঃ, জুষ্কাস্, হরিণবীশ্বঃ, জুষ্কাস্, 'জুষ্কাস্'বীশ্বঃ, জুবান্ হরিণবীশ্বঃ সু আত্ম সোমবীশ্বঃ, তুটিং গজন্' সা) ১০।১২।১২, ওষধিঃ < ওষ (উষা আলো বা অগ্নিদর্শিত) < ১ ৬য় (দহন করা), ১ রস্ (অলো দেওয়া), পি < ১ যা (নিহিত করা, সা ৬।১৬।১২), কিন্তু নি < ১ ধো (পান করা) ১।২৭। সমান্যত উদ্ভিগ্গল সংজ্ঞা। যজ্ঞের সোম তার মূল্য সম্পর্ক অর্থাৎ বা সমীকরণে, যুগবৎ এবং সোমতার পো। দেবর্ষিঃ, অর্থাৎ অগ্নিমতা, যুগ বনস্পতি অগ্নি, সোম অনন্তচেতনা। অগ্নিযজ্ঞে দ্বিগুণ সাধনার প্রথমে অগ্নিসমিধান, তারপর পশুপান ও পশুপানজন এবং অবশেষে সোমপান অমৃতলোভ। ওষধি-সম্পর্কিত এই তিনটি ব্যাপারে অধ্যায়সমূহের একটা ক্রমিক উৎকর্ষ দেখা যায় অধ্যায়দ্বিতীয়ে, অগ্নিযজ্ঞে জলে অর্থাৎ অগ্নির অগ্নি, তারপর যুগে বা পশুর সংস্কারে প্রাণজ এবং অবশেষে সোমের সোম এবং পান দিয়া অগ্নি ৬ জাডো মধ্য প্রাণচৈতন্য প্রথম উন্মেষ ওষধিতে - চেতনা সেখানে সম্মত এবং অজ্ঞা, মনঃ ভাষ্য 'অন্তঃসংজ্ঞা'। এই চৈতন্য চেতনা পশুতে রাজস এবং মানুষ্যে সাত্ত্বিক অর্থাৎ আরম্ভেতন (চু টী ১০৮২)। সাধনাদ্বিতীয়ে দেহের সোম ওষধির একটা সমতা আছে অতঃপরে এই দেহই অর্থাৎ অথবা বনস্পতি এবং পর্বতশ্রেণী সোমলতা। সোমলতারূপে ওষধির চরম উৎকর্ষ ওষধি তখন নাড়ী প্রতীক, অথবা ওষধিস্তে (১০।১৭) ওষধিরা 'সোমরাজ্যী' অর্থাৎ সোম ভাদেব রাজা (১৮, ১৯)। কিন্তু ওষধিবৃক্ষী প্রাণচৈতন্য মূলে কাজ করে বহুতর চেতন। তাই ওষধিরা বিশেষ করে বৃহস্পতিপুত্র ৫১-অঃঃ' বা স্রিষ্টচেতনা হতে আমাদের ওনা মুক্তি দেয়, আমাদের মধ্যে নিহিত করে দেববীর্ষ (১৫, ১৯)। আলার আরেকটি দিকে ওষধিদের প্রতিভা হল 'অমৃত' (৫)। উদ্যমূল অবাকশাখ অমৃত প্রাচীনকাল হতেই মনুষ্যদের বিশেষ করে নাড়ীজালের প্রতীক। তা ব্রহ্মবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষও বটে (তু সোম - অমৃত ১।১৩৫।৮ সমাধ)। আরও তু অগ্নির 'লচঃ' বা তেজ নিহিত ওষধিও (৩।২২।২), সমস্ত ওষধিতে তিনি 'আবিন্দ' (১।১৮ ২), 'বহুদা প্রবিন্দ' (১০।৫১ ৬), 'অদ্যাদা ন দ্বিতা চর্চাৎ অমৃতং অমৃতং হবৎ' ওষধিঃ' চোদহীন হয়ে তুতে চলে যেন তিনি আয়তন হয়ে ওষধিদের মধ্যে অমৃত এবং অবারণ (৬ ১২।৩)। নাড়ীতে নাড়ীতে অগ্নির স্বচ্ছন্দ অমৃতপ্রবাহ; 'দ্বিতিতাৎ দ্বিবিগোদা অগ্নির শর্নি জ), 'নো রসান ওষধিঃ অমৃতঃ' ত্রিভাষ্যে ন্যমো বয়োদ্যঃ' পত্রী হয়ে জড়িয়ে আছে তাঁকে ওষধিরা যাকে অবজ্ঞা করা যায় না কোনমতে, ত্রিভাষ্যে নীর্থবর্ষী যিনি তারুণ্যে আঘাত (৫।১৩।১৩) - ওষধিরা তাঁর শক্তি বসনেব মত তাঁকে জড়িয়ে আছে, আর তিনি তাদের মধ্যে বীর্ষপান করে চলেছেন তিনিটি পার্বঃ 'বিদ্যাতৃষ্ণঃ' প্রিয়কার শ্রুতবৃক্ষ হলেহিহতশ্রুতবৃক্ষবৃক্ষঃ (সা ১)। ৩তু ১০ ১৭।৭, ১৮, ১৯, ২২; ৯।১১।৩, ৫৯ ২ (সোমের বয়ে চলা; ওষধিরা সোমের ধাম ১।১১।১৪ (তু, ইন্দ্র ও অগ্নিরও আধিক্য

সরস থেকেই অগ্নিমান্না, তেজনি বনস্পতিও অগ্নিস্বরূপ—এই ভাবনাটি লক্ষণীয়। ওষধি যে অগ্নিগর্ভা, তা তার নামেই প্রকাশ,^১ অথচ রহস্যদৃষ্টিতে সে রসচেতনার প্রতীক পার্থিব সোম ওষধিদের শ্রেষ্ঠ, ওষধি 'সোমবাজ্ঞী'।^২ সুতরাং ওষধিতে অগ্নি ও সোম অর্থাৎ তপোবীৰ্ব ও আনন্দ দুটি তত্ত্বের সংগম ঘটেছে। অধ্যাত্ম অনুভবে বনস্পতি অগ্নি যেমন নাড়ীতন্ত্রসম্ভারী দ্রবিশোদা,^৩ ওষধিরাও তেজনি নাড়ীতে-নাড়ীতে বিদ্যুন্ময় সোম্য আনন্দধারার বাহন।^৪ এইদিক দ্বিধে বৈদিক ভাবনায় ওষধি-বনস্পতির সহচার^৫ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দুটিতে মিলে অগ্নি-সোমরূপী দেব মিথুনের প্রতীক; অথচ তপঃশক্তিবশে অগ্নি দুয়ের মধ্যেই অনুসৃত। ওষধির সন্নগধারীর আবেকটি শব্দ 'বীরুধ্'।^৬ অগ্নিকে কোথাও কোথাও 'বীরুধাং গৰ্ভঃ'^৭ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সোমকে বলা হয়েছে 'বীরুধাং পতিঃ'।^৮ ওষধি বনস্পতি হতে অগ্নির জন্মপ্রসঙ্গে অপ্ হতে অগ্নির জন্মের কথা আপনি এসে পড়ে, কেননা অপ্ হল এদের সঞ্জীবনী শক্তি,^৯ কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে।

তারপর দেখি, অগ্নির পার্থিব জন্ম 'অশ্ম' বা 'অদ্রি' হতে।^{১০}। সোম্যসৃজি মনে হবে, এ বৃদ্ধি চক্রম্বিক ঠোকার ব্যাপার—কিন্তু এভাবে অগ্নিজনন তো যজ্ঞীয় বিধি নয়। বস্তুত 'অশ্ম' সংজ্ঞার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'বলের গো নিগূহন' অর্থাৎ আবাবিকা শক্তির দ্বারা অন্তর্জ্যোতির চারদিকে পাষাণের দর্ভেদ্য প্রাকার রচনা।^{১১} এই অন্তর্জ্যোতিক কোথাও বলা হয়েছে 'গো', কোথাও-বা 'অগ্নি'।^{১২} ইন্দু যখন দুটি

১ ১০৮ ১৯, সুতরাং ঋগ্ ত্রিণ্ডিট প্রধান দেবতাই নাড়ীসম্ভারী, তু তত্ত্বের সূক্ষ্মগণ বহুগণী ও চিগ্রাণী। সোম ওষধি ১০ ৮৩৩। ১৮ দ্রবিশোদা পদ্যে। ২ ৯.৮৮৩ ৪ টী ১১৮৩। ৩ ১১৬৬৫, ২১১১, ৩৩৫ ১০, ৫১৯১৮ ৫২১৬ ৭ ৩৪ ২০, ৮.২৭১২, ১০১৬৫১১। আরও তু ৭ ৫ ৫ ৩৭ ২৫, ৩৭ ৫, ৫৬১২৫। ৭ নি বীরুধ ওষধিরা ভবন্তি বৈবেহগাং ৬৩; তু ঋ ইমাং অনান্না ওষধিঃ বীরুধম্ ১০১৭৫১১, আনন্ ৯৭৩ ২১। ৮ ২ ১ ১৫, বিয়ো বীরুধস্, বৈবন্ মরিষা ১ ৬৭১১০। ৯ বনস্পতির মর্দন ল।, ১০ ৯১৬, ৭৯৩, সোম ৯.১১৭ ২ ৮ তু পশুদৈব ওষধিতে গৰ্ভাদান ৫১৮৩ ১ ৫১১১ ৭৩৮১২, ২৫, ৫৬ ২৫, ৮১৫১২, ১০১৫৮ ৭ তু অশ্ম অগ্নি সযিৎ নিবাস ১১ সৌমধীর্ অন রূপাসে সগে সগে উজিয়ে চল) ৮১৪৩১।

[২২৮] তু ঋ কন্ অশ্মনস্ পরি জায়সে শৃচিঃ ২১১ ১, যো (ইন্দুঃ) অশ্মনোন্ অশ্বব্ অগ্নিব্ জজান ২১২১৩; অদ্রিতে ১৭০১৫, যম্ আপো অদ্রয়ো বনা গৰ্ভম্ অতস্য পিপ্রতি (পৃষ্ঠে কবে কবেই বীজবপো) ৬১৮ ৫ ১৮ টী ২০৫৩, অদ্রঃ সূক্ষ্ম আসন্ অদ্রঃ (পাষাণ হতে জাত প্রণবপে, ৪ টী ১৮৬২। ১০ ২০৭। ১১ তু তেষে সাজা 'অশ্ম' অশ্মনস্ পরি' পাষাণস্যো পরি' পাষাণতঃসংঘটন জায়সে ৪১১২৫ ১১বলর আখ্যান ঋ ১০১৬৮ ৫-৯; তু ৬৭ ৩ ৮, পশিসংঘাসংবাদ ১০ ১০৮ স্ , ১১ তু রাস (সোমস্য) 'গা' অশ্বব্ অশ্মনো মদে দুল'হা অবা সজঃ (ইন্দু ও ৫৩৩, বাহুভাঃ ধর্মিতঃ 'অশ্মনাংপাদিতম্' সা) অগ্নিম্ অশ্মনি ২ ২৭১৭, অশ্ব গৃহানিহিত দিবানিধি অগ্নিলদ্য নিবো নিহিতং গৃহা নিধিঃ তেরা (পাষাণ) ন গৰ্ভঃ পবিবীন্ম অশ্মনা অশ্বব্ অশ্মনি ১ ১৩০ ৩, তু ২ ২৮৬। ১১ তু ২১৯১৬, 'অশ্ম' বহু ভাটতে শব্দবোব পূর্বভেদ ১৬ ৫৩৩। ১২ বৃহস্পতিব্ উপবন্ অশ্মনো গাঃ বি কণ (বলস্য) নিভেদ (আধার ত্র্যে হল 'সূর্য'হু' তু অপাল্য ইন্দু গ্রিপ্ হু অকুণো সূর্য'হু ৮১১১৭, ১০১৬৮ ৪, ৮, আবও তু ৬৭। ৩, ৫, ৯। ১৩ ২১২৭৭ সোমও তাই করেন যা উপ্রিয়া (আলোজলমল) অপা (অর্থাৎ প্রাণোজল) অন্তব্ অশ্মনো নিব্ গা অকুণতঃ (জিহ্বে অন্তরো) ওজস্য ১১১০৮৬ (অশ্মনো মেঘনামিতং' সা; মেঘও বৃহ বা আবাবিকা শক্তি তু নি ২১৬)। ১৪ ১০১২০১৭, তু 'অদ্রি' ৪১৪০ ৫, সূর্যে অগ্নিধর্মের উপচার ৬১৮ ৫, অদ্রো চিদ্র অশ্মা (এক অদ্রুত দ্রুত অন্তব্ দুরোগে (আধারের মধ্যে) ১৭০ ৪।

অগ্নি হতে অগ্নির জন্ম দেন, তখন বজ্ররূপী অশ্ম^৩ দিয়ে আঘাত করেন অর্চিত্র অশ্মকে এবং তাইতে চিদিগ্নি উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এমনি করে 'গো' বা জ্যোতির ধারাকেও তিনি অশ্মের আড়াল হতে মুক্ত করেন।^৪ বৃহস্পতি তাঁর বজ্রনাদ বা মন্ত্রবীৰ্য দিয়েও তা-ই করেন।^৫ তাঁদের অনুসরণে ঋতম্ভব ঋষিরাও তা করেন।^৬ আবার যখন অগ্নিকে বলা হয় 'অদির পুত্র',^৭ তখন তারও একই তাৎপর্য। তবে কিনা 'অশ্ম' এবং 'অদি' পর্যায়শব্দ হলেও অদি বিশেষ করে সোম ছেঁচবার পাথর বলে এক্ষেত্রে তারও ধ্বনি আছে। অগ্নিমন্ত্রন বা সোমসবন দ্বয়েইই অর্থ হল শক্তি ও আনন্দকে অর্চিত্রের কবল হতে মুক্ত করা।

অগ্নির পার্থিব জন্ম তাহলে বন ওষধি এবং পান্য হতে সোজাসৃজ এবং রাহস্যিক অর্থেও বটে। তিনি পৃথিবীস্থান দেবতা, তাই পৃথিবীর যেখানে প্রাণ ও চেতনারূপে তপঃশক্তির প্রকাশ, সেখানেই তিনি আছেন; এককথায় তিনি 'পৃথিবীর নাভি' [২২৯]। তিনি আবার পৃথিবীর পুত্রও।^৮ কিন্তু পৃথিবী যদি অগ্নির মাতা হন, তাহলে দুদলোক তাঁর পিতা। অগ্নি দ্বাবাপৃথিবীর পুত্র, একথা আছে অনেক জায়গায়।^৯ পৃথিবী অগ্নির প্রত্যক্ষ আশ্রয় হলেও স্বরূপে তিনি দুদলোকের শিশু,^{১০} তাঁর জন্ম পরমব্যোমে,^{১১} মাতাবিশ্বা দুদলোক হতেই তাঁকে নিয়ে এসেছেন মানুষের মধ্যে;^{১২} অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে অভীপ্সার শিখা উদ্গম হয়, তা দিবাচেতনারই আবেশে বা শক্তিতে।^{১৩}

দুদলোকে যেমন অগ্নির প্রথম জন্ম, আবার আমাদের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম, তেমনি তাঁর তৃতীয় জন্ম 'অপ'এ [২৩০]। তাই তিনি 'অপাং গভঃ'^{১৪} এবং এইজন্য

[২২৯] তু শো য়ে অগ্নয়ো অপ্সর জন্মত য়ে বৃতে য়ে পুরযে য়ে অশ্মসু, য় আবিবেশো যশীবি য়ো নমস্পতীন্ যঃ সোমো অস্তব য়ো গোত্ব অস্তব য় আবিবষ্টা বঃসু য়ো মনোবু, য় অবিবশ দ্বিপদো যশ্ চতুঃপদঃ ৩ ২১১২-২, ২২১১১৯, য়ো নো অগ্নিঃ পিতরো হুগ্ধব অস্তব আবিবেশো মত্রে অমর্ত্যে, ২১৩৩, ২ ১.৭০১৩, ১০১৪৫ ৬ ৩ ২৭ ৯; ১১৫৯ ২ টী ২০৫ ২১। ২ তু তং গভঃ ভীমাশ্ চ বিভীতি ৭ ৭ ৫, আনও তু অশ্বাদ বিবীয়াং পবি জাতবদাঃ (১০১৭৫ ১২)। এই দ্বিতীয় জন্ম দেবত্ব নিতে উত্তরবোধিত বা অর্থাগত। ১ তু ১১৫৯ ৪, ৩১১৭, ২১২, ৩১১২ ৭ ৭১৩, ১০১১১২, ২১৭, ১৪০১২; দুদলোক-ভুলোকের উপস্থিতি ১ ১৪৬১২, ৬১৭ ৫ ৭১৬১৬, অস্তবঃ পিতৃজন্মা ১১১৭৯ ৪, ৫, ২১১১৩ ১ তু ৪১১৫১৬, ৩১২৫ ১, ১০১৪৫ ১২, ৮, অস্বস্য জঠরো ৩ ২৯১১৪। ২ তু ১১১৭১ ৪, ১৪৩ ২ ৬১৮ ২, ৮১১১৭১। ৩ তু ১১১৩১৬, ৬১৮১৪, ১০১৪৬১১। ৪ তু প্রম্ভাব আবেশে নচিকেতার মধ্যে অভীপ্সার জাগরণ ৯, ১১১১২...।

[২৩০] তু ঋ দিবস্ পবি প্রথম জন্ম অগ্নিব অশ্মদু দ্বিতীয়ং পরি জাতবদাঃ, তৃতীয়ম্ অশ্মদু নমণা অজপ্রম্ ইন্দ্রান এনং করতে স্বাদীঃ দুদলোক হতে প্রথম জন্মালেন অগ্নি, আমাদের থেকে দ্বিতীয়বার (জন্মালেন) জাতবদা তৃতীয়বার অপ্সর মধ্যে নরেন মন নিয়ে, অশ্বাদভবে সমীক্ষ্য বৈথে এবং শ্রুতি গান পুচ্ছদধ্যানী ১০১৭৫ ১। অগ্নির দুদলোকে জন্ম স্বরূপে সা ১, ভুলোকে উত্তরবোধিত জাতবদারূপে, আর অস্তবীক্ষ্য বৈদ্যত অপাং নপাংরূপে (৪ ২১৩৫ ১)। দুদলোক আর ভুলোক যেন আমাদের অস্তিত্বের সুসৌন্দর্য্য আন ক্রমেণ; তাই মধ্যে অস্তবীক্ষ্যবী বিদ্যুতের দীপনী মাড়ীচক্রে (ল অপাং নপাং নাদা' বা নদীজাত ২১৩৫ ১) অথবা হৃদাসমুদ্রে (তু ৩, 'উর' সমুদ্র)। নৃমণাঃ তু 'নৃমণ' নিঘ 'বল' ২ ৯ 'মন' ২ ১০১ < নৃ. ১১নব < ১ নৃ. ১১নৃ, তু 'নরা মন'যা নর্ভীতি কর্মসু, অর্থাৎ কর্ম যাদর কাছে নৃভাব মত নি ৫.১) + মনস্। 'নৃ' ভাববচনে পৌরুষ, ওজস্বিতা (তু নিঘ 'ম্নৃ'যা ২১৩; 'অশ্ব' ১.১৪ ৮ ২, ১০১৭৩.১০১। বৃতের সঙ্গে সংঘাত অন্তবীক্ষ্যলোকেই বিশেষ করে; তাই অগ্নি সেখানে 'নৃমণাঃ'। ২ ১১৭০১৩, তু ৩১১১২, ১৩ ৭ ৯ ৩, ১০ ৯১১৬, ২১১১১, ৫ ৮৫১২; ১০১৮১১। ২৮ ২১৩৫ ১, বিবর্তিত পরে। ৩ ঋত্রে তাঁর বর্ণনা : 'স দ্বিতানস্ তনাত্ রোচনস্থা অজরোভর'

তার একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'অপাং নপাং'।^{১২} পৃথিবীতে জল বয়ে যায় নদীর ধারায়, পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। কিন্তু নদীজলের উৎস হল অন্তরিক্ষে পর্জন্যের ধারাসারে। সেইখানে অগ্নিকে আমরা দেখতে পাই বিদ্যুৎরূপে।^{১৩} অন্তরিক্ষে তাই অগ্নির তৃতীয় জন্ম, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বপ্রাণ মরুদ্গণের জ্যোতির্ময় আবেশ।^{১৪} অন্তরিক্ষ প্রাণলোক বৃষ্টি ও বায়ুর আধাররূপে। সে-প্রাণ অগ্নিগর্ভ, রেতোধা পর্জন্য তাকে নিষিক্ত করেন ওষধিতে।^{১৫} ওষধির 'রস' বা সার হল পুষ্কর বা মানুষ, কেননা 'এব দেহ প্রাণ মন বলতে গেলে ওষধির পরিণাম'।^{১৬} অর্থাৎ অগ্নি ওষধি এবং প্রাণ এইভাবে অন্যান্যাসম্পৃক্ত। সুতরাং অগ্নির পার্থিব জন্ম যেমন অভীপ্সার শিখাবপে, দিব্য জন্ম পরমচেতনারূপে, তেমনি তাঁর এই তৃতীয় জন্ম ভুবনসঞ্জীবন অন্তরিক্ষের মহাপ্রাণরূপে।

তিনটি লোকে অগ্নির তিন জন্মের কথা ঋক্-সংহিতায় নানাভাবে আছে [২৩১]।

মানদন্তিবৃ যদ্বিষ্ণুঃ বিদম্যুতঃ অমরম বহু ত্রিণি, অগ্নেন আলোক লোকে—জ্বাহরীম (শিখাদের) নিনাদে তদুৎপত্তম ৩।৬।২, হু অগ্নন্দম্ (গর্জে উঠলেন) অগ্নিঃ স্তন্যম্ (প্রতিধ্বনিত করে) ইব দম্যঃ কামো পৃথিবী। পৌবতদ্ বাবুধঃ সমগ্ৰন্ লিপ্ত কবে ভিক্রমে দিগে। ১০।৫৭।৪ (তার পক্ষে) 'ম্যভাব বর্ণনা', 'ইব বৈদ্যম্য'বা যদি বা বৈদ্যুতঃ হসি ৩ ১০।৫৯।১। আরও তু ক পৃথিবীর মধ্যে 'গোমা বিদ্যুতঃ জ্যোতিঃ' ২ ২।১৫। অন্তরিক্ষই অগ্নি স্তন্যপত অবজাং, পাথরকে তাবই উপত্যক নদীতে এবং সিন্ধুতে নদীতে তু ক যয়ো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সাতটি হোতা, অধ্যায়দৃষ্টিতে সাতটি ধর্মগোত্রণ। শ্রিতো নিমেষম্ সিন্ধুয় (তু ২।৩৫।১, ৩, ৫) অর্থাৎ গর্জিতঃ শ্রিতো তা অথবা 'শ্রিতমস্প'। অম্যাতুর (সমাদিগমান) পুষ্করম দস্যুত্বম্য ৮।৩৯।৮। সমুদ্রে টা গি জানা (জন্ম) পবিত্রম্ভ্যং যজমানকে ঘিরে আছে। অস্য সমুদ্র একং দিব্য একম অস্ম ১ ৯৫ ৩ সমুদ্রে বা নৃমণা (যজমান) অস্ম অংব নৃমণা দেবঃ সর্বসক্তি দ্রু টী ৩০৮। অগ্নে দিবো অগ্নি ভূমন্ (পান দেন, যা জ্যোতিঃস্বব) ১০।৫৭।৩, তু সমুদ্রবাসসম ৮ ১০২।৪। লে 'এব ভূগং' এ, পূরণে সমুদ্রের অগ্নি 'ভব' তু ক ২ ৩৫।৩। 'হু তৃতীয়ে জা নঃসি তস্মিৎবাসসম্' অপাম্ উপস্থে মাহযা (জ্যোতির্ময়) মরুদ্গণে অবধন ১০।৫৭।৩। 'হু ৭ ৮।১০, ৯, ৫, ৬, ৭, ১০, ৭।১০১।২, ৬, ১০২।২। ৭ হু জা এযাং ত্রহানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা অপো বসো হপাম্ ওষধয়ো রস ওষধীনং পুষ্করো রসঃ পুষ্কর্য বাগ্ (অগ্নি) বসঃ ১ ১।২, আরও তু ৬ ৫ ১

[২৩১] তু ক উত ত্রিণ ত বিদম্যেদু সন্নাট ৩ ৫৬।৫। হু শ্বিমাতো হোতা বিদম্যেদু সন্নাট ৫৫।৭, তিনটি মাতা 'কত্রাবীর্' ত্রয়মসু, ত্রিষ্টো অপাং সিব্ আ দিবো বিদম্যে পতম্যন্য' স্বাতন্ত্র্যে তিনটি অজ্ঞা নারী দ্বিন তিনবার অর্থাৎ তিনটি সেবাসম্মে যাব, ইন বিদম্যে অমবী ৫৬।৫, তার মতে ইলা সর্বস্বতী ভাবতী যরা পৃথিবী অস্তরিক্ষ এবং দ্যৌলোক অন্তর্যামিনী, ১০ ৮৮।১০। দ্রু টী ১৭৮।১, ১ ৯৫।৩, ১০।৪৫।২, ত্রিব্ অস্য তা পম্য সনিত সত্যো স্পাতর্গ (আগদের স্পর্হণীয়) জ্বাসা জন্মান্য অগ্নেঃ ৪।১।৭, ১০ ২ ৭ (কটী পিতা আর ত্রিষ্টোক্তী মাতা, স তরং অগ্নি সর্ববাপা), তু ১৫৬।৯, তু শৌ ১২।১।২০। দ্রু টী ১৭৮। অগ্নি বাগ্ সূর্য তিনটি লোকে তিনটি জ্যোতি দ্রু ক শম্ অগ্নিব্ অগ্নিভিঃ কবচং ছং নস্ উপত সূর্যঃ শং বাদে বাহ্ অগ্না (নিঃশব্দে) অপ (দুব করে) স্মিঃ (অগ্রিষ্ঠ যত) ৮।১৮।৯, ১০।১৫৮।২, ১।১৬৪।৭৭। ত্রিজনয়ী 'কেশবী' অর্থাৎ 'শিম্বী'বিশিষ্ট; কিন্তু 'ধাজিব একস্য কেশে ন বৃক্ষম্' এক জাগ্ একজনের কিংকৃত তার রূপ দেখা যায় না; হু ঘোষা ইদং অস্য শম্বিরে ন বৃক্ষম্ ১০।১৬৮।৪, যদিও অন্যত্র বাদ্য 'দশত' ১।২।১, তু 'অপশাং' গোপাম্ ১৬৪।৩১। দ্রু ৩।২০।২ ৫ ৮৮ ১১ ২ ৬।৮।৭, ১২ ২, তু 'ত্রিষ্টোক্ত' ৮ ৩৯।৮। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে তিনটি অগ্নিনোর্দে, অধ্যায়দৃষ্টিতে তিনটি 'আবসণ'। ৭ তু বিশ্বস্য দেতুর (চিদবিদ্যু, চিত্তেখা) ভুবন্য গর্ভ অ বেদস্য অপূর্ণাজ্ জন্মানঃ। তাঁর আবির্ভাবময় চেতনার বিশ্বকর্ম বিশ্বকাবণ। বীলিং (অনুজ) দিৎ অদিম্ অভিনং পন্যায়ন্, বিচ্ছিন্নিত হতে গিয়া) জনা যদ্ অগ্নিঃ অয়জ্ঞত পণ্ড ১০।৫৭।৬। পণ্ড জনাঃ বেদে একটি বহুপ্রযুক্ত পদগচ্ছ স্বং প্রতি-গাঙলেই উল্লিখিত ত্রৈয়া বলেন দেব মনুষ্য 'গন্ধর্বাপসবসঃ' সর্প এবং পিতৃগণ অর্থাৎ ত্রিযক্ যেহি মানুষ আর তিনটি উৎপত্তন হু তৈউ আনন্দমীমাংসা ২।৮। ২।৩১। যাস্ক বলেন,

বিশ্বভুবন ছাওয়া বিশ্বেস্থিত অর্চিঃ তিনি—দুর্লোকে সূর্যবদে, অন্তরিক্ষে বায়ুবদে এবং পৃথিবীতে অগ্নিবদে।^{১২} তাইতে তিনি 'ত্রিষম্ভ' অর্থাৎ বিশ্বভুবনের তিনটি চিত্তকেন্দ্রে অবস্থিত।^{১৩} এই কেন্দ্র হতে তিনি সর্বত্র বিচ্ছুরিত এবং অনুপ্রবিষ্ট, তাই তিনি আবার 'ভুবনস্য গর্ভঃ' অর্থাৎ বিশ্বভুবনের অন্তর্গামী চিদবিন্দু।^{১৪} আবার মরমীয়ার দৃষ্টিতে তিনিই সব বলে^{১৫} একাধারে তিনি পিতা মাতা এবং পুত্র অর্থাৎ স্বয়ম্ভু বিশ্বসম্ভূতি।^{১৬} তাঁর জন্মরহস্য চরমে ওঠে, যখন বাহুস্পত্য ওরম্বাজ বলেন :
মায়ের গর্ভে তিনি পিতার পিতা, বিদ্যুতের মত ঝিলিক হানছেন অক্ষর পরমব্যোমে
যখন আসন্ন হয়ে আছেন স্বতের যোনিতে।^{১৭}

'গমবাঃ' পিতারা দেবা অমরা রক্ষাংসি ইত্যাকে, চোষারো বর্শা নিষাদঃ পশুম ইত্যোপমানাঃ (নি ৩.৮)। নিম্নে মনু্যনম্বে মধ্যে পাঠ 'পশু জনাঃ' (২ ৩), ১২ (৮) আর ১৩ (৮) এর মতে মনু্যজাতি চারদিকে অমরা, মধ্যে অর্ষা। ১৩ (৮) বলেন, অমু, চুহু, যমু, তুর্বাশ আর পদু এই পাঁচটি অর্ষা কোম (১১০৮।৮, ৭ ১৮ সূ. ৮, কিন্তু সেখানে বহু কোমের উল্লেখ)। স্বতে দৈথি প্রধান ত্রিটি দেবতা সবই 'পশুজনা' অর্থাৎ ১১৬ ২০, ইন্দ্র ১৩২ ১১, সোম যে বা জনেবু পশুমু^{১৮} ১১৬ ২৩। আবার দৈথি পশুজনেবা সববতীতীরে, সববতী 'ত্রিষম্ভা সম্প্রদায়ঃ পশু জাতো বধযম্ভা' ৬১৬ ১১২। অগ্নি অর্ষি পশুজনা ১১১৭ ৩। এইখানে ইন্দ্রোপায়া পশুজনারো বলেন, পশুজনা হইল বিশ্বজনা স্বতে পশু না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই পশুজন জীবাত্মকে বোঝে কেননা অগ্নি ইন্দ্র সোম আর চিত্রাণী নাড়ু সবার মধ্যেই, সবার উদ্যোগের পাঁচক সত্র এবং 'মহা' < ১ অত্র তু অগ্নি অগ্নি, এ ভাষ্য অর্ষা ভবনের মনে সংজ্ঞাই আসার এরা ত্রিবিধ যোনিরও পশুজনের মতো প্রবেশ করে বিশ্বভূতে প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, 'পশু জনাঃ' একটি বৈদিক বক্তৃতি, যেমন আমাদের 'পশু জন' সমাধি হু পশুয়াং' যা একদশের বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, হু হুসে বক্তৃতির শব্দ 'পশুজনা', অর্থাৎ তার প্রকৃষ্যে সবার জন হু গী ১৩২, ৩৩, ১৬১। তিনি 'শিলাং গোপাঃ' ইত্যেতা অগ্নিদেবতাদিতে বলছেন যে দেবা অসু্যভঃ পশু পশু জনা আসন, যা এরা মগাদিতে পুণ্যেয়া যশ চক্ষুর্মসি যো বিদ্যতি যো হস, যো চয়ম অক্ষয় অতব্ এয এয তে, তদ এযা এ অর্চিঃ স্ব ১ ৮১১০ এবং ১ ৫১১৭। রূপান্তর। 'পশু মানুয়াঃ কৃষাঃ ক্ষিত্রাঃ চর্যাঃ জাতানি মানবাঃ'। হু স্ব ১ ০১৬১ ১১ (১) ১৭৮। হু 'মিয়া চাক্ষু বরেনো ভূতানাং গভমু আ দধে, দক্ষসা পিতব তনা'। শব্দচতুর্নাম সমিচ্ছ ইন্দ্র (এই) বরেনা, ভূতসম হেব বজ্রাক তিনি অর্চিত করছেন (নিম্নের মধ্যে অগ্নি স্বয়ং ভূতবাজ ১০ ৬৫৬, ১ ৭০১৩, মানস তিনিই সব বিশ্বভূতে গর্ভের আধাতা ৩ ২১১০, এই সব কিছু অর্চিত ১১৮১১০, এবং অগ্নিও অর্চিত, ৮ টী ১৭৭৭, স্বতের অগ্নি একাধারে পিতা মাতা এবং পুত্র অর্চিত এই মত, অর্চিঃ ১ ৭১১১) দক্ষের পিতাকে ভূতবাজপী দ্বিজেক দক্ষ একজন অর্চিত ১ ২২৭ ১ এবং দেবগণের পিতা ৬১০ ২, ৮ ৬৩১০, সূত্রায় অগ্নিও পিতা, কিন্তু পরমবাহুস্পে অগ্নি দক্ষের পিতা। কিন্তু তনা < ১ তন, বিভক্তিপ্রতিরূপক অগ্নি হু ১৩৮ 'মিতমু' সাজা, অগ্নিতাদে 'তনয়া' ১০১৩১২, সার অগ্নি ও বাখ্যা পিতার অগ্নি দক্ষসা তনা তন্যা বৈদগুপা ধাবতি ৩১২৭ ১। হু 'গভ' মাতঃ পিতৃ, পিতা বিন্দুতানো অক্ষরে সীদন স্বতস্য যোনিম্ আ ৬১৬১৩৭। অগ্নির মাতা পৃথিবী ৩ ২১১১৮ (সো), অর্গা ৫১১১৩, বা অর্চিত ১০ ৫ ৭ ৮ টী. ১০৩, ১৭৭৭ হু পিতা অগ্নি 'অমু' ৩১২১১৫ দোঃ ২৫ ১ স্বতা বিবরপা ১১১৫ ২, ৫, ৩ ৭১৭, অথবা দক্ষ ২৭১০১। তিনি পিতারও পিতা ৩ ২৭১১। যখন তিনি পরমবাহুসে সদমতের ওপারে ১০১৫১৭। তাঁর বিশেষত্ব হু স্ব ৫ ৫ ৫ স্বতস্য যোনিঃ নিম্নে উদক ১১২২, তু সিলানি স্ব ১ ১৬৫ ৫১, স্বতঃ গহনং গভীম ১০১২১১১, তম অসীং তমসা গলহম্ অগ্নে হপ্তবতঃ সলিঙ্গং সবম্ আ ইদম্ ৩ হু হু হু দুর্লোক অগ্নিও এবং মাতৃলোককে ঘিরে স্বতঃ (কুলাসব মত) এবং 'আপঃ' থৈ থৈ ববতে ১১১২। পুত্রাণের কাবরসিলা পুত্রসা। তাই স্বতের বা শব্দত বিশ্ববিশ্বনের 'যোনি' বা উৎস। স্ব 'যোনি'র মৌলিক অর্থ 'গর্ভবৃষ্টী' (নি ২।৮) অগ্নি 'প্রথমজা স্বতস্য' স্ব ১০১৫ ৭ ৬১ ১১। সোমও 'সীদন' স্বতস্য যোনিম্ স্ব ১ ৩২১৪, ৬৭ ১১। পদম্ভের ব্যবহার সোমের বেলায় খুব বেশী। আবার বিশ্বের মনে আছে এক 'অভীশ্বং তপঃ' (১০১১০ ১), বাহতে স্বত এবং স্ত্রীর জন্ম। সূত্রায় সেই বিশ্ববাদি অগ্নিও 'স্বতস্য যোনিঃ'।

এরপর অধিদেবত দৃষ্টিতে অগ্নির জন্ম, 'দ্যৌঃ' আলোকজ্বলন্ত আকাশ যার প্রতীক বিবেচ্য তিনি আদিপিতা [২৩২^১, কেননা তার সম্বন্ধেই মূলে রয়েছে এক অনিবাধ্য ব্যাপ্তিচৈতন্যের জ্যোতির্ময় প্রেষণা। অন্যান্য দেবতার মত অগ্নিও এই দ্যৌঃ'র 'সন্দ্' বা 'শিশ্'।^২ তাই তাঁর প্রথম জন্ম দ্বালোক বা পরমবোম্বে, অর্থাৎ আমাদের জ্যোতিবভীষ্মা সেই পবনজ্যোতিঃই প্রসাদ। আবার বিশ্বসৃষ্টির দিক থেকে বিশ্বকর্মা আদিপিতাকে বলা হয় 'স্বষ্টা বিশ্বরূপঃ' ছাত্রের যেমন কাঠ কুঁড়ে বাপ গড়ে, তেমনি তিনি নিজেকেই বিশ্বের বাপে 'তক্ষণ' করেন বলে।^৩ অগ্নি এই স্বষ্টারও পুত্র, কেননা অপাদশীর্ষা গৃহাহিত^৪ অগ্নিকে মাতৃবিশ্বা এবং দেবতার তক্ষণ করেই জন্ম দেন মানুষের মধ্যে।^৫ মানুষের যা অগ্নিমন্থন, তাই দেবতাদের অগ্নিতক্ষণ এবং তার মূলে রয়েছে সর্বত্বরূপে স্বষ্টার প্রচোদনা।^৬ আবার আদিমাতা আদিতি হতে তাঁর জন্ম পরমবোম্বে,^৭ তিনি আদিতির দামাল ছেলে।^৮ একজায়গায় পাই, দিব্য ধেনু পশ্চিন্ তঁার মাতা যিনি বিশ্বপ্রাণের লোকান্তর অমৃতনির্ব্বা^৯ এসমস্টই অগ্নিব দিব্য জন্ম, যার আধ্যাত্মিক বাঞ্ছনা হল - আমাদের অভীষ্মার শিখা বা উপসার আগুন জ্বলে ওঠে সেই পবন চৈতন্য বা পবন শক্তি বা পবন প্রাণের প্রেষণায়।

দক্ষ সাতজন আদিদের একজন [২৩৩।। তিনি দেবগণের পিতা,^{১০} সতপথ-

[২৩২ তু ঋ দ্যৌঃ নঃ পিতা ১ ৯০।৭, দ্যৌঃ'মে পিতা জনিতা নঃ ১৬৪ ৩৩, দ্যৌঃ পিতা জনিতা ৪।১।১০। দ্র. দ্যৌঃ'। ১০।২৫।১, ৪।১৫।৬, ৬।৪৯।২। তু. সো অস্য পুত্রো বজ্রঃ শরুজো অগ্নিঃ অজ্যোতঃ ১০।১৮৭ ও ১০।১৫ ১৯, ১০ ৮১।৪, তু ১ ১৬৮ ৪১। দ্র. অপ্রীদেবগা, ইথা' ৩৩ ৪।১।১১ দ্র. ত্রী ১৬৪ ১। ১ তু ঋ দ্যৌঃ যম্ অগ্নিঃ পৃথিবী জনিতাম্ অপসঃ স্বষ্টা ভূগো যং সঃ ১৬ উৎসংসের বাসী' ফলেনাং ২৬ কে চ্যেতিয়ে ভূগো ৩ হঃ। প্রথমং কেননা স্বষ্ট বা উৎসংস চন্দ্র বা অগ্নিস্ত ইত্যন্যে মতানিবা দেবাসু' ততঃস্বারা তক্ষণ করিলেন পৃথিবী বা পৃথিবী মনবে মজ্জন্ যজ্ঞম যজ্ঞে। ১০।১৬৬ ৯। অবশ্য অগ্নিকে বস্তুত দেব-শিষ্য^{১১} স্বষ্টার একজনাবার পুত্র করেন দেব-বা তাঁর নির্মিত্রও এবং 'তক্ষণ' সে সময়ের আমাব, যথার্থ অগ্নি পবনপুষ্কর 'সমস্কা' হতে অর্কিত্র এক সর্বব্যাপী চৈতন্য বর্ষা। এই অগ্নিকে মানুষের মধ্যে নির্মিত্র করেন বাসবপ্রাণ মানসিমা। অগ্নি অগ্নি ভূগু, তাকে প্রত্যক্ষের দ্যৌঃ করিল। তু ১০।২ ৭, স্বষ্টা, নঃ গভঃ ১।৯৫ ২, ত্যজ্যন্তঃ ৫ স্বষ্টা ৩।৭ ১। ১ স্বষ্টা, সিসংস্কা সাবগা, কেননা তাঁর তক্ষণ হল সর্বব্যাপী মত অগ্নিঃ স্বষ্টা অগ্নির প্রথম আভাস ফোটাণা এবং এরপর তাকে বিশ্বরূপে বিভাজিত করা। তু ৩।৫ ও ১৯ (১০।১০ ও ১। ১০ ১০ ও ৭, চী ১২৯, ১৭৩। ১০।১১ ১। ১২ ২ ৪।

২৩৩। তু ঋ শরুজু মিষ্টা অগ্নিমা ভগো নস্ তুজ্যোতঃ বসংস্কা দক্ষা স্বঃ ২।২৭।১। সাত জন আদিরা পবন মিত্র অগ্নিমা ভগ অগ্নি দক্ষ এবং 'স্বষ্টা' তাই স্বষ্ট, দ্র. টীম্ ১১৫।। এই মন্তব্য প্রসঙ্গের দাক্ষর্য নির্বাহিত দ্ব্যজ্ঞগায় দ্ব্যক্ষম। একজায়গায় তাঁর মন্তব্য, 'এবম্ অন্যাসাম্ অপি দেবানাম্ আদিপিতৃবদঃ স্তুতয়ে ভর্নিত, তস্মৈ যজ্ঞে চন মিষ্টসা বসংস্কা যম্ গো দক্ষসঃ ভগস্যংশসো' ২।১৩।৫। এখানে স্পষ্টই এই মন্তব্য তাঁর লক্ষ্য কিন্তু আদিদের সংখ্যা চম্ব। অন্যত এই মন্তব্যই ব্যাখ্যায় বলাতন, মিষ্টসা চারুমা ৫ ভগন্ ৫, তুজ্যোতঃ ৫ শাভা, দক্ষ বসংস্কা হংস্ ৫ (২।১৩৬) শাভা তাঁর মতে একজন মধ্যস্থান দেবতা (১১ ১০)। ইন্দ্রও তাই ঋ ৫ শাভা সজ্জা প্রাথম সাধনামাচী (তু ৭ ৩৫।৩, ১০।১৯০।৩, ১৮ ৫, শাভা শারুণ্য ভূমসা সস্ পতিব্ দেবঃ দ্রোণম্ অতিক্রম্যাহম্ ১২৮।৭ [সা ইন্দ্রঃ সবিগা না, শৌব পতিব্ দেবঃ সবিগা' ও ৩।৯, কিন্তু ঋ ৫ এই শাভা ইন্দ্র হলেই সম্ভব কেননা তিনিই সেখানে সূংস্ ৬ ৪৭।১২, ১৩ ১০।১৩৯ ৬, ৭।, অন্যান্য দেবতার সঙ্গে ১৫৮ ও, ১৮১ ১৩, ৮৫।৭৭ ১৮৭ ১ ৯ ৯৭।৩৮। তু তৈত্তা ১।৭ ২।১।, কিন্তু স্বষ্টে বিশ্বরূপ করে 'শাভা' হলেন বিশ্বকর্মা (১০।৮২।২ এবং ইন্দ্র (১৬৭।৩)। গংসায়ের প্রাসঙ্গ্য ইন্দ্রপ্রশাসিততে ইন্দ্র বিশ্বকর্মার আসনে স্থাপিত (২।১২ সূ.)। সেখানে তাঁর একজায়গায় বলা হয়েছে 'ত্বনিমান' (১২) আবার, তাঁর এই আদিভাসুজ্ঞেও দর্শ, সমস্ত সৃষ্টিতে বিশেষ করে বাসবার নাম করা

রাক্ষসে প্রজাপতি।^১ দিব্য সিসৃক্ষা তাঁর স্বরূপ।^২ অগ্নি এই দক্ষের পুত্র।^৩ অতএব আমাদের বৈদিতে বা আধারে তিনি আদিদেবতার দিব্যসংকল্পের প্রতিরূপ। সে-সংকল্প মানুষ্যের নীচকেতোহুদয়ে জন্মে ওঠে বিদ্যার অভীপ্সা হয়ে।^৪ অগ্নির এই জন্মের মূলে আছে ইন্দ্র এবং বিষ্ণুরও বৃহনশন বীৰ্যের সংবেগ। অভীপ্সাকে চরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করেন তাঁরাই।^৫

আবার অগ্নি 'উষবৃদ্ধ' জেগে ওঠেন উষাব আলোয়, শ্রম্মার আবেশে এবং প্রাতিভসংবিতের উন্মেষে।^৬ এই উষাও অগ্নির জননী : 'আমরা দিনের পর দিন তাঁদের দৌথ চোখের সামনে ঝলমলিয়ে আলো ছড়াত, জন্ম দিতে অগ্নি যজ্ঞ আর সূর্যকে, আর দৌথ নিরানন্দ অন্ধকারকে বিপবীত দিকে মিলিয়ে যেতে। ২৩৪।।' এই দিনের মূখে অগ্নি যেমন 'দিবো দুহিতা' উষাব পুত্র, তেমন আবার যজ্ঞানুকর্শিনী মনুকন্যা ইলাবও পুত্র জন্মে ওঠেন 'ইলায়াস্পদে' বা উত্তরবেদিতে^৭ অথবা তাঁই পরিচিত কোনও 'বয়ুর্নে' বা নাড়ীতে।^৮ দুদ্রলোকের আবেশে ওখন সাড়া দেয় জ্বলোকের অভীপ্সা। এককথায়, যদিও দৃশ্যত যজ্ঞবেদিতে অরণিমন্থনে অগ্নির আবির্ভাব, তবু বস্তুত তাঁকে জন্ম দেন দেবতারা।^৯

৩৭৮ বঙ্গ মিত অর্থ্যা, আব 'ইন্দ্রব' (১৭), প্রসঙ্গক্রমে অর্দিতিবও এইসব বিবরণ কালে মন্তব্য তুলিবার আদিত্য যে ইন্দ্র ভাঙে সংখ্য থাকে না 'দেবতাসা দক্ষপিতৃবঃ' ৬।৫০।২, ৮ ৩৩।১০। ১৭ ২ ৭।৫১.২; তাঁর প্রার্থিত যজ্ঞ 'দাক্ষ্যসংযজ্ঞ', 'দক্ষা' নিম্নে 'বল' ২।১৯ (তু 'দক্ষিণ', ৬।৫১.১০ 'on the right propitious, ideal - ed his - *i h- to seem good be what it') মূল অর্থ সামর্থ্য হতে 'সংকল্পশক্তি' তু ঋ 'ন স সো দক্ষ্য বল্লগ ধৃতিঃ সা সূধ্যা মনুর্বা' বিচীন্দকো অর্টিও অসিত জামান্ বনায়স উপাবে স্বানশ্ চনৈদ' জন এসা প্রযোত' সে তো নিজেই ইচ্ছা নয় হে বল্লগ, সে হল দ্রোণাশ্বি (তু ৭ ৬০.১, সা 'নির্দিষ্ট') সূত্রা, মনের প্রকোভ, বহুজ্ঞান তৈরী (প্ৰকাশ ঘূর্তি) বা অর্থাৎ বড় (অর্থের প্রবর্ত্তর প্রবৃতি) আছে হেউর পশেই নিদ্রাও হসতা অনুশ্রব উৎস ৭.৮৬।৬। তু গী ৩ ৩৬ ৩৭, ১।৭৬ ১, 'উদীপনা' অর্জিত (সংক্রম হয়) দক্ষ ভিত্তি মনুর্বা হুন্দা ৮ ৭৮।৮, পবমান এসস্ তব দক্ষো বি র্যোজিত দুদ্রান্ ৯।৬১ ১৮ : 'সৃষ্টিসামর্থ্য', নৈপুণ্য' দক্ষসা চিন্ মহিনা মূলভা নঃ ৭।৬০.১০, দক্ষ্য দম্যতে অপসম্ ১।২।১। দেবতাসা, বিশেষত মিত্র ও বঙ্গ 'পুত্রদক্ষ' (তু 'সত্যসংকল্প'। ১.২৩।৭, ৫।৬৬ ৪, ৮ ২৩।৩০, ২৫।১, ৬ ৫১।১, ১০।৯২।৭ : সৃষ্টির মূলে পবমদেবতা এই দক্ষই 'আদিদেব দক্ষ'। পবমরূপে তিনি প্রজপতি, পবমব্যাম তাঁর নাম, অর্জিত হতে তাঁর জন্ম ১ ৮৯ ৩, ১০ ৬৬।৬, ৫৫।৭, ৭২।৪। অকালপে তাঁর অগ্নি' মন্তে'ন অধার কবিকুরূপে আবির্ভূত (৩।১৭ ৭), তখন, অদ্বৈতমিটেতে 'অর্দিতিব হু' অর্জিনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্ব অক্ষানঃ' দক্ষ হতে তাং দুহিতা অর্দিতির জন্ম, তাঁর পব দেবগণের জন্ম ১০ ৭২।৭, ৪। এই দক্ষাবর্ণী পুরণে 'সত্য' -দক্ষের বিন্দুনা কন্যা, দক্ষ্যক্রেব কাহের অর্থের বিস্বাতীর্ণা, শিবের নিদ্রাসংগতা কন্যাকুমারিকা দু বৈমী প ২২১।১। ৫৩ ২৭।১, ৮ টীম্ ২০১। ৫৩ ক, ১ ২।৪, ৮ বৈমী প ৮৬-৯১। এইদিক দিগন্তে অগ্নি আমাদের 'দক্ষ' বা অভীপ্সার তরঙ্গ। ৫দস ও অস, বঙ্গের বিধস্ত করে তাঁরা উষ্য যজ্ঞায় চক্ৰধর উ লোকঃ জনয়ন্তা সূর্যম্ উষাসম্ অগ্নিম্ (ঋ. ৭।৯৯।৪, ৫; ঋ. টীম্, ৩৪)।

[২৩৪] তু ঋ এতা উ হাঃ প্রভা অদশন্ পুত্রস্তাজ্ জ্যোতিব্ যজ্ঞস্তীর্ উষাসো বিভাতীঃ, অর্জিজন্মত্ সূর্য যজ্ঞম্ অগ্নিম্ অপাচীনঃ তমো অগাদ অজুর্ভম্ ৭।৭৮ ৩। এই অন্ধকার 'দুহিতা' বা দক্ষিণিত (তু ক ১ ২ ২৪)। ৮ ঋ, উষা যার্তি জ্যোতিষা বাধমানা বিধা তমাসি দুহিতাপ দেবী ৭।৭৮ ২। তর্জিটি উষা অগ্নির জননী, ৮ টী ১৭২।, তু ১০।৯২।২। ১ টীম্ ৮ টীম্ ২০৬। ৫৩ টীলাষাস্ পুত্রো যজ্ঞান ইজনিষ্ট ৩।২৯ ৩ অগ্নি ঋকানি বয়ুর্নে চিন্ ১ ১৮৯ ১ (বয়ুর্নে পথ, অগ্নিপ্রবাহিণী নাড়ী, নদীর সাঙ্গে উপমিত, ৮ টী, ২০৬।১। ৫৩ ১।৩৬।১০, ৫৯।২ (৮ টী ২০৫।১, ২।৪ ৩, ৬।৭।১, ১৬।১ (৮ টী ২২৩।১, ১০।৪৬।৯ (৮ টী. ২৩২)।

আবার তাঁর অধিদেবত জন্মের পরম রহস্য এই, অগ্নি দেবতাদের পুত্র হয়েও তাঁদের পিতা [২৩৫]। অর্থাৎ দেবতাদের আবেশে আমাদের মধ্যে অগ্নির আবির্ভাব হয় মনকে প্রচোদিত করে প্রজ্বল চক্ষুরূপে,^১ তাবপর সেই মনরূপী দিব্যচক্ষুই^২ দেবতাদের প্রকট করে যজ্ঞমানের চেতনায়।

তারপর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নির জন্ম। এটি অধিষজ্ঞ ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে, কেননা যজ্ঞ বস্তুও একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠান যার লক্ষ্য হল আত্মচেতনের বিস্মৃতিত্যাগে বিস্ফারণ, লোক হতে মোকোত্তরে উত্তরণ, যজ্ঞমানের হিষণশরীর নির্মাণ। ২৩৬। অগ্নি যজ্ঞের সাধন। তিনি যেমন বাইরে আছেন, তেমনি আমাদের মধ্যেও আছেন তপঃ এবং জ্যোতীরূপে প্রাণ এবং প্রজ্ঞারূপে। কিন্তু আপাতত আছেন অগ্নিহীন। গৃহাচার হয়ে। বাইরে অগ্নিসম্বন্ধের মত অন্তরেও ধ্যাননির্মলমন্ডল। তাঁর আবিস্করণ হল আধ্যাত্মিক অগ্নিজনন।^১ আধ্যাত্মিক অগ্নিসম্বন্ধের অন্তর সাধন একদিকে হল 'সহঃ' বা সর্বাভিভাবন বীৰ্য' এবং 'উজ্জ্বল' বা চেতনার মোড় ফেরানোর সানর্থ্য,^২ আরেকদিকে মন এবং ধী।^৩ সব মিলিয়ে ঔপনিষদভাবনার সেই প্রাণ এবং প্রজ্ঞা। আর আধারে এই অগ্নিজননের ফল হল ঔপনিষদের ভাষায় 'যোগাগ্নিময় শরীর' লাভ করা।^৪ সংহিতার ভাষায় 'সূর্য্যত্বক' হওয়া।^৫

● অগ্নি ও অন্যান্য দেবতা

অগ্নির রূপ-গুণ কর্ম এবং জন্মরহস্যের বিবৃতি থেকে তাঁর স্ববর্ণের মোটামুটি একটা পরিচয় পেলাম। দেখলাম, অগ্নি বস্তুত অমর্ত। আমাদের মধ্যে তিনি প্রাণচেতনা এবং তপঃশক্তিরূপে আবির্ভূত। তিনি কবি-কর্তা তাঁর ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞা আমদের হৃদয়ে আগাষ দেবযানী অতীন্সার উদ্দীপিকা। পরমবোম তাঁর উৎস, সেইখান থেকে বিশ্বপ্রাণের চিন্ময় সংবেগে তিনি আবিষ্ট হয়েছেন মানুষের মধ্যে— তাঁর আগারে অন্তর্গত অধূমক জ্যোতি হযে। মানুষ আর দেবতার মধ্যে তিনি দূত।

[২৩৫] স্ব ভূবো দেবানাম পিতা পদ্যঃ সন্ ১ ৬৯।১। *কু ৫।৮ ৬ (দ টী ১৯৫^৮)।
*কু ছা. ৮।১২।৫।

১২০৬। তু ঋ অশ্বিন জ্যোতিষ, অবিনাশ দেবান্ (৮।৪৮।৩; এক জ্যোতিষ বহু দেবতায় নিখুঁত হয়), পূর্য্য এনং তনুত ওং কৃণাত পূর্য্যান্ যি ত্যত্ অশি নাক্ অশ্বিনান্ মানুষ্য এই (যজ্ঞত-তুত্) বিহত কবে, তাক্ উপর্য্যাসক্ পাক্ষয়ে তোল্লে (যেমন টাকুত), তাক্ বিহত করে এই বৈশ্বকোলোকে ১০।১৩০।২, এত্রা ২৩, ১৪ স্ম যজ্ঞান্ ঘটান্ কস্প' (তু ঋ ১০।১৩০।৫)।
৩ তু শ্বে ১।১৪, ২।২২, ঋ. ৩ ২৩, দ্র টী ১৯১।। বাহুরের মথনে অশ্বিন ঋত্বিক বা যজ্ঞমানব পুত্র' পিতৃ' যৎ পুত্রা যমকস্য জ্যাতো ২।১১।১, যৎ পুত্রো ভবসি সস্ তত্ হমিনঃ (সাধনার লক্ষ্য করে), ২।১৯, হোতা জনিষ্ট চ্যতনঃ পিতা পিতৃতাঃ যজ্ঞমান একাধারে পিতা এবং পুত্র ৫.১, ১।২ অশ্বিন তাই 'সহসঃ সূনুঃ' বা 'উজ্জ্বা নপাঃ', দ্র টী ২২৫। তু অশ্বিনম্ ইন্দ্রানো মনসা ধিয়ং সচ্রেত মর্ত্যঃ, অশ্বিনম্ দ্রোণে নিকবভিঃ ৮।১০২।২২। দ্র টী ২১১।।
৪ তু শ্বে ২ ১২, ঋ ৮।৩৯।৮ (দ্র টী ২৩০।।) যেমন অপলা হযজিলেন ৮।১১।৭। এই প্রসঙ্গে তু শবীরেদু অশ্বাকং যয়ং মর্ত্যসো অতি পশ্যথ ১০।১৩৬।৩ মূনিদেব উক্তি।
৫ তাইই বিশেষ করে কায়সম্ভ। তু সমানজ্যাজ্ঞ শুভ্রানম্ যোসু ৩।৪০, সমান নাভিসংস্থিত, আর তাহে নাভি অশ্বিনসম্ভ।

দিব্য এবং মর্ত্য দুটি কোটির মধ্যে যুগপৎ আবেশ ও অভীপ্সার বাহন। দেবকাম যজ্ঞমানের উৎসর্গ-ভাবনার প্রতি পর্বে তিনিই দিশারী জুড়ে আছেন তার আদি আর অন্ত। যাস্কের ভাষায়, 'এই এ'র কর্ম' হবির বহন, দেবতাদের আবাহন; তাছাড়া যা কিছু দৃষ্টিবিশয়ক, তা অগ্নিরই কর্ম' [২৩৭], অর্থাৎ সাধনার প্রতি পর্বে আমরা যে সত্যের সাক্ষ্য পাই, তা তাঁরই আলোকে এষণা আর রূপান্তরের পথে তাঁর আনন্দময় সন্তপদী সূর্যের সন্তরশ্মিতে ঝলমল।^১

'অগ্নির সমস্ত সন্ধিই দেবযানী' অর্থাৎ পৃথিবী হতে দুর্লোক পর্যন্ত বিস্তৃত সত্যের পথে আমাদের চলতে হয় কেবলই অগ্নিসন্নিধান করে [২৩৮]। তাই সাধনার প্রতি পর্বে দেবতার সঙ্গে অগ্নির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। আমাদের অভীপ্সার বেলায় অগ্নি যেমন 'দেবেশ্বঃ' বা দেবতাদের দ্বারা সন্নিধঃ^২ তেমনি আমাদের মধ্যে তাঁদের আবেশের বেলায় অগ্নিই তাঁদের 'পুরুষোত্তমঃ'।^৩ জীবনপ্রভাবে শ্রম্ভার আবেশে হৃদয়াকাশে যখন ফোটে নবচেতনার পক্ষরাগ, তখন দেবযানী আকৃতির ঘোঁষাখা লেলিহান হয়ে ওঠে, দেবতার আনন্দময় স্বীকৃতিতে সেই শিখাই প্রজ্বলিত হয়ে আনে মাদান্দিন সৌরদীপ্তির সূচনা। এখানকার চাওবাই যেন ওখানকার পাওয়ার পুরোধা হয়ে আবার এখানে ফিবে আসে সাধনার আদি আর অন্ত, তার উজান-ভাটের দুটি ধারাই বৈশ্বানরের অনিবার্ণ দহনে প্রভাস্বর হয়ে ওঠে।

অতএব সাধনার প্রতি পর্বে, দেবাবিষ্ট চেতনার প্রত্যেক সন্ধিতে দেবতাদের সঙ্গে অগ্নির যোগ একটা সাধারণ ব্যাপার। এইটি স্পষ্ট হয়েছে আপ্রীস স্কগল্লিব দেবগণের সঙ্কল্পিত বিন্যাসে এবং প্রত্যেক দেবতাকে অগ্নিরূপে ভাবনা করার মধ্যে। অগ্নি-

[২৩৭] নি. ৭.৮.৩। 'তু অ অধুক্ষং পিপৃষাম' ইয়ম্ উজ্জং সন্তপদীম্ অগ্নিঃ, সন্তপা সন্ত বস্মিভঃ' বদাহন এবলেন আপ্যায়িতা সন্তপদী এষণা আব আবর্জনাশক্তিকে সেই গমর্গ পূর্বস্ব সত্যের সত্যটি রক্ষা দিয়ে ৮।৭.২।১৬ ইয়্ এবং উজ্জং-এর সহচর বেদে বহু জাগরায় (৮. ১.৬.৩ ৮, ২.১৯।৮, ২.২।৮, ৫।৭.৬।৮, ৬।৬.২ ৮ ৬.৫.৩, ৮.১৩.১২৮, সা দো মন্তে, যম্ উজ্জং দহনা সেন্ধু, বাক, ১০০।১১, ৯।৬.৩।২, ৬.৬।১৯, ৮.৬.৩৫, ইয়ম্ উজ্জং অত্ অর্বা উব্ জেনাঃ কৃণোতি সোম। ৯.৪।৬, ১০।২০।১০, ৪।৩.৯ ২)। নিধ ইয়্। উজ্জং 'অম্' ২।৭, নিতে এণজগায় ইয়্ অপ্ ১০.২৬, অবার তু নিধ বগঃ। বজ্জন্ম। নক্ 'বল' ২।৯, তু নি ৩।৮। ইয়্ < ১ ইয়্ 'অর্থাচ্চ, চাওবা' 'উজ্জং' < ১ বজ্জং 'মোচড দেওয়া, মোড় ঘোবানো'। তু IE *ur-* 'to swell with energy', *Av* *ur-* *ur-* (effectiveness) উজ্জং এর সঙ্গে অগ্নির বিশেষ সম্পর্ক ল অগ্নি 'উজ্জং নপাৎ' ১।৫.৮।৮, ২।৬।২, ৫।১৭.৫, ৬।১৬.২৫ ৮ ৭.১।৩, ৯, ৭.১৬।১, উজ্জং পুত্রঃ ১।৯.৬.৩, অগ্নিমন্ত্রের জন্য বলের দরকার। 'ইয়্' আস উজ্জং সহচরিত কেননা চিত্তে প্রথম জাগে এষণা বা অভীপ্সা, তাৎপরেই অন্তঃকরণের নীর্থ্য। তু ক কশ্ চিদ্র দীঃ 'আনন্ত্যক্কাব্' অমৃতম্ 'ইজ্জং' ২।১।১। সন্তপদী তু অগ্নির সন্ত ধাম ৪।৭।৫, ১০।১২.২।৩, সন্ত পদ ১০।৮।৭ নিষ্কুর সন্ত ধাম ১.২২।১৬, যজ্ঞেব ৯।১০.২।২। ঋকব অগ্নিঃ কৈ সা বলেন 'বায়ু', *vidhava* 'Patron'। কিন্তু এ পর্বের ঋকেই আছে ইন্দ্র অশ্বা নমঃ এবং সেইসঙ্গে আছে সোমের দুর্লোক 'অবন্' ফোটে যেন নদ্যা একটি ঋকের পর্বই আছে সোমের গৃহাপন এবং অগ্নিশিখার দুর্লোক ছাওয়ার কথা। সত্যের 'অর্বা' এখানে অগ্নি 'অর্বা' < ১ অ হলা, তু 'অর্বা' অগ্নি 'অর্বা' নি অগ্নি অমর যজ্ঞেবঃ ইশ্বরো হপ্ অগ্নিঃ এতদ্ভাদ্ এবং ৫.৭।। ঋকটির ভাবার্থ - যখন আত্মর সাধকের জীবনে সূর্যের উদয় হল, আনন্দের দ্বাভাস জাগল মিষ্ট ও বরুণের প্রসাদে (৮ পর্বের ঋক), তখন তার অগ্নিচেতনা পরমবেদ্য হতে দূরে আনল এষণা ও অন্তঃকরণের সোমো আনন্দ যা তাকে আপ্যায়িত করবে, লোকোত্তরের অভিমুখে তার সত্যটি পদক্ষেপকে করবে প্রজ্ঞানের সৌরশ্মিতে ঝলমল।

[২৩৮] ৮. ১.০।৫।১১; টীম্, ২০৮, ১৭৩৭। ২. ৮. টীম্ ২০৯, ২০০১।

সম্মুখে চৈতন্যের যে-জাগরণ এবং স্বাহাকীৰ্ত্তিতে সূচিত দেবাত্মভাবে তার যে-পরিণাম, তার মধ্যে আগাগোড়া আমরা পাই একটা অগ্নিস্বাস্ত অন্তর্ভবের পৰম্পরা। জীবনযন্ত্র আদ্যন্ত একটা অগ্নিদহন।

অগ্নির সংগে দেবতাদের এই সামান্যযোগের পরিচয় আছে সংহিতার যত্র তত্র তাঁর সংগে অন্যান্য দেবতার সহচারের উল্লেখ। আপাতদৃষ্টিতে এই সহচারের অনেক জায়গায় কোনও নির্দিষ্ট ক্রমের উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যাস্ক লোকানুসারে দেবতাদের বর্ণীকরণের যে-প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন, তাকে মেনে নিলে অক্রমের মধ্যেও ক্রম আবিষ্কার করা খুব কঠিন হয় না। অবশ্য সাধনজীবনে ক্রমের কথাটাই বড় নয়। তন্ত্রের পবিত্রাষা অনুসারে বলা চলে, সাধনা ক্রম অক্রম এবং ক্রমাক্রম এই তিনটি ধাৰা ধরেই চলতে পারে এবং তাতে প্রকাশ পায় জীবনের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা যা সাধনাকে আড়ষ্ট বা যান্ত্রিক হতে দেয় না। বৈদিক দেবতাদের অনেগানাসাহচর্যের কথা ভাববার সময় অক্রমকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত। কেননা, পরে যা-ই হ'ক না কেন, সংহিতার মন্ত্রবর্ণে কিন্তু আমরা পাই একটা উল্লসিত প্রাণোচ্ছলতার পরিচয়। বৃদ্ধি ক্রমানুসারী হতে চাইলেও প্রাণ সবসময় ক্রমাক্রমের পথ ধরেই চলে, এক্ষেত্রে সেকথা মনে রাখা ভাল।

অগ্নির সংগে অন্যান্য দেবতার সহচরকে আমরা তাহলে তিন দিক থেকে দেখতে পারি। সংহিতায় আপ্রীসংগৃহীত ছাড়া অনেকজায়গাতেই অগ্নিসহচর দেবতাদের মধ্যে আমরা কোনও ক্রম দেখতে পাব না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের বৃদ্ধিস্থ ক্রমকে আরোপ করে সাধনাব্যবস্থার সংস্কৃত আহরণ করা সম্ভব হয়। যাস্ক অগ্নির যেসব সংস্কারিক দেবতার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ক্রম আর অক্রমের মিশ্রণ ঘটেছে এবং ক্রমের ভিত্তিও একটি নয়। আগেই বলেছি ২৩৯।, যাস্কের উল্লিখিত সংস্কারের বাইরেও সহচর দেবতাদের উদ্দেশ্য পাওয়া যায় এবং ভাবনার দিক দিয়ে এই সাহচর্যের বিশেষ গুরুত্বও আছে।^১ অগ্নিসহচর এই দেবতাদের যাস্কেরই প্রকল্পানুযায়ী তিনটি ক্রমে সাজানো যেতে পারে। একটি ক্রম অনুসরণ করবে বিষ্ণুর সন্তপদীতে দ্যুস্থান চৈতন্যের ক্রমিক উন্মেষকে, আরেকটি অন্তর্বিদ্যুৎস্থান প্রাণের শত্রুঞ্জয় সংক্ষোভকে। তার বাইরেও কিছু সহচর দেবতা থেকে যাবেন, যাদের কোনও ক্রমে নিবন্ধ করা সম্ভব নয়, কেননা তাঁদের সাহচর্যের ব্যঞ্জনা দার্শনিক।

অগ্নিব পূর্বগত প্রসঙ্গে নানাভাবে এইসব সাহচর্যের কথা কিছূ-কিছূ এসে গেছে। তাই এখানে বিষয়টিকে একটু সংক্ষেপে গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করব। যাস্কের 'সাহচর্যব্যাখ্যা' দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

যাস্ক বলছেন, 'অগ্নির সংস্কারিক দেবতা হলেন ইন্দ্র সোম বরুণ পূর্ণা এবং ঋতুগণ [২৪০]।' এখানে প্রথমেই পাচ্ছি অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম—ঋকসংহিতার যারা

[২৩৯] প্র. টীম্, ১৪৩। ১ টীম্, ১৪৪।

[২৪০] নি. ৭।৮।৮। ১ পরমার্থদৃষ্টিতে ইন্দ্রকে যদি আদিত্য বলে ধরা হয়, তাহলে পাই তন্ত্রের অগ্নি-সূর্য-সোম এই ত্রয়ীকে ঋতুও পাই কন্যার বেলায় 'সোমঃ প্রথমো বিবিন্দে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ, তৃতীয়ো অগ্নিঃ তে পতিস্ তুরীয়স্ তে মনুষ্যজাঃ' সোম প্রথম তোমায় পেলেন, গন্ধর্ব পেলেন তার পরে; অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি, চতুর্থ পতি তোমার মানুষের ছেলে ১০।৮৫।৪০। এই গন্ধর্ব 'বিশ্বাবসু' (প্র. ২১, ২২) এবং পরমার্থে তিনি বিশ্বভাস্কর সূর্য

তিনজন প্রধান দেবতা; অগ্নি সর্বত্র অনুসূতা। আবার স্মরণ করি, অগ্নি মর্ত্যচেতনার উদ্বোধনী অভীশা, ইন্দ্র অন্তরিক্ষের বা প্রাণলোকের ব্যুৎপত্তী ওজস্বিতা, আর সোম দুর্লোকের অমৃত আনন্দ।^১ সুতরাং এখানে চেতনার উদয়নের একটি ক্রম আভাসিত হচ্ছে। কিন্তু সংহিতাতেই দেখি, যে সোমা অমৃতলোক একদিক দিয়ে অজস্র জ্যোতিতে উজ্জ্বল এবং উদ্ভাসিত, আরেকদিক দিয়ে তাই আবার মৃত্যুর দেবতা যমের বৈবস্বত পরঃকৃষ্ণতায় নিখর, দুর্লোকের আলো সেখানে অবরুদ্ধ।^২ এই অবরোধই ব্রাহ্মণের বাবুণী রাত্রি, উপনিষদের অনালোক লোকোত্তর, দর্শনের শূন্যতা।^৩ যাস্কের বিবর্তিততে তাই পাচ্ছি সোমের পর বরুণ। এই বরুণ অবশ্য মধ্যস্থান নন, পবনু আদিত্য।^৪ তাঁর মধ্যেই আমাদের সমস্ত প্রৌণ্ড পর্ববসান, তারপর 'আর কোনও

দ্র ১০।১৩৯ সূ., উহ 'দির্যো গম্ধর্যো বজসো বিমানঃ' ৫; তু শত্রা অসাব্ আদিত্যো দিব্যো গম্ধর্যঃ ৬ ও ১।১৯১। উল্লেখ এই ত্রয়ীর কথা নানাভাবে আছে বৈদিক সাধনায় তব মূল হল সৃষ্টিবল লভ্য করে সোমা আনন্দের ধামে পেঁপেছনোয়। কিন্তু যাস্কের ইন্দ্র ও সোম দুইই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা (নি ১০।৮ ১১।২)। আশ্বজ্ঞানীকৃষ্ণিতে সোমকে তিনি সেখানে ওষ্ঠাধিপে গ্রহণ করেছেন চন্দ্রময় সংগে তার যোগকে তিনি স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল সেখানে অন্তরিক্ষস্থান (১১।৫)। অন্তরিক্ষ সাধনায় ভূমি, আব্দ সিংহন ভূমি হল দুর্লোক এবং তারও ওপরে, তত্ৰাহতে পাই, 'আদিত্যের নীচে যমসব লোক, তাহা বিশাল বটে, কিন্তু আদিত্যের ওপারে যাবা, তাহা বিনশজ্ঞন। যারা আদিত্যের নীচের লোকগণের জন্ম করে, তাহা অন্তর্যাত্ন ও ক্রিয়াক্ষম লোকই জন্ম করে। অন্যতর অপার অক্ষয়লোক জন্ম করে সে ই, যে আদিত্যের ওপারের লোক জন্ম করে (৩ ১১।৭।৮)।' সুতরাং যাস্কের চন্দ্রমা আদিত্যের নীচে সাধন মাত্র, আর অব্দ সোমা আদিত্যের ওপারের সিংহচেতনা (তু ব, ১।৫ ১৯ ১৫)। ২ তু ঋ যত্র তেজোহব অজস্রঃ ঋক্ষান্ লোকৈ স্বব্ হিতম্ যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্র বন্যধানং দিবঃ যত্র মনু সহৃদয়ান (উজ্জল)। আপঃ ১৯।১৩ ৭, ৮। দুর্লোকের 'অবয়োদন সম্পর্ক' (Gidner এর ২০২৭)। 'উগ্রম দুর্লোক যা মানুষ্যের অদৃশ্য।' ল যম এখানে 'বৈবস্বত' অর্থাৎ আদিত্যের ওপারে; বরুণের সংগে তাঁর সহচার দ্র ১০।১৪।৭, ৫)। ৩ তু তত্র ১।৭।১০।১, ক ২ ২।১৫। তু শ বতিব্ বৈ কৃষ্ণা শক্রবংশা, তস্যো অসাব্ আদিত্যো বংশঃ ৯ ২ ৩ ৩০; এতি যোগ্যেব বৃথান, নচিকৈতাব মৃত্যুলৈক হৃৎ আদিত্যোভ্যসব প্ৰদুষ্টি নাস্য ফিরে আসে। 'মধ্যস্থান বরুণ তম্ব হস্র্যে 'আব্হ' কপন (নি ১০ ৩)। আদিত্য বরুণ (নি ১২।২ ২৫)। যাস্কের উল্লিখিত ঋক্ সম্বন্ধে পাবক সূর্য এবং বরুণ গা ১।৫।৩ ৫ ৭)। ৩ তু ব, ২।৫।১২, ৪।৫।১৩। দ্র স্বদেত বরুণ সম্ভ্রো অগ্নীচঃ (গোপন, নিগূঢ়), তব যমেন সাদা চেতনি অগ্নির কালো আচ্ছাদন (৮ ৭।১৮, ১০)। ৩ তু ঋ অশ্মণীপর্জন্যোনাং অবঃ ঋষিঃ যো হস্মিন্ হসে সহবা সৃষ্টিভিং নঃ, ইদম্ অন্যে জনাস্ গভর্ম অন্যঃ প্রজাবহান্ ইয আ ময়ম্ অশ্ম্ম হে অগ্নি পর্জন্য, হোমরা চেহে থাক অম্মার মানকে এই আদিত্যে হে স্বাক্ষন্দাভূতি। অর্থাৎ ডাকলে যাবা অগ্নি সাড়া সাও, (ছেহে থাক)। আমাদেব কমা সৃষ্টিকে এসণকে 'তাদেব, একজন জন্ম দিলেন গভর্ক আরেকজন সন্তত এষণা আহিত কর তোমরা আমাদেব মাধ্য ৬ ৫২ ১৬। সা 'ইলা'কে অগ্নে অর্থে ধরে বলছেন, ইলাজনের পর্জন্যের কাজ আর গভর্জনের অগ্নির, কিন্তু সেমা বলাতন, অগ্নিই ইলাকে জন্ম দেন, আর পর্জন্য গভর্ক। এই ব্যাখ্যাই সংগত 'ইলা'র সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক সূত্রসিদ্ধ (আশ্রীন্দবগন দ্র), আর রেতোধা পর্জন্যই গভর্কের আশ্রয় (দ্র ৫ ৮৩ ১, ৪, ৬, ৭।১০১।৬, ১০২।২)। আরও দ্র ১।১৬।৪।১, টী ৮৮। প্রজাবহীর্ ইযঃ - প্রজা অপত্য নিয ২ ২ অপত্য। অপত্য তু 'নি'তা' কিন্তু 'নি' < ১ পত্ বা তন্, ৩।১। ও প্রজা দুইই বোঝায় বিসম্বিৎ এবং তচ্ছানিত প্রবহমান্য। এই অর্থে স্ম উপনিষদের 'বহু স্যাম প্রজাযাম' ছা ৬।২।৩। 'প্রজাবহ'এর বাহ্যিক অর্থ 'সন্তত প্রবহমান', যেমন ঋতে : বসিঃ প্রজাবহন্তঃ ৪ ৫।১।১০, ৫৩ ৭, অস্মে আবহু নি দির্দাহী বঃ ১।১১৩।১৭ (১৩২।৫), 'বঃ বহন্তঃ ৩।৮।৬, 'বঃ সৌভগম্ ৫ ৮২।৮, ব্রহ্ম বদ্ আ ভর জাতবদঃ ৬।১৬.৩৬, ৪ (সোমঃ) ভদ্রনা উদ্ ইযীর্ বতীঃ ৯।৮৬ ৪১, 'বতো রাজান্ ১ ৯২।৭ (৩.১৬।৬), 'বতা বাপসা ১ ৯৪।১৫, 'বতা বচসা ৭।৬।৮, সহস্রধাব ততীয়ে বজাসি বতীঃ চতস্রো নাজঃ ৯।৭৪।৬, 'বতীর্ ইযঃ ২৩।৩ ১ ৭ তু ই ১৪। 'ঋতে কাল বোঝাতে 'ঋত'শব্দের ব্যবহারই আছে; শব্দ একজায়গায় 'কালো' (১০।৪২.৯)। দ্র শৌ কালসুত্ ১৯।৫৩, ৫৪ অগ্নির ঋতুসম্পর্ক দ্র 'দ্রবিশোদাঃ'।

উষায় জাগেন। দুলোকে আলোর আভাস না ফুটলে মর্ত্যের হৃদয়েও অভীপ্সার আগুন জ্বলে না। নীচকেতার বিদ্যার্ভীপ্সা জেগেছিল শ্রম্ভাব আবেশে, প্রাতিভসংবিতের বিদ্যোতে। তাই অগ্নি (এবং দেবতারাও) 'উষভুৎ' কিন্তু উষার আগে যে আলো আঁধারের ধূসরতা, তারও আগে যে অসূর্যের অপ্রকৃত অধিকার-ষাদেব মধ্যে চলেছে তমোভাগ আর জ্যোতির্ভাগ অশ্বিন্ধবের অলক্ষ্য জ্যোতিরভিযান, সেখানেও আছে দিব্য অগ্নির অতন্দ্র প্রেষণা। এই কথাটি ব্যক্ত হয়েছে প্রক্ষব কাশ্বের এই উক্তিতে : অগ্নি 'সজ্জ্ব' অশ্বিন্ধবায় উষসা' একায় তিনি অশ্বিন্ধবায় আব উষার সংগে।^{১৭} শৃধু তা-ই নয়, এই সূক্তেরই অনাত পাই, 'তুমি বয়ে আন বহুজনাহুৎ হে অগ্নি, প্রচেষ্টন দেবতাদের ছুটতে ছুটতে এইখানে, (বয়ে আন) সবিতা উষা অশ্বিন্ধবয় ভগ আর অগ্নিকে রাত ভোর হতেই।'^{১৮} বিষ্ণুব সন্তপদীর ক্রমবধ চারটি পদেব সুস্পষ্ট উল্লেখ থেকে মনে হয় যাস্কের প্রকল্প একেবারে অমূলক নয়।^{১৯} অচিন্তির অন্ধতমিস্রা হতে বালসূর্যের উদয় পর্যন্ত দেবযানের চারটি পর্বই দেখছি মর্ত্য অগ্নির আকর্ষিত আর দিব্য অগ্নির আবেশে উদ্দীপ্ত তারপর 'সূর্যের কৈশোর। সংহিতায় এই সূর্যের সংগে অগ্নির একাত্ম্যাব স্পষ্ট উল্লেখ আছে।^{২০} এই অশ্বিন্ধবত ভাবনাই অধ্যায়রূপ নিয়েছে উপনিষদের জীবন্তশ্রদ্ধাকাবাদে। কিশোর সূর্যের পর 'তবুধ' পুষা। অগ্নির সংগে তাঁর সম্পর্কের কথা যাস্কের মন্তব্য, 'আগ্নাপোষণং হবির ন তু সংস্तरঃ'— অগ্নি ও পুষার উদ্দেশ্যে হবি দেওয়া হলেও তাঁদের স্তুতি কিন্তু পৃথক্ পৃথক্।^{২১} তারপর তিনি যে-ধক্টি উদ্ভূত করেছেন, তা পুষার প্রতি উদ্দিশ্ট স্তুত্বপুণ্ডের প্রথম ধক্। ধক্টির প্রতিপাদ্য বিষয় মৃত্যুর পর পুষার নেতৃত্ব। তাতে অগ্নির সংগে তাঁর সম্পর্ক নির্বিড় হয়ে ফুটে উঠেছে।^{২২} পুষার পর 'যদ্বাহকুমারঃ' বিষ্ণু মধ্যাগগনের সূর্য। যাস্কের মন্তব্য, 'এ-দুয়ের সংস্तरবিকী কোনও ধক্ ধক্ সংহিতায় নাই।'^{২৩} কিন্তু অনাত আছে 'ব্রাহ্মণে অগ্নি বিষ্ণুর প্রত্যাহারের মধ্যে সর্বদেবতার সমাবেশ।^{২৪} সংহিতাব সূর্য একটি সামান্যবাচী সংজ্ঞা,^{২৫} বিষ্ণু তাঁর সংগে মিশে আছেন।

এমনি করে অগ্নির দেশনায় দেবযানের পথে আগাদের অভিযান মধ্যায় হতে মধ্যদিন পর্যন্ত, অব্যস্তের কুঁহব হতে ব্যক্তজ্যোতির পূর্ণতা পর্যন্ত। কিন্তু এ হল চেতনার আবোহ, তারও পরে রয়েছে অবরোহ। আদিত্যের মাধ্যমদ্বিত দ্ব্যতি ক্রমে গুটিয়ে আসে, সোম্য জ্যোৎস্নার প্লাবন নিয়ে দেখা দেয় রাতি। জ্যোৎস্নাও যখন থাকে না তখন আসে তাবাহাওয়া বাবুণী শূন্যতা। অগ্নিহোতীব অন্তবাবু চেতনা তারই ভিতর দিয়ে পথ চিরে চলতে চলতে আবার উজ্জীর্ণ হয় সবিতার কূলে। এমনি করে আলোয়-কালোয় অস্তিত্বের একটি আবর্তন পূর্ণ হয়। হিরণ্যস্তুপ আগিরসের সবিব্রসূক্তের প্রথম মন্তে তার এই ছবি : 'আমি আহবান করি অগ্নিকে প্রথমেই স্বস্তির তরে, আহবান করি মিত্র-বরুণকে এইখানে ছেয়ে থাকবেন বলে, আহবান করি বাগ্নিকে জগৎকে যিনি গুটিয়ে আনেন, আহবান করি দেব সবিতাকে—আগলে থাকবেন বলে [২৪২]।' অগ্নির অতন্দ্র অভিযান 'মৈত্র অহঃ' আর 'বারুণী রাতি'র

[২৪২] ধ হব্যম্ অগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হব্যমি মিচাবর্ণাং ইহারসে, হব্যমি রাতিং জগতো নিবেশনীয়ং হব্যমি দেবং সবিব্রসূক্তম্ উতয়ে ১।৩৫।১। 'অহঃ' দেবতার প্রসাদ আলোর মত; 'উতি' তাঁর আগলে-থাকা—কবচের মত, দুইই < √ অহ্। 'স্বস্তি' সব-কিছুর সুমঙ্গল পর্যবসান

ভিতর দিয়ে* যে রাত্রি রাক্ষস সোম্যা, কুহুতে শূন্যঃ* রাত্রিশেষে আবার তাঁর উত্তরণ 'অপহততমস্ক দ্বালোকের' কূলে কীর্ণবশ্মি সবিতার* অধিকারে। দিনের আলোয় সর্বতা আর মিষ্ট, "রাত্রে আরো সোম আর বরুণ : এমনি করে অস্তিত্বের আরোহে আর অবরোহে অগ্নির দিবা পরিক্রমা।

দ্বালোক মনোজ্যোতির [২৪৩] প্রতিরূপ, তার 'বৃহ' হল অচিন্তির অন্ধকার। আর অন্তরিক্ষের 'বৃহ' হল প্রাণের অবরোধ এবং শূদ্রতা, তার প্রতীক মেঘ। অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা তিনজন এবং ঋক্ সংহিতায় অগ্নির সঙ্গে তাঁবাই বিশেষ করে সংস্কৃত।^১ এই দেবতারা হলেন মরুদগণ ইন্দ্র এবং পর্জনা। মরুদগণ শূদ্রপ্রাণ, ইন্দ্র শূদ্রমন, আর পর্জনা দিবাপ্রাণের ধারাসার। অন্তরিক্ষে দেবাসুরের যে সংগ্রাম, তা প্রাণের অবরোধ ও বন্দ্যায় ঘুচিয়ে তাকে সাবলীল এবং সফল করবার জন্য। মরুদগণের সহায়ে ইন্দ্র মেঘকে বিদূচ্ছিক্ত এবং বজ্রদীর্ণ করে আধারে আনেন অবশ্বন প্রাণের প্লাবন। আমাদের অভীপ্সার এতেই চরিতার্থতা, তাই সংহিতায় বিশেষ করে এই তিনজন অগ্নির সংস্কারিক দেবতা।^২

এছাড়া নিম্নটুতে অনেক মধ্যস্থান দেবতার উল্লেখ আছে এমন-কি মধ্যস্থান অগ্নিরও [২৪৪]। তার মধ্যে 'বৃহস্পতি' অগ্নিবই আরেক রূপ; 'ব্রহ্মণস্পতি' এবং 'ব্রাহ্মণস্পতি' বৃহস্পতির সগোত্র; 'অপাৎনপাৎ' বৈদ্যুত অগ্নি; 'যম' আর 'জুহুতা' অগ্নি সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি; 'বাক্' আগ্নেয়ী। অনেক দেবতা ইন্দের মাধ্যমে অগ্নির সঙ্গে যুক্ত নৈবুজদের মতে অন্তরিক্ষস্থান দেবতারা ইন্দ্র অথবা বায়ুব প্রকাষভেদ।^৩ ইন্দের বৈশিষ্ট্য হল বৃহবধ এবং যে-কোনও 'বলকৃতি'।^৪ এই কারণে পৃথিবীস্থান অথবা দ্ব্যস্থান দেবতাদেরও অন্তরিক্ষে ঠাই দেওয়া অযৌক্তিক নয়। অগ্নির মধ্যে যে প্রকাশের আকৃতি, ইন্দের শৌর্য তার বাধাকে অপসারিত করে। অগ্নির সঙ্গে ইন্দের এবং তাঁর মাধ্যমে অমান্য দেবতার সাহচর্যের এই হেতু। প্রায়শই এই সাহচর্য অক্সমে।

তু 'শম্'।। দ্র যথাক্রমে সূ. ৮।৭০, ১০।৩৬, ৮।৩৭, ১।১০০; ১০।৩৫ টী। ২১২।। 'মিথ্যাবাদ' তু ঋ ৫।৩।১; দ্র টী। ২০৭।^১ অত্রোক্ত দ্র. টী। ১০।১^২ নি. ১১।২৯, ৩১^৩ নি. ১২।১২^৪ সোম আর বরুণ অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্ব্যস্থান দুইই কিন্তু অগ্নির সংস্কারিক দেবতারূপে তাঁরা দ্ব্যস্থান, তু. দুর্গের উদাহরণ, নি. ৭।৮।

[২৪৩] তু বৃ. ৩।৯ ১০, ছা। ৮।১২।৫।^১ মাস্কর অন্তরিক্ষস্থান দেবতার বিন্যাস—বায়ু বরুণ বৃহ ইন্দ্র পর্জনা ইত্যাদি দুর্গের মন্ডব্য উজ্জমসের পর থেকে অর্থাৎ ত্রেমন্ত স্বর্গ থেকে বায়ু চারদিক থেকে জল টেনে নিয়ে অন্তরিক্ষে গভীরূপে সঞ্চিত করেন, আট মাস পরে বর্ষ। বাতুর প্রাবল্যে সেই গভীর প্রসৃত হয় জলবপে। বায়ুর ব্যাপ্রায়ায় আকাশে ওখন মেঘে 'আবৃত' হয়, বায়ু হন 'বরুণ', তারপর বোদন বা গর্জন করেন বলে হন বৃহ, 'ইকা' বা জল দান করেন বলে 'ইন্দ্র', রক্তের 'প্রাকর্জন' বা প্রকটীকরণের জন্য 'পর্জনা'। এমনিভাবে আনুপূর্ণী দ্ব্যস্থানেও আছে। নি. ১০।১। বায়ুর স্থলরূপ 'ব্রাহ্মণ' এবং সূক্ষ্মরূপ 'মরুদগণ'। স্বর্গে তাঁদেরই প্রধানতা এবং অগ্নির সঙ্গে সংস্কৃত।^২ স্বর্গে অগ্নির মুখা সংস্কৃত মরুদগণের সঙ্গে ১।১৯ এবং ৫।৬০ সূ., ইন্দের সঙ্গে সূ. ১।২১, ১০৮, ১০৯, ৩।১২ ৫।৮৬, ৬।৫৯, ৬০, ৭।৯৩, ৯৪, ৮।৩৮, ৪০। সর্বত্র ইন্দ্র মুখা, সোমের সঙ্গে ১।৯৩ সূ.। অগ্নি-পর্জন্যের সংস্কৃত ৬।৫২ ১৬, ১।১৬৪।৫১ অগ্নি-বরুণের ৪।১২-৫, ১।৩৫।১ (সর্বত্র বরুণ আদিত্য)।

[২৪৭] দ্র নিম্ন ৫।৪।২০ ব্যাখ্যায় নিব উদ্ধৃত (১০।৩৬ ৩৭) দুটি ঋকই ঋব একমাত্র অগ্নিমায়দ্ব্যস্থান (১।১৯) হতে নেওয়া। এই নিম্নোক্ত (তু ১।৭৯।১-৩), আব মরুদগণ বিদূচ্ছিক্ত (তু. ১।৮৮।১, ৮।৭ ২৫, বিদূচ্ছিক্তঃ ৫।৫৪।৩.) বাতের দেবতা।^৩ দ্র নি. ৭।৫।^৪ নি. ৭।১০।

তারপর অগ্নিসাহচর্যের মূলে দার্শনিক তত্ত্বের প্রসঙ্গে আসা যাক। 'অদীতি' অব্যাহিতা অবস্থনা আনন্ত্যচেতনা এবং সর্বাঙ্গিকা : অগ্নি তাঁর পুত্র, এবং কখনও অগ্নিই অদীতি [২৪৫]। বিশ্বরূপ 'ঋষ্টা' অগ্নির পিতা। প্রজাপতি 'দক্ষ' কখনও অগ্নির পিতা, কখনও-বা পুত্র। জ্যোতির্ময় অব্যাহিতের দেবতা 'বরুণ' অগ্নির ভাই অর্থাৎ দুজনে মূলত একই তত্ত্ব।^১ অন্তোষ্ঠিতে বৈবস্বত 'যম' জাতবেদা অগ্নিরই প্রতিরূপ। পবনজ্যোতি 'বিবস্বান্' হতে বিশ্বপ্রাণ 'মারীশ্বা'র সংবেগে মানুষ্যের মধ্যে অগ্নির আবির্ভাব। পরমার্থদৃষ্টিতে অগ্নিই 'বিশ্বেদেবাঃ' ইত্যাদি সংহিতার এই তত্ত্বগুলিই উপনিষদে ব্রহ্ম জীব ও জগতের একত্ববাদে প্রমাণিত হয়েছে। মোটেই উপর বলা চলে, অগ্নির সঙ্গে দেবতাদের সাহচর্য অধ্যাত্মসাধনার আদ্যন্ত জুড়ে, কেননা দেবযানী অভীপ্সার ফলে আমাদের মধ্যে জাগে সেই 'চিন্তা' বা চেতনার দীপ্তি^২ যা দিয়ে দেবতা আব তাঁর বিভীতকে আমরা জানি এবং পাই। আমাদের মধ্যে সম্যক-সম্বন্ধে অগ্নিরই এখন এই ব্রহ্মঘোষ : 'এই দেবতার আমারই, আমিই হয়েছি এইসব।'^৩

এইবার দেখা যাক, সর্বদেবায় এই অগ্নির সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক। প্রসংগক্রমে তার আলোচনা আগেই কিছু-কিছু হয়ে গেছে, এখন সেইগুলিকেই একটু গাছিরে নেওয়া যাক।

৪ অগ্নি ও মানুষ

আগেও বলেছি, অধ্যাত্মচেতনার মূলে আছে কোনও বৃহত্তর সত্তার প্রতি একটা মহিমাবোধ। আধারভেদে এই বোধ কখনও চেতনাকে অভিভূত, কখনও-বা উদ্দীপ্ত করে। উদ্দীপ্ত চেতনা বৃহৎ হয় এবং বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে নিজের সায়ুজ্য অনুভব করে। মহিমাবোধের অনুষ্ণেগে আরেকটি বোধ জাগে : যা বৃহৎ, যা পরাৎপর, তা নিত্য। আকাশ বৃহৎ, আকাশ নিত্য। যেমন পরাক্ দৃষ্টিতে বাইরের আকাশ, তেমনি প্রত্যাক্ দৃষ্টিতে হৃদয়াকাশ, দুইই নিত্য। যা নিত্য, তার আরেক সংস্কার অমর্ত্য বা অমৃত।

দেবতা বৃহৎ, দেবতা অমর্ত্য; আপাতদৃষ্টিতে মানুষ ক্ষুদ্র, মানুষ মর্ত্য। কিন্তু দেবতার উপাসনায় মানুষও বৃহৎ হতে পারে, অমৃত হতে পারে। এবং এই বৃহৎ অমৃতত্বই অনুভব সে পায় এই দেহেই। এখন দেবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় সায়ুজ্যেব এবং সংখ্যেব : সে আর ছোট নয় দেবতাও যা, সেও তা। তখন সে 'মহদেব'

[২৪৫] এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক মাত্র, বিস্তৃত আলোচনা পরে দর্শনধায়ে করা যাবে।
 ১ দ্র. ঋ ১২৫। যেমন আনন্ত্যচেতনা দেবতা অদীতির ব্যাধি ব্যাধি প্রার্থনা নিবন্ধনকে জন্য তেমনি অনুভব করে তাঁর প্রসাদযাজ্ঞা ৩, তু ৭।৮৯ সূ। তিনি যেন হেলা না করেন (৫।১৭ অর্চ্যস্তব্রনিত সমস্ত প্রমাদ ক্ষমা করেন (৭।৮৯।৫)। সর্বাঙ্গীণা আনন্ত্যতার সতত্যাগে পোলেই কলুষের পাশ হতে মরণার্থ মৃত্তি স্ফুটন। অগ্নি-সংসর্গে মৃত অগ্নি বসুণ্ড এখানে একটি প্রতীক। তার দ্বারা দেবতার পরম্পরা এই অগ্নি সবার নীচে ('অবম' ৫) তারপর উষার আলো, তারপর 'বিশ্ববান্' মনুষ্যগণ (৩) এবং পরিশেষে বানুণী শূন্যতা : তু অগ্নে ঐ য়, দুদ্যাম্ (জ্যোতি) উত শ্রব (প্রতি) অ্য চিন্ত্য মর্জ্যেধু ধাঃ ৫।৭।৯। ৩ তু, ১০ ৬১।১৯, দ্র. টী ১৭৪।

বা 'পিপ্পলাদ', তার সম্ভোগ সম্ভূতিতেই লোকোত্তর অমৃতের সম্ভোগ। আবার সে-সম্ভোগ তার আত্মবিসৃতিও যতদিন সে বেঁচে থাকে, সে দেখে তার নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চারমাগ যে উত্তাল জীবনপ্রবাহ, তা একদিকে যেমন স্পন্দমান, আরেকদিকে তেমনি নিস্পন্দ। দেহের মৃত্যুতেও তার প্রাণের মৃত্যু হয় না, আত্মস্থিতির বীর্ষে সে তবু চলতেই থাকে। এ চলা সেই অমৃতস্বৰূপেই চলা। একই সত্তার এক পিঠ মৃত্যু, আবেক পিঠ অমৃত, মর্ত্যের সঙ্গে অমর্ত্যের, মানুষ্যের সঙ্গে দেবতার এই লীলা।

এই ভাবনাগুলি প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘতমা ঔচখোর এই তিনটি মন্তে : দুটি 'সুপর্ণ' বা পার্থি, তারা 'সমুদ্র' বা নিত্যযুক্ত দুটি সখা; একই গাছকে তারা বেড়ে জড়িয়ে আছে। তাদের একজন খাচ্ছে স্বাদু পিপ্পল; না খেয়ে আবেকজন তার দিকে চেয়ে আছে। যে গাছে মধুভোজী সুপর্ণেরা সব বাসা বাঁধছে আর ডিম পাড়ছে, তারই আগাষ আছে সেই যে বলে সেই 'স্বাদু পিপ্পল'। কিন্তু তার নাগাল সে পায় না, যে পিতাকে না জানে। শ্বাস ফেলতে-ফেলতে শূন্যে আছে ঘরিতগতি 'জীব' সে কাঁপছে, আবার স্থির হয়ে আছে ধাবাদের মধ্যে, মর্মে 'জীব' বা প্রাণ চলতে থাকে তার 'স্বধার' শক্তিতে। অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই যোনি বা উৎস ২৪৬।।

যে-নামেই ডাকুন না কেন, দেবতার সঙ্গে বৈদিক ঋষির সম্বন্ধ মূলত এই সখোর এবং সামুজ্যের। তার মধ্যে প্রম্থা প্রাণী বা ভাবের বিচিত্র বিলাস আছে, নতি প্রপত্তি

[২৪৬] ঋ শ্বা সুপর্ণা সমুদ্রা সমানং নৃশ্চং পরি স্ববজ্রাৎ, তয়োব্ অনাঃ পিপ্পলাং স্বাস্য অত্র অনশন্স্ অনো গ্রতি চাকশীতি। যস্মিন্ বাক্ষ মধুদঃ সুপর্ণা নির্বিশেষে সুব্রতে চাষি বিদেব, তস্যোদ্ অহুঃ পিপ্পলাং স্ববন্ অগ্রে তন্ নোন্ নশদ্ যঃ পিতবঃ ন বৈদ জনাচ্ ছ্যস ব্রহ্মণ্ডে জীৱন্ এজদ্ ব্রহ্মং মধ্য আ পশ্য, নাম্, স্বীরো বৃহস্য চরতি স্বখাভির্ অমর্ত্যো মৃত্যানা সয়োনিঃ ১ ১৬৮ ২০, ২২, ৩০। সুপর্ণ বহুজাগায় সূর্যের উপমান (দ্র ১ ৩৫।৭, ১০৫।১, ১৬৮।৪৬ ৪।২৬.৮ ৫।৮৭ ৩ ৮ ১০০ ৮ ৯।৭।১ ১)। এখানে পিপ্পলাদ জীবও সুপর্ণ, মৃত্যুর জীবের সঙ্গে আদিভার সাক্ষ্যের ধ্বনি আছে। সূর্যরূপী এই সুপর্ণ 'হংস ও ৪ ৮০।৫, আবার অগ্নিও হংস (১।৬৫ ৭)। বৃক্ষ—[< ১ বৃক্ষ 'কাটা' তু ঋ ১ ১৩০ ৪; Il. urk to ter', (ek rakhs 'a rak', নি বৃক্ষনাং ২।৬, বহা গ্নাং তিস্তি ১২।২৯)। 'দেহবৃক্ষ', যেমন এখানে; আবার 'ব্রহ্মবৃক্ষ'ও (২২); তু ঋ ১০।১৩৫।১, আগও তু ১ ২৮ ৭, সেখানে উদ্বৃমল অগ্ন্যকশাখ অশ্বশ্বের ধ্বনি, আবার 'সংসারবৃক্ষ' ১০।৮।১৪। এখানে ব্রহ্মবৃক্ষ পিপ্পল', অন্যত্র 'উদ্বৃমল বা অশ্বশ্ব', বৌদ্ধদের 'নগাবোধ' বা বট, ভাগবতের 'কদম্ব'। স্বাদু পিপ্পল দেবীত্ব ব্রহ্মভোগ, দেবতার সামুজ্যে মধুদ্রব্য নতুবা তা স্বাদু হত না। দিবা ভোগ 'ব্রহ্মাং পিপ্পল' (তু ৫।৫৮।১২, দ্র টী ১৫৭০, ১।১৬৮।২২)। পিপ্পলকে স্বাদু করে যিনি ভোজন করতে পারেন, তিনি 'পিপ্পলাদ'। এটি সিদ্ধপুরুষের সংজ্ঞা। কটুস্থ পুরুষ না খেয়ে শূন্য চেয়ে দেখেন, তু সাংখ্যের পুরুষ কঠা নন ভোক্তা নন কেবল দ্রষ্টা যিনি পিপ্পলাদ, তিনিই আবার 'মধুদ্র' বা মধুভোজী, দিবা অমৃতের সম্ভোগ (তু ১।১০ ৬ ৯, ক. ব্রহ্মদেব, জীবন্ ২ ১ ৫)। ল তাঁর 'নিবেশন' এবং 'প্রসব' একসঙ্গে চলছে। নিবেশন পার্থক্য আপন কুল্যে ফিরে যাওয়া 'অস্তে' যাওয়া, আত্মস্থিতি, স্বধা (তু ঋ 'হুর্যামি কাচিং জগতো নিবেশনীম্ ১।৩৫।১, টী ২৫২; ১০।১২৭।৪), কিন্তু তাই আবার প্রসব বা সম্ভূতিও উৎস (তু ঈব নিনাশ ও সম্ভূতিব সহবসন ১৮)। পিতা যেমন 'দোঃ' (ক ১।১৬৮.৩৩) অথবা লোকোত্তর অদিত্য (২২), অন্যত্র 'আদিভার' ঘটান পুরুষ' (গা ৩১।১৮)। জীব ঋকের প্রথমপাদে ক্রীর্লিঙ্গা, বোঝাচ্ছে 'জীবত্ব', তৃতীয়পদে 'পুরুষ' (তু সর্গ 'জীব অসুন্ নঃ' ঋ ১।১১৩ ১৬)। পশ্চাত্তা—['পশ্চাত্তা' গর্হে নিচ ৩।৪, 'পশ্চাত্তা' জল, নদী, তু ঋ ৪।১।১১, ৮।৭।২৯ (দ্র টী ১১১০), ৯।৬৫।২৩.] আবার অদিত্যও 'পশ্চাত্তা' ৪।৫৫।৩, গর্হদেবী বলে। ব্য ২ রাজপস্ত্যং রাজপতনম্' নি ৫।১৫, (hk n-ck Il. pash- fin। এখানে) ধারা; তু শৌ ১০।২।৭, ১১, ১১।৪.২৬, ৮।২৮, ২৯ (দ্র Goldner, DR টী)। আগও তু ঋ ৪।৫৮।৫, টী ১৩০৭)।

বা আত্মনিবেদন সবই আছে কিন্তু নাই ভয়, নাই দেবতাকে দূরে সরিয়ে রাখা। দেবতা আর উপাসক একই গাছে দুটি পাতা, একই রথে দুজন বথী, অথবা একই নৌকার দুটি যাত্রী [২৪৭]। মানুষ 'অর্ধদেব'। গোড়া থেকেই দেবতার সান্নিধ্যে ঋষির মধ্যে আত্মমিহমার বোধ এইভাবে উদ্দীপ্ত হওয়ার পরিণাম হল উপনিষদের সেই ব্রহ্মস্বোষ : 'য়োহসাব্ অসৌ পুরুষঃ সোহহম্ অস্মি।' আর এই ভাবনার গঙ্গোত্তরী হল নিত্যপ্রত্যক্ষ 'দেবঃ' 'পরম বোম' বা আকাশের মধ্যে আত্মচৈতন্যের বিস্তারণকে অনুভব করা।

সত্যি সত্যি দেবতা দরে নয়, তিনি আমার অতি কাছে আমরাই মধ্যে তিনি নিহিত আছেন অগ্নিবর্পে, এই মর্ত্য আধারে ধ্রুব অমৃতজ্যোতীরূপে গোপনে-গোপনে চিত্ত ও মনের সমস্ত বৃত্তিকে এঁরই অভিমুখে আকর্ষণ করে [২৪৮]। যিনি অন্তরে আছেন, অমর্ত্য প্রাণরূপে নিঃশব্দে বেড়ে চলেছেন এই মর্ত্য তনুর সঙ্গে-সঙ্গে, তাঁকেই আমাদের ঘরের যজ্ঞবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করি 'গৃহপতি'রূপে। তখন আহিতাশ্রিত সমস্ত জীবন একটা যজ্ঞ, তার গৃহপতি এই যজ্ঞনায়ক গৃহপতি অগ্নিরই স্বাতন্ত্র্য গৃহপতি। এই দিবা গৃহপতি অনুবিন্দ্য হয়ে আছে তার অজর তারুণ্য এবং ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞান ও আকৃতির দ্বারা, কেননা তিনি 'কবির' গৃহপতির যুবা', আর তাইতে আমাদের মানবীয় গৃহপতিও ঋষিতে উপচে ওঠে এবং দেবতার ভীক্ষু তেজে জীবনকে করে শাগিত।

[২৪৭]। তু ঋ ১।১৬৮।২০, ইন্দ্রকুংসা বহমানা যথেন ৫।৩১।৯। তু ৬।৩১।৩, ৮।১১।, বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যু আদ্যং ৭।৮৮।৪ তু ৩, ৫।৪১।১০। ইন্দ্রং ন বরুণম্ অর্ধদেবম্ ৮।১৫২।৮ (৯)। বৃহস্পতি অথবা নিকটে ইন্দ্র বলে ঘোষণা ১০।১২০।৯, ৮ অন্যায় আত্মস্তুতি।

[২৪৮]। তু ঋ ৬।৯।৪৭, ৮।১।২৮।২, ২।১।১০।১২। 'গৃহপতি'র সমস্ত ঋতুনা যজ্ঞনীর আসি, দেবান্ দেবযজ্ঞে যজ্ঞ-গৃহপতির গোবরে সত্যসব্দরূপে হুঁমি (হে অগ্নি) ঋতুজ্ঞে যজ্ঞের নেতা হুঁমি (অর্থাৎ গৃহপতি)। দেবহাদেব যজ্ঞ কর তার জন্যে যে দেবতাকে চায় ১।১৫।১২। ঋতু 'গৃহপতি'র বেকায় ধরকরা (তু ৬।১৫।১৯, ১০।৮৫।২৭, ৩৬)। কিন্তু উল্লিখিত থাকে 'গৃহপতি' অগ্নির ধর্মান্ সম্পত্তি। তু অন্যত্র 'গৃহপতি' অগ্নি শ্রী ৫।৩১।৫, ৬।১২০।১, ৭।৬০।২। তৈস ১।৬।৭।১, ২।২।৫, ৫।২।৩।৬।। শ্রীহর্যজ্ঞব জ্ঞান অগ্ন্যধান করত হয়। অগ্ন্যধান বা অগ্ন্যধেয় একটি 'ইচ্ছা' সম্পন্ন যজ্ঞমান চালজন ঋষিকের সাহায্যে তা নিষ্পন্ন করেন। 'বিশিষ্টকালে বিশিষ্টদেশে বিশিষ্টপুত্র বিশিষ্টমন্ত্র গৃহপতি প্রভৃতি অগ্নির উৎপাদনের জন্যে যে জ্ঞানন্ত অঙ্গণে নিহিত করেন তাকে বলে অগ্ন্যধেয়'। তাম্রলয়নশ্রীসূত্র ২।১৯, নান্যধের টী।। ভোবানবদা যখন সূর্য্যবিস্তর দেখা না দিলেও তার বসিষ্ঠকাল পর্ব্বাকালেশ্বর অধির ঘূচিয়েছে অর্থাৎ যাক যাক বলেছেন 'সবিত্তকাল' সেই সন্নিধান অধ্বন্য প্রথমই গৃহপতি অগ্ন্যধেয়নের জন্যে দশহোতৃমন্ত্র অধরবর্গের উপর উত্তরাবর্গ স্থাপন করেন। অগ্ন্যধেয়টিতে এ যখন যজ্ঞমানের নিজের মধ্যে নদ্যে জনাব উৎসেবের আয়োজন। লক্ষণীয় যজ্ঞের অধিকার কবির করেন ঋষিকেরা, সম্পন্ন যজ্ঞমান গ্রহণ করেন ও নদা বা অনুধান। দশহোতৃ মন্ত্রগণ এই ঐ চিত্তঃ (বিশেষ) প্রকৃৎ যজ্ঞপাত্রবিশেষ। চিত্তঃ (চিত্তা) আত্মা বলানো যি প্রকৃৎ ১।৩।। বর্গ দেবঃ অগ্নিঃ (একগ্রভাবনা তু ঋ ১।১৭০।১) বর্হঃ (দৃশ্যাত্মক), কবিতা (প্রতিবাস) অগ্নিঃ। বিজ্ঞাতম্ অগ্নিঃ। গৃহপতির হোতা মন উপব্রতা (ঋষিকবিশেষ)। প্রাণো হবিঃ। সামা ধ্রুবঃ। তৈস্মা, ৩।১।। এই মন্ত্রগণ থেকেই যজ্ঞের আধ্যাত্মিক বাক্যনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গৃহপতি অগ্নির আধানেব পর ভগবালে অর্থাৎ সূর্য্যবিস্তর আধানা উঠতে গৃহপতি হতেই আহবনীয় অগ্নির আধান। এই অগ্নি দেবগণের জন্য। তারপর দক্ষিণাশ্রিত আধান—পিতৃগণের জন্য। অগ্ন্যধেয়নের পর সেইদিনই সম্ব্যায় 'অগ্নিহোত্রেব' অনুষ্ঠান আরম্ভ করত হয়। শত্রা বলেন, অগ্নিহোত্রেব অনুষ্ঠান জরা ও মরণ জয়ের জন্য ১২।৪।১। ২।৮।৬।১৯ (টী ২০৭)।

আবার, অন্তরে বাইরে গৃহপতিরূপে যিনি আমাদের এত কাছে, তিনি অর্চিস্তর ভূমিস্রায় যখন আডাল হয়ে থাকেন, তখন অনেক সাধাসাধনায় প্রাপ্তপ্রবাহের সঙ্গমতীরে^১ তাঁকে আমাদের আবিষ্কার করতে হয় [২৪৯]। এখন সেই 'অতি-সন্নিহিত অথচ গৃহাচরের আবির্ভাবকে'^২ আমরা প্রত্যক্ষ করি হঠাৎ-আলোর বলকানির মত। গৃহপতি হয়েছে অগ্নি এখন আমাদের 'প্রিয়তম শিবময় অর্তিথি' - 'মিত্রের মতই প্রিয়, যাঁর বিরুদ্ধে চিন্তা কিছুতেই বিরূপ হতে চায় না'^৩ যিনি মর্ত্য আধারের গভীরে ধুব হয়ে আছেন^৪ গৃহপতিরূপে, তিনিই আবার অর্তিথি বন্ধু হয়ে লুকাচুরি খেলছেন আমাদের সঙ্গে সুপ্রীতিতে^৫ এই তাঁর লীলা। শৃদ্ধ আমরাই তাঁকে ভালবাসি না, তিনিও আমাদের এই ঘরকে ভালবাসেন বলে তাঁর এক বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'দমনাঃ'^৬।

দেবতাদের এই প্রেমের লীলার অনবদ্য প্রকাশ ঘটে সখ্যারিতে^৭। আগেই বলেছি, দেবতার সঙ্গে বৈদিক ঋষির মূখ্য সম্বন্ধ হল সখ্যার বা সামুজ্যের আত্মমহিমা যার মধ্যে উদ্দেশ্যিতই হয়, খর্ব হয় না। অগ্নির সঙ্গে এই সখ্যার সুন্দর চিত্র পাই কৃৎস আগ্নিবসের ২৫০। একটি সূক্তে, ঋষি বলছেন : 'সুভদ্র ইয় যে আমাদেব প্রবৃদ্ধ

২৮৯। তু ঋ ৬।৯।৭ 'ইমং বিমহো অপাং সমস্তে পশুং ন নতং পদৈব্ অন্ অন্, গৃহা চত্বতম্ উশ্বয়ো নর্মোভর ইচ্ছন্তা ধীরা ভূগরো হাবিন্দন'—এক লক্ষ্য করে প্রবাহের সম্মুখে (তারা অনুগমন করলেন হাবিরে যাওয়া পশুকে যেমন করে লোকে) পশুর চিহ্ন ধবে, গৃহাচর তাঁকে উত্তলা হয়ে প্রণাম দিয়ে পেতে চায় ধাব ভূগুরা পোষে গোসন ১০।৭৬ ২ তু ২।৪।২, ১ ৬।৭।১, ২, অস্তরোহন্ত প্রাগেব ধাবার সঙ্গত ইম যোযানে সখ্যোদেই অগ্নির আবির্ভাব হয়, এইগুলি ঐক পাওয়ার সম্বন্ধ শরবং তন্ময় এষণা, আকৃতি প্রণতি এবং দানচিন্তা। ২ তু ম্ ২।২।১ ৩ তু ঋ ৬।২।৭, ৭ ১।৩ ৮ ৮।১।১, ১০ ১২২ ১, টী ১১৩৭। ৩ ঋ ৭।৩।১। ৪ তু বিশাম্ অগ্নিম্ অর্তিথিং সুপ্রসম্ ২।৫।১, প্রজঃ প্রীতি < ১ পু তু ৫।৫।১।৫ ৭, পরের তুটিতেও আছে অনন্দন কথা, সুতরাং নিয়ম 'অয়' অর্থ ২।৭।১। ৫ ঋষাঃ < ১ দম্, এব, তু II Lat. omis 'house' দম্ পতী 'দং সুপতী' ৬।৩ ৭, ৪।১৯ ৭, 'দংস্' ১ ১০৬ ৭, ১৭১।৪।। *দম্ . বনস্ প্রীতি, তু ১০ ১৭২ (১), সম্প্রসারণে উকার। তু গিরিবনস্ (পদপাঠে অনগ্রহ নাই, কিন্তু বৃ দ ঋ ইমং মে মবৃহো গিরম্ ইমং মে বনতা বনস্ ৮।৭।১, ইন্দ্রণী বনতং গিরঃ ৭।১৫ ২, নি গিরণা দেবো ভবতি গর্ভিত্ব এনং বনস্তি ৬ ১৫। 'গিরিবনস্' ঋ ৪।১ ২। স্বরে সমতা সর্বও আধুনিক বৃ দম্ . বনস্ (প্রত্যয়)। নি, দমনা বা দানমনা বা দান্ডমনা বা ৪।৪।

২৫০। ঋ প্রথম মন্ডলের একটি উপমন্ডল কৃৎস-বর্জিত ১৭ ১১৫ স ১৯ ও ১০০ স্ ছাড়া। জাতবেদা অগ্নি দিয়ে উপমন্ডলটির আবেশ এবং সূর্য দিয়ে শেষ এটি অর্থহর। ১৪ হতে ১৮ স্ পর্যন্ত যথাক্রমে দেবতা অগ্নি জাতবেদা ঔষস, দ্রুগাদা, শ্রুটি এবং বৈবসনব : একটি অগ্নির কীর্তি বৃপ তাবপব ১৯ স্ একটি ঋকের একটি স্ জাতবেদার উদ্দেশ্যে কণাপ মাবীচের বচনা। বহুসম্ভবঃ শৌনক (৩।১৩০) এবং সর্বাণকৃৎসর্গিত কাত্যায়ন বলেন, এর পরে নারিক আরও এক ছাড়াবাঁচ সূক্ত ছিল, কৃৎসবয়ে তাদের ঋকের সংখ্যা এক এক করে বেড়ে গিয়েছিল। এই বিপুল সংগ্রহ নারিক পুত্র হয়ে গিয়েছে, দ্রু মাধবতীর 'পুগ্বেদানুকৃৎসর্গী' পৃ ১৫৬-১৫৮, শুধু সং। কৃৎসের বচনা কার্যকর, অগ্নিবন্দ্য ঔষা এবং সূর্য্যের উদ্দেশ্যে বর্জিত তাঁর সূক্তগুলি প্রাসম্ভ সূক্তগুণিত কতকগুলি দ্বারা আছে, এও তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য সঙ্কলিত ছাড়াও এ ব মবৃহান্ ইন্দ্রব প্রীতি সখ্যারিতের নিদর্শন দ্র স্ ১০১।১৭ তাঁর বর্জিত সোমসূক্তটি ঋব সোমমন্ডলের ১৭ সূর শেষে সংগঠিত হয়েছে ৪৫-৫৮ দ্র সর্বাণকৃৎসর্গী। প্রায় সব সূক্তের শেষে তাঁর পিগ ধ্বা হচ্ছে 'তন' বো মিত্যা বন্যা মামহন্তাম অর্দিতঃ সিধুঃ পৃথিবী উত্ত দোঃ' যার মধ্যে আমহন্তাব তিনজন দেবতা এবং তিনটি লোকের উল্লেখ পাই, 'সিধুঃ' অর্ন্তাক্ষর্য্যাবী প্রাপ্তপ্রবাহ, তু জগতা সিধুঃ দিব্য অস্তভ্যয়ে ১।১৬৪।২৫, দ্র সিধুঃ। এই ধ্বাবাটি সোমসূক্তের শেষেও আছে 'আবার আছে কোঁস উপমন্ডলের ১০০ সূর শেষে, যা কাত্যায়নের মতে কৃৎসর্গিত নয়। অথচ সূক্তটির প্রথম পদেরটি মন্ত আবিবল কৃৎসের টঙে রচিত, কাত্যায়নের

মনন এঁর সগ্গামে! হে অগ্নি, তোমার সথ্যে আমরা যেন অবিস্ট হতে পারি॥ যার জন্য তুমি যজন কর, সে হয় সিদ্ধ; অজাতশত্রু, হয়ে সে বাঁচে শান্তিতে, হয় স্দুবীর্ষের নিধান; সে উপচে পড়েছে, তাকে ছায় না ক্রিষ্টতা। হে অগ্নি, তোমার সথ্যে ॥ আমরা যেন পারি তোমায় সমিস্থ কবতে (তাইই জনো) সিদ্ধ কর আমাদের ধ্যানচিন্তা। তোমারই মধো আহুত হবিকে সম্ভোগ করেন দেবতারা তুমি সেই আদিভাদ্রের বয়ে আন, আমরা যে উৎলা এঁদের তরে হে অগ্নি, তোমার সথ্যে ॥ আমরা বয়ে আনি ইন্দ্রন, সাজাই আহুতির উপচার, সচেতন থাকি পর্বে-পর্বে। বাঁচার মত বাঁচব বলে সংসিদ্ধ কর ধ্যানচিন্তাকে : হে অগ্নি তোমার সথ্যে ॥ বিশুদেব রাখাল (ইনি), ঐন্দ্রই (আশ্রয়ে) চরে বেড়ায় জন্মুবা যে ম্বিপদ, আবার যে চতুপদ (চরে বেড়ায় দিনে, আর ফিরে আসে) রাগিতে। বিচিত্র মহাচেতনা উষার তুমি হে অগ্নি, তোমার সথ্যে... ॥ তুমি অধর্য্য, আবার হোতা তুমি পূর্বতন : প্রশান্তা (আব) পোতা তুমি জন্ম হতেই পুরোহিত। সমস্ত ঋত্বিককর্ম জেনে তুমি হে ধীন, পোষণ কর (তাদের) , হে অগ্নি, তোমার সথ্যে ॥ যে তুমি দিকে-দিকে সুপ্রতীক, দেখা দাও একই রূপে দূরে থেকেও (বিদ্যুতের মত) কাছে ওঠ বলমালিযে বাদ্রের আঁধার ছাপিয়েও দেখতে পাও হে দেবতা হে অগ্নি, সেই তোমার, ॥ দেবতা তুমি

উল্লিখিত ঋযদের নাম এসেছে তার পরে (১৭)। মধোযানকার কুচি কি কুৎসেব সঙ্কে প্রক্ষিপ্ত, এবং জাতবদন মণ্ডিট (১৯ স্. ১) ইন্দ্রের সখা কুৎস (৫।৩৯.৯) আর এঁর কুৎস এক নন, আগের জন অজুৎস, কুৎস, ধর একজন প্রাচীন ঋষি (৪.২৬।১, ৭।১৯.২, ৮.১.১১), আর এই কুৎস 'আবিগবস' (৫. সর্বানুক্রমণী, পাদভাষ্য ২৩)। তিনি নিজই একজরায় প্রাচীন কুৎসেব উল্লেখ করেছেন (১।১১২।২৩, 'কুৎস' নামের অর্থ নিযুক্ত 'বহু' (২।২৩) নি উত্তর কুৎস ইত্য এতৎ কুৎসত্তে, ঋযঃ কুৎসো ভবতি কতর্গ স্বেচ্ছানাম্ উতি ওপমানায়, অথা পা অস্মা যদ্যকর্মৈব ভবতি, ওৎসখ ইন্দ্রঃ স্বঃ জযানতি ত ১১ (বস্তুত < ১ * কুৎস, প্রোগণ : আর্জুনে, কুৎসেব জনা ধু অধ্যায়ের শেষদিকে ঋযপ্রসঙ্গ, ১৮ ১.৯ স্. তদা হি নঃ প্রদিত্ব অস্মা সংসদা অগ্নে সথ্যে না বিযত্যা বঃ তরা ১। যস্মৈ ইম্ অমরজে স সাযতা জনর্বা স্মৃতি দধতে সূর্য্যম্ স ততঃ নৈনম্ অন্নাতা অংগিতা অগ্নে সথ্যে ১.২॥ শক্যম্ হা সর্মযং সাধয়া ধিমস্ হে দেবা হবির্ অদ্রো অহৃতম্, ইন্ অদ্রো আ বঃ তান হা উশমস্ অগ্নে সথ্যে ১.৩। ভরম ধ্যঃ কুণরাম্ হলায়ং তে চিত্রতঃ পবণাপবণা বয়ম্, জীবাতেব প্রবঃ সাধয়া ধিমো হগ্নে সথ্যে ১.৪। ২।১৮)। ৫।১। বিশাং গোপা অস। চবঃ স্রজতঃ স্মিপতঃ চ যদ্ উত চতুপদ অঙ্কিতঃ অগ্নি দিগে রাগে সর্বজীব সাক্ষী এবং পাতা।, চিত্রঃ প্রকেত উযসো মহী অস্ বাত পোবাতই আবার উষার আগ্নেয় জাগরণে ভোজেন সবাইকে 'অকু' বা দ্বারের পান উষা অগ্নিহোত্রের ক্রমকে সূচিত করছে। অগ্নে সথ্যে ১.৫॥ ইম্ অধর্য্য উত হোতাসি পর্বাঃ প্রশান্তা পোতা জনুসা পুরোহিতঃ, বিস্বা বিস্বা অতিজ্যা ধীর পুয়াস্ ৫.৬। ২।১৮)। অগ্নে সথ্যে ১.৬॥ যো নিম্বতঃ সুপ্রতীকঃ ('প্রতীক' < প্রতি V অঙ্ 'চল্য', যা সামনে আছে দৃশ্যরূপে কিন্তু এই দর্শন অস্ত্রের, তু ক প্রাণঃ প্রক্ষদ আব্রুতস্ ২.১.১, সদ্ভুতঃ অসি এতি পবাক দর্শন) দূরে চিব সন্ তলিদ ইবার্ত রোজে (তলিৎ বিদ্যে তলিদ ভবতি তি শাকপ গঃ সা হা অবতঃর্য্যত দপ্য চ দশাতে নি ত ১১, তু ক তসৌষ আদ্রো যদ্ এতদ্ বিদ্যতে বাদ্রহদ্ আত ইতীন্ নর্মীমিযদ্ আত ইত্য অস্টেদ্রতম্ ৪।১৬, বহাশ চিদ্র অন্ধ্যা অতি দেব পশাস্ অগ্নে সথ্যে । সমস্ত ঋকটিত অস্ত্রের বাইরে বাক্তে যাক্তে মনর্মীযাব অশ্বিদর্শনৈব সূদ্র বর্ণনা) ১।৭॥ দেবো দেবানাম্ মিত্রা অক্ষুতো বসুর্ বসুন্ম্য আসি চারব্ অধর্য্য, শর্মিত্তঃ সায় তর সপ্তমন্তম (তু উব্ অর্নিবায়ঃ ৫।১৫২।১৭) হগ্নে সথ্যে ১।১৩। তৎ তে ভদ্রঃ স্বঃ সর্মিধঃ স্বে দমে সোমাহুতা জরসে মূল যতমঃ (অগ্নি দস্যোর সহচরে নিতা চিদানন্দ লাভ), দর্শাসি বঃ ৫.৬। ২।২১)। দ্রাবণঃ চ দশায়ে হগ্নে সথ্যে ১।১৭। যস্মৈ হং সূদ্রাবণো দদামঃ হনাগাসহম্ অদিত সর্বভাতা ৫.৬। ২।১৮)। স্বঃ ভগ্নে শরস চাদম্যাসি প্রজাবতা রামসা তে সায়ম্ ১।১৭। সথ্যে আরও উদাহরণ স্ব ১০।৮৭।২১ [৫.৬। ২।১৭)। ৮.৭১।৯, ৪০।১৪ [৫.৬। ২।১১)....।

দেবতাদের মধ্যে মিত্র এবং অশ্বতুত, জ্যোতির্ময় তুমি জ্যোতির্ময়দের মধ্যে অধবরে চাব্দু; আমবা যেন থাকি তোমার বিশালতম শরণে : হে অগ্নি, তোমার সথ্যো...॥ সেই তো তোমার মাংসাল্য যে সমিদ্ধ হয়ে আপন ঘরে, সোমের আহুতি পেয়ে জেগে থাক অনন্তর প্রসাদ বেষ্টে : হে অগ্নি, তোমার সথ্যো ॥ যাকে তুমি সূক্তোতা হয়ে দিয়েছ হে অর্দিষ্ট, সব হওরাব নিবঞ্জনতা, যাকে সূক্তদ্র শৌর্যে কর প্রচোদিত, (সে সুবন্য) আমবা তোমার সন্তত স্বাধিতে যেন যুক্ত থাকি...৷

স্বার্থিত হল মূলভাব। তাথেকে অন্যান্য ভাবের বিস্তার বৈষ্ণবের ভাষায় ভাটায় দাস্য, উজানে বাৎসল্য, আর গভীরে মাধুর্য [২৫১]। ভাবের এই স্বচ্ছন্দ

[২৫১] একই দেবতার প্রতি এই তিনটি ভাব যুগপৎ পোষণ করা ভাবের বার্তাচল নয়। অশ্বতুতনার তুগুতায় সব ভাবই এক মহাভাবের পর্য্যবসিত হয়। সম্বন্ধের উচ্চাচল জনা বিশিষ্ট ভাবশূন্য হয় এবং ভাবের বিচ্ছিন্নতা। শক্তিসাধক তাই বলাতে পারেন, 'জন্মনি তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে'। 'স্ব স্বাম্য অগ্নি পিতরম্ হীর্ষ্যভির্ নরস্ স্বং দ্রাঘ্য শম্যা তনুৱচম্, স্বং পুত্রো ভাসি যস্ তে হরিধং স্বং সখা সূত্রেণ পাস্য' আধঃ ২।১।৯। শম্যী নিম্নে 'কর্ম' ২।১৮। শম্য উপশমনে। যেমন 'শম্য যোগ', তেমন 'শম্য শম্যী', এমনভাবে বিপণীতাত্মক ধাতু 'যম্, বম্' ইত্যাদি, যা দিয়ে মনস্বীরা অন্তঃকরণের স্বভাবসিদ্ধ স্বভাবানুগত ইচ্ছাও করা সম্ভব হয়। 'তনুৱচম্' তু অগ্নি 'জন্মাভব্ অমৃতং তনবা বদমানঃ ষ ৬।১৮। উচ্চ ৬ শব্দ বনস্পতে বর্জনে পৃথিবী আধি বর্জ্য বা সজ্বরহস্যে'। ৩।৮। ৩: 'বনস্পতি' এখানে যুগ আবার অগ্নিও— পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে তুগুতায় উঠি ও হয়ে যজ্ঞমানকে জ্যোতিমান করে তুলছে। ২।১২। যজ্ঞের প্রথম দুটি পাদে সা বিন্ধ ধাতুর অধাতার করতে চান 'আধঃ' আধঃগাং (বম্)। পিতা তু 'স নঃ পিতর ব স্নরে হেন সূপায়নো ভব সম্ভবা নঃ সন্দর্যে' সেই তুমি হে অগ্নি, পুত্রের কক্ষ পিতার মত স্বচ্ছন্দগম্য হও, জড়িয়ে থাক আমাদের স্বাধিতর ওবে ১।১।৯, হবাবান্, অগ্নেব্ অজরঃ পিতা নঃ ৫।১২। ২ ৫ ১, ৩ ৩।৯। মাতা পিতা মাতা সদম্ (সর্দা) টনু মানুযাগম্ ৬।১৫, ৫।১৫। ৯ (প্র টী ১৭১)। অগ্নির পুত্র ৩।২২। ৮ টীম্ ২০৫, ২০৬, ২২৩।, ৩২২ যজ্ঞমানের 'সংসঃ পুত্রঃ ৫।১১। ৬ (প্র টী ২০৫)। অদ্য হতে জাঃ ১ ৬০ ৩ ৮ টী ২০৫। নধা নিমজ্জা রম্ভো দুরোগে ১।৬৯। ৩ (প্র টী ২১০), অতএব আধারকে সোমপাদে পিতৃবা ন পুত্রঃ সূক্তো দুরোগে ৮।১৯ ২৭। পিতাপুত্র সম্বন্ধের আদ্যবদল 'অব স্পর্শি পিতরঃ সোদি বিশ্বান্ পুত্রো যস্ তে সহসঃ সন উগে' আগলে থাক (তোমার) পিতাক, হটিয়ে নাও (এব শব্দ) তুমি হে অগ্নি (সব)। যে (পিতা) নৈজগে তোমার পুত্র মনে করে, হে উগে হসব তনয় (৫।৩ ৯, উপাসক অগ্নির জন্ম, আবার অগ্নিবর্জক বর্জ্য তাই পুত্রও চ সা)। 'তু ১।১৬৯। ৩০ (প্র টী ২৫৬), উগরা 'জীব' অম্ বা প্রাণবপে অগ্নি যেমন জীবনে তেমন মরণে। মরণের পরেও তিনি তাই শিবতনু দিয়ে যজ্ঞমানকে বহন করে নিয়ে যান সূক্ততদের লোকে সেখানে গড়েন এবং দিগন্ত ১০।১৬। ৪ ৫। 'তু 'অম্' অগ্নে হে অগ্নি জীবতা ভুক্ত সত্যো'—হে অগ্নি এই গাং তোমারই থাকুক, হে সম্ভবাপ ৮ ৬৯। ২৮, 'অগ্নিং মনো পিতরম্ অগ্নিম্ অগ্নিম্ অগ্নিং ভ্রাতং সদম্ ইৎ স্বাধ্যম্, অগ্নেব্ অগ্নিক বৃহতঃ অপসং দিবি শক্বে যজতং সূ্যাস, অগ্নিকে মনে করি পিতা, অগ্নিকে বন্ধু, অগ্নিকে ভাই সদাই (তাকে মনে করি) সখা, বৃহৎ অগ্নিব পুত্রোদ্র পবিত্র্য কারি, (আর) দুরোগকে সূর্যে যজ্ঞনীয় শক্বে (জ্যোতিব) ১০ ৭। ৩ (অধ্যায়দ্রষ্টে অদ্যে অগ্নি, মধুর্য স য়)। 'তু ভয়া অতএব অম্ অম্য নিস্পৃহে জায়েব পুত্র উশতী স্বাসাঃ ১০।১৯। ১৩। 'যম্ অগ্নে সন্ম অং স্বং স্বং বা ধা সা অহম্, সত্য টে সত্য ইহা শিষ্যঃ ৮ ৪৫। ২৩। যদ্ অগ্নে মর্ষাস্ স্বং মায অহং মিত্রম্ অমৃতঃ, সংসঃ স্নক অঃ ৩। ৮। ন স্বা বাসীয়া ভিশচ্চয়ে বসো ন পাণস্বয় সন্ম ন মে দেহস্তামতীবা ন সূক্তং সাদ্ অগ্নে ন পাণস্বা ১৯। ২৬, ২৬। পাণ কহতে যে কোম ও অশ্বতু শক্তি বা প্রবর্তি যেমন বক্ষঃশক্তি ১।১২৯। ১২, যৌন অতিক্রম ১০।১০। ১২, এমগল ১।১১০। ৫, অন্তর এবং অসত্য ৮।৫। ৫। গ্রাক্ষণে 'অশনাতা'। বুদ্ধিমা ব বাসনা দুই অংশই প্রভা ২।২ 'বৃহ' শ ৬।৯। ২ ৩, ১১। ১ ৭। ৭ (তু ই ৮। ২৫), যে কোম ও ক্রিষ্টতা বা চেতনার সংকোচ শ ৬ ৪ ৫ ২৩, ৩। ৩। ১৬। উপনিষদে বৈতবুদ্ধি ছা ১.২। বৈষ্ণব বলনে ভাবের পবিত্রতা মধুর্য, তা সমস্ত ভাবের মতোই অনুসৃত, তাই গতি 'সাপের মত আকাবিকা'। তাই 'বাম্য' বা আপ হ্রস্ব প্রতিকলতা তাই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ তাই একটি প্রকাশ অভ্যাস। অনুব্দপ অ ভ্যান ইন্দের প্রতি ৮।১৪। ১২, ৭ ৩২। ১৮; মরুদগণের প্রতি ১।৩৮। ৪।

লীলায়ন স্বর্ষি গৎসমদের একটি মন্ত্রে এইভাবে ফুটেছে : 'হে অগ্নি, পিতা তুমি, তোমার দিকে এষণা নিয়ে নরেরা (ছুটে চলে), তনুর্দুটি তোমার দিকে ভ্রাতৃভাবের জন্য (ছুটে চলে) উদ্যম নিয়ে, তুমি পুত্র হও (তার) যে তোমার দিকে ছুটেছে; সখা তুমি পরমশিবময় আগলে রাখ ধর্ষণ হতে।'^১ বীরের শরবৎ তন্ময় এষণার লক্ষ্য যখন তিনি, তখন তিনি তার পিতা অথবা মাতা।^২ তাবপর এষণার চরিতার্থতায় যখন তাঁর আবির্ভাব অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে অরুণিতে অথবা অধ্যায়দৃষ্টিতে হৃদয়ে, তখন তিনিই পুত্র।^৩ তাবপর শিশু অগ্নি ধীরে-ধীরে বেড়ে চলেন আপন ঘরে, তাঁর বিশ্ববর্দুটি শিখার উদ্ভাসে ষষ্ঠমানের তনুকেও করেন রুচিরা তখন 'অমর্ত্যো মর্তেনা সযোনিঃ' - অগ্নি আর মানুষ ভাই-ভাই।^৪ দেবতার এই সাযুজ্যই সাধনার লক্ষ্য, তার আদি-অন্ত তাঁর সখ্যে নিবিড়।^৫ আর এই নিবিড়তার পর্যবেশন মধুরভাবে, যখন উত্তলা দেবতার হৃদয়ে নিবিড় স্পর্শের জন্য মানুষেরও হৃদয় উত্তলা হয় সুবসনা জায়া যেমন হয় পিতৃর জন্য।^৬ তখন কখনও কখনও মাধুর্যের বিলাস-বিবর্তে বিপ্লবের অভিমান উথলে ওঠে স্বর্ষির অন্তরে। তিনি বলেন : 'আমি যদি তুমি হতাম হে অগ্নি, আর তুমি যদি হতে আমি, তাহলে এ (জীবনে) তোমার সকল আশিসই সত্য হত।... হে অগ্নি, তুমি যদি মর্ত্য হতে, আর আমি হতাম অমর্ত্য হে মিত্রদর্শিত হে আমার উৎসাহসের পুত্র থাকে সব দিযেছি, তোমায় আমি ফেলে দিতাম না অভিধাপের মধ্যে হে জ্যোতির্ময়, হে সত্যস্বরূপ, (ফেলে দিতাম না) পাপের মধ্যে। আমার স্তোত্র হত না দিশাহারা বা দুর্গত; হে অগ্নি, সে হত না পাপস্পর্শে।'^৭

গার্হপত্য চলে পতি-পত্নী দুজনকে নিয়ে। গৃহপতি অগ্নির প্রতি পুন্দ্রুষের এই মধুর ভাব হাজার হলেও আরোপিত। কিন্তু নারীতে তা হবে স্বাভাবিক। সংহিতায় স্বর্ষিকাদের রচনা খুবই কম, কাজেই অগ্নির প্রতি তাঁদের মনোভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ সুলভ নয়। শুধু আত্রেয়ী বিশ্ববারার অগ্নিসংস্কৃতিতে দেবতার প্রতি নারীহৃদয়ের আকর্ষিত প্রণতি ও বন্দনার একটি সুকোমল ছবি ফুটে উঠেছে ২৫২।। 'তাব মধোই পাই অগ্নির কাছে তাঁর ভাবকম্প এই প্রার্থনা : 'হে অগ্নি, দাম্পত্যকে তুমি সুন্দর কর সুসংযমে।' এমন প্রার্থনা অগ্নির কাছেই করা চলে, কেননা আগেই বলেছি, বৈদিক ভাবনায় মানুষকে পতিরূপে পাবার আগে তবুণী কন্যা অগ্নিগৃহীতা অগ্নি এব তৃতীয় পতি।^৮ অনুব্রূপ ভাবনা আমরা স্বকসংহিতার অন্তর্গত পাই। বসন্ত্রুত আত্রেয় অগ্নিকে বলতেন, 'তুমি হও অর্ঘমা, যখন কুমারীদের (ব'ধু তুমি), আপনাতে আপনি থেকে ধারণ কর ওই গৃহ্য নাম; সুস্বাগত মিত্র ভবে গবোর অগ্নন তোমায় মাথিয়ে দেয়, যখন দম্পতিব দুটি মনকে এক করে দাও তুমি।'^৯ আবকভাষণায়

১ ২৫২। দ্র টীম, ২০৭° । আরও ত্র স্ব ১০।৮৫।২৩। ২ দ্র টী ২৪০°। নিবাহ হম অগ্নি সাক্ষী করে, দ্র স্ব ১০।৮৫।৩৮ ন১। ৩ জন্ম অর্ঘমা ভর্গসি যৎ কনীনাম নাম সঙ্গমন গৃহ্যং বিভর্ষ, অগ্নিতে মিত্রং সৃষ্টিং ন গোষ্ঠির যদ দম্পতী সমনসা কৃণায়ি ৫।৩২। অর্ঘমা আনন্দ, সন্তোগ ও সখ্যে দেবতা, পরে দ্র ১। বিবাহে তাঁর প্রাধান্য দ্র বিবাহসংস্ক স্ব ১০।৮৫।২৩, ৪৩। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে পাই 'অর্ঘমণং নু দেবম' কন্যা অগ্নিনম্ অর্ঘমত' কুমারী মেঘে অগ্নিতে অর্ঘমাগই যজ্ঞন কবল ১৭।১৩। শোভে বৈবাহিক অগ্নিকে বলা হয়েছে অর্ঘমা ১৭।১৩। ৪ স্ব জারঃ কনীনাম পতিব জনীনাম্ ১।৬৬। ৮। অগ্নি গৃহপতি, নারী সাবাজীবন তাঁকেই চেয়েছে, স্বামীস মধোও তাঁকেই দেখেছে (তু ১০।৮৫।৪০)। ৫ অনন্ত দেখছি, কুমারী অপালার মধুর ভাব ইন্দ্রের প্রতি ৮।৯১ স্, বিদ্র ইন্দ্রপ্রসঙ্গে

অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'কুমারীদের ব'ধু, বিবাহিতাদের পতি'।^{১০} এখন যেমন দেখি, শিব বা কৃষ্ণের প্রতি মেয়েদের মধুর ভাব, তেমনি দেখছি বেদের মেয়েদের মধুর ভাব অগ্নির প্রতি।^{১১} যেন মর্ত্য গৃহপতির মধ্যেই তারা খুঁজত সেই দিবা 'কবিব' গৃহপতির 'গুরাব' প্রতিচ্ছবি, যিনি ছিলেন তাদের তরুণ জীবনের স্বপ্ন।

অগ্নির সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এই ধারা। বৈদিক ঋষিদের দেবোপাসনা বিশেষ করে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই বলা যেতে পারে দেবসম্পর্কে এই ধারাটিই স্বভাবত গভীর হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আর্ষভাবনায় অধ্যাত্মদৃষ্টি আর অধিদৈবতদৃষ্টি সহচারিত অধ্যাত্মভাবনা ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিদৈবতভাবনা বিশ্বগত। আবার আশ্চর্যে তনোব বিশ্বময় বিস্ফারণ বৈদিক সাধনার চরম পৰিণাম। তাইতে দেখি, বেদমন্ত্রে ব্যক্তিকে ছাপিয়ে বিশ্ব বড় হয়ে উঠেছে, সেখানে 'অহং-মাম্-মৈ'র চাইতে 'বয়ম্-নঃ'র প্রয়োগই বেশী। হয়তো লক্ষ্য কবি না, আমাদের নিত্যজপ্য গায়ত্রীমন্ত্র ব্যক্তির কণ্ঠে উচ্চারিত একটি সর্বজনীন প্রার্থনা - সন্নিবার প্রচোদনাকে আমি আবাহন করছি একা আমি বা জনা নয়, সবার জন্য আমি সেখানে বিশ্বমানবের প্রতিভা। তাই অগ্নির বেলাতেও দেখি, গৃহপতিরূপে তিনি যেমন আমার একান্ত আপনার, তেমনি আবাব তিনি সবারই - ২৫৩ তিনি 'রাজা বিশাম্', 'বিশাম্ অতিথিঃ', 'বিশাং কবিঃ', 'বিশাং ধত্তা' 'কবিঃ সম্রাট্ অতিথির্ জনানাম্' 'পাতিঃ কৃণ্টীনাম্', 'নেতা চর্মণীনাম্' ইত্যাদি। তিনি যেন আয়, অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ, তাই প্রগতি আর হবা দিয়ে অভ্যঞ্জন করে সেই সুপ্রীতি (দেবতার) 'পাতিজনে'।^{১২} এক কথায়, তিনি বৈশ্বানর - সর্বজনের অন্তর্য়ামী 'গর্ভশ্ চ স্থাহাম গর্ভশ্ চবথাম্' স্থাপবতঃপগম যা কিছদ্, সবার অন্তর্নিহিত চিন্ময় জ্ঞা।^{১৩} কবির ভাষায় তাঁকে আবাহন করে বলি, 'ওগো আমার, ওগো সবার, বিশ্ব হতে চিন্তে বিহার।'

এই বিশ্বজনীন অগ্নিই মানুষের 'প্রথমো যজ্ঞসাদ্' তার উৎসর্গ ভাবনার

[২৫৩] দ্র অ ২২ ৮, ৪।১, ৩।২.১০ ৫।১।৩, ৬।৭ ১, ৫।১.৬, ৭ ৫।৭ ৩.৬ ৫ । জন, বিশা, কৃষ্টি এবং চ্যাবির মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ থাকলেও সবজ্ঞানগায় 'এ বজস বাখা হযনি মনে হয় সব্যাহিত ব্যাপক সংজ্ঞা হচ্ছে জন, সহ ই বোঝাতে দেবতা এবং মানুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত। যেমন 'পণ্ডিত' বলতে বোঝায় সর্বসাধারণের (৮ টী ২৩১), ভরতেরা সবাই মিলে 'ভারত জন' (অ ৩ ৫৩।১২), তু পবনতী 'জনপদ' তাদের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হল যারা উপনিবেশ বা আবাসের জন্য নতুন ভূমিতে রূপ পেতেছে (১ ১ বিশ প্রবেশ করা), এরা সাধারণত আর্ষসমাজের অধিজাত এবং সুপরিচিত এক ক্ষত্রিয় গোত্র। ৮ ৩৫।১৬ ১৮। এই থেকে ক্রমে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য। বার্ষাসিক অর্থে বিশা পূর্বস্ব সাধক, সাধনবাজে, সদাঃপুশ্টি, অনেকজন্মগায় বিশা অব জ্ঞান কোনও ত্রুটিতে নাষ্ট। এই প্রমাণে তু 'বহু', গ্রাম্যে 'বিশো বিশ্বে সদস্যঃ শ ২।৬।৩৬, ৩।১১।১৮, ৫।৫।১।১০ বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজঃ ইহ ১।৬।২।৭ ' কৃষিকর্ম করে বলে বর্ষের দিক থেকে এরা কৃষ্টি (১ ১ কৃষ্য চায় করা) আবার বার্ষাসিক অর্থে এটি সাধকদের সাধন বল সংজ্ঞা। সাধন বল ক্ষেত্রকর্ষণের উপমা রূপ প্রাচীন এবং স্বাভাবিক ঋতে নিম্বপুংসু 'এই ক্ষেত্রবিধ' তু ১০ ৩২।৭। চর্মণি (১ ১ চর্ম ঢলা) যা চর্মবস্ত্র, স্ফাণ্য নয়, অঃএব উদ্যোগী তু এরা বোহিতের প্রতি ইন্দ্রের অনশাসন 'চর্মৈব' ৭।১৬।, অনেকজন্মগায় সাধাবলভ্যের 'মানুষ' বোঝালেও সংজ্ঞাটিতে বার্ষাসিক দোহনা প্রবল। ২ অ আশ্চং ন রং মমসা রাতহব্য অজান্তি সুপ্রায়ং পণ্ড জনাঃ ৬।১১।৪। অজ্ঞান কোনও স্নেহদ্রব্য দিয়ে লিপ্ত করা। কিন্তু আগুনকে তা করতে গেলে তা আগুন দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাইতে সংজ্ঞাটির মধ্যে প্রকাশ ও আবার বিপরীতমুখী এই দৃষ্টি ভাবের রাজনা এসে গেছে। ২ ১।৭০।৩।

আদিম প্রচোদক [২৫৪]। তাই মনুষ্য ঋষিকের সঙ্গে এই দিব্য ঋষিকের নিবিড় সম্পর্ক। ঋষিকের লক্ষ্যাভিসারী চেতনায় মনুষ্যের যে-প্রদোষ, তাকে তিনিই এগিয়ে নিয়ে চলেন কেননা তার সমস্ত মননের একমাত্র অধিনায়ক তিনিই।^১ অগ্নির প্রত্যক্ষ আবেশে এবং প্রবচনে এই মনুষ্যই এখন আবিষ্কার করে বাকের নিগূঢ় সেই পবনপদ, লোকোত্তর মন্ত্ররহস্যের সেই বিজ্ঞান^২ যা আমাদের পিতৃপুরুষদের কবেছে 'সত্যমন্ত্র'। তাঁদের মন্ত্রসিদ্ধি তমিস্রার আড়াল ঘুচিয়ে নতুন উষার জন্ম দিয়েছে মানুষ্যের চেতনায়।^৩ তাঁরা আমাদের পৃথিব্য পূর্বজ ঋষি,^৪ যজ্ঞের বিতননে মানুষ্যের মধ্যে অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক মনু অথবা অগ্নিবা ভৃগু এবং আয়ু অগ্নির সায়ুজ্যে তাঁরা অগ্নিময়। প্রসঙ্গক্রমে এই অগ্নিঋষিদের কিছু-কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি, বিস্তৃত আলোচনা পরে হবে।

৫ অগ্নির বিভিন্ন বিভাব

অগ্নির রূপ গুণ কর্ম এবং জন্মরহস্য, দেবতা ও মানুষ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-- এইসবের আলোচনা হতে আমরা তাঁর একটা সাধারণ পরিচয় পেলাম। কিন্তু এছাড়া তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশও আছে কুৎস আগ্নিবাসেব অগ্নিসংগৃহীতে যার উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। [২৫৫]। এতে দেখি, একই অগ্নির বিভিন্ন বিভাব জাতবেদাঃ, ঔষস, দুর্বিগোদাঃ, শর্দূচি ও বৈশ্বানরবৃষে। কুৎসদৃষ্ট অগ্নির এই বিভাবগুলিকে সংগ্রহ সামান্য ইতিবিশেষ করে অধ্যায়াচেনার অভিবার্তার ক্রম অনুসারে সাজিয়ে নিতে পারি এইভাবে: সৌচীক (ঔষস), জাতবেদাঃ, শর্দূচি (বক্ষাহা), দুর্বিগোদাঃ এবং বৈশ্বানর এর মধ্যে জাতবেদাকে নিয়ে আলোচনা আগেই হয়ে গেছে,^৫ এইবার আব-সবাইর কথা।

প্রথমেই ধরা যাক সৌচীক অগ্নি। অগ্নির সৌচীক নাম সংহিতায় বা গ্রন্থে নেই, কিন্তু বৃহদ্বেদেবতার শৌনক বলছেন, 'সৌচীক অগ্নি দেবতাদেব কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন একথা শ্রুতিতে আছে। [২৫৬]।' মনে হয় নামটির অর্থ, যার সূচনা মাত্র

[২৫৭] ঋ ১।৯৬।৩। ১তু 'ঋং হি বিশ্বম্ অভ্য অসি মন প্র বৈশম্ দিৎ তিবসি মনীষাম্'। তুমিই যখন ঋষিকার করে আছ সমস্ত মনন এখন লক্ষ্যাবধার মনীষাকে এগিয়ে নিয়ে চল তুমিই ৫।৬।১। মন্য মনন, তার উদ্দেশ্য মনীষা, উপনিষদে যা বিজ্ঞান সত্ত্ব অথবা বৃক্ষ তু ক ১।৩।৩। ১৩, ২।৩।৭, ৯, ঋ ১।৬১২ দ্র টী ১১৬।। ২দ্র ঋ ৫।৭।৩, টীম্ ১৭৭। ৩গল্ হং জ্যোতিঃ পিতৃযো অব্ অগ্নিন্দত্ত সত্যমন্ত্রা অজানদ্রা উষাসম্ ৭।৭৬।৪। ৪তু, ১০।১৪।১৫।

[২৫৫] দ্র 'কুৎস', টী ২৫০। ২দ্র টীম্ ১৭৮, ঋ ১।৯৭ স্, টীম্ ২৫০।

[২৫৬] বেদে ৭।৬৩ শ্রুতিতে কাহিনীটি অবশ্য আছে কিন্তু অগ্নির নাম নাই। শৌনকের জন্য কোনও শ্রুতিতে তার উল্লেখ আছে কি না, তাই উক্তি থেকে নিঃসংশয়ে তা বোঝা যায় না। শৌনক তাঁর গ্রন্থে অনেক খিলমন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। নামটি কি বেদের সেইসব শাখার কোথাও ছিল? ১ ঋতে একজায়গায় অতিসূক্ষ্ম অদৃষ্ট বিষয়র জীবকে বলা হ'লে 'সৌচীক' ১।১১।৭, আরেকজায়গায় 'সৌচীক' উল্লেখ আছে এইভাবে [বাক্য] সৌচীক্ অগ্নিঃ সূচ্যচ্ছিদমানযা ২।৩২।৪। 'সূচ্য' শব্দেবও একই মূল। ঋতে পুরুষসম্পর্কে পাই, 'এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃহ্যেযা ন প্রকাশতে, দৃশ্যতে ঋ অগ্রায়া বৃক্ষায়া সূক্ষ্যাদর্শিভিঃ' ১।৩।১২। এই ভাবনার মধ্যে

আছে কিন্তু যাকে দেখা যায় না, অথচ সূচীবাহিত সূত্রের মত যিনি সর্বত্র অনুসৃত, এককথায় যিনি অতি 'সুক্ষ্ম'।^১ সংহিতার কাহিনীতে এই ভাবের ধ্বনি খুবই স্পষ্ট। অগ্নিব প্রথম আবির্ভাব জাতবেদোব্রূপে, কিন্তু তার পূর্বে যখন তিনি অপ্ বা ওষধির গর্ভে নিহিত,^২ যখন তিনি সূচিত কিন্তু আবির্ভূত নন তখনই তিনি 'সৌচীক', কুৎস এই অগ্নিকেই বলেছেন 'ঐষস', যিনি 'নিগ্য' বা গূহাহিত বলে কেউ যার উদ্দেশ্য পায় না,^৩ যিনি দিনের পূত্র কিন্তু রাত্রি যার ধাত্রী, আবার হিরণ্ময় সূর্যরূপে উষায় যার আবির্ভাব,^৪ যার সবছাওয়া তিনটি জন্ম দু'লোকে অন্তরিক্ষে এবং সমুদ্রে,^৫ কিন্তু হবাবাহনরূপে চতুর্থ জন্ম আমাদের মধ্যে।^৬

সৌচীক অগ্নি গূহাহিত। অগ্নিব গূহাহার্যম্বনের কথা ঋকসংহিতার নানাজায়গায় নানাভাবে আছে [২৫৭]। অধিভূতদৃষ্টিতে অগ্নিকে আমরা সর্বদা সর্বত্র দেখতে পাই না না ওষধিতে, না অপ্-এ, না দু'লোকে কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দোঁখ, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বদা রয়েছেন তপঃশক্তিরূপে, 'চিস্তির অপায় দমে বিশ্বায়ুঃ' প্রাণ-প্রবাহে চেতনারূপে, আধাবে বিশ্বপ্রাণরূপে।^৭ এই আত্মানুভবই বৃহৎ হয়ে আনে দেবতার সর্ববাপিত্ব এবং নিঃসংস্রব অনুভব। তখন তাঁকে বলতে পারি : 'তুমি অজাত হসে ধবে আছ এই বিপুলী ক্ষিতিকে, দু'লোকের স্তম্ভ হসে আছ সত্যান্তে; প্রাণের

সৌচীক অগ্নিব বাজনা আছে। ২তু ঋ ৩।১ ১৩ (দ টীম্ ২২৭), ২৯।২. ৩তু ক ঐম্ নিগম্ আ চিকৈত ১।৯৫ ৪; এই থেকে 'নিচিকৈতঃ' সংজ্ঞা; তু ১০।৫১১.৩, ৪। ৪তু 'শ্বেব বিদ্যাপে চমতঃ স্বর্গে' অন্য নানা বৎসর উপ ধ'পস্মেতে এবিদ্য' দ্যসস্যং তর্নাট স্বধার্য্যে চক্রে অসংসার মদ্যে সূর্য্যঃ' দুই বৃহৎ দুটি ধেনু, এবং একই সুন্দর লক্ষ্য দু'য়ের, একে অপসেব বাচ্যকে দুখ খাণ্ডযাজে, অর্ঘ্যানীতে (দেবতা) বিবদ্য হন একজনের মধ্যে, অপরজনের মধ্যে তীক্ষ্ণ দেখা যাক শূদ্র এবং সূর্য্যটি ১ ৯৫।১। দি, আল ব্যাধি দুটি ধেনু, একটি অলো, আরেকটি কালো বর্গের গর্ভ থেকে প্রাচ্যে হিরণ্ময় সূর্যের আবির্ভাব, যেমনি সম্যায় শত্রেয়ানি অগ্নিব তখন সূর্যের দলী দি, আর অগ্নিব ব্যাধি আবার ব্যাধিব অধির সূর্যের আলো গূহিয়া আসে অগ্নিব মধ্যে, সেই অগ্নিই ওষস হয়ে বিস্তারিত হন সূর্য্য এমনি করে সজ্জাট আর কিস্যার জীবিতচৈতন্য আর বিশ্বচেতন্য একই জ্যোতির লীলায়না। এই ভাবনাই অগ্নিহোতার সাধনার আধার ১।৯৫.৩, প্র টী ২৩০০। ৩তু ১ ৯৫।২, ১০.৪৫ ১। মোড়ের উপর বাকুলে চারটি অগ্নি, যার কথা গ্রাক্ষের পাই (প্র টী ২৬০)। দু'লোকে সূর্যরূপে, অর্ধবিশ্বের জলভরা মেঘে বিদ্যেব্রূপে আর সমুদ্রে বজ্রবানরূপে (যা সমুদ্র মনসসূর্য অথবা জ্যোৎস্নার ক্রিয়াকারক বর্ণনা) চারটি অগ্নি তিন লোকে ব্যাধিত। চতুর্থ অগ্নি হবাবাহনরূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত। যদিও ঐষস অগ্নিই আকাশ সূর্যরূপে আর সৌর্য্যে জাতরূপে জন্মে ওঠেন তবুও কুৎসের স্তম্ভালায় ক্রমের বিপর্যয় দেখানো হয়েছে দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টের ইশারা বোঝানার জন্য।

[২৫৭] তু ঋ 'গূহা' চতুঃ ১।৬৫।১, 'নিষীদন্ ৬৭ ৩ ম ঐম্ চিকৈত ৩তনন্তম্ ৭, সন্তম্ ৫।৮।৩, ৩হিতম্ ৪৭ ৬, ৫ ১১।৩, ৩চরন্তম্ মাতা 'বিভতি ৫।২।১, ১৫।৩, ১বদ্যম্ ৩।১।১৪, আরও তু ঋম্ অগ্নে তর্নাস তস্থানারম্ ৬।৯।৭। ১।৬৭।১০। - অজ্ঞা ন ফাং দাধার পৃথিবীঃ তপ্তন্ত দ্যায় মন্তেতিঃ সৈত্যঃ প্রিয়া পদানি পশ্বা নি পাহি বিশ্বায়ুঃ অগ্নে গূহা গূহং গাঃ ১।৬৭।১৫-৬; ৩তু ৩।৯।৫, ৬।৮।৪, ১।২২৮ ২ ১৫।১৩, ৩ ৫।১০। ৪তু ৩।২৯।২+৬ ৯।৪-৭। ৩তু পশ্বা ন তায়ুঃ (পশু নিয়ে পালিয়ে যাওয়া চোরের মত) গূহা চতুঃ নমো মুজ্ঞানং (আমাদের প্রণতি ল্বন তাঁর রথ জেতা অশ্বের মত) নমো বহন্তম্ (দেবতাদের কাছে), সতোষা (সমাদে তৃপ্তিহীন, মিলে-মিশে); ধীবাঃ পদৈব্ (পদাচর ধরে পশুর হাঁকিয়ে যাওয়া এবং চোরের পালানোর ধ্বনি আছে অনু শ্রম্ উপ দ্বা সীদন্ (তোমার কাছে গিয়ে বসবার জন্য) দিশেব যজ্ঞাঃ (অর্থাৎ দেবতারা)। ১।৬৫ ১-২। মানুস্ ধীবা, দেবতা 'যজ্ঞ' বা যজ্ঞনীয়। মানুষ্যের সাধনার পিছনে বিশ্বদেবগণের বা বিশ্বচেতনের আবশ্য সবসময় রয়েছে। বৈদিক সমস্ত ভাবনার পঞ্চাংগপটরূপে এই বিশ্বদেবগণের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আলোকের যত প্রিয় ধাম, তাদের আগলে থাক নিবিড় হয়ে; তুমি বিশ্বায় হে অগ্নি, চলেছ গৃহা হতে (আরও গহন) গৃহায়।^১ অর্থাৎ দেবতা একাধারে সর্বব্যাপী সর্বাধার এবং সর্বনিবিষ্ট। যখন তিনি নিবিষ্ট, তখন আর তাঁকে দেখতে পাই না; কিন্তু বিশ্বমূল ব্যাক্তির মন্ত্ররূপে তখনও তিনি আছেন। আছেন গৃহাহিত হয়ে ওষাধিতে, অপ্প্‌এ, পরমবোম্বে; আছেন সবার মধ্যে। সেই গৃহাহিত অগ্নিকে পরমবোম্বে হতে বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা নিয়ে আসেন এইখানে;^২ আবার আমরাও জাগ্রত চিত্তের আহুতি দিয়ে দৃষ্টির সামনে তাঁকে ফুটিয়ে তুলি।^৩ এমন করে দেবতার প্রসাদ আর মানুষ্যের প্রয়াস দুয়ে মিলে চলে অগোচরকে গোচরে আনবার সাধনা।^৪

সৌচীক অগ্নির এই তিরোভাব আর আবির্ভাব ঋকসংহিতার একটি উপমণ্ডলে সম্বোধনায় বর্ণিত হয়েছে সংবাদের আকারে। ২৫৮।। সংবাদের রচয়িতা ঋষির নাম পাওয়া যায় না। কিছু পবেই আবার দুটি সূক্তের একটি উপমণ্ডল পাই, অনুক্রমণীর মতে যার ঋষি 'সৌচীকোহগ্নির্ বৈশ্বানরো বা, সপ্তির্ বাজম্ভরো বা'।^১ দ্বিতীয় সূক্তের প্রথমেই 'সপ্তি বাজম্ভবের' উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকরণ থেকে বোঝা যায় না, 'তা ঋষির নাম কি না। পদগুচ্ছটির অর্থ হল 'এমন অশ্ব যা ওজের বাহন।' এতে অগ্নিগুণের ধ্বনি আছে, কেননা ঋকসংহিতার অনেকজায়গায় অগ্নিকে অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে 'বাজম্ভর' বিশেষণটিও একজায়গায় আছে।^২ সপ্তি যদি ঋষির নাম হয়, তাহলে বুঝতে হবে, অগ্নির আরোহে তিনি নিজেও অগ্নি হয়ে গেছেন। দুটি সূক্তের প্রথমটিতে তিনি সৌচীকেব দ্বারা আবিষ্ট এবং দ্বিতীয়টিতে বৈশ্বানরের দ্বারা; প্রথম সূক্তটির বচনভঙ্গী সাধকের এবং দ্বিতীয়টির সিদ্ধের যখন তিনি অগ্নিকে সর্বত্র অনুভব করছেন।^৩ সম্ভবত ইনিই সৌচীকোহগ্নির উপমণ্ডলটিরও রচয়িতা, কেননা দুটি উপমণ্ডলের মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। দ্বিতীয় উপমণ্ডলের প্রথম সূক্তটি যদি সংবাদের গোড়ায় উপোদ্ঘাত-রূপে আর দ্বিতীয়টি তার শেষে ফলশ্রুতিরূপে বসানো যায়, তাহলে মানুষ্যের সাধনা ও সিদ্ধির পটভূমিকায় দেবলীলার নাট্যবসতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কাহিনীর বিশ্লেষণের সময় তাই করব। কিন্তু তার আগে দেখা যাক, এসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ইত্যাদির উপবর্গন হতে আমরা কি ইশারা পাই।

অগ্নির তিরোধানের কাহিনীটি আছে শাখ্যানব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়সংহিতায় এবং শতপথব্রাহ্মণে। শাখ্যানব্রাহ্মণের বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত এবং অংশত ঋকসংহিতার অনুরূপ। এতে পাই [২৫৯]। 'দেবতা আর অসুরদের মধ্যে সংঘর্ষ হল এইসব

[২৫৮] ৫ অ ১০।৫১-৫৩ সূ। ১০।৭৯ ৮০ সূ। ২তু আশ্রুং (ক্ষিপ্ৰগামী অশ্ব) ন রাজম্ভরং মজাযন্তঃ ১।৬০।৫, ৬৬।৪, ২।৫।৩ ৩।২৬ ৩, ৮।১৫.১।। স্ম অশ্ব' ওজঃ ১০ ৭৩ ১০। ৫৯ সূক্তটির প্রতি ঋকব প্রতি পাদেব প্রথমে অগ্নির নাম যেন জপমান্য মত।

[২৫৯] ৫ ১।২। ঋত দেবাসুরযুদ্ধের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু বলের কথাগুলি ঠিক এভাবেই আছে ১০।৫১ ৮-৯। সেখানে যম গৃহাহিত অগ্নিকে প্রথম দেখতে পান, তারপর দেবতাদের অগ্রণী হয়ে বরুণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালান (২-৩)। অগ্নি যম আর বরুণের সহচার লক্ষণীয় (হু ১।১৬৪।৪৬, ৫ টী ৪২, ১১৭)। ২ ঋতে অগ্নির অপ্প্‌এ প্রবেশের কথা আছে, এখানে আছে ঋতুতে প্রবেশ। ঋতুচক্রের আবর্তনে সংবৎসর, যা পার্থিব কালমানের একক। তাই অগ্নির ঋতুতে প্রবেশের অর্থ তাঁর কালব্যাপিত বা সর্বকালীনতা, সর্বব্যাপী প্রাণরূপে অপ্প্‌এ প্রবেশ যখন দেবাসুরযুদ্ধ হচ্ছে, অগ্নি তখন নেপথ্যে। অনুরূপ ভাবনা স্মৃতিশাস্ত্রীতেও পাই। বিষ্ণুর সঙ্গে

লোকের জন্য। তাদের কাছ থেকে অগ্নি সরে এলেন, প্রবেশ করলেন ঋতুদের মধ্যে।^১ দেবতারা অসুন্দরদের বধ করে বিজয়ী হয়ে অগ্নিকে খুজতে লাগলেন,^২ তাঁকে দেখতে পেলেন যম আর বরুণ দেবতারা তাঁকে আমন্ত্রণ কবলেন, (প্রার্থনা) জানালেন, বর দিলেন। অগ্নি এই বর চেয়ে নিলেন, “প্রযাজ আর অনুযাজ কেবল আমাকেই (দেবে, আর দেবে) অপ্দের স্বত আর ওষধিদের পুরুষ।” তাইতে বলা হয়, প্রযাজ আর অনুযাজ অগ্নির, আজ্যও অগ্নির। তারপবেই দেবতারা হলেন বিজয়ী আর অসুন্দররা পরাভূত।^৩

তৈত্তিরীয়সংহিতার কাহিনী একটু অন্যরকম এবং আরও পল্লবিত। তাতে পাই [২৬০]। ‘অগ্নির তিনটি বড় ভাই ছিলেন। তাঁরা দেবতাদের কাছে হবা বহন

মধু, বৈশ্বৈতের যুগ্ম যখন চলছে, যোগানদ্রাব্গিণী দেবী তখন নেপথ্যে, শব্দভাষীশব্দভরণে সমাগু দেবী ‘অপবাজিতা’ কর্তালকাব্গে নেপথ্যে। এই নেপথ্য হল ব্যাকৃমধ্য বিশ্বের বা জীবনের আদিত্য বা অশ্রুত যে অবস্থিত তাই।^১ গী ২ ২৮।^২ অগ্নি দেবতাদের বিজয়, তারপর তুর্দেব অগ্নিকে খোঁজা, তুর্দেব প্রস্তুত দেবতাদের হয়ে জঘাত্য কবলেন, বিপ্লব দেবতারা, এখন তা জলন্তে পারলেন না, জলন্তে পাবে যাকব বৎসা উপত্যক বনেতে গিয়ে। অত্যাগ জম্যতী জীবনের নেপথ্যে চলছেই, নিরন্তর মানুষ যখন এল সম্পর্ক সন্তান হল তখনই সে হল সার্বনিক এবং তত্ব জয়শর সার্থকতা ঘটল।^৩ এখানে দেখাচ্ছি অসুন্দরদের, পুরুষ হচ্ছিল। একটি বিশ্ব জগৎ নিত্যা চলছে, আরেকটি তারই পটভূমিকায় ঘটছে ব্যক্তি জীবনে। কাহিনীর অন্যান্য চারপাশ ক্রমে পরিস্ফুট হবে।

[২৬০] প্র ২ ৬ ৬ ১৬ সংহিতার এই অংশটি ব্যাকরণ।^৪ মূলে আছে ‘প্রামাণ্যন্ত’, তুর্দেব যা (উষা) স্তোত্রভোগে বিভাবয়, উচ্চতী (কলমালিন্য), ন প্রমাণ্যন্ত ৫ ৭৯।১০ ২ মৎস্য ৮ ৮ মধু আনন্ত মন্ত হওয়া, তুর্দেব ১৮৭।^৫ মৎস্য অগ্নি উদকে সন্তপ্তে মাদকত হইলান্য ভক্ষণায়োতি বা ৬ ২৭ মিন্যে বাৎসর্যই সমাচীন, কিস্তি হে চুনির্দেশ চিহ্ন।^৬ স্বত জলন্ত মৎস্যের উচ্চ বা শব্দ একটি পদক আছে অগ্নি পিনমধ্য (পায়ামে চেবা) মধু পয় অপশান মৎস্য ন দান উদান অগ্নি জলে, কিস্তি ১০।৬৮ ৮। ৭ অর্চিতির পায়াময়্যে অববৃন্দ অমৃত অনিন্দিতেনকে ভুজনা কল হচ্ছিল অগ্নি জলে মৎস্যের সন্তান। পলে পাই কাম ‘মিনকেতন’, কাবণসমূহে অদম প্রাণী মৎস্য। আবার স্বত পবমপ্দের আদিকাম ‘মৎস্যের বৎস’ (১০।১২৯ ৮), যা প্রাণাবজ্ঞানে বিনত মৎস্যের প্রজানবর্জিতব কথা প্রবণ করিয়ে দেয়। কামের প্রত্যক মৎস্য অগ্নির প্রথম সন্তান। এটি অর্থাৎ তন্ত, মন্যামের কামাগ্নি কেন তা বোঝাই যায় আর একটি সন্তান (৮।৬৭)। অগ্নি ‘মৎস্যে সাম্যাদ, মৈত্র্যবর্জিত মন্যে বহুরো ভা মৎস্যে জালনমধ্য’। নামগুণে সম্পত্তি রূপক। জাল-পড়া মৎস্যের হল জীব, অদিত্যের কাছে তারা মুক্তি চাইছে; কয়েকটি ঋকে তাদের আর্তি সূন্দর ফুটে উঠেছে (৯, ১১, ১৮, ১৯)। ‘মৎস্য’ ঋষি সম্মানের বা ইন্দ্রিয়সুখমত্ততার পুত্র; আরেকটি নামের অর্থ ‘অনের পুত্র, মিত্রাবর্জনের পুত্র’। সবই বোঝাচ্ছে মৎস্যকে বা কামকে। মনে পড়ে গী ৫ ৮৮। ইন্দ্রিয় মন আর ঋষি হল কামের অধিষ্ঠান।^৭ ৪০। ঋষি নামে তিনটি অধিষ্ঠানবই ইঙ্গিত আছে, কামপ্রমত্ততার পরিণাম বংশ, জায়ই আর্তির পরিণাম সন্তান।^৮ শত্রুতে সাম্যাদ মৎস্যগণ (১৩ ৮ ৩ ১২), আবার মন ও মৎস্যের কাহিনীও আছে, যা প্রাণের মৎস্যবাহারের বীজ (১৮।১১। ৮) স্বত মৎস্য ও ময়ূপিত্তে সন্তরণশীল অসংখ্য পুরুষকে মহামৎস্যের সংগে ভুজনা কল হওয়াছে (৮।৩।১৮) সেখানে ‘বহা চারি দম্ভা ল’ বিশৃংখ দাঁড়ি ভোগ ও কামের গল্পনা আছে।^৯ মৎস্য সম্মান সন্তান হবা মধু বা আনন্দভোগ এবং উপনিষদের ‘সম্প্রসাদ’ের প্রতীক।^{১০} পৃথিবী হল বৈদিক চারিদিকে চার আঙুল চওড়া এবং চার আঙুল উঁচু যে ‘মহালা’ বা মর্তি দেয়াল। তাব উপর বিহীনো ব্যস্তির টুকরা বৈদিকযে অগ্নিকে পৃথিবী ‘দ্যে’ যিরে রাখা হল তাইতে তিনি হলেন জীবন পী ‘সৌচীক’ অগ্নি। তার বাহরে সর্বব্যাপ্ত বৈশ্বানর অগ্নির তিনটি বিভাব তুর্দেব গৎমর্মা হত তিনটি পদ, কেবল মানুষের মধ্যে তুর্দেব পদের অধিবাস্তি, তাবা অদশা, অহে ‘ব পাঠ হতে যা উপত্য পড়ছে তাইতে তুর্দেব ভূমি এবং পৃষ্ঠ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যজ্ঞ নেপথ্যেও একটি বিশ্বযজ্ঞ চলছে। মূলে তাই বলা হচ্ছিল, এমনি করে চলছে পড়াটা দেয়ের নয় বরং যজ্ঞের এই খাঁহে, তুর্দেবই যজ্ঞমান যেন ‘বসীযান’ বা আরও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। বৈদিক পুর্বাদকে কোনও পরিধির দবকাব হয় না, কেননা পুর্বাদিক হল জ্যোতিরভূতযব দিক, আব আয়না জ্যোতিঃরত্ন। পরিধিগূলী কাঁচা কাঠের হওয়া চাই। পলাশের হলই ভাল, নয়তো অন্য যজ্ঞবক্ষের হলেও চলে। শত্রু বলছেন, ‘কাঁচা

করতে গিয়ে শিমলিয়ে গেলেন। অগ্নির ভয় হল, এমন আর্তি তো তাইই হবে (যে হবা বহন করবে)। তিনি পালিয়ে গিয়ে অপ্-এর মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেবতারা তাঁকে কাজে লাগাবার জন্য খুঁজতে শব্দ করলেন। যথস্ব্য তাঁর কথা বলে দিল, অগ্নি তাকে শাপ দিলেন, “আমার কথা বলে দিলি যে! খুঁশমত ওরা তাকে মেরে ফেলবে!”। তাঁকে খুঁজে পেয়ে দেবতারা বললেন, “আমাদের কাছে চলে এস, আমাদের হবা বহন কর।” তিনি বললেন, “আমি বর চাই। আহুতীর জন্য নেওয়া জিনিসের যা নানিক পরিধিব° বাইরে চল্কে পড়বে, তা আমাব ভাইদের ভাগের হয় যেন।” তাই হয়, তাই দিয়ে অগ্নি তাঁদের খুঁশী করেন। (অগ্নিব) চারদিকে পরিধি বিছানো হয় রক্ষণদের মেরে তাড়াবার জন্য। তাদেব গায়ে-গায়ে ঢৌকিয়ে বাথা হয় রক্ষেরা যাতে ঢুকতে না পারে। কেবল পদ্বদিকে যা চল্কে পড়ে, তার উদ্দেশে এই মন্ত্র বলতে হয় “ভপতয়ে স্বাহা, ভুবনপতয়ে স্বাহা, ভূতান্য পতয়ে স্বাহা।”°

শতপথব্রাহ্মণে কাহিনীটিকে আরও একটু পরিস্ফুট করা হয়েছে [২৬১]। সেখানে মাহের কথা নাই। অপ্ থেকে জোর করে দেবতারা অগ্নিকে নিয়ে যাচ্ছেন

কাঠে প্রাণ আছে, তেজ আছে, বীৰ্য্য আছে। এই পরিধির জন্য কাটা কাঠই দনবান। ১৩।৩।১৯, ২০, ২১। °ভূপতিঃ ভুবপতিঃ এবং ভুবনঃ পতিঃ অগ্নিব বড় তিন ভাই যথাক্রমে পৃথিবী অস্তিত্ব এবং দুঃস্বপ্নের অধিপতি। সংগ্রহঃ, যা কিছু, হচ্ছে তাই “ভুবন”, ব্যাকৃতিমূল্যে “ভুবঃ”, লোকদৃষ্টিতে অস্তিত্বক বা প্রাণভূমি। হিবব্যগতঃ স্বঃ ভূতস্য পতিঃ এবং° তিনি বিশ্ব ভুবনের অগ্রে ছিলেন (১০।১২।১১), প্রজাপতিরূপে তিনিই বিশ্বের পরিভূ ১০।। প্রাচীন লোকদৃষ্টিতে এই ধাম দুঃস্বপ্নের বেননা তিনি সমস্ত স্বপ্নের অধীশ্বর এক দেব, ৮।। তদুদৃষ্টিতে অগ্নিব তিন ভাই যথাক্রমে জড় শক্তি ও চেতনা সংহিতাব ভাষায় বন কাঠ বা এক ভূবন এবং অধিপতি বা স্বর্গ। (ভু ঋ ১০।৮।১৫)। সংগ্রহঃ পরিভূত্বা অনুসারে এই তদুদৃষ্টি মতে এম সৌভাগ্য ‘অজ্ঞ’। এ ম ব পাঠ ‘ভুবপতয়ে’ ২।২। সেখানে পরিস্ফুট অগ্নিব ওই তিন ভাই যথা ক্রমে বিশ্বাবসু, ইন্দ্র ও মিত্রাবসু, অর্থাৎ জীবের মধ্যে যে অগ্নি তা আনন্দেব চেতনার স্বারা আবৃত°।

[২৬১] প্র শ ১।২।৩।১২-২। ঋ বা শৌচিত্র ‘একত’ ব উল্লেখ নাই, কিন্তু মজঃসংহিতা গুলিতে আছে। স্বতে ‘স্বিত’ এবং ‘স্বিত’ দুঃস্বপ্নেরই নাম পণ্ডবা যায় ‘স্বিত’ ‘দিবা’ তু ঋ ৫।১।৫, ৪।১।৫, ৬।১।২৩। আবার ‘স্বিত’ আপ্তা একজন কথিও (১।১১।১৯, ২০), প্র টী ১১।। দশম মন্ত্রের গোড়ায় ভাবগতঃ আশ্রয় উপমহাদীপে তাইই বিদ্রু ‘স্বিত’। °শব্দ ১।৩।৩।১৩ ১৭। °স্বত্বটীকার প্র টী ২। এটি ব্রাহ্মণে বহুস্থত। অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে বসটীকার ‘প্রাণ’ শ ৮।২।১।২৯, ‘প্রাণপান’ ঐ. ৩।৮ ‘বাক্’ ওজঃ এবং ‘সহঃ’ ঐ ৩।৮, অগ্নিবের দৃষ্টিতে ‘স্ব্য’ ঐ ৩।৮, শ ১।৭ ২।১১, ১১।২।২।৫, ‘দেবেযু’ (দেববান) শ ৮।১।২ ‘বস্ত্র’ ঐ ৩।৬।৮, শ ১।৩।৩।১৭ শা ৩।৫।। তু ঐগ্ৰতে তার অনুম্প্রণ, ‘বহতা মন উপহরয়ে ব্যাসন শবীরঃ, প্রতিহস্যসি প্রতিহস্যঃ গচ্ছ প্রতিহস্যঃ মা গমস্য’ বহতের চেতনা দিয়ে তোমার মনকে কাছে ডাকি ‘প্রাণপানের সন্ধি যে ব্যান তাই দিয়ে তোমার শবীরকে তুমি প্রতিহস্য, প্রতিহৃত হও ‘অমায় প্রতিহৃত কর’। ৩।৮।। মোটের উপর বসটীকার হল মন্ত্রের সেই প্রাণ যা বস্ত্র মত সমস্ত বাধা লীর্ণ করে স্বর্গে পৌঁছায়। এখানে সমস্যা হল আমাদের মধ্যে অভীশ্বাস তীব্রতা আছে, তবুও প্রাণের আগুন জ্বলছে না, ওই তীব্রতাই যখন প্রতিক্রিয়াস্বপ্নে নিয়ে প্রাসন্ড অবসাদ। মাধন্য প্রথম অবস্থায় এটি প্রায়ই হয় ব্রাহ্মণের সম্ভাষণায় এটি হল বসটীকার পরজ্ঞ অগ্নিদেব সন্তোষ পড়া। তখন ধীরভায়ে নিজেকে নিজের মধ্যে আনতে হবে তাইলেই আগুন জ্বলবে। °বৃন্দের বিবর্তিত সংস্কারে এই বসটীকার পরজ্ঞ অগ্নিমা চেষ্টে পড়লে অগ্নি প্রবেশ করলেন সন্তোষে, অপ্-এ এবং বনস্পর্শে°। অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে নাতীত্বল। অগ্নি তখন সর্বদ্য আছেন, কিন্তু ‘গড়োয়া ন প্রকাশতে’। তখন অসুন্দর প্রাদুর্ভাব হল। দেবতারা হৃদয় বধ করে অগ্নিকে খুঁজতে লাগলেন, তাঁকে খুঁজ পেয়ে বর দিলেন। অগ্নি তখন স্বাধিকর্ম আশ্রয় করলেন ‘স্বাতিঃ সহিতঃ প্রীতৈঃ দিব্যায় হবারাহনঃ’। সে-অগ্নি শব্দ হোতাই নন যজ্ঞের উপকরণও তিনি, তিনি সর্বস্ব (৭।৬২-৭১)।

বলে অপ্‌এর উপরেই তাঁর রাগ হল, তিনি তাতে থুতু ফেললেন। তাথেকে আবির্ভূত হলেন তিনজন আপ্য দেবতা ত্রিত মিত একত। তাঁরা হলেন ইন্দ্রের সহচর। ইন্দ্র যখন ঝুটার পুত্র ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপকে বধ করলেন, তখন তাকে যে বধ করা হবে, তারা তা জানতেন। এমন কি, বলা চলে ত্রিতই তাকে বধ করলেন। তারপর কিছদ্মুর গিয়ে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চলেছে পরিধির প্রসঙ্গে।^১ অগ্নি বললেন, 'আমার আগে পর পর তিনটি অগ্নি হোতার কাজ করতে গিয়ে মিলিয়ে গেল, আমায় তাদের ফিরিয়ে দাও।' দেবতারা তখন পরিধির আকাবে সেই তিন অগ্নিকে ফিরিয়ে দিলেন। অগ্নি বললেন, 'বষট্কার হল বজ্র, এরা সেই বষট্কারেই ভেঙে পড়েছিল। আমি তাকে বড় ভয় করি পরিধিরূপী অগ্নি দিয়ে আমায় ঘিরে দাও, তাহলে বজ্র অর্ধেকছ, করতে পারবে না।'^২ দেবতারা তাই করলেন।^৩

এক্ষণের কাহিনীগুণি থেকে রূপকের আবরণ খসিয়ে নিলে তাদের মোটামুটি তাৎপর্য এই দাঁড়ায় :

অন্যদিকাল ধরে বিশ্বভুবন জুড়ে দেবাসুরের একটা অবিরাম যুদ্ধ চলছে। দেবতারা তাতে যে জয়ী হবেন, এ হল বিশ্বের শাস্বত বিধান। এই দেবতাদের মধ্যেও অগ্নি আছেন তিনি পরমব্যোমের নিত্য অগ্নি, সর্বানুসৃত বৈশ্বানর অগ্নি। তিনি কিন্তু স্বরূপে হবাবাহন নন, দেবতা ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব নন। তাঁর হবাবাহন এবং দৌত্যের প্রয়োগন হয়, যখন দেবাসুরের যুদ্ধ দেখা দেয় মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যেও অগ্নি অবশ্য আছেন কিন্তু আছেন নেপথ্যে বিশ্বচক্রের স্বতচ্ছন্দ আবর্তনে, বিশ্বের বিচিত্র প্রাণপ্রবাহে, জীবের অম্বারে অধারে প্রসৃত নাড়ীতন্ত্রে [২৬২]। তখন তিনি হবাবাহন নন, কেননা মানুষ তখনও যজ্ঞে প্রবর্তিত হয়নি, দেবযানী অভীপ্সার শিখা তখনও তার মধ্যে জ্বলে ওঠেনি কিন্তু একদিন তাব সচল্য দেখা দেয়, দেবতারা তার মর্ত্যকামনার মধ্যেই দিবা অভীপ্সার সন্ধান পান। এই অভীপ্সার আবিষ্করণ একটা লোকোক্তব ঈক্ষণের ব্যাপার। তাই গৃহীত অগ্নিকে আবিষ্কার করেন বৈশ্বমিত মৃত্যুর দেবতা যম অথবা শূন্যের দেবতা বরুণ, যাদের মধ্যে একদিন স্চিত্র এবং সমিদ্ধ অগ্নির অবসান ঘটে। কিন্তু এইখানে আবার এক বিপদ ঘটে। মানুষের যে চেতনা এতদিন অসাড় ঘুমিয়ে ছিল, আজ যেন সে মাগাছাড়া উৎসাহের হঠকাবিতা নিয়ে ভেগে ওঠে। তখন তার বষট্কারের বজ্রশক্তি রাসছাড়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, দেবতার সোমা প্রসাদকে আর সূক্ষ্মচ্ছন্দে এখানে নাগিয়ে আনতে পারে না। সংহিতায় একে বলা হয়েছে 'অতিথ্যাতি', আধুনিক মনমীয়া বলেন 'বেশি কেটে জ্বলে যাওয়া'।^৪ এই দুর্বিপাক যাতে না ঘটে তাই জন্যে অভীপ্সার চাবিদকে

[২৬২] তু বদে স প্রবিরশাপকমা স্বতন্ অগ্নো বনস্পতীন ৭ ৬৪। অগ্নির সংস্কার সম্পর্কে টু অ ১০।২ ১-৫, অপ্‌ এবং বনস্পতির সম্পর্ক প্রসিদ্ধ। এখানে দুয়োলাক অত্মনিক এবং পৃথিবীর ধূনি আছে অগ্নি সর্বরূপে স্বত্বপতি। ১ তু আ দ্য অর্থাৎ আ গহি। ব্রহ্মার দৃষ্টি যেন আমাদের চাঁপয়ে না যায় কাছে এসে ১।৫।৩, আ দ্য গর্ভাভিন্ অশ্বাঃ সহস্রভিন্ অতি গাত্মা, অলিত যন্ ভত্ব বহা অঃ ৮.৫৩।১৫। প্রতিভ্ অদিত্যে অব হি ষাত ৮ ৪৭ ১১ একটিই দেবতার দৃষ্টি সব ছাপিয়ে উদ্ভূত চলে যায় তখন তিনি নাগালব বাইরে, অবেকটিতে তা নীচে নেমে আসে। সাধনজীবন আগেরটির প্রতিফলনে বেশি কেটে জ্বলে যায়, চেতনা উজ্জিয়ে গিয়ে ফিরতে পারে না। ল V খা 'দেখা; বাস্তব করা বা দেখানো' দুইই।

দিব্যচেতনার একটা পরিবেশ রচনা করতে হয়, যা তাকে যেমন বাঁচায় অদিব্যাশক্তির অপঘাত হতে, তেমন নিজেও অধীর দুরাগ্রহের অনৃত হতে। তাহলেই আধারের সৌচীক অগ্নি বৈশ্বানররূপে উদ্দীপ্ত হয়ে সাধনাকে সমাক্ চরিতার্থ কবতে পারেন।

এইবার ব্রাহ্মণের এই ইঙ্গিতের আলোকে সংহিতায় উপস্থাপিত সৌচীক অগ্নির রহস্যের অনুদধান করা যাক। পূর্বের পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে ধরা যাক সপ্ত বাজন্তরের প্রথম সৃষ্টিটি। এতে পাই সূচনা, স্বায়ির অগ্নি এসণার দীপ্তবর্ণ পবিচয়। সপ্ত বলছেন :

‘আমি দেখতে পেলাম এই মহানের মহিমা অমর্ত্য যিনি মর্ত্য বিশ্বদেব মধ্যে। দুর্দিকের দুটি চোবাল তাঁর ফাঁক-করা তারা এক হয়ে যায়; না চিবিয়ে গপাগপ্ অটল খেয়ে চলে ২৬৩।’ সবার মধ্যে যিনি মৃত্যুতরণ অমৃতের শিখা, আমার মধ্যে তিনি জেগে উঠলেন এক দুর্দম ক্ষুধা নিয়ে। অগ্নাদ তিনি, অরূপান্তরিত কামনাব বন তাঁর অম্ম।’ অবলীলায় তিনি তাকে অশ্রান্ত খেয়ে চলেছেন, যেন তাঁর তৃপ্তি নাই আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে আছি তাঁর এই মহিমা বদিকে।

‘গৃহায় নিহিত তাঁর শির দুরান্তরে দুটি চোখ; না চিবিয়ে খেয়ে চলেছেন জিহবা দিয়ে যত বন। কত অন্ন এঁর কাছে পায়-পায়ের ওরা বয়ে আনে হাত তুলে, (মাথা) নুইয়ে, বিশ্বদেব মধ্যে (জেগেছে যারা) ২৬৪।’ শূদ্র আমার মধ্যেই নয়, দেখাচ্ তাকে সবার মধ্যে। তিনি বৈশ্বানর, দুর্দালকের অনুভূতগতায় হাবিয়ে গেছে তাঁর মূর্খা, সূর্য আর চন্দ্ররূপে দিনে-রাত্রে জ্বলছে তাঁর দুটি চোখ।’ বনে বনে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর জ্বালাব মালা; তাঁর দহনেব তো বিরাম নাই, সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তৃপ্তি নাই। আমাদের মধ্যে সে-দাবদহনে যারা জেগে ওঠে, তারা আর স্থির থাকতে পারে না : পায় পায়ের তারা এগিয়ে চলে তাঁর দিকে প্রাণের উদ্যতি আর হৃদয়ের প্রণতি নিয়ে, তাদের যা-কিছু সব চলে দেয় তাঁর মধ্যে ক্ষুধার অগ্নরূপে।

‘আরও দুবে মায়ের গোপন (পদ) খুঁজতে-খুঁজতে শিশুর মত প্রসর্পিত হলেন তিনি বিপুল হয়ে গজিয়ে উঠেছে যারা তাদের উপর দিয়ে। (কে বুঝি) স্বপ্নের মত পেল তাঁকে (অথচ) পরিপক্ব আর বলমূল তিনি, লেহন কবছিলেন পৃথিবীর কোলের জিতর [২৬৫]।’ শিশু যেমন মায়ের কোল থেকে উজিয়ে চলে তাঁর স্তনের

[২৬৩। অ অগ্নাম্ অস্ম মহতো মহিষম্ অমর্ত্যাসু মর্ত্যাসু নিষ্ক্, নানা হনু বিভ্রত সং ভবন্ত্ অসিদ্ধতী বসন্তী ভস্, অন্তঃ ১০।৭৯ ১ অসিদ্ধতী ১ ১ সি বামা চোবাল দুটি বামদ্ব না পরপবকে অথচ এক হস্তে না, তু অসিদ্ধতী দংষ্ট্রৈঃ পিতৃষ অস্তি ভোজনম্ ২ ১০।৮। ২ দিব্যচৈব বর্ণনা দ্র নৃষভস্যেব তে ববঃ, আদ্ ইন্দ্রসি রনিনো ধৃমকেতুনা অধ স্বনাদ উত বিভ্রঃ পরাণিঃ ১।৯৮।১০-১১।

[২৬৪। অ গৃহায় শিরো নিহিতম্ ক্ষুধা অক্ষী অসিদ্ধতী অস্তি জিহ্বা বনানি, অগ্নাৎ অস্ম পটভিঃ সং ভবন্তা উদানহস্তা নমস্য ধি বিষ্ক্ ১০।৭৯ ২ ‘উদানহস্তা’ অহুতি দেবাব জন্ম স্রুকা উচ্চ করে তুলেছে যারা, তু উদাত্তস্রুক্ ১ ০১।৫। ৩ বৈশ্বানরের বর্ণনা ছা ৫।১৮।২।

[২৬৫। অ প্র মাতুঃ প্রতবঃ গৃহাম্ ইজুন্ কুমারো ন বীরঃ সপদ উবীঃ সসং ন পরম্, অবিনচ্ ছচন্তঃ বিবিহনঃসং বিপ উপস্থে অন্তঃ ১০।৭৯ ৩ অগ্নিব মাতা’ অদিতি, তাঁর প্রতবঃ গৃহায় [পদম] ১’ পরমবোম্যেব শূন্যাতা—যেখানে অগ্নির জন্ম; তু অগ্নিঃ পদে পরমে ভাষিবাংসম্ ১ ৭২ ৮ প্র মৎ পিতৃঃ পরমান্ নীযতে ১৮।১।৮, স জায়মানঃ পরমে বোমনি ৬।৮।২ (৭।৫।৭)।

১ অর্থাশিখা এখান থেকে ওখানে মিলিয়ে যায়, আবার ওখান থেকে এখানে ফিরে আসে—সমাধিতে এবং ব্যাখ্যানে। ‘বীরঃ’ চ টীম্ ২৭৭। ‘সস’ দ্র টী ২১৩০। ‘সসকে এখানে অস্ম অর্থে

সম্বন্ধে, তেমনি অদিতির এই দামাল ছেলে আমার আধার ছাওয়া কামনার বনকে জ্বালিয়ে দিয়ে জৌলহান হয়ে উঠলেন পরমব্যোমের গহন গভীরে আপন উৎসকে খুঁজে পেতে। আবার সেখান থেকে অলংকার দত্ত হয়ে ফিরে আসেন তিনি এইখানে। তখন চকিতে-দেখা বিদ্যুৎস্রোতের মত এই মর্ত্য আধারের গভীরে কেউ কেউ জ্বলতে দেখেছে তাঁকে রসের পরিপাকে পূর্ণতার দ্বারতটে বলমল।

‘তোমাদের সেই স্বতকে, হে দ্যাবাপৃথিবী, ঘোষণা করছি আমি : জন্মেই পিতা-মাতাকে শিশু (কিন্তু) খেয়ে ফেলে। আমি মর্ত্য, দেবতার কোনও উদ্দেশ্যই যে আমি পাই না। ওগো, অগ্নিই খুঁটিয়ে জানেন, তিনিই জানেন, সব । ২৬৬ ।’ দেবযজন-ভূমিতে অরণিমন্তনে যার জন্ম দেখছি, বস্তুত তিনি বিশ্বব্যাপী। দ্যুলোক ভুলোক হতে সংহত হয়েই যজ্ঞবেদিতে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু যাদের আশ্রয় করে তিনি নেমে আসেন, তারা আর তখন থাকে না দেবতার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। আধারের অরণি তখন অগ্নিময়, আর সেই অগ্নির পরিণাম বাবুণী শূন্যতায়। এই হল বিশ্বের শাস্বত বিধান, দেবতার অপরাধ লীলা। আমি মর্ত্য মানব, দেবতার রহস্য কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না; তিনিই সব জানেন, আর জানেন খুঁটিয়ে।

‘যে এর উদ্দেশ্যে অগ্নির আধান করে ক্ষিপ্ৰগতিতে, জ্যোতির্ময় আজ্য দিয়ে এঁর হোম করে, এঁকে পুষ্ট করে, তার জন্য তিনি হন সহস্রাক্ষ বিচক্ষণ। হে অগ্নি, দিকে-দিকে সামনে আছ তুমিই যে , ২৬৭ ।’-দেবতার উতলা আহবান মানুষ্যের হৃদয়ে পৌঁছয় যখন, তার আর তর সব না, উতলা হয়েই সে তখন তাতে সাড়া দেয়। নিজের সব-কিছু সে-অম্বাদের কাছে সে ধরে দেয় অম্বরূপে, দেবতার ছোঁবায়ে এর আহবানের উপচার জ্যোতির্দহনে জ্বলে ওঠে। তাইতে দেবতার পুষ্টি, হমিস্রাব আবরণ ঘুচিয়ে তার মধ্যে তাঁর সুদীপ্ত আবির্ভাব। তখন তার চেতনার রম্ভে-রম্ভে বলসে ওঠে তাঁর সহস্র অক্ষির বিদ্যুৎ। বিশ্বতশ্চক্ষুর সে-দৃষ্টির বৈদ্যুতী ছাড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়।

নিম্নে তা উপনিষদের পরিভাষা অনুসারে বোঝাবে ‘জড়’; স্ব স্ব প্রসিদ্ধ উপমা ‘আমা গোতে পক পাক’ অর্থাৎ গরতে দগ্ধের মত আমি সেব কাঁচা মর্ত্য আধারে নিহিত পবিত্র অমৃত্যুতনা যাকে দ্ব্যে বার কলতে হবে । ১৬২ ৯, ১৮০ ৩, ২১৮ ১২, ৩ ৩০ ১৪, ৬ ৩০ ৯ ৬ ১৭ ৬, ৪৮ ২৪, ৭২ ৮, ৮ ৩২ ২৫, ৮৯ ৭, ১০ ১০৬ ১১। এখানে পক সসেব মত পক ‘যব ১ ৬৬ ৩, ‘বৃক্ষ’ ৪ ২০ ৫ ৯ ১৭ ১৫, ‘শাখা’ ১ ৮ ৮, ‘ফল’ ৩ ৪৫ ১৭, ‘গুদন’ ৮ ৭৭ ১৬, ‘পুষ্প’ ৪ ১৪ ৫, ৫ ১৭ ৮। সর্বত্র সিম্বির পরিপাকের ধর্ম। অগ্নি অর্থে কেউ কেউ বুঝেছেন ‘যব’ ১ ১৬ ১৩। তাহলে মোটের উপর তাৎপর্য হবে আধারের কাঁচা আগুন অলংকার ছোঁবায়ে সেন পাকা হল। যাক্ষের খ্যাখ্য মানলে ‘আবদং’ এর কর্তা অগ্নি নন, কোনও স্বায়-যেমন ‘গিত’ (gitar) । তু ইমং ব্রহ্মে ভূমি অবিন্দন ইচ্ছন বৈভবসো । বিভবস্ এর পূর্বে মূর্শন্য অঘায়াঃ (ধেনুর্দ্বাপী যাকের মূর্শয় অর্থাৎ পরমব্যোম, তু ৮ ১০১ ৫, ১ ১৬ ৪ ১১) ১০ ৪৬ ৩

[২৬৬] স্ব তদ্ব্ বাম্ স্বতং গোদসী প্র ব্রহ্মী জামমানো মাতরা গর্ভো অতি নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্ চাক্তাশ্চিৎ অগ্নি বিচক্তাঃ স প্রক্তাঃ ১০ ৭৯ ১৪। দ্র তীম্ ১৭ ৭ ২। ল মর্ত্য মানব এখানে ‘নিচক্তাঃ’, আর অগ্নি ‘বিচক্তাঃ’ এবং ‘প্রক্তাঃ’; ‘বিচক্তি’ বিশেষের জ্ঞান বা বিবেক, আর ‘প্রচিতি’ উত্তম জ্ঞান (তু উপনিষদের বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান)।

[২৬৭] স্ব যো অস্মা অগ্নং ভূম্ আদধাত্য অজৌব ঘৃতেব্ জুহোতি পূযতি, তস্মৈ সহস্রম্ অক্ষভির্ বি চক্ষে হসেন বিশ্বতঃ প্রতাঙ্ ভ্ অসি বম্ ১০ ৭৯ ১৫। ‘অগ্নি’ আত্মার সামান্য উপচার, বিশেষ উপচার হল ‘আজ্য’ এবং ‘ঘৃত’। ব্রহ্ম আজ্যং বৈ দেবানাং সর্বাত যোগ্যং পুণ্যম্ ইত্যর্থঃ সা। ঘৃতং মনুষ্যাণাম্ ১ ৩। তত্ সা ‘আজ্যম্, তয়োব্ তেনঃ পূর্বাচার্যে উদাহৃতঃ-সপির্ব্ বিজ্ঞানম্ আজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং ঘৃতং বিদ্যুঃ।’ জ্বলনযোগ্যতার তারতম্য ল। ‘আজ্য’ (< V অজ্ ‘জলনঃ; প্রকাশন’) জ্যোতির্ভাব্যক্তির সাক্ষ্য সাধন।

সে-আবেশে বিহ্বল হয়ে মানুষ বলে ওঠে, 'দিক-দিকে তোমাকেই দেখছি যে, হে আমার ওপোদেবতা! আর এ তো আমার দেখা নয় তোমাকে, এ যে তোমারই তোমাকে দেখা।'

'দেবতাদের কাছে কি ভুল কি অন্যায় সে কবেছে হে অগ্নি, শূন্যই এখন তোমায় জানি না বলিই, তিনি খেলছেন না, (আবার) খেলছেনও হিরণ্ময় হয়ে, খাবেন বলিই থাকেন: টুকরা-টুকরা করেছেন পর্বে-পর্বে, গোকে যেমন করে অসি ২৬৮।' কিন্তু আধারে এ কী বৃদ্ধদহন তোমার আবেশে, হে দেবতা! কোথায় যে আমার প্রমাদ বা অপরাধ সে তো আমি জানি না নইলে তোমাকে যে সব দিয়েছে, এমন করে তাকে জ্বলতে হয় কেন। শ্বাপদ যেমন শিকার নিয়ে খেলে, একবার ছেড়ে দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর, তেমনি করে আমায় নিয়ে খেলছে তুমি। আমায় গ্রাস করছ তিলে-তিলে, নিঃশেষ না করে আমায় ছাড়বে না। তবে তা-ই কেন কর না, সোনার ঠাকুর; শমিতার মত * পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটছ কেন?'

'ঐদিক-ওদিক-ছিড়িয়ে-পড়া অশ্বদেব জ্বতলেন (এই) বনজন্মা, (কিন্তু) ঋজুচালক লাগাম দিয়ে ধরে রাখলেন তাদের। ভাগ করে নিয়েছেন সুজাত (এই) মিত্র জ্যোতির্ময়দের সঙ্গে (আমার আহুতি)। সমৃদ্ধ হয়েছেন পর্বে-পর্বে বাড়তে বাড়তে [২৬৯]।' আমার কামনাব বনে আগুন জ্বালিয়ে এই যে দেবতা জেগেছেন।

[২৬৮]। স্ব কিং দেবযু, তাজ্জ এনশ্ চকথাস্নৈ পচ্ছামি নু স্বাম্ অগ্নিশ্বান্ অক্লীলন্ ঠালীলন্ হবিষ্ অন্তরে হদন্ বি পর্বশশ্ চকর্থা গাম্ ইবাসিঃ ১০.৭৯.৬ মূলে আছে 'চকর্থা' যার কৰ্তা অগ্নি তাহলে অনুবাদ হবে, 'দেবতাদের কাছে কি ভুল কি অন্যায় তুমি কবেছ হে অগ্নি' ইত্যাদি। কিন্তু অগ্নির এমন কোনও প্রমাদ বা অপরাধ কথা কে,থাও পাওয়া যায় না। এবং একজায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে, 'দেব পারি তাজসা মতম্ অংগে' হে দেবতা, মতাকে তুমি রক্ষা কর প্রমাদ আব ক্লিষ্টতা হতে ৬।৩।১ (ভাষার মাদৃশা ল) দেবতাদের মধ্যে এক ইন্দ্রকে রাজপণে রাজহত্যার অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে ঋগ্বৈর পুত্র বিশ্ববৃপকে হত্যা করার পর (ইতি ১।৬।৩।১ এটি রাজপণভাগ, স্ব ১।২।৩।২, এখানে) কিন্তু বলা হচ্ছে, ইন্দ্র দেবতা বলে হত্যার পাপ তাতে লাগেনি। তাহলে অগ্নি দেবতাদের কাছে কিসে অপরাধী? সা খান্ডবদহনের উল্লেখ কবলেছেন তা বলাটিক্রম-দৃষ্ট এবং অপ্ৰাসঙ্গিক Goldner ব্যাখ্যা কবলেছেন 'কান্ অপবাদে দেবতার তোমাকে এই সজা দিয়েছেন যে দাঁত ছাড়া এত কষ্টে তোমাকে খেতে হচ্ছে'। তৃতীয় পাদের 'অদন' তাঁর মতে 'দন্তহীন' কিন্তু এটা কষ্টকল্পনা। তাছাড়া অন্যত্র পাচ্ছি, অগ্নি 'চবতি জিহবয়া অদন্' (১০।৪।৪; জু. অণ্ডি জিহবয়া বনানি ৭৯।২): (cath.) সেখানে খাওয়া অর্থই করেছেন। গোল মিটে যায়, এখানে 'চকর্থা'র জায়গায় 'চকার' করলে (স। সা, চতুর্থ পাদে 'চবর্থা'কে করেছেন 'চকর্থা', ব্যাখ্যায় 'করোয়')। 'চকার' কৰ্তা প্রশ্নকারী স্বয়ং স্বয়ং। মানুষের অপরাধ দেবতার কাছে, একথা সংগ্রহ তার বহুজায়গায় আছে 'হবিঃ হবিতরণ কোনও শ্বাপদ প্রকরণ থেকে তা-ই মনে হয় যদিও সংগ্রহায় 'তাব' অবশ্যই বোঝায়। ঐ.অরবিন্দ বলেছেন a tawny lion 'সিংহ স্বভেদে যুগাই পশিচিত, তার সঙ্গে অগ্নির তুলনাও আছে (ঐ টী ১৬৫২)। - গাম্ ইবাসিঃ' গাং যথা অসি স্বর্ধাতিঃ পর্বশশ্ ছিনাতি জদবং (সা)। 'শমিতা' যজ্ঞ পশুধর্ম করণ তারপর আহুতির জন্য তাকে টুকরা টুকরা করে কাটেন (জু. ১।১৬.২।৯, ১৮, ঐ আপস্তম্বশ্রী ৭।২২.৫, ৭ টীকা)। এখানে কি অশ্বদেবতার মতই গোদেবের প্রসঙ্গ।

[২৬৯]। স্ব বিযচো অশ্বান্ যুজ্জৈ বনজা ঋজীতিভী রশনাভিব্ গভীতান্ চক্ষদে মিত্রো বসুভিঃ সুজাতঃ সম আনশে পর্বতব্ রাবধানঃ ১০.৭৯।৭। 'বিযচঃ' < বিয় (নানাদিকে) + অণ 'চল'। কতে ইন্দ্রদেব নানাদিকে ধাবমান অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বিজ্ঞান বা বৃদ্ধি মনের লাগাম ধরে তাদের শাসনে রাখছে (১০।৩।৬)। ঋজীতি [৭, খজু. ৬.১.১ টি 'চলা' সা]। ঋজু,গামিনী, যেমন 'আহুতি' স্ব ১০।২১।২, 'সম্মদনদী' ৭৫।৭, 'বাণ' ৬.৭৫।১২। এখানে অদভর্ভাবিতার্থ, 'যা সেজে চলিয়ে নেয়'। 'পর্বতিঃ' পূর্ব ঋকের 'পর্বশঃ'র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। আধারের পর্বে পর্বে অগ্নির অনুপ্রবেশ এবং তার 'বসু' বা জ্যোতিতে রূপান্তর—ইন্দ্র

দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে লোহিত শূক্ৰ-শ্যাম তাঁর শিখারা। কিন্তু এই দেহরথের সূনিপুণ সারথি তিনি, তাদের গুটিয়ে এনে একটি ঋজুধারায় এই যে প্রবাহিত করলেন দুদলাকের অভিমুখে।^১ অবাস্তুর গদ্যশয়ন হতে আবির্ভূত এই তপোদেবতা তখন সূসমীক্ষ মধুনাচ্যুতনায় উদ্ভাসিত হলেন মিত্রজ্যোতীরূপে।^২ বিশ্বদেবগণের আলোয়-আলোয় উপচে পড়ল আমার আকাশ, তাঁদের নন্দিত করলেন তিনি আমার আত্মাহুতির সোম্য সুধায় আমার উৎসর্গভাবনার পর্বে পর্বে উপচীয়মান তাঁর উল্লাস বাজন্ডর মহিমায় তাঁকে করল সমৃদ্ধ।

সম্প্রতি বাজন্ডরের এই সৌচীকপ্রশাস্তি দিয়ে মূল নাটিকার প্রস্তাবনা রচিত হল। তারপর তিনিই সূক্তে নাট্যকথা সম্ভবত তাইই রচনা। একেকটি সূক্ত যেন একেকটি দৃশ্যকে চোখের সামনে ফুটিয়ে চলেছে। নাটিকার পাঠ অগ্নি, বরুণ, দেবগণ আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঋষি স্বয়ং। প্রথম সূক্তে বজ্রামণ্ডের প্রথম দৃশ্যের পট উঠল যেন। পালিয়ে-যাওয়া অগ্নিকে দেবতারার খুঁজে পেয়েছেন : এই তো তিনি! তারপর দেবতাদের পুরোধা

বরুণ

বিরাট সেই গভীরাশয়, (আর তেমনি) ছিল সে স্থল যাতে আবেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করেছ তুমি অপূএর মধ্যে। সব তনুকে দেখে ফেললেন তোমার হে অগ্নি বহুভাবে (দেখলেন তাদের) হে জাতবেদা, সেই একদেব [২৭০]।

অগ্নি

কে আমাকে দেখেছে? কোন্‌ সে দেবতা যে আমার তনুদের দেখল চেয়ে চেয়ে? কোথায়, আহা (বল না) হে মিত্র বরুণ, বাস করে অগ্নির সেইসব সমীধেরা যারা দেবধানী [২৭১]?

যেমন করে আগুন হয়ে ওঠে। অগ্নিাত পদন্ত্র আত্মতির শ্লাম্বা 'বসু' বা দেবতাবাও আপ্যায়িত হলেন। আপ্যায়িত চিংশস্তিসমৃদ্ধ পুঞ্জভানে অগ্নি তখন 'মিত্র' বা বজ্রজ্যোতির আনন্দ। 'মিত্র' শব্দটি শ্লিষ্ট আগের ঋক্‌ তিনি ছিলেন অমিত্র যখন নিষ্ঠুর দহনে আমায় পুড়িয়ে মাঝিছিলেন। কিন্তু সেই জ্বলাবই পাবিগাম শৃঙ্খি ও ঋক্ষির 'সম্মানদে'। আনন্দ। অগ্নির পর্বে পর্বে বেড়ে চলা তু যজ্ঞের সপ্তধাম ৯।১০২।২ পৃথিবী তটে দুদলাক পর্যন্ত বিকর সপ্তধাম ১২২।১৬, অগ্নির সপ্তধাম ৯।৭।৫।^৩ এইটি দুবিগোদা অগ্নিব কাজ থাকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'দুবিতা' (তু ৬।১২।৩, দ টী ২২৭২)। তু ছা ৮ ৬।৬ দ্বয় থেকে একটি নাড়ীব মধুর দিকে যাওয়া; আরও তু ঋ ৮।৮।৫, টী ১৩১০ ল সজ্জব দ্ববতা অগ্নি।^৪ অগ্নি ও মিত্র অগ্নি, দ টীম ২০৭। পবিকীর্ণ ঋক্ষির সমতনে তাঁর আবির্ভাব তু ই ১৬।

[২৭০] ঋ মহৎ তদ্ উলবং স্বদিবং তদ আসীদ্ ফেনা বিধিতঃ প্রতিবিশিথা পঃ, কিংবা অপশাদ্ বহুধা তত অগ্নি জাতবেদস্ তবো দেব একঃ ১০।৫১।১। 'উলব' শূণ্যব প্রাবরণ, তু গী ৩।৩৮। তাই বৈদ্যবস্তব 'কোশ', তৈউত্ত যার বিবৃতি আভাসিত (২ ১৫।) তাকে 'মহৎ' বলা হয়েছে কেননা এ শূধু বর্ষিকৃত নয়, বিশ্বগত একটি তত্ত্ব এখনকার অনুরূপ বর্ণনা আছে নাসদীয় সূক্তে অপ্রকৃত কাবণসম্মিলনের গহন গভীরে উপঃশস্তিব্রূপ অগ্নি নিগড়ে হয়ে আছেন, আর সব ছেয়ে আছে এক অশ্লতসিন্ধা বা মহাশূন্যতা ঋ ১০।১২৯।৩। 'দেব একঃ' যম টী ১৩৯৫।

[২৭১] ঋ একা হা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্মো বহুধা পর্যপশাৎ ক্লাহ মিত্রাবরূপা ক্রিমস্তা অগ্নের বিস্ময়ঃ সমীধো দেবধানীঃ ১০।৫১।২। দ টী ১৭৩৭ ২৩৮। 'সমীধঃ' সন্দীপিত অগ্নিতনু, অগ্নি বিশ্বভবনের সর্বত্র চিৎ ও উপঃশস্তিব্রূপ অনপ্রবিষ্ট (তু ক ২।২।১), অতএব সব তনুই অগ্নিতনু এবং তাদের গতি পবনদেবতার আদিতাদ্যতির অভিমুখী।

বরুণ

আমরা চাই তোমায় হে জাতবেদা অগ্নি, যে-তুমি বহুভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছ অপ্‌এ আর ঔষধিতে। সেই তোমার ইশারা পেয়েছিলেন যম হে চিত্রভানু, যখন দশটি অন্তর্বাসস্থান হতে খুব ঝলমল করছিলে [২৭২]।

অগ্নি

হোতার কাজের ভয়ে হে বরুণ, আমি চলে এলাম—আমায় এতে যেন না লাগিয়ে দেন দেবতারা। তাইতো আমার তনুদ্বা বহুভাবে নিবিষ্ট হল (সর্বত্র)। এই যে লক্ষ্য, এর তো উদ্দেশ্য পাইনি আমি অগ্নিরূপে [২৭৩]।

বরুণ

এসো তুমি! মনু চায় দেবতাকে, চায় সে যজ্ঞ করতে। সব একাগ্র করেছে সে, (আর) তুমি আধারে বাস করছ, হে অগ্নি! সূগম কর দেবদানের যত পথ, বহন কর হব্য প্রসন্ন মনে [২৭৪]।

অগ্নি

অগ্নির পূর্বতন ভাইএরা এই লক্ষ্যকেই পর-পর বরণ করে নিয়েছিল রথী যেমন পথ (বেছে নেয়) তেজনি করে। তাইতো ভয়ে আমি হে বরুণ, দূরে চলে এলাম, ধানুকীর ছিলা থেকে গৌরমৃগের মত অতিক্রম উঠলাম [২৭৫]।

[২৭২] ঋ. ঐচ্ছাম্বা যা বহুদ্বা জাতবেদঃ প্রবিষ্টম্ অগ্নে অপ্‌স্ব্‌ ঔষধীযু, তং যা যামা অচিকৈচ্‌ চিত্রভানো দশান্তর্বাসাদ্‌ অতিবোচমানম্‌ ১০।৫১।৩। গৃহীহিত অগ্নি যেমন অবান্ত্র, বিনাশের দ্বেষা যমও তেজনি অবান্ত্র। অবান্ত্রের দর্শন অবান্ত্র দিশেই সম্ভব—পরাক্‌ বৃদ্ধিতে নয়, প্রত্যক্‌-বৃদ্ধিতে। ‘অপ্‌স্ব্‌ ঔষধীযু’—অপ্‌ থেকে অগ্নি ঔষধিতে সংহত, প্রাণ থেকে প্রাণবাহিনী নাড়ীতে অথবা অকায় হতে নিকয়ে ‘দশান্তর্বাসাদ্‌’ দ্র টী ১৩৯৪। ‘অতিবোচমানম্‌’—সমস্ত আবরণ সরিয়ে তাঁর ‘অপ্‌স্ব্‌মাত্র রণিতুল্যবৃশ্‌’র দর্শন। তু শ্বে ৫।৮।

[২৭৩] ঋ. হোতাদ্‌ অহং বরুণ বিভাদ্‌ অয়ং নেন্দ্‌ এর মা যুনজম্‌ অত্র দেবোঃ তস্য মে তন্বে বহুদ্বা নিবিষ্টা এতম্‌ অর্থং ন চিকৈতাতম্‌ অগ্নিঃ ১০।৫১।৪। কব ‘নচিকৈতা’ নামের অর্থ এইখানে পাওয়া যাচ্ছে যজ্ঞের বা জীবনের লক্ষ্য দেবতার সাথ্যজালাত করে দেবতা হওয়া। কিন্তু অর্চিস্ত্রের স্বায়া আচ্ছন্ন চেতনায় এ লক্ষ্য আপনাতঃ প্রথমে জাগে না, জাগে দেবতাই প্রেরণায় তখনও থাকে একটা দ্বিধা একটা ভয় আমি কি পাব, আমি কি পারব। উত্তরে আগুন থাকা সত্ত্বেও যজমান এটী অবস্থায় ‘নচিকৈতা’। তবে কর নচিকৈতা শ্রম্‌ধাবিষ্ট কিশোর, যদিও সে কাপণ্যোপহৃত রাজপ্রবাহই আশ্রয় ঠিক এই ভাব তু ১০।৭১।৪।

[২৭৪] ঋ. এহি মনু ব্‌ দেবযাব্‌ যজ্ঞকামো হবংকৃত্য ত্বমসি ক্ষেয্‌ অগ্নে, সূগান্‌ পথঃ কৃণুহি দেবয়ানান্‌ বহু হরানি সূমনসমানঃ ১০।৫১।৫। কিন্তু দেবতা দেখছেন মানুষের মধ্যে জাগছে ‘মনু’ বা বৈবস্বত মন, যে আলোব পিপাসী, দেবতার সাথ্যজানকামী ‘যজ্ঞ’ বা আত্মোৎসর্গ ভাব সাধন। গৃহীহিত অগ্নির প্রতি বরুণের ‘এহি’ বলে আহ্বান এ যেন সব মানুষের প্রতি ‘অতল জলের আহ্বান’। ‘অবংকরণ’ চক্রব নাভিতে ‘অব’ বা শলাকার মত বিকীর্ণ বস্ত্রদের একাগ্র করা, যা ‘ধী’ বা ধ্যানচিত্ততার লক্ষণ। তু সোমের ‘অবংকরণ’ ১।২।১। ‘সূমনসমানঃ’ নৌমনস্য বা চিত্তের প্রসাদ যোগের অনুকূল (গী ২।৬৪-৬৫), আর দৌমনস্য যোগবিঘ্ন (যোশ্‌, ১।৩১)।

[২৭৫] ঋ. অগ্নেঃ পূর্‌ জাতরো অর্থম্‌ এতং রথী বা ধনানম্‌ অন্ব্‌ আববীযু, তস্মাদ্‌ ভিয়া বরণ দ্বম্‌ অয়ং গৌরো ন ক্ষেনোব্‌ অরিজে জাযাঃ ১০।৫১।৬। ‘তস্মাদ্‌’ অর্থের বিশেষণও হতে পারে। ‘জ্যা’ ধনুর ছিলা, যাথেকে বাণক্ষেপ করা হয়; এখানে নিক্ষিপ্ত বাণ।

দেবগণ

তোমার আয়ুকে অজব করছি আমরা যখন হে অগ্নি, যাতে কাজে লেগে হে জাতবেদা, তোমাব না অনিষ্ট হয়, তাহলে তুমি বইবে না কেন প্রসন্ন মনে দেবতাদের কাছে হবির ভাগ, হে সৃজাত [২৭৬]?

অগ্নি

(৩বে) প্রযাজ আর অনুযাজ আমাকেই কেবল তোমরা দাও - হবির যা নাকি উজ্জ্বলী ভাগ। আর দাও অপ্‌এর জ্যোতি আর ওষধিদের পুরুষ। তাছাড়া অগ্নির দীর্ঘ আয়ু হ'ক হে দেবগণ [২৭৭]।

দেবগণ

প্রযাজ আর অনুযাজ তোমাবই কেবল হ'ক হবির যারা উজ্জ্বলী ভাগ। এই

[২৭৬] স্ব কুম'স্ ত আয়ুর্ অজরং গদ' অগ্নে যথ যুক্তো জাতবেদো ন বিয়াঃ, অথ বহাসি সমনসমানো ভাগং দেবেভো হবিষঃ সৃজাত ১০ ৫১।৭। অর্থাৎপার অগ্নি একবার যদি ভাগ করে জন্মল তবে আর তাকে নিবর্তে না দেওয়াই হবে সাধনার লক্ষ্য। এই সৃজাত প্রসন্ন অগ্নিই জাতবেদা, যার সখা সমস্ত রিষ্টি হতে বাচিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে নিরঞ্জন সর্বাঙ্গভবে (দ্র. ১।৯৪ সূ., টীম্. ২৫০, টী. ১৭৪)।

[২৭৭] স্ব প্রযাজান্ মে অনুযাজাশ্ চ কেবলান্ উজ্জ্বল্যন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্, ঘটং চাপাং পুরুষং চৌষধীনাম্ অগ্নেশ্ চ দীর্ঘম্ আয়ুর্ অশ্রু দেবাঃ ১০।৫১।৮। প্রযাজ—আহুতিবিশেষ প্রদান আহুতির আগে দিতে হয় পশুবল্লভযোগ্য এগারটি প্রযাজ (দর্শপূর্ণমাসে পাচটি, চাতুর্মাসে নয়টি ইত্যাদি), আপ্রীদেবতারাই তাদের দেবতা (আপ্রীদেবগণ) দ্র।। অনুযাজও আহুতিবিশেষ দিতে হয় প্রদান আহুতির পরে। পশুযোগ্য এগাবটি অনুযাজ, দেবতা যথাক্রমে দেবীর স্বাভাৱ, উষমান্তা, *দেবী জ্যোতী, *উজ্জ্বলী, দৈব্যা হোতাবা, তিস্রা দেবীঃ, বহিঃ, নরাসংশঃ, বনস্পতিঃ, *বহির্ বাবিতীনাম্, *অগ্নিঃ স্বেষ্টকৃৎ, তারকাচিহ্নিতরা ছাড়া আর সবই প্রযাজেবও দেবতা। এইসঙ্গে উপযাজ নামে আরও এগাবটি আহুতি দেওয়া হয়, দেবতা যথাক্রমে সমুদ্রঃ, অশুরিকম্, দেবঃ স্নিতা, মিত্রাবরুণৌ, অহারাতে, ছন্দাংসি, দাবাপৃথিবী, যজ্ঞঃ, চন্দ্রমঃ, দিব্যঃ নভঃ, অগ্নিবৃ বৈশ্বানবঃ আহুতির যন্ত্রগুলি সব একবাক্যে, যেমন 'সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা' ইত্যাদি। ঐগার মতে সোমপায়ী তেতিশজন দেবতা ছাড়া এই আবার তেতিশজন অসোমপায়ী দেবতা (এতে চন্দ্রমপাঃ পশুভাজনাঃ ২।১৮)। প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের স্বরূপ কি তা নিয়ে মতভেদ আছে। যাস্ক রাজ্ঞ হতে অনেকগুলি মতের উল্লেখ করে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করছেন, আসলে অগ্নিই এদের দেবতা (নি. ৮ ২১ ২২)। ল প্রযাজের প্রথমে দেবতা 'সমিধ অগ্নি', আর অনুযাজের শেষে 'স্বেষ্টকৃৎ' (যিনি সুন্দরভাবে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেছেন) অগ্নি। সুতরাং এক্ষেত্রে অগ্নিই যজ্ঞের বা আত্মাহুতির আদি অন্ত ব্যাপে রয়েছেন, এ-ভাবনা সহজেই আসে। মতে অনুযাজের প্রথম দেবতা বহিঃ ইত্যাদি (২১ ৪৮-৫৮, ২৮।৩৫-৪৫)। উপযাজ দেবতা দ্র তৈস ১.৩।১১ 'কেবলান' যা আর কাটকে না দিয়ে শূন্য অগ্নিকেই দেওয়া হবে। এতে যজ্ঞের সিদ্ধান্তই সমাপ্ত হচ্ছে। হবির 'উজ্জ্বলান্ ভাগ' তাই যার মধ্যে আছে 'উজ্জ' বা চেতনার মোড় ফিরায়ে দেবার বীর্ষ। অগ্নিই আধারের রূপান্তরসাধক, যজ্ঞমানের হিরণ্যপ্রদায়ের নিমিত্ত। (ঐগা. ২।১৮, 'অগাং ঘটম্ ওষধীনাং পুরুষম্' অগ্নি লুকিয়ে আছেন অপ্‌এ এবং ওষধীতে অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণ এবং নাড়ীতন্ত্রে। অপ্‌এর সার হল 'ঘট'। টীম্. ১৬৪) অর্থাৎ সেই তরল পদার্থ যা অগ্নির সংস্পর্শে এলে অগ্নিময় হয়ে যায়, আর ওষধি সব হল পুরুষ (ছা ১।১।২), কেননা স্কলদৃষ্টিতেও পুরুষের শরীর হল অক্ষুণ্ণ ওষধির পরিণাম। যাক্যংবাটির তাৎপর্য, অগ্নি যদি অজর হন, তার স্বাভাৱ অধিষ্ঠিত যজ্ঞ বা সাধনা যদি আদান্ত অগ্নিময় হয়, তাহলে প্রাণ হবে জ্যোতির্ময় এবং নাড়ীতন্ত্রে বৈশ্বানর পুরুষের আবির্ভাব হবে। দুর্গ 'পুরুষ' বলছেন পুরোভাশ (নি. ৮।২২)। দ্র. সা.।

যজ্ঞের সবটা তোমারই হ'ক হে অগ্নি। তোমাকে প্রণাম করুক (পৃথিবীর) চারটি দিক [২৭৮]।

প্রথম দৃশ্য এইখানে শেষ হল। গৃহাহিত অগ্নিকে দেবতারা আবিষ্কার কবলেন, তাঁকে নিযুক্ত কবলেন দেবকাম মানুষের উৎসর্গসাধনায় হবাবাহনরূপে। যজ্ঞের আদিতে আর অস্তে অগ্নির অধিষ্ঠান তাকে করল মর্ত্য যজ্ঞমানের দিব্য রূপান্তর-সাধনের বীর্থে সমৃদ্ধ। এইবার আরেকটি সূক্তে দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা।

প্রথম দৃশ্যের সবাই এ-দৃশ্যেও আছেন, কিন্তু এবার কথা বলছেন শুধু অগ্নি। কখনও দেবতাদের উদ্দেশ্যে, কখনও-বা আত্মগতভাবে। যে-গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, কি করে তা তিনি নির্বাহ করবেন, তাই এখন তাঁর ভাবনা। সূক্তের শেষে একটি মন্ত্রে ঋষির নেপথ্যোক্তি যেন সমস্ত ব্যাপারটির একটা নিষ্কর্ষের মত। এইবার

অগ্নি

হে বিশ্বদেবগণ, উপদেশ দাও আমায় তোমরা কেমন করে এই (যজ্ঞ) হোতারূপে বৃত্ত হয়ে মনন করব আমি, (আর) যা (মনন করব) নিষ্পন্ন হয়ে। আমায় বলে দাও তোমাদের যার যা ভাগ, (আর) যে পথ দিয়ে হব্য যবে নেব তোমাদের কাছে। [২৭৯]।

আমি হোতা হয়ে, যজ্ঞকর হয়ে নিষ্পন্ন হলাম। আমায় প্রচোদিত কবলেন বিশ্বদেবগণ আর মরুদৃগণ দিনেব পর দিন, হে অশ্বিনবয়, অধ্বয়দ্বয় কাজ তোমাদেবই। ঋক্ষা হচ্ছেন সমিধনকারী ওই আহুতি তোমাদেরই, (হে অশ্বিনবয়) [২৮০]।

[২৭৮] ঋ ত্র প্রযাজ্ঞা অনুযাজাশু চ কেবল উজ্জ্বলতা হবিস্য সন্তু ভাগাঃ তবাপ্নে যাজ্ঞা ইয়াম্ অস্তু সর্বস্ তুভ্যং নমন্ত্যং প্রদিশস্ চতস্রঃ ১০।৫।১ ৯। যজ্ঞের প্রধান আহুতিকে ঘিরে প্রযাজ্ঞ আর অনুযাজ্ঞ যদি কেবল অগ্নিই হয় তাহলে বলাতে গেলে সমস্ত যজ্ঞই অগ্নিরই। অগ্নি আর যজ্ঞ তখন এক। স আত্মদেবগণের স্ববৃন্দাচারে কাথকা 'তাদেব বলাছেন 'যজ্ঞ', শাকগুণি 'অগ্নি' (নি ৮।৫) -একজনের দৃষ্টি অধিযজ্ঞ, আরেকজনের অধিদেবতা। 'কেবল' পপা 'কেবলে' অসাধারণ্যে (সা)।

[২৭৯] ঋ বিশ্বে দেবতাঃ শাস্তন মা যথেষ্ট হোতাঃ বৃত্তো মনবৈ মন্ নিযদা, প্রা মে বৃত্ত ভাগমেঘং যথা রো যেন পথা ইয়াম্ আ রো রহান ১০।৫।২ ১ অগ্নি অধ্বয়ক স্বেচ্ছাচিত্ত হয়ে মানুষের মধ্য আত্মানি তিষ্ঠতি। [২] ক ২।১।১২-১৩। তাঁকে ঘিরে আদিত্যবিশ্বরূপ বিশ্বদেব (শ ৩।৯।২।৬) বা বিশ্বচৈতন্যের পবিত্র আমাদের অভীষ্টসাক্ষে প্রচোদিত করে সেই পাবিত্রের প্রতিশোধ কে ২।১২। বা প্রাতিভসংলগ্নরূপে। অগ্নি এখানে চাড়াছেন বিশ্বচৈতন্যের অনুশাসন, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিশ্বদেবগণ বিশ্ববসু আর অগ্নি চৈতন্যবু, বৃত্তঃ অগ্নি মানুষের মধ্যেই আছেন, তবুও তিনি দেবগণের বরণের অপেক্ষা করছেন। তু যম্ এতেষ বৃগুতে তেন লভ্যঃ ক ১।২।২৩। মনবৈ। [১ মনঃউ+ঐ] তু অগ্নি মনোভাঃ ইং শকুসা কচসা মনোভা ঋ ২।৯।৮, ইং হু অগ্নে প্রয়ামো 'তা ইস্যা দিয়ো অভবো দম্ম (তিয়ানানশন) হে তা ৬।১।, এখানে 'ঐ' যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞ বস্তুত মানসযোগ।। সোমও 'দিয্য' তা প্রথমো মন্যীষী' ৯।১১।১ (< মন্, < বা 'বয়ন করা) + তু, তু যস্মিন্ দেবানাং মন্যাস্ ওতানি প্রোতানি সং, তথা চ ব্রাহ্মণং -তসিঙ্গাশ্ চ তুভ্যাং মন্যাস্ ওতানি ঐ ২।১০। সা।। 'নিযদা' তু নিষক্তিঃ ঋ ৬।২১।৯। মধ্যে নিষক্তিঃ ১।৬।৯।২, ৩।৬।১৭ ৬।৯।৪। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বোঝায় আরেককে। 'পথা'—দেবমানের পথ, যে পথ দিয়ে সোমের ধারা উজ্জ্বল চলে তু ৯।১৫।৩। ঐ টী ১১৮।।

[২৮০] ঋ অহং হোতা ন্য অসাদং যজীয়ান বিশ্ব দেবা মবৃত্তো মা জুন্নিত, অহরহর্ অশ্বিনা ধর্যং বাঃ ঋক্ষা সিমিত্ত ভবতি সাহুতির্ বাম্ ১০।৫।২। বিশ্বদেবতার প্রেরণা স্ফূর্তিত হল সৌচীক অগ্নির মধ্যে, তাঁর আগপ্রত্যয় জাগল। আর অধ্বয়গতিতে কোনও বাধা থাকবে না, কেননা

(ভাবিছি,) এই যে হোতা, কি (হয়) সে যমের? (নিজেকে) সে কি মনে করে, যখন (তাকে) সম্যক্ বস্ত্র করেন দেবতারা? দিনের পর দিন সে জন্মায়; (জন্মায়) মাসে-মাসে তাইতে দেবতারা স্থাপিত করেছেন (তাকে) হব্যবাহনরূপে [২৮১]।

আমায় দেবতাবা স্থাপন করেছেন হব্যবাহনরূপে, (যে আমি) হাবিয়ে গিয়েছিলাম, (তারপর) বহু কৃচ্ছ্র তার ভিতর দিয়ে চলোছি। (তারা বলছেন।) অগ্নি জানেন (সব), আমাদেব যজ্ঞকে তিন গড়ে তুলুন (যে-যজ্ঞের) পাঁচটি পদক্ষেপ, তিনটি আবর্তন, সাতটি তন্তু [২৮২]।

(তা আমি কবব। তবে কিনা) তোমাদের কাছে আমি চাই অমৃতত্ব (আর) সুবীর্য়

বিশ্বের স্বত বা শাসন-বিধানের পথ ধরে তা অগ্রসর হবে বিশ্বচৈতন্যের আবেশে এবং বিশ্বপ্রাণের প্রেরণায়। এই দেবযজ্ঞেব অগ্নিসমিধান করছেন যাক্ বা মন্ত্রচৈতন্যেব অধীশ্বর বৃহস্পতি। তাতে অমৃত্যুরূপে দিনের পর দিন সোম্য আনন্দের আহুতি ঢালছেন অশ্ববসয়, যাবা অশ্বত্মিয়ার কুহর হতে আদর্শ অলোকবর্ষম্ব তুরঙ্গ চুড়িয়ে চলেন আদিতেব মধ্যদিন দুর্ভার পানে। অশ্ববসয়ের 'অদর্শ' তু হৈস ৬২ ১০১৯, স্ব ১১০৯১৪, অচিস্তর অশ্বকারে ভাবাই চিন্ময় প্রাণের প্রথম স্পন্দন, বিশ্বের জ্যোতিষের শরীককে তুলে তলে গড়ে তোলেন তাইব। তু ১০১৭১১১৯, দ্র সা। 'বক্ষা' বৃহস্পতি (তু ব্রহ্মবরম্বের পর ব্রহ্মের জপ, 'বৃহস্পতি' দেবান্য ব্রহ্মাহং মনুষ্যাবাম্ কাত্যায়নশ্চো ২১১১৮। অথবা ব্রহ্মব্রহ্মস্পতি (দ্র স্ব ১০১৫৩৯)। 'সমিহ' অশ্বত্ম্য (Hittiniam ১, স্ব ৭৮ 'অগ্নিমাশ' (১ ১৬২১৫) সা বলেন 'সমিহ' চন্দ্রমা' এবং 'সাকে' 'সঃ' করে বলেন 'সোমাক্রো' হি চন্দ্রমা হুয়তে' ইত্যাদি। বৃহস্পতি বা বৃহত্তেব চৈতন্যের প্রেরণায় অগ্নি জানাচ্ছে এবং প্রাণচৈতন্যরূপে অশ্ববসয় তাতে আহুতি দিয়ে চলেছেন। তাঁদের অশ্ব ওজঃ-শক্তির প্রতীক ১০১৭৩১০)।

২৮১। স্ব অশ্ব যো হোতা কিব্ উ স যমসঃ কব্ অগ্না উহে যং সমরাস্তি দেবায়, অহবচর জাহতে মাসিমাশ্ অথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ১০ ৫২ ১০। এটি অগ্নির নিজেকে নিয়ে নিজের মনে। বাচার। একদিকে যুগ্ম দেবতা যম, য'র মধ্যে সব কিছু ব প্রাণ, সবেদিকে অমৃতের পাত্র এই দেবগণ যারা অশ্বত্মিয়ার গহন হতে সৌচীক অগ্নিকে ক্ষতিয়ে তুলছেন। এই দুয়ের সংগে অগ্নির কি সম্পর্ক? তিনি কি দুয়ের মধ্যে পাবাপারের স্ফূর্তি একবার অথবা হতে পারে, আবার যজ্ঞ হতে অব্যক্ত আহুতি হইয়ে চলেছেন। প্রতিদিন অগ্নিহোতে ঐব দেবসম্পর্ক, আর প্রতিমাসে পিতৃযজ্ঞে হারি যমসম্পর্ক। একদিকে অগ্নিহোতর পার্থক্য সূর্য, আনেকদিকে চন্দ্রমাস চন্দ্রমাস পূর্ণতা থাকায়। কিন্তু তাব অবক্ষসেব চরম কুহুতে। অগ্নি তারও মধ্যে যদি জেগে থাকেন, তাহলে তিনি দাঁড়ান বৈষ্ণবও যখন মধ্যমীয়া হইয়া। তাই পুনর্জাতরপ অমৃত স্ব মানুষ্যেব মধ্যে তাব অভীশ্ব রয়েছে। তাই জ্ঞান এবং যজ্ঞ, অগ্নির প্রতিদিন হব্যবাহন। অর সা অগ্নিঃ প্রতিদিনম্ অগ্নিহোতং প্রাদুর্ভবতি, তথা প্রতিমাসং জাহতে পিতৃযজ্ঞার্থম্। এতৎ কাশ্যপম্ উপলক্ষণং পক্ষ চতুর্মাংস যম্মাস সংবৎসরাদিনাম্। অপরে পুনর্ব এবম্ আহুঃ, অহবঃ সূত্রায়না জাহতে, মাসমাসে চন্দ্রায়নতি।

[২৮২] স্ব মাং দেবা দধিরে হব্যবাহম্ অশ্বশ্রুৎ বহু কৃচ্ছ্র। চন্দ্রমাস, অগ্নির বিশ্বান্ যজ্ঞঃ ৩ঃ নপ্পম্যতি পশুমাংসং তিন্, এং সন্ততন্তুম্ ১০১৫২৪। গৃহীত অগ্নির আবিষ্করণে, আদিগোত্রেসবর্ণী অভীশ্বার উদ্যোগে আমাদের সাধারণ শত্রু। কিন্তু উষা আলো ফোটান মত সে সযনা হোতা প্রত্যাশা নয়। জড়ত্বের কৃৎজলমোচন আর গুরুপ্রাণের বিকরণ দীর্ঘকালের নিবন্ধের কৃচ্ছ্র উপহারেই সম্ভব। পাশ্বে বিশ্বদেবতার প্রসাদ এবং জীবনের মর্ম্মলে তাদের এই সত্য-সংকল্পের প্রবেশ। মানুষ্যের মধ্যে প্রজ্ঞা আলোক উন্মেষ হ'ক, তাব উৎসর্গভাবনা সাধক বৃপ ধরুক, অহবঃ গ্রিসন্ধ্যায় আর্জ্যতঃ হইয়ে সংবৎসব ব্যাপে তা এগিয়ে চলুক স্বতপসম্পন্ন নৃতচ্ছন্দে, এগিয়ে চলুক পৃথিবী হতে দুলালকে আতত আদিত্যের সন্তধামের সোপান বেয়ে। যজ্ঞেব শ্রেষ্ঠ হল সোমযাগ, যা অমৃতত্ব এবং দেবযজ্ঞাবের সাধন (৮ ৪৮৩, ৯ ১১৩১৬ ১১) তারও সকাল দুপুরে এবং সম্মুখ তিনটি সদন তাহ যজ্ঞ 'দ্রব্'। গব্যম্বন একটি সংবৎসরবাপী সোমযাগ বা সন্ত যাব যজ্ঞবাহনই স্বীকৃত। সংবৎসরে পাঁচটি স্বত, প্রত্যেক স্বত আদিত্যের একটি পাদ, তাই আদিত্য 'পশুপাদ' (১.১৬৪১২) এবং যজ্ঞ আদিত্য বলে (তু শব্দা ১৪/১ ১৬) যজ্ঞও পশুপাদ। 'সন্ততন্তু' সা বলেন সাতটি ছন্দ স্ব যজ্ঞসূক্ত (১০১২০)। যজ্ঞকে বলা হয়েছে 'তন্তু' তন্তু' (১ ২), এবং তাব পরেই সাতটি ছন্দেব উল্লেখ আছে। কিন্তু এইপ্রসঙ্গে ল যজ্ঞের সন্তধাম (৯ ১০২১২) এবং অগ্নির (৪ ১১৫) ও বিকরও (১১২১১৬)।

যাতে তোমাদের জন্য হে দেবগণ, রচতে পারি বৈপদ্য। আমি ইন্দ্রের দুর্দীতি বাহুতে বজ্র তুলে দেব, যাতে তিনি সমস্ত শত্রুসেনাদের জয় করতে পারেন [২৮৩]।

অথি

তিন হাজার তিনশ' উনচল্লিশ জন দেবতা (তখন) অগ্নির পরিচর্যা করলেন : তাঁরা (তাঁতে) সেচন করলেন ঘৃত, বিছিয়ে দিলেন বর্হি তাঁবু জন্য, তারপর হোতাকে করলেন নিষন্ন [২৮৪]।

দেবযজ্ঞ আরম্ভ হল। বিশ্বদেবগণ তার যজ্ঞমান, অগ্নি হোতা। এমনিভাবে আরেকটি দেবযজ্ঞের কথা পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে। সে যজ্ঞ হল বিসৃষ্টি, আত্মা-হুতিতে অতিষ্ঠাঃ পুরুষের সহস্রতনু হয়ে নেমে আসা। নেমে আসার পর আবার আছে উঠে যাওয়া, যার পরিচয় মর্ত্যের অমৃতপিপাসাতে। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে বিসৃষ্টিব বিপরীতক্রমে অতিসৃষ্টি। তাই হল সৌচীক্যাগ্নিকে হোতা করে এই দেবযজ্ঞ, যার পরিণাম 'দেবতীতি' বা মানুষের দেবতা হয়ে যাওয়া [২৮৫]।

এখানে যা কিছু ঘটে, তার মূল রয়েছে ওইখানে। দেবযজ্ঞকে আদর্শ করেই মানুষযজ্ঞের প্রবর্তন। মানুষ দেবতাকে চায় দেবতাই আগে তাকে চেয়েছেন বলে। সেই চাওয়ার রূপক হল গৃহাহিত অগ্নিকে দেবতাদের খুঁজে বার করে মানুষের হাবাবহনে তাঁকে নিষ্পত্ত করা। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখেছি তার রূপায়ণ। এইবার তৃতীয় দৃশ্যে দেবযজ্ঞ মানুষের মধ্যে জাগাল যজ্ঞের প্রবর্তনা। পাত্র এবার ঋত্বিক-গণ এবং অগ্নি [২৮৬]। প্রথমে

ঋত্বিকেরা

যাঁকে আমরা চেয়েছিলাম মনে-মনে, সেই তিনি এই তো এলেন। যজ্ঞকে তিনি জানেন, তার সব পার্শ্বের খবর রাখেন। সেই তিনি আমাদের হয়ে যজ্ঞ করুন

[২৮৩] অ. আ বো যক্ষ্ম অম তৎসং সুবীরং যথা বো দেবা নবিনঃ করানি, আ বাহুদ্রাব বজ্রম্ ইন্দ্রস্য ধ্যেয়াম্ অথ মা বিশ্বাঃ পুতনা জয়াতি ১০।৫২।৫। অভ্যাসিষা শিখা যদি অজব এবং অমৃত হয়, আদ্যে যদি বর্হি জাগে, তাহলে অধ্যুষ্য ওজস্বিত্যয় বৃদ্ধের সমস্ত বাধা নির্ধ্বংস করে চেতনাব বৈপদ্যসাধন সম্ভব হবে। বাধা অন্তরিক্সলোকের তাই ইন্দ্রের হাতে বজ্র তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে। অবিদ্যার যেখা কোটে গেলেই আদিত্যের দুর্দীপ্তে চিদাকাশ ভাস্বর হয়ে উঠবে। 'সুবীর' সুবীর্ষ (গৌণে দ্রব্যের অপ্রাপ, সা 'সুপুট', অগ্নিব বেলায় খাটে কিং Goldur বলাছেন, শব্দটি যদি কম্বাধার্য হয়, তাহলে বোঝাচ্ছে তৃতীয়পাদের ইন্দ্রকে। 'সুবীর্ষ'ের প্রার্থনাও খাটে অনেক আছে, 'সুবীর্ষ' তারই বাক্তব রূপায়ণ)। 'বরিবঃ' < V ব্ 'ছাওয়া', বৈপদ্য (দ্র টীম্. ৩২)। তার বিপরীত হল 'অংহঃ' বা চেতনার সংকোচ।

[২৮৪] ঋ ত্রিগিণ শতা ঠী সহস্রাণাং অগ্নিং ত্রিংশচ্ চ দেবা নব চাসপন্নম্, ওজস্ব ঘটৈর অমৃতপনং বর্হিব্ অস্মা অন্দ্ ইন্দ্ ধোতারং নান্ অসাদয়ন্ত ১০।৫২।৬ ৩।৯।৯। দ্র টীম্. ১০৯। 'বর্হি' কুশ, রহস্যার্থ দ্র. 'বর্হি', আত্মদেবগণ।

[২৮৫] তু ব্ সৈষা ব্রহ্মণো হতিসৃষ্টিব্ যচ্ ছেয়সো দেবান্ অসৃজত, অথ যন্ মর্ত্যঃ সন্ অম, তান্ অসৃজত, তস্মাদ্ অতিসৃষ্টিঃ ১।৪।৬ (দ্র বেমী ১৯১^{১২})। 'দেবতীতি' দ্র ঋ. ১০।৫৩।১, টী. ১১৬১।

[২৮৬] অনুক্রমণীতে সৃষ্টির ঋষি দেবগণ, কেবল ৪ ও ঋকের ঋষি অগ্নি। কিন্তু দেব-যজ্ঞের কথা আগের সূক্তেই হয়ে গেছে (দ্র ৬) এখন তাকে আদর্শে মানুষযজ্ঞের প্রবর্তন হবে। বর্তমান সৃষ্টিতে তারই বিবর্তিত। সূত্রায় ৪ ও ঋক্ ছাড়া আর সর্বত্র মানুষাঋত্বিকদের ঋষি ধরলেই পূর্বাপর সংগতি থাকে এবং নাট্যকার উপস্থাপনাও জোরালো হয়।

দেবাত্তাভাবের জন্য যাজকবর, নিষর হলেন যখন অন্তঃরণ হয়ে আমাদের পদ্বো-
ভাগে [২৮৭]।

সংসিদ্ধ হলেন যাজকবর (এই) হোতা (তার) নিষত্তিতে, সূর্নাহিত প্রীতির
উপচারের দিকে যখন চাইলেন তিনি। হাঁ, (এবার তবে) যজন কবর আমরা যজনীয়
দেবতাদের, চেতিয়ে তুলব যাঁদের চেতাতে হবে আজা দিয়ে [২৮৮]।

তিনি সিদ্ধ করলেন আমাদের দেবতপণকে আজ: যজ্ঞের নিগড় জিহ্বাকে
আমরা পেলাম। তিনি এলেন প্রাণের বসন পরে সূর্নাহিত হয়ে, সূদত্তা করলেন
আমাদের দেবহৃতিকে আজ [২৮৯]।

[২৮৭] ঋ যম্ ঐচ্ছাম মনসা ইযম্ আগাদ্ যজস্য বিশ্বান্ পরুশন্ চিকিৎসান্, স নো
যাক্ দেবতাতা যজীয়ান্ নি হি যৎসন্ অন্তঃ পূর্বো অশ্মৎ ১০।৫৩।১। বিশ্বদেবতার
সাহুজালাভের জন্য উত্তরা হৃদয়ে জাগে অভীষাণ শিখা। তাইই আলোকে প্রাণাধিকৃত হয় দেবতাদের
পথ, তার দীর্ঘ প্রচন্দনের প্রত্যেকটি পর্বকে আমরা তখন চিন্তে পারি এই সৌচীক অগ্নির দেশনা
ছাড়া আমাদের সাধনা কখনই সিদ্ধ হতে পারে না। আমাদের জাগ্রত হৃদয়ে বোধিতে আজ তিনি
নিষর। কিন্তু আমরা যখন জাগিনি, তখনও তিনি ছিলেন আমাদের গভীর গৃহীতর হয়ে।
'মনসা' যজ্ঞ শৃঙ্খলাসম্বন্ধ নয় ধী বা প্রজ্ঞা তার প্রত্যেক এবং নিয়মক। প্র. টীম্ ২৯৮, তু
১০।৫৩।৬। বহুত মনই যজমান প্র. ৪৪।। 'পরুশঃ'—পরিসমূহ। তু ঋ ১০।৫২।৪।
'দেবতাতা' দেবতাত্ত্বো, লক্ষ্যার্থে সম্ভব। 'অন্তঃ' তু মধ্যে নিমন্তঃ ১ ৬৯।৪, প্র. টী ২১৩*,
যারও তু অনাদ্ যাক্ অন্তঃ বহুত ১০।৮২।৭, টী ৬১। 'অন্তঃ' স্বর্গজ্ঞা যন্তব্যনাং
দেবানাং ৮ মধ্যে সত্ত্বং (সো)। 'পূর্বঃ' তু ইলিতো অগ্নে মনসা নো অহিন্ দেবান্ যাক্ মানুযাং
পূর্বো অদা ২ ৩ ৩, ৫.৩ ৫ 'অশ্মতো দেবতাঃ পূর্ভাত্যী সন্' (সো)।

[২৮৮] ঋ অরাণি হোতা নিষদা যজীয়ান্ অবি প্রয়াসি সূমিতানি হি ধাং যজামহৈ
যজীয়ান্ হন্ত দেবী ঈলামহা ঐদ্যা আজোন ১০ ৫৩।২ না, তাকে ছাড়া যজ্ঞ লেভেই পারে না।
তিনি না হলে বিশ্বদেবতাকে কে ডেকে আনবে আমাদের কাছে। এই যে তিনি এলেন, আবিষ্ট হলেন
আমাদের অন্তঃ। আর তাই তিনি চলে যাবেন না। প্রীতির বিচিত্র উপচার সাজিয়ে রেখেছি তাঁর
জন্ম। তিনি যে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন তাদের পানে তারা ধনা হয়ে গেল হৃদয়ে এসে আত্মহৃত্যুর
উপীপনা। এবার তার আমরা নিষেধও থাকব না। বিশ্বদেবতাকে আমাদের সব দেব, হৃদয়গলানো
আগ্নের স্রোতে চেতিয়ে তুলব তাঁকে। 'নিষদা' প্র. টী ২৭৯। 'নি' নীচে গভীরে। 'প্রয়াসি'—
[নিষ অয় ২ ৭ < ১ প্রী 'খুশী করা, খুশী হওয়া; ভালবাসা'] ভালবেসে দেবতাকে যা দিই
এবং ভালবেসে তিনি যা মেনে সোমের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক (তু ঋ ৫।৫১ ৫-৭, এবং তার
পরের তুচেই 'আ যাহা অগ্নে অর্পণে সূত্রে এণ' সব দেবতাদের নিয়ে), সোম 'প্রয়াসান্' প্রয়াসে
হিতঃ ৯ ৬৬।২৩ তু ৯।৭৬।৩। আবার সোমের সঙ্গে সম্পর্ক তু ইন্দ্রা হ যো নবুণা চক্র আপী
(আপন) দেবো মতঃ সগায় প্রয়াসান্ ৯।৭১ ২। 'অভি ধাং' তিনি তাকালেন এবং তাইতে তারা
ফটে উঠল অতএব তিনিই তাদের ফুটিয়ে ফেললেন দৃষ্টি-সর্ঘ্যের মত—এই অর্থও হয়।

[২৮৯] ঋ সাধনাম্ অকব্ দেববীতিং নো অদা যজস্য জিহ্বাম্ অরিদাম্ গৃহ্যাম্, স
আমুর্ আগোং সূর্নাহিত্ব্ বসানো ভদ্রাম্ অকব্ দেবহৃতিং নো অদা ১০।৫৩ ৩ যা কিছু আমাদের
ছিল সব সাজিয়ে দিয়াছি বিশ্বদেবতার সম্ভোগের জন্য হৃদয়ের যজ্ঞবোধিতে অগ্নিরসনা দিয়ে
তিনি তা অস্বাদন করলেন তাঁর সম্ভোগই আমাদের সম্ভোগ—সেই একই অগ্নিরসনা দিয়ে তাঁকে
আস্বাদ করা। এই উপদেশেবতাই সেই অন্যান্যসম্ভাবনের সাধন, কেননা দেবতা আর মানুষের মধ্যে
সংগোপনে তাঁর নিত্য আনাগোনা অনন্তকাল ধরে। কিন্তু আজ তাঁর সে আভাস ঘুচে গেছে। এই
যে আমাদের সামনে আজ তিনি আবিষ্ট হ'লেন অজর প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে, আমাদের আত্মহৃত্যুর
সৌভাগ্যে আমোদিত হয়ে। তাঁর প্রসাদে সার্থক হল আমাদের দেবতপণ, সম্মুখল হল তাঁর আবাহন।
দেববীতিম্—[<দেব + বী 'সম্ভোগ করা, চলা'] দেবানাম্ আগমনবলন্তে দেবানাং হবিভক্ষণো-
পেতং বা যজম (সো); অন্যত্র 'দেবানাং বীতিম্' যস্মিন্ যোগে স দেববীতিঃ ১।১২ ৯ তু স্কন্দ
'দেববীতিয়ে, বীতিত্ব' গত্যর্থো হৃদ্যার্থো বা, দেবান্ প্রতি গমনায় দেবানাং বা হবিভক্ষণায়'
১।১২।৯। 'বীতি' যদি যজ্ঞমানেরও হয়, তাহলে বোঝায় যজ্ঞ বা আয়োজনের দ্বারা দেবতাকে
সম্ভোগ করা, তাঁর সাহুজা লাভ করা; তু 'দেববীতি'। অধিকাংশ প্রয়োগ সোমের বোলায়। যজ্ঞ
অন্যান্যসম্ভাবন, তু গী ৩।১১। 'যজস্য জিহ্বাম্'—অগ্নির্ হি যজস্য জিহ্বা, তেন দেবানাং

অগ্নি

তবে আজ বাকের যা আদি তারই মনন করি আমি, যা দিয়ে আমরা দেবতার
অসুরদের কবর অভীভূত। উর্জভোজী আর যজনীয় হে পশুজন, তোমরা আমার
হোতৃকর্মে হও সন্তুষ্ট [২৯০]।

পশুজন আমার হোতৃকর্মে হ'ন সন্তুষ্ট, (সন্তুষ্ট হ'ন) গোজাত (যাঁবা) এবং
যাঁরা যজনীয়। পৃথিবী আমাদের পার্থিব ক্রিষ্টতা হতে বাঁচান, অন্তরীক্ষ দ্ব্যলোকের
(ক্রিষ্টতা) হতে বাঁচাক আমাদের [২৯১]।

ব্রহ্মা

তন্তুর বিতননে বজোভূমির ভাতিব অনুগমন কর তুমি, জ্যোতিষ্মান্ (সেই)

পানাজ্ জিহ্বাচ্ছেনো পচাঃ সা।। তু স্বাম্ অগ্নি আদিত্যাস আস্যং হা জিহ্বাং শূচ্যশ্ চাক্ষরে করে
২১১৩। অগ্নাব অগ্নি হতেই অন্তরীর উদ্দীপনা, তাহতে বাক্ বা মস্ত এবং ত হ দিয়ে
দেবতাকে পাণ্ডবা (দ্র টী ২৯২)। এমনি করে অগ্নি উভয়ত যজ্ঞের জিহ্বা। এই জিহ্বা 'গৃহা'—
যেমন আমাদের মাথা (তু ১০৭১৩, অগ্নাব অগ্নি 'গৃহাচর'), তেমনি পরমাত্ম্যে, অগ্নি
'অবুঃ' (দ্র টী ১৬৩)। সূর্য্যিঃ—বা 'বু' < সু' বহু 'খরা', যাকে সংজে ধরা যায়। তু স্বাম্
অগ্নি সীলিততা জ্ঞেবেদা হব।ও (বহন করলে) এখানে সুবভীলি কৃষী (করে)। ১০১৫।১২
অগ্নিসংস্পর্শে অহুত দুবা সূর্য্যিঃ হয়, এই তার প্রথম বিপরিণাম, কিন্তু অহুত যজ্ঞমানেবই
অহুত্বীত, সূতংগ এসোনিভ তার দেবসংস্পর্জনিভ নবজাবনেব সৌবত, তার দেবতার সংজ্ঞা
এবং আদিম পার্বত্য, তিনি সূর্য্যিভ, 'সূর্য্যিভ' সৈমের বিণ ৯।৯৭ ১৯, ১০৭।২, ইন্দ্রব
১।১৬৬।৭, বেন বা দেবগণের সূর্য্যিভ বসন ১০১২৩ ৭ (ইন্দ্র ৬ ২৯।৩), অবগ্যনী
১০১৪৬ ৬ অগ্নির 'আসা সূর্য্যিঃ' ৮।১৯।২৫ হাম্বক বদ্র 'সূর্য্যিঃ' ৭।৫৯।২২। তু স্বে.
প্রথম যোগপ্রবৃত্তির লক্ষণ 'শুভ গৃহি' ২।১৩। দেবহুতি তু ১০।১৮ ৩

[২৯০] স্বা তদ্ অন্য বাচঃ প্রথমঃ মসীয যেনো সূর্য্যি অতি দেবো অসাম উর্জাদ উত
য়জিযাসঃ পশু জনা মম হে প্র জয়ধাম্ ১০।৫৩.৪। অগ্নি কিসেব মনন করবেন, দেবতাদের তা
জিহ্বাসা করেছিজন (১০ ৫২।১)। উত্তর পেয়ে এখানে বলছেন, 'আমি তবে আদি বাকের মনন
কব'। এই আদিবাক্ 'গোবা' শূভপ্রাপ্তিপণী, যিনি কারবসীলকে তক্ষণ করে অক্ষবকে দ্ব্যবিত
করছেন বিশ্বরপে (১।১৬৬।১২-১২)। তার তিনটি পদ গৃহীত (৫৫) এবং ঋষিদের মাথা
প্রতিষ্ঠ (১০।৭১.৩)। পবনমায়ে এই পরা বাকের দর্শনেই আদিত্য নিঃশেষে দ্ব্যভীভূত হতে পারে
এবং তাই হল মন্ত্রযোগের চরম সীমা। এখানে তাকে বলা হয়েছে দেবতাদের পান্য অসুরদের
অভিভব নিম্পদার্থে অসু'ব শব্দের ব্যবহার হল। দেবতারা 'উর্জা' অর্থাৎ আমাদের মনোবৃত্তির
নাম। তাইদেব অম্ম, তাহেই তাইদেব পৃষ্ঠি তু 'তৎ' অগ্নিব্ ন্যো দদস যোগাথা কৃপণাও,
উর্জাহুতব বসুনাং শং চ যোশ্ চ ন্যো দদে বিশ্বসো দদসঃ হো' হেমন তেনেই অগ্নি তান্য
আবন করেছেন যে যেমনটি চায়, উর্জাব অর্থাৎ তার মধ্যে জ্যোতিষ্মদেব উদ্দেশ্য, (হেহেত)
তিনি প্রথম শক্তি আল জ্বলন্ত প্রধান করেছেন দেবতার প্রত্যেক আবাহনে ৮ ৩৯।৭। 'পশুগণঃ'
দেবগণের দয়ঃ সা।। দেবতারাও পশুজন অর্থাৎ 'বিশ্ব দেবতা' তু ৬।৫১ ১১, 'দিব্য'র পশু
কৃষ্ণঃ ১০।৬০।৪, দ্র টী ২৩৯। অগ্নিব্ আনকল্যে মন্যায়জ্ঞ আরম্ভ হল।

[২৯১] স্বা পশু জনা মম হোত্র জয়ন্তাং গোজাতা উত যো যজিযাসঃ, পৃথিবী নঃ পার্থিবাং
পাশ্ অংহসো হস্তারক্ষঃ দিব্যাং পাশ্ অস্মান্ ১০।৫৩ ৫ (৭।৩৫।১৪, ১০৪ ২৩ গোজাতাঃ
তু দিব্যাঃ পার্থিবাঃ গোজাতা অপা মূলতা চ দেবাঃ ৬।৫০ ১১ -দৃঢ়পাক, অন্তরীক্ষ, পৃথিবীর
সব দেবতাই গো হতে জাত। এই গো যদি পৃষ্ঠি হন তাহলে সংজ্ঞাটি বোঝাচ্ছে ব্রহ্মদৃগপকে
(তু ১০ ৫২।২)। আরার সূর্য্য 'গোজাঃ' ৪।৪০ ৫, যিনি দেবনাম্ অনীকঃ আখা জগতস্
তম্ব্যশ্ চ' (১ ১১৫।১), যার মধ্যে সব কিছুই সমাহার। 'গো' সেই বিশ্ব যা আমাদের মধ্যে
অন্তর্গত (তু ১.২৪।৭), দেবতা তাহতে জাত অর্থাৎ আচ্চেতনের বিস্ফারণেই পাই বিশ্ব
দেবতাকে। 'নঃ' এখানে অগ্নির উষ্ণি, সূতংগ দেবতা আল যজমান এক 'অংহঃ' চেতনার সঙ্কেত,
তাইতে অগ্নি গৃহীত সৌচীক। তাহতে মূক্তি হল 'রাবঃ' (১০।৫২।৫)।

পথদের রক্ষা কর—ধান দিয়ে রচিত খায়া। গ্রন্থিহীন করে বয়ন কর তোমরা গায়কদের কর্ম। মনু হও তুমি, জন্ম দাও দিব্য জনকে [২১২]।

আর অক্ষবন্ধনীদের বান্ধিছে সোমোগণ, গুঁছিয়ে নাও বল্গা, তারপর রঞ্জিত কর (অশ্বদের)। আট আসনের রথখানি চালিয়ে দাও এইদিকে, যাতে করে দেবতারা (এই থে) নিশ্চয় এলেন আমাদের কাছে প্রিয়কে [২১৩]।

[২১২] ঋ তবুঃ তন্মন্ বজ্রসো ভানুম্ অন্ ইহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো বক্ষ ধিরা কৃতান্, অনুলাবণং রথং জ্যোতিষ্মত্ অণো মনুঃ ভল জন্যা দৈবায় জন্ম ১০।৫৩ ৬। মনুয্যাজ্ঞের নিয়ন্তা ব্রহ্মা (তু 'ব্রহ্মা যো বচতি জ্যোতিষ্মতঃ' ১০।৭১।১১), এখানে তাঁর সেই ব্রহ্মজ্ঞের, সম্বন্ধে চৌতম্য ভোলাবার জন্য (তু ব্রহ্মপ্রশস্তি ছা ৮।১৭) ঋকের কৃতীম পাদে ক্রিয়া বহু, নচন, ঔশ্ণধি অন্যান্য ঋত্বিক্ গণ, আর ত্রিনীতি পাদে অগ্নিকে লক্ষ্য করে ঋত্বিকদের বলা হচ্ছে সামগান নির্দেশভাবে গাইতে (তু ছা ৪।১৭।৬)। সামগান সাময়্যাদে অগ্নি। স্বংবাং এখানে অগ্নি-সোমের ধর্মান পার্জ্জ মনুয্যজ্ঞ তন্মন্ এক দীর্ঘ বিধান ভুলোক হতে দুলোকে আতত (তু, ১।১৬২ ১ ১০।১৩০।১২, দ্র বেদী পৃ ২৩৬৭)। এই তন্মন্টি দেবযানের পথ তাপ পরে-পরে আসনের পসরা। অগ্নি দিশাবী হয়ে এই পথ ধরে আমাদের নিয়ে যাবেন আদিদত্তা, পথটি আগাগোড়া ধানেন স্বারা রচিত। এস ধানচেনাদেক জ্যোতিষ্মতঃ পথো আমাদের অতীতসার আগুন। মনু মানবের অদিপিতা এবং যজ্ঞের প্রবর্তক (১।৮০ ১৬, ১১।৭।২, ২।৩৩ ১৩, ১।২৬ ৪, ১০।৫১ ৫)। যে যজ্ঞ মানুষের মাপ্য দেবতাকে জন্ম দিয়ে তাব দেবাজ্ঞান সিদ্ধ করে। এই মনু অগ্নিবই একটি রূপ। আবার অক্ষবন্ধন অগ্নিঃ মনুয্যব মখে যোজ্যতৈ বাক্ হয়ে যে যজ্ঞের চরম পরিণাম হল আত্ম। সাম্য সাময়্যাদে প্রতিষ্ঠা। সাময়্যাদে অম তরুর সাদন, আর অগ্নি তাব সাধক। তিনিই আমাদের নিয়ে চলেছেন সোম্য আমাদের কলে 'বজ্রসো ভানুম্' 'বজ্রঃ অশ্বঃ বক্ষ বা প্রাবলোক, তার 'ভনি' বা আলো হলেন সূর্য' (সা)। আদিদত্তা পৌছনই অগ্নিসাময়্যাদে পূর্বস্বার্থ। 'অনুলবণম্' [বৃ, < ১ বৃ, বৈবশ্বনে' তু উল ব' ১০।৫১ ১, টেঙ্গ 'যদ্ এব যজ্ঞে চল বণং দ্বিত্যেত তদ্যো বৈষা শান্তিঃ' ৩।৬।৩।৭, তদ সা পবিশম্ অতিথ্যমানুষিচম্ অগ্নো উলবণম্] নির্দেশভাবে 'জ্যোতিষ্মতঃ' < ১ বৃ, বাক্ তু ঋ ১ ৬।১১।৭। 'অনুলবণ' তু ১।৪৫।১, দেবতারা মনুজ্যত, দ্র. টী, ১০৯২, আরও তু ৮।৩০ ২, আবল মনুই বজ্র, তু যজ্ঞো মনুঃ প্রযতিজ্জ নঃ পিতা হি কর্ম ১০।১০০।৫।

[২১৩] ঋ অক্ষানহো নহাঃপাতঃ সোম্য ইষংগুধ্বং রশনা ওত পিংশত অখৌবদ্বং বহঃপিতঃ বণং মেন দেবাসো অনবয়ঃ অতি প্রিয়ম্ ১০ ৫৩।৭। যজ্ঞ আরম্ভ হল। তাকে উপমিত করা হয়েছে বধের সঙ্গে (তু ঐব্রা দেববাক্ষা বা এষ যদ্ যজ্ঞঃ ২।৩৭, আরও তু ১০ ১০১ স, ১০ ৭৯।৭)। বথে দেবতারা বখী, আর সাবখি ঋত্বিকরা। আমাদের আখ্যাত্তির সাদনাই দেবতাকে তাঁর বিচিত্র বিভূতিসহ এখন নিয়ে আস। 'অক্ষনঃ' অক্ষদণ্ডকে ঢাকার সঙ্গে ভাল করে পরিণাম সবজ্ঞান অক্ষেন্ নহান বন্ধনীসন্ অস্বান্ সা।। সোম্যঃ মায় সাম্যপানের আঁসকারী অম তরুর সাধক। ঋত্বিকদের বিণ তু ঔচ্ছ্রিত হা সোম্যাসঃ সখ্যঃ সন্বতঃ সোম্যঃ দর্শঃ প্রযাংসি ৩।৩০।১, দেবতাকে সামপান করিয়ে যারা তাঁর প্রসাদ পাবে স্বীকৃতিস্বরূপে, ১।৩১ ১৬, ৪ ১৭ ১৭, চেমস প্রিবা দেবানাম্ উত সোম্যানাম্ ১০ ১৬।৮। সা 'সোম্যঃ' দেবঃ। ইষংগুধ্বম্—[< ইস-নিস-পা ৬ ১।৯ মধ্যচায়া নিষ্কুর্ত সমাক্ সঙ্কুর্ত, নবাব লোপশ্ ছালসঃ' সা, তু 'মজ্জনিষ্কুর্তঃ' ঋ ১০।৬৬ ৮, আরও তু ১০।১০১.২ ৬, ইক্ষুতিত্ নাম নো মাতাথো যুগং স্ম নিষ্কুর্তঃ, সীরাঃ পত্ৰিগণীঃ স্থান যদ আমযাঃ নিষ্কুর্ত ১০।৯৭।৯] গুঁছিয়ে নাও 'রশনা' তু ১০ ৭৯।৭। পিংশত—[< ১ পিংশঃ পিংশতঃ করা, চিহ্নিত করা' তু 'অম দীপন্যাম্ অপি স্বচী বৃণাবি পিংশতু' সিকৌ ১৫৩০, তু Lat *punctum p tūm < pingre to paint to embrau' < *p (২), *p g) to adorn, deck', (সে পুঙ্কিতঃ 'gray', আরও তু 'পিংশত)। রঞ্জিত কর। অস্বান্ অলংকৃত, তু অর্থঃ সা।। ঋত্বিকরা সাদন স্বারা সূর্যমহলে পৌঁছ পেছেন। দেববণ সোম্যন থেকে দেবতাদের বয়ে আনছে মনুয্যব যজ্ঞভূমিতে। সূর্যরশ্মিদের বহনে রথ চালান হচ্ছে তু ঐ ১৬। সেই রশ্মিগত অক্ষবন্ধন করছে। সা 'সূর্যরশ্মিঃ সাক যক্ষ্মান্যাম্' (তাঁর মাত দেবতাদের) রথান যজ্ঞ প্রতি গম্যতে তু 'অর্থঃ' 'অষ্টাঃ' 'বন্ধন' বথে অসন বথে আটজন দেবতাব বসবার আসন আছে আটজন উপলক্ষ্যগত, বস্তুত সব দেবতাকেই বয়ে আনা হচ্ছে। দেবতারা স্ববন্দিত আদিদত্তা, সাতজন আদিদত্তা প্রধান ৯।১১৪।৩, ২.২৭।১ (দ্র টী ১৪১২, ২৩০)। আর দেবতারা

অশ্বম্ভবতীর স্রোত বেগে বইছে। নিজেদের অটল রাখ। ওঠ, পার হয়ে এগিয়ে চল হে সখাগণ। এইখানেই ফেলে যাব খা-কিছু, অশ্বি, শিবময় ওজস্বিতার কুলে আমরা উঠব গিয়ে [২৯৪]।

ছন্টা মায়া জানেন। সমস্ত শিল্পীর মধ্যে অনুত্তম শিল্পী তিনি, বয়ে এনেছেন সোমপাত্র যত দেবতাদের পানের জন্য - যারা শান্ততম। শান দিচ্ছেন এখন তিনি ভাল লোহার কুঠারখানিতে যা দিয়ে ছুলবেন (তার মন্ত) স্বর্ষ্যবভাস্বর বৃহস্পতি [২৯৫]।

অর্নিতকে নিয়ে রথে আটজন দেবতা (তু ৬।৫১.৩৪, বিশ্বে আদিত্য আদিত্যে সজ্জাঃ ৫, ৮।৪৭।৯, ৮।৫৫।৭)। আদিত্য সূত্রে শেষ স্বকের 'যোষা'। 'অতি প্রিয়ম্'—রাষ্ট্রখানে 'অশ্বান্' উহা প্রিয় সেই পবন দেবতা, যিনি জ্যোতিঃবরূপ, যাকে আমরা চাই (তু ১।৮৬।১০, টী. ১৮৯২; ৪।২০।৮)।

[২৯৪] ঋ অশ্বম্ভবতী রীমতে সং বভূধন্ম উৎ তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ, অত্রা জহাম যে অসম্ অশ্বোঃ শিবান্ বয়ম্ উৎ তরমার্ভি রাজান্ ১০।৫৩।৮। দেবতাদের নেমে আসার বর্ণনা আগের স্বকে গেছে। এখানে মানুষের উজ্জয়ে যাতায় বর্ণনা দুটি ব্যাপরই একসঙ্গে চলে। তবুও আগে দেবতার আবেশ তার পর তারই প্রেরণায় মানুষের প্রয়াস, এখানে আপাতদৃষ্টিতে ক্রমভঙ্গের কারণ এই। উক্ত্যনি হতে হবে সেই রাজমন্তর সত্তার কুলে কিন্তু পথে অনেক বাধা। তাতে টললে চলবে না। খা-কিছু, অশ্বশল, তা এখানে ফেলে সৈন্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে অশ্বম্ভবতী - পাণ্ডা নদী, গভঃ পাদব ছড়ানো, জল বেশী নই কিন্তু স্রোত খুব। রথ তার উপর দিয়ে চলেছে। তু 'দৃষদ্বতী' ৩।১২০।৪, দ্র. টী ২০৬৩ তন্তে এইটি বজ্রাণী নাড়ী। 'অশ্বা' পাথর, আবার বজ্রও (২ ১৮।৬, মৃদুদগ্গণ 'অশ্বমিদানবঃ' ৫।৫৭ ৩), বজ্রের পুর 'অশ্বময়ী' (৫ ৩০।১০)। যেমন আদিত্য, সজ্জার কঠিন বাধা, তেমন দেবতারও কঠিন হানা, এটি অস্তিত্বক্ষেপে বাপাব। তু দৃষদব প্র মৃগ রক্ষ ইন্দ্র ৭ ১০৫।১২, আবার অশ্বি দৃষদং জিহ্বয়া বধাৎ ৮।৭২।৮; দিব্যশক্তি এবং আদিত্যশক্তি দৃষ্টই 'দৃষদ্ব'।। 'রীমতে' < ৭ রী, ছুটে চলেছে। এই থেকে 'রায়' সংবেগ, 'উৎ তিষ্ঠত' তু ক উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ১।৩।১৮, 'প্র তরত' এগিয়ে চল উজান তেলে 'উৎ তরম' যেন ওপারের উঠি গিয়ে। 'সখায়ঃ' ঋষিকদের সন্ধানন তু ১ ৫ ১, ৬.১৬।১২; দেবতার সখা ৩ ৯।১, ৪.১২।৫। 'অশ্বোঃ' যেমন অংগ, এনঃ, ধর্তি জলপি, তদ্বি ইত্যাদি, তু ৭।১।১৯, টী ১৮৮৭। 'রাজান্'—অশ্বম্ভবতীর সঙ্গে সম্পর্ক ল। ঋষিও তাহলে সপ্ত বজ্রমন্তর হওয়া সম্ভব (তু. ১০।৮০।১)।

[২৯৫] ঋ ছন্টা মায়া বেদ' অপসাম্ অপস্তুমো বিব্রঃ পাত্রা দেবপানানি শন্তমা, শিশীতে নুনং পবশুং স্বাযসং যেন বৃশ্চাদ্ এতশো ব্রহ্মণস্ পতিঃ ১০ ৫৩।৯। পবন যত বাধা সব দূর হবে, বজ্রের সব আবরণ খসে পড়বে বৃহস্পতির মন্তবীরে, তারপর দেবশিল্পী 'ছন্টা তারি সৈবী' মায়ায় আমাদেব আপনকে রূপান্তরিত করবেন দেবতার সোমপাত্রে। 'ছন্টা' দেবশিল্পী (সা - তু, ছন্টা রূপাণি পিংশতু ১০ ১৮৮ ১ গভর্ধানমন্তে, আরও তু দেবস্ ছন্টা সর্বিভা বিশ্বব্রহ্মণঃ ৩।৫৫।১৯ যেমন সব হয়েছেন, তেমন সবার মধ্যে আছেন প্রচোদকরূপে)। বিব্র 'ছন্টা', আপ্রাদেবগণ। মায়াঃ [নিঘ প্রজা ৩।৯ < মা 'নির্মাণ করা', তু ঋ মায়াবিনো ময়িরে (পূর্বপাদে 'ভুবানি'), অস্য সোমের, মায়সা ৯।৮৩।৩। > 'মাতা' যিনি নিশ্চর ভিতর থেকে নির্মাণ করেন বা উৎসারিত করেন। তু যোনি অর্থে 'মান', যেমন 'প্রহ্লাদ' 'মনাদ্' অধি ৯।৭৩।৬। 'প্রজা' অর্থ এসেছে < *মন্ + মা, যেমন 'জন্' জা > জায়, 'ছন্' জা > জায়। এই থেকে সৃষ্টিতে 'মন্ত' বা বাকের অন্তর্ভুক্ত, তু 'গোবীর' মিমায় ১।১৬৪।৪১। বিব্র 'ইন্দ্র'। নির্মাণপ্রজা। যেমন গভর্ধানেন বন্টা রূপক এবং তাহাতে তার নির্মাণপ্রজার পরিচয়, তেমন যজ্ঞমানের এই দিব্য জ্ঞানও। 'অপসাম্' অপস্তুমঃ' তু সরস্বতী ৬।৬১।১৩, পরমদেবতা ১।১৬০।৪ (দ্র. টী ১২৪৩)। 'শন্তমা' —[শন্তমনি : 'দেবপানানি'র বিণ। দেবপান সোমপাত্র (১০।১৬।৮) অথবা সোম (৯।৯৭।২৭)। আধাব নিধর শান্তিতে নিবিড় না হলে সোম আনন্দ ফোটে না। তু 'শন্তমা' মনীষা দেবতাকে পাবার একটি উপায় (১ ৭৬।১, তু 'মা দীযতী গীঃ ৫।৪২ ১ স্তুতির সঙ্গে ধ্যানের যোগ, ৪।৩ ৮)। ছন্টা আধারকে সোমপাত্র রূপান্তরিত করেন ব্রহ্মণস্পতিব মন্তবীরে। ব্রহ্মণস্পতি অশ্বম্ভবতী এক রূপ, যজ্ঞে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের মন্তের দেবতা। বৃহতের ভাবনায় এবং আত্মহৃত্যিতে যজ্ঞমানের মন্তময় হিরণ্যগরীর গড়ে ওঠে। তাই দেবতাব সোমপাত্র 'শিশীতে পরশুদ্ব'। ছন্টা তক্ষক বা ছুতোর। ছুতোর যেমন কাঠকে চেঁচো ছুলে শিল্পরূপ দেয়, তেমন

সংদের এখন হে কবিগণ, তীক্ষ্ণ কর বাইস্ দিয়ে, যাতে তোমরা (তাদের) চেঁছে-
ছুলে রূপ দাও অমৃতের জন্য। তোমরা জান সব, (তাই) গৃহ্য পদদের রচনা কর,
যাতে করে দেবতারা অমৃত লাভ করেছিলেন [২১৬]।

(তার) গর্ভে মেয়েকে রাখলেন তাঁরা (আর) শিশুকে মৃত্যু সংগোপন মন আর
জিহ্বা দিয়ে। (তারপর) সে চিবাঁদন প্রসন্ন মন নিয়ে (লাগে) কাজের জোবালে,
পেতে চেয়ে পেয়েই যায় সঙ্গীতমুখর হয়ে জয়কে [২১৭]।

তিনি অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। করেন বাক্ বা মস্তের সহায়ে। তু গোবীঃ সলিলানি তক্ষতী
১।১৬৪।৪১। তাই তিনি শানসেওয়া কঠাবখানি তুলে দিয়েছেন বাকের দেবতা প্রকল্পপতিব
তক্ষক হয়ে, যাতে দেবতার মত ভাবও অমৃত লাভ করতে পারে। তুম্বা সোমপত্র গড়োড়লেন
বক্ষপতিব মন্তব্যার্থে। এখানেও স্বাক্ষরের বলা হচ্ছে বাকের সেইসব গৃহ্য পদ গড়ে তুলতে, যা
অমৃতের সোপান। মনুষ্যযজ্ঞের আদর্শ হল দেবযজ্ঞ আগে দেবতার আবেশ, তারপর মানুষের
প্রাণস-এই ধর্ম এখনও (তু ৭-৮), স্তম্ভ-খা আছে তা সব, যা হচ্ছে তা 'ভুবন' ৭ ৮৭।৬,
৯।৩১।৬। 'সং' ধ্রুব ৯.৮৬।৬। অসংবাদের বিপরীত 'সং' ১।১৬৪।৪৬, ১০।৭২ ২ ৩,
১০ ১২৯।৪। দেবতা 'সং' ৮ ১০১।১১, ১।৮৬।৬, যজ্ঞান 'সং' স্তম্ভ প্রাসারিদ্র মন্তব্য
৯।২১ ৭, 'ম্ম' অশ্ব ইন্দ্রে বসন্তে সত্যম্ অসি ২।১৩, ১৬ ১, ৬।৬৭।১। সংদের, যজ্ঞানদের।
Goldner 'সস্তম্ভ' সেইভাবে (স সমান)। 'করমঃ' স্বাক্ষর, যাবা তন্ত্রদর্শী এবং বাকের
সাধক। 'সং' শিশুটি—শান দিয়ে তীক্ষ্ণ কর অর্থাৎ তাদের চতনাকে একত্র কর। 'বাখী' বা বাইস
দিয়ে তক্ষক হল যা অবিশুদ্ধ বা অমার্জিত তার বক্ষনব্যবস্থা আধারকে শূন্য করা যাতে তা অমৃতের
যাবক হয়। তু টিউ ১।৪।১। 'তক্ষা' এখানে তুম্বার ধর্মান আছে। সা মনে করেন, স্বাক্ষরটি
যজ্ঞগণের প্রতি তুম্বার উক্তি। 'পদা গৃহ্যনি' বাকের তু ১ ৭২ ৬ টি ১৭৭, ১ ৬৪।৭৫।
'যেন দেবাসঃ' তু বাকের উক্তি ১০ ১২৫ ১২, রাষ্ট্রী দেবদাম্ ৮।১০০।১০। দেবতাদের
অমৃতলাভে অমাদের মধ্যে তাই স্বাক্ষরের মান্য থেকে দেবতা হওয়া পাওত। ৬, ৩৬ ৬,
৩।৬০।৩, ১।১১০।৪...।

[২১৭] স্ব গর্ভে স্যোযাম্ অদধুর্ বৎসম্ আসন্ অপর্যায় মনসো জিহ্বয়া, স
বিশ্বায়া সন্মানা যোগ্যা অতি সিয়ানিন্ কনাত কার ইজ্জি জিহ্ব ১০ ৫৩।১১। স্বাক্ষরটিতে
মনুষ্যযজ্ঞের ফলশ্রুতি গৃহ্যের মৌচীক আশ্বিনের আশ্বিনের ও উদ্ভূতপানের ফলে যজ্ঞমানের জীবনে
সর্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ উপাসন বর্ণনা তু আদিত্যে সাযুজ্যলাভে আস্তকম পূর্বস্বের সামগান টিউ
৩।১০ ৪ ৬। তার অন্তরে অদিত্য, মৃত্যু প্রকল্প্য, দৈর্ঘ্যগন কর্ম সৌম্যাসের স্বাক্ষর অস্তকম
জীবনে জয়প্রীর সঙ্গীতবিতান স্বাক্ষর পর্বস্বের কর্তা মনুগণ (তু ১০।৫২ ২), কেননা
স্বাক্ষর আশ্বিনের প্রথমায় যজ্ঞমানের প্রাণ এখন বিশ্বপ্রাণে বিচ্ছিন্ন। তু 'মরুদ্বিত' অশ্ব আ গাঁহ
এই ধরতে আশ্বিন ও মরুদ্বগণের সহচর ১।১১ স্। দ্বিতীয়স্বাক্ষর 'স' যজ্ঞান, 'গর্ভে'
—সস্তার গভীরে, অন্তরে বাক্যকে বলা হচ্ছে, তু 'পতঙ্গো বায়ং মনসা বিভর্তি' তাং
গম্যন্তে ইবদ গর্ভে অস্তঃ, তাং দ্যোতমানঃ পর্বৎ মনীষাম্ স্বতয়া পদে কবো নি পারিত' তাং
(সর্ঘ্যস্বক) অতর্জ্যাত। টি ১৮৯। বাক্যকে মনে বহন করেন, গম্যন্তে (দেবগম্যন্তে) সর্ঘ্য, অথবা
বিশ্বপ্রাণ বায়ু সা। তাকে ঘোষণা করলেন গর্ভের মধ্যে থেকে (শব্দবিশ্বায়া মধ্য বৃত্তমানঃ) সা, তু
'প্রজাপতিশ্ চরতি গর্ভে অস্তঃ' অর্থাৎ অস্তব্যমিবপে মা ৩১।১১; 'গর্ভে সগ্গ জ্যাসে পদঃ'
অর্থাৎ আশ্বিন অশ্ব এবং ওষধি হতে আবার জাত হন প্রত্যয়ে মধ্যে স্ব ৮।৭৩.৯, টি ২২৭।
সেই দ্যোতমানা সর্ঘ্যসম্ভবা মনীষাকে স্বতঃ গভীরে ধামে কবিতা রক্ষা করেন ১০।১৭৭।২। অর্থাৎ
বাক্ অস্তরের গহনসম্প্রদায়িণী (তু ১.১৬৪।৪৬, ১০।৭১ ৩, ৪)। 'যোযাম্' বাগ্ধুপিণী
অদিত্যকে বাক্ 'অদিত্য' তু ৮।১০১.১৫-১৬। সা যোযাং কাং চিদ্র গাম্ (তু ৬, মেনুর্
বাক্ ৮।১০০।১১), যোযাতে মেনুর ধর্মান আছে কেননা সংগে সংগেই 'বৎসের উল্লেখ করা
হয়েছে। যোযাবপে বাকের কম্পনা টি ১০।৭১।৭। স্বাক্ষর প্রথমপদের সরল অর্থ - মরুদ্বগণ বা
বিশ্বপ্রাণ অদিত্যকে বা আদিত্যকে গোঁরীকে বিশ্বের অন্তরে স্থাপন করলেন। তাঁর মৃত্যু স্থাপন

এতদিন পবে অচিহ্নিত আড়াল ঘুচল। প্রাণের সৌরভে অন্তর আমোদিত করে দেবতা জাগলেন, প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন আমাদের প্রাণিতর উপচারের দিকে। তাঁকে দেখলাম জীবনের বেদিতে অভীষ্মার উদ্দিশিধারূপে, হৃদয়ের গভীরে শুনলাম সৃষ্টির আদিম ব্যাক্তিরূপে তাঁর গোপন গুঞ্জরন। মনে আশ্বাস জাগল, এইবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে আসুরী মায়াব আবরণ, চেতনার ক্লিষ্টতা আর সংকোচ দূর হবে, ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হবে বিশ্বদেবতার অজব অমৃত দীপ্তিতে। প্রাণের গহন গভীর হতে মন্দিত হল ব্রহ্মঘোষ সূর্য্যভিসারী হে ওপোদেবতা, আমাদের মধ্যে মন্দ হয়ে দিবা জনকে জন্ম দাও তুমি। আকৃতিব দৃঢ়নিবন্ধ বথে পরমদেবতাকে বয়ে আন এইখানে আমবা যাব, পথে খর্ব্বস্রোতা বজ্রাণীব কূলে অশিব যাবিচ্ছু সব ফেলে রেখে আমবা তাঁকে আনতে যাব। জানি, বিশ্বশিখণ্ডীর দেবমায়া আমাদের আধারকে গড়বে দেবতার সোমপাত্ররূপে, ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রবীৰ্য্য তাকে কববে শরমুখ শস্যময় শাণিত এবং দুৰ্বার। কাবণসলিলগোহিনী গোবীর থরে-থবে সাজানো গোপনধাম উদ্ঘাটিত হবে আমাদের সামনে। আমাদের সন্তান গভীর থাকবে সেই পবমার সান্দ্র আবেশ, রসনায় তাঁর আশ্রয়ী প্রচ্ছটা। আমবা দৈনন্দিন জীবনে তাঁরই দেওবা দায় বহন করে তাকে উত্তীর্ণ করব সৰ্বজয়া সিদ্ধিব কূলে।

এমনি কবে আমাদের জীবনে সৌচীক অগ্নি ব্যাপ্তবিত হয়ে চলেছেন বৈশ্বানর অগ্নিতে। নাটিকার এইখানেই শেষ। তারপর সপ্তি রাজমন্ডর একটি অগ্নিস্তোত্র তার উপসংহাব রচনা কবেছেন। সৃষ্টিতে পাই বিশ্বের সর্বত্র জীবনের সর্বক্ষণ এক অনিবার্ণ অগ্নিদহনের দীপ্ত পরিচয়।

যশি বলছেন :

'অগ্নি ওজোবাহন তুবঙ্গ দেন, অগ্নি (দেন) এমন বীর যে শ্রুতিসম্ভূত আর কৰ্ম্মনিষ্ঠ, অগ্নি দ্বালোক-ভুলোকে বিচরণ করেন সব বাজিত কবে, অগ্নি (দেন) সেই নারী যে বীরগভী আর প্রাচুর্যের আধাব। ২৯৮।' অগ্নিকে যে পেয়েছে,

করছেন অর্দিতিব 'বৎস'রূপী অগ্নিকে অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মঘোষ হল অগ্নিধ্বজ; তু দিবাট পূরুষের মুখ হতে অগ্নির জন্ম ১০।১০।১৩ বৃ ১৩।১২, ও ৬ অগ্নি অর্দিতির দামাল তলে (১০ ও ৭, ১১।১) অপীড়নে মনসা বা গোপন মন দিয়ে অর্দিতিব অদান যজ্ঞমানের সন্তান গভীর, আর জিহ্বয়া অগ্নিব অদান মুখে। গহনসম্ভাবণী গোবীর স্পর্শিত হন অগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মঘোষ যজ্ঞমানে অর্দিতিব বিশ্বপ্রাণের প্রদগয় (তু কে ১ ১৩)। যোগ্য্যো ওজোবাহ তু যোগ্য্যোও গোহিতা ধূমি ধিষ ষা ও ১৬।৬ তাথেকে 'বহিত কৰ্ম', ভার, তু যদ্ যোগ্য্যো অমনন্যেধ স্বষীগাম্ অন্নেষ যজ্ঞে অগ্নিবসয়ব আবাজন। ৭।৭০।৪। আরব তু 'হয়ো ন ক্ৰীণা অয়জি স্বযং ধূমি' অগ্নের মত জেনে শূদ্রই নিজেকে নিযুক্ত করিচ্ছ বধের ধূমার ও ৭৬।১। দেবতা যে বাজব ভার দিয়েছেন তাঁকে, সিন্ধপূরুষ প্রসন্নমনে তা সম্পাদন কব চলেন দিনের পর দিন। 'সিযাস নাঃ < + সন্ লাভ করা ছিনিয়ে নেওবা' + ইজার্থে স + নি, অভীষ্টলাভে ইজুক। অভীষ্ট অমৃতত্ব, দেবতাদের 'বীর্য' বা চেতনাব বৈপুল্য তু ১০ ও ২।৫। কারঃ < + কৃ, গোন কবা, তু কাব, স্তোতা নিষ ও ১৬। সাধাবণত বোধ্য 'কীতন' (দ্র 'ওগ'), এখানে। কীতনকারী স্তোতা। সা 'কর্তা'। 'জীতব'—জয়, অসুবদের উপর ইন্দ্রের (১০।৫২।৫), দেবতাদের (১০।৫৩।৪)। তু জয়েম কার পূরুহৃত কার্ণবঃ চ।২১।১২।

[২৯৮] ৫ অগ্নিঃ সপ্তিঃ রাজমন্ডরং দদাতু অগ্নিব বীরং শ্রুতাঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠোম্ অগ্নী রোদসী বি চবঃ সমজয় অগ্নিব নারীং বীরকৃষ্ণিং পূরুষম্ ১০।৮০।১। অভ্যদয় ও নিঃশ্রাসের সমন্বয়ে জীবনের পরিপূর্ণতার ছবি। অভ্যদয়ের জন্য তু মা ২২.২২ অগ্নির দান 'বাজমন্ডর

ওজস্বিতার প্রবেশে সে হয় দুর্নিবার, সাধনায় অবিচল তার বীৰ্য্য হয় দিব্যশ্রুতি
হতে উৎসাহিত, তার শক্তি হয় বীৰ্যের প্রসূতি আর উজ্জল ত্রৈলোক্যের ধাত্রী। তার
কৃতার্থ জীবনের অশ্রুদীপ্ত দল্লোক-ভুলোকে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সকল রহসাকে
তার কাছে করে উদ্ভাসিত।

‘অগ্নি প্রাণচঞ্চল। তাঁর সমীধে হ’ক সন্মুখা। অগ্নি মহতী দাবাপৃথিবীতে
হলেন আবিষ্ট। অগ্নি প্রচোদিত করেন সংগ্রামে নিঃসংগকে, অগ্নি অগদূর্নিত শত্রুকেও
করেন ছিন্নভিন্ন ২৯৯।’ আঘাৎ নাড়ীতে নাড়ীতে অগ্নির স্রোত। তাঁর কল্যাণ-
দহনে এ আঘাৎ প্রজ্জ্বল আর জ্যোতির্ময়। সেই জ্যোতির্দহন আবিষ্ট হল এই বিপুল
দ্যুলোক আর ভুলোকের মর্মে মর্মে। উদ্দীপ্ত হৃদয় বলে, সব অগ্নিময় হয়ে যাক।
কিন্তু এ হয় না। আছে বক্ষেব বাধা, বৃত্তের মায়া নিরন্ত সংগ্রাম তাদের সংগে।
আমি একা। তবু জানি, তিনি আছেন, আছে তাঁর অধ্যুষ প্রচোদনা। দেখি,
আততায়ীর পুঞ্জিত অভিযান ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর অভিঘাতে

অগ্নিই স্রোতার সেই কর্ণকে অক্ষত রেখেছেন। অগ্নি অপ্ হতে জ্বাকে বের
কবে দিলেন জ্বালিয়ে। অগ্নি অগ্নিকে সন্তানের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখলেন, অগ্নি

[illegible]

(২৯৯) অ অংশেব অংশঃ সন্নিদ্ব অস্তু ভদ্ভা হৃদিগ্ন মধী বোদসই আ বিবশ, অংশের একং চ্যাদমঃ সম্ভাব্য অংশেব বর্থাণ দয়াত পূর্ণাণ ১০৮০।২। অংশঃ-। অংশঃ নিধ কর্ম (২৯৯ জু অংশঃ) L. I. অংশঃ কর্ম, অংশেব গ্লোমদ অংশা দধ্যাকন ১০ ৩৬।১০ (সাম্প্রতি, অংশেবদাত অংশঃ জনাস্তিতপে প্রাপের প্রতীক হার ধর্মি এখানেও আছে। অংশেব বিশেষণ। প্রাগচ্ছল অংশি অংশঃ আল সাম্প্রতিক পূর্বায় অংশানান' জু ৫৭।১। সঁমঃ এই তন, বা আধাব, কখননা যাত্রা কহুত নিচড়কই আহাঁক দিত হয়। এসময় দেবমানী দু ১০ ৫৯।২, টী ২৭১।, তাই 'ভদ্ভা'। ১০ ১ ভন্দ 'জুদানা' নিধ ১।১৬ 'অর্চনা কবা' তাতও জুদানা ধর্মি আছে ৩।১৪ জু পূর্বপ্রদায় (দৈববানবঃ) ভন্দাত ধর্মিঃ কবিঃ ৩।৩।৭। সম্ভাব্য, ('সম্ভাব্য' পপা সম্ভাব্য < ১ মদ 'মোক্ত ভট্টা', নিধ সংগায় ২ ১৭, নি সম্ভাব্য সম্ভাব্য দ্যন্তঃ পবপব খাওয়া হৃদিগ্ন, সম্ভাব্য বা মদঃঃ পবপব মাংসাচার ১৭ ১৭ অধুনিক বা H. sem + ed, (ek homados 'a mob) of warriors') সংগায় 'দয়তে' < ১ দা 'খণ্ড-খণ্ড করা'

‘অগ্নিকে প্রশস্তি দিয়ে ঋষিরা ডাকেন দিকে-দিকে, অগ্নিকে (ডাকে) নরেরা যাত্রায় বাধা পেলো। অগ্নিকে পাখিরা (ডাকে) অন্তরিক্ষে উড়ে উড়ে। অগ্নি কিরণ-যুথের সহস্রকে ঘিরে চলেন [৩০২]।’ অগ্নিকে ছাড়া কারও চলে না। জীবনের মর্ম্মলে অভীপ্সার যে-প্রেমণা তাই তার রসায়ন, তাকে ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। তাই উষার আলো ফুটতে না ফুটতেই দিকে-দিকে শূন্য প্রবুদ্ধ ঋষির কণ্ঠে সেই ওপোদেবতার উদাত্ত আবাহন - ‘মবুদুভিব্ অগ্নি আ গাং’ বিশ্বপ্রাণের শূন্য ঋজ্বার পুরোধা হয়ে এসে দেবতা, এস। পথ চলতে-চলতে অমিত্রের গুপ্তঘাতে পর্য্যুদন্ত পৃথিবীর কণ্ঠে শূন্য আত্ম আহ্বান - ‘স নঃ সিন্ধু ইব নারয়ানি পৰ্বা স্বসত্যে দুর্গাণি রিষা’ কোথায তুমি...দুস্তর সিন্ধু উত্তাল তরণীর যে শেষ নাই নিয়ে এস তোমার তরণি, হে নাবিক পার করে নিয়ে যাও আমাদের স্বপ্তির কলে। অন্তরিক্ষে কান পেতে শূন্য আলোকের অভিযাত্রী বিহগের কাকলিতে তাঁরই জয়ন্তী, যিনি সদা-ধুমভাঙা পৃথিবীর বুক থেকে লেলিহান হয়ে উঠেছেন আদিভোর পুঞ্জদুর্ভাব পানে, তাঁর হিরণ্যচির শিখার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছেন তাকে।

‘অগ্নিকে সেই বিশ্-এরা চেত্নিয়ে তোলে যারা মানুষ, অগ্নিকে (চেত্নিয়ে তোলে) মনু আর নহুষ হতে আলাদা আলাদা জন্ম যাদের। অগ্নি (চলেন) ঋতের গান্ধর্ব পথ ধরে, অগ্নিও বিচরণভূমি জ্যোতির মধ্যে নিমগ্ন [৩০৩]।’ মানুষের মধ্যে যারা

[৩০২] ঋ অগ্নিম্ উক্ণৈর্ ঋষয়ো বি হুয়ন্তে হিংস নরো যামানি কাশিতাসঃ অগ্নিং রয়ো অন্তরিক্ষ পতন্তো হিংসঃ সহস্রা পৰি যতি যোনাম্ ১০।৮০।৫। অগ্নির উদ্দেশ্যে ভূপোকে মানুষের উদাত্ত আহ্বান, অন্তরিক্ষে বিহগের কাকলি, দুইলোকে কিরণযুথের সঙ্গে তাঁর সংগমন। এবকথায় অগ্নি ‘দ্রিয়ম্স্থা’ বৈশ্বনব (তু ৫।৪৮, ৬৮৭, ১২২, ৮ টী, ১৬৮, ২১৩, ‘যামানি কাশিতাসঃ’—এবাই ‘সবাসঃ’ নিম্ন ৩।১৮ ঋষিক্, ৮ টী, ৩২। ‘রয়ো অন্তরিক্ষ পতন্তঃ’—সা দাবভুতম্ অগ্নিম্ অন্তরিক্ষগা বসঃ পতন্তি।’ Geldner ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন ঋ ১।৯৪।১১ উল্লেখ করে। কিন্তু সেখানে শূন্য আছে, দাবাশ্মির ‘অশ মনাম্’ উৎ বিভূঃ পতন্তিঃ’ এটি স্ফাভ্যোক্তিমাত্র পাখিরা অগ্নিকে ‘বক্ষা কব’ বলে ডাকে এ উৎপত্তি নাই। পাখি জ্যোতির্ভাষার পতীক (তু ৫।৫২ ২।১৫, পাখিরূপ পুরুষের বর্ণনা অগ্নিচয়নে বৌদ্ধিক পাখির আবার দেওয়া, যেমন শোনাচ্টিতে।) সুখ ‘শূচিসং হংসঃ’ ঋ ৪।৮০।৫। শোনা সোমের আত্ম (৫।২৬ ৫-৭ ২৭।৩ ৬) ‘সহস্রা গোনাম্’ অর্ধভ্রাতৃভ্রাতৃ যথার সহস্র কিরণ পুঞ্জীভূত (তু ৮।১৭ দেবানাম্ অনীকম্ ১।১১৫।১। অগ্নিশিখা পৃথিবীর যজ্ঞবদিক থেকে উঠে জড়িয়ে ধরছে আদিভাকে। এটি পাখির চেতনার দুইলোকে উৎকলনের ছবি। যজ্ঞের তাই লক্ষ্য এবং এরই জন্যে ঋষিদের অগ্নি-আবাহন।

[৩০৩] ঋ অগ্নিং বিশ চলন্ত মানুষীর্ যা অগ্নিং মনুষ্যো নহুষ্যো বি জাতাঃ অগ্নির্ গান্ধর্বীং পথ্যাম্ স্বতসাঃ হপ্তেন্দু গবীতর্ যত আ নিযন্তা ১০।৮০।৬। ‘বিশঃ মানুষ্যঃ’ প্রতিভু, ‘বিশঃ দৈবানাম্’ এখানে সামান্যত পবিত্রসাধকের শূন্য আছে। ‘মানুষঃ নহুষঃ’ মনু হতে এবং নহুষ হতে। মনু আদিপিতা, দেবতাবা মনুজাত (১।৪৫।১, টী ১৩৯২; তু ১০।৫১ ৫, ৫৩।৬।) মনু < ১ মনু তাঁর দ্বারা মনের আশ্রিত। নহুষ < ১ নহু ‘বধশ্বে’। সংজ্ঞাটির তিনটি অর্থ। প্রথমত যে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আছে, তু ‘তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুর্ আ সাধুর্ এতু প্রসঙ্গাণসা নহুষস্য শেষঃ’ তার কাছে আসুক বিপুল এবং সংস্খ নিবাস, (আসুক) সন্ততি তাব কাছে - বাধা থেকেও (নিজেকে) যে প্রসারিত করে চলেছে অর্থাৎ অগ্নিসাধক অনিবাশ বৈপুল্যে হক লক্ষ্যভিত্তিক তার আশ্রয়প্রসারণ হক বিরামহীন (৫।১২ ৬।) দ্বিতীয়ত, যারা কাছাকাছি প্রতিবেশী: তু ইন্দ্রের উক্তি ‘অহং সত্যং নহুষ্যো নহুষ্যঃ’ আমি সত্যটিকে বধ করছি (তু ১ ৩২।১২ প্রাণপ্রবাহের সাত লোকে সাতটি বাধা), আমি সবার কাছের থেকেও কাছে অর্থাৎ অন্তর্গামী (তু, টী ২।১৫, আত্ম অন্তরতম) ১০।৮২ ৮, ইন্দ্র ‘নতমো নহুষো হস্মং স্জাতঃ’ ১১।৭, আ যাতঃ (অবশ্যঃ) নহুষঃ পৰি (কাছাকাছি থেকে, চারিদিক থেকে) ৮।৮ ৩। তৃতীয়ত, নহুষ নামে

দেবকাম, দদুলোকাণ্ডসারিণী অভীপ্সার শিখাকে তারাই হৃদয়ে জ্বালিয়ে তোলে। যারা মনের পথ ধরেছে অথবা প্রাণের পথ, চিরাগত সাধনার ধারা আলাদা হলেও তাদের উভয়কেই জাঁগিয়ে তুলতে হয় এই তপোদেবতাকে, বিশেষতঃ স্বতচ্ছন্দের অনুগামী তিনি চলেব বাকের পদবী^১ ধরে আদিত্যের অভিমুখে। পথে চলতে-চলতে তাঁর বিশ্রাম ও বিচরণ আলোকসুখের সেই পরিমন্ডলে, হৃদাসমুদ্রের অন্তর্জ্যোতিষ যার উৎস।^২

‘অগ্নির উদ্দেশে বৃহত্তের গাথা ঋতুরা তক্ষণ করেছেন। আমরাও অগ্নিকে বললাম বিপুল ও শোভন আবর্জনের কথা। হে অগ্নি, আগলে রেখে এগিয়ে চল স্বেতাভাকে নিয়ে, হে যুবতম। হে অগ্নি, বিপুল জ্বালার স্রোত ঢেলে দাও (আমাদের মধ্যে) [৩০৪]।’ সবিতার প্রচোদনায় মর্ত্য হয়েও যারা অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন,^৩ সেই ঋতুরা বৃহত্তের চেতনাকে অবাস্তু হতে বাস্তু করেছিলেন বাণীর রূপে^৪ অগ্নির উদ্দেশে। তাঁদের মত আমরাও তাঁর কাছে পাঠালাম এই বাণীর উপচার যা বহন করছে আমাদের আবৃত্তচক্ষু, চিস্তের অমিত সূক্ষ্ম পরিচয়। হে অগ্নি, তুমি অজর, অক্ষয় তোমার তারুণ্য। তারই জ্বলদর্শিতে আমাদের জড়িয়ে ধব, পুনোদা হয়ে নিয়ে চল তোমার কবিকে তোমারই সেই সমুদ্রবাসা মহিমার দিকে।^৫ আমাদের নাড়ীতে-নাড়ীতে বইয়ে দাও তোমার অনিবার্ণ জ্বালার স্রোত।

রাজা (সা।) মহাভরতে আয়ু পূর। অগ্নি আয়ু বা প্রাণ। নহুষরা অগ্নিদেবত হলেও অনুসরণ করেছেন প্রাণের যাত্রা। ভয়তক মনোদেবতা, নহুষ ইন্দ্রকে পেয়েও পেলেন না, ঋষির শাপে বিভ্রান্ত হয়ে সর্প হয়ে গেলেন, মূর্খপন্থার যোগে সর্প প্রাণের প্রতীক (৪ অবদু কান্দন্যে সর্পের আখ্যায়িকা টী ১২৭২)। ঋগ্বেদে দেখি, নহুষের ফেলে যযাতি ১০ ৬০.১। তাঁর অনুব্রহ্মপদ, চিরযৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যোগের অব্যবহিত দাবী সূচক, ঋগ্বেদে যা অগ্নি ২ তাঁরনা এবং আদিত্যকে ধরে যমপথরূপে আভ্যাসিত (১।১৬৪.৬৬, টী ৪২)। ‘গান্ধর্বীং পথাম্’ - গান্ধর্ব দেবগান্ধর্ব বিদ্যবাসু বা আদিত্য (১০।১৩৯।৫, টী, ২৫০২)। তাঁর পথ বা দেবদানের পথ ‘ঋগ্বেদে গান্ধর্ব পথ’। অথবা নিম্নে বাক্যে গান্ধর্বী (১।১১), গায়ত্রীবিপণী বাক্য, গান্ধর্বদেব তুলিয়ে সেম নিয়ে এসেছিলেন বলে ঐরা ১।২৭, ৭ ৩।২ ৪।৩ ৪।১।১২। ঋগ্বেদে এই গান্ধর্ব ও বিদ্যবাসু। কিন্তু বহুত গান্ধর্ব প্রাণচেনা, তু ঐতিহ্যে আনন্দমীমাংসা ২ ৮।। আদিত্য তখন প্রাণের পী (প্র ১।৮), আকাশের নামরূপ নির্বাহেব শক্তি। সেম বা অমৃতচেনা তারও ওপারে, সূর্য্যবাব ভেদ করে সন্মানে পেঁছতে হয় (মু ১।২।১১)। গায়ত্রী এই পথের দিশারি। তাই তাঁর পথও ‘গান্ধর্বীং পথাম্’। গান্ধর্বের প্রাণসম্পর্কে তু অ গান্ধর্বী অস্ম, অপা ৮ যোযা ১০।১০।৫, রপদ্ গান্ধর্বী অপা ৮ যোযা ১১।২। গান্ধর্বীং < গো + যুক্তি তু যুক্তি পা ৬।১ ৭৯ ২, সা গান্ধর্বী ৩৮ যুক্তি ৩টি অসিকরণে স্কিন্ রদ্ বা যুক্তি ররনম্, গরব ররনম্ অস্মিতি ঋ ১।২৫ ১৬। গোচরভাম, গোচ্চ, মার্গ। বৈপ। তু পবাস্ম যন্তি ধীতয়া গান্ধর্বী ন গবতিব্ অনু। ঋ ৩। গোচ্চ থেকে বৈপিয়ে গোবাচ ধরে গব্ বা যেমন গোচরে ছাঁড়িয়ে পড়ে। এখানে স্কিন্টি অর্থই পঙ্কতা যাচ্ছু ছেঁড়িয়ে পড়া তু উর্বাৎ গবতিতম্ ৯ ৭৮।৫, ৮৫।৮। অগ্নির ‘গবতিতম্’ হল দেবদানের পথ ধরে তাঁর শিখাদের আদিত্যে পেঁছান এবং সেখানকার পূজা জ্যোতিষতে ‘ধেতে’ তু আ নো মিতাবরূণ, গবতিব্ গবতিম্ উফতম্, মদনা বজাতিস সূক্তম্ ৩।৬২ ১৬, ৭ ৬২।৫, ৬৫।৪, ৮ ৫ ৬, যাতেন নো মদনা ক্ষমম্ উফতম্ ১।১৫৭।২। এখানে অধ্যায়বর্ণনা সম্পৃষ্ট, গবতিতে অবিচ্ছিন্ন ধ্যানপ্রবাহের পদনি আছে তাকে জ্যোতিষত প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া এবং যোগভূমির অমৃতসিক্ত করার প্রার্থনা। নিম্নর হওয়া। তু ১০।৭১।৩। ১ ৪।৫৮।৫, ১১; টী, ১৩১০, ১১০, ২১০০।

[৩০৪] ঋ অগ্নয়ে ব্রহ্ম গবতস্ ততক্ষন্ অগ্নিং মহাস্ অরোচাম্ সূব্রহ্ম, অগ্নে প্রার জবিতারং যদিন্দ্রা হপেন মতি দ্রবণম্ আ যজ্ঞস্ব ১০।৮০ ৭। তু ১ ১১০।৪, টী ১১৩। ২। ‘তক্ষণ’ অবাস্তু হতে বাস্তু করা। দ্র ‘ব্রহ্মণ’। তু ৮।১০২।৪-৬। সূক্তের শেষে সা অর প্রতি বাক্যম্ অন্যাভিধানং তস্য ভূতাত্ত্বপ্রদর্শনার্থম্।^৬

স্মৃতি বাজম্ভর-রচিত সৌচীক অগ্নির ইতিকথা এবং প্রশাস্তি এইখানে শেষ হল। দেবতার প্রসাদে অগ্নিকে আমরা খুঁজে পেয়েছি আমাদের মধ্যে, দেবাত্মভাবেব সিস্থির জন্য তাকে করেছি সুসমিধ ৩০৫।। কিন্তু দেবযানের পথে চলতে গিয়ে প্রথম পর্বেই আসে অদিব্যাশক্তির বাধা রক্ষের আকারে কে তাকে দূর করবে? কববেন এই অগ্নিই রক্ষোহা হয়ে। এইবার তাঁর পরিচয়।

যক্‌সংহিতাতে অগ্নি বিশেষ করে রক্ষোহা, যদিও রক্ষঃ অদিব্যাশক্তি বলে তার বাধা দূর করবার সামর্থ্য সামান্যত সব দেবতারই আছে। তাঁর পর্বেই রক্ষোহা হলেন ইন্দ্র এবং সোমঃ আর অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরিক্ষে বৃহস্পতি মরুদগণ এবং পর্জনা, দুদালকে অশ্বিনয় সবিতা ও মিঠাবরুণ ৩০৬।। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তিনিই যখন রক্ষোহা, তখন ধরা যেতে পারে, তার বাধা পার্থিবচেতনার বাধা এবং তার সঙ্গে লড়াই চলে এই পার্থিবলোকেই। কিন্তু সংহিতায় তাকে বর্ণনা করা হয়েছে অন্তরিক্ষচারী বলে, অর্থাৎ রক্ষঃ স্বরূপতঃ অবিশুদ্ধ প্রাণের বিকার। কিন্তু তার অধিকার অর্চিতির গৃহাশয়ন পর্যন্ত প্রসৃত।^১ এইজন্য তার আরেক

[৩০৫] যজ্ঞে প্রথমে অর্ঘ্যভুক্ত সুসমিধ অগ্নির নাম 'জাতরোহা'। ৫ টীম্ ১৭৮ ১৭৯।

[৩০৬] ঋতে যজ্ঞোযস্যস্বের মাত্র একটি ইন্দ্রসোমের (৭ ১০৮), আর সবক'টি অগ্নির (৭ ৮, ১০৮৭, ১১৮, ১৬২)। অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম এই তিনজনই স্বর বহুমুখত ম্যাদেবতা। অদিব্যাশক্তিকে পরাভূত করবার বীম্য তাদেস সবাই থাকবে বিশেষ করে প্রকাণ্ড ঋকে রক্ষোহা বৃহস্পতি ২ ২৩১৯, ১০১৮২৩; ইন্দ্র ১১২৯১১, ৬১২১৭, মরুদগণ ১১৮৬১৯, ৫১৮২১০ (রক্ষঃসপারী লক্ষ্য), ৭১০৮ ৭ (সঙ্গে অগ্নি এবং বৃক), ১০৮ ১৮, পর্জনা ৫ ৮৩১২ অশ্বিনয় ৬১৬৩১০, ৮১০৫১৬-১৮ (যুগা হতঃ রক্ষাংসি সেধতম্ অর্ঘ্যায়ঃ), রক্ষের সঙ্গে অমানার বা ব্যাধির যোগ ল, রক্ষঃ তখন দেহাশিত যোগবিধা, সবিতা ১১০৫১১০, মিঠাবরুণ ১০ ১৩২ ২; সোম ১১৬৩২৯, ৭১১১ (সঙ্গে 'দুহ'), ৮৬১৮৮, ৯১১৮, ১৭ ৩ (৩৭১২, ৫৬১১, ৮৯১৮, ৬৩ ২৮, ১১০১২২, ১০৮১৬, ৮৫১১। এছাড়া অগ্নি বহু ক্ষেত্রে একত্রে অগ্নিন্ হি বক্ষসাম্ অপরহতা শ ১১২১১৬, ৯, ২১৩৩, শা ৮১৭, ১০১০, অগ্নিবৃ হৈ জ্যোতী রক্ষোহা শ ৭১৬১১৩৮, তে দেহাতঃ হবিদূর্ অথ বৈ নো বিবক্ষস্তমঃ শ ৩১৩৩ ৮। ২ ঋ ১০৮৭ ৩, ৬, ৭১০৮১২৩ শ অম্লং বেদম্ উভয়তঃ পারীক্ষ্যং রক্ষো হন্যিবক্ষম্ অনচর্বাৎ ৩১১৩১৩১, ৭ তু ঋ ৭ ১০৮১৩, ৫ টী ১৮৯২। ৭ ঋ ১৩ 'ওমেরঃ' ৭ ১০৮১১, তু বয়ো পার্থা য়ে ভূমী পত্যান্তি নক্ষত্রঃ ১৮ (রক্ষের কামবৃষিতা) নির বৃা 'রক্ষো রক্ষিতরাম্ অস্মাদ্, রক্ষসি ক্ষণোতি (হিনস্তি)। ইতি বা বাস্তো নক্ষত্র ইতি বা ৯ ১৮ (বহুস্ - বক্ষস্ মন্ডারিত, অস্মাদিক বা < It is better to drag, to pull one's clothes। ৭ তু ঋ ঋতং যো অগ্নে অন্তেন হসিত অপরদক্ষু জ্যোতিষা দৈবোন সত্যং ধ্বন্তম্ অচিৎ ন্য ওয ১০৮৭ ১১, ১২ (৭১০৮ ১)। ৭ তু ইন্দ্রমৃধা অগ্নি ও ঋষির নাম, তু য়ে 'শিবোত্তম' ৩১২১১০। ইন্দ্র রক্ষসা য়ে রক্ষণিষঃ ১০১৮২৩, ৭১০৮১২, ১৭৭৬৩, যাতনাম্, হবিমর্দনাম্ ৭ ১০৮ ২১। ৭ বক্ষঃ 'দক্ষঃ' ৭১০৮১৩, ৭। ৭ তু য়ে বা ভদ্রং দ্ব্যন্তি স্বর্বাভঃ আপন জোরে, ৭১০৮১৯, অক্ষসম্ ২, ৮, ভগ্নলোভঃ ৭, ১০৮৭১২২, ২৩, অপ হত বক্ষসা ৭৬ ১ ৭ তু অথম্ ৭১০৮ ২, (ইন্দ্র) হস্তা পাপসা রক্ষসঃ ১১২৯১১১। আরও তু ৭ ১০৮২৩ যার উত্তরার্ধ পার্থিব এবং দিবা 'অহস্'এর উত্তর ষ তু পার্থি বিবধ্যান্ বক্ষসা অরারণঃ ৮১৬৩ ১০। এই থেকে 'বক্ষ' শব্দের বৃা < ১ রক্ষ যুগেই মজ্যত এবং সম্ভাবিত বৈদু নিব ৮১১৮, অর্থে নয়, ৫ টীম্ ৩০৭। রক্ষণে অ'জ্জ, 'দেদান্ হ বৈ যজ্ঞেন বজমানাস্ তান্ অসংবক্ষসানি বক্ষঃ (বৃকল ন যক্ষাধি হতি, হন্ যান অবক্ষস্ তস্মাদ বক্ষাংসি শ ১ ১১১৬ (এখানও < ১ বক্ষ, কিন্তু অন্য অর্থে)। আরেকটি প্রকৃতিপত বৃা < বিস্ 'অনিষ্ট কবা', তু বক্ষোহা অগ্নির প্রতি স নো দিবা স বিযঃ পাতু নক্ষম্ ১০৮৭১১; আরও তু প্রতি ঋ বিযতো দহ, অগ্নে ষ্ণং রক্ষস্বিনঃ ১১২২৫।

পরিচয়, সে নিশাচর।° পায়ু ভারস্বাজের ভাষায়, সে অচিৎ, সত্যকে সে বাঁকিষে দেয়, ঋতকে হত্যা করে অনৃত দিয়ে, অগ্নি-ঋষি অথর্বার মত দল্লোকের জ্যোতি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হয় তার মর্মে।° অনৃতস্বভাব বলেই সে রক্ষস্বেষী, যজ্ঞের বিঘ্ন, গুপ্তঘাতে আহুতিকে পণ্ড করে দেওরা তার ধর্ম।° মানুষের যত দৃষ্কৃতি, তার মূলে এই রক্ষের প্ররোচনা।° যাকিছু সুভদ্র তাকে আপনখুশিতে সে দূষিত করে, তার বচনে অনর্থ কর্মে বণ্টনা;° সে মূর্তিমান পাপ।° দেবতাকে সে দিতে জানে না, সব কিছুর আগলে রাখে নিজের জন্য; তাই সে 'রক্ষঃ'।°

এই অদিব্যশক্তি যখন মানুুষের মধ্যে 'আবিষ্টি' হয়, তখন মানুুষ হয় 'যাতুধান' বা 'রক্ষস্বী' [৩০৭]; মানুুষ আর তখন মানুুষ থাকে না। যাতুধানের প্রতি বৈদিক ঋষির বিরাগ এতই তীব্র যে সংহিতায় রক্ষঃ এবং যাতুধান শেষপৰ্যন্ত সমার্থক হয়ে গেছে।° যেমন অসুরের 'অদেবী মায়া',° তেমনি যাতুধানের 'যাতু' আমরা এখন যাকে বলি 'মাদু'। সে যাতু 'ঋতের' বিরোধী, ধ্যানের পরিপন্থী—দেবতার পরিচর্যা তা দিয়ে চলতে পারে না।° মননে বচনে বা কর্মে দেবহেলানের যে-পাপবৃদ্ধি, তা-ই যাতু। তার প্রভাবে মানুুষের প্রমাদ ও দ্রাবিড়ের ছবি ঋষি উল্লিখিত সন্তুদুটিতে বেশ কালো আর ফলাও করেই এঁকেছেন। উৎসর্গবিমুখতায় যে-রক্ষঃশক্তির পরিচয়, তা যার মধ্যে বাসা বেঁধেছে, সে 'রক্ষস্বী' আত্মভরি অসুর আর পাপের সে সগোত্র। মর্ত্যের মধ্যে সে দুর্দম্বা দুর্বিম্বান্ পাপভাষী ভোগলোলুপ, প্রাণের মুক্তধারায় বাঁধ দেয় নিজের স্বার্থে। সে সবার শত্রু।°

ইন্দ্র যেমন বৃহা, অগ্নি তেমনি রক্ষোহা [৩০৮]। এই রক্ষঃশক্তিকে তিনি

[৩০৭] তু. ঋ মা নো রক্ষ আ রেশীন্ আঘণীবসো (জদ্রুজদ্রলে আলো যাবি; অগ্নির বিপ) মা যাতুর যাতুমবতাম্ পরাগোতা পোষ্ট হতে দূরে, রহসার্থ দ্র টী ৩০৩; 'রক্ষাশব্দাদ্' দেশাৎ পরস্তাৎ, এতদ্ উপলক্ষণম্, অতঃস্তৎ দূরদেশে' সা। অনিবাচ্ (ভেজোহীনতা; দারিদ্র্য) অপ ক্ষুধম্ সেন্স (ষ্ট্রীকিয়ে রাখ) বক্ষস্বিনঃ ৮।৬০।২০ °দ্র স্ ৭।১০৪, ১০ ৮৭। ২৩ ৫ ২।৯ (এখানে রক্ষেরও উল্লেখ আছে), ৭।১।১০, ১৮।৫, আবার যাতুও 'মায়া', তু. ৭ ১০৪.২৮। °তু ৭ ৩৪ ৮ দ্র টী ৬৬°, 'নাহং যাতুং সহসা ন শ্বয়েন ঋতং সপাম্ অরুশ্যাস রক্ষঃ'—আমি যাদুর সেবা করছি। না—জোর করে বা শঠতার বশে, ঋতের সেবা করছি (সেই) অরুণ বীর্ষবীর্যের অর্থাৎ অগ্নির। ৫ ১২।২। °তু 'তাব ইদ দূঃশংসং মর্ত্যং দুর্বিম্বান্-সং রক্ষস্বিনম্' আভোগং হস্মনা হতম্ উদধিং হস্মনা হতম্' সেই (হোমবা) দুজন (অর্থাৎ ইন্দ্র আব অগ্নি) ওই দুর্ভাষণ মৃত্যুশস্ত দুর্বিম্বান্ আত্মভরি ভোগলোলুপকে মরণহানায় মার, জনাক (নিজের মধ্যে ধর) পেয়েছে যে তাকে মরণহানায় মার (৭।৯৮।১২, 'আভোগম্' তু 'আভোগম্' উপভোগম্ সা ১।১১০ ২, 'আভোগম্' ১১০।৫, 'উদধিম্' তু বলের 'উদধি' ১০।৬৭ ৫, এই ধাবাক হস্ত কবাই ইন্দ্র আর বৃহস্পতির কাজ), মা নো মর্ত্যং বিপরে রক্ষস্বিনে মা ঘশংসায় রীরধঃ (তার বশীভূত কবো না, হে অগ্নি) ৮ ৬০।৮। আরও তু ১ ১২।৫, ৩৬।২০, ৮।২২।১৮।

[৩০৮] রক্ষোহা অগ্নির ফলাও বর্ণনা ঋ ১০।৮৭ স্। সম্প্রসৃতীর দেবীযুগ্মের বর্ণনার সঙ্গে বেশ মেলে, যদিও তার মূল মনুসংক্ষে (১০।৮৩, ৮৪)। °১০।৮৭।২ (টী ৬১২), ৩ ৫। ২১০।৮৭।৬, ৭, ৪, ১৩; তু অস্তাসি বিধা রক্ষসম্ তপিতৈঃ ৭ ৭।১ (টী, ১৮৯), ৫ (টী ১৮৯), °দ্র ১।৭৫।২, ৬।১৪।২। °তু নৃচক্ষা রক্ষঃ প্যরি পশ্য বিক্ষু তসা ঈণি প্রতি শণীহি অগ্না তস্যাত্মন পৃষ্ঠীর্ (পজিব) হরসা (ভেজ দিয়ে < V ঘ্ > হ) শণীহি দেখা মূলং যাতুধানসা রক্ষ ১০ ৮৭।১০। নৃচক্ষাঃ—'নূন্ চষ্টে ইতি নৃচক্ষাঃ, কৃদন্তরপদপ্রকৃতিস্ববচম্' সা ১।২২ ৭; কিন্তু অনুরূপ 'সূর্যচক্ষস্' বহুব্রীহি। (Gildner তা-ই ধরে ব্যাখ্যা করছেন। এ-ভাৎপর্ষ আভাসিত কিন্তু বস্তুত সার ব্যাখ্যাই ঠিক) মানুষের দিকে দৃষ্টি মেলা রয়েছে যার, তিনি 'নৃচক্ষাঃ' স্পষ্টতই তিনি সূর্য তু নৃচক্ষাঃ সূর্যঃ ৭।৬০ ২, °চক্ষা এষ দিরো মধ্য

বধ করেন তাঁর অর্চিঃ দিয়ে, যারা জিভেব মত তাকে জড়িয়ে ধরে লোহার দাঁতে চিবিয়ে খায়, পর্বে পর্বে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় । বধের একটি সঙ্কল্পতর রীতি হল ধান্দুকী হয়ে বা বশা নিয়ে তার চর্ম ভেদ করে হৃদয়ের মর্মস্থানকে বিধ্বংস করা ।^{১৭} অগ্নি তখনই 'বেধস্তম ঋষিঃ' ।^{১৮} আর সঙ্কল্পতর রীতি হল, শুধু ঋষিটি দিয়ে নয় দীর্ঘট দিয়ে, 'নৃচক্ষুর পৌরুষদন্ত চক্ষুর তীক্ষ্ণঃ সন্ধানী আলো দিয়ে প্রবর্ত সাধকের গভীরে নিগূঢ় ওই রক্ষকে আবিষ্কার করে তার পঞ্জির গর্দভিয়ে দেওয়া, তার মূল মধ্য এবং অগ্রভাগকে ছিন্নভিন্ন করে তাদের প্রত্যেককে তিনটুকরা কবে ফেলা ।'^{১৯} বক্ষোহত্যার এই রীতির সঙ্গে ইন্দ্রনে আগুন ধরার সাদৃশ্য স্পষ্ট এই মর্ভা আধারের অগ্নিস্বাস্ত হওয়ারও । প্রথমে আধারের চারদিকে রচিত হয় দেবতার পরিবেশ 'আমি তাঁর মধ্যেই আছি' এই ভাবনার ফলে । তারপর বহিঃসং থেকে তিনি হন অন্তঃসং, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট । আর অবশেষে বাইব-ভিতর একাকার করে তাঁর 'আত্মবর্ণ দিব্য জ্যোতির' স্ফূরণ নীচে উপরে সামনে পিছনে থেকে সন্তপন অজব শিখার শত্ৰুশৃচি দহন দিয়ে অঘশংস রক্ষঃশক্তিকে জ্বালিয়ে দেওয়া ।^{২০} এই সর্বাংগাহী রক্ষোহা অগ্নিকেই কুংস জাগ্রবস বন্দনা করেছেন 'শৃচি' বলে ।^{২১}

আম্বে সর্বিভাঃ ১০।১৩৯।২, হরামহে সর্বিভারং চক্ষসম্ ১।২২।৭। ঋতে বিশেষণটি সব-চাতুর্যে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে সোমের বেলায় ১৯।৭৩ ৭, ৮০।১, ৮৫।৯, ৮।৯, ৮৬ ৩৬, ১।৯১ ২, ৮ ৪৮।৯, ১৫, ১।৪৫।১, ৭০।৪, ৭৮ ২, ৮৬।২৩, ৯২।২, ৯৭।২৪।। তাবপরেই অগ্নির বেলায় ১০ ৮৭ ৯, ১৭, ৮, ১০, ৮।১৯ ১৭, ৩।১৫।৩, ২২।২, ৪।৩।৩, ১০ ৪৫।৩।। দিনে সূর্য 'নৃচক্ষাঃ', রাত্রি কে? স্নানভারতই মনে হবে চন্দ্র। দেবতা শিশিসূর্য্যনেত্র এ-কল্পনার মতো আমরা স্পর্শচিত। যে মতে বিশেষ করে নৃচক্ষাঃ বলায় আর সন্দেহ থাকে না, সোম চন্দ্র এ ভাবনা গোড়াতেই ছিল। উদীয়মান সূর্যকে একজন্মগায় বলা হয়গেছে মিত্র বরুণ এবং অগ্নির চোখ ১।১১৫।১।। দেবতা হিনসন আমরা দেখেছেন তিনি হৃদয়ে থেকে আত্মম্যচক্ষু দিয়ে, স্বর্গকে থেকে মিত্রেব সোমচক্ষু দিয়ে, আবার লোকান্তর বরুণের সোম্যচক্ষু দিয়ে। এই সোম্য-চক্ষুর অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টিই বরুণের ১।২৫।১৩। অথবা সোমের 'স্পশাঃ' ১।৭৩.৭।। অগ্নি সূর্য সোম অথবা অগ্নি মিত্র বরুণ এই তিনটি দেবতাই প্রধানত 'নৃচক্ষাঃ', তারপর অন্য দেবতারা যেমন রক্ষণস্পতি ২।২৭ ৮, ইন্দ্র ৯ ৬৬।১৫।, বিষ্ণুদেবেরা ১০।৬৩।৪।। দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে মানুষও হয় 'নৃচক্ষাঃ' যেমন ৩।৫৩।৯, ৫৭।৬, ৮।৫৩ ৩০ মানুষ তখন বোদান্তব ভাষায় 'সাক্ষী' 'মূল্য' তু উদ বৃহ ওপড়াও। রক্ষাঃ সহমূল্য ইন্দ্র বৃশা মধ্য প্রহা অগ্নাঃ শর্গীহি ৩।৩০।১৭। আরও তু ১০ ৮৭।৮, ৯, ১২ ১০।৮৭।১২; স্বং নো অগ্নে অধরাদ্ উদন্তাঃ স্বং পশ্যাদ্ উত বক্ষা পুরস্তাঃ, প্রতি তে তে অজবাসস্ তপিত্বা অঘশংসং শোশচতো দহন্তু ২০ ৫৮ ১।৯৭ সূ. টীম্ ১৬৯। ধুরার অঘ-রক্ষাঃ; তু ইন্দ্রসোমা (নিঃশেষে পোড়াও ১) সমা অঘশংসম্ অভ্য অঘম্ ৭।১০৪।২ (১-রক্ষাঃ ১)। আবও তু অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি 'শত্ৰুশোচিব' অমর্তাঃ, 'শৃচিঃ' পাবক ঈডাঃ ৭।১৫।১০, ৮।২৩।১৩, যো রক্ষাংসি নিজ্জ্বতি (জ্বালিয়ে যাবেন) বৃষা 'শত্ৰুগে শোচিষা', স নঃ পর্যদ্ অতি দ্বিব্যঃ ১০।১৮৭।৩, এটি সন্তের ধুরাঃ। ৮ ৪।৫।১ (টী ১৮৯।), অঘশংসঃ ৩। বাক্যাস্ত্রজ্ঞানুর বিদ্যাস ল প্রথমে ৪।৪ সূ., তার আদিতে আর অগ্নেই কতকগুলি রাক্ষাঃ্য মন্ত্র, যেন অনেকটা প্রসংগক্রমে। সৃষ্টিতে অগ্নি 'পায়' ১০।, তাঁর শিখারও 'পায়' ১২, ১৩), শেষ ঋকে আছে, 'দহাশংসঃ (দুর্ভাষণ) বক্ষসঃ "পাহা" অস্মান্ দ্রুহা নিদো মিত্রমহো (হে মিত্রজ্যোতিঃ) অবন্যাং (এখানে বক্ষাঃ চিত্তের আদিব্য বৃষ্টি এই পায়, অগ্নি হতেই বিশিষ্ট বাক্যাস্ত্রজ্ঞের ঋষি 'পায়' ১০ ৮৭)। দেবতার সাযুজ্য তাঁর মধ্যে দেবশক্তির আবেশে তিনিই অগ্নি, তু সোময়াগের ব্রহ্মা, যার ব্রহ্ম ব্রহ্ম ও শক্তি দু'য়েরই আশ্রয় ছা ৪।১৭।, তাবপর ৭ ১০৪ সূ.; এখানে প্রধানত ইন্দ্র আর সোম বক্ষোহা (পরে আলোচ্য)। তাবপল ১০।৮৭ সূ.; এইটিই পুরাশূরী বাক্যাস্ত্রজ্ঞ, দেবতা অগ্নি। তবু এখানেও রক্ষাঃ চৈতস্ আদিব্যশক্তি তাবপল ১০ ১১৮ সূ.তে মাত্র দূর্ভা বাক্যাস্ত্র মন্ত্র ৭, ৮।। তাবপল ১০।১৬২ সূ.তে রক্ষাঃশক্তি সঙ্কল্প থেকে স্থলে ফুটে উঠেছে। শৌভে আমরা দেখি তারই বিস্তার (বিল্ল 'রক্ষাঃ')।

রক্ষোহা বা শূচির পর অগ্নি দ্বিবিণোদাঃ। অগ্নিদহনে অদিবাবশিষ্টি নিরাকৃত হয়েছে, আধার এখন অন্য এবং শূচি। এবার তার সর্বত্র সঞ্চারিত হবে আবিষ্টি দিবাবশিষ্টির উদ্ভবস্রোত। দেবতা তাই এখন 'দ্বিবিণোদাঃ'।

সংস্কাটির অর্থ 'যিনি দ্বিবিণ দান করেন'। নিষংটুতে দ্বিবিণ ধনের একটি নাম [৩০৯]। যেমন অন্যত্র, তেওঁর এখানেও ধনশব্দ সামান্যবাচী, নিষংটুতে উল্লিখিত ধন একরকমের নয়, তাদের মধ্যে সুস্ক্রু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ধবা যায় নিরুদ্ধির দ্বারা।^১ আবার নিষংটুতে দ্বিবিণ 'বলেরও নাম'।^২ দুটি অর্থের অনুকূলেই যাস্ক শব্দটির ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ কবছেন 'দ্রু' ধাতু থেকে।^৩ তাঁর ব্যুৎপত্তি হতে ধনের বাঞ্ছনা দাঁড়ায় দেবতার প্রসাদে এবং বলের বাঞ্ছনা সজ্জিত বীর্যে। দ্বিবিণোদা দুয়েরই 'দাতা'।^৪

কিন্তু সংহিতায় দ্বিবিণের একটি রহস্যার্থ আছে। একজায়গায় অগ্নিকেই বলা হচ্ছে 'দ্বিবিণস্' [৩১০]। সাগর তার ব্যাখ্যায় বলেছেন 'সততগমনস্বভাব'।^৫ অগ্নির

[৩০৯] ২।১০, এই অর্থই সাধারণত গ্রহণ করা হয়।^৬ এইখানেই নিরুদ্ধিত পার্থক্যতা। মনে রাখতে হবে, বেদ সম্বোধন্যস পঠিত তু নিবা ক্যামি, নিচনা কামিণি অ ৪ ৩ ১৬; পরোক্ষপ্রিয়া হি দেবঃ ঐট ১৩।১৬- অত্র তু বোধ্য অব্যবহৃত্য বৈদিক ভাষা সম্পর্কে মন্তব্যঃ- 'ওষা শ্বেতচ্ছাগনিপাতনসা নবকাদিদ্বেষম্ অনুভবন্তি সম্বোধন্যম্ অজানানিহাঃ'; শ্বেতবোর লক্ষ্য ইতস বাগ্ম্যং শ্বেতম্ আলোভত তুতকমঃ ২।১১।১২, তার অনেক শব্দই পারিভাষিক (তু নগো সিয়ংবা 'কদা তুতকম' মতী অংশসন' অ ১।৬৭।৪)। একথা ভুলসে ব্যাখ্যাতব্যেই সহজতাই ঘটেছে পারে। ২২।৯। 'ধনং দ্বিবিণম্ উচ্যতে যদ্ এনদ্ অবিচলিত'। বলং বা দ্বিবিণং যদ্ এনমাভিগমন্তি ৮।১। 'দ্রু' 'চেষ্টে, দ্রুতম্, তু 'drumados running a course' 'dromos course' 'drupetes' a fugitive', 'drasnos' 'flight' < Ar base *dru-, *dra-, *dro- 'to run, to be active', অতএব 'দ্বিবিণ' চাঞ্চল্য উদয় শক্তির স্রোতঃ। অধ নিক ন্য < 'দ্রু' কাঠে বনসম্পদ, অসমীচীন এবং ক্রিযে বিকল্পস্বপ দ্বিবিণস্, 'সুকাংগোপজ্ঞানশ্ চন্দ্রমঃ সা অ ১।১৫ ৭', 'তু নি তস্য দাতা দ্রুবিণোদাঃ ৮।১, সার বৃহ < 'দ্বিবিণ (সূক্ত) + কট। + কিপ্, 'এবং দ্বিবিণস্' শব্দা ধনোচ্ছাবচনং দ্রুবিণোচ্ছাং দস্মাতি যথেষ্টনপ্রদানেনো পক্ষপাত্তি ইত্যর্থঃ' ক্রিপ্ এবং দ্রুবিণে দঃশব্দঃ সকাব্যাক্রোভাভাতি', কিন্তু তু অ দ্বিবিণোদা দদাতু নঃ ১।১৫।৮, অধ স্মা নো দদিস্ ভব ১০, তদবশো দদিসঃ ২।৩৭।১, সেদু উ হবো দদিসঃ ২।

[৩১০] অ ৩।৭।১০, অগ্নিব সম্বোধন 'দ্বিবিণঃ'। অন্যত্র তু 'দ্বিবিণা' ৬।১২ ৩, দ্রু টী ২২৭। 'দ্বিবিণঃ সততগমনস্বভাব চে অগ্নি। দ্রু গতেই ইত্য' অস্মাং দ্রুদক্ষিণাম ইনন্ ইত্যন প্রত্যয়ঃ সম্প্রদেহী সোব জোপাভাবশ্ চান্দ্রসঃ'। 'তু ক যদ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ একতি নিঃসৃতম্ ২ ৩।২' 'তু অ মা হা সোমসা গল'দয়া সনা যাজ্ঞ' অহং গিবা, ভূগিৎ (গল) মগং ন সবনেদু চুক্রঃ ক্রেশ কদ তুলি ক জ্ঞানং ন যাজিৎ ৮ ১ ২০, সা 'গল'দয়া গালনেনা-প্রাণগেহঃ 'মগং ন' সিংহম ইল ভীমম্)। অত্র তু নি গল দা মননয়ো ভবন্তি গলনম্ আসু ধীয়তে। 'আ হা বিশাল' ইন্দ্রম্ আ গল দা মননীমাম্' ৬ ২৬। 'আ গল দা মননীমাম্, মননীম্ খাত বযো। 'গলদা' প্রবাহ আর খাত দুইই। অধ্যায়দীপ্তিতে দেবতা আম্রদেই করেন তাঁর পানপাত্র, আম্রের নাড়ীতেই সোমের ধারা উজ্জল বহিয়ে দিই তাঁর ঔষদশাল। তখন সমস্ত জাতুই যোগ্যত্মক। 'গল'দা। গল।' আম্রা যেমন নিঃস্রব্দেব চোরে দিই দেবতার মধ্যে দেবতাও তেওঁর নিঃস্রব্দে চালান আম্রদের মধ্যে। এটি অন্যান্যসম্ভাবন (গী ৩।১০-১১)। দেবতার 'আধান' তু অ দম্যসি বজ্রং দ্বিবিণং চ দাশবুঃ (অগ্নে) ১ ৯৫।১৬ অথ দদন্তি গং জবিহে ইন্দ্র। ৪ ২০।৯, শ্রুতং নো অত্র গং যথা দগং (সবিতা) ৫৪।১; প্রজাং চ ধত্তং গং চ ধত্তম্, সংজাষসা উমসা সুর্যো চ অশ্বিনা ৮।১৫ ১০-১২; সন্তত আলোব স্রোতের আধান। এরা পরস্পর গং দধানঃ সোম। ৯।৯৬ ১২, অহং দম্যসি গং হসিষ্মতে (রাক্) ১০ ১২৫।২। 'তু ৮।৩৫.১০ ১২ ক্রুর ধবা দেবতা যেন আম্রদের মধ্যে আঁহিত করেন প্রজা দ্বিবিণ এবং উজ্জ'। এদের নিতে হবে বিপরীতক্রমে; পুথ্যমে 'উজ্জ' যাতে অতএবান্ত চেতনা হবে গোহান্তবিত্ত তারপর 'দ্বিবিণ' বা দেববীর্ষ, অবশেষে 'প্রজা' দেবজাতকরূপে আম্রদে প্রমত্ত জন্ম, 'তু বজ্রগস্' পতিব্ বর্ষাভব্ রবাহেব ঘম্পস্বাদিওব্ (ঘাম্বরানো) দ্বিবিণং ব্ আনট্ ১০।৬৭।৭; 'বৃষ' বীর্যেব, 'বরাহ' প্রাণের এবং 'যম' তপঃশক্তির

শিখারা নিত্যচঞ্চল। এই চাঞ্চল্য প্রবহমান প্রাণের ধর্ম।^১ আমাদের মধ্যে সমিদ্ধ অগ্নি উর্ধ্বস্রোতা শীর্ষণ্য প্রাণচেতনারূপে অভিযান্ত্রিক হন, এ ভাবনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। বস্তুত প্রাণাগ্নির এই উর্ধ্বস্রোতাই হল 'দ্রুবিণ' এবং তা-ই যাস্কের নিরুক্তি অনুসারে যজ্ঞমানের 'বল' এবং 'ধন'। নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবাহিত অগ্নি অথবা সোমের এই-যে ধারা সংহিতায় তার পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'গল্দা'।^২ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, সেখানে প্রায়ই দেবতাকে বলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে দ্রুবিণের 'আধান' করতে।^৩ এ যেন আমাদের গোষ্ঠান্তরিত চেতনার দেবতাব বীর্ষাধান, যাতে আধাবের বন্দ্যাস্র ঘোচে।^৪ সংহিতায় তাই দ্রুবিণের এই পরিচয় : ব্রহ্মণস্পতি অন্তর্মুখ প্রাণের সমর্থ বীর্ষ্যে এবং তপঃ-শক্তিতে আবিষ্কার করেন দ্রুবিণকে ; বিশ্বকর্মার ইচ্ছায় এবং আবেশে তা' উৎসারিত হয় সৃষ্টির মর্মমল হতে, তা বীর্ষ্যে বলমল।^৫ দ্রুবিণের পাশাপাশি রক্তের উল্লেখ আছে অনেকজায়গায় : দুয়েব তফাত জগ্মমস্বে আর স্ধাবরস্বে-দ্রুবিণ চিৎশক্তির প্রবাহ, আর রস তার কুট।^৬

এই শক্তিব ধারাকে আমাদের মধ্যে যিনি বইয়ে দেন, তিনি দ্রুবিগোদা। সংহিতায় তিনি স্পষ্টই অগ্নি বলে অভিহিত হলেও। ৩১১, তাঁর স্বরূপ নিয়ে নিরুক্তে বিচারের উল্লেখ আছে :^৭ ঋগ্বেদটুকি বলেন, দ্রুবিগোদা বস্তুত ইন্দ্র, কেননা বল আর ধনেব তিনিই দাত্তম, সমস্ত বলকৃতি তাঁরই এবং সংহিতায় তিনি 'ওজোজাত'। আবার অগ্নিকে বলা হয়েছে 'দ্রুবিগোদস'- ইন্দ্র হতেই তাঁর জন্ম বলে। ঋতুযাজ্ঞমস্তুে দ্রুবিগোদাব উল্লেখ আছে, অগ্নি তার প্রৈবয়ন্তে পাবেব নাম 'ইন্দ্রপান'। তাছাড়া সোমপান তো ইন্দ্রেরই বৈশিষ্ট্য, সুতরাং ঋতুযাজ্ঞমস্তুে যে-দ্রুবিগোদাকে সোমপান করতে বলা হচ্ছে তিনি ইন্দ্রই হবেন। এই পূর্বপক্ষেব জবাবে শাকপণি বলেন, সংহিতাতে অগ্নিকে স্পষ্টই দ্রুবিগোদা বলা হয়েছে : বল ও ধন দান দেবতার ঐশ্বর্যের পরিচায়ক, তা সব দেবতারই আছে, অগ্নিও ওজোজাত, তাই তাঁর নাম 'সহসঃ স্নুঃ' ইত্যাদি : অগ্নি 'দ্রুবিগোদস', কেননা ঋত্বিকেরাও দ্রুবিগোদা দ্রুবিণ সেখানে হবিঃ,^৮ সোমপাত্রকে যেমন ইন্দ্রপান বলা হয়েছে, তেমনি কোথাও তাদের বায়বাও বলা হয়েছে

যদিও পাত্রগুলি নানা দেবতাব, কাজেই এ-বলা সাধারণভাবে বলা ; সোমপান অগ্নিও করেন, সংহিতায় তার উল্লেখ আছে। সুতরাং দ্রুবিগোদা এই পৃথিবীস্থান

প্রাণিক : 'দ্রুবিণ' গ্রথান 'গো' বা জ্যোতির ধারা, বলাস্র বা পণিরা যাদের অববৃদ্ধ করে লেখেছে পাম্বলপুত্রীরের অন্তর্ব্যক্ত, দু সমস্ত সূ. ১, স আশিসা 'গম্' ইচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদ্ অরবী আ যিরেশ (১০ ৮১১, দু টী ১০৪৭), ৪১১১ ৩ (দু টী ৩০১) 'তু ১ ৯৪১১৪, ৪১৫১১২, ৪৪১১, ২১১৭, ১১৫৩১১...।' 'রস' দু. টী. ২২১।

[৩১১] দু খা দেবী অগ্নিং ধবান্ দ্রুবিগোদাম ১১৯৬ সূ. ধূবা. ১৮১-৩। 'নি যথো এতদ্ অগ্নিং দ্রুবিগোদসম্' অত্র (খা ২১৩৭ ৪, ইতি, ঋত্বিকো হ্র দ্রুবিগোদস ওচান্তে হবিস্মা দাতারঃ, তে চৈব জনয়ন্তি, 'অসীণাং পুত্রো অধিবাজ এয' (খা ৫৫৮) হত্ অপি নিগমো ভবতি ৮১২১৯। 'দ্রুবিণ যাজ্ঞপক্ষে হবিঃ যুতের (খা ৪ ৫৮৭ ১০, বা সোম্যব (১১২৯ ১, ৩০১১, ৩৪১১, ৪১১২-৪) ধারা। দেববীর্ষ্যের ধারা নেমে আসছে আবশরূপে, আর আত্মজ্যোতির ধারা উজ্জ্বলে চলছে। তাইতে দেবতা আব যাজ্ঞক দুইই দ্রুবিগোদা দুয়ে সাম্যজ্য। 'দু নি ৮১৩ দুর্গ' 'এবম্ অয়ম্ অগ্নিব্ দ্রুবিগোদাঃ সূক্তভাক্ হবিভাক্ চ নিপাতম্' এনৈতৎ মধ্যমং জ্যোতিঃ উত্তমং চ জ্যোতিঃ, এতেন নামধেয়েন ভজ্যতে ইতি। হরিভাক্ ও সূক্তভাক্ দেবতাদের প্রসঙ্গ নি ২১১৩, ৭১১৩, ১০১৪২।

অগ্নিই। তিনি যেমন সূক্তভাক্, তেমনি আবার হবির্ভাক্ও; অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে যেমন প্রাপ্তি উচ্চারিত হয়, তেমনি তাঁকে হব্যও দেওয়া হয়।*

দেবতার স্বরূপ নিয়ে এই-যে মতভেদ, অজ্ঞতা বা সংশয় তার কারণ নয়। এ ভেদ ভাবনার উপজীব্য ভূমির ভেদ। বস্তুত সব দেবতাই দ্রবিণোদা [৩১২], কেননা উপাসকের মধ্যে আবেশ ও চিদ্বীর্ষের আধান সব দেবতাই করেন। তাছাড়া সব দেবতাই যখন একের বিতৃতি, তখন দেবতায় দেবতায় স্বরূপত কোনও ভেদ থাকতে পারে না। তবুও প্রশ্ন হতে পারে, আবেশের ভাবনা আমরা কোন্ ভূমিকে আশ্রয় করে করব—পৃথিবী না অন্তরীক্ষ, দেহ না প্রাণ? এই প্রশ্নই সম্ভাষায় দাঁড়ায়, দ্রবিণোদা অগ্নি না ইন্দ্র?

ঋক্সংহিতায় দ্রবিণোদার উদ্দেশ্যে কুৎস আগ্নেরসের রচিত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত আছে। আর আছে দুটি ঋতুসূক্তে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে দুটি মন্ত্রগদ্যে তাঁর প্রশংসা। এছাড়া এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর কিছু-কিছু উল্লেখ আছে [৩১৩]।

কুৎসের সূক্তিটির রচনা ওজস্বী, তার মধ্যে দেবতার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় আমরা পাই। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দেবতারই মত এই সূক্তে দ্রবিণোদার মহিমা উত্তীর্ণ হয়েছে পরমদেবতার তুল্যতায়। ধূলাতে বলা হচ্ছে, দ্রবিণোদাকে ধারণ করে আছেন সব দেবতা অর্থাৎ সব দেবতার আবেশই দ্রবিণোদার আবেশ। তিনি তাঁদের সবার 'অন্তর্ভার্মী' [৩১৪]। দুর্লোক আর ভুলোকের জনিতা তিনি, বিশ্বরূচি হয়ে

[৩১২] তু ঋ 'ন চিদ্বীর্ষি রয়ঃ সসত্যম্ ইবা বিদন্' ন দৃষ্টীতির্ দ্রবিণোদেয় শসতে'—ঘুমন্তদের (কাজ থেকে চোরের মতন) কোনদিন কেউ বন্ধ পায়নি (অর্থাৎ তা এত সহজলভ্য নয়) তু টী ২২১০) গ্রীহীন সূতি দ্রবিণোদা দেবতাদের। উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় না ১।৫৩ ১, যা বায়ু এবং পৃথ্বী। রাজস্যা দ্রবিণোদা উত্ত ঋন্ ৫৫ ৮৩।৯, দ্রবিণ এখানে 'রাজ' বা ওজস্বীতা, তু ১।৯৬।৮; যন্তা ১০।৭০।৯; ইন্দ্র-বিজু ৬।৬৯।১, ৩, ৬...।

[৩১৩] ঋ ১।৯৬ সূ, ১।১৫।৭ ১০, ২।৩৭।১ ৪, ২ ১ ৭, ৬ ৩, ৫।৪৬।৯, ৭।১৬।১১, ৮।৩৯।৬, ১০।২২, ৭০।৯, ৯২।১১।

[৩১৪] ঋ দেবো অগ্নিঃ ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ১ ৯৬।১। আর বিকল্পব্যাখ্যা 'দেবোঃ' ঋজিহো গাহপত্যাদিবৃপেণ ধারয়ন্ত। তাঁর মতে এখানে বা 'দদাতোঃ' বিচ, 'সকাদাতোঃ' ই' অসূনি কৃকৃত নিন্দ্যদাতোঃ'। জনিতা বোদস্যোঃ (৪), নজ্ঞে যাসা বর্ণম্ অমেম্যানে, বর্ণে-বর্ণে বিরোধ স্থিতি করে < ১ মী 'হিংসা করা' তু ১ ১১৩।২, অর্থাৎ একজন কালো আবেকজন সাদা হয়ে। দাপয়েতে শিশুম্ একে সমীচী (মিলে-মিশে), দ্যাবাক্ষমা বৃক্ষা অন্তরু' বি ভাতি ৫) অর্থাৎ তিনি দিনে সূর্য, রাতে জ্যৈষ্ঠ, সূর্য আর অগ্নি একই পরমদেবতার দুটি বিভাব, দুইই এক। তু অগ্নিহোতার ইষ্টমন্ত্র 'অগ্নির জ্যোতিঃ সূর্যো জ্যোতিঃ' ইত্যাদি 'জ্যোতসা ৮ জয়মানসা ৮ কাম, সতশ্ ৮ গোপাং ভবতশ্ ৮ ভুবঃ (৭)।' ইম্যঃ প্রজা অজনয়ন্ মান্নাম্ (মানু মানুষ্যের আদিপিত্তা, আদি-যজ্ঞক; বহুবচন কল্পাবর্তনের সূচক তু ১০।১৯০।৩ এবার দেবতাবাদ 'অন্জাতা ১।৭৫।১ বলে 'মনবঃ' ১।৮৯ ৭, ৮।১৮ ২২, অতএব 'মনুর পী দেবতাদের সমতত্ত্ব), বিপবতা চক্ষসা দ্যাম্ অপশ্ ৮ (২) 'বিবস্বান্' পরমজ্যোতিঃ, আদিদেব। জগৎসাক্ষী বলে তিনিই চক্ষু তু ১।১১৫।১। *স মাতরিশ্বা পূর্ববারপুষ্টির্বিদন্ গাতুং তনয়াম্ স্বর্বাং (৯)। মাতরিশ্বা বিশ্বপ্রাণ, অগ্নির জনক (১ ৩১।৩, ৭১।৪, ৩ ৯ ৫) অর্থাৎ আমাদের মধ্যে জ্যোতির্ভবতীসার প্রত্যেক। *ঋ ৫।৩।৯, টী ২৫১৭। *ভম ঈলত প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ আরীর্ উজঃ পৃথম্ (৩), সহসা জয়মানঃ (১) পূর্বম্মা নিবিদা কল্যাতাম্যোঃ (২)। নিরিং তু ১।৮৯।৩। 'নিবিং' অতিপ্রাচীন দেবপ্রশংসিত, গদ্যে বচিত সংক্ষেপে দেবতার পূর্ণ পরিচয়। সূত্র তারই বিস্তার। তু এরা গভী বা এত উচ্চাধান যন্ নিবিদঃ ৩।১০।১। ঋর খিলকান্ডের পঞ্চম অধ্যায় এগাবটি নিবিং পাওয়া যায়। দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র মরুতান্, ইন্দ্র, সবিতা, দ্যাবাপৃথিবী, ঋতুগণ, বিশ্বদেবগণ, অগ্নি

বিভাও হচ্ছেন তাদের মধ্যে; অবুণা উষা আর গ্রামসী সন্ধ্যা অবিরোধে একই শিশুকে সংবর্ধিত করছে স্তন্য দিয়ে।^১ যা কিছু জন্মেছে, আর যা-কিছু জন্মাচ্ছে, তিনি তাদের নিবাস, যা কিছু আছে আর যা-কিছু হচ্ছে বিচিরূপে, তিনি তাদের বাখাল;^২ বিশ্বমানবের জন্ম দিয়ে তাদের আগলে আছেন, বিশ্ববানের চক্ৰ নিয়ে তাকিয়ে আছেন দুদলোক আর অপ্দের পানে।^৩ আবার তিনিই মাতারিষ্য - বহুবর্ণেণা যার পৃষ্ঠি, বিশ্বমানব তাঁর ওনয়, তাঁর জন্য চলার পথ খুঁজে পান তিনি স্বজ্যোতিব বেষ্টা হয়ে।^৪...এই তাঁর শাস্বত দিবা মহিমা। অথচ বিশ্বভুবনের জনক হয়েও তিনি আবার আমাদেরই পুত্র।^৫ আমরা আর্যেরা উৎসাহস আর অন্তরাবৃত্তির বীর্ষ্যে তাঁকে জন্ম দিই, যজ্ঞের প্রথম সাধনরূপে তাঁকে চেতিয়ে তুলি পূর্বতন অন্তর্গত বেদমন্ত্র আর প্রাণের কারিকৃতি দিয়ে।^৬ আর জন্মেই তিনি আমাদের মধ্যে সত্যি সত্যি আহিত করেন কার্বধর্ম, সিদ্ধ করেন তাঁকে দিষণা আর প্রাণের প্লাবন মিত্রের জ্যোতীরূপে।^৭ আমাদের উৎসর্গভাবনার প্রতিভান তিনি, সংবেগের চিন্ময় উৎস, জ্যোতিদের সঙ্গমবিন্দু, আলোর পাখির মন্ত্র আর সাধন।^৮ তিনি বিশ্বমন্ডর, তাঁর প্রসাদ বিদ্যুদ্বিসর্প হয়ে বয়ে চলে আমাদের মধ্যে।^৯ তাইতে তিনি দ্রুবিণোদা : আর তাঁর দ্রুবিণ ক্ষুপ্রগ, সপোরুশ, বীর্যবতী এষণা আর দীর্ঘায়ুর নিদান।^{১০}

বৈশ্বানর মনুংগণ, অগ্নি জাতবেদা, সোম। এগুই দেবের প্রধানতম দেবতা অগ্নির নিবিৎ এই অগ্নির দেবতায়, অগ্নিব্ মন্বিৎসঃ, অগ্নিঃ সুবমিৎ, হোতা দেববৃত্তঃ, প্রণীত্ব যজ্ঞানাম্, প্রখীত্ব যজ্ঞানাম্, অতঃপৌ হোতা, ওশিত্ব হবাবট আ দেবো বক্ষঃ, যক্ষন্ অগ্নির দেবো দেবান্, যো অঙ্গরা কর্ণতি জাতবেদাঃ। প্রসঙ্গক্রমে জাতবেদা অগ্নির নিবিৎ অগ্নির জাতবেদাঃ সোমোমাংসং স্বনীকশ্ চিত্তজানুঃ অপ্ৰাণিযান্ গৃহপতিস্ তিবস তমাংসি দর্শতিঃ ঘাতবাহন ঋতঃ, বহুর্লব্যাঃ স্তুতযজ্ঞা, প্রতীত্যে শরন্ জ্যোতী পলাজিতঃ অগ্নে জাতবেদাঃ ততি দৃক্ষ্যম্ অতি সহ আয়জ্যব, তুণো অপ তুণঃ, সন্নিধানঃ স্তোত্রারম্ অতঃসন্ পাতি অগ্নিব্ জাতবেদা ইহ শ্রবণ ইহ সোমোমাংসং, প্রোমাং দেবো দেবত ইতি অববৃত্ত দেব্যা দিযা, প্রোদং ব্রহ্ম প্রোদং ক্ষতম্, প্রোমং সুস্বস্তং যজ্ঞমন্ অববৃত্ত, চিত্রশ্ চিত্রাভিব্ ততিভিঃ শবদ ব্রহ্মণ্য আবসা গমঃ। প্রোমাং দেবঃ হতে শেষ-পর্যন্ত অংশটি প্রথম জুড়া আর সবগুলি নিবিৎ এই আছে। 'ব্রহ্ম' ও 'ক্ষত' উপনিষদের 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রাণ'—বৈদিক সাধনার দুটি মূখ্য সাধনসম্পদ। তু ক ১ ২ ২৫, ইতিহাসে যোক্ষধর্ম এবং রাজধর্ম; ধোদ্যে প্রম্মা এবং নীর্ষ। 'করত্যা' করত্যা কার্বকৃতির শ্রাব্য; তু ১১, এই কৃতিভিঃ 'আম্' বা প্রাণশক্তির, অভীসার আগুনে প্রাণই জ্বলে। 'স প্রজ্ঞা (আগেই মৃত, চিবকাল) সহসা জায়মানঃ সদাঃ কার্যনি বল সত্য। অথত্র লিখা, আগমঃ ৫ মিত্রঃ দিষণা ৫ সাধন ১। ইনি 'মিত্র' বা আনন্দের ব্যক্তিজ্যোতি (তু ৫.৩.১১)। 'দিষণা' বাক্ নিঘ ১।১১, রাগ্ বৈ দিষণা শত্রা ৬ ৫ ৪ ৫) অথবা প্রজ্ঞা (নিদ্য্য বৈ দিষণা ঠৈত্রা ৩।২ ২ ২), দ্র দেবী 'দিষণা'। 'অপ্' অন্তর্নিষ্কাশ্য প্রাণ। প্রাণ ও প্রজ্ঞার অবশেষ আধার আদিহাজ্যোতির্ভাস্যবী উষদ্বল্লোতা অগ্নির জন্ম। 'রাযো বৃধ্যঃ সগম্য নো রসনাং যজ্ঞস্য কেকুর্' গম্যসাধনো বোঃ ৬। 'বোঃ' < বিঃ 'পাখি'। তু ১।১৪৩.১১, এখানে আলোর পাখি, সূর্য—অগ্নিমন্ত্রে বীর উপাসনা। 'ভবতঃ স্প্রদানন্' ৩। 'ভবতঃ' তু অগ্নিব্ বৈ ভবতঃ, স বৈ দেবোভ্যা হবৎ ভরতি শা ৩ ২ (শ ১।৪।২।২, ১।৫।১।৮); এব উ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণো ভূষা বিভর্তি তস্মাদ বোহ ভবতঃ ইতি শ ১।৫।১।৮ (প্রাণো ভবতঃ ঐত্রা ২।২৫। দ্র সা, তু টীম্, ৪১৯। 'স্প্রদানন্' সর্পশীলানয়ুক্তম্ সা কিছুই তিনি 'স্প্র' বলছেন 'আরিচ্ছেন' বস্তুত নিশেষণটি 'দ্রুবিণোদস' 'এব সমার্থক' তু 'সদনং বয়ীপাম্' ৭, 'রাযো বৃধ্যঃ' ৬, দানের 'সর্পণ' ওই থেকে। 'দ্রুবিণোদা দ্রুবিণসন্' তু বসা দ্রুবিণোদাঃ সনবস প্র যৎসং, দ্রুবিণোদা নীরবতীম্ ইবং নো দ্রুবিণোদা রাসতে দীর্ঘম্ আয়ঃ ১০। 'সনব' নরযুক্ত পৌরুষযুক্ত, তেমনি 'নীরবতী' বীর্যবতী তু প্র যৎসি হোতব্ বৃহতীর্ ইযো নঃ ৩।১২২। 'তু দ্রুবিণসন্' দ্রুবিণোদঃ, সপোরুশ ২।৬।৩, অধুদ্বঃ স পর্ণাং বট্ আসিচ্চ ৩৭।১ (৭।১৬ ১১)। 'অগ্নিঃ স দ্রুবিণোদা অগ্নিব্ ব্বারা ব্ উপ্তে ৮।৩৯।৬, (১।১২৮।৬); আরও তু, ৬।১৬।৩৪, টী, ২১১৭।

আবার অমাত্র পাই, যেমন আমাদের মধ্যে তিনি ঢেলে দেন তাঁর দহনজ্বালা, তেমনি তিনিও চান আমরা তাঁর মধ্যে ঢেলে দিই আমাদের দেদীপ্যমান চিত্তের পূর্ণাহুতি।^{১১} তখন তাঁর উজ্জানধারায় জ্যোতিঃপথের রুদ্ধ দুবার খুলে যায় আমাদের সম্মুখে।^{১২}

তারপর ঋতুযাজস্কের দ্রবিশোধাঃ, ঋতু প্রকৃতিপরিণামের ঋতুচ্ছন্দা প্রবাহ বলে ঋক্সংহিতায় শব্দটি কালবাচী [৩১৫]। বলতে গেলে আমাদের অর্ভঙ্জ্যের কাল-মানের দীর্ঘতম একক হল সংবৎসর। তাইই মধ্যে পর্যায়ক্রমে চলছে ঋতুচক্রের আবর্তন। শীতোষ্ণ বা ওষধি এবং আমাদের পচন যাব উপর আমাদের বাইরের জীবনের নির্ভর তার ছক সংবৎসরব্যাপী এই ঋতুচক্রের সঙ্গে গাঁথা।^১ যেখানে আবর্তন, সেইখানেই মৃত্যু। সংবৎসর তাই মৃত্যুস্পর্শ, অমৃত সুবর্ণলোককে তা আচ্ছন্ন করে বেখেছে। এই আচ্ছাদন দূর করে অমৃতলোকের প্রজ্ঞানের জন্য সোম-যাগের প্রাতিঃসবনে ঋতুগ্রহপ্রচারণের ব্যবস্থা।^২ এ হল কালচক্রের আবর্তনকে স্বীকার করেই তার অতীত হওয়া, উপনিষদের ভাষায় সূর্যস্বার ভেদ করে অবায়াত্মা অমৃতপদ্রুদে অবগাহন করা।^৩

সংবৎসরে বারোটি পূর্ণিমা, বারোটি মাস। মাসগুলিকে দুভাগে ভাগ করলে পাওয়া যায় দুটি অয়ন। একটি উত্তরায়ণ, যখন সূর্যের দোলন উত্তরদিকে এবং দিনের আলোর ক্রমিক বৃদ্ধি, আরেকটি দক্ষিণায়ন, যখন দোলন দক্ষিণদিকে এবং আলোর ক্রমিক হ্রাস। জ্যোতিষগ্র আশ্বিনের কাছে একটির সংকট অমৃতের দিকে, আরেকটির মৃত্যুর দিকে। আবার মাসগুলিকে তিনভাগ করলে পাওয়া যাবে তিনটি চাতুর্মাস্য [৩১৬]। ছয়ভাগ করলে ছয়টি ঋতু বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির। ব্রাহ্মণের কোথাও কোথাও হেমন্ত আর শিশিরকে একত্র ধরে সংবৎসরে পাঁচটি ঋতুর কল্পনা আছে।^৪ নামেই বোঝা যায়, 'বসন্তে' আলো ফুটেছে, আর 'হেমন্তে' সব হিম হয়ে আসছে। একটিতে প্রাণের উদয়ন, আরেকটিতে অস্তময়ন। বসন্ত ঋতুমুখ বা বর্ষশিশিরঃ।^৫ যেমন সৌরমাসের নাম রাশি ধরে, আবার চান্দ্রমাসের নাম নক্ষত্র ধরে, তেমনি বেদে ঋতুলক্ষণ ধরেও বারো মাসের বারোটি নাম আছে

[৩১৫] ঋত 'কাল' একাবয়ী আছে ১০।৫২।৯, 'সংখ্যানেও তাৎপর্য' উপনিষৎ সমন্য, কিন্তু শোভে 'কাল' একটি দার্শনিক তত্ত্ব। কালঃ স ঈযতে পরমো নৃ দেবঃ ১৯।৫৪।৫ (ঐ. সু. ৫৩, ৫৮)। ঋতু তা হ্রস্বাদ্ যথর্জ্ আদিহাস্ তপতি ১০।৭৫, ওষধিঃ পচাত্ত ৮।১, ঋত্বো দেবঃ সর্বম্ অতোহা পচতি ৮।৩৩।২২, স্যিমলাঃ প্রজন্ চ প্রজন্মতা ওষধিশ্ চ পচন্তি ১।৩৪।৭। ২৪ তৈস ৬।৫।৩১। ৩৩ ম্ ১২।১১। অবশ্য মূর্ধ্ব মতে 'যজ্ঞরূপ প্লাব অর্জ'। ১২।২৭ কিন্তু ঋতু গোমী নচিকৈতার উপাখ্যান পৃ. ৮৬।

[৩১৬] কিন্তু সংবৎসরব্যাপী চাতুর্মাস্যের চারটি পর্ব বৈশ্বদেব, বরুণপ্রদাস সাক্ষেধ এবং শুনাসীরায়। যথাক্রমে ফাল্গুনী আষাঢ়ী এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় হয়ে সবার শেষে ফাল্গুনী শকুণপ্রতিপদে অন্তর্নিষ্ঠিত হয় (ঐ. কাব্যশ্রবণশ্রী ৫ম অধ্যায়)। ঋতু ঋ পণ্ড বা ঋতবঃ সংবৎসবস্য ৩।৮।৫, ঐ পণ্ড ত্রয়ো হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেন ১।২, ত ১২।৪৮, ১৩।২৬। পরে দেখব হেমন্ত শিশিরকে একসঙ্গে ধরা দ্রবিশোধার বেলায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঋতু তৈত্তা মুখং বা এতদ্ ঋতুনাং যদ্ বসন্তঃ ১।১২।৬-৭, তসা (সংবৎসবস্য) বসন্তঃ শিবঃ ৩।১১।১০।২। ৩৩ তৈস ১।৪।১৪, শব্দা ৪।৩ ১।১৪-২০। কখনও কখনও সংবৎসরে একটি অধিমাas হয়, তার নাম 'সংসর্প' বা 'অহঃপতি' (ঐ. তৈস. ঐ, সা.)।

মধু মাধব (বসন্ত), শুক্ল শূচি (গ্রীষ্ম), নভঃ নভস্যা (বর্ষা), ইষঃ উজঃ (শরৎ), সহঃ সহস্য (হেমন্ত), তপঃ তপস্যা (শিশির)।*

ঋক্সংহিতায় ঋতুদেবতাক তিনটি সূক্ত আছে [৩১৭]। প্রথম সূক্তের ঋক্স-সংখ্যা বারো, আর বাকী দুটির ছয় আর ছয়। সংখ্যাগুলি স্পষ্টতই মাসের সূচক। ঋতুর উল্লেখ সংহিতার সব মন্ত্রে নাই, অথচ ব্রাহ্মণে সব মিলিয়ে ধরে নেওয়া হচ্ছে আছে।* ঋতু ছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রেই অন্য দেবতার উল্লেখ আছে বরং তাঁবাই মৃধা, ঋতু গোণ, সোমপান করতে আহ্বান করা হচ্ছে দেবতাদেরই, ঋতুবা তাঁদের সহপায়ী। প্রথম আব দ্বিতীয় মন্ডলে দেবতার নাম আর ক্রম একই : ১ ইন্দ্র, ২ মরুদগণ, ৩ দেবপত্নীগণসহ ঋতু, ৪ অগ্নি, ৫ ইন্দ্র, ৬ মিত্রাবরুণ, ৭-১০ দ্রাবিণোদা, ১১ অশ্বিনবরুণ, ১২ অগ্নি গাহপত্য।*

দেখা যাচ্ছে, ঋতুযাজ্ঞমন্ত্রগুলির মধ্যে দ্রাবিণোদা একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছেন। চারটি মন্ত্রের একটি গৃহ্যের তিনি দেবতা, অতএব তিনি সংবৎসরের একটি চাতুর্মাসের দেবতা। কিন্তু এ কোন্ চাতুর্মাস? সংবৎসরের সূচনায় একটি চাতুর্মাস এবং তার ব্যাপ্তি বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই দুটি ঋতু নিয়ে। বসন্ত ঋতুমুখ, অন্ধকারের সন্নিবিষ্টত পরাভবে আলোব জয়ন্তী তখন, আদিভ্যের উত্তরায়ণের শুরুর। আমরা জানি, প্রতি অহোরাত্রে অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটে, যখন মধ্যরাত্রের অন্ধতমিস্রা বিদীর্ণ করে শুব্দ হয় আলোর অভিযান। অতএব স্বভাবতই মনে হবে, সংবৎসরের আদিতে অশ্বিনবরুণকে দিয়ে একটি চাতুর্মাসের আবম্ভ। অগ্নির সঙ্গে যেমন ঘৃতের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের বিশিষ্ট সম্পর্ক, তেমনি অশ্বিনবরুণের সঙ্গে 'মধু'র ৩১৮। ঋতুসংক্রান্ত অশ্বিনমন্ত্র দুটিতেও এই মধু উল্লেখ দেখতে পাই।

[৩১৭] ঋ. ১।১৫, ২।৩৬, ৩৭ ২১ ১৫ সূ. ১৪, ৬এ 'ঋতুনা' ৫এ 'ঋতু' 'অনু', ভাবই অনুরূপ ২।৩৬ সূ. কিন্তু ঋতুর উল্লেখ নাই। ১।১৫ সূ. ৭, ৮এ ঋতুর উল্লেখ নাই ১, ১০এ আছে 'ঋতুঃ', ১১, ১২এ 'ঋতুনা'। তার অনুরূপ ২।৩৭ সূ. ১ ৩এ 'ঋতুভিঃ', ৫এ নাই ৬এ 'ঋতুনা'। তিনটি সূক্ত মিলিয়ে ধরলে দেখা যায় সংহিতার পঞ্চম মন্ত্র ছাড়া প্রথম দুটি মন্ত্রে এবং শেষের দুটি মন্ত্রে আছে 'ঋতুনা' এবং মাঝের তিনটি মন্ত্রে 'ঋতুভিঃ'। কিন্তু পৈরাস স্তোত্রের বিন্যাসে প্রথম দুটি মন্ত্রে 'ঋতুনা', পনের চারটিতে 'ঋতুভিঃ' এবং শেষের দুটিতে 'আন' 'ঋতুনা'। 'আ' খিল ৫ ৭ ৫ তিনকুমারের সং, বিভক্তিভেদে মন্ত্রের এই তিনটি গৃহ্যের উপর ব্রাহ্মণে এই তৎপদের আরোপ করা হয়েছে। এরা ব মতে প্রথমটি 'পান' দ্বিতীয়টি 'অপান', তৃতীয়টি 'বান' ২।২১।। শতাব্দে প্রথমটি 'দিন' দ্বিতীয়টি 'রাতি', তৃতীয়টি আরার 'দিন', অথবা 'মানুষ', 'পশু', আবার 'মানুষ' ৫ ৩।১।১০ ১৩।। ল মন্ত্রের মন্তব্যে দ্রাবিণোদাব (অপান) রাতি, পশু।। বা ১।১৫ সূ. ৭ বিন্যাসে 'স্মার্ত' (সা)।। ২দেবতায় ঋক্সদের পাঠ থেকে পান কবনে, এইটি লক্ষণীয় পাঠের নাম যথাক্রমে হোত, পোত, নোত, আশ্বিনী ব্রাহ্মণ প্রশস্ত, হোত পোত, নোত, অমত বা ইন্দ্রপান, আধুর্ষ, গাহপত্য। এখানে সাতটি প্রাচীন ঋক্সের নাম পাওয়া যাচ্ছে অধুর্ষগণের অধুর্ষ এবং নোত, ব্রহ্মগণের ব্রাহ্মগাঙ্ঘসী আশ্বিনী এবং পোতা, আর তেজগণের হোতা ও প্রশস্ত মৈত্রাবরুণ। উদগাতৃগণের কেউ নাই। দ্র. ২ ৫ সূ. বিশেষত ২।৫।২; অশ্বিনবরুণ দ্র টী ১৭৩৩। এই সাতজন ঋক্স ছাড়া অষ্টম হলেন যজ্ঞমন্ত্র স্বয়ং। ত্র. ২।৫।২, প্রথমমন্ত্র ৫।৭।৫।১২। দ্রাবিণোদার তৃতীয় পাঠটি বিন্যাস (পরে দ্র)। সর্বত্র যার পাঠ তিনিই যজ্ঞ করেন, কেবল এইক্ষেত্রে করেন হোতৃগণের অষ্টাবাক (প্রথমমন্ত্র দ্র)।

[৩১৮] বিদ্র ঋ ৪।৪৫ সূ. ১ ৩ ১।১৫ ২, দ্র টী ২৭৮২। ২৭৮২ 'না' (১।১৫ ৩) এবং 'জনি' (২।৩৬ ৩), দুইই < ১ জন, অতএব জননী শক্তি। ৩ ত্র ১।১৫, ৬এইখানেই অগ্নি পূজার বসন্তবর্ষের সার্থকতা। দ্র ঋ ৬।৫২।১৬, ১।১৬৪ ৫১, টীম ২৪০, ২৪৩, ৮৮। ৭ 'গবেষ' আলোব এষণা আছে যার মধ্যে, বাংলা 'গবেষণা'তেও এই তাৎপর্ষ্য, ইন্দ্র বিশেষ

বসন্তের দুটি মাসের নামও মধু এবং মাধব। এগুলি উক্ত প্রকল্পের অনুকূল। অশ্বিনবসন্তে যে-আলোর সূচনা, গার্হপত্য অগ্নিতে^৩ তা প্রবৃদ্ধ, ইন্দ্রে সন্দীপ্ত, মরুদগণে উদ্দাম পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষ ছাপিয়ে দুলোকের উপান্ত পর্যন্ত যেন একটা আলোর ঝড় বইছে তখন গ্রীষ্মের দুটি মাসের শুক্ল ও শৃচি নামের সার্থকতাও এইখানে রাস্তাগেও এই দুটি ঋতুর মাসগুলিকে বলা হয়েছে ‘অহঃ’। তার পরের চাতুর্মাস্য বর্ষা আর শরৎ নিয়ে। আদ্য দেবতা ঋগ্‌ঋতু ও দেবপত্নীগণ ঋগ্‌ঋতু বিশ্বকর্মা বিশ্বরূপ প্রজাপতির প্রাচীন সংজ্ঞা। দেবপত্নীগণসহ^৪ তাঁকে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের মূখে স্থাপন করায় সূচিত হচ্ছে একটি প্রাজাপত্যরত^৫ আকাশ ‘নভঃ’ বা মেঘবাস্পে ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে চলছে বজ্রে বিদ্যুতে বর্ণণে ‘নভস্য’ অগ্নি আর পর্জন্যের দিবাক্ষোভ।^৬ আবার চাতুর্মাস্যের এই মধ্যবিন্দুতে উত্তরায়ণের শেষ, দক্ষিণায়নের শুরুর আলোর দক্ষিণ্য তখনও থাকে, কিন্তু ভিতবে ভিতরে শুরুর হয়ে যায় অবক্ষয়ের ক্রিয়া, বৃষ্টির তামসী মায়ার শনৈশচরণ। তাকে রোধ করতে তখন এগিয়ে আসেন ‘গবেষণ’ ইন্দ্র^৭ জ্যোতিরেষণা নিয়ে। বাইরের অবক্ষয় অপর্যাপ্ততার নিয়ম, তাকে রোধ করা যায় না। কিন্তু তাকে বাধা দিতে গিয়েই ভিতরের আলো জোর ধরে ওঠে। নিরোধযোগের এই রহস্য। অন্তরাবৃন্তিতে চেতনা তখন ‘উজ্জ্বলী’ হয়, সত্তার গভীরে ফোটে মিত্রাবরুণের ‘বসিস্ত’ জ্যোতিঃ বাস্তব ও অব্যক্তের আনন্ত্যে অন্তঃসত্ত্ব। এইখানে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের পরিসমাপ্তি। আবারও দোষ, অপকৃত্ব ঋগ্‌ঋতুর দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষ ছাপিয়ে দুলোকের প্রান্ত পর্যন্ত একটা জ্যোতিরদুর্ভাস—যদিও শেষের দিকে তা অন্তরাবৃন্ত।^৮

তারপর তৃতীয় চাতুর্মাস্য, তার অধিষ্ঠাতা একা অগ্নি দ্বিবিগোদা। এই চাতুর্মাস্যে দুটি ঋতু হেমন্ত আর শিশির। আদিত্যের দক্ষিণায়নের প্রভাব এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আলো আর তাপের অবক্ষয়কে বাইবে আর ঠেকানো যাচ্ছে না। মৃত্যুর হিম-স্পর্শ নেমে আসছে। কিন্তু অমৃতচেতনা তার কাছে হার মানবে না, ঋতুচক্রের আবর্তনের উর্ধ্বে সে যাবেই যাবে। বাইরের আগুন যতই নিম্নেতজ হয়ে আসছে, অন্তরের আগুন ততই জোর ধরছে। তার প্রকাশ এখন আর বহিঃচেতনায় নয় - অন্তঃচেতনার সম্মুখে, চিন্ময় প্রাণের নিগূঢ় সঞ্চারে। যেমন যোগনিদ্রায়, যোগীর বৈবস্বত মৃত্যুতে, প্রলয়ে জগৎপতির অনন্তশয়নে; প্রাকৃত জগতে বহু জীবের শীতনিদ্রায় বিশেষ করে সাপের। অগ্নি তখন ‘অহির্বৃদ্ধাঃ’^৯ প্রাণের বিস্ফারণে নয়, কুণ্ডলনে [৩১৯]। এই অহিবৃদ্ধ্যাই এখানে শৈশির চাতুর্মাস্যের দেবতা দ্বিবিগোদা।

করে ‘গবেষণঃ’, তু ১।১০২।৩, ৭।২০।৫, ৮।১৭।১৫। * ল দুটি চাতুর্মাস্যের দেবতাদের প্রায় সবাইকে আমরা ঋগ্‌ঋতু প্রথম অনুবাকেই পাই সেখানে আছেন অগ্নি বায়ু ইন্দ্র মিত্রাবরুণ অশ্বিনবসন্ত বিশ্বদেবগণ এবং সবস্বর্তী। এখানে অগ্নি মরুদগণ ইন্দ্র মিত্রাবরুণ অশ্বিনবসন্ত ঋগ্‌ঋতু এবং দেবপত্নীগণ। প্রথম অনুবাকে দেবতার ক্রম অনুসরণ করেছে লোকসংস্থানকে - প্রথম সত্ত্ব পৃথিবীস্থান অগ্নির দ্বিতীয় সত্ত্বের আরম্ভ অন্তরিক্ষস্থান বায়ুকে দিয়ে এবং তৃতীয় সত্ত্ব দূরস্থান অশ্বিনবসন্তকে দিয়ে (৭।১৫৪, ১০।১১, ১২।১১)। এর মধ্যেই বৈদিক সাধনার সমগ্র ছকটি সূত্রাকারে ধরা আছে। ঋতুসূত্রে দেবতার ক্রম আদিভাগ্যের ছন্দে।

[৩১৯] তু ঋগ্‌ঋতু প্রথমঃ পশুতাসু মহো বৃধো রজসো অস্য যোনৌ, অপাদশীর্ষা গৃহমানো অন্তা হঃয়োদ্ভূতানো বৃষভস্য নীলে।^{১০} তিনি জন্মালেন প্রথম জলন্তোতদের মধ্যে, এই

ব্রাহ্মণে এই চাতুর্মাস্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। সংবৎসরের দুটি চাতুর্মাস্যকে উপমিত করা হয়েছে দিনের সঙ্গে, আর এইটিকে রাত্রির সঙ্গে [৩২০]। এ যেন পশুচৈতন্য আচ্ছন্নতা, অন্যত্র যাকে বলা হয়েছে 'অপান'।^১ অপান মৃত্যুপ্রাপ্ত প্রাণ।^২ দ্রাবিড়োদ্য এই রাত্রির এই আচ্ছন্নতার এই অপানের দেবতা।

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি ঘুমিয়ে পড়লেও দেবতা কখনও ঘুমান না—তিনি অন্তশ্চেতন। এই মৃত্যু আর তমিস্রার আচ্ছন্নতার মধ্যেও চলে তাঁর অমৃত জ্যোতির তপস্যা। সংহিতায় এইটি সূচিত হয়েছে দ্রাবিড়োদ্যের উদ্দিষ্ট সোমপাত্রের বর্ণনায় [৩২১]।

রজোভূমির মহান্ চিন্ময় উৎসে, এর যোনিতে, তাঁর পা ছিল না মাথা ছিল না—নির্গৃহিত রেখাছিলেন দুটি অংকই, গর্ভেয়ে ছিলেন বাঁকবাকী বহস্যমণ্ডিত্যে ৪।১।১১। অন্তরিক্ষে প্রাণের স্রোত বইছে, তার মধ্যে অগ্নির প্রথম আবির্ভাব—মহাশাক্তির সেই মূলাধারে যার অতলে মহাবোধের নিগূঢ় দীপ্তি। তিনি তখন সাপের মত কুণ্ডলী পার্বত্যে আছেন, তাইতে বোঝা যাচ্ছে না কেথায় তাঁর আদি কোথায় বা অন্ত। যেমন তিনি মাক্কায়ানিতে, তেমনি আবার বাঁকবাকী দোম্পিত্যের সুনীল বহসেপ অতলে সংগোপিত এ যেন সৃষ্টির আদিতে কুমারসম্ভবের ছবি। ঠিক এই রীতিতে আমাদের মধ্যেও চিদ্রূপের আবির্ভাব ঘটে। অগ্নি তখন গহপত্য ঐত্র্যতে 'এম হ না অহিন্ বৃন্দো যদ্ অহিন্ গাহপত্যঃ' ৩৩৬। স্বতে অগ্নি 'অহিন্ ধূনিব্ সোমসি' করছেন, ফোঁসফোঁস করছেন। বাত ইন মৃজ্যমান্ (ফুঁসে উঠছেন) ১।৭৯১। সা বলেন 'বৈদুত অগ্নি'। এই নাভাসম্বারী অগ্নিলোভ থেকেই অহিভূয় মৃদাশ্বের কল্পনা, পুরাণে যিনি 'অহিবধ্য' [বিদ্যে]।

[৩২০] দ্র ৭ ৫।৩।১০-১১, ১৩ সংহিতায় মন্তবিন্যাসে দেখি প্রথম ছয়মাস প্রস্ফুট আলো, তারপর চারমাস অন্ধকার তারপর আবার দুইমাস আলো। দক্ষিণাষানের শেষ চারমাসের অন্ধকারকে বোঝাবার জন্য ব্রাহ্মণে হেমন্ত শিশিরের 'সমাস' (ঐ ১।১।) যাগের সময় অধ্বন্য এবং প্রতিপ্রস্থাতা দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের অভিনয় করেন (ঐস ৬ ৫।৩।৪।) ২৭ ৫।৩।১২, ৩০। ২ঐরা ২।২৯। ৩ হু ঐউ ১।১।৪, ২।৪, ৪ 'অন্তঃ চর্বাতি রোচনা হস্য প্রাগাদ্' অপানতী ত্রিওরে-ত্রিওরে চমছেন জ্যোতির্ময়ী (সাপরাজ্যী) তাঁর 'সুয়োর' প্রাণ (জু প্র ১।৮) বা প্রবাস হতে অপান বা নিশ্বাস টেনে ১০।১৮৯। ২। এই 'বোচনা' সেই সূর্যনিম্ন যা 'সমীমাদেক বিদীর্ণ' করে। আমাদের মত প্রাণীতে হয়ে একবার কুণ্ডলিত আবার বিস্ফারিত হয় দ্র ৩উ ১।৩ ১২-১৪।। সাপরাজ্যীর এই 'অপাননে'র ফলে প্রাণ এসে মর্ত্য আমাদের আবিষ্ট হয় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। আরও দ্র টী ১২৭।

[৩২১] দ্র ৪ 'অপাদ যোগাদ্ উৎ পোহাদ্ অমাত্রোত মন্ত্রাদ্ অজুযত প্রয়ো হিতম্, তুরীয়ং পাতম্ অমন্ত্রম্ অমর্ত্যং দ্রাবিড়োদ্যঃ পিবতু দ্রাবিড়োদ্যঃ' পান করলেন হোত্র হতে, আর পোত্র হতে পান করে। মন্ত্র তখন, আব নেম্বে হতে অস্বাদন করলেন যে প্রাণীর উপচার। নির্হিত ছিল তাঁর জন্য, (এবার) যে তুরীয় পাত্র অম্পৃষ্ট, বা নিরোদ। এবং অমর্ত্য, তা দ্রাবিড়োদ্য পান করুন দ্রাবিড়োদ্য পত্র হয়ে ২।৩৭।৪। দেবতা ও স্বর্গিক দুইই দ্রাবিড়োদ্য (দ্র. টী. ৩৯৯)। উপাস্য উপাস্যকব সাংস্রজো অম তঃ। ৩ হু অতুপাত্রগুলির নাম টী. ৩৭৭। দ্রাবিড়োদ্য ছাড়া আর সব দেবতা পান করছেন 'কতুনা'। কেবল ১।১০।৫এ ইন্দ্রকে বসে হচ্ছে পিবা সোমম্ স্বাতৃব্ অনদ্ এবং এরই অনুরূপ মন্ত ২।৩৬ ৫এ স্বতুর উত্তরঃ নাই। বহুবচনের প্রয়োগ যেন ইন্দ্র আর দ্রাবিড়োদ্য সম্বন্ধ সূচিত করছে দ্র টীকাশেষ। অথচ পৈষমন্ত্রে কিন্তু একবচনই আছে। ৩ অনুরূপ ভাবনা আছে ভা ১০ ২১।১এ। বাসের বাহি 'পালদোংগ্গম্ময়িক্কা', অথচ মালিকা গ্রীষ্মের ফলে। এখানেও সব স্বতুর সমাধাও। দক্ষিণায়ন রাত্রির প্রাধান্য কিন্তু রাত্রিও সেখানে আলো হয়ে উঠছে। দ্রাবিড়োদ্য বেলার কিন্তু রাত্রির কালের উপব জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর অন্তরাবাস্তির নিগূঢ় উয়্যসই বাস, স্বতে এই চাতুর্মাস্যকে 'পাশব' বলা হয়েছে (৪ ৩ ১ ১২)। তাই তার দেবতা 'পশুপতি' বা মাত্রে বৃন্দব নাম (১৬ ১৭)। কৃষ্ণও 'গোপাল' (যিকু 'গোপাঃ')। দুটি দেবতা যেন পরস্পরের আপবক। ৩ ১।১৫ ৯। ৩ ২ ৩৭।৭। দ্র সা, নি ৮।২। ৩ ভগ্না প্রৈষমন্ত্-হোতা যক্ষ্ম দেবং দ্রাবিড়োদ্যম্ অপাদ যোগাদ্ অপাং পোহাদ্ অপান্ নেম্বোব, তুরীয়ং পাতম্ অমর্ত্যম্ ইন্দ্রপানং দেবো দ্রাবিড়োদ্যঃ পিবতু দ্রাবিড়োদ্যঃ, স্বয়ম্ আয়যাং স্বয়ম্ অভিগৃযাঃ (জু. ৪, ২।৩৭।৩) স্বয়ম্ অভিগৃহ্যত্বা হোত্রায় স্বতুভিঃ সোমসা পিবতু অজ্ঞাবাক যজ্ঞ (৫ ৭ ৫।১০, দ্র নি ঐ দুর্গা)। ৩ দ্র ৭ ৫।৩।১০-১৩। ৩ এই চাতুর্মাস্যে স্বতু অনূসার মাসের নাম 'সহঃ সহস্য তপঃ তপস্যা'—অন্তশ্চেতন্য অগ্নিজ্বালার দোতক। ৪ স্বতুস্বত্বের এই বিবৃতি অধ্যায় এবং

প্রত্যেক মাসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা একেকটি ঋতুর সঙ্গে ঋত্বিকদের পাঠ হতে সোমপান করে এসেছেন।^১ কিন্তু দ্রাবিণোদা পান করছেন সব ঋতুর সঙ্গে যেন সমস্ত কাল গড়িয়ে এসেছে তাঁর মধ্যে, তিনি কালের মধ্যে থেকেও কালাতীত তিনি মহাকাল, তিনি পশুপতি।^২ অমৃত তঁর সোমপান। হোতৃগণের হোতার পাঠ হতে তিনি সোমপান করেছেন, করেছেন ব্রহ্মগণের পোতার পাঠ হতে, অধর্ম্যগণের নেষ্ঠার পাঠ হতে। তবুও 'দ্রাবিণোদাঃ পিপীষতি'।^৩ তাঁর পিপাসা যেন মেটবার নয়। এধাব তিনি তুলে নিলেন তাঁর 'তুরীয় পাঠ যা অস্পৃষ্ট এবং অমৃত'।^৪ এ-ইন্দ্রপান' তাঁর নিজের স্বারা মিশ্রিত, এর যজ্ঞামন্ত্র তিনি নিজেই পড়বেন।^৫ তিনি আত্মযাজী, তিনি স্বরাট'। আর সেই স্ববাজ্যসিদ্ধির ফলেই দক্ষিণায়নের চক্রে তমিপ্রা বিদীর্ণ করে মানুষ্যের মধ্যে^৬ শব্দ হয় অশ্বিনবয়োর শরমুখ আলোর অভিযান, যার পর্যবসান মিত্রাবরুণের অনিবাধ আনন্দের দীপ্তিতে। এমনি করেই দ্রাবিণোদার 'সহঃ' এবং 'তপঃ'^৭ সংবৎসরের আড়াল ঘুচিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে সুবর্গের অমৃতলোকে।^৮

দ্রাবিণোদার পর অগ্নি বৈশ্বানর। পার্থিবচেতনার যজ্ঞবেদিতে জাতবেদারূপে যার প্রথম আবির্ভাব, দুর্লোকের মর্ধ্যায় তাঁরই পরম বিষ্কারগর বৈশ্বানররূপে। জাতবেদা এবং বৈশ্বানরকে নিয়ে অগ্নি বিভূতির একটি প্রতাহার, একথা আগেই বলেছি ইহ আর অমৃতের মধ্যে অনৈক্যাসম্পর্ক স্থাপন করেন অগ্নিই। ঋকসংহিতার বৈশ্বানর-সংকল্পটির মধ্যে তাইতে জাতবেদা এবং বৈশ্বানর এই দুটি সংজ্ঞাব ব্যবহারে উভয়ের ব্যাতিষেকের ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অধরূপের প্রথম প্রজ্ঞান হয়ও জাতবেদা যেমন বিশ্বভুবনের মর্ধ্যায় বলমূল করছেন ৩২২, তেমনি বৈশ্বানরও ঋতে জাত

অগ্নিদেবত দুর্লোকে। অদ্বিজ দুষ্টিতে ভাবনার বিভূ বৈলক্ষণ্য আছে। ঋতে এবং প্রৈষাণায় মন্ত্রের বিন্যাস সেই অনুসারে, সেখানে শব্দ অশ্বিনবয়কে দিয়ে নয় ইন্দ্রকে দিয়ে সৃষ্টির আদ্যমন্ত্র যদি সংবৎসরের অগ্নিভেদ সচক হয়, তাহলে মধ্যমাসের দেবতা হন ইন্দ্র অশ্বিনবয় এবং গাং'পতা অগ্নি চলে যান দক্ষিণায়নের শেষে দ্রাবিণোদা দক্ষিণায়নের আদিতে। এতে ইন্দ্রের প্রাধান্য সূচিত হয়, ল ঋতুসংক্রমণ দেবতাসমূহের মধ্যে ইন্দ্র আছেন দুর্লব অগ্নিও দুর্লব দ্রাবিণোদা চারবার, আব সবাই একবার। এখন দ্রাবিণোদা যদি ইন্দ্র হন, তাহলে ঋতুসংক্রমণে তাঁর প্রাধান্য খুটে এরাইট দ্বৈতচক্রের মত। তেমনি দ্রাবিণোদা অগ্নি হলে তাঁর প্রাধান্য এটি শাব্দপুণির মত। এর বিলক্ষণের উল্লেখ আগেই করছি (টীকা ৩১১-১২)। একমতে কালজয়ের সামনা শব্দ কবতে হবে ইন্দ্রকে দিয়ে, আগেই মন্ত অগ্নিকে দিয়ে। কিন্তু বহুত ইন্দ্রাগ্নি যুগ্মদেবতা। এর পরেই ইন্দ্র প্ণ গ্রহপ্রচার উপলক্ষ্যে তৈমসর মন্তব্য 'সংবৎসর বা এতে লোকস গৃহীতে যদ্ ঋতুগ্রহঃ জ্যোতিঃ ইন্দ্রাণী, যদ্ ঐন্দ্রাণ্যম্ ঋতুপত্রেণ গৃহীতি, জ্যোতিব্ এরাণ্য উপবিষ্টাদ্ দধতি সুবর্গস্য লোকস্য অনুখ্যাত্য প্রকাশয় জন্য, শুজোক্তী বা এতী দেবানাং যদ ইন্দ্রাণী, যদ্ ঐন্দ্রাণ্যো গৃহাত, শুজ এবাব বৃক্ষে ৩।৫।৮।১। তৈমসরে যেখানে ঋতু অনুসারে মাসের উল্লেখ আছে, সেখানে না, বলছেন, মধ্যমাস তৈমসর তাহলে এখন উত্তরায়ণপ্রবর্তি হত চৈত্রে এখন হয় পৌষের প্রথম দিক। মাস সিংহ থাকে, কিন্তু অয়নচলনের জন্য ঋতু ক্রমে পরিচয়ে আসে। দুর্লবজার বছর একমাস পিছয়। সাব নিদর্শন সত্য হলে, এ প্রায় চয় রাজাব বছর আগেকার কথা চৈত্রে বাসন্তীর্ষ্যব নয়, উত্তরায়ণ প্রবর্তিই দ্ববতে হবে কেননা বসন্ত তাইতে ঋতুমুখ বা বর্ষাশ্রম

[৩২২] দু ঋ বৈশ্বানর সন্তে, দিবশ্ চিৎ তে বৃহতো জাহ্নবেদো বৈশ্বানর প্র বিবিচে মহিষ্কম্ বহ জাতবেদা, হে বৈশ্বানর, ওই বৃহৎ দুর্লোককেও ছাপিয়ে গেছে তোমার মহিমা ১।৫।১৫, যজ্ঞ জাহ্নবেদো ভূবনস্য মর্ধ্যায় অতিষ্ঠা অগ্নে সহ রোচ্যেন ১০ ৫।৮।৫, তু টী ১৭৯৩ 'মর্ধ্যায়ান্ দিব্রো অবতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরম্ ঋত যা জাতম্ অগ্নিং বরিং সন্ধ্যজম্ অতিথিং জনানাম্ আসন্ন্য আ পাঠং জনযত দেবাঃ' মর্ধ্যা যিনি দুর্লোকেব, পৃথিক যিনি পৃথিবীব, ঋতে জাত (সেই) বৈশ্বানর অগ্নিকে, কবি সম্মতি এবং জনগণের (সেই) অতিথিকে জন্ম দিয়েছেন

হয়ে পৃথিবীর পথ বেয়ে চলতে-চলতে আবোহণ করছেন দুলোকের মূর্খায়, অর্থাৎ বীজরূপে যিনি অবম, তিনিই ফলরূপে পরম, আবার ফলরূপে যিনি পরম, তিনিই বীজরূপে অবম।^১

বৈশ্বানর শব্দের মূলে রয়েছে 'বিশ্বানর'। পার্শ্বানির মতে এটি একটি সংজ্ঞা শব্দ। ৩২৩। যেমন 'বিশ্বদেব' বা সমস্ত দেবতার সমাহার,^২ যেমন 'বিশ্বানর' বা সমস্ত মানুষের সমাহার স্মরণ করিয়ে দেয় গ্রন্থের দিব্যোষ ও মানবোষের কথা। স্বাক্ষসংহিতায় 'বিশ্বানর' দুজায়গায় সবিতার বিশেষণ, একজায়গায় ইন্দ্রের।^৩ অনেকজায়গায় ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে 'বিশ্বানরস্য পতিম্' এখানে স্পষ্টই 'বিশ্বানর' বিশ্বমানব।^৪ দেবতাই সব-কিছু হয়েছেন, সূত্রাং বিশ্বমানব তাঁরই প্রাতিরূপ এই দৃষ্টিতে তিনিও 'বিশ্বানর'।^৫ সবিতা দুস্থান দেবতা, ইন্দ্র অস্ত্ররক্ষস্থান, পৃথিবী-স্থান অগ্নি (বা জ্যৈষ্ঠেনা) দুয়েই অপত্য বা বিভূতি হতে পারেন, তাই তিনি 'বৈশ্বানর' অর্থাৎ সবিপ্রদর্শিত বা ঐন্দ্রশক্তি স্বাক্ষ বহন, অনুমান করা যেতে পারে, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট এক দেবতা আছেন, তিনিই 'বিশ্বানর', তাঁর থেকে 'বৈশ্বানর'।^৬ এই হল বৈশ্বানরের নিদানকথা যা থেকে তিনি হয়েছেন অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নেমে এসেছেন। কিন্তু যা তিনি হয়েছেন, তাঁর সেই মহিমার কথাই সংহিতায় স্বাক্ষণে এবং উপনিষদে বড় হয়ে ফুটেছে।

নিম্নলিখিত 'বৈশ্বানর' পদটিকে অগ্নিনামের মধ্যে ধরা হলো ৩২৪।, প্রাচীন

দেবতায় যার আসে। গ্রীস্মঃ সোমপাত ৬।৭।১। দেবান্যিষ্ট ঋষিকণ ঋতুজন্ম কমে তিনি প্রজাত হন দেবতাদেব পানপাত হয়ে এই পৃথিবীতেই, আরবর আবোহণ করেন দুলোক (৩।২।১২ টি, ১৮০° বৈশ্বানরো মণিনা নাবম্ অঙ্গুশঃ ৬ ৮ ২, অথচ স্বকৈব প্রথমে তাঁর পরাবোদ্যে আবির্ভাবের কথা আছে)। ২ল বৈশ্বানরকে আত্রবৈদার সমবেশ ৩ ২।৮, ৭ ও ১৯, ১২; হ্র. টী. ৩২৪।

[৩২৩। ৬ ও ১২৯। স্বাক্ষতে এটি বিশেষণ বায়ুর ১।১৮২।১২ ইন্দ্রের ৮ ১৮।২, বৃহস্পতির ৫।৭০ ৬ পিতৃস্বপ্ন, সুরের ১ ৫ ৮২ ৭ সুদেব ৬ ৬৭ ৬ সোমের ১১।২২ ৩, ১০ ৩ ৭, দেবগণের ৬।৫১ ৭ ৭ ৩৫।১১ 'বিশ্বদেবঃ' যেমন সমস্ত, বিশ্বদেবঃ তেজস্বিন বৃহৎ একটি সমাহার, আরেকটি ইত্যদেব। ২১ ১৮৬।১ উদ্ ৬ জ্যৈষ্ঠিক্ জমঃ বিশ্বজন্যম্ বিশ্ব জনীন। বিশ্বনরঃ সর্বত দেব অগ্রেঃ আশ্বয় কবরোন্, সর্বতঃ সর্বন ময়ো আছেন, সবাই তাঁর প্রতিরূপ, এই ধর্মান; ৭।৭৬।১, ১০।৭০ ১। ০৮ ৬৮।৭। 'বৃহৎ সম্পদক' অর্থাৎ বিশ্বানরায় বিশ্বাত্মক ১০।৭০ ১, অনুবৃপ দৃষ্টো 'বিশ্বান প' ৩।৫৫।১৯, (১০ ১০।৫।, ১।১৩ ১০, সোম ৬।৭১ ৩ স্বাক্ষ ২।১১।১৯, ১০ ৮ ১, বৃহস্পতি ৩।৬২ ৬, পরমজন্মতা ৩ ৩৮।৭, ৫৬ ৩। ০ অগ্নি বা বিশ্বনর এত সাং প্রত্যন্তঃ সর্বগিণ ভূতানি, তস্মা অগ্নেঃ। দুর্গ।। বৈশ্বনরঃ ৭।২১। নিব তে অগ্নব দৃষ্টি বৃহৎ বিশ্বান্ নবান্ নবিত বিশ্ব এবং নবা নবত্যাণি বা। এত দুর্গং যথা পশু বিন্যাস্যাম্য উচ্যত অগ্নি বা সতি তস্মান সর্বান প্রবৃত্তয়ঃ কবরোন্ নবাগাং ভবত্যাণি তে বৃহৎকর্তৃণে সর্বান্ প্রবৃত্তিদ্ অয়ম্ এবং নবান্ নবিত প্রবৃত্ত্যত্যাণি বৈশ্বানরঃ অথবা স ন্যাস্যামাস্ তাস্ তাস্ কবরুঃ অগ্নভারং নবৈঃ কমা সম্পদতে। এই বৃহৎ শাস্ত্রিকসম্মত না হলোও অর্থবহ বলে প্রাণধেয়।

[৩২৪। ৫ ১। নিম্নর এই খণ্ডে মাত্র তিনটি নাম অগ্নি জ্যৈষ্ঠেনা এবং বৈশ্বানর। অগ্নিন অন্মানা নাম পরের খণ্ডে এই বিভাগ হস্তও বোঝা যায় জ্যৈষ্ঠেনা অগ্নিনর্ভতনা অগ্নি এবং বৈশ্বানর অতঃ দৃষ্টিতে মিলে একটি প্রত্যাহার। ০৭ ২১ ৩১। বৃহৎ প্র নু মরিঃ বৃহতস্মা বোহঃ যং প বাবা বৃহৎগং সৎসেত, বৈশ্বানরো দস্মাম্ অগ্নির জঘরীং হেতা কবরুঃ অগ্ননোঃ কাষ্টা (বাণ্ডিগান্যদেব), অব পেড়ে ফেলে শব্দরং মেধকে, তেৎ অগ্নিঃ ফুটা করে জল খাবলেন। ১।৫৯ ৬। এ বাখ্যা নিব। ৭।২৩ পূর্বপক্ষ। 'কাষ্টা' < ১ কাশ্ 'দর্শিত দেওনা', এতে বর্ষণ ও বিদ্যুতের ধ্বনি আছে। অগ্নিনিক ব্যাখ্যায় বৃহৎ ও দস্মা শব্দবসেষে ছাঁচ। ০৯ ৩।৩ স্। ০২।৩৩ স্। ০ ৬।৪৮ স্। ০ বিদ্যুৎ নাড়ীসিঞ্চারী চৈতন্যপ্রোভের প্রতীক, আর আদিত্য প্রজ্ঞানর।

আচার্যেরা বৈশ্বানরের স্বরূপ নিয়ে দ্বিবিণোদাবই মত কিছু বিচার করেছেন। নিরুদ্ভে তার একটা বিবৃতি আছে।^১ কোন কোনও নৈরুদ্ভে আচার্যের মতে, বৈশ্বানর 'মধ্যম' অন্তরিক্ষস্থান দেবতা অর্থাৎ তিনি ইন্দ্র বায়ু বা বিদ্যুৎ, কেননা তাঁর প্রশস্তিতে বর্ষাকর্মের উল্লেখ আছে।^২ আবার প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা বলতেন, বৈশ্বানর দ্যুস্থান আদিত্য। অন্যান্য যুগের মধ্যে তাঁদের একটা প্রধান যুক্তি হল, সোমযাগের তিনটি সবনে যথাক্রমে পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষ হয়ে দুলোকে উঠে যাবার ভাবনা আছে, তাকে বলে 'বোহ'। তারপর বিপবীতক্রমে আছে 'প্রত্যববোহ'। তার তাৎপর্য, দুলোকে উঠাও হয়ে গেলে চলবে না আমাদের, আবার নেমে আসতে হবে এই পৃথিবীতে। এই প্রত্যববোহের অনুরূপততে হোতা যে অগ্নিমারুতশস্ত্র পাঠ করেন, তার প্রথমেই হল বৈশ্বানরবস্তুক।^৩ তারপর বৃহস্পতি মধ্যস্থান দেবতার প্রশস্তি,^৪ তারপর অগ্নিমারুতশস্ত্র।^৫ সুতরাং প্রত্যববোহক্রমের অনুরোধে বৈশ্বানর এখানে অবশ্যই আদিত্য। শাকপর্ণি এই উভয় পক্ষকে কিছু নানা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে বলছেন, দুটি উত্তর জ্যোতি আছে মধ্যস্থান বিদ্যুৎ বা দ্যুস্থান আদিত্য; তাবাই বৈশ্বানর।^৬ তাঁদের থেকে জন্মান বলে এই পৃথিবীস্থান অগ্নিই বৈশ্বানর। আদিত্য থেকে অগ্নিজননের তিনি যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তখনকার যুগে যে আতশকাচ বা আতশপাথরের চলন ছিল তার উদ্দেশ্য পাওয়া যায়।^৭

যাস্ক শাকপর্ণির মতকে সমর্থন করেছেন। এখানেও দ্বিবিণোদার মতই বিতর্কের মূলে এই প্রশ্ন, সাধনার আদিবিন্দু কোথায় হবে। নইলে পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দুলোকে আদিত্যরূপে একই চিহ্নজ্যোতি। পরে দেখব, বৈশ্বানর 'দ্বিষধস্থ'।

ঋক্সংহিতায় বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে বিভিন্ন ঋষির বিচিত্র ভেটবিট স্তুত পাওয়া যায় [৩২৫]। তাছাড়া বিক্ষিপ্ত মন্ত্রেও তাঁর উল্লেখ আছে 'বৈশ্বানর' সর্বত্র অগ্নিরই বিশেষণ। কেবল একজায়গায় বিশ্বদেবগণকেও বলা হয়েছে 'বৈশ্বানরাঃ'।^১ সবার মধ্যে একই অগ্নির অধিষ্ঠান, অথবা আধারভেদে বা বিভূতিবৈচিত্র্যে বিশ্বদেবতার অধিষ্ঠান বৈদিক অষ্টঋষিদের দিক থেকে একই কথা, কেননা 'একো দেবঃ' আর 'বিশ্বে দেবাঃ' 'একং সং'এরই বৈভব দুয়ে কোনও বিরোধ নাই, প্রতি আধারে এক আর বহুর যুগ্মবিলাস আমাদের নিতাপ্রত্যক্ষ। আরেকজায়গায় আছে, 'প্রবহন্ত

অধ্যায়দ্বিষ্টেও আধারে উভয়েব যে তাপ, তাই অগ্নি। এইভাবে তিনি সব নরের মধ্যে আছেন বলে বৈশ্বানর। 'নি অখাদিত্যং, উদীচি প্রথমসময়স্তে আদিত্যে কংসং বা মণিং বা পুণি সজ্জা (যম্) আদিত্যমণিম্ ইতা অচক্ষতে' মূর্গা) প্রতিস্মরে (রোদের মাঝে, সূর্যের দিকে) যত গোমায়ম্ অসংস্পর্শয়ন্ ধাবয়তি তং প্রদীপাতে, সো যম্ এব সম্পদতে ৭ ২৩ ১০

[৩২৫] নেধা ১।৫৯, কুংস ১।৯৮ বিশ্লামিত ৩ ২, ৩, ২৬, নামানব ৪।৫ ভুবন্বাজ ৬।৭ ৯, বাসন্ত ৭।৫, ৬, ১৩ মৃধস্বান্ ১০।৮৮। ২ যো দেবাস ইহ স্থন, আছ বিশ্বেব বৈশ্বানরা উত অস্মভাং শর্ম শরণ, আশ্রয়) স্পর্শো গদে হস্বায় যচ্চ ৮।৩০ ৪ 'গো' আব 'অসব' যথাক্রমে প্রজা ও প্রাণের প্রতীক। তু বিশ্ব দেবা বৈশ্বানরাঃ মা ১১ ৫৮ ৫ অ পরমানো অজীজনদ্ দিবশ্ চিত্রং ন তনাতুম্ জ্যোতির্ বৈশ্বানরঃ বৃহৎ ৯।৬১।১৬। জ্যোতির সঙ্গে নাগের সহচার ল। এই নাম 'মধ্যমা বাক্' বা প্রজাপতির তিনটি 'দ' ব ৫।২১, সংহিতায় বৃহস্পতির 'স্মর্তনিত' বা 'সিংহনাদ' যা পাষাণের প্রাচীর ভেঙে জ্যোতির্কে মুক্তি দেয় (তু ঋ ১০।৬৭ ৫, ৯)। ৩৮ টীম্, ৩২...।

(সোম) জন্ম দিলেন দ্যুলোকের অমৃত বজ্রধারিনর মত বৈশ্বানর বহুং জ্যোতিকে।^১ বৈশ্বানর এখানে জ্যোতির বিশেষণ। এই 'বহুং জ্যোতি' উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি। সংহিতাব 'বহুং' আর উপনিষদের 'ব্রহ্ম' একই ব্যঞ্জনা বহন করে।^২ সুতরাং বৈশ্বানর এখানে ব্রহ্মের সংজ্ঞা। এমনি করে বৈশ্বানরের তিনটি সামান্য পরিচয় আমরা পেলাম - তিনি অগ্নি, তিনি বিশ্বদেবতা, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি। এ-তিনের উপনিষদ সংজ্ঞা হল আত্মচৈতন্য বিশ্বচৈতন্য আর ব্রহ্মচৈতন্য।

একই অগ্নি, কিন্তু জ্বলে উঠছেন নানাভাবে [৩২৬]। দেখেছি, তিনি কখনও 'জাতরোদাঃ', কখনও 'বক্ষোহা', কখনও বা 'দ্রাবিণোদাঃ'; পরে দেখব, তিনি 'তনুনপাং', 'নরাশংস' বা 'অপাং নপাং'। কিন্তু এসমস্ত এক বৈশ্বানরেরই বিভূতিভেদে নানা নাম। সংহিতায় তাই বলা হচ্ছে, 'হে বৈশ্বানর, আব অগ্নিরা তোমারই শাখা';^৩ বৈশ্বানরই সেইসব অগ্নির মধ্যে জ্যোতি।^৪ শতপথব্রাহ্মণেও আছে, বৈশ্বানরই সমস্ত অগ্নি।^৫ ছান্দোগ্যোপনিষদে বৈশ্বানর প্রত্যাগাচ্চা এবং বিশ্বাচ্চা দুইই।^৬

অগ্নির যা স্বরূপ গুণ আর কর্ম, স্বভাবতই তা বৈশ্বানরেরও। তবুও তাঁর ভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সংহিতার বিবৃতিতে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে তাঁর লোকোত্তর উদ্ভৃগতার প্রতি। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, এইখানে দেহের অরুণ-মস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়ে তিনি উৎ-শিখ হন দ্যুলোকের দিকে। কিন্তু বৈশ্বানর স্বরূপত পরমব্যোমে নিতা আবির্ভূত [৩২৭]। অথচ তিনি প্রিষধস্থ, আছেন তিনিটি

[৩২৬] তু ঋ ৮ ৫৮।২, টী ৮৭। ১২২। ইন্ অগ্নে অগ্নয়স্ তে অনো ১।৫৯।১। ২শো বৈশ্বানরজ্যোতিভাস্ তেভ্যো অগ্নিজ্যো হুতম্ অশ্ব্ এতৎ ৩।২১।৬। ৩৬।২।১।৩৫, ৩৬...। ৫।১১-২৪।

[৩২৭] ঋ স জায়মানঃ পরমে কোর্মান বতান্য অগ্নিব্ ব্রহ্মপা অবাক্ত, বা অস্তরিগম্ম অমিতীত ছেয়ে মেলনেন। সূক্তবৃৎ বৈশ্বানরো মাহিনা নাকম্ অস্পৃশং (৬ ৮ ২, এখানে 'ব্রহ্মপা'রূপে পরমব্যোম হতে তাঁর নেমে আসা, জ্বালার এখান থেকে বিশোকলোক উত্তীর্ণ হওয়া—দুয়েরই উদ্দেশ্য), ৭।৫।৭, দ্রাবিণোদাঃ ১০।৮৮।৭ ১০ (দ্র টী ১৪৮), 'মাতৃঃ পদে পরমে আলিত যদ্ গোব্ বৃক্ষঃ শোচিষঃ প্রযতস্য জিহবা' পরম পদে (পুর্নিবর্পণী) গো-মাতার সন্নিবিষ্ট (পালানব দিকে চলেছে, বাঁহঁকর্ষী দেবতার প্রসারিত জ্বালার জিহবা ৮।৫।১০, 'পুর্নি' মব্দগণের মাতা, ব্রহ্মসংস্পর্শের প্রতীক, তাঁর পালান অমৃতের নিকর, সেই অমৃতের উচ্চায় বৈশ্বানরের শিখা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে পরম পদে তাঁর উৎসে)। ১৬ ৮।৭, দ্র টী ১৪৩, ১৪৮, ২১০। ২।৫৯ ২, দ্র টী ২০৫; তু অমৃতং দ্যুতো যোদসী দম্ব ইয়তে ৩।৩।২, কেতুং দিবো ব্রোচনস্থান্য উমবৃগম্ অগ্নিং মূর্ধানং দিবঃ ২।১৭, ৬।৭।১ (টী ৩২২)। ৩তু, পৃষ্ঠো দিবি পৃষ্ঠো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্ঠো বিশ্বা ওষধীব্ আ বিবেশ, বৈশ্বানরঃ মহসা পৃষ্ঠো অগ্নিঃ ১।১৮।২ 'পৃষ্ঠো' < 'স্পৃশ্' তু দিবি স্পৃশলিত জানবঃ ১ ৩৬।৩, ৭শো দিবি পৃষ্ঠো ২।২।২, ছত্রে আছেন, ৭শ্যে আছেন, আরও তু 'পুর্নি'। ঋ পৃষ্ঠো দিবি ধাম্য (নিহিত) অগ্নিঃ পৃথিব্যাং ৭।৫।২, সর্বাং দিবি বিশ্বাশি ১০ ৮৮।১। ৭ পৃষ্ঠো জ্যোতী জন্ম্যো যোদসী উতে ৩।২।২, আ যোদসী অপৃণদ্ আ স্ববৃ মহৎ ৭, ৩।৩।১০, ৭।১০।২ (জাতবেদার উল্লেখ ল), ১০।৮৮ ৩। ৭ বৈশ্বানর নাভিব্ অসি ক্ষিত্রীনাং স্থগব জনা উপমিদ্ য়ম্ভ (স্বশব্দর মত জনগণকে তৈকনা দিয়ে তৈকিয়ে রেখেছে—তু শো স্বশব্দব্রহ্ম) ঋ ১।৫৯।১। ১০।৮৮ ৫, ৬ (টী ১৭৯, ১১, ১৮৮)। ৭ বৈশ্বানরসা বিমিতানি চক্ষসা সান্নিন দিবো অমৃতসা কেতুনা, তাসাদ্ বিশ্বা ভূবানি মূর্ধান বয়া ইব বৃহৎ সন্ত বিসৃজঃ—বৈশ্বানরের চোখ লজ্জায় আছে দ্যুলোকের সান্নিধ্যের অমৃতের নিশানা হয়ে, তাঁরই মূর্ধ্য নিখিল ভুবন শাখার মত গজ্জামুখে সাতটি ধারা ৬।৭।৬, বিসৃজঃ দম্বাত, ধারা' নি ৬৩, তু প্রসর্জাণো [ছাঁড়িয়ে পড়ে] অনু বহঁকর্ষ বৃষা শিশুর মধ্যে যুবাকরো বিসৃজা [স 'ওষধীনাং মদ্যো' অর্থাৎ নাড়ীভঙ্গে] হিতঃ ৫।৪৪।৩; ৭, টী ১৭৯; ১।৫৯।৫, টী ৩২২, তু ছা. বৈশ্বানর ৫।১১-১৮।

ভুবনেই।^১ দুর্লোকের তিনি মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি, দুয়ের মাঝে অন্তরিক্ষের নিত্য পথিক।^২ তাঁর সর্বব্যাপ্ত দীপ্তি ছুঁয়েছে দুর্লোক, ছুঁয়েছে ভুলোক,^৩ আপূরিত করেছে রোদসীর অন্তরাল।^৪ এককথায় তিনিই বিশ্বভুবনের নাভি,^৫ রয়েছেন ঐব মূর্ধায়ও^৬ শূদ্ধ ঐ-ই নয়, তিনি বিশ্বরূপ তাঁরই মূর্ধায় বিশ্বভুবন আর সাতটি প্রাণের ধারা প্রবৃত্ত হয়েছে শাখার মত, বিশ্বভুবন দিকে-দিকে তাঁরই বিপুল বিস্তার।^৭

আবার বিশ্বরূপ হয়েই তিনি 'বিশ্বকণ্ঠ' [৩২৮]। তাঁর 'অভিক্রম্' হতেই বিশ্বভুবনের জন্ম দিয়েছেন তিনি।^৮ স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই তাঁর কৃতি^৯ 'সহস্ররেতা বৃষভ' তিনি,^{১০} উর্ধ্ব^{১১} অর্থে নিখিল ভুবনে তাঁর বীজ নিষিক্ত করে চলেছেন চঞ্চল হয়ে।^{১২} এই তাঁর 'বিশ্বকর্মা' বা 'প্রজাপতি'রূপ।

বৈশ্বানর যেমন সর্বদেবগয় [৩২৯], তেমনি আবার তিনিই বৈশ্বানব।^{১৩} এই মর্ত্য আধারে তিনিই অমৃত জ্যোতি হয়ে রয়েছেন ধ্রুবপদে, দৃষ্টির সামনে ফুটবেন বলে নিজেই নিহিত করেছেন ধ্রুবজ্যোতীরূপে।^{১৪} এইখানে অবিভূত হয়েই তিনি বিশ্বসাক্ষী, এইখানে থেকেই তাঁর জ্যোতির্মহিমা উৎস্পৃষ্ট হয় লোকান্তরে।^{১৫}

মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হতেও নিবিড়। তিনি তাদের রাজা, তিনি বিশ্বপতি ৩৩০, মানুষের উৎসর্গসাধনার কেন্দ্র তিনি,^{১৬} তার অগ্ন্যধীর

[৩২৮] তু শৌ অশ্নঃ প্রাতঃসরনে পাদু অস্মান্ বৈশ্বানরঃ বিশ্বকদ্ বিশ্বশমভুঃ ৬ ৪৭।১, তু ঋ বিশ্বকর্মা ১০।৮১-৮২ সূ., ১০।৮২।২, টী ১৩৩।^১ ঋ ভুবনা জনসন্, অভিক্রম্ অপত্যয় জাতবেদো বশসান্, তুমি ভুবনদের জন্ম দাও তাদের উদ্দেশ্যে নিনাদ করে, তোমার অপত্যকে হে জাতবেদা দাও (নিজেকে) ৭ ৫ ৭। বৈশ্বানরের এই অভিক্রম্ অন্যত্র 'হ্যাহতি'; তু ঋক্ স্মারা 'সাক্ষীর তক্ষণ' এবং তাহতে 'অক্ষরের ক্ষণ' (১ ১৬৪ ৪১-৪২), তন্তোর 'নাদ'।^২ স পতরীকরং (যা উড়ছে, যা চলেছে) স্মা জগদ্ যচ্ জ্জাহতম্ (অন্যথ 'সে' 'সিগ্রাম্' সা) অশ্নয় অকৃণোজ্ জাতবেদাঃ ১০ ৮৮।৪। তাঁর জন্ম আর বিশ্বভুবনের কৃতি যুগপৎ, কেননা তিনিই বিশ্বভুবন।^৩ ৪।৫।৩। ৩৩।২।১০, টী ১৭৮৭।

[৩২৯] তু ঋ বিশ্বদেবায় ৩।২।৫। অশ্নির বিণ ১।১৭৮।১, বৃহস্পতির ৩।৬২।৪, প্যার ১০ ৯২।১৩, সোমের ১ ১১০।১, তু কেনেমা বিশ্বা ভুবনান্ আভূতা বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবায় ৩। বিশ্বদেবায়ান সূর্যেণ ১০ ১৭০ ৪। 'বিশ্বদেবের জনা' বা 'বিশ্বদেবগয়া' দু' অর্থই হ'ল পারে প্রথম অর্থে, 'যিনি বিশ্বদেবের দিকে নিয়ে চলেছেন', যো বিশেষ্যাম্ অম্, তানাম্ উপস্থে ৭।৫ ১, যে বিশ্বে তাম্, তা মাদযতে ১ ৫৯।১।^১ তু বৈশ্বানরো মহিমনা বিশ্বকৃষ্ণঃ ১।৫৯।৭, দম বসম্ বিশ্বচক্ষণিম্ মনুর্হিতম্ ৩।২।১৫। ২ ৬।১।৪-৫, টী ২৮২।^২ ইতো জাতো বিশ্বম্ ইদং বি চম্বে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ ১ ৯৮।১ (তু ৫।৪।৭) অত্র শাকপাণির মন্তব্য 'ন চ পুনর্ আত্মনা জ্ঞা সংযতঃ [প্রতিস্পর্শী হয়], হনোন্নৈবা নঃ সংযতঃ ইত ইমম্ আদর্শতি, অমৃতো হমুদা বশস্যঃ প্রাদুর্ভবন্তি, ইতো চস্য চিৎসং, তস্যোন্ ভাসোঃ সংস্পং দৃষ্টেদ বম্ অবশ্যং' নি ৭।২১; সূত্রং সূর্য আর বৈশ্বানর আত্মনা ঋকের ভাবার্থ বৈশ্বানরের দীপ্তি যেন সূর্যের মত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপ্ত আশ্রয়তনের দীপ্তি 'ববিতুলা' তু ১২৭ ৫।৮। ৭।১৩।৩।

[৩৩০] ঋ ১ ৫৯।৫, ৯৮ ১, ৬।৮।৪, ৯ ১; ৩।২।১০, ৩ ৮।^১ নাভিং যজ্ঞানাম্ ৬।৭।২।^২ যজ্ঞতারং ধীনাম্ ৩ ৩ ২^৩ অসুরো বিপশ্চিতাম্ ৩।৩।৭। বিপশ্চিং নিখ 'মর্গাচং বিপশ্চিং' মেধাবী (৩।১৫) অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ তু ঋ মনীষিণো মেধিবাসো বিপশ্চিতঃ ৮।৪৩।১৯, পতঙ্গাম্ অস্ত্রং অসুরো মাযয়া হৃদা পশ্যন্তি যনো বিপশ্চিতঃ ১০ ১৭৭ ১ টী, ১৮৯৭। ৮।১ ৮, ৬৫।৯, ৯।১৬।৮। এখানেও এই অর্থ। কিন্তু ঋতে শব্দটি দেবতার বোলাতেই বেশী প্রযুক্ত—বিশেষ করে সোমের বিশেষরূপে, যিনি পতীরের আনন্দদ্বারা তু ৯।১২ ৩, ২২ ৩, ৩৩।১, ৮৬।৩৬, ৪৪, ৯৬ ২২, ১০১।১২১। সুতরাং বলা যায় দেবতার বিশেষ্যই ঋকের উপচরিত হয়েছে। দেবতার সাক্ষ্য লাভ করছেন বলে হৃদয়েব প্রত্যেকটি কম্পনকে বিপ। যিনি জ্বলেন, তিনি 'বিপশ্চং'। তাঁর উর্ধ্বমোতা চেতনা বারবার বৈশ্বানরের বারুণী শূন্যতায়

নিম্নলিখিত ভাববিহীন চৈতন্য তিনিই আবির্ভূত হন পরমদেবতারূপে।^১ এই আধারে নিত্যজাগ্রত তিনি^২ ভাঙেন বৃত্তের বাধা, ছিন্নভিন্ন করেন শব্দবৈব ময়া,^৩ শ্রম্ভাহীন উৎসর্গহীন কার্পণ্যের গ্রন্থিকে করেন বিদীর্ণ,^৪ অববৃদ্ধ প্রাণের ধারাকে মুক্ত করেন, চিদাকাশে ফুটিয়ে তোলেন তিমিরবিদার উষার আলো।^৫

তাই তাঁকে বিশেষ করে বলি 'আর্যের জ্যোতি' [৩৩১] আধার হতে দস্যুদের বিভাঙিত করে বিপুল জ্যোতি তিনিই ফোটান আর্যের জন্য,^৬ জাগান বিশ্বচেতনার অনিবাধ আনন্দ,^৭ বৃহস্পতি হয়ে মানুসকে উত্তীর্ণ করেন পরমদেবতার সাযুজ্যে।^৮

অধ্যায়দৃষ্টিতে বলতে গেলে বৈশ্বানরকে আমাদের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি 'চিন্তি' বা অন্তর্বাস্তু বিবেকচেতনার শ্রাব্য, যদিও তারও মূলে রয়েছে বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বার প্রেষণা [৩৩২]। বিপ্রের অপ্রাবৃদ্ধিজাত দৃষ্টির বৈদ্যুতীতে আধারে তাঁর

মিলিয়ে যায়। অসুব বৈশ্বানরের বর্ণনা দু ছা ৫।১৮।^১ ঋ. ৩।২।১২ (টী ১৮০°), ৩।৭। ১।৫৯ ৬ (দু টী ৩২৪°), ১।৭।৩ টী. ৫৭°।^২ বিষ্ণুস্ম অগ্নিঃ জুবায় দেয়া বৈশ্বানরম্ কেতুম্, নিশানা। অহাম্ অকৃশ্বন, আ যস্ তানোযসা বিভাতীর্ আপো উর্ণোতি অ্যপাবৃত্ত করেন, হুটিয়ে দেন। তামা অচিৎবা যন্ (যেতে যেতে) ১০।৮।১২, বৈশ্বানর সূর্যরূপে, তু 'অন্তর্বাদ্ অকৃণোজ্ জ্যোতিয়া তমঃ' অন্তর্গতাস্থিত অম্পকারকে (দূর) করলেন জ্যোতি দিয়ে ৬।৮।৩, ৯।১, 'যো দেহো অময়দ্ব বশসৈনর্ যো অগ্নিপারীর্ উষসশ্ চকার'—যিনি দেয়ালগুলিকে নইয়া দিলেন প্রহরণ দিয়ে, যিনি স্বর্গপরপরা করলেন উষাদের (৭।৬।৫; দেহী—ঘের, দেয়াল, তু, ইন্দ্রঃ শম্বরসা যি নরতিং নর চ দেহো হন্ ৬।৪৭।২, অবিদ্যার নিবানস্বইটি আবরণ, তু, বেদান্তে 'দেবশ', বৈশ্বানর তমিস্রার আবরণ বিদীর্ণ করে ফোটালেন প্রাতিভসংবিতের অর্যধাম, তাকে বৃদ্ধ করলেন প্রজ্ঞানের সূর্যের সঙ্গে)।

[৩৩১] ঋ. ১।৫৯।১, টী ২০৫°।^৩ ঋ. দস্যুর্ একসো অগ্নি আজ উর্জ্যোতির্ জনয়ম্ অর্থাৎ ৭।৬।৫।^৪ ঋষা দেবেভো বরবশ্ চকথ ১।৫৯ ৫।^৫ ৩।২৬।২, টী. ১৯৬°, ২০১°।

[৩৩২] তু. ঋ. আ দত্তো অগ্নিম্ অওরদ্ব, রিরস্বতো বৈশ্বানরঃ মাতরিশ্বা পরাবতঃ (সূর্যের থেকে) ৬।৮।৪, আ য়ং দধে (আমাদের মধ্যে) মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্, দু'দুলাকে যাবি বাস) ৩।২ ১৩।^১ ৩।৩।৩, দু টী ২১৭°, তু ৩।২৬।১, টী ১৭০°,^২ তু, 'দেব সমীচী বিভুক্ত্য চবতঃ শীর্ষতো জাতঃ মনসা বিমুষ্টম্, স প্রজাত্ব বিশ্বা জুবানি তস্মাদ্ অপ্রযচ্ছন্ তরানর্ প্রাজমানঃ দৃজনে সুসংগত হয়ে বহন করেন তাঁকে যখন তিনি চলেতে থাকেন, শীর্ষ হতে জন্মেছেন তিনি মনের শ্রাব্য বিমুষ্ট হয়ে, তিনি বিশ্বজুবনের সামনে দাঁড়ালেন—অপ্রমত্ত, সব ছাপিয়ে, বলমূল হয়ে ১০।৮।১৬। বৈশ্বানর যখন সূর্য হয়ে জুড়ে ওঠেন মর্শ্বনা-চৈতন্য, তখনকার বর্ণনা। 'দেব' দু'দুলাকে আর তুলোক, বৈশ্বানরের দর্শিত্তে দুইই সমৃদ্ধ, দুইই কেনও বিরোধ নাই, 'শীর্ষতো জাতম্' তু ৬।১৬।১৩, টী ২০৬; ম্ শীর্ষোত্ত' ৩।২।১০, °তু 'ইদম্ উ তান্ মহি মহাম্ অনীকম্ যদ্ উস্মিয়া সচত প্ৰাং গৌঃ স্বতস্য পদে অগ্নি দীদ্যানং গৃহা রঘুযাদ্ রঘুযাদ্ বিরোদ' এই সেই মহৎ জ্যোতিঃপূজ্য মহানদের, যিনি আগে (চললেন)। আর আলোকধেনু চললেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, কতের ধামে বসামল করছে যে গোপন (জ্যোতিঃ) ক্ষিপ্ৰসাম্পদী আর ক্ষিপ্ৰগামী হয়ে তাকে পেলেন তিনি ৪ ৫।৯। 'উস্মিয়া গোঃ' বা আলোকধেনু হলেন উষা। 'উষবর্ষ' অগ্নি তার বর্ষ, তিনি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলছেন। এই অগ্নি পাঁচবি আধারে থেকেও পুঞ্জীভূত চিৎশক্তি 'বাবুলাব্দ' (তু ১।১১৫।১, দেব ৫।৮)। তিনি চললেন পবনবায়ুর সেই গৃহীহিত জ্যোতির দিকে এবং তাকে পেলেনও। প্রাতিভসংবিত (উষা), অভীপ্সার শিখা অগ্নি বৈশ্বানর) এবং প্রজ্ঞান (সূর্য) এই তিনের সমাহার, ঋ. ৪।৫।৩, টী ১৭৭°, °ইদং য়ে অগ্নে কিস্মতে পাবকামিনতে গুবুং ভারং ন মন্ম, বহদ্ব দমথ ধযতা গভীরং যহং পৃষ্ঠং প্রযসা সম্ভদাতু' হে অগ্নি, হে পাবক, আমি কটুকুই বা, (তবুও তোমার বৃত্ত) লগ্নন করিনি, সেই আলোতে তুমি গুবুভারের মত নিহিত করছে তোমার শরৎ প্রাতিভ সংগে এই মনন—যা বতং, যা গভীর যা দামাল, যা সবছাওয়া, যার সাহটি ধাম ৪।৫।৬। 'মন্ম' মনন, মন্ম করিব্রদয়ের জ্যোতিঃজ্বল। 'ধযতা প্রযসা' দেবতার সেই ভালবাসার হান্য যা আমাদের অভিভূত করে। 'পৃষ্ঠম্' < ১ পৃষ্ঠ + থ (নি ৪।৩।২), সমতলভূমির প্রতীক, যেমন 'দাকস্য পৃষ্ঠম্', এখানে

মহিমার উন্মেষ ঘটে।^{১২} বলা যেতে পারে, মনের বিমর্শ হতে শীর্ষে তাঁর আবির্ভাব হয় সাধকের সহস্রাবে তিনি জ্বলে ওঠেন।^{১৩} পরমব্যোমে ঋতের ধামে বলমল করছে যে নিগড়ে রহস্যের জ্যোতি, তিনি তা জানেন।^{১৪} সেই গৃহাহিতকে মনীষার দিব্য-দর্শিততে ফুটিয়ে তোলেন তিনি কবির চেতনায়।^{১৫} সন্তর্পণবিচ্ছুরিত সে বৃহৎ গভীর আলোর গুরুভার সে যেন আর বহিতে পারে না।^{১৬} যা সে দেখেছে যা জেনেছে, যে জ্যোতির দ্বার খুলে গেছে তার সামনে, কি করে অপরকে তার কথা সে বলবে?^{১৭} এ রহস্যের সে যেন আর কূল পায় না। তাই সে আকুলনয়নে তাকিয়ে থাকে দূরদিগন্তেব পানে, কবে অমৃতের পত্রী জ্যোতির্ময়ী উষারা সূর্যের আলোয় বল্মলিয়ে তুলবেন তার আকাশ।^{১৮}

একদিন বৈশ্বানরের আবেশ পূর্ণসিদ্ধ হয় উপাসকের চেতনায়। দেবতা আর মানুষ্যে সৌন্দর্য ভেদ থাকে না। ঋষির কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয় এই ব্রহ্মঘোষ, ‘অগ্নি অগ্নি, জন্ম হতেই সর্বজাতকের বেষ্টা—প্রদীপ্ত আমার চক্ষু, অমৃত আমার আস্য; অর্চিঃ অগ্নি তিনিটি ধামে—প্রাণলোক ছেয়ে আছি, অজস্র দীপ্ত অগ্নি, অগ্নিই হবিঃ [৩৩৩]।’ এই উক্তিতে সর্বাত্ম্যাব এবং ব্রহ্মসাম্যজ্ঞের ভাবনা খুবই স্পষ্ট।

‘পৃথুদেশের মত ব্যাস্তাঃ’ ‘সন্তর্পাতু’, তু বিষ্ণুর ‘সন্তর্পাতু’ (ঋ ১।২২।১৬), যজ্ঞের (৯।১০২।২), অগ্নির (৪।৭।৫); মননের সন্তর্পাতু তারই অনুগত।^{১৯} পুরোচান্ বচসঃ কিং মে অস্য গৃহা হিতম্ উপ নির্ণগ্ বদন্তি যদ্ উশ্রিয়াম্ অপ বাব্ ইব বান্ পাতি প্রিযং রপো অগ্রং পদং রেঃ’ (স্বরাব কাঙ্ছে) কি বলব আমি ওকথা নিয়ে, ওরা যে গৃহ হিতের (আভাস) আমার কাছে চূর্ণচূর্ণিপ বলে যায় আলোকধেনুদের যে-রহস্য। খুলে দিল দুরারের মত? তিনি আগলে বাধেন পাণ্ডবীর প্রিয় (ধাম) আর পাণ্ডবের পরমপদ ৪ ও ৮। ‘অস্য বচসঃ’ অগ্নি যে কথা আমার কাছে বলে গেছেন, তু ও (টী ১৭৭)। সে রহস্য বাইরে কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না। ‘গৃহা হিতম্’ তু গোব্ অপগুক্ত হং পদম্ (৩) অর্থাৎ পরা বাকের রহস্য। অগ্নির উদ্দীপনাত্তেই বাকের দর্শন এবং শ্রবণ, তাৎপর্য মস্তে তার স্বরূপ। নির্ণগ্ তু ‘নিগা’ গোপন < নিব্ + নী > ‘নির্ণেয়’ ভিতর থেকে বাইরে মানতে হয় থাকে। তাহলে ‘নির্ণগ্’ < নিব্ + নী + ইজ্, জ্বিবণ চূর্ণ-চূর্ণিপ। ‘বদন্তি’ অগ্নিশিখা, কেননা এর আগে আছে ‘অগ্নিঃ প্র বোচত’ (৩)। ‘উশ্রিয়াম্’ [পদম্], তু ‘গোঃ পদম্’ (৩)। অগ্নি পাণ্ডবীস্থানদেবতা, তাই পাণ্ডবী তাঁর ‘প্রিয়’ ধাম। কিন্তু বৈশ্বানর-রূপে তাঁর উদ্দীপ্ততার আঘোর পাণ্ডি সূর্যের পরম ধামের দিকে। তিনি দেবরই ‘পাতা’ বা বক্ষক। ‘কা মর্যাদা বদনা কদ্ ধ বামম্ অচ্ছা গম্মম বঘবো ন বজম্’ কদা নো দেবান্ অমৃতসা পরীঃ সুরো বর্ধেন তত্তনম্ উষাসঃ—কোথায় সীমা আর পথ, কি সে ভালবাসার ধন যার দিকে ছুটব, তুরগ যেন ছোটে, ওজস্বপদের পানে? কবে অমৃতের দিবা স্বামিনী উষারা সূর্যের ছটায় ছেয়ে ফেলবেন আমাদেব ৫।৫।১৩। ‘মর্যাদা’ সীমা, বহুতু ‘উবো অনিবাহো’ আমাদের বিহার, তার কোনও সীমানা নাই। ‘বামম্’ < বন্ ‘ভালবাসা অর্জন করা, চাওয়া আর পাওয়া দুইই’ কদা ধন। ‘বজম্’ জয়লব্ধ সম্পদ যার জন্য প্রয়োজন সংবেগ আর ওজস্বিতার। ঘোড়দৌড়ের উপমা।

[৩৩৩] ঋ অগ্নির্ অগ্নি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুর্ অমৃতং ম আসন্, অক্ স্ হিষাত্ বজসো ব্রিমানে হজসো ঘর্মো হরিব্ অগ্নি নাম ৩।২৬ ৭। সস্তের শেষ ভূতের প্রথম দৃষ্টি, তার বিনিময়গণ অগ্নিচয়নের সময় সঞ্চিত অগ্নির প্রশস্তিতে (আব্দায়নশ্রো ৪ ৮)। অগ্নিচয়ন পুরুষস্বত্বে উল্লিখিত দেবযজ্ঞের অনুকৃতি—আমার আত্মহুতিতে বিশ্বের সৃষ্টি অগ্নিবেদিক বিশ্বের প্রতিবৃৎ, তার গভীরে আমিই আছি হিবাম্যপুরুষবপে। এই দৃষ্টিতে মন্টটিকে ব্রহ্মসাম্যজ্ঞের বীজরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে, কাণ্ডায়নের মতে ভূতের প্রথম দৃষ্টি মন্ত আয়স্বত্বিও হতে পারে, শেষেব মন্টটি উপাধায়ের স্তুতি সম্পূর্ণ ভূতটিতে জীবন্মুক্তের বর্ণনা প্রথম দৃষ্টি মন্তে তার ব্রহ্মঘোষ, শেষ মন্তে প্রশস্তি। ষাঙ্ককদের মতে প্রথম ঋক্ দৃষ্টির দেবতা অগ্নি। অধ্যায়াদৃষ্টি সিদ্ধের, অধিযজ্ঞদৃষ্টি সাধকের। ‘ঘৃতম্’ ইদানীম্ অত্যন্তং দীপ্তম্ সা। ‘অমৃতং ম আসন্’—যেমন তিনি সর্বদ্রষ্টা, তেমনি সর্বভোক্তাও। তিনি ‘মধুদ’ (তু ১।১৬৪।২২) বা ‘পিশ্পলাদ’ (২০) অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল যে-কোনও অনুভবেই ‘অগ্নিস্তম্যাত পুরুষরূপে পান অমৃতের

‘ব্রহ্ম’ প্রবৃদ্ধ এবং পবিত্রাশ্রিত কবিচেতনায় আবির্ভূতা দিব্যা বাক্, ‘ব্রহ্ম’ বৃহত্তের মন্ত্রচেতনা। বৈশ্বানর অগ্নি-উপাসকের অন্তরে এই ব্রহ্মের পথ উন্মুক্ত করে দেন।^১ উল্লিখিত মন্ত্রে তারই উল্লাস।

বৈশ্বানরের এই হল বাস্তবপূ। আবার অব্যক্তের আধারেও তিনি সে আধারের সামনে বিশ্বদেবতা ন্যূনে পড়েন ভয়ে ৩৩৪।। এ সেই মহাবিনাশ, যার মধ্যে বিশ্বভুবনের আহুতিতে সৃষ্টির নিৰ্বাণ।^২ বৈশ্বানর সৃষ্টি আর প্রলয় দুইই - মাতরিশ্বারূপে যেমন তিনি সৃষ্টির প্রথম প্রাণস্পন্দ,^৩ তেমনি তিনি মহানিশায় সংস্রত ভুবনের মূৰ্খন্যচেতনা।^৪

বৈশ্বানরের এই বিবৃতির সঙ্গে তুলনীয় ঋক্ সংহিতার হিরণ্যগর্ভ, বাক্, বিশ্বকর্মা ও পুরুষের বিবৃতি। ৩৩৫।। সবই সেই এক ভুবনেশ্বরের বন্দনা যাকে আমরা জানি ঔপনিষদ ‘পুরুষ’ বলে, যিনি অন্তরে যিনি বাইরে যিনি এই সব-কিছুর হয়েছেন।

এই গেল সংহিতায় বৈশ্বানরের পরিচয়। ব্রাহ্মণে তাঁর উল্লেখ আছে বহুজায়গায়। সেখানে বাববার তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি সংবৎসররূপে প্রজাপতি [৩৩৬]। দ্রাবিণোদা অগ্নির প্রসঙ্গে সংবৎসরব্যাপী ঋতুচক্রের আবর্তনবহস্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বসন্তে প্রাণের উন্মেষ, আবার শিশিরে তার নিমেষ। ঋতুচক্রের এই পূর্ণ পরিক্রমায় আমরা দেখি কালের ছন্দে প্রজাপতির বিশ্বরূপের একটি আবর্তন। সংবৎসর ঘুরে ঘুরে আসে। সেই একই বিশ্বরূপের দেখা বারবার পাই, তার অনুধ্যানে বিশ্বমূল প্রাণের ছন্দকে আয়ত্ত করে অধ্যাত্মচেতনার প্রসার ঘটাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বৈদিক সাধনার এই একটি ধারা। এই বিজ্ঞানে সংবৎসরকে প্রাণস্পন্দরূপে জানলেই সৃষ্টির মূলকে জানা হয়। যজ্ঞরহস্যের সঙ্গে এই কালবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যজ্ঞ চেতনার উত্তরায়ণ, তা আদিত্যায়নের ছন্দে গাঁথা। সৃষ্টি বা প্রজাপত্যরূপ আদিত্যায়নের বিভূতি। ব্রাহ্মণে তাই ‘প্রজাপতি’ ‘সংবৎসর’ ‘যজ্ঞ’ সবই সমার্থক। বৈশ্বানরকে সেখানে সংবৎসর প্রজাপতি বলায় তাঁকে পাচ্ছি যজ্ঞেশ্বর পুরুষরূপে। অনাগ্র তাঁকে সংবৎসররূপী ‘প্রাণ’ এবং ‘আয়ু’ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।^৫ আবার দুদলোকের অগ্নিকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ব্রাহ্মণ

আশ্বাদন। ‘অর্কঃ’ সা ‘প্রাণ’ তু শত্রা, ১০।৬।২।৭, ৪।১ ২০।। ‘অর্চিঃ’, সূতবাং ‘আগুনের সূত্র’। ‘স্বিত্যতুঃ’ জ্বলাতন তিনটি গমে পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে, দুদলোকে সূর্যরূপে। ‘রজঃ’ প্রাণলোক। ‘ঘর্মিঃ’ দীপ্তি, ‘প্রকাশ্যাত্মা’ সা। ‘হবিঃ’—তু সা ভোক্তৃভোগ্যভাবেন বিব্রিৎ হবিঃ জগৎ, এতাবদ্ বা ইদং সর্বম্ অগ্নে চৈ বাসাদশ্ চ, সোম এবাশ্রম্ অগ্নিব্ অশ্রাদ (ব, ১ ৫ ৬)। ঐতি শ্রুতেঃ আমিই অগ্নি, আমিই হবিঃ। তাই আমিই আমাকে ভোগ করছি এই সর্বাভাবই অগ্নিচয়নের পরিণাম।^৬ তু ঋ বৈশ্বানর ব্রহ্মণে বিদ গাফুন্ ৭।১৩ ৩।

[৩৩৪] ঋ বিশ্ব দেবা অনমসান্ ভিয়ানাস্ হাম্ অগ্নে তমসি তস্মিৎসংসম্ ৬।৯।৭। অগ্নি গৃহাহিত, অব্যক্তের তমিপ্রায় অন্তর্গুঢ়। আলোর দেবতারা সেখানে যেতে ভয় পান। আবার বিপবীতক্রমে ওই তমিপ্রায় জ্যোতির উৎস।^৭ যং দেবাসো হজনয়ন্তাশ্চিৎ যস্মিন্ম আজুহেব্ ভূবনানি ১০।৮।৯। ৭তু, ৩।২৬।২। ১০।৮।৬।

[৩৩৫] প্র. ঋ. ১০।১২১, ১২৫, ৮১-৮২, ৯০ স্।

[৩৩৬] প্র. শ সংবৎসরো বৈ পিতা বৈশ্বানরঃ প্রজাপতিঃ ১।৫।১।১৬, ৫ ২ ৫ ১৪, ৬।২।১।৩৬, ৬ ৬ ১ ৫ ২০, ৭ ৩ ১ ৩৫; ঐ ৩।৪১; তৈ ১।৭।২।৫ ১৪।২।৭।১; ৪। ২তু ঋ. ‘মাতরিশ্বা বৈশ্বানর’ ৩।২৬ ২। ৩শ ৩।৮।৫.৪; তৈ, ৩।৮।৬।২, ১।১৭।৩।

এমনও বলছেন, 'এই পৃথিবীই অগ্নি বৈশ্বানর, আর সেই হল প্রতিষ্ঠা'° অর্থাৎ এখানে ষা-কিছু সবই বৈশ্বানর।

ব্রাহ্মণে অধ্যায়দ্বিটিতে বৈশ্বানর 'তন্পাঃ' অগ্নি [৩৩৭]। অগ্নির এই বিশেষণ ঋক্-সংহিতাতেও আছে।¹ আমাদেব আধারের তিনি রক্ষক, তাঁর তাপই আমাদের প্রাণ এবং চেতনা। সাধনদৃষ্টিতে তিনি 'শিরঃ' অর্থাৎ মূর্ধনাচেতনার দীপ্তি।² এইখানেই অগ্নি সোমের মিলনে শরীর যোগাগ্নিময় হয়।³ আবার এই অগ্নি বৈশ্বানরই আমাদের মধ্যে থেকে অম্লের পরিপাক ঘটান।⁴ পরিশেষে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিৎ পুরুষকেও বলা হয়েছে বৈশ্বানর।⁵

ছান্দোগ্যোপনিষদে বৈশ্বানরবিদ্যার প্রসঙ্গ আছে, তার কথা আগেই বলা হয়েছে [৩৩৮]। প্রসঙ্গটি শতপথব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়।⁶ দুয়ের বিবৃতিতে কিছু তফাত আছে। উভয়ই বিদ্যার প্রবক্তা অশ্বপতি কৈকেয়; কিন্তু বিদ্যার্থীদের মধ্যে প্রাচীন-শাল ঔপম্যবের জায়গায় ব্রাহ্মণে আছেন মহাশাল জাবাল। ব্রাহ্মণের আলোচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত, প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুশাসন সেখানে নাই। আর ফলশ্রুতিতে আছে 'য়ো বা এতং বৈশ্বানরং বেদা প পুনর্মুত্থাং জয়তি সর্বম্ অমৃদু এতি।' উপনিষদে এটি নাই।

অগ্নির মোটামুটি পরিচয় এখানেই শেষ হল।

৬ আপ্রীদেবগণ

দেবতাদের সামান্যত পরিচয় দিতে গিয়ে যাস্ক তাঁদের 'ভক্তি' 'সাহচর্য' এবং 'কর্মের' কথা তুলেছেন, ৩৩৯।। নৈরুদ্গদেব মতে আসলে দেবতা তিনজন পৃথিবী-স্থান অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থান বায়ু অথবা ইন্দ্র, আর দৃশ্যস্থান সূর্য।¹ প্রত্যেক দেবতার ভক্তি ইত্যাদি পৃথক-পৃথক। তার মধ্যে অগ্নিভক্তি হল: লোকের মধ্যে এই পৃথিবী, সোমযাগের তিনটি সবনের মধ্যে প্রাঃসবন, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, স্তোত্রমের মধ্যে ত্রিবৃৎ, সোমের মধ্যে রথন্তব, 'দেবগণের মধ্যে পৃথিবীস্থান যেসব দেবতার উদ্দেশ্য আছে' এবং অশ্বায়ী পৃথিবী আর ইলা। এই তিনটি স্ত্রীদেবতা।² কিন্তু যাস্ক যেমন বিশেষ করে অন্তরিক্ষস্থান এবং দৃশ্যস্থান দেবগণের উল্লেখ করেছেন,³ পৃথিবীস্থান দেবগণের উল্লেখ তেমনভাবে করেননি। দূর্গা তাঁর ব্যাখ্যায় পৃথিবীস্থান দেবগণের উদাহরণ দিচ্ছেন, 'আপ্রাঃ, অক্ষাঃ, গ্রাবাণঃ, অভীষবঃ' ইত্যাদি। এর মধ্যে আপ্রীরাই প্রধানত

[৩৩৭] শ ৩২ ২ ২৩, তৈআ ২।৫।৩। ১ সাধারণভাবে ঋ ৮।৭১।১৩, ১০।৭৬ ১, ৬৯।৭; বৈশ্বানরের বিণ ১০ ৮৮।৮। ২ শ ৬ ৬ ১৯, ৯ ৩ ১৭, তু 'শিরোরত'। ৩ তার সম্পর্ক, চিত্তের একাগ্রতায় আধারের হ্রাসের উৎপত্তি এবং সেইসঙ্গে ব্যাপ্তিভাবনার ফলে স্নিপ্ততার অনুভব। দুয়ের মিলনে দৈহিকত্বের অগ্নি সোমের যুগ্মবিলাস ৪ ২ শ অযম্ অগ্নির্ বৈশ্বানরো যো হযম্ অন্তঃ পুরুষে, যেনে দম্ অধঃ পচ্যতে যদ্ হযম্ অদ্যত ১৪ ৮।১০।১ (ব ৫।৯।১ ০ তৈরা, ২।১।৪।৫, ৩।৭।৩।২।

[৩৩৮] দ্র. বেমী. পৃ. ১৪৫-৪৭। ২ শ. ১০।৬।১।

[৩৩৯] দ্র. নি. ৭।৮ ১১। 'ভক্তি' ভজনা, পরস্পরের ধর্মিষ্ঠ সম্পর্ক, ২ নি. ৭।৫। ৩ নি. ৭।৮।২। 'স্তোত্রম্' দ্র. বেমী. পৃ. ৬০, ০ নি. ১১ ১৩, ১২।৩৫। ৪ দ্র. টীম্. ১৪৫; নি. ৭ ৮।২, তত্র দূর্গা; উদ্ভিষ্ট সংজ্ঞাদুলিতে বহুবচন ল।

দেবতাপদবাচ্য, অন্যত্র পার্থিব বস্তুতে দেবত্বের আরোপ মাত্র। বৈদিক ভাবনায় আপ্রী-দেবগণের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যেতে পারে, আপ্রীদেবতারা ই মৃথাত পার্থিবীস্থান দেবগণ।^{১০}

আপ্রীদেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত আপ্রীসূক্তগুলির স্বরূপে একটা বিশেষ মর্যাদা এবং স্থান আছে। সংহিতার বিভিন্ন মন্ডলে মোটের উপর দশটি আপ্রীসূক্ত পাওয়া যায়। একেকটি সূক্ত একেক ঋষির বংশে প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে প্রথম মন্ডলের তিনটি সূক্ত যথাক্রমে মেধাতিথির দীর্ঘতমার এবং অগস্ত্যের; দশম মন্ডলের দুটি বায়শ্বব সূক্তের আব জমদগ্নির, আর বাকী পাঁচটি গৃৎসমদের, বিশ্বামিত্রের, বসুশ্রুত আত্রেয়, বসিষ্ঠের আর কশ্যপ অসিত বা দেবলের [৩৪০]। প্রত্যেক যজ্ঞমানের পক্ষে নিজ-নিজ গোত্রপ্রবর্তক ঋষির আপ্রীসূক্ত প্রয়োগ কবাই প্রাচীন বিধি^{১১} কিন্তু আম্বলায়ন বলেন, গৃৎসমদ এবং বসিষ্ঠ গোত্রের ছাড়া আর সবাই জমদগ্নির আপ্রী-সূক্তটিও ব্যবহার করতে পারেন; বিশেষত প্রাজাপত্য পশুযাগে এই সূক্তটিই সর্ব-জনীন^{১২}। যাস্কও আপ্রীসূক্তের প্রসঙ্গে এই সঙ্কটিকেই আদর্শ ধরে তার ব্যাখ্যা করেছেন।^{১৩}

দুটি বাদে প্রত্যেক আপ্রীসূক্তে এগারটি করে ঋক্ আছে। প্রত্যেক ঋকের দেবতা আলাদা। দেবতাদের একটা ক্রম বাঁধা আছে। সে-অনুসারে তাঁদের নাম: ১ সমিধঃ, ২ নরাশংসঃ বা তনুপাং, ৩ ইলঃ, ৪ বহিঃ, ৫ দেবীষ্ণু ধ্বাঃ, ৬ উষাসানস্তা, ৭ দৈবো হোতারো প্রচেওমো, ৮ সরস্বতীলা ভাবতাঃ, ৯ ঋতা, ১০ বনস্পতিঃ, ১১ স্বাহাকৃতঃ। দ্বিতীয় দেবতার বেলায় বিকল্প আছে। মেধাতিথি আর দীর্ঘ-তমার আপ্রীসূক্তে নরাশংস ও তনুপাং দুটি দেবতার উদ্দেশ্যেই একটি করে মন্ত্র আছে। তাতে মন্ত্রসংখ্যা প্রথমাটতে বাবো, এবং দ্বিতীয়াটিতে শেষের একটি ঐন্দ্রী ঋক্ নিয়ে দেব ৩৭১। প্রাথমিকসূক্তেও ভেদনি করে বারোটি মন্ত্র। বসিষ্ঠ আত্রেয় বায়শ্বব আর গৃৎসমদের আপ্রীসূক্তগুলির দ্বিতীয় দেবতা শম্ভু নরাশংস, বাকী চারজনের আপ্রীসূক্তে শম্ভু তনুপাং।^{১৪}

‘আপ্রী’ সংজ্ঞার তিনটি ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে আপ্রী ‘যাজ্ঞা’ বা যাগের মন্ত্র। এইসব মন্ত্র পাঠ করে দেবতার ‘প্রীতি’ সম্পাদন কবতে হয়

[৩৪০] ঋক্ ১।১৩, ১৪২, ১৮৮, ১০।৭০, ১১০। ২।৩, ৩।৪, ৫।৫, ৭।২, ৯।৫। ল আশ্রমভুলগুলির মধ্যে বামদেব এবং ভবম্বাজের মন্ডল দুটিতে আপ্রীসূক্ত নাই কেন- ১।৫ স তে অগ্নি পবমান সেমেব সংগে দিগে আছে, দু টী ২।১৫। ৪।৫ ইয়া ত্রিভিঃ যথথ্যা- আপ্রীণীমান, যদ- যথথ্যা আপ্রীণীতি যজ্ঞমানম্ এন তদ বস্তুত্যা নোৎসর্জিত ২।১৮। ২।আম্বলায়নমো ৩।২৫৭। দু ইয়া স। সোনির্নচত্বাদশাহায়াগে, পূর্বস্তাদ দীক্ষায়াঃ প্রাজাপত্যঃ পশু- আলভতে। তস্যা প্রয়ো জামদগ্ন্যো ভবতি। তদ্ আহুবা যদ্ অমোষ পশু- যথথ্যা আপ্রাধো ভবতু অথ কশ্যপ অগ্নিনঃ সর্বোং জামদগ্ন্য এবেতি। সর্ব-পা দৈ জামদগ্ন্যঃ সর্বসম্ব্যঃ ৪।২৬; তু. শব্দা. ১০।২।২।১৪। ৭।নি. ৮।৫-২।১।

[৩৪১] মন্ত্রসংখ্যা বাবো হলে তার তাৎপর্য বিবাস্ত্যভাবনায় তু অগ্নিহোমপ্রসঙ্গে শব্দা-বাদশা প্রিয়াঃ, বাদশা সাসাঃ সূবৎসবঃ। সূবৎসবো অগ্নিঃ। ব্রহ্মদক্ষো জগতী ইসঃ বৈ জগতী, অসঃ হীদং সর্বং জগৎ, ইয়ন্ উ বা অগ্নিঃ জগতী সর্বাণি ছন্দাংসি সর্বাণি ছন্দাংসি প্রজাপতিঃ প্রজাপতিঃ অগ্নিঃ ৬।১২৮ ৩০। ইন্দ্র জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের সংগে নিহায়ুক্ত শস্যমানের দেবতা পশুযাগ প্রাণকে উদ্দীপিত কববার সাধনা। তাই তাতে ইন্দ্রের প্রাধান্য হওয়া স্বাভাবিক। যজ্ঞসংহি তার অনেক আপ্রীসূক্তেই তাই। ১।নি. ৮।২২, ১২।

বলে এদের নাম 'আপ্রী', এরা তেজ এবং 'বৃক্ষবর্চস' বা বৃহতের ভাবনাজনিত দীপ্তি [৩৪২]। শতপথব্রাহ্মণে আবার পাই : 'সমস্ত ঘন দিয়ে বা সমস্ত আত্মা দিয়ে যজ্ঞের সে আয়োজন করে আর নিজেকে গুটিয়ে আনতে চায়, যে নাকি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়। তার আত্মা যেন রিক্ত হয়ে যায়। তখন এই আপ্রীদের দিয়ে সেই আত্মাকে "আপ্যায়িত" করা হয়। আপ্যায়িত করা হয় বলেই তাদের নাম আপ্রী।' 'সর্বশেষে যাস্কের ব্যাখ্যাস্তি : 'আপ্রী কি করে হল : আপ্ (পাওবা) বা প্রী (প্রীত করা), ধাতু থেকে।' 'আসলে আপ্রী শব্দের বিশেষণ এবং তা থেকে দেবতাবও বিশেষণ।' 'যাস্ক সংজ্ঞাটি দুই অর্থেই ব্যবহার করেছেন।'

আপ্রীসূক্তের দেবতারা যজ্ঞাঙ্গ না অগ্নি, তা নিয়ে যাস্ক সাম্প্রদায়িক মতভেদের উল্লেখ করেছেন। কাথক্য বলেন, 'ইধু' বস্তুত যজ্ঞের ইন্ধন : 'তন্নপাৎ' আজ্য—তন্ন হচ্ছে গো, তার দুধ হতে আজ্য হয় বলে সে তার নাতি : 'নবাংশস' যজ্ঞেরই আরেক নাম, কেননা নরেরা ওতে আসীন হয়ে দেবতার শংসন করেন বা প্রশস্তি উচ্চারণ করেন : 'দ্বাঃ' যজ্ঞগৃহের দ্বার : 'বনস্পতি' য্ৎপ ইত্যাদি। কিন্তু শাকপুণি বলেন, এসবই বোঝাচ্ছে অগ্নিকে ৩৪৩।। এই মতান্তরের মধ্যে পরবর্তী যুগের কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ডে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। বেদাধর্মীমাংসায় রহস্যপ্রস্থান আর উপনিষৎপ্রস্থানের মাঝে স্ফুট ভেদেরও মূল এইখানে। যাস্ক অবশ্য শাকপুণির মতের সমর্থক।

আপ্রীসূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ হয় পশুযাগের প্রযাজে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে [৩৪৪]। সূত্রায় আপ্রীদেবতারা পশুযাগের প্রযাজের দেবতা। পশুযাগ

[৩৭২]। ঐরা আপ্রীভির্ আপ্রীগতি। তেজো বৈ বৃক্ষবর্চসম্ আপ্রিয়ঃ ২।৭। ১ শব্দ 'তদ্ যদ্ আপ্রীভিশ্ চরন্তি, সর্বোণেব বা এষ মনসা সর্বোণেবাখ্যানা যজ্ঞঃ সংঘটিতঃ সং চ জিহীর্ষিত যো দীক্ষতে। তস্য বিচারান ইত্যাত্মা ভবতি। তন্ এতীভির্ আপ্রীভির্ আপ্যায়িতঃ। তদ্ যদ্ আপ্যায়িতঃ তস্মাদ্ আপ্রস্যো নাম' ৩।৮।১।২। কিন্তু কাথক্যার পাঠ 'স যদ্ এতীভির্ আপ্রীভিঃ পুনরু আপ্যায়ত এতীভির্ এনম্ অপ্রীগতি, তস্মাদ্ আপ্রয়ো নাম' তু জৈন্দ্র *afrenash*। শব্দার ব্যা অক্ষরিক নয়, নিগূঢ় তাৎপর্থেব বোধক এইধরনের ব্যাখ্যাদান অধ্যাবশ্যাস্তর একটি সুপরিচিত পদ্ধতি। এগুলি ভাবনার সহায়ক, শব্দবিজ্ঞানের আইন দিয়ে এদের বিচার চলে না। ২ নি 'আপ্রিয়াঃ কস্মাৎ আপ্রোভ্যঃ প্রীগতেব না' ৮।৭ এবং পর যাস্ক ঐরাব বচন তুলে দিয়েছেন। আপ্ ধাতু হতে ব্যব কোনও প্রমাণ তিনি দেননি। কিন্তু ঐরাব ভাস্যে সা শাখান্তরের বচন তুলে দিয়েছেন, 'আপ্রীভির্ আনুব্রব, তদ্ আপ্রীগাম্ আপ্রীষ্ম'। তেত্রো ২।২।৮।৬।, ক্ষেত্রে 'আপ্রী' শব্দ নাই কিন্তু একজায়গায় আছে 'আপ্রস্য বকুর্নি' (১।১৩২২)। সা তার অর্থ করেছেন 'আপনশীলস্য ইতসং তেত্রো ব্যাস্তস্য শুবসঃ'। Goldner বলেন, যেমন 'গায়ত্রী', 'গায়ত্র', তেমনি 'আপ্রী'। 'আপ্র' অর্থ প্রীতিসাধক, কবায় যজ্ঞমানকে। অনুক্রমিকায় 'আপ্রী' এবং 'আপ্র' দুটি সংজ্ঞাই আছে (১।১৩)। দেবতার প্রশান্তিকে যেমন বলা হয় : 'শংস', তেমনি তাঁর প্রীতিসাধক মন্ত্রমালাকেও বলা যেতে পারে 'আপ্রী'। সূত্রায় ঐরাব ব্যুৎপত্তি সংগত (১ শব্দ ১০ ৩ তু শব্দ ৩ ৮।১।২, ৬।২।১।২৮ ৩১, ১১।৮ ৩.৫ ১৩।২।১৭; ভাব্রা ১৫।৮ ২, ১৬।৭ ২৩)। ৩ তু নি দুর্গ আপ্রিয় অঃ, তৎসবদ্বাং দেবতা অপি। অচস ভাবঃ আনুব্রবন্তি প্রীগন্ত বা দেবতা ইতি আপ্রিয়ঃ। অথ পুনর দেবতা আপ্র্যেত আপ্রীযন্ত বা ইতু আপ্রিয়ঃ ৮।৪।২। ৪ নি. ৮।৪।১, ২১।৩, ২২।১৩।

[৩৪৩] দ্ব. নি. ৮।৫, ৬, ১০, ১৪, ১৭।

[৩৪৪] দ্রু টী ২৭৭। ১ আস্বলায়নস্ত্রো ৩ ৮ ৩ ৪। ২ শব্দ দশ বা ইমে পবুদে প্রাণঃ, আঠে কাদশো যস্মিন্ এতঃ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ এতান্ন বৈ পবুদে তদ্ অস্য সর্বম আত্মানম্ আপ্যায়িত। তস্মাদ্ একাদশ প্রযাজা ভরন্তি (পশুযাগে) ৩।৮।১ ৩। ৩ তু ঐরা 'যজ্ঞমানো বা এষ নিদানেন স্ফুটদীপ্তিনির্পণেন সা' যৎ পশুঃ পশুনা স্বাখ্যানা নিষ্কৃতিত্বাৎ পশোর

দুঃকর্ম। একটি স্বতন্ত্র, তার নাম 'নিরুঢ়পশুদ্বন্দ্ব'; আর কতকগুলি সোমযাগের অঙ্গীভূত বলে নাম 'সৌমিক'। নিরুঢ়পশুদ্বন্দ্ব আহিতাগ্নিকে সারা জীবন ধরে প্রতিবছর একবার করে কর্তেই হয়। তাছাড়া দুঃবারও করা যায়, কিংবা ছ'বার। একবার করলে বর্ষাকালে শ্রাবণ বা ভাদ্রের অমাবস্যা বা পূর্ণিমা কর্তে হয়; দুঃবার করলে কর্তে হয় দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণের আদিতে; আর ছ'বার করলে প্রতি ঋতুতে। পশু প্রাণের প্রতীক; পশুযাগকে সংবৎসরের ঋতুচক্রের সঙ্গে এমনি করে বেঁধে দেওয়ার তাৎপর্য ঋতুচন্দ্রা বিশ্বপ্রাণের আনুকূল্যকে আয়োজন্যনের কাজে লাগানো। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, 'পশুদ্বয়ের মধ্যে আছে দশটি প্রাণ, আর আত্মা হলেন একাদশ যাঁতে এই প্রাণেরা প্রতিষ্ঠিত। এই হলেন পুরাপুরি পুরুষটি। এমনি করে তাঁর সমস্ত আত্মাকে আপ্যায়িত করা হয়। তাইতে প্রযাজ হল এগারটি, সূত্রায় পশুযাগ প্রাণোপাসনারই নামান্তর এবং আপ্রীস্তুগুলিরও তা-ই তাৎপর্য।'

এগারটি প্রযাজের প্রথম দশটিতে হব্য হল আজ্য, আর শেষ প্রযাজের হব্য পশুর 'বপা' বা নাভির পাশের মেদ। নাভি অগ্নিস্থান এবং বপা সহজদাহ্য এই ইঙ্গিত অনুধাবনযোগ্য। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেন, 'প্রশ্ন হবে, কোন্ দেবতার স্বাহাকৃতি? বলবে, বিশ্বদেবেরা (অর্থাৎ বিশ্বের সমষ্টি চিৎশক্তি)।...এই-যে বপাহুতি, তা অমৃতাহুতি এবং অধ্যায়বীষরূপে অশরীরী তাই বপাহুতিতে সম্পূর্ণ যজ্ঞমানকে সংস্কৃত করে দেবযোনিরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, আর তার ফলে যজ্ঞমান সমস্ত আহুতির পরিণামস্বরূপে হিরণ্যশরীর হয়ে উর্ধ্বে স্বর্গলোকে চলে যান [৩৪৫]।' এখানে পশু বস্তুত যজ্ঞমানের 'নিষ্কর্য' অর্থাৎ নিজেকে সোভাসুজি আহুতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে প্রতিনিধিরূপে পশুকে আহুতি দেওয়া সূত্রায় পশুবলি আত্মবলিবই নামান্তর দুবায়জ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের একটি প্রতীকমাষ্ট।

বৈদিক যজ্ঞে পশুঘাতের বাড়াবাড়ি ছিল, এ-ধারণা সত্য নয়। আহিতাগ্নির অবশ্যকর্তব্য নিরুঢ়পশুদ্বন্দ্ব বছরে বড় জোর ছ'বার করা সম্ভব ছিল এবং তাতে মাত্র একটি পশুর দরকার হত। সোমযাগে একাধিক পশুর দরকার হলেও তার সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল, ইচ্ছামত তা বাড়াবার উপায় ছিল না। তাছাড়া সোমযাগ জটিল বায়সাধ্য ব্যাপার, সবাব পক্ষে তা করা সম্ভবও হত না। আত্মবল্যনকথিত দুটি কাম্য পশুযাগ

যজ্ঞমানস্বম্।। অনেন জ্যোতিষা পশোঃ পূর্বতো নীসমানোক্তাকেন। যজ্ঞমানঃ পুরোজ্যোতিঃ স্বর্গং লোকম্ এধাতীতি তেন জ্যোতিষা যজ্ঞমানঃ পুরোজ্যোতিঃ স্বর্গং লোকম্ এতি ২।১৯। এই পুরোজ্যোতির মধ্যে তু উপনিষদের 'হাদ্ প্রদ্যাত' ব্ ৪৭ ২। দ্র টী ৩৬৫

। ৩৬৫। ঐরা 'তদ্, আহঃ, কা দেবতাঃ স্বাহাকৃত্য ইতি। বিশ্বং মেবা ইতি ব্রূয়াৎ। সা বা এযামতাহুতিব্ এয যদ বপাহুতিঃ। অমৃতাহুতিব্ অগ্ন্যাহুতিঃ। আহিতথাকস্ মণিতস্য গ্নেব্ আহবনীম্যেনো প্রক্ষেপত্বা সা অমৃতাহুতিব্ আজ্যাহুতিঃ, অমৃতাহুতিঃ সোমাহুতিঃ এযা বা অশরীরী আহুত্যাঃ। যা বৈ কাশ্ চ অশরীরী আহুত্যাঃ, অমৃতম্ এয তাভির যজ্ঞমানো জ্যোতি স যাকান্ এয পুরুষস্, ত্রাবন্তং যজ্ঞমানং সংস্কৃত্যাম্নো দেবযোনাং জ্যোতি অগ্নির দৈ দেবযোনিঃ। সো হগ্নেব্ দেবযোনাং আহুতিভ্যাঃ সন্ধ্য হিরণ্যশরীর উর্ধ্বঃ স্বর্গং লোকম্ এতি' ২।১৩, ১৪। বক্ত মাসই শরীর, বপা বা বেতঃ তা নয় (ঐ)। ২৭ টী ৩৪৪। যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা নিষ্কর্যবাদের উপর সমস্ত আহুতিই আত্মাহুতির প্রতিনিধিস্থানীয়। তু ঐরা 'সর্বাতো বা এষ দেবতাত্তা আত্মানম্ আলভতে, যো দীক্ষতে। স যদ্ অগ্নীযোমীং পশুদম্ আলভতে, সর্বাতা এষ তদ দেবতাত্তো যজ্ঞমান আত্মানং নিষ্করীণীতে' ২।৩। মরণের পর শরীরকে চিতার আগুনে আহুতি দেওয়াই বলতে গেলে সহকার আহুতি। তাই 'অন্ত্য ইতি'।

সম্বন্ধেও এই কথা [৩৪৬]। মোটের উপর বৈদিক যজ্ঞে পশুঘাতসম্পর্কে এমন একটা সংযম ছিল, পর্বতী^১ যুগের রুধির কদম্বেই বরং যার অভাব দেখা যায়।

প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের সঙ্গে আপ্রীদেবগণের ঘনিষ্ঠ যোগ। এই আপ্রীদেবগণের প্রসঙ্গে এদেরও স্বরূপ কি তা নিয়ে যাস্ক কিছু বিচার করেছেন [৩৪৭] ব্রাহ্মণের উক্তি তুলে তিনি দেখিয়েছেন, দু'টি যাগের দেবতা কোথাও ছন্দঃ ঋতু বা পশু, কোথাও প্রাণ বা আত্মা, নিজে সিদ্ধান্ত করেছেন, বস্তুত দেবতা এখানে অগ্নি, অন্যান্য মত 'ভক্তিমান' অর্থাৎ গোণ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যেমন ব্রাহ্মণ বচন তুলে দিয়েছেন, তেমনি ঋক্ সংহিতা হতেও দেখিয়েছেন, সৌচীক অগ্নি বিশ্ব-দেবগণের কাছে প্রযাজ ও অনুযাজ এই দু'টি যাগের অধিকার দাবি করছেন, দেবতারও সে-দাবি মেনে নিয়ে বলছেন 'ওর প্রযাজা অনুযাজাশ্চ'। আগেই দেখেছি, সৌচীক অগ্নি অঞ্জর অমব তুরীয় অগ্নি, প্রাণসমুদেব এতলে নিহিত দিবা অভীপ্সার সিম্বধর্ম। প্রযাজ ও অনুযাজ হাবই অধিকারে, বলতে গেলে সমস্ত যজ্ঞই তাঁর, সংহিতার এই উক্তি পরম্পরারূপে আপ্রীদেবগণের আগ্নেয়ই সমর্থন করে।

যাস্কের উল্লিখিত বিচারে যজ্ঞরহস্যের আরেকটা দিকের আভাস মেলে। প্রযাজ আর অনুযাজ প্রধান যাগের উপক্রম এবং উপসংহার : এ-দু'টি ভাবনার বেটনীতে উৎসর্গের মূল ভাবনা যেন সম্পাদিত এই সম্পাদে রচব কি দিয়ে ছন্দ দিয়ে, কাল-চক্রের আবর্তন দিয়ে অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির উদ্দীপ্তি দিয়ে যাব সংকেত আছে ছন্দঃ জ্যোতিষ এবং কল্প এই তিনটি বেদাঙ্গে, কিংবা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রচব মূখ্যপ্রাণ বা আত্মচেতনা দিয়ে। ভাবনার আশ্রয় যা ই হ'ক না কেন সব কিছুকে অভীপ্সার আগুনে প্রজ্বল করে তুলতে হবে, যাস্কের সিদ্ধান্তের এই তাৎপর্য।

আরেকটা কথা। আপ্রীসৃষ্টের দেবতা অগ্নি এবং পশুযাগে তার বিনিয়োগ - এটির ব্যঞ্জনা গভীর। পশু অমার্জিত প্রাণ অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক। আত্মচেতনা সবে তার মধ্যে উৎকীর্ণ দিতে শুরু করেছে [৩৪৮]। সে প্রমত্ত, তবুও বশ্য এবং দেবতার বাহন হবার যোগ্য কিন্তু এই যোগ্যতাকে সার্থক করতে হলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে তাকে চিন্ময় হতে হবে। আমার প্রাণই পশু, আমার উদ্দীপ্ত অতীপ্সাব নিতাদহনই অগ্নি, আর আমার আত্মাই দেবতা। সিম্বধ চেতনার সংবেগে অবর প্রাণের চিন্ময় রূপান্তর পশুযাগের তাৎপর্য।

আপ্রীসৃষ্টগুলি যে প্রাণের উদ্দীপ্তির দ্যোতনা বহন করছে [৩৪৯], তা বোঝা

[৩৪৬] ৫ শ্রী ৩ ৭ ৮ একটিকে পশুর সংখ্যা এগার আবেকটিতে আঠার। নাম পশু যাগের জন্য ৫, ঠেস ২১, ঠেতা ২৮...

[৩৪৭] নি. ৮।২১-২২।

[৩৪৮] 'পশু' < ১ পশু (দেখা), তু শব্দ অগ্নি পশুদের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন 'প্রজাপতিঃ হুতম্ পশুস্, এতম্ অগ্নিম্, অপশাৎ তন্মাদ্ সর্বৈবেতে পশবঃ' ৬।২।১৫। আরও তু তা ইন্দ্রিয়ং বৈ নীর্ঘং বসঃ পশবঃ ১৩।৭।৫, শ প্রজাপতিঃ প্রাণেজা এবাশি পশুন্, নিরমিমিত্, মনসঃ পূবুদ্যং তন্মাদ্ আহুতং, প্রাণাঃ পি ইতি ৭।৫।২।৬, ঠেতা প্রাণাঃ প ৩।২।৮।৯, শ বোদ্রা বৈ পি ৬ ৩ ২ ৭। 'পশুঃ পশাতেঃ' নি ৩ ১৬। অন্য বদু < ১ পশু 'বদনে', তু 'পশবঃ' আধুনিক বদু - II *folk name Lit. folk animal*

[৩৪৯] তু শব্দ প্রাণ বা আপ্রিয়ঃ ১৮।১২ ৫ নি ৮।২২.১৩, ৫ শ খিল ৫।৭ (প্রৈষাদ্যায়)।১, মৈস, ৪।১৩।২, কাস, ১৫।১৩, ঠেতা ৩।৬।২, ঐতা ২।৪, তু মা ২১, ২৯,

যায় এদের সম্পর্কে নানাভাবে এগার সংখ্যার ব্যবহারে। প্রথমত সূক্তের দেবতার সংখ্যায় এগারজন। প্রায় সব সূক্তেই ঋক সংখ্যা এগার। ঋক সংহিতায় আপ্রীসূক্তের সংখ্যা দশ, কিন্তু যাস্ক তার সঙ্গে একটি প্রৈয়িক আপ্রীসূক্ত যোগ করে সূক্তসংখ্যাকে করেছেন এগার। এগার সংখ্যাটি অন্তরিক্ষের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত যেমন আট সংখ্যাটি পৃথিবীর, বারো দ্ব্যলোকের অন্তরিক্ষ প্রাণলোক, কেননা তা বায়ুদ্ব সঞ্চরণস্থানঃ এবং বায়ু প্রাণঃ। শতপথব্রাহ্মণে প্রাণবৃন্তির সংখ্যা আত্মাকে নিয়ে এগার।^১ বৃহদারণ্যকোপনিষদে একাদশ রুদ্রকে অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে বলা হয়েছে একাদশ প্রাণ।^২ রুদ্রগণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা।

অভীপ্সার আগুন সমিদ্ধ করা থেকে শুব্দু করে স্বাহাকৃতিতে বিশ্বদেবতার কাছে চরম আত্মনিবেদন পর্যন্ত উৎসর্গ ভাবনার একটি পরিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায় আপ্রীসূক্তগুলিতে [৩৫০]।

প্রথম আপ্রীদেবতার নাম যাস্কের মতে ইধ্বা [৩৫১]। কিন্তু সংহিতায় তাঁর নাম 'সমিদ্ধ'। নামটির কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে মন্তে 'সমিদ্ধ' শব্দের ব্যবহার দ্বারা তাকে দোষিত করা হয়েছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে 'সমিদ্ধ' দেবতা ও যাগ দূয়েরই নাম।^৩ কাথকোব মতে দেবতা যে 'যজ্ঞেধ্বা' বা যজ্ঞলব্ধ, তা আগেই বলেছি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেন, 'প্রাণেবাই সমিদ্ধ, প্রাণেবাই এই যাকিছু সব প্রজ্জ্বল করছে। এই (এই মন্ত্রপাঠের দ্বারা হোতা) প্রাণদেবই প্রীত করেন, যজ্ঞমানে প্রাণাধান করেন।'^৪

সমিদ্ধ অগ্নির মন্তে পাই উৎসর্গ ভাবনার প্রথম পর্ব। ব্রহ্মভাবনার বা বৃহৎ হবার যে-আকৃতি প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট রয়েছে আমাদের মধ্যে, জ্বালাময় অভীপ্সায় তা প্রজ্জ্বল হয়ে উঠলেই আধারে অগ্নি 'সমিদ্ধ' হলেন [৩৫২]। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে তাকেই বলা হয়েছে উপাসকের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার গ্রিয়া। উপনিষদেও আছে, নিজের দেহকেই

৩০ ৩৩ ৩৪। ৩৫ শ সহ ইধ্বেন্নাব্ অগ্নে লোকাব্ আসতুঃ। তস্যাব্ নিযজ্ঞোন্ যো হুতবেণ কাশ আসীৎ, তদ অমর্ত্যীক্ষম অভবৎ ৭।১২ ২৩, অন্তরিক্ষং বা অপাং সগগ্ধম্ ৭।২ ৫৭, জৈউ য এলাসং পরতে বাসুঃ। এতদ্ এবান্তরিক্ষম্ ১২০।২। ৩৫ শ প্রাণা উ বা স্যুঃ ৮ ৮ ১ ৮, এ বা হি প্রাণঃ ২ ২৬, ৩।২; তা ৪।৬।৮, কৌ ৫।৮, ১৩।৫। ৩৬ ৩।৮।১।৩। ৩৩।৯।৪।

[৩৫০] আপ্রীসূক্ত অন্যান্য সংহিতাদ্রুতও আছে দ্রু মা ২০।৩৬ ৪৬, ৭৫-৬৬, ২১।১২ ২২, ২৯-৫০ ২৭।১১ ২২, ২৮।১ ১১। ১২-২২, ২৪ ৩৫, ২৯।১ ১১ ২৫ ৩৬ টৈস ৪।১। ৮ ১ ১২, দৌ ৫।১২ (৫ ১০ ১১০), ২৭। সব সূক্তের ধন এক। তাৎপর্যের জন্য দ্রু ঐবা ২।৫, তৈত্তা ২।৬।১২, ১৮। Halm বলেন, বেদের 'অপ্রী' আর অবলম্ব্যাব *afirmam* মূলত এক।

[৩৫১] নি 'তাসাম্ ইধ্বাঃ প্রথমগামী ভবতি' বা 'দ্রু দিতে গিয়ে বলাছেন, 'ইধ্বাঃ সমিদ্ধনাৎ' ৮ ৫ ৫৫ 'ইধ্বা' সর্বত্র বোঝায় ইধ্বন অনাক্রমণিকায় 'ইধ্বা' এবং 'সমিদ্ধ' দুটি সংজ্ঞাই আছে। ১৩ ঐব্রা 'সমিদ্ধো যজতি' ২।৪; তত্র সা 'সমিদ্ধামকদেবতাবাদ্ যাগো হীপি সমিদ্ধ ইত্যনেন শব্দে-নোচ্যতে সমিদ্ধামকং যাগং কুর্বাদ্ ইত্যর্থঃ। যদ্ বা হেতুপ্রবণং ৭৭ সমিদ্ধ দেবতাবিষয়াং যাজ্ঞাং পঠেদ ইত্যর্থঃ। ২ ঐব্রা প্রাণা বৈ সমিদ্ধঃ প্রাণা হীদং সর্বং সমিদ্ধতে, যদ্ ইদং কিং চ। প্রাণান্ এষ তৎ প্রীণতি, প্রাণান্ যজ্ঞমানে দধতি ২।৪।

[৩৫২] দ্রু. টীমু. ২০৭-১৩। ৩৫২. ১।১৪।

অধরারণি আব প্রণবকে উত্তরারণি করে ধ্যাননির্মল্লেখের অভ্যাসস্বারা নিগূঢ় দেবতাকে আবিষ্কার করতে হবে এই আধারে।*

অগ্নির যা সাধারণ ধর্ম, তা এই সমিদ্ধ অগ্নিরও, আপ্রীসূক্তগুণিতে তাঁর সামান্যধর্মখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট বিবৃতিও কিছু কিছু আছে যা উপাসকের মননের উল্লাসকে সমৃদ্ধ করে। যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত জাতবেদা তিনি [৩৫৩], তবুও এই পার্থিব আধারে নিহিত থেকেই ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বব্রুবনে।* তাঁর তেজঃপূঞ্জ স্পর্শ করে দুলোককেব উত্তুংগতাকে, সেইখান থেকে সূর্যের রশ্মিজালের সঙ্গে তিনি হন সন্তত।* তিনি তখন সহস্রজিৎ।*

মার্থানন্দনসংহিতায় ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অনুরূপ একটি পশুযাগের আপ্রীসূক্তে বলা হচ্ছে, এই সমিদ্ধ অগ্নি গায়ত্রী ছন্দ এবং দেড়বছরের একটি গোর সঙ্গে মিলিত হয়ে ইন্দ্রাবিষ্ট আধারে নিহিত করেন ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রবীর্ষ এবং তারুণ্য [৩৫৪] গো আলো বা প্রজ্ঞার প্রতীক সমস্ত সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অভ্যদয় ও রূপান্তরের কথা আছে।* আরেকটি সন্তের বিনিয়োগও ঐন্দ্র পশুযাগে। সেখানে সমিদ্ধ প্রভূতি আপ্রীদেবগণকে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।* অগ্নি এবং ইন্দ্রের সাহচর্য বেদে সুপ্রসিদ্ধ। সাধনায় অভীসার সংবেগ এবং বজ্রবীর্ষ দুইই চাই। ত্যাগাড়া একেরই চিদবির্ভূতি বলে দেবতারার 'সজোষাঃ'। তাই সহজেই একের ভাবনার মধ্যে অপরের ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেতে পারে। বৈদিক অম্বৈহতদৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আপ্রীদেবগণের অন্যান্যাসম্বন্ধ তার একটি সুন্দর নিদর্শন।

যাক্ সংহিতার একটি আপ্রীসূক্তের বিবৃতি এবং বিশ্লেষণ হতে আপ্রীদেবগণের পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটেতে পারে। তার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র গাথনের সৃষ্টি এখানে বেছে নেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁর ব্রহ্মবীর্ষ যে ভারত-জনের রক্ষক এ তাঁর নিজেরই উদাস্ত ঘোষণা। আমাদের নিত্যোচ্চার্য সাবিত্রী ঋকের তিনিই প্রবক্তা।

সমিদ্ধ অগ্নির উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন - 'সমিধে-সমিধে সূমনা হয়ে প্রবৃদ্ধ হও আমাদের মধ্যে শূক্ৰ-শূক্ৰি (শিখায় শিখায়) প্রসাদ দাও যে তুমি আলোর। হে

[৩৫৩] ৮ ঋ ৫।৫।১। *তু সমিধো অগ্নিন্ নিহিতঃ পৃথিব্যাং প্রভাতঃ বিশ্বানি ভুবনান্য অস্থান ২ ৩।১। *তু উপ স্পৃশ দিবাং সানু স্তপৈঃ সং রশ্মিভিস্ ততনঃ সূর্যসা ৭।২।১। এখানে অগ্নি এবং সূর্যের সাযুজ্য ধর্নিত হচ্ছে। উপনিষদে একে বলা হয়েছে, 'এখানে যে-পদার্থ আর আদিত্য যে-পদার্থ, দুয়ের একতা' (ঐত ২।৮, ঐ ১৬)। তারই দার্শনিক বিবৃতি 'অম্ব আখা ব্রহ্ম' (মাণ্ড্য, ২)। 'সং ততনঃ' তু ঋ, তন্তুং তনুশ্চ (আতত কর) পূর্বস্মি ১।১৪২।১। যজ্ঞ ভুলোক হতে দুলোকে আতত একটি 'তন্দ্রা' বা পট ১।১৩০ ১, টী ২০১১, *১ ১৮৮।১; ছু. ৫।২৬।৬, টী, ২১২*।

[৩৫৪] ৮ মা সমিধো অগ্নিঃ সমিধা সুসমিধো বরগাঃ গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রিয়ং গায়িত্ গোব্ কয়ো দধুঃ ২১।১২ (তু মৈস ৩।১১ ১১।১, কাস ৩৮।১০ ১, তৈরা ২।৬।১৮।১)। 'বয়ঃ' বা তারুণ্য আধানের কথা আছে বলে নাম 'বায়োবস' আপ্রীসূক্ত। *'বয়ঃ' আধান কার মধ্যে? উশ্বট ও মহাবীর বলছেন ইন্দ্রে সা কিছু বলছেন না। সূক্তের ৫, ৬, ৮, ১০ মধ্যে আছে 'ইহ' ব্যাখ্যায় উশ্বট মহাবীর 'ইন্দ্রে', সা 'কর্মণি'। দেবতার তারুণ্য শেষপর্যন্ত সঞ্চারিত হয় যজ্ঞমানে, তাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। 'অবিরঃ' ছ'মাসের বাছুর, 'প্রাবিরঃ' দেড়বছরের (মহাবীর ও সা)। তু প্রৈবস্ মা ২৮।২৪-৩৪। *মা ২০।৩৬-৪৬। তু তিনিটি প্রৈবসূক্ত মা ২১।২৯ ৪০, ২৮ ১-১১, ২৮।২৪-৩৪।

জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্ময়দের (এই) যজ্ঞসাধনায় আন বহন করে; সখা হয়ে সখাদের—সুমনা তুমি সিদ্ধ কর হে অগ্নি [৩৫৫]।' আমাদের যা-কিছু সব ইন্দ্রন করে সাংপে দিয়েছি তোমায় হে দেবতা। তোমার ছোঁরায় তাদের আগুন করে প্রসন্ন দীপ্তিতে জেগে ওঠ এই আধারে। এই যে তোমার শব্দশব্দটি শিখার অনঘ উৎসর্গে আলোর প্রসাদ ধরে পড়ছে আমাদের অঙ্গে-অঙ্গে। হে চিন্ময়, আনো আজ উৎসর্গের সাধনায় বিশ্বদেবতার চিন্ময় উদ্ভাস। প্রসন্ন হও, হে তপোদেবতা; সৌম্যের ছন্দে ছন্দিত হয়ে বিশ্বজ্যোতিকে মূর্ত কব আমাদের মধ্যে।

সমিধ অগ্নির পর দ্বিতীয় আপ্রীদেবতা প্রায়ই তনুপাং, কোথাও-কোথাও নরাংশস। বিশ্বামিত্রের সূক্তে তিনি তনুপাং। তাই এখানে প্রথমে তাঁরই প্রসঙ্গ তুলছি।

আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক-সংহিতায় আর দু'জায়গায় তনুপাংএর উল্লেখ আছে [৩৫৬], যাতে তাঁর পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর স্বরূপ নিয়ে মতভেদের কথা আগেই বলেছি। কাথকা বলেন, 'তনুপাং আজা। এখানে গোকে বলা হচ্ছে তনু, কেননা এতেই ভোগেরা "আতত"। এহতেই জন্মায় দুধ, আর দুধ

[৩৫৫] ঋ সমিৎসমিৎ সুমনা বোধ্ অস্মৈ শব্দাশচা সুমতিং রাসি বন্ধ্, আ দেব দেবান্ যজ্ঞায় বাকি সখা সখীন্স্ সুমনা যজ্ঞ্ অস্মৈ ৩।৪।১। সমিৎসমিৎ [ক্রিয়াণিণ, অথবা 'সমিধা-সমিধা' সমিধ ইতি শেষঃ, তু মা ২।১২, ঋ প্রৈষ ১।] প্রত্যেকটি সমিধ বা জড়জন্ত ইন্দ্রনে। অধ্যায়দৃষ্টিতে সব-কিছুই ইন্দ্রন (তু গাী ৪।২৩-৩০)। সাধনার প্রথম পর্বই হল ভিতরে এই আগুন জ্বালানো। তা-ই 'বীক্ষা' কিনা সব-কিছু পুড়িয়ে দেবার, আগুন করে তোলবার জড়জন্ত অভীপ্সা (< ১ হৃৎ-ইচ্ছার্থে সন্)। সুমনা: অধিকাংশক্ষেত্রেই অগ্নির বিণ। তাঁকে ধরে সাধনার শব্দ, সুতবাং তাঁর প্রসাদ চাই সবার আগে। তাঁর সৌম্যনসা আমাদের মধ্যে ফোটে উপনিষদের ভাষায় 'দ্যাহুপ্রসাদ' বা 'সবুজদীপ্তি' হয়ে। দৌর্মন্স্যা অন্যতম যোগ্যবধা (যোস্ ১।৩১)। 'বৃষঃ সুমতিং' জ্যোতির প্রসাদ। আগের পাদে প্রার্থনা, 'তুমি প্রসন্ন হও'; এখানে 'সেই প্রসাদ নিতা আমাদের দিচ্ছ'—এই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। তু উধেদী অগ্নিঃ সুমতিং রস্বে অগ্রেণ (আশ্রয় করলেন) প্রতীচী (মুখামুখি হয়ে) জর্পণঃ (তাঁর জ্বালা, দেবতাত্ম্য এতি (দেবাত্ম্যভাবে 'সম্পন্ন' হচ্ছে) ৭ ৩৯.১। 'যজ্ঞথায়'—'যজ্ঞ' উৎসর্গ এবং ভাবনার সাধনা, যেমন 'উকথ' বা 'উচথ' বাকের, 'বিদথ' বিদ্যার, বোধ 'শমথ' প্রশমের 'সখা সখীন্' আধারে সমিধ অগ্নির সঙ্গে সাধা বিশ্ব-দেবগণের বা বিশ্বচেতনার সাবুজ্য।

[৩৫৬] ঋ ৩।২৯।১১, ১০।৯২।২। ১ নি ৮ ৫। নপাং—নি, 'নপাদ' ইতি অননন্তব্যায়ঃ (ব্যবহৃত) প্রজায়া নামধেয়ং নির্মিত্তমা (নির্মান্তই নিচু) ভবতি' ৮ ৬। আধুনিক বা < IE neph 'nephew', Lith n pūlis 'grandson' Anglo-Sax nefa 'nephew' তনু < V তন্ 'সুক্ষ্ম হওয়া, সুতাব মত দীর্ঘ হওয়া'; উপসর্গযোগে 'ছড়িয়ে পড়া, তু Lat t nius 'thin', GK tanu 'slender, thin'। বোধে 'সুক্ষ্ম স্বরূপ, আত্মা' তু ঋ ৩ ১৪।৪, ১০।৫১।১, ২; ক ১।২।২৩। ১ দ্র টী, ৩৫৭। ২ ঋ তনুপাদ্ উচাতে গভ্ আসুরো নরাংশসা ভবতি যদ্ বিজায়ত, মাতারশ্বা যদ্, অমিমাত্ মাতারি ৩।২৯ ১১। 'অসুর' পরমদেবতা বা বরুণ (তু অগ্নি 'অসুরস্য জঠরাদ্ অজায়ত' ১৪ টী ১৭৯৭, ১।১৪১ ৪, ১৪৩।২), 'মাতা' অর্ধাতি ১।৮৯ ১০। অমিমাত্ < ১ মা 'নির্মাণ করা; ব্যাপ্ত করা, পরিমাণ করা' > 'মাতা', তু অয়ং ষন্ উর্বাণ্ অমিমাত্ ধীরঃ ৬।৪৭ ৩, অহিং যদ্ ঘাস্ ওজো অত্রা মিমিথাঃ ৫।৩১ ৭। ১০।৯২।২। ১৩ ২৯।১৪, টী ১৭৯৭। ৩ অজুং ন যহদুং (চণ্ডন কিরণের মত) উষসঃ পূর্বোহিতং 'তনুপাতম্ অবুযস্য ১০।৯২।২, উষা বা প্রাধার অবগিমার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আধারে বিদ্যুৎবস্তুর মত অগ্নির প্রকাশ। ৪ শব্দাশচ 'বৈতঃ' ১।৫ ৬ ২, দর্শপূর্ণমাসযোগের প্রযাজদেবতা। ৭ দুটি সূত্রই প্রথম মণ্ডলের। ঋ প্রৈষসূক্ত (তু নি ৮ ২২।১৪) এবং যজুঃসংহিতার কতকগুলি আপ্রীসূ, এইধরনের। একটিতে একই মন্ত্র আগে নরাংশস, পরে তনুপাং (মা ২০।৩৭; ঠৈস ২।৬।৮।২)।

হতে জন্মায় আজ্ঞা।' আবার শাকপুর্ণি বলেন, 'তন্মূনপাৎ অগ্নি। এখানে অপূদের বলা হচ্ছে তন্, কেননা তারা অন্তরিক্ষে "আতত" তাদের থেকে জন্মায় ওষধি-বনস্পর্শিত, আবার ইনি জন্মান সেই ওষধি-বনস্পর্শিত থেকে।'।^{১৩} কিন্তু ঋক্সংহিতায় স্পষ্টই বলা হচ্ছে, 'তন্মূনপাৎ' বলা হয় অসূরের ভ্রূণকে; তিনিই নরাশংস হন, যখন বিশিষ্টরূপে জন্ম নেন, আর মাতারিষবা তিনি, যিনি মায়ের মধ্যে বৃৎ নেন।'^{১৪} এখানে চিদ্ভাবান্তর একটি ধাৰ্য্য পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের আদিতে রয়েছেন 'অসূর' পিতারূপে এবং মহাপ্রকৃতিরূপিনী 'মাতা। মাতারিষবা বা মহাপ্রাণ এই মায়ের মধ্যে প্রশান্ত সমুদ্রের বৃকে সহসা ঢেউএর মত ফুলে উঠল। এর মধ্যে নিষ্কৃপ্ত অসূরের চিদ্বীজ হল তন্মূনপাৎ। তার পর্বের অবস্থা 'নরাশংস' নবজাতকরূপে। অসূরের ঈক্ষণে মাতার মধ্যে যে আদিম প্রাণোচ্ছ্বাস, তাই সৃষ্টির প্রথম পূর্বস্ব। তার পরের পূর্বস্ব তন্মূনপাৎ এবং নরাশংস তৃতীয় পূর্বস্ব। আরেকজায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'অবুশের তন্মূনপাৎ।'^{১৫} আক্ষরিক অর্থে তন্মূনপাৎ 'নিজের নাতি'। পদগুরুত্বের মধ্যে সেই ধার্মি আছে। এখানে 'অবুশ' বলতে সাধারণ বৃক্ষেছেন বায়ু। কিন্তু মাতারিষবা যদি বায়ুর সংজ্ঞা হয়, তাহলে পূর্বোক্তোক্ত ক্রম অনুসারে তন্মূনপাৎ ঠিক তাঁর পরের পূর্বস্ব, সুতরাং 'নপাৎ' বা নাতি হতে পারেন না। তাহলে অবুশ এখানে সেই অসূর, যার জঠর হতে অগ্নির জন্মের কথা আগের সৃষ্টিটিতে বলা হয়েছে।^{১৬} তিনি অপ্রদূর্ণ রাগবিজিত মহাকাশ বলে 'অবুশ।' অগ্নি এই অবুশ আকাশেরই 'অনন্যতরিত প্রজা'। অভিযুক্তির ধারা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই শব্দধর্ম সন্মাত্ররূপী মহাকাশের বাণ বা সিসংস্কা মাতা বা মহাপ্রকৃতির বৃকে ঢেউ তোলে; তারপর সেই আদিমবৃক্ষের সম্প্রয়োগে পরমের যে কামনা চিদ্বীজে ঘনীভূত হয়, তাই 'তন্মূনপাৎ'।^{১৭} আর 'নরাশংস' তাঁরই মৃত্ত বিগ্রহ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আধারে 'সমিন্দ' অগ্নির আবিল্লাবেই এই কুমারসম্ভবের সূচনা। এর মূলে রয়েছে পরমদেবতার ঈক্ষণে উচ্ছ্বাসিত আদি-মাতার মহাপ্রাণের সংবেগ। এর পরের অবস্থাটিকে ভ্রূণ না জাতক কোন পর্ষায় ফেলা যাবে, তাই নিয়ে ঋষিদের মতভেদ থেকে আপ্রীসূক্তের দ্বিতীয় দেবতা তন্মূনপাৎ হবেন না নরাশংস হবেন এই বিকল্পের উদ্ভব মেধাতিথি-এবং দীর্ঘতম ক্রমান্বয়ে তন্মূনপাৎ এবং নরাশংস দুজনকেই আপ্রীসূক্তে স্থান দিয়ে গোল মিটিয়ে দিয়েছেন।^{১৮}

তন্মূনপাৎ সংজ্ঞার মধ্যে আরেক রহস্য আছে। বেদে 'তন্' শব্দের ইশাবা স্বরূপের দিকে। 'স্বা তন্' এই পদগুরুত্ব এই ভাব স্পষ্ট হয়েছে। ৩৫৭।। স্বরূপ বোঝাতে

। ৩৫৭।। ট টী ৩৫৬। তু অগ্নে যজ্ঞস্ব তন্মূ তব স্বাম্ ৬ ১১।২, অগ্নিঃ প্রজ্ঞেন মন্যনা শ্বতানিস্ তন্মূ স্বাম্ ৮।১৭ ১২, *এবা মহান্ বহুদ্রিষো অথন্যাবোচৎ স্বং *দবম্ ইন্দ্রম্ এ৭ ১০।১২০ ৯, *রপংবপং মঘবা বোভনীতি মাতা কৃণবানস্ তন্মূ পবি স্বাম্ ৩।৫৩।৮, নিজের সূক্তা অদ্যাপ্যায় সন্তকে ঘিরে প্রজাবীজের বিচিত্র উল্লাসে বৃৎসংস্টি করে চলেছেন এবং তাহতে নিঃস্বরূপ হচ্ছেন, তু ৩।৩৮.৭, ৬।১৭ ১৮।। *আত্মা অভূতের বা আপ্তের বা নি ৩।১৫, তু 'আত্মা' ক ১।৩ ১২, ট বৈপ; পালি 'অত্তা অম্পা'; ৯ 'অতিথি', আধুনিক বৃ < IE *atmān* 'breath', তাও যাতায়াত করে। তু সূর্যং চক্ষুর্ন গচ্ছত্ব বাতম্ আত্মা ১০।১৬।৩, আত্মানবন্ নভঃ ৯।৭৪।১৪ (তু 'অসূ-ব') আত্মানং বাতম্ ১০।১২।১৩, বায়ু 'আত্মা দেবানাম্' ১৬৮।৭; আবার স্বরূপ অর্থে 'আত্মা যজ্ঞসূতা নশ্যতি ১০।১৭।১১, আত্মো ব শেরঃ ১।৭৩।২, সূর্য আত্মা জগতস্ তন্মূষশ্ ৮ ১।১১৫।১, তন্মূষশ্ (পজ্ঞনো) আত্মা জগতস্ তন্মূষশ্ ৮

আমরা দুটি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই একটি পদ্বলিঙ্গ 'আত্মা,' আরেকটি স্ত্রীলিঙ্গ 'তন্ন'। বিশ্বপ্রাণরূপে যা সর্বত্র সম্ভবমাণ, যাকে প্রতি নিশ্বাসে আমরা তন্নর ভিতরে আকর্ষণ করছি, তাই 'আত্মা'। আর আত্মার দ্বারা সঞ্জীবিত আধার 'তন্ন'। দুটিই আমাদের স্বরূপ আত্মাতে তন্নতে, চেতনায়-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতিতে কোনও ভেদ নাই। এই থেকে তন্নপাংএর আক্ষরিক অর্থ 'আত্মস্বপ্নের পরিণাম'। তাইতে অগ্নি 'অবুধঃ তন্নপাং', এ-উক্তি অর্থ। মহাশয় শিবতন্ন, আমাদের মধ্যে তন্নপাং তাঁরই আত্মজ।

সংহিতায় তন্নপাং আব নবাসংসের একটি বিশেষ পরিচয়, তাঁরা 'মধুমান্'। তার মধ্যে আবাব তন্নপাংকেই এইভাবে বিশেষিত করা হয়েছে প্রায় সর্বত্র ৩৫৮। সাক্ষাৎভাবে যেখানে তাঁকে মধুমান্ বলা হয়নি, সেখানে কোন-না কোনরকমে মন্ত্রের মধ্যে 'মধু' কথাটি আনা হয়েছে বলা হয়েছে, তিনি যজ্ঞকে মধুমান বা মধুমাখা করছেন, ঋতুর পথদের মধুমাখা করছেন, মধুময় পথ বেয়ে আসছেন ইত্যাদি। সোমমণ্ডলের আপ্রীস্তুে তাঁকে সোজাসুজিই বলা হয়েছে 'পবমানঃ' অর্থাৎ সোম্য আনন্দের মধুধারা অন্তরিক্ষকে বলমিলিয়ে স্ফুল্লশীর্ষা হয়ে উজিয়ে চলেছেন। তন্নপাং মধুমান এই বিবর্তিত অর্থবহ। মধু সোম্য অমৃতচেতনা। তার সঙ্গে বিশেষ যোগ অশ্বিনবয়ের যাবা দুস্থান দেবগণের প্রমুখ। আধারের পবভাবে আধারে আলোকের আবির্ভাবের নিশ্চিত সূচনা তাঁরাই আনেন। অবাদের মধ্যে অশ্বিনবয়ের আবির্ভাব আর অসুরের চিদ্বীজরূপে তন্নপাংএর স্ফুরণ দুইই মূলত এক ব্যাপার। মর্ত্য আধারে তিনিই অমৃতের একান্ত আশ্বাস।

তন্নপাং যেমন অসুরের গর্ভ তেমনি অদিতিবও ৩৫৯। অসুরকে বরূণ ধবলে তন্নপাংকে পাই অদিতি বরূণের কবাবরূপে। অদিতি বরূণ এক অসঙ্গ অথচ নিতাসঙ্গত আদিমিতন্ন, তাঁদের কথা পরে হবে। আধারে তন্নপাংএর স্ফুরণ এক দিবা কুমারসম্ভবে সূচিত করছে। উপনিষদের অধ্যায়দৃষ্টিতে এই কুমার 'অঙ্গারুষ্ঠ-মাত্র পদ্বুধ অধমক জ্যোতির মত, ভূত ভবের ঐশান তিনি, আজও আছেন কালও আছেন, আছেন দেহের মাঝখানটিতে মধুদ বা মধুভোজী জীবাত্মা হয়ে। গীতায় তিনি ঐশ্বরের জীবভূতা পরা প্রকৃতি, যিনি এই জগৎকে ধরে আছেন। তিনি যে

৭।১০।১৬, সোম্য আত্মা যজ্ঞস্য পূর্বাঃ ৯।২।১০।৬।৮, ১২।৩।১ আত্মা ঐ তন্নঃ ৬ ৭।২।৬, ঋ দক্ষিণাং বনুতে যো ন আত্মা ১০।১০৭ ৭, ক ত্রৈম্য আত্মা বিদগুতে তন্নঃ স্বাম ১২।২৩। এই সমগ্রস অশ্বিনববাদ বৈদিকদর্শনের ভিত্তি তু শ যশ চাপম্ অম্য যঃ 'শ্যবীরস্' তেজোময়ো হমঃ অম্যঃ পুরুষঃ, অম্যঃ এর স যো হয়ম্ আত্মা, ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্মণঃ সর্বম্ ১৪।৫।৫।১ (বৃ. ২।৫।১)।

৩৫৮। মা ২।১।১৩, ২৮।২৫ ছাড়া ১২।১৪।২, ১।১৪।২ ১০ ১১০ ২, মা ২৭ ১২, ২৯।২৬, ৩মা ২১ ৩০, ২৮ ২ ১২ তন্নপাং পবমানঃ শূপো শিখানো দুটি শিখণ্ড শান দিযে, কেননা তিনি 'বষভ' অর্থাৎ অন্তরিক্ষের বারুজ ৯।৫।২ (প্রতি ঋকে অগ্নি 'পবমান' সূত্রগাং অগ্নি=সোম দ্ব. টী. ২।৫৭)।

৩৫৯। মা হে হা যজ্ঞে তন্নপাত্তম্ উদভিদং যং গর্ভম্ অদিতির দধে শূচিম্ ইন্দ্রং বসেশমম্ ২৮।২৫। তিনি 'উদভিদম্', কেননা তিনি পবমপুরুষের চিদর্শাজ, অশ্বিনের বৃহৎ হতে অস্কৃবিত হছেন। ইন্দ্র সাযুজ্য ল। ৫ প্রায় ২।১৮ ক ২।১ ১৩ জ্যোতিতে অগ্নির শূনি, তু প্রায় ভূবনস্য গোপাম্ ২। ১২, ৫ ১২ পিপ্পলং স্বাবব্ অগ্নি ১।১৬৪ ২০, মধুদঃ সূপণাঃ ২২, টী ২৪৬। ১ গী ৭।৫। অধ্যায়দৃষ্টিতে 'জগৎ' ক্ষেত্র, গী ১৩।৬ ৭। ৩মা ২।১।১৩।

আধাবের মধ্যে থেকেই তার নিয়ন্তা, সংহিতায় এই কথা বোঝানো হয়েছে তাঁকে 'তন্দুপাঃ' বা তন্দুর পালক বলে।^{১০}

আবার দেখি, আধারে চিংকণরূপে যিনি অসুরের ভ্রূণ, তিনি নিজেই অসুর 'অসুরো বিশ্ববেদাঃ', 'অসুরো ভূরিপাণিঃ' ৩৬০।। অর্থাৎ যিনি বীজ, তিনিই বিস্ফারিত হন বৃক্ষরূপে। তখন তিনি সহস্রসংগামিনী এষণার ধাতা।^{১১} আবার মাধ্যন্দিনসংহিতায় দেখি, তন্দুপাৎ, সরস্বতী উষ্ণিক্ ছন্দ এবং দিব্যহবিবাহী দুব্জবের একটি গোত্র এরা এক পর্যায়ে, সবাই মিলে ইন্দ্রাবিষ্ট আধারে তারুণের আধান করছেন।^{১২} সমিধ অগ্নির তুলনায় তন্দুপাৎএর বেলায় ছন্দের চারটি অক্ষর বাড়ল, বাছুরটিরও বয়স বাড়ল ছমাস। এই উপচয় লক্ষণীয়।

শতপথব্রাহ্মণে দর্শপূর্ণমাসযোগের প্রযাজে ঋতুদৃষ্টিতে সমিধকে বসন্ত বলে তন্দুপাৎকে বলা হয়েছে গ্রীষ্ম ৩৬১।। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের মতে ঋতুমুখ বসন্ত অগ্ন্যাদানের প্রশস্ত কাল।^{১৩} বসন্তে শীতের জড়িমা কেটে যেন প্রথম প্রাণ জাগে। গ্রীষ্মে সে প্রাণ হয় দীপ্ততর। এমনি করে ঋতুভাবনার সঙ্গে চিংকণের ক্রমিক উন্মেষ জড়িত রয়েছে। প্রযাজদেবতাদের বিন্যাসও সেই অনুসারে। আবার ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দেখি, অগ্নীষোমীয় পশুযোগের প্রযাজে তন্দুপাৎকে প্রাণরূপে ভাবনার বিধান দেওয়া হচ্ছে।^{১৪} সোমযোগে 'তান্দুপশ্চ' বলে একটি অনুষ্ঠান আছে। যজ্ঞমান আর ঋত্বিকেরা পরস্পর দ্রোহশূন্য হয়ে একমনে যজ্ঞ নির্বাহ করবেন বলে আজ্য স্পর্শ করে যে-শপথ নেন, তাকে বলে 'তান্দুপশ্চ'। তন্দুপাৎ সেখানে মৈত্রীবন্ধনের হেতু। শতপথব্রাহ্মণ এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'এই যে (পবনরূপে) যিনি বয়ে চলেছেন, তিনিই হলেন শক্তিমান তন্দুপাৎ। তিনি সর্বজীবের উপদ্রুতা। এই যে প্রাণ আর উদান, তার মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট।'^{১৫} প্রাণ এখানে মূখ্যপ্রাণের সেই বৃত্তি যার দ্বারা সাধারণ জীবধর্ম নির্বাহিত হয়; আর উদান তারই সেই উদ্ভিদস্রোত, যা আমাদের মধ্যে লোকোত্তরের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে।^{১৬} তন্দুপাৎ জীবসাক্ষী প্রাণরূপে দুয়ের নিয়ন্তা এবং মনের মধ্যে বৃহত্তর ভাবনার প্রচোদক।^{১৭} উপনিষদে দেখি, মূখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়দের নায়ক এবং যোগসূত্র।^{১৮} ঋত্বিক-যজ্ঞমানের মত গুরু-শিষ্যের মধ্যেও বিশেষ না থাকে, এমন

[৩৬০] মা ২৭।১২ তু সদ্যোজাত অগ্নি 'জাতবেদাঃ', আধারে চিত্তির উন্মেষ ঋ. ১।৬৭।১০, টী. ১৭২^১), শৌ ৫।২৭।১ তু ঋ পুরুষঃ সহস্রপাৎ ১০।১০।১; সবিতা 'প্র বাহবা পথপাণিঃ' সিসতি' ২।৩৮ ২।। একটি বিণ প্রজ্ঞার সূচক, অন্যটি কর্মের বা শক্তির। ১দধৎ সহস্রিণীৎ ইযঃ ১।১৮৮ ২। ২মা ২১।১৩, ট প্রৈষমন্ত ২৮।২৫, তত্র মহীধর 'স্বিববশা গোবৃ দিত্রোয়ট্', বা. অজ্ঞাত; 'দিত্রা' < দ্বিতীয়। সরস্বতী ঋতে গর্ভাধানকারিণী ১০।১৮৮।২, ট. সরস্বতী আশ্রিতবর্ণণ।

[৩৬১] ট শ ১।৩।৫ ব্রা । দর্শপূর্ণমাসযোগে পাঁচটি প্রযাজ। তাদের প্রতি ঋতুদৃষ্টি বিহিত হওয়ার সমস্ত অনুষ্ঠানটি সংগঠন তথা পূজাপতির অর্থাৎ বিশ্ববৈতন্যের বাজ্ঞানাবাহী। দর্শপূর্ণমাস সমস্ত ইণ্ডির প্রকৃতি বা আদর্শ। পশুযোগের মত তারও প্রযাজ বোঝাজে প্রাণের উদয়ন। ২তৈত্রী ১।১।২ ৬। ২ঐত্রী ২।৪ সমিধ 'প্রাণাঃ' আর তন্দুপাৎ 'প্রাণঃ'। একটি প্রাণবৃত্তি, আরেকটি মূখ্য প্রাণ। তত্ত্বত মূখ্য প্রাণই আদিম, তার স্ফূরণ বৃত্তিতে স্ফূরণ দশট তত্ত্ব অদৃষ্ট। দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টের ধারণা সহজ, তাই আগে দৃষ্টের উপন্যাস—যেমন যোগে চিত্তের মূঢ় ভূমির আগে ক্ষিপ্ত ভূমির। ৩শ 'যো রা যৎ পবতে, এষ তন্দুপাৎ' ছাত্রঃ। সোময়ঃ প্রজ্ঞানাম্ উপদ্রুতা, প্রিষ্টস্ তাব্ ইমৌ প্রাণোদানৌ ৩।৪ ২।৫, ৫ট প্র ৩।৭-৯। ৫ট শ ৩।৮।২ ৬ ৩তু ছর. ৫।১, প্র. ২...। ৭ক, সহ রীযৎ করারহৈ মা বিশ্ববারহৈ; টৈ ব্রহ্মবল্পী, ভৃগুবল্পী।

প্রার্থনা উপনিষদের শান্তিপাঠে আছে।^১ এও তানুনপ্তের অনুরূপ। মোটের উপর দেখতে পাচ্ছি, তানুনপাণ্ড প্রাণের সুখমচ্ছন্দের প্রয়োজক।

তানুনপাণ্ডের উপাসনায় আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার দ্বিতীয় পর্বের। অগ্নি-সম্বন্ধে জীবনের মোড় ফিরে গেছে, আধারে সঞ্চারিত হয়েছে একটা তাপ। সেই তাপোজ্যোতির আবেশটনে নক্ষত্রবিন্দুর মত তানুনপাণ্ডকে অনুভব করছি প্রাণস্পন্দিত চিৎসত্ত্বের ভ্রূণরূপে। শূন্যে বিশ্বামিত্র গাথনের ব্রহ্মষোণ-

‘যাঁকে দেবতারা তিনবার দিনের মধ্যে আয়জন করেন আলোয়-আলোয়—
(আয়জন করেন) বরুণ মিত্র (আর) অগ্নি, সেই তুমি এই যজ্ঞকে মধুমান কর
আমাদের হে তানুনপাণ্ড, তাপোদীপ্তি যার উৎস, লক্ষ্যবেধে যা তৎপর। ৩৬২।’
এই আধারে নিষ্কপ্ত হয়েছে পরমপুরুষের যে-অগ্নিবীজ চেতনার উত্তরাধিকারের পর্বের-পর্বের তাকে স্ফুটিত করে চলেছেন দেবতারা। জীবনের উষ্ম জাগে অভীপ্সার আগুন, ব্যাক্তিচেতনাকে করে দেবজন্মের হয়ে উৎসৃষ্ট জীবনের মধ্যাদিগে চিদাকাশে বলসে ওঠে বিশ্বচেতনার সৌরদীপ্তিতে মিত্রের প্রসাদ। আর তার সায়ন্তন পর্বের নেমে আসে বরুণের অমর আলো বিশেষাত্মীরে অনিবর্তনীয়তায় হয় সকল এষণার সমাপন। হে স্বয়ম্ভূ তাপোদেবতা, তোমাকেই ঘিরে আমাদের সাধনা চলছে জীবন জুড়ে। উদ্দীপ্ত তাপসার বহিজ্বালায় তার শুবর, উত্তরাধিকারের শরৎ তীক্ষ্ণ অভিব্যান তার মধাপর্ব। আনন্দের অমৃতপ্লাবনে তার অবসান ঘটাও, হে তাপের শিখা।

তারপর নরাশংস, যিনি কোথাও-কোথাও তানুনপাণ্ডের বিকল্প। শব্দসংহিতায় তাঁর পবিচয় খুবই স্পষ্ট: তানুনপাণ্ড যদি হন পরমচেতনার ভ্রূণ, নরাশংস তাহলে তাঁর বিশিষ্ট জাতক। ৩৬৩। তানুনপাণ্ড অগ্নি, নরাশংসও অগ্নি। কিন্তু এ নিষে

[৩৬২] * যং দেবাসু ত্রিহ্ন অহ্না আয়জন্তে দিবোদয়ে বরুণে মিত্রে অগ্নিঃ, সেমং যজ্ঞং মধুমান্তং কৃধী নসু তানুনপাণ্ড যাতয়ানিঃ ব্রহ্মহ্ম ৩৬২। ‘অহ্না’ অর্থাৎ ‘দিঃ’ দিনের মধ্যে তিনবার। সোমযাগের সূতাদিগেরে তিন দেয়াল তিনটি সনন হয়। সোমযাগের সনন সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত, পূর্বসূরী যজ্ঞ এ শিক্ষা দেবকীপুত্র কৃক যোর আশ্রয়সমল কাছে পেয়েছিলেন (৩৬৩ ১৬ ১৭)। ‘অহ্না’ দেবযজ্ঞের স্বরূপ ব্যাখ্যাত করেন। মনুষ্যযজ্ঞ উৎসৃষ্ট, আর দেবযজ্ঞ বিসৃষ্ট (দ্র ৩ ১০ ১০। ৬-১৬, ১২। ১৬, মানুসের মধ্যে দেবতাদের অগ্নিজনন তু. ৩ ২ ৩)। দিবোদয়ে দিনে দিনে; জ্যোতির্ভূমির পর্বমুখায়। দিন বা দিনের আগে চিহ্নজ্যোতির প্রতীক। ‘বরুণঃ মিত্রঃ অগ্নিঃ সাধনদ্বিতে এতদেব নিতে হবে বিলোমক্রমে। অগ্নি উৎসৃষ্ট—জাগেন জাগবর আলোয়, মিত্র মধ্যাক্ষেপ দীপ্তি, আর বরুণ লোকান্তর নৈশকালে পৃথিবীর জোৎস্না বা ভাবস্বাধীত অমর আলো, আধারে তানুনপাণ্ডকে তিনটি দেবতা ফুটিয়ে চলেছেন এইভাবে আদিত্যে অগ্নি তাঁকে রূপ দেন প্রবল ব্যাক্তিচেতনার আকারে, তারপর মিত্র বিশ্বচেতনার সামান্যন দীপ্তিতে এবং অবশেষে বরুণ লোকান্তর অমৃতচেতনার শূন্যতায় জীবনপ্রভাতে সূর্যের উদয় এই তিনটি দেবতার চক্ষুরূপে দ্র ১ ১১৫। ১। ল তানুনপাণ্ড স্যং অগ্নি হুগেও এখান অগ্নিকে আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অগ্নি লোকব্যাপ্ত বৈশ্বানর, তানুনপাণ্ড তাঁর ব্যক্তি বীজ। ‘যাতয়ানি’ যিগ স্বরূপে কেবল অগ্নি (৫ ৮ ৬) এবং মিত্রাবরুণের বেলায় ৫ ৬৮। ২. ‘ব্রহ্মহ্ম’—এখান ‘পরিচরণ’ অর্থ যাতে না, ধবং বোঝায় তার ফলকে লক্ষ্যে পৌঁছানকে।

[৩৬৩] দ্র ৩ নরাশংস ভবতি যদু বিজায়তে ৩। ২৯। ১১ ‘বিজায়তে’ এই সমস্ত পদটি স্বরূপে আর কোথাও নাই। এইপ্রসঙ্গে তু ‘সান্ নঃ সনসু তনসো বিজাতা’ হয় যেন আমাদের সন্তান (সাধনাব্যব) বাহন, সম্পদপুত্রের পিতা ৩। ১২৩। ‘সনসু তনসু’ এমন পুত্র যে সাধনাব্যবধারকে সম্প্রসারিত করবে। শব্দ বংশবিস্তার নয়, ব্রহ্মবিস্তার ধারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশ যেন এক হয়ে যায়—এই হল পুত্রেষণার লক্ষ্য ‘আমাদের কুলে অবস্থাবৎ যেন না

মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা আগেই বলেছি। কাথক্যের মতে নরাশংস 'যজ্ঞ': নির্বচন 'নরোরা এতে আসীন হয়ে শংসন করে।'।^১ শাকপার্ণি বলেন, নরাশংস 'অগ্নি': নির্বচন 'নরেব প্বাৱা প্রশসা'।^২ কিন্তু বস্তুত শব্দটির আরেক নির্বচন সম্ভব: 'নরদের শংসন',^৩ 'শংস' দেবতার প্রশাস্তি।^৪ তা বাকের বিকৃতি, আবার আধারে অগ্নির সন্দীপন হতে দিব্য বাক্ বা মন্ত্রের স্ফূরণ হয়।^৫ তাইতে অগ্নি 'নরাশংস' অথবা 'আয়োঃ শংসঃ' বা শুদ্ধ 'শংসঃ'।^৬ এই ভাবনা কাথক্যের ভাবনাবই সম্প্রসারণ। আমাদের মধ্যে অগ্নি সমিদ্ধ হলে জাগে যজ্ঞের এবং মন্ত্রের প্রেরণা তখন দেব-প্রশস্তির উদ্দীপনাবূপে অগ্নিই নরাশংস।

এইদিক থেকে নরাশংস বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির সগোত্র [৩৬৪]। তাই তাঁর অনন্যপার দ্বুটি বিশেষণ 'শাস্পতি' এবং 'চতুরঙ্গ'।^৭ নিষাটুতে বাকের একটি নাম 'শাস্'। তিনি বিশ্বম্ভা শাস্বতী নারী বলে।^৮ বাকের চারটি 'পদ' সুপ্রসিদ্ধ।^৯

মধ্যম্ভিনসংহিতায় নরাশংসকে সবিতার সঙ্গে এক করে বলা হয়েছে, 'সুর্কর্মী জ্যোতির্ময় সবিতা তিনি বিশ্বের বরণ্য' [৩৬৫]। ভাবনার এই অনুসঙ্গ প্রণিধান যোগ্য। বিষ্ণুর সত্ত্বপদীতে সবিতার স্থান তৃতীয়। যেসমস্ত আপ্রীস্তুতে তন্দ্রনপাংএর সঙ্গে নরাশংসও আছে--এবং এ-স্তুতে তা-ই সেখানেও নরাশংসের স্থান তৃতীয়। এই স্থানসাম্য আকস্মিক মনে হয় না। আদিভ্যের উদয়নে সবিতার স্থান কতকটা নৈপাথ্যে। তাঁর পরেই ভগ্নে জ্যোতির ব্যাপক প্রকাশ; এখানেও সমিদ্ধ তন্দ্রনপাং এবং

হয়। এ-কামা উপনিষদের স্থায়ির ছিন্ন (তু ম্ ৩।২।৯, মাণ্ডু ১০, ছা ৬।১।১, কৌ পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদান ২।১৫।) এই ভাবধারা এতদেও আছে। এক পুরুষের সামান্য ধাৱা চলে অবেদ পুরুষে অবশ্যে সিদ্ধপুরুষেব আবির্ভাবে বংশলোপ হয়। এই সিদ্ধপুরুষ মন্ত্রের 'বিজ্ঞ'। 'বিজ্ঞা' (পদপঠি 'বিজ্ঞ বা', অনন্য প্রয়োগ) যার 'বিজ্ঞ' আছে। 'প্রজ্ঞা' আর 'বিজ্ঞা' দুইই সন্দেহাত্মক বোঝায়, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। প্রজ্ঞা বোঝায় বংশধারার অনুবৃত্তি, আর বিজ্ঞা নিবৃত্তি। 'বিশিষ্ট জাতক' এই অর্থেও বিজ্ঞ হতে পারে। আধারে নরাশংসই জাতক। কিন্তু সিদ্ধ জাতক 'বিজ্ঞায়িত' পদের এই ধর্ম। 'নি ৮।৬। নরঃ আস্ শংসঃ ২ঐ, দ্র পা ৬।৩।১০৭, 'নরাৱাঃ শংসঃ'। প্রথম পদের অপভ্রংশ 'নরাশংসঃ' (উভয়স্বর, পদপাঠে অবগ্রহ নাই)। সংহিতায় অন্য পদের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত, যেমন ঋ 'নরা চ শংসম্' ৯।৮৬।৪২, 'নরা বা শংসম্' ১০।৬৮।৩, 'নরা ন শংসঃ' ২।৩৪।৬। যথারীতি সমস্ত পদ 'নঃশংসঃ' (৯।৮।১৫), উভয়স্বর। প্রসঙ্গত তু 'দেৱানাং শংসঃ' (১।১৪।১১১, ১০।৩১।১)। প্রসাদ। আরও তু 'নরাশংসেন (নরাশংসচমসগতেন সা। সোমেন ১০।৫৭।৩, নরাশংসী (মনুষ্যস্তুঃ সা। ১০।৮৫।৬)। "তার বিপরীত 'নিদ্র', তু ২।২৩।১৪, ৩।১৬।৫.; 'দেৱানিদ্র' ২।২৩।৮। "তু নিরাটের মূখ হতে অগ্নি ১০।১০।১৩, শ বাগ্ এরাগ্নিঃ ৬।১।২।২৮, ৩।২২ ১৩। বেদের 'ঋক্' আর অগ্নির 'অচিঃ' সগোত্র। "তু নমসন্ত উশিজঃ (উতলা যজ্ঞমানের) শংসম্ আয়োঃ ৪।৬।১১; শং নো ভগঃ শম্ উ নঃ শংসো অস্তুঃ শং নঃ সত্যসা সুয়মস্য শংসঃ ৭।৩৫।২।

[৩৬৪] তু ঋ বৃহস্পতিস্, 'নরাশংসো নো হবতু প্রযাজে শং নো হস্তু অনুয়াজো হবের্য ১০।১৮।২ (প্রযাজানুযাজ সম্পর্ক ল); নরাশংসঃ সুমৃদুমম্ অপশাং সপ্রধস্তমম্ ১।১৮।৯ (দেবতা 'মদসম্পতিস্ত নরাশংসো বা'; মদসম্পতি বৃহস্পতির নামান্তর)। বাক্, 'বৃহতী' শ ১৪।৭।১।২২, বাক্ 'ব্রহ্ম' ঐরা ২।১৫, ৪।২১, ৬।৩। বাচস্পতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি সমার্থক। আবার বাক্ 'শংসঃ' ঐরা ২।৪, ৬।২৭, ৩২। "তু ঋ নরাশংসো শাস্পতিস্ত নো অব্যাঃ ২।৩৮।১০; নরাশংসশ্ চতুরঙ্গঃ ১০।৯২ ১১। "নিঘ ১।১১; তু ঋ বাক্ সু ১০।১২৫, বিশেষত ৩।৭, ৮, রাষ্ট্রী দেৱানাম্ ৮।১০০।১০। "১।১৬৪।৪৫, তু চতুর্পদী ৪১। ১।১০৬।৪ ও ১০।৬৪।৩৫ নরাশংসে আর পুশা স্বতন্ত্র।

[৩৬৫] মা সুর্কর্ম দেৱঃ সবিতা বিশ্ববারণঃ ২৭।১৩ (তু শৌ ৫।২৭।৩)। ল ঋতে সবিত-সুর্ক্রেই নরাশংস শাস্পতি। 'বাক্ সারিঠী' জৈউ, ৪।২৭ ১৫।

নরাশংসকে দিয়ে যেন প্রাণের উদয়নের ভূমিকা রচনা করা হয়েছে। এই তিনটি দেবতায় কাথকোর যজ্ঞভাবনার মূল সম্ভবত এইখানে। নরাশংসের পরেই 'ঈডা' অগ্নিতে প্রাণের প্রথম সমর্থ প্রকাশ। লক্ষণীয়, এই অগ্নিকে দিয়েই ঋক্সংহিতার আরম্ভ।

এই ভাবনার অনুশঙ্গে আরেকটি ভাবনা পাওয়া যায়। ঋক্সংহিতায় সোমের সম্পর্কে বলা হচ্ছে : 'দিনের আরম্ভেই সুবর্ণ ও সুকাম্য সেই উন্মাদনা আপন চেতনা দিয়ে প্রচেতনা জাগান দিনের পর দিন। দুটি জনকে উদ্যত করে (ভুলোক আর দুলোকের) মধ্যে চলেন তিনি নবের শংস আর দেবতার শংস (চেতিয়ে চলেন) ধৃতিমানের মধ্যে [৩৬৬]।' অর্থাৎ সোম্য আনন্দের উন্মাদনা সভ্যধৃতি পুরুষের মধ্যে উষার আলোয় প্রাচ্যেতসী প্রজ্ঞার ক্ষুরণ ঘটায়; আর তাইতে দেবতা আর মানুষের অন্যান্যসম্ভাবনের আকৃতি সার্থক হয়, নবের বাণী উদ্বেগিত করে দেবতার বাণীকে। 'নরাশংসঃ' আর 'দৈব্যাঃ শংসঃ' বা 'দেবানাং শংসঃ' এখানে একই বাকের দুটি মেরু—একটি নবের প্রশস্তির বাহন, আরেকটি তারই উত্তরে দেবতার প্রসাদের। দুটি বাকই আগ্নেয়ী।

তনুপাৎএব মত নরাশংসেরও মধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি মধুজিহব, মধুহস্তা, যজ্ঞকে মধুমাথা করেন, দেবতাদের কাছে স্বাদু করেন [৩৬৭]। অগ্নির প্রেরণায় মানুষের যে দেবপ্রশস্তি, নরাশংস যদি তার দেবতা হন, তাহলে তাঁর মধুজিহব বিশেষণ সার্থক হয়। প্রশস্তির মন্ত্র যজ্ঞকে দেবতাদের কাছে স্বাদু করবে, এও সঙ্গত। অন্যত্র দেখি, 'জিহবা মে মধুমন্তুমা' হ'ক এ প্রার্থনা ব্রহ্মবাদীরও।^১

নরাশংস মূলত দেবপ্রশস্তি। তাথেকে মানুষেব প্রশস্তিবাচক মন্ত্র 'নারাশংস', ঋক 'নারাশংসী' [৩৬৮]। এগুলি ঋতু, ঋষি বা রাজাদের প্রশস্তি ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মতে 'মৃদু ইর ছন্দঃ শিথিবম্', আর তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের মতে 'ব্রহ্মণঃ শমলম্' অর্থাৎ বেদের মলিনভাগ।^২ দেবপ্রশস্তি যজ্ঞাঙ্গ, সুতরাং কাথকোর নির্বচন অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে; আর 'সমস্ত যজ্ঞই অগ্নির'^৩ এই মানলে শাকপুণির নির্বচন অধিদেবতদৃষ্টিতে। দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। দুয়েরই মূল হল, নরাশংস মন্ত্রবীৰ্য বলেই দেবতা—এই ভাবনা।

বিশ্বামিত্রের আপ্রীসূক্তে নরাশংস নাই। যাস্ক বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণের আপ্রীসূক্ত হতে তাঁর মন্ত্র তুলে দিয়ে ব্যাখ্যা কবেছেন ঋষি বলেছেন :

'এই (দেবগণের) মধ্যে নরাশংসেরই মহিমার আমরা নির্বিষ্ট হয়ে স্তব করি - যিনি আমাদের যজ্ঞের দ্বারা যজনীয়; আর যে-দেবতার সূত্রতু, শব্দটি, ধ্যানের ধাতা

[৩৬৬] ঋ সো অগ্রে অহাং হরির্ হর্যতো মঃ প্রচেতসা চেতয়তে অনুদ্যুতিঃ শ্বা জনা যজ্ঞস্য্ অন্তব্ ইত্যন্তে নরা চ শংসং দৈবাং চ ধর্তার ১।৮৬।৯২। দুটি জন মানুষ আর দেবতা। প্রচেতনা চেতন্যের উন্মেষ উপচয় এবং ব্যাপ্তি—ভোরের আকাশে আলোর কমলের দল মেলাব মত।

[৩৬৭] ঋ. ১।১৩।৩, ৫।৫।২, ১।১৪২।৩, ১০।৭০।২; শৌ ৫.২৭।৩। ^১ তৈত্তি. ১।৪।১।

[৩৬৮] ঋ নি ১।৯; ঋ. নরাশংসী ন্যোচনী (নববধু, সূর্যার ব্যাপের বাড়ির দাসী) ১০।৮৫।৬। ^২ ঐরা. ৬।১৬, তৈত্তি. ১।৩।২।৬ (সোভা. ঋ.) ; তু তৈত্তি. ২।৭।৫।২ (সো.)। নরপ্রশস্তির বেলয় 'নরা' কর্মে ঋষ্ঠী, দেবপ্রশস্তি বোঝাতে কড়ায়। ^৩ ঋ ১০।৫।১।

হয়ে স্বাদু করেন উভয়বিধ হবা [৩৬৯] ।' এই যে আমাদের ঘিরে আছেন দেবতারা, তাঁরা অন্য এবং শুচি, ক্রান্তদর্শী' প্রজ্ঞানে সমর্থ, আমাদের মধ্যে আহিত করতে পারেন ধ্যানচেতনার আবেশ। প্রশান্তি আর আহুতির উপচার আমরা বয়ে এনেছি তাঁদের কাছে। সোম্য স্দধার নিষেকে তাঁরা তাদের করুন স্বদর্শন। এই যে নরের কণ্ঠ স্তুতিমুখব হল তাঁদের প্রেষণায়, অগ্নিবর্ণ বাচস্পতির আবির্ভাব হল আমাদের মধ্যে। তিনি ছাড়া আর কে হবেন আমাদের যজ্ঞেশ্বর? তাই তাঁরই মহিমার বন্দনা-গানে আজ নন্দিত হ'ক আমাদের একাগ্রচিত্তেব ভাবনা আর সাধনা।

আপ্রীসুস্তের তৃতীয় দেবতা ঈল। এই নামটি কেবল নিঘন্টুতে আর প্রৈষসুস্তে পাওয়া যায় [৩৭০]। নতুবা সংহিতায় তাঁকে ঈড্ বা ইন্দ্ বাতু হতে নিষ্পন্ন নানা বিশেষণের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। সেখানে কোথাও তিনি 'ঈল ত',^১ কোথাও 'ঈলেন',^২ কোথাও 'ঈডান',^৩ কোথাও 'ইড',^৪ কোথাও-বা 'ইযিত',^৫ একজায়গায় শুধু ঈড্ বাতু দিগে তাঁর সূচনা,^৬ আরেকজায়গায় শুধু 'ইডাভিঃ' দিয়ে।^৭

যাস্ক ঈল-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন ঈড্ বা ইন্দ্ বাতু থেকে [৩৭১]। কিন্তু সংহি তাতেই 'ইযিত' যখন সংজ্ঞাটির এক পর্যায়, তখন মূল ব্যুৎপত্তি ইন্দ্ বাতু হতে ধরাই সংগত ইন্দ্ বাতু যজ্ বাতু হতে আসতে পারে, স্বতন্ত্রও হতে পারে। অর্থাৎ দিক দিয়ে দুটি বাতু পবস্পর জড়িয়ে গেছে, তাইতে 'ইন্ড' যজ্ঞ বা এষণা দুই-ই বোঝায়। ঈড্ বাতুও এসেছে এইথেকে।^৮ তার মূল অর্থ 'খোঁজা', পূজা ও বন্দনা অর্থ^৯ এসেছে অনুযাৎক্রমে খোঁজার সাধন হিসাবে। সতাকে খুঁজতে হবে নচিকেতার মত অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে, এই ভাবটির সঙ্গে আমবা সুপরিচিত। নিবন্ধের দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি তাই ইঙ্গিত করছে। অনেক ব্যুৎপত্তির মতই এটি শাব্দিক নয়, আর্থিক। ঋক-সংহিতাতেও ইন্দ্ বাতুর সঙ্গে-সঙ্গেই ঈড্ বাতুর প্রয়োগ পাওয়া যায়,^{১০} বাতুটির অর্থ-পরিণাম তাহলে এই দাঁড়াবে: 'খোঁজা' (√ ইন্)॥ ভাবনা করা (√ যজ্) < 'জ্বালানো' (√ ইন্দ্; জ্ঞানযজ্ঞ থেকে এইখানে দ্রব্যযজ্ঞের বাজনা আসছে) > 'পূজা করা, স্তুতি করা' যখন অগ্নিকে বলা হয় 'ইডাভিঃ' ঈডাঃ,^{১১}

[৩৬৯] ঋ নরশংসস্য মহিমানম্ এষাম্ উপ স্তোষাম যজ্ঞতস্য যজ্ঞেঃ, যে সুক্তবঃ শূচয়ো ধিযাধ্যাঃ স্বদর্শিত দেবা উভয়ানি হরম্ ৭।২।। মা ২৯।২৭।, নি ৮।৭। 'এষাম্' নিধারণ মণ্ডী দেবতার 'ধিযাধ্যাঃ', যেমন আপ্য পেয়েছি ইন্দু 'রযাধ্যাঃ'। 'স্বদর্শিত' স্বাদু করেন (অন্তর্ভাবিতার্থ)^{১২} মধু বা অমৃতচেতনাব আনন্দ দিয়ে। নরশংস মধুমান্, তাঁর সহচর দেবতারাও তাই আনন্দ দিয়েই সাধনার শ্রুৎ। উভয়ানি হবা' প্রশান্তি ও আহুতি।

[৩৭০] নিঘ ৫ ২, প্রৈষ ৮। ১ ঋ ১।১৩।৪, ১৪২।৪, ২।৩।৩, ৫ ৫ ৩ (প্রৈষ ৪) : মা 'ঈডিত' ২০।৩, ২৯ ৩২, ২৮।৩। ২ ঋ, ৭।২।৩, ৯।৫।৩, মা ২৮ ২৬। ৩ মা ২৭।১৩; তৈস ৪।১।৮।১; শৌ. ৫।২৭।৩। ৩ ঋ ৩।৪ ৩। ৩ ৩।৩, ১০ ১১০ ৩; মা ২৯।২৮। ১ ১০।৭০।৩। ৭ মা. ২০।৫৮।

[৩৭১] নি ঈল ঈটোঃ স্তুতিকর্মণ ইন্দ্ভতের বা ৮ ৭ ১ তু নি ঈলির্ অধোষণকর্মী পূজাকর্মী যা ৭ ১৫। ১ ঈড্ < * ১ যজ্ঞদ্, দকারের মধুনা, পরিণাম তারপর অন্তরংগসম্মি এবং যকারের সম্প্রসারণ ও দীর্ঘায়। যাস্কের মতে সব মিলিয়ে বাতুটির পাঁচটি অর্থ (ঈ টীম্, ২১৪)। ১ তু ঈজা এবং বন্দা পাশাপাশি ১০।১১০ ৩, মা ২৯ ৩, ২৮। ৩ ঋ ৩।২৭।১৩, ১৪, ৭।৮।২, ১০।৩০ ৪। ৩ ঋ ৩।১।১৫, ২।২। ৩ মা ২৯।১৪, তু. ২০।৫৮ ১ ২১।৩২, ১ ২৭।১৪, ১ ২৮।৩, ১ ২৮।২৬।

'ইডেডিতঃ',^১ 'ধূতেনেডানঃ',^২ 'ইডাভির্ ঈডিতঃ',^৩ 'ইডাভির্ ঈডাম্',^৪ কিংবা 'ইষিত', তখন মূল ইষ্ ধাতুর সঙ্গে ঈল-সংজ্ঞার যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আপ্রীদেবতা ঈল, তাহলে জীবের উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দীপ্তিশিখা এই আপ্রীসূক্তেই যার দেবতা 'ইল'। তাঁকে জীবনের বেদিতে জ্বালাতে হবে (ঈলেনাঃ), জ্বালানো হচ্ছে (ঈলানাঃ), জ্বালানো হয়েছে (ঈলিঃ), অথবা তিনি প্রজ্বল শিখা (ঈলঃ, ইড্)—এই তাঁর পবিচয়। অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি 'ইডিত' অর্থাৎ সাধনার লক্ষ্য বা তার আদিপ্রবেগ দ্বারা প্রবর্তিত। এক কথায়, সাধনার অন্ত্যাপরিণাম বা আদি-প্রবর্তনা দুইই তিনি। সংহিতায় বলা হচ্ছে, তিনি মানুষের আধারে মন্ত্রচৈতন্য দ্বারা বীজরূপে নিহিত এবং উদ্‌বোধিত [৩৭২]। আদিম প্রাণের সুসম্পন্ন সিসৃক্ষা তিনি, ভুলোক আর দুলোকের মাঝে চলছে তাঁর দৌত্য।^৫ আধারে তিনি আবাহন করেন বৃত্তঘাতী ইন্দ্র আর মরুদগণকে,^৬ যাঁরা প্রাণের আলোর ঝড় তুলে ওজস্বী মনের দূর্ধ্ব সংবেগে অশ্বতমিস্রার পাষণ আড়াল গুঁড়িয়ে দেন; অথবা তিনিই গোষ্ঠাভিঃ বৃত্তঘাতী বজ্রবাহু পুরুন্দব,^৭ ছুটে চলেন ক্ষিপ্ৰগামী তুবঙ্গের মত।^৮ তিনি অমৃত-চৈতন্যের সুনির্মল সংবেগ, অজস্র মধুর ধাবায় বিরাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন আধারের চিৎকটে হতে^৯ এবং আনন্দের ঋষিক্ষেত্রে ছিনিয়ে আনছেন অলখের কূল হতে।^{১০}

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে 'ইড্'কে ইষ্ ধাতু হতে বৃহৎপন্ন ধরে তাতে অমৃত্যুটির বিধান করা হয়েছে [৩৭৩]। আগেই দেখেছি, এর পূর্ববর্তী^{১১} প্রযাজদেবতা বা 'তনুনপাৎ' প্রাণ। আবার পরবর্তী^{১২} দেবতা 'বহিঃ'ও প্রাণ। বৃহতে হবে, একটি প্রাণ বিস্বগত, আরেকটি বিশিষ্ট আধারগত। অন্ন আগেরটিব আশ্রিত এবং পরেরটির পোষক। অবশ্য অন্ন এখানে বাহ্যিক অর্থে জীবনমোহন ভূতশক্তি, যাকে আমাদেরই 'তনু' বলা যেতে পারে।^{১৩} শতপথে তনুনপাৎ গ্রীষ্ম হলে 'ইড্' তার পরে বর্ষা,^{১৪} আর রেতঃ হলে প্রজা বা সন্তান।^{১৫}

এলাম উৎসর্গ ভাবনার তৃতীয় পর্বে। চিদবীজ অস্কৃবিত হয়েছে, অভীপ্সার সংবেগে এইবার শুব্দ হল তার উত্তরায়ণ। মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষব বেড়ে ছন্দ এবার হল অনুষ্টুপ্, বাছুরটি হল আড়াই বছরের। ৩৭৪। ইন্দ্রের তারুণ্য উপচে পড়ল। বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে শূন্যিঃ:

[৩৭২। ঋ অসি হোতা মনুর্জিতঃ ১।১৩ ন, মনুন্দব্দ অশ্বিনঃ মনুনা সর্মমধ্য ৭।২।৩।

^১ অসুরং সুদক্ষম্ অন্তব্ দূতং রোদসী ৭।২৩: ১০।৭০।৩ (টী ১৯৪)। ^২ ১১ ১৮২ ন, ২।৩।৩, ৫।৫।৩, মা ২৪ ৩। ^৩ মা ২০।৩৮, ^৪ ২৯।৩, ^৫ ঋ ১।৫।৩ টী ২১৫, ^৬ অন্নেন সহস্রসি অসি ১।১৮।৩।

^৭ ৩৭৩। ঐরা অন্নং বা ইলঃ ২।৭। অশ্বিনীমোমীয় পশুযাগব বিবতি চলছে। ^৮ ঋ অন্নসক্ত ঋ ১।১৮৭। মূলে 'পিতৃ' অন্ন এবং পেয় সোমরস উভয়কেই বোঝায়। তু এরা অন্নং

লৈ পিতৃ ১।১৩।। অন্নের দিব্য পিতৃ পিতৃ মহান্নং দেবান্নং মনো হিতম্, একবি চারু কেতুন। হব্যাহিম অবসাবদীৎ মতামাভেই হে অন্ন, মহান্ন দেবগণের মন নিহিত, যা চারু তা কবা হল (তোমারই) চিহ্নিত্ব স্বলকে, তোমারই প্রসাদে আঁহকে বধ করলেন ইন্দ্র বা পিতৃ ১। ৬। এইপ্রসঙ্গে তু ছা অন্নের অগন্ত ধাতু মন, মন অন্নম্য ৬।৫ ১, ৪, আতাবশৃঙ্গিতে সত্বশৃঙ্গি (৭।২৬।২)। ^৯ ঋ ১।৫।৩।১১; ^{১০} জু. শাঙ্গা. ৩।৪। ^{১১} ঋ. ১।৫।৪।৩।

[৩৭৪। মা ২১।১৪, প্রৈষ হোতা যজদ্ ঈডেনাম্ ঈডিতং বৃত্তহন্তম্ ইডাভির্ ঈডাং সহঃ সোমম্ ইন্দ্রং বয়োধসম্, অনুষ্টুভং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং পঞ্চাবিঃ গাং বয়ো দধদ্ বেঙ্ অজ্যাসি হোতর যজ ২৮।২৬।

যে ধ্যানদীপ্তি বিশ্ব ছাওয়া, এগিয়ে চলেছে সে এষণার প্রথম হোতাকে জাগিয়ে তুলবে বলে, (চলেছে তাঁর) দিকে প্রণতি দিয়ে বীৰ্যবর্ষীকে বন্দনা করবে বলে তিনি দেবগণের যজ্ঞন করুন (আমারই) প্রেষণায় যিনি যাজকবর [৩৭৪ক]। আমার একাগ্রভাবনার চিন্ময় প্রভাস ছাড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়। তার শরৎ তন্ময়তা সস্তার মর্মে বিশ্ব করল সেই উত্তরবাহিনী অগ্নিশিখার কন্দমূলকে, যেখন হতে আমার অলংকার এষণার শূর। এই চেতনায় মৃত করতে হবে সেই শিখার অনিবার্ণ দহনকে, অজস্র প্রণতিতে নিজেকে লুটিয়ে দিতে হবে তাঁর মধ্যে, যাঁর অগ্নিবীৰ্য বন্দ্যাস্থ ঘোচাবে এই উষর আধারের। আমার প্রণতি আমার সমর্পণই জাগাক তাঁর মধ্যে উত্তরায়ণের প্রবেগ, বিশ্বদেবতাকে আমার মধ্যে নামিয়ে আনুন তিনি চিন্ময় রূপায়ণের অনুত্তম শিল্পিরূপে।

আপ্রীসত্ত্বের চতুর্থ দেবতা বহিঃ অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বহিঃ কুশময় যজ্ঞাঙ্গ। অধিদেবতাদৃষ্টিতে তা অগ্নিরই প্রতীক যাস্কের বৃৎপতি 'বহিঃ পরিবহণাৎ' [৩৭৫]। 'দুর্গ' তার অর্থ করছেন 'ছোঁড়া' অথবা 'বৃদ্ধি পাওয়া'। 'ছোঁড়া' অর্থে বেদে বৃহ্ ধাতুর অনেক ব্যবহার আছে। 'কিন্তু বহিঃ র মূলে স্পষ্টতই রয়েছে বৃহ্ ধাতু, যার অর্থ 'বেড়ে চলা'। ধনিসাম্মের দ্বন্দ্ব বহিঃ র মধ্যে দুটি ধাতুর্থেরই বাজনা এসে গেছে বলে মনে হয়। কুশ ছিঁড়লে পর তা বেড়ে যায় (দুর্গ), এই ভাবনা তার পিছনে আছে। মৃগতৃণ হতে ইষীকার মত নিজের শরীর হতে হৃদয়সম্মিষিষ্ট অঙ্গদুস্তমাত্র অন্তরায়ার 'প্রবহণ' বা উন্মূলনের কথা কদোপনিষদে আছে। তাব ফলে সেখানে আত্মাব 'মহান্' বা 'বৃহৎ' হওয়ার ধ্বনি প্রকরণ থেকে সমর্থিত হয়। যাস্কের

[৩৭৫ক] ঋ প্র দীর্ঘিতর্ বিশ্বরার জিগতি হোতাবন্ ইলঃ প্রথমং যজ্ঞাংগা, অজ্ঞা নমোতিব্ রুশভং বন্দ্যো স দেবান্ যক্ষদ্ ইষিতো যজ্ঞীয়ান্ ৩।৪ ৩ 'দীর্ঘিতঃ' < ১ ধী 'ভাবনা করা ধ্যান করা'। নিষ 'করণ' ১।৫, 'অঙ্গুলি' ২।৫, মূল ধ্যান অর্থ থেকে একটিকে প্রজ্ঞার এবং আরেকটিতে কর্মের বাজনা। তু ঋ ১ ১ ১ টী ২২৩, সেখানে দুটি অর্থই পাওয়া যায়। বিশ্বরার ঋতে অগ্নি বৃৎপতি বাসু ইন্দ্র অধিব্যব উষা সবিগা ও দ্যাবপৃথিবীর বিণ, রায় রথ নিয়ুব প্রবিণেরও একজন ঋষি 'বিশ্বরার' (৫।৪৮ ১১), ঋষিকা 'বিশ্বকান' (৫ ২৮ স্)। অনুরূপ অগ্নিঃ বিশ্বরারঃ ৮।১৯ ১১, আবাব 'হবং বিশ্ববন্সু বিশ্বরায়ম্'—সেই দেবহুতি যা বিশ্ববন্স অর্থাৎ বিচিত্র এবং বিশ্বদেবগণের বরণা বা কাম্য ৮ ২২।১২, 'বিশ্ববাব' দুই অর্থে হতে পারে 'বিশ্বের বরণা' অথবা 'বিশ্বকে যা আবৃত করে'। দেবতার বেলায় দুটি অর্থই হয়, কিন্তু 'দীর্ঘিত'র বেলায় দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত। 'বিশ্বরার' দীর্ঘিত সেই ধ্যানচেতনা যা বিশ্বকে আবৃত করে। তু স ভূমিঃ 'বিশ্বতো বৃহা' হত্ব অতিষ্ঠন্ দশাঙ্গুলম্ ১০।৯০।১। ধ্যানচেতনার এই ব্যাপ্তিতেই ওপনিষদ ব্রহ্মর অনুভব। যজ্ঞাংগা—'ইচ্' বা এষণার 'প্রথম হোতা' অগ্নি, কেননা তিনিই আমাদের মধ্যে অমৃতের এষণা জাগিয়ে তোলেন। 'দীর্ঘিত' বা ধ্যানদীপ্তি চলেছে তাঁর যজ্ঞন করতে অর্থাৎ তাকে প্রবৃক্ষ করতে। ধ্যান দেবতা মৃত হবেন, শূর হবে এষণা তাঁরই প্রসাদে 'ইষিতঃ' এবং দ্বিতীয় পাদের ইলঃ (দুইই < ১ ইচ্ 'চাওয়া' 'ছোঁটা') দেবতার বাজনা বহন করছে। আমাদের মধ্যে এষণা জাগান অগ্নি, তাইহতে আমরা পরমকে খুঁজি। আবার আমাদের দীর্ঘিত তাঁর মধ্যে জাগায় সংবেগ, এমনি করে 'ঈল' মান্দ্য ও দেবতার অন্যান্যাসম্ভাবনের দেবতা।

[৩৭৫। নি ৮।৮। তু বৃহ মায়া অনানত (ইন্দ্র) ৬।৪৫।৯ উদ্ বৃহ রক্ষঃ সহমূলম্ ইন্দ্র ৩।৩০।১৭, প্র বৃহাপুণ্ডঃ ৬।৪৪ ১১, । * ক. ২ ৩।১৭। ° তু ক ২।৩।১৪, ৩-৪, ৮, ১।৪, ১।৩।১৩ । ° ঋ ১।৫।৪।৪। ° তু ঋ, রা উ প্রণতে বিতরণ বরীষঃ ১০।১১০।৪ (ল 'বরীষঃ' মহাবৈপ্লব্য), ৭০।৪, ৫।৫।৪; মা ২০।৩৯, ২৯।৪, ২৯ ° মা ২১।১৫, ২৮।২৭।

বৃহৎপাক্তির মূলে অনুরূপ ভাবনা থাকা খুবই সম্ভব। 'পরি' (দিকে-দিকে) উপসর্গটি তার সূচক। কুশ ছেঁড়া হয় যজ্ঞের প্রয়োজনে দেবতাদের জন্য আসন বিছাতে। ছিন্ন কুশ যজ্ঞের অঙ্গীভূত হয়ে 'বৃহৎ' হয়। তখন সে 'বর্হিঃ' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের ভাবনার প্রতীক। একই ধাতু হতে 'ব্রহ্মের' অনুরূপ 'বর্হিঃ'-সংজ্ঞার নিষ্পাদন মনে হয় পারিভাষিক। শতপথব্রাহ্মণে বর্হিঃকে বলা হয়েছে 'ভূমা',^১ এই অর্থ সংজ্ঞাটির বৃহৎপাক্তির অনুরূপে। লক্ষণীয়, সংহিতাতেও 'বর্হিঃ' সম্পর্কে 'প্রথন' বা বিপুল হয়ে ছাড়িয়ে পড়ার কথা বারবার বলা হয়েছে।^২ এইপ্রসঙ্গে 'বৃহতী' ছন্দের বিধানও ব্যঞ্জনাবহ।^৩

আবার দেখি, নিঘণ্টুতে বর্হিঃ 'উদক' বা 'অন্তরিক্ষ' [৩৭৬]। একটি প্রাণের প্রতীক, আরেকটি প্রাণভূমি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বর্হিঃকে বলছেন 'পশু' : তাও প্রাণেরই প্রতীক। লক্ষণীয়, বর্হিঃ 'উদ-ভিদ'-মাটি ফুড়ে ওঠে। তাকে সহজে নির্মূল করা যায় না। ছিঁড়লে পর তার তীক্ষ্ণ সূচী দুদলোকের দিকে উদ্যত হয়ে থাকে। এইথেকে বর্হিঃকে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে দুদলোকাভিসারী অজর প্রাণের এষণা। আবার, অন্তরিক্ষ মধ্যস্থান; বৃহতী সপ্তচ্ছন্দের মধ্যম; হৃদয় 'মধ্য আত্মা' বা যোগাসীন শরীরের মধ্যদেশ, ছান্দোগ্যোপনিষদের বৈশ্বানরবিদ্যায় পাই, 'বক্ষঃস্থলই বেদি, তার লোমগুলি বর্হিঃ, আর হৃদয় গাহপত্য অগ্নি'।^৪ এইথেকে ভাবতে পারি, বর্হিঃ হৃদয়ে-পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন, মূলধার হতে সমিষ্ট হয়ে উঠে এসেছে এইখানে।

বর্হিঃ র প্রসঙ্গে সংহিতায় দুটি ধাতুর প্রয়োগ পাই—'স্তু' ছড়ানো, বিছানো এবং 'বৃজ্' বাঁকানো, মোড় ফেরানো [৩৭৭]। দেবতার জন্য কুশের আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই অর্থে স্তু-ধাতুর প্রয়োগ সহজবোধ্য। কিন্তু বৃজ্-ধাতুর প্রয়োগ কি অর্থে, তা খুব স্পষ্ট নয়। দুর্গে তিনটি অর্থ দিচ্ছেন—প্রচ্ছেদন, প্রস্তরণ এবং প্রণয়ন (অগ্নিপক্ষে)। ছেদন অর্থের কল্পনা সম্ভবত এসেছে বৃশ্চ ॥ বৃশ্চ ধাতুর সঙ্গে বৃজ্-ধাতুর সাংকসের ফলে।^৫ কিন্তু নিঘণ্টুতেই বৃজ্-ধাতু হতে 'বল' অর্থে পাই 'বর্গঃ'। বর্জনম্'।^৬ বাঁকাতে বা মোড় ফেরাতে বলের দরকার হয়। বেদের অনেক জায়গায় সহচরিত 'ইম্' এবং 'উজ্জ্'এর অর্থাৎ অভীপ্সা এবং গোত্রান্তরের ব্যঞ্জনা এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। দুর্গের কল্পিত প্রণয়ন অর্থের মূলেও বলের ধর্নি আছে। যাস্কেব উদাহৃত মন্তে বর্হিঃ র 'প্রবর্জন' যদি আস্তরণ অর্থেও গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাতে বলের দরকার হয় এইভাবে। কুশ বিছিয়ে দিতে হয় তার ডগাগুলি পূব বা উত্তরমুখী করে বিশেষত পূবমুখী করে। তাই বর্হিঃ-র একটি বিশেষণ 'প্রাচীন'।^৭ পূর্বদিক আলোর 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের' দিক, আর উত্তর ব্যাপ্তিচৈতন্যের বিশেষাভীর্ণতার দিকে উজিয়ে যাওয়ার দিক। বর্হিঃ-র মূল থাকুক আঁধারে মাটির তলায়, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাকে ছিঁড়ে এনে দেবতার আসন বিছিয়ে দেব যখন,

[৩৭৬] নিঘ. ১।১২; ১।৩। ২ক ২।১।১২, ৩।১৭। ২৫।১৮।২। এটি যজ্ঞের অধ্যাক্ষ প্রতিপা।

[৩৭৭] ট খ ১।১৫২।৫, যেখানে দুটি ধাতুর একসঙ্গে প্রয়োগ আছে। যজ্ঞমানের একটি সাধারণ বিধ 'ব্রহ্মবর্হিঃ' ১।১২।৩, ৩।২।৫, ৬, ৫ ২৩।৩। ২তু নিঘ 'বর্গাতিঃ বৃশ্চাতি' বধকর্ম। ২।১৯ কিন্তু 'বৃজ্জর্হিঃ'র 'বৃজ্' < V বৃজ্, নইলে হত 'বৃজ্', ২নিঘ. ২।১৯, তু উজ্জ্। ৩খ ১।১৮৮।৪, ৯ ৫।৪, ১০।১১০।৪; মা ২০।৩৯, ২৯ ২৯।

তখন তার মোড় ঘুরিয়ে দেব আলোর উদয়ন বা উত্তরায়ণের দিকে। এই হল 'প্র বর্জন' প্রাণের এষণাকে ঐশ্বর্য্যার গৃহাশয়ন হতে 'প্রবৃত্ত' বা উন্মূলিত করে তাকে জ্যোতির্মুখ করা। তার জন্য 'উজ্জ' বা মোড়ফেরানো বলের দরকার হয়। যে তা করতে পারে, সে 'বৃত্তবাহিঃ'। উন্মুখ প্রাণকে এইভাবে আলোর দিকে যদি বিছিয়ে দিতে পারি দেবতার আসনরূপে, তাহলেই তা 'প্রথিত' হয় অর্থাৎ বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের এই বৈপুল্যই 'ব্রহ্ম'। তার সত্ত্বে 'বাহিঃ'র ব্যুৎপত্তিসাম্যের মূল এইখানে।

ঋক্সংহিতা বলছেন, সহস্রবীর্ষের আধার এই প্রাণেব আসন বিছিয়ে দিতে হয় ওজঃশক্তি দিয়ে, দিবাভাবে তন্ময় হয়ে দুর্লোকের নাভিতে '৩৭৮'। বসুগণ রসুগণ এবং আদিত্যগণ সেইখানে এসে বসেন। 'মনীষীবা সেইখানে দেখতে পান অমৃতকে।' মাধ্যমদিনসংহিতা বললেন, এবার ছন্দের আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল বৃহতী, আর বাছুরটিরও বয়স হল তিন বছর।*

এলায় উৎসর্গভাবনার চতুর্থ পর্ব। প্রাণের এষণা জ্যোতির্মুখ একাগ্রতায় উদ্ভূত হল দুর্লোকের দিকে, তাই দিয়ে পরমদেবতার আসন রচলাম হৃদয়ে বিশ্বামিত্র বললেন :

'ত্রোমাদের চার উজান পথ বচা হল ধর্মীতরীণ সাধনায়। উন্মুখ শুরুর জ্বালাবা পাব হয়ে চলল কত বে ভূবন। দুর্লোকের নাভিতে কখনও-বা বসানো হল হোতাকে। আমবা বিছিয়ে দিই দেবতা ছাওয়া (মন দিয়ে) বাহিঃকে। ৩৭৯।'—সহজের ছন্দ

[৩৭৮। তু ঋ প্রাচীনং বাহির্-ওজসা সহস্রবীর্ষম অমৃতগন্- যত্রা দিত্যা বিবাজত ১।১৮৮।৪; ১।৫৪ ৩।৪ ৪। ১১।১৮৮।৪, ২ ৩।৪, মা, ২৮।৪ ২খ স্তূণীত বাহির্- মনীষিণঃ, যত্রামৃতস্য চক্ষণম্ ১।১৩।৫। *মা, ২১।১৫, ২৮।২৭।

[৩৭৯। ঋ উমোদা বাঃ গাতুর্ অধরঃ অকর্ষ্য উধর্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি, দিত্যা বা নাভা ন্ অসার্ম হোতা স্তূণীমহি যদবযাত্রা বি বাহিঃ ৩।৭ ৪। 'উধর্বাঃ গাতুর্' উজান পথ। নিম্ন গাতুর্ পৃথিবী ১।১। অধরঃ বা সহজের সাধনায় উজানপথের কথা পরের যুগে সাধনশাস্ত্রে নানানভাবে ফুটে উঠেছে। এখনকার বর্ণনা কুণ্ডলিনীর উজানযাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'বাম্'—ওমাদের দুজনার বাহিঃ আর অগ্নির সা। বাহিঃের উজানপথ মর্ত্যপ্রাণের উধর্বস্তোত্র। 'রজাংসি' প্রাণকে কসম্ভের দিকে ল এব পরেই আছে 'মন্দবীন্স্ স্কারঃ' বা জ্যোতির্বে মন্দবীরের কথা। আলোর উজানযাত্রা একটির পর একটি প্রণাল্যে ছাড়িয়ে চলে যে পর্যন্ত না জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে যায়। 'দিত্যঃ নাভা' [নাভো। < নভাঃ নহ্ 'দাশা', নি, নাভিঃ সংহনাং নাভ্যা সমাধা গভী জাগতে ৪ ২১, তু Ek omphalos, Lat umbilicus, Latim nabel, Eng navel, nabe, also Lat umbilicis, Less on a shield'] যেখানে সব মিলে গঠি পড়ে, তাথেকে 'গ্রন্থি, মর্মস্থান'। তু মিত্রসা গভী নবুগসা নাভিঃ ৬।১৭।২৮। চাকুর নাভি প্রসিদ্ধ, যেখানে অব বা শলাকাগুলি এসে মেলে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, এই কল্পনা হতে নাড়ী-গ্রন্থিও 'নাভি' নাভিতে অবসম্ভ সমাপিত হয়, তাথেকে নাভি চিত্তের একাগ্রতাবও প্রতীক। তু অমী ত্য সন্ত কাময়ন্ত তত্রা মে নাভিঃ আততা ১।১০৫।৯ 'অয়ম ইন্দ্রঃ ইমাত শত যুগার্ভি অশ্বৈঃ স্মবিন্দা নাভিনা চর্ষণীপ্রাঃ'—এই তিনি চলাছেন ঋতুযজ্ঞ অশ্ব আর স্বর্জোন্মিত প্রাপক নাভির দ্বারা উপলব্ধিত হয়ে, চরিত্রদের আপ্রিত করে তু ক, 'সদম্ব এবং 'অনঃপ্রগহ ১।৩৬, ৯, চর্ষণী উদারী সাধক, তু ব্রীমা চর্ষেব ৭ ১৫; ৬।৩৯ ৪। নাভি জ্যোতির্ময় গ্রন্থি। তু 'বিকস্মতি নাভা' ১ ১৩৯ ১, অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়। পৃথিবীর নাভি জাঁক ১।৫৯।২ (তু ১ ১৪৩।৭ টী ১১৫২, ৩।৫।৯, ২৯।৪ টী ১৭৯২, ১০।১ ৬, সোমও পৃথিবীর নাভিতে ৯।৭২।৭, ৮২।৩ পজ্ঞানরূপ, ৮৬ ৮।। দেবা হোতাদের বর্ণনায় আছে, পৃথিবীর নাভিতে যেমন অগ্নিপ্রথিত, তেমনি তার উপরে আছে আরও তিনটি গ্রন্থি (নাভা পৃথিব্যা অধি সান্দ্র্য গ্রিয্, ২।৩ ৭; তু চতস্রো নাভো < 'নাভ্'।) নিহিতা অরো দিবো হরির্ ভরন্ত্যু

আমাদের চলা, কোথাও কোঁটলা নাই তার মধ্যে। জীবনে তাই মর্ত্যের এষণা আর গৃহাহিত অমর্ত্যের অভীশা' দুয়েবই তরে উজানের পথ আজ আমবা রচনা করেছে। তাই ধরে সন্নিধ অগ্নির উত্তরবাহিনী শিখারা কন্দমূল হতে ছুটে চলেছে প্রাণসমুদ্রের ক্লে-ক্লে পাড়ি দিয়ে। একেকটি আলোর গ্রন্থি পথের মাঝে-মাঝে। সেইখানে দেবতার আসন পাতি, আর জ্যোতিরগ্ৰা এষণাব কুশমুষ্টি বিছিয়ে দিই তার 'পরে। আমাদের অন্তর তখন দেবতাকে জড়িয়ে ধরে দেবময়।

তার পর পঞ্চম আগ্নীদেবতা 'দেবীর' দ্বারঃ' বা জ্যোতির্ময় দূবারেরা। কাথকা বলেন, দ্বার বলতে বোঝায় যজ্ঞগৃহের দ্বার; শাকপূর্ণি বলেন, দ্বার অগ্নি ৩৮০।। দূবারেবা অগ্নিশিখার প্রতীক, তাই সংজ্ঞাটি বহুবচনান্ত। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে অগ্নি দেবযোনি, যজ্ঞমান তাহতে 'বেদময় ব্রহ্মময় অমৃতময়, হিরণ্যশরীর' হয়ে জন্মান।^১ দ্বার সম্পর্কে যাস্কের উদ্ভূত মন্ত্যটিতে^২ এই ভাবনার ধারি আছে।

প্রতীকরূপে সর্গহিতায় দ্বারের কথা অনেকজায়গায় আছে। দ্বার যেমন কোন-কিছুকে আড়াল করে রাখে, তেমনি আবার ভিতরে ঢোকবার পথও খুলে দেয় ৩৮১।। অন্ধকারের আবরণ সরে গেলেই রুদ্ধ দূবার হয়ে যায় 'দেবীর দ্বারঃ'

অমৃতং যজ্ঞশৃঙাঃ ৯ ৭৯।৬ টী ১১১° সোমস্রাবী গ্রন্থি। যেমন সবার নীচে পৃথিবীর নীতি একটি চিদ গ্রন্থি। হু মণিপূর তেমনি দুঃখোকেব নীতি আরেকটি (হু সহস্রাব।। দুয়ের মধ্যে তিনটি বা চারটি নীতির পরস্পরা স্বরূপ করিয়ে দেয় বৌদ্ধতন্ত্রের চারটি গ্রন্থি নীতিও আনন্দ, ক্রদয়ে পণমানন্দ ভ্রামণো বিব্রমানন্দ, আর শিরসি সহজ্ঞানন্দ। সোম ঋতুর নীতি এবং অমৃত (৯।৭৭ ৪), একে নীতিব নীচে নামতে দিতে নাই। ৯।১০।৮ টী ১১৩, হু 'দীর তে নাজ্য পবনম য আদমে দুঃখোকেব নীতিতে বাদ্য আছে সোমের পবন নীতি ৯।৭৯।৭।। 'বীতিঃ বি সৃণীমীতি' বীতিঃ অগ্নিব সহচর, অগ্নিই অগ্নির বিভাব অগ্নি পুস্তকস লোকে বা চাকু গেলে পর তাঁকে ঘিরে বীতিঃ প্রবর্তন ও বিস্তরণ করতে হবে অর্থাৎ প্রাণকে গুটিয়ে এনে ছাড়িয়ে দিতে হবে (হু সূর্যব হোজেন সমাংন এবং বশ্মিল বহ্নন ঐ ১৬, 'দেববাচ্য' < ১ গচ্চ ভূড়ানো, ছাওয়া' যা দেবতাকে ছেঁয়ে আছে, উড়া 'মনসা'। পপা দেববাচ্যঃ', কিন্তু তাতে অর্ধসংগীতি হয় না। ১৩ অ ১।১৬৭ ৩০ টী ২৬৬।

১৩৮০। নি ৮।১০। ১২২। ২।৩। ১ অ বচস্বতীর। সুবিশ্রুতা। উর্বিয়া। বিশাল হয়ে) বি শ্রয়ন্তাম্, খালে যান, পতিভোজ্য ন জন্যঃ পশ্বী৭, শৃঙ্গঃ নাম (নিজেকেব শোভনা করে) ১০।১১০ ৫। জ্যোতিব দূবার দিয়ে যজ্ঞমন্ডল নির্দিষ্টরূপে অহুঃতরা উঠে যাবে, দেবতাবা মনে আসবেন, অথবা যজ্ঞমানই ফিরে আসবেন হিরণ্যশরীর হয়ে। জ্যোতির দূবারেরা অগ্নিরূপে এই নবজন্মের দেবযোনি।

১৩৮১ হু নি পাবো জবতের বা বাদযতের বা ৮ ৯, আদুনিক বা < 11: dhuor, Gk thura নাম। ১৩ অ দুয়ো অশ্বস্যা দূব ইন্দ্র গোব্ অসি দুয়ো যরসা বসুন ইন্দ্রপতিঃ ১।৫৩ ২, ৭২।৮, ৮।৫।২১, ৯ ৯৫।৩ ৬৫ ৩। ১ অগ্নি ১।৬৮।১০, ৬৯।৫, ১২৮।৬, ২।২ ৭, ৩।৫ ১ টী ১১৯°, ৭ ৯।২, উত দ্বার উশতীর বি শ্রয়ন্তাম্ উত দেবী উশত আ বহুহ ১ ৭।২ টী ১১৫°, ৮।৩৯ ৬ টী ১১৮°, ইন্দ্র ১।১৩০।৩, প্র সুনতা দিশমান ঋতেন দূবশ্চ ৮ বিন্ধ্য অবগোদ অপ্র দ্বাঃ ৩।৩১।২১ (১০।১২০।৮), ৬।১৭।৬, ১৮।৫, ৩০।৫; সোম ৯।৫ ৩ ৬৭ ৩ ১ অশ্বিনব্রহ্ম দুলহসা চিদ গোমতো বি ব্রহ্মসা খোঁরাডের গ্রন্থিধর) দুয়ো বর্তং গুণতে চিত্রবাতী ৬।৬২ ১১, ৮ ৫ ২১ উষা উষো যদ্ অদ্য ভানুনা বি দ্বারাব্ ব্রহ্মো দিবঃ ১।৭৮।১৫, ১১৩।৪, বা উ ব্রহ্মসা ত্রাসো দ্বারোচ্ছন্তী৭ (কলমালয়ে) অবঃ প্র ছঃচয়ঃ পাবকঃ ৪।৫১।২, ৭।৭৯ ৪, ১৩।১৩। ১ সিন্ধ্যা সিন্ধ্যা < ১ স্না সন, সেমেব জয়ন্ত অতিথেক) অশ্বিনচঃ চরণে নদ্যনাম (নদীদ্বন্দ্ব প্রবাহে, নদীতন্ত্রে) অপ্র বগোদ দুয়ো অশ্বব্রহ্মানাম (পাশ্বরের খোঁড়াডের; সর্বিতা ইন্দ্রব্রহ্মে) ১০ ১৩৯ ৬ ১ অয়ম্ উ তে সরস্বতি বসিষ্ঠো 'দ্বারাব্ ঋতসা' সূভগে বা আরঃ (বিস্ত করেছে, খুলে দিয়েছে), বর্ধ শৃঙ্গ ৭।৯৫ ৬; অপ্র 'দ্বারো মতীনাং' প্রয়া ঋশ্বস্বিত

বা জ্যোতির দ্বার। তার আড়ালে আছে অশ্ব (ওজঃ), গো (প্রাতিভসংবিৎ), যব (ভারদ্বাণ), বসু (জ্যোতি), রয়ি (প্রাণসংবেগ), ইষ্ (ইচ্ছার্থ) বা সিম্ধু (অমৃতজ্যোতির ধারা)।^১ দেবতা আগল ভেঙে তা অনাবৃত করেন আমাদের কাছে। এই আগল ভাঙা বা দ্বার খোলার কাজ করেন অগ্নি, ইন্দ্র এবং সোম।^২ আবার করেন অশ্বিন্ধব, উষা^৩ এবং দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসু বা সবিতা।^৪ প্রথম তিনজন ঋগ্বেদের তিন মূখ্য দেবতা, আর পরের তিনজন চিৎসূর্যের উদয়নের প্রথম তিন পর্বের দেবতা। ভাবতে পারি, পৃথিবী হতে দ্বলোক পর্যন্ত বিতৃত দেবতাদের যে নিগূঢ় আলোকসর্গ, তারই পর্বে পর্বে আছে এইসব আলোর তোরণ। এর অধ্যাত্মযাত্রার উল্লেখ সংহিতাতেই আছে: বলা হয়েছে, এই দ্বার 'ঋতের দ্বার', আরও স্পষ্ট করে 'মিত্র দ্বার', আরেকজায়গায় 'ইন্দ্রের দ্বার'।^৫ শতপথব্রাহ্মণে ছটি ব্রহ্মস্বরের কথা পাই 'অগ্নির্, বায়ুর্, চন্দ্রমা বিদাদ্, আদিত্য ইতি' যারা স্পষ্টতই চেতনার উৎক্রমণের বিশিষ্ট একটি ক্রম বোঝাচ্ছে।^৬ উপনিষদেও ব্রহ্মস্বরের কথা নানাভাবে আছে।^৭

স্বারভাবনার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোপনিষদের লোকস্বরের বিবৃতিতে। ৩৮২। সদুতাদিবস হল সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠানের দিন। সেদিন সকালে দুপুরের এবং সন্ধ্যায় সোম ছেঁচে তার রস অগ্নিতে আহুতি দিতে হয় (সবন)। ব্রহ্মবাদীরা বলেন, প্রাতঃসবন বসুগণের, মাধ্যাহ্নসবন বৃদ্ধগণের, আর তৃতীয়সবন আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের অধিকারে। এক এক দেবগণের স্বধাম হল এক-এক লোক পৃথিবীলোক বসুগণের স্বধাম, অন্তরীক্ষলোক বৃদ্ধগণের, দ্বলোক আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের। অবশ্য প্রত্যেকটি লোক দেবাধিষ্ঠিত বলে জ্যোতির্ময় বা চিন্ময়। ভাবনা করা হয়, প্রত্যেক লোকের একটি করে দ্বার আছে, অবিস্বানের কাছে তা 'পরিঘ' বা আগল দিয়ে আটকানো। বিশ্বান যজ্ঞমান প্রত্যেক সবনের আগে লোকপাল দেবগণের উদ্দেশে সামগান করে বলেন, 'লোকস্বারম্ অপার্ণু' আলোক-লোকের দ্বার খুলে দাও। একে-একে তিনটি দ্বার খুলে যাবে, যথাক্রমে যজ্ঞমানের মিলবে রাজ্য, বৈবাজ্য এবং অবশেষে স্বরাজ্য আর সাম্রাজ্যের অধিকার। সংজ্ঞাগুলি পারিভাষিক। পৃথিবী প্রকৃতির 'পরে অধিকার হল রাজ্য, বিরাট প্রাণপ্রকৃতির 'পরে অধিকার বৈরাজ্য, চিন্ময়ী আত্মপ্রকৃতির 'পরে অধিকার স্বরাজ্য এবং মহাপ্রকৃতির 'পরে অধিকার সাম্রাজ্য। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই জ্যোতির দ্বার পার হবার আরেকটি বিবৃতি এই উপনিষদেই পাই। আদিত্যলোক হতে আমাদের হৃদয় পর্যন্ত আদিত্য-রশ্মির দ্বারা রচিত একটি মহাপথ আছে। সেই পথ বেয়ে আদিত্যরশ্মিরা আদিত্য-

কানরঃ কীর্তনকাবীরা, বৃষ্ণোঃ ধীর্ঘবর্ষী সোমের। হবস (জ্বলে ওঠবার জন্য) আরবঃ (যারা 'আমু' বা প্রাণাশ্বস্বপ; মননের দ্বার তাই খুলে দিল যাতে তাদের প্রাণে সোমের ধারা আগুন হয়ে ওঠে) ৯ ১০।৬; ৮ ৬৩।১ (তু অন্তরেণ তালুকে য এয স্তন ইবাবলম্বতে, সেন্দ্রয়োনিঃ তেউ ১।৬।১।) ৩শ, ১১ ৪।৭।২। অগ্নি পৃথিবীস্থান আদিত্য দ্বন্দ্বান, দুয়ের মধ্যে উৎক্রমণের পরম্পরা অনুসারে চারটি অন্তরীক্ষস্থান স্রবের সমাবেশ ব্রহ্মস্বরের ভাবনায় দেবদৃষ্টি হ'লও সম্মুখ হয়ে ব্রহ্মের সাম্রাজ্য ও সারলোক্য পাইয়ে দেয়, সমগ ব্রাহ্মণটি ৫ ৭ তু মৈত্রি ৪।৪, ৫ নামদন স্রব ১।৩।১২, ছা ব্রহ্মের স্বাদপাল বাক্ চক্ষু শ্রোত্র বায়ু প্রাণ। মন ৩।১৩ ৬; যু সূর্যস্রব ১।২।১১, ক. বিরূতং সন্ম ১।২।১৩...।

[৩৮২] ছা ২।২৪, ৮।৫।৫-৬, ৫ বেমী টীম্ প, ১২৮২০, ১৬০ ৬২; ১ তু ক. ২।৩।১৬; গী ৮।৯-১৩, এইপ্রসঙ্গে আরও তু পূর্ণোক্ত ব্রহ্মস্রব, নামদনস্রব, সূর্যস্রব, ব্রহ্মরশ্ম।

মণ্ডল হতে হৃদয়ের নাড়ীচক্র অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং নাড়ীচক্র হতে পরাবৃত্ত হয়ে আবার আদিত্যমণ্ডলে ফিরে যায়। বিদ্বান যখন শবীর ছেড়ে দেন, তখন এই বশ্ম ধরে ওৎকারের উচ্চারণের সঙ্গে উজিয়ে চলেন এবং নিমেষের মধ্যে আদিত্যজ্যোতির মহাবৈপুল্যে উত্তীর্ণ হন। এই আদিত্যমণ্ডলই লোকস্বাৰ : বিদ্বানের জন্য তা খোলা থাকে, অবিস্বানের বেলায় থাকে আগল দেওয়া। হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা আছে একশ' একটি নাড়ী। তার মধ্যে একটিই চলে গেছে মাথার দিকে। বিদ্বান সেইটি ধরে উজিয়ে চললে অমৃত্যু লাভ করেন। অন্য নাড়ীগুলি সোজা না গিয়ে নানাদিকে গেছে।^১

উপনিষদে যা লোকস্বাৰ, সংহিতায় তা-ই 'দেবীর্' 'দ্বারঃ'- দুটি সংস্কারই ব্রাহ্মপতিগত অর্থ 'জ্যোতির দ্বার'। শতপথব্রাহ্মণে তাদের একটি ক্রমের উল্লেখ আছে, আগেই বলেছি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলছেন, 'বৃষ্টির্ বৈ দ্বারঃ' এই দ্বারগুলি হচ্ছে বর্ষণ। ৩৮৩। : অর্থাৎ একেকটি দ্বার খুলে যায়, আর উত্তরলোকের আলো আনন্দ ও শক্তির ধারাসারে আধার প্লাবিত হয়। এই ভাবনাব বীজ ঋক্ সংহিতাতেই আছে। ঋষি ব্রহ্মাতিথি ক'ব অশ্বিন্বয়কে সম্বোধন করে বলছেন, 'তোমরা অহ্নার সম্বান জান, দুয়ালোকের ইষ্টদ্যুতি আর অন্তরিক্ষের সিন্ধুদের ঝরাও আমাদের 'পরে দ্বার খুলে দিয়ে যেন।'^২

সংহিতার বর্ণনায় আপ্রীসূক্তের এই 'দেবীর্' 'দ্বারঃ' হিরণ্ময়ী, উশতী বা উতলা। ৩৮৪।। অববোধ উন্মোচন করে তাঁরা যে-বৈপুল্য আনেন, তা সূচিত হয়েছে এই-সব বিশেষণে: 'বিরাট্ সন্ম্যাট্' বিভ্রীঃ প্রভ্রীর্ বহরীশ্ চ ভূয়সীঃ'; 'রাচস্বভীঃ'; 'উরুবাচসঃ'; 'বৃহভীঃ'। মাধ্যান্দিনসংহিতা বলেন, এইখানে এসে ছন্দের আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল পঙ্ক্তি, বাছবুটিও হল চারবছরের।^৩

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার পঞ্চম পর্বে। বিশ্বচেতনার প্রভাস নেমে এল ওপার হতে, তারই আলোতে দেবমানের উত্তবাপথে দেখতে পেলাম সাতটি আলোর ভোরণ আমাদের অভীপ্সার উৎসর্গপণী শিখার বিতানে। শূন্য ছি বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে তাদের প্রশাস্তি:

'সাতটি আহুতিকে মন দিয়ে বরণ করলেন (বিশ্বদেবতা), ছাপিয়ে বিশ্বভূবন (আম্মার) পানে এগিয়ে এলেন ঋতের ছন্দ। পৌরুষবীজিতা (জ্যোতির প্রতি-হারিণীবা) বিদ্যার সাধনায় প্রজাত হয়ে এই যজ্ঞের উদ্দেশে বিচরণ করুন যাঁরা প্রাক্তনী। ৩৮৫।।' উত্তবায়নের পথে চেতনাব অভিমান প্রতি পর্বে আপনাকে

[৩৮৩] ঐত্রা ২।৪। ১ ঋ উত নো দিব্যা ইষ উত সিন্ধুর্ অহরিন্দা, অপ দ্বারের বর্ষণঃ ৮ ৫।২১। মন্দের 'বর্ষণঃ' ১ ব-র নেট অথবা ১ বৃষ্-এর লট্ বুইই হতে পারে। প্রয়োগটি স্পষ্টতই স্লিষ্ট। স্ম. বর্ষণ অর্থ নিরুদ্বিগ্ন; জু. ৫।৮৪। ৩।

[৩৮৪] ঋ ১।৫।৫, মা ২৮ ২৮, ঋ ১০।৭০।৫। ১ জু ছা ২ ২৪ ২ বিরাট্ সন্ম্যাট্ ভূয়সীঃ দুয়ো ঘটানা অক্ষরন্ ১।১৮৮।৫। 'বিভ্রী' বিচিত্র, 'প্রভ্রী' সমর্থ, জু ১ ৯।৫। সংখ্যায় 'বহরী', প্রসার ভূয়সী' (জু ছা 'ভূমা' ৭ ২৩।১; ঋ উরু, অনিবাধ ৫।৪২।১৭, ৪৩।১৬। 'ঘৃতর কবণ' জ্যোতির নিবরণ। ০ঋ. ২ ৩ ৫, ১০ ১১০।৫; মা ২০ ৬০ ২১।৩৪, ২৮।২৮, ২৯।৩০। ১মা ২৭।১৫। ১মা ২৯ ৩০ ১মা পঙ্ক্তিষ্ ছন্দঃ ভূয়বাড্ গোঃ ২১ ১৬, ২৮।২৮।

[৩৮৫] ঋ সন্ত হোতাগি মনসা বৃণানা ইশ্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্মঃ ঋতেন, নৃপেশাসো বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চবন্ত পুরীঃ ৩।৪।৫। সন্ত হোতাগি—'হোত' < ১ হৃ

অগ্নিতে আহুতি দিয়ে এমনি করে সাতটিবার। বিশ্বদেবতা সাজা দেন আমার ডাকে, আমার আহুতিদের বরণ করে নেন দিব্যমনের প্রভাস দিয়ে। তার নিশানা ফোটে জীবনে ছন্দঃ সুষমার আবির্ভাবে, তার 'পরে তাঁর কূলছাপানো আলোর প্লাবনে। পরমকে পাওয়ার অবিশ্রান্ত সাধনা চলছে কত কাল ধরে। একটি-একটি করে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে জ্যোতির দূরার। মনের ওপারে প্রস্থানের ভূমিতে চিরন্তনী হয়ে আছেন যে জ্যোতিরঙ্গনারা, তাঁরা নেমে আসুন সেই দূরারপথে আমার এই উৎসর্গের সাধনায়, নিয়ে আসুন তাঁদের বীৰ্য্যবন্দীপ্ত সুষমা।

আপ্রীসঙ্কের ষষ্ঠ দেবতা **ঊষা-নক্ষা** অথবা 'নক্ষোষসা' ঊষা আর সন্ধ্যা। দুয়ের অগ্নিসম্পর্ক সংহিতায় নানাভাবে উল্লিখিত হলেও [৩৮৬] যাম্বক তাঁর ব্যাখ্যায় সেকথা তুলছেন না। দুর্গ বলছেন, কাবও কারও মতে ঊষা অগ্নির দীপ্তি, আর নক্ষ আহুতির দীপ্তি। ভাবনার দিক থেকে এ-ব্যাখ্যা খুব প্রাজ্ঞল নয়। তার চাইতে শৌনকসংহিতার এ-উক্তিই খুব গভীর। এঁরা 'অগ্নেব্ ধাম্না পতামানে'—অগ্নির নিরুৎ জ্যোতিঃশক্তিতে প্রশাসন করছেন সব-কিছু।^১ কি করে, তা ক্রমে স্পষ্ট হবে।

ঊষা বৈদিক দেবীদের মধ্যে সুষমায় বলতে গেলে অনুপমা। ঋষিদের কাব্যপ্রতিভা তাঁর বর্ণনায় উৎকর্ষে চব্বিমে উঠেছে। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর কোনও ধর্মসাহিত্যেই অপূর্ণত্ব অমন মনোভাভা ছবি আব ফোটেনি। নারীত্বের সমস্ত মাধুর্য্যেতে মণ্ডিত হবে আব কোনও দেবতাকেই ঋষিরা হৃদয়ের এত কাছে টেনে আনেন নি। অথচ ঊষার পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও একমুহূর্তের জন্যে তাঁরা ভোলেন নি। তাইতে প্রকৃতি নারী আব দেবী মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের এক আশ্চর্য্য সংগম ঘটেছে বৈদিক ঊষার রূপায়ণে।

ঊষা দুলোকের মেয়ে, ভগ্নেব বোন, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা- 'জননী তনয়া জয়া সহোদরা'রূপে নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আহুতি দেওরা' অথবা 'হো' 'আহুতান কবা'। 'হোতাম্' এবং 'হোতা' দুটি রূপ আছে প্রকরণভেদে কোথাও কোথাও আহুতির মন্ত্র, হোতাও বা হোতাকর্ম হোতাও বা কাজ, তাও 'হোতা' ২ ১০২, ১০।৯১ ১০, ৫১।৫, ৫৩ ৪ ১, 'হোতাও পাঠ' ২ ৩৬।১। নিঘ 'বাক্' ১।১১, 'যজ্ঞ' ৩ ১৭। 'সম্ভ হোতা' সাতবার ডাক এবং সাতবার আহুতি দেওরা দুইই বোঝাতে পারে। হু দুঃসং জুড়োয়া অনু সন্ত হোতাঃ ১০।১৭.১১; যোতা হোতাঃ প্রথমম্ অত্যন্তে মনুঃ সন্নিধানিনঃ সন্ত হোতাঃ ৬৩ ৭ টীম্ ২১০। পদটি বহুমান স্বকৈ দিলট আহুতির সঙ্গে আহুতিদের ব্যঞ্জনা জড়িয়ে আছে। সাতটি আহুতি সাতটি অলোর দু'বার খুলে যাবে, সাতটি সিন্ধুর প্লাবন নেমে আসবে আদারে। বহুসার্থে বেদে সন্ত সংখ্যার অনেক প্রয়োগ আছে। অবসর্গেও তিনটি তত্ত্ব এবং তারই মূল ও শাখাতরূপে পরস্পরে তিনটি তত্ত্ব, আর দুয়ের মাঝে সেত্বরূপে একটি তত্ত্ব এইসকল সম্ভব কল্পনা। 'বৃণাণাঃ' 'ঋগ্বেদ দেবাঃ' ঊষা। 'কৃতেন প্রতিজন'। হু এম্ এবং 'প্রতোজন' সোমোভঃ সোমপাতম্ (ইন্দ্রম্) ৬।৭২।২। দেবতা এসে সামনে দাঁড়ালে আমাব আহুতানে। তাঁদের আসাব একটা ছন্দ জা'খ যা তখন আমাব জীবনেও ফোটে। নৃপেশসঃ পোবৃষেব রং লেগেছে যাদের মধ্যে। এ'বা 'দেবীর্ স্বাবঃ' ঋগ্বেদ শিখাই এক ভূমি হতে আরেক ভূমির পথ খুলে দেয়। বাপাবটি বীৰ্য্যসাধ্য। অথচ দেবদেবীর মধ্যে আছে স্বাক্ষসেব ঔজ্জ্বল্য।

[৩৮৬] স্বতে অগ্নি 'ঊষর্জ' (১।৬৫।৯, ১২৭।১০, ৪ ৬।৮, ৬।১৫।১ ১ এবং 'দেবাবস্' (প্রদোষকে আলো করেন ১।১।৭, ৫।৪।৯, ৭।১৫ ১৫; হু ক্ষপাং বস্তা জর্জিতা সূর্যসা ৩ ৪৯।৪ ইন্দ্র, আরও হু ১।৯৫।১ টী ২৬৬, অগ্নিহোতার সাম্যামন্তঃ; দ্র টী. ৩৮৯। ১শী. উরুবাচসাৎসম্...৫।২৭।৮ (আপ্রীসং)।

তব্দও উদ্ভিন্নযোথনা ভাবোন্মাসময়ী কুমারীরূপেই তাঁকে চিত্রিত করতে তাঁর যত আনন্দ। স্বভাবতই এখন তন্ত্রের ত্রিপদ্রসুন্দরী ষোড়শী ললিতার কথা মনে পড়ে। উষার অনেক নাম, তব্দও নিষাণ্টদে তঁার ষোলটি নাম ধরা হয়েছে। সে কি এই ইঙ্গিত বহন করছে? অমৃতচেতনার পূর্ণতার সঙ্গে ষোল সংখ্যার রাহস্যিক যোগ বৈদিকভাবনায়, একদিকে ষোড়শকল সোম্যপদ্রুষ, আরেকদিকে অমৃতকলার্পণী ষোড়শী কন্যাকুমারী -এ-দুটি ভাবনা ওতপ্রোত। সাধারণভাবে দেখতে গেলেও কিন্তু বৈদিক উষার রূপ এই ষোড়শীর রূপ। তাকে ববুণের 'জামি' [৩৮৭ বা আত্মীয়্য বলাও বিশেষ অর্থপূর্ণ, জাদিতপ্রসঙ্গে অর্দিত-ববুণের যুগলন্ধ রূপের কথা পরে তুলব। মনে হয়, উষা ববুণ সেই সামরসোর পূর্বাভাস রহস্যান্বিত অকাষায় আকাশ-চেতনায় অবরূণ-রোগের প্রথম রোমাণ্ড, উষার ভাবনায় কবিরূপের এত উন্মাস এইজন্য। জ্যোতিরেষণার প্রথম পর্বে তিনি 'উর্শী বৃহস্পিদবা',^১ যাঁর জন্য মর্ত্যের পদ্রুবরার কাম্যার বিরাম নাই, যাঁকে বারবার সে পাখ আর হারায়। কিন্তু এষণার অন্তে তিনিই বৃষি আবার 'মাতা বৃহস্পিদবা' বিশ্ববিশিষ্টী ত্বণ্টল স্বপ্নসংগিনী,^২ উভয়ই তিনি 'বৃহস্পিদবা' কিনা বৃহতের আলো বৈদ্যাতক যাকে বলবেন 'বৃক্ষজ্যোতীর্পণী'।

অধ্যায়দৃষ্টিতে এই আলো হল প্রাতিভসংবিৎ বা মানসোস্তুর বিস্তারনের সহজ স্ফুরন্ত। সাধনা তখন অন্তবিক্ষেব স্ববদভূমি হতে উত্তীর্ণ হয়েছে দুলোকের স্বতঃস্ফুরণের ধামে। আলো আঁধারের শ্বেত তখনও থাকে যদি, আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই; কেননা তিমিরজয়ী আলোর নিশ্চিত সম্ভাবনা তখন প্রত্যক্ষানুভূত একটা সত্য, অরুণরোগের অধ্যায়দৃষ্টিতে পরিণাম একটা স্বতচ্ছন্দের ব্যাপার মাত্র। উষাকে এইজন্য ঐ বেরয়রাক্স ধরলেন 'অহন'এর প্রতীকরূপে [৩৮৮]। সংহিতাতেও উষা 'অহনা'।^৩ উষার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এইখানে শেষ করি, বিস্তৃত আলোচনা দ্ব্যস্থান দেবতার প্রসঙ্গে করা যাবে।

উষার সহচারিণী নক্সা বা সন্ধ্যা [৩৮৯]। উষা যেমন দিনের প্রতীক, সন্ধ্যা তেমনি রাত্রির। স্বক্সংহিতায় উষার বন্দনা প্রায় কুড়িটি সূক্ত, কিন্তু বাত্রির উদ্দেশে দশম মন্ডলে একটিমাত্র সূক্ত আছে।^৪ তবে তাতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে, তিনি 'দেবী', তিনিও 'দিলো দুহিতা', 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ' আলো দিয়ে হটিয়ে দেন আঁধারকে। এই আলো চন্দ্রব অথবা তাবকার, অথবা বারুণী শূন্যতার। পৃথিবীতে জ্যোতি অগ্নির, অন্তরিক্ষে বিদ্যুতের, দুলোকে সূর্যের। তারও উজানে স্বর্লোকে পূর্ণিমা আর অমার আলো। তারও উজানে এমন ঠাই আছে যেখানে দিন বা বাত কারও আলোই থাকে না, অথচ থাকেন স্বধায় নিষগ 'কেবল' সেই 'এক' যাঁর

[৩৮৭] স্ব ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিঃ ১।১২৩।৫। ২৫।৪১।১৯। ৩১০।৬৪ ১০ টীম্. ৩৭২^১।

[৩৮৮] ইত্রা অহোরাতে বা উষাসনক্সা ২।৪। ২২ পৃঃগ্ঃগ্ঃ অহনা যাত্ অহা দিবে-দিবে অধি নামা ধন্যো ১।১২৩।৪।

[৩৮৯] নি নক্সেতি রাত্রিনামানক্সি (ভিজিয়ে দেয়) ভূতান্ অরশায়েন (শিশির দিয়ে), অপি বা নক্সা যাক্তবর্ণা ৮।১০; 1E' nogt, Gr' nukta, Germ' nicht 'night' পর্যায়শব্দ দোষা তু, দোষাম্ উষাসম্ ইমহি ৫।৫ ৬ (আপ্রীস্)। আরও তু য় (অগ্নি) উ শ্রিয়া দমেধনু, আ দোষোষাস প্রশসাতে ২।৮।৩, (অগ্নিঃ) দোষা য় উষাসি প্রশংসোঃ ৪।২।৮; তম্ ইন্ দোষা তম্ উষাসি ৭।৩।৫। ২১০।১২৭। ২৪ স্ব, ১০।১২৯।২; শ্বে ৪।১৮, ক, ২।২।১৫।

ভাতিতে এইসবের অনুভা।^১ ভোবের আলো হতে অমানিশার কুহর পর্যন্ত এবং তাকেও পেরিয়ে চেতনার উত্তরায়ণের স্পষ্ট ছবি এইদুলিতে।

আলো অসার আঁধার দুটি নিয়ে সস্তার পূর্ণতা। তাই সংহিতায় বলা হচ্ছে, উষা আর নক্সা দুটি বোন। তাঁদের মধ্যে যে রূপের বৈষম্য [৩৯০], তা স্বীকার করে নিয়েও বেদে বারবার তাঁদের নিগূঢ় সাম্যের উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তাঁরা দুজনেই সূর্যজনা, সূর্যদুর্চারা, অনুশুম শ্রীতে বলমল করছেন;^২ তাঁরা সূর্যদর্শনা মহীয়সী দুটি আলোর মেয়ে;^৩ তাঁরা তারুণ্যচন্দ্রা, সূর্যশিখিনী উপচে পড়ছেন যৌবনের আনন্দে।^৪ আবার তাঁরা মহীয়সী জননী, স্তন্যভারাতুরা, ঋতের মাতা, অগ্নিরূপী একমাত্র শিশুকে দিচ্ছেন স্তন্য;^৫ ইন্দ্র তাঁদের বংশ, তেজস্বারা সংবর্ধিত করছেন তাঁকে।^৬ তাঁরা অমৃত্যু; যজ্ঞের প্রারম্ভে তাঁরাই এসে হন সঙ্গত, বিশ্বের সকল রহস্য জানেন বলে মর্ত্যের চেতনায় উৎসর্গের ভাবনাকে তাঁরাই বয়ে আনেন আর বদনে চলেন তার তন্তুবিতান।^৭

বৈদিক সাধনায় অগ্নিহোম একটি সূর্যসাধ্য অথচ মূখ্য যাগ। সন্ধ্যা আর উষা এই যাগের দুটি কাল। সব-ছাওয়া আঁধারের নিঃসঙ্গতায় যাজ্ঞিকের হৃদয়ে সন্ধ্যা আনেন নিতাজাগ্রত অগ্নির ভাবনা, আর বিশ্বযোগে উষা সূর্যজ্যোতির প্লাবন। এমনি করে এই দুটি দিব্য যোষার ৩৯১ জ্যোতিঃসূত্রের বিতানে যাজ্ঞিকের অহোরাত্রব্যাপী মুহূর্তের গণিবিন্দুগুলি গাঁথা পড়ে। এইজনা কালসন্ততির এই দুটি প্রমুখ প্রতানের এত মহিমা। উষা মিত্রের দীপ্তি, সন্ধ্যা বরুণের। মিত্র আর বরুণের মাঝে, বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝে নিত্য তাঁদের আনাগোনা।^৮ কালের এই যুগ্মচ্ছন্দের রহস্য যারা জানেন, তাঁরাই অহোরাত্রবিৎ। আর এইহতে তাঁরা সৃষ্টি-প্রজায়ের রহস্যও জানেন। তাইতে কালের আবর্তনের ঊর্ধ্বে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।^৯

এমনি করে আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার ষষ্ঠ পর্বে। আঁধারের আগল খুলে গেছে, সামনে দেখতে পাচ্ছি পর-পর সাতটি জ্যোতির দুরার। তারা হিরণ্যবর্ণী সূর্যযোষার অধিকারে। কিন্তু তারও উজানে বর্ণোত্তর তিমিরসমুদ্রের কূলে ওই যে চিরকুমারী সন্ধ্যার হাতছানি [৩৯২]। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন বরুণের অবাস্ত

[৩৯০] তাঁরা 'বিরূপে' ঋ নক্সা ৫ চক্রম্ উষসা বিরূপে কৃষ্ণং ৫ বর্ণম্ অবর্ণং ৫ সং ধৃঃ ১।৭৩।৭, নক্সায়াসা সমনসা বিরূপে ১১৩ ও ৩।৪।৬, ৫ ১।৪ টী ২২৩২। 'সূর্যপদ্যে' ১।১৩।৭, ১৪২ ৭, ১৮৮।৬, ১০ ৩৬।১; মা ২০।৬৯, ২১ ১৭, ৩৫; প্রৈষ ৭। 'সূর্যপদ্যে' ঋ ১।১৮৮।৬, ১০ ১১০।৬; মা ২০ ৪১। 'অগ্নি শ্রিয়া বি বাজতঃ' ঋ ১ ১৮৮ ৬। ২৭ ২।৬, ৯।৫ ৬, ১০।১২০।৬, মা, ২৭।১৭, ২৮।২৯ (তু ঋ দিরো দহিতরা ১০।৭০।৬। 'গৃহদ্বী' ঋ. ৫।৫।৬, মা ২০।৬১ 'সূর্যপদ্যে' ৯।৫।৬, ১০।৭০ ৬, ম ২৯।৬। 'রয়োরাধা' ঋ. ৫।৫।৬। 'মাতরা মহী' মা ২৮।৬। 'সূর্যপদ্যে' মা ২০ ৪১, ঋ. 'সূর্যপদ্যে' ধেনুঃ ৭।২।৬। ঋতসা মাতরা' ১ ১৪২।৭, ৫।৫।৬; ১।৯৬ ৫ টীম্ ৩১৪, 'মা ২৮।৬। 'ঋ ১।১১৩।২; মা যজ্ঞানাম্ অতি সংবদানে ২৯।৬, ঋ উষাসানক্সা বিদ্যুদ্বী বর্ষম্ আ হা বহতো মর্ত্যায় যজ্ঞম্ ৫।৪১।৭, তন্তুং তত্তং সংবদন্তী ২।৩।৬ (মা, ২০।৪১)।

[৩৯১] ঋ উত্ত যোষণে দিরো মহী নঃ ৭।২।৬। 'মা অন্তরা মিঠাবরুণা চরন্তী মূখং যজ্ঞানাম্ অতি সংবদানে ২৯।৬। 'তু গী ৮।১৭-২১।

[৩৯২] তু সামবিধানরা কন্যাং . যুততীং কুমারিণীম্ ৩।৮।২, যথেষ্ট তিনি অসম্ভূতি-স্বরূপিণী। দ্র. স্তরারী' নাৎকং যুততং বসানা টী. ১২৪০; হৃদয়ামি রাগিঃ জগতো নিরেশনীম্ ১।৩৫।১ টী. ২৪২।

রহস্যের অতলে। আলো আর কালো দুয়েরই মায়াকে জানলে পরে জানব সত্তার সত্যকে।

মাধান্দিনসংহিতা বলছেন, আর চাবটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল ত্রিষ্টুপ্, আর গো-টিও হল ছ'বছরের। বিস্ময়িত দেখছেন :

'এই যে বলমূল করছেন উষা আর (সন্ধ্যা) দুটিতে কাছাকাছি; আবার মূর্চক হাসছেন দু'জনে - তনুতে অননুব'পা। (তারা হাসছেন,) যাতে মিত্র আর বরুণ সম্ভোগ করেন আমাদের; আর (সম্ভোগ করেন) মরুৎসম ইন্দ্র জ্যোতিঃশক্তির মহিমায়ে [৩৯৩]।' উষা আর সন্ধ্যা একটি আলো, আর একটি কালো। কিন্তু প্রপঞ্চোল্লাস

[৩৯৩]। ঋ আ ভঙ্গমানে উষা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বা বিরূপে, যথা নো মিত্রো বরুণো জুজ্জ্বাদ্ ইন্দ্রো মরুতী উত বা মরুতীঃ ৩।৫ ৬। 'আ'-এ 'সীদতাম্' ভেদ; তু ১।১৪২।৭, ১৩।৭, ৭।২।৬, আ নন্তা বহিঃ সদতাম্ উষাসঃ ৭।৬২ ৫ উষাসানন্তা সদতঃ নি সোনো ১০।৭০।৬ (১১০।৬); মা স্বতসা সোনাব্ ইহ মাদয্যামি ২৯।৬। উষা আর সন্ধ্যার জন্য আসন পেতে দেওরা হচ্ছ প্রাণের মূলে (বহিঃ, ভদ্র্য), স্বতের গভীর, সত্তার গহনে (নি সোনো)। আধারের সবথানি জুড়ে বসবেন তারা ভঙ্গমানে, < V ভঙ্গ > ভদ্রা, ভন্ 'কথা বলা', নি ভদ্রনা ভদ্রভেঃ সূত্রিকর্মণঃ ৫।২; নিঘ 'জুড়ল ওঠ' ১।১৬, 'অচনা করা, গান করা' ৩।১৪, তু IE *bnad* 'good' Goth *baliza* 'better'। ঋ ভঙ্গতে ধামতিঃ কবিঃ (অধিঃ) ৩ ৩ ৪; আরও তু 'ভদ্রা উজ্জ্বল, শোভন, সুসংগল' উজ্জ্বলা, প্রদীপ্তা উপাকে—[বিগ, আদ্যাদ্য, শিবচন < 'উপাকা'। তু ঋ আ ভঙ্গমানে উপাকে নন্তেয়াসা সুপেশসা ১।১৪২।৭, যজুতে উপাকে উষাসানন্তা ১০ ১১০।৬। অস্তোদাদ্য সিন্ধোন্ উষা উপাকে আ ১।২৭।৬, প্রভতী বধঃ দাশ্ব্য উপাকে' ইন্দ্রঃ ১।৭৮ ৩, তব স্বাদিস্তাশেন সংদধির্ ইদা চিদ্র অহ ইদা চিদ্র অতোঃ শ্রিয়ে রুশ্বে ন রোচতে ৪ ১০ ৫, ভদ্রং তে অগ্নে সহসির্ অনৌকম্ উ' রোচতে সূর্যস্য ১১।১, সূর উ' তবঃ দধানঃ ইন্দ্রঃ ১৬।১৬, ২০।৮, ৭।৩।৬ টী, ১৯১২। নিঘ 'অস্তিক' ২।১৬; 'উপক্লান্তে' নি ৮।১১ 'উপগমা ইত্যেত্রঃ ক্লান্তঃ দুর্গা' < উপ V অ, 'চলা'। কাছাকাছি পাশাপাশি। 'স্ময়েতে'—[< 'স্মি' 'মুচীকহাসা', Eng *Smile*, Swed *Smal*, Lat *mirari* to wonder', তু ঋ উষাঃ ১।১২।৬, ১২৩ ১০), বিদ্যুস্তব ১।১৬৮ ৮ এবং মেঘবাস্পোজ্জ্বল আকাশের ২।৪(৬) স্মিতহাস্যোর সুন্দর বর্ণনা। উষা আর সন্ধ্যা দুইই সূর্য্যভা, ভোবের ফোটা ফোটা আলো আর সন্ধ্যার স্নানদীপ্তি দুয়ের সঙ্গেই স্মিতহাস্যের উপমা চলে। একটি ধ্বংস, আরেকটি সারা। দুয়েরই প্রশান্তি অশ্লিষ্টদীপ্ত চেতনার 'পরে বিচিয়ে দেয় এক স্নিগ্ধ প্রসঙ্গ'। 'মিঃ বরণঃ মরুতান্ ইন্দ্রঃ' মিত্র আর বরণ বৃহৎ জ্যোতির বাক্ত আর অরাক্ত প্রভাস। উষা আর সন্ধ্যা ভাদির পরোভাস। এই দুটি আলোর মেয়ের স্মিতহাস্যে উত্তরপাখ্যকের চেতনায় ফোটে সেই মহাবৈপুল্যেবই প্রতিভদ্র্য। এটি দু'লোকের অর্থাৎ নিরংকুশ আলোর বাজের বাপার। কিন্তু তার আগে অর্চারকের অনেক বাধা পাব হয়ে আসতে হয় সে বাধা দূর করেন ইন্দ্র। তাঁর বজ্রবীর্ষ্য এবং মরুৎগণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের সহায়ে বস্ত্রের বাধা ভেঙে পড়লে ধ্যানীর চেতনায় ফোটে উষা আর সন্ধ্যার স্মিতহাস্যে মিত্রের উদার জ্যোতি আর বরুণের অবন্ত রহস্য। **মহোভাঃ** তু ঋ অখাদ্ দেবো (অধিঃ) যোচমনা (উষসঃ) 'মহোভাঃ' ৪ ১৯।১, উষা দেখি রোচমনা মঃ ৬।৬৬।২; উভয় 'মহঃ' জ্যোতি। আধার 'মহঃ' < V মহঃ বৃহৎ (নিঘ ৩ ৩)। দুটি অর্থ জুড়ে পাই 'আলোর ছাড়িয়ে পড়া'। এটি হয় আধারকে পলাতক করে। সূতবৎ তাত্বেক শক্তির ব্যঙ্গনাও আসে (তু অধাযঃ পৃথিবীম্ উত দ্যাং মিস্রাজানা বরুণা মতোভিঃ ৫।৬২।৩)। তাত্বেক 'মহ' শক্তি। ইন্দ্র যখন 'মহাবান্' তখন ইয়ারা শক্তির দিকে; আবার উষা যখন 'মহোদনী' তখন আলোর দিকে অতএব মানুষ্যের মধ্যে 'মহাবান' কখনও বোকায়ে যজ্ঞমানের ঐশ্বর্য, কখনও-বা ঋত্বকের প্রজাবীর্ষ্য। এই 'মহাবান্' সবইই *patia* এ প্রকল্প সভ্য নয়। জ্যোতি শক্তি ও ব্যাপ্তি তিনের সমাবেশে 'মহঃ'। উপনিষদে 'মহঃ' বক্ষরাক্ত 'চতুর্থী' ব্রাহ্মভিঃ' (ঠে ১।৫।১)। নিঘ 'উদক' ১।১২, অর্ন্তবক্ষে প্রাণের সমুদ্রবৎ প্রসার (তু ঋ মহো অর্গঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা ১ ৩।১২, অর্ন্তবিক্ষচারিণী সরস্বতী তাঁর প্রাণ ও প্রজার বলকে জ্যোতিঃ-সমুদ্রে প্রচেতন করছেন)। অতএব 'মহু' < V মহঃ বৃদ্ধ হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, সমর্থ হওয়া'। 'মহঃ দান করা' নিঘ. ৩।২০, 'বৃদ্ধ করা' এই অর্থে। তু. নি ৩।১৩; IE *megh*, Gk. *megas* 'great'

আর প্রপঞ্চোপশমের প্রসন্নতা স্মিতমাধুরীতে ফুটে উঠেছে তাঁদের অধরে। আমার চেতনায় তাঁরা নিত্যসহচরী। তাঁদের একটিব আবির্ভাব নেপথ্যে আরেকটিব ছাবিকে অরুণ ক্রমতায় ফুটিয়ে তোলে। আমার নিত্যজাগৃতির দুটি পর্বসন্ধিতে চাই এ দুই তরুণীর আবির্ভাব। তাঁদের সৃষ্টিমূর্তি ব্যস্তের দীপ্ত আর অব্যস্তের রহস্যকে, বজ্র-সত্ত্বের ঝড়ের মাতনকে আলোকের বিপুল বন্যায় নামিয়ে আনুক আমাদের মধ্যে : দেবতার কামনাব তর্পণ হ'ক আত্মসত্তাব অকুণ্ঠ সমর্পণে।

আপ্রীসূক্তের সপ্তম দেবতা অনুক্রমণিকায় 'দৈব্যা হোতারো প্রচেতসো', নিখটুতে শব্দ 'দৈবো হোতাণো'। 'প্রচেতসো' বিশেষণ সূচিত করছে চেতনার আদ্যম স্ফূর্তন এবং বিন্দু হতে সিদ্ধিতে তার ক্রমিক বিস্তারণ। এটি আছে কেবল মাধান্দিন-সংহিতায় এবং প্রৈষসূক্তে [৩৯৪]।

কারী এই দৈব্য হোতা, তা নিয়ে বিতর্ক বা বিকল্প আছে। যাস্কের মতে তাঁরা 'অং চান্ধিব্ অসো চ মধ্যমঃ' [৩৯৫] অর্থাৎ অগ্নি এবং বায়ু। একটি হোতা নিঃসংশয়ে অগ্নি, কেননা বেদে এই সংজ্ঞাটি বলতে গেলে 'তবই একচোটিয়া ঠাচিৎ ইন্দ্র সোম বা অশ্বিনয় হোতা। সূর্যকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'হোতা রোদমৎ'। কিন্তু সেখানে অগ্নি-সূর্যের একাত্মতার ধ্বনি সুস্পষ্ট। সূর্য আর বৈশ্বানর অগ্নিকে জড়িয়ে আগ্নিবস মূর্ধন্বান্ যে সূক্ত রচনা কবেছেন, তাতে আছে 'য়ো হোতাসীং প্রথমো দেবজন্টঃ' : লক্ষণীয়, আপ্রীসূক্তেরও একাধিক জায়গায় পাই 'দৈব্যা হোতার্য প্রথমা'।

অগ্নি হোতা হয়ে বিশ্বদেবতাকে আধারে আবাহন করেন, এ-ভাবনা সুপ্রাসঙ্গিক। সামান্য দেবমাঠেই হোতা অর্থাৎ যে-কোনও ইষ্টদেবতার উপাসনা ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনায় বিস্তারিত করে। এইটি বেদসম্মত বৃহত্তর সাধনার মূল ভাব। দেবতা তখন সাধকরূপে আমার মধ্যে হোতা অগ্নি। আমার 'দেবহৃতি' তখন তাঁই দেবহৃতি অর্থাৎ আমি হয়ে তাঁর নিজেই নিজেকে ডাকা। আমার মধ্যে এমন করে আগে তিনিই নেমে আসেন 'উশন্' বা উতলা হয়ে। আর তা-ই আমাকেও করে উতলা, আমি চাই তাঁর কাছে উঠে যেতে। তাঁর আগে নেমে আসা দেবযজ্ঞ নিজেকে আমার মধ্যে ঢেলে দেওয়া। অন্যান্যসম্ভাবনরূপ এই যজ্ঞে তাই দুটি দেবহৃতি একটি অগ্নির আহ্বান বিশ্বদেবতাকে, আরেকটি বিশ্বদেবতার আহ্বান অগ্নিকে। অতএব মানুষের দিক থেকে অগ্নি যেমন 'দৈব্য হোতা', তেমনি বিশ্বদেবতার দিক থেকে তিনিও 'দৈব্য হোতা'। ঋকসংহিতার একটি মন্ত্রে এই ভাবের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। বিহব্য আগ্নিবস বলছেন, 'আম্মাতে দেবতার্য অগ্নিস্রোত ঢেলে দিন; আম্মাতে থাকুক আকাশজ্ঞা, আম্মাতে থাকুক দেবহৃতি। আর দৈব্য হোতাব্য সম্ভাগ করুন (আমাকে)—যাঁরা পূর্বতন। আমবা নিখটুত হই যেন তনুতে—সুবীৰ্য্য হয়ে [৩৯৬]।'

[৩৯৪] ঋ. ২৮।৭, ৩০; প্রৈষ. ৮।

[৩৯৫] নি. ৮।১১। ১ ঋ. ৪।৪।৫। ২ ১০।৮।৪। ১।১৮।৭, ২।৩।৭, ৩।৪।৭, ১০।১১।৭; মা. ২৯।৭। তু. ঋ. দৈব্যা হোতাব্য পূর্বে ১০।১২৮ ও টী. ৩৯৬।

[৩৯৬] ঋ. ময়ি দেতা দুরিণম্ আ যজ্ঞভ্যং ময়্য। আশীব্ অমৃত ময়ি দেবহৃতিঃ, দৈব্যা হোতারো বনুশ্চন্ত পূর্বে হরিষ্ঠাঃ স্যাম তন্ম্বা সুবীরাঃ ১০।১২৮।৩। শৌ পাঠ দৈব্যা হোতাব্যঃ

দুটি দৈব হোতার একটি তাহলে সাধক, আরেকটি সাধ্য। একটি যে পৃথিবীস্থান অগ্নি, তদ্ব্যবহারেও যাকে বলি তপের বা অভীষ্মার শিখা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আরেকটিকে তাহলে বলতে হয় দ্যুস্থান কোনও দেবতা। আপ্রীসুত ছাড়া দৈব হোতার-র উল্লেখ ঋক্সংহিতায় আর দুজায়গায় আছে [৩৯৭]। প্রথম মন্ত্রটিতে অগ্নিভিন্ন হোতা বায়ু হতে পারেন না, কেননা মন্ত্রে বায়ুর আলাদা উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সাগণ বলছেন, দুটি দৈব হোতা অগ্নি এবং আদিত্য। অগ্নির সঙ্গে সূর্যের পূর্বোন্নিখিত সাযুজ্য^১ হতে সাগণের এ-প্রকল্পের সমর্থন মেলে। তাছাড়া আপ্রীসুতগুণীতে একাধিকবার দৈব হোতাদের সঙ্গে অশ্বিনবয়ের সাযুজ্যের উল্লেখ পাই। অশ্বিনবয় দ্যুস্থান দেবতাদের আদি। এইথেকে দৈব হোতাদের একটিকে পৃথিবীস্থান অগ্নি এবং আরেকটিকে দ্যুস্থান আদিত্য বলে ধরাই সঙ্গত। তাছাড়া আরও একটা কথা। দুটি দৈব হোতার মানুষ প্রতিরূপ ঋত্বিকদের মধ্যে কারা? দুর্গ বলেন, হোতা এবং মৈত্রাবরুণ। ঋক্সংহিতায় মৈত্রাবরুণের প্রাচীন নাম 'উপবন্তা' বা 'প্রশাস্তা'। পশুযাগে প্রৈষমন্ত্রদ্বারা হোতাকে তিনি যাজ্যপাঠে অনুমতি দেন, হোতার সামনে ডানদিকে দণ্ডধারী হয়ে একটুখানি ঋত্বকে দাঁড়িয়ে থাকেন। সোমযাগে দ্যুস্থান মিত্রাবরুণের শংসন কবের বলে তাঁর নাম হয়েছে 'মৈত্রাবরুণ'। মানুষ ঋত্বিকের এইসব বৈশিষ্ট্য যদি দৈব ঋত্বিকে উপচারিত হয়, তাহলে মানুষ হোতার আদর্শস্থানীয় একটি দৈব হোতা যেমন হবেন অগ্নি, আরেকটি তেমনি হবেন কোনও লোকোত্তর প্রশাস্তা দেব কিংবা আদিত্য মিত্রাবরুণ।^২ সূতবাং এতে সাগণের প্রকল্পই সমর্থিত হয় যাস্ক তাঁর ব্যাখ্যায় সম্ভবত আর কোনও সম্প্রদায়িক ধারা অনুসরণ করেছেন। উপনিষদের প্রমাণে মনে হয় এই সম্প্রদায় প্রাণব্রহ্মবাদী।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেন, 'দৈবৌ হোতারৌ' হলেন প্রাণ আর অপান [৩৯৮]। ঋক্সংহিতায় প্রাণ সংকর্ষণের আর অপান বিকর্ষণের শক্তি।^৩ দুটি ক্রিয়াতে একটি ছন্দের দোলা আছে, যা পূর্বোক্ত অন্যান্যাহবনেরই মত। দুটি দৈব হোতা তাহলে এই আধারেই আছেন।^৪

সংহিতায় দৈব হোতাদের পরিচয় এই। দেবহুতি যখন তাঁদের বিশিষ্ট ব্রত-- তা দেবতার ডাকা বা দেবতাকে ডাকা যে অর্থেই হ'ক না কেন তখন তাঁদের বাণী

সিষিন্ ন এতৎ ৫।৩ ৫। 'দেবঃ বিপ্তেন দেবাঃ--তারা সবাই হোতা আমার মধ্যে আগুন ঢেলে দিয়ে আমাকে অনাদিকাল থেকে তারা সচেতন করছেন, এই তাঁদের হুতি'। তারই নামান্তর লিম্ব-দেবগণের দ্বারা আধারে অগ্নিজনন, তু ঋ ৩।১৫, ২।৩, ১০।৮৮ ৯ টী ৩৩৫।

৩৯৭। ঋ ঋত্বারং বায়ুং দৈবৌ হোতারৌ ঋমহে ১০।৬৫ ১০, দৈব হোতার প্রথমা পুনোহিতা ৬৬ ১৩। ১৪।৪০ ৫, ১০।৮৮ সূ। ১ ঋত্বতে একজায়গায় প্রশাসন 'দৈবাকর্ম' (দ্বিবিদ্য প্রশাসনে ১ ১১২ ৩), আরেকজায়গায় হিরণ্যগর্ভের ব্রত উপাসনে প্রশিষং যস্য দেবাঃ ১০।১২১।২। অন্যত্র অগ্নির 'প্রশাসন' ৮।৭২।১। উপনিষদে অক্ষরের প্রশাসন প্রসিদ্ধ বৃ ৩ ৮।১।

[৩৯৮] ঐরা ২।৪। ঋ ১০।১৮৯।২। ১ আধুনিক সাধনশাস্ত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে, একটি যেন জীবীশক্তিরূপে আছেন মূল্যধারে নাতিতে বা হ্রদে আরেকটি শিবরূপে আছেন সহস্রারে পবনবায়ু। একজন আরেকজনকে ডাকছেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'আমার মধ্যে কেউ যেন ডাকে, চখা'। অর্মান উপর থেকে আরেকজন সাড়া দেয়, চখী'। এ যেন বাতের আধার ব্রহ্মবাক্যিথনের মাঝে বয়ে চলেছে বিরহের দুস্তর স্রোত। আকাশে আলো ফুটলে তবে তারা মিলতে পারে।

হবে মধুক্ষরা। তাই তাঁরা 'সুজিহবা' 'মন্দজিহবা' 'সুবাচসা' [৩৯৯]। তাঁরা 'প্রচেতসো' অগ্নীভিসারী চেতনার ক্রমব্যাপ্তির নিমিত্ত।^১ তাঁরা 'রিদুশ্টবো' বা সর্ববিৎ, 'করী' বা ক্রান্তদর্শী এবং 'নুচক্ষসা' চেয়ে আছেন মানুষের দিকে, দেখছেন বিশ্বভুবনকে।^২ মানুষের বিদ্যার সাধনায় তাঁরাই প্রচোদয়িতা, 'প্রাচীন জ্যোতি'র তাঁরাই দিশারী।^৩ আমাদের 'অধর'-সাধনাকে উধ্বগামী করেন তাঁরা,^৪ ভৌম বায়ুর পথ ধরে জ্বলে ওঠেন,^৫ ঠিক সময়টিতে চিৎশক্তিদের সম্যক্ অভিব্যক্ত করেন পার্থিব আধারের নীতিতে এবং তার পর আরও তিনটি কৃটে।^৬ মানুষের যজ্ঞে তাঁরাই প্রথম হোতা, কেননা মানুষ হোতার।^৭ এঁদের প্রতিনিধিমাত্র, মনুষ্যযজ্ঞ দেবযজ্ঞেরই অনুকৃতি।^৮ আমাদের যজ্ঞে তাঁরাই স্বত্বিক, তাঁরাই পুরোহিত - তাকে দুলোকে বিশ্বচেতনার কূলে উত্তীর্ণ করে তার অন্তে মধুময়ী অমৃতচেতনার আবির্ভাব ঘটান।^৯ অশ্বিনবয়ের মত তাঁরাও ভিষক্, আধারের আধি-ব্যাধি সব দূর করেন।^{১০}

এমনি করে এলাম উৎসর্গ ভাবনার সপ্তম পর্বে। জ্যোতির দ্বারার সামনে খুলে গেছে, দৃষ্টির মস্তপথে আলোর উজানে দেখছি কালোর নির্বাক রহস্য। কিন্তু তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না, অবশ্যে প্রলয় খুঁজছি না লোকোত্তরের সানুতে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেরালাম পৃথিবীর দিকে। দেখছি, আগুনের শিখা যেমন উজিয়ে চলেছে, তেমনি আবার নেমে আসছে আলোর প্লাবন। শুনছি ভুলোকে আর দুলোকে দুই নিরন্ত দেবহৃতির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। তারা দুইই 'স্বিন্টকুং' পরমের কামনাকে সিদ্ধ করছে এই ভুবনে। একজন তা করছে 'ইষা' বা এষণা দিয়ে, আবেকজন 'উজ্জা' বা কুন্ডলীমোচনের শক্তি দিয়ে, উপচীয়মান বীর্ষের আনন্দে দুইই তাবা জগৎপাবন [৪০০]।

মাধ্যান্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল জগতী, আর বাজুর্বিটও বড় হয়ে হল শকটবহনের যোগ্য। দুটি প্রত্যীকে বিশ্বভুবনের ছন্দে গাঁথা প্রাণের সমর্থ প্রচয়ের ছবি। স্ব্যিষ বিশ্বামিত্র বলছেন -

'প্রথম দুটি দিবা হোতাকে (আমার) গভীরে সিদ্ধ করি। (দেখছি,) সাতটি মধুধারা আপনাতে আপনি থেকে আনন্দ-মাতাল। ঋতকে স্বীকার করে ঋতকেই বলে তারা। ব্রতেরই অনুকূলে তাদের ধ্যান [৪০১]।'—অভীপ্সার আগুন আর লোকোত্তর

[৩৯৯] স্ব ১১৩৮; ১১৪২৮; ১১৮৪৭, ১০১১০১৭, মা ২০৫২।^১ মা ২৮১৩০, প্রৈষ ৮।^২ স্ব ২৩৭, ১০৭০১৭; ১১৩১৮, ১৪২১৮, ১৮৮১৭, মা ২৮৭, ৩০, প্রৈষ ৮, স্ব ৯৫১৭, মা পশাশ্বেতী জুবর্নাম বিশ্বে ২৯১৭।^৩ স্ব প্রাচীন জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ১০১১৩০৭ (তু মা ২০১২২, ২৯১৭)।^৪ স্ব উধ্বর্গ নো অধরং কৃতং হরেন্, ৭১২৭ মা ২৭১৮, শৌ ৫২৭৮।^৫ স্ব রাতস্য পজ্জাম্ ঈলিতা ৫১৫১৭ (পোত) দ্র ১০১১৬৮ সু, তু উজানপথে নাড়ীস্তোত্রের দীপনী।^৬ *নাভা পৃথিব্যা অধি সানুযু তিযু ২১৩১৭, দ্র নাভ টী ৩৭৯।^৭ ২১৩১৭, ৩১৪১৭, ১০১১০১৭, মা ২৯১৭; স্ব ১০১০১১৬।^৮ স্ব পুরোহিতার স্বত্বিকা যজ্ঞে অশ্বিন ১০৭০১৭; মা মধ্বন যজ্ঞস্য মধ্বনা দধানা ২০৪২।^৯ মা ২০৬১, ২১১৩৬, ২৮১৭; স্ব অশ্বিনসাধনার চরম ফল মতাদেহকেও বিজয় বিমূঢ়া করা (শ্বে ২১১২)।

[৪০০] তু প্রৈষ হোতা যক্ষদ্ দৈব্যা হোতার। মন্তা পোতাবা কবী প্রচেতসা, স্বিন্টম্ অদান্যঃ করন্ ইষা, স্বাভিগুতম্ অনা উজ্জা, সতরসেমং যজ্ঞং দিবি দেবৈযু, ধন্তাম্ ৮।

[৪০১] স্ব দৈব্যা হোতার। প্রথমা না স্বজ্ঞে সন্ত পক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি, ঋতং শংসন্ত ঋতম্ ইৎ ত আহব্ অনু বৃত্তং বৃত্তপা দীযানাঃ ৩১৪১৭। 'নি স্বজ্ঞে'—[V স্বজ্ঞে 'সোজা চলা', সোজা চালানো, চালানো'; তু Lat regere 'to stretch, lead in a straight line, direct,

জ্যোতির প্রসাদরূপে যে-দেবতা রয়েছেন ভুলোক দুলোক ছেয়ে, তাঁবাই সবার আগে
পরম স্বাম্বিকের নামিয়ে আনেন আধারে। বিশ্বভুবনে ছাড়িয়ে আছেন যারা, আজ
অগ্নিমন্ত্রে তাঁদের জাগিয়ে তুলি আমার গভীরে, অনুভব করি তাঁদের
অন্যোন্মাদগামিনী ধারার দীপনী। তাঁদের ছোঁবায় উদ্বোধিত প্রাণের পর্বে পর্বে উজ্জল
উঠল আনন্দের সাতটি নিব্বর স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্ষের বৈভবে টলমল। স্বতচ্ছন্দা বলে তারা

conduct rule <masi reg- 'to straighten, direct.' > 'বজ্রঃ' আলো (নি বজ্রো
রজতের, জ্যোতী বজ্র উচ্যতে, উদকং বজ্র উচ্যতে, লোকা বজ্রাস্য উচ্যতে, অসুগহনী বজ্রা
উচ্যতে ৪.১১.১), 'রাজা' সপ্তালক, শাসক, 'স্বজ্ঞা' সোজা। আলোর বশ্ম সোজা চলে, তাই উ
V স্বজ্ঞা 'তাঁদের মত সোজা চলা বা চালানো: বিদ্যুৎদেব মত বলসে ওঠা বা তোলা', নি V স্বজ্ঞা
'গভীরে আকর্ষণ করা, নীচের দিকে টানা, বশ করা, নিষ্প করা' (নি স্বজ্ঞাও: প্রসাদনকমা
৬.২১.১)। দেবতা যেখানে কর্ম, সেখানে আকর্ষণ করা এবং বলসে তোলা দুটি অর্থের সম্মিশ্রণ,
যেমন এখানে। আধারের গভীরে (নি) নিষ্প করি, বিশ্ব হতে আকর্ষণ করে আমার মধ্যে উপস্থিত
করি সন্ত পুঙ্কাস:। 'পুঙ্ক' < V পুচ্, 'সম্পর্কিত হওয়া, যুক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া', তু.
V পুচ্ছা। পুচ্ছ। স্বতে পুঙ্কের সঙ্গে স্বম্বিকের যোগ খানিষ্ঠ (৪.১৫.১২, ২, ১০৪.১৭
৪৭ ৬, ১০১.১০, ৪.৪০.১৫, ৪৪.২, ৫.৭৩.৮, ৭৫.১৫, ৭৭.৩, ১০.১০৬.১)। আলো এঁদের
সঙ্গে মধু-র যোগ অনেকজায়গায়। তাইতে 'পুঙ্ককে বলা যেতে পারে মধু-র নামান্তর (নিম্ন
'পুঙ্ক' অংশ ২.১৭; ল বিন্যাস 'প্রয়: পুঙ্ক: পিতৃ:', আগে-পিছনে দুটি শব্দই আনন্দের বাজনা)।
স্বতে দু'জায়গায় আছে 'পুঙ্কাসো মধু:মন্তঃ' (৪.১৫.১২, ৭ ৬০.১৪)। পুঙ্কায় 'মধু:পুঙ্কের প্রয়োগ
আমরা জানি (তু অগ্নি 'মধু:পুচ্' ২.১০.৬)। মধু আঠার মত চটচটে, তাই তার সংজ্ঞা 'পুঙ্ক'
হতে পারে স্বতচ্ছন্দে। ল পঞ্চমাত্রেয় উপাদানগুলির মধ্যে একটা নিষিদ্ধ সংস্কৃতির ভাব ক্রমই
ফুটেছে, যাতে অবশেষে মধু দানা বোঁধ 'শর্করা' হয়ে যায়। তাইতে 'পুঙ্ক'। আনন্দময় বিজ্ঞানগন
অমূল্যচিন্তা। পুঙ্ক-এর সংগে তু গীর 'ব্রহ্মসম্পর্শ' ৬.২৮ (প্রতিভু 'মাত্রসম্পর্শ' ২.১৪,
'বাহ্যসম্পর্শ' ৫ ২১)। স্বতে মিত্রাবর্ণের 'পুঙ্কাসো মধু:মন্তঃ', যখন 'আ পুঙ্কো', অর্থাৎ 'ছত্রম'
অর্থাৎ, মধ্যম আদিত্য অমৃতনো বদন্তি মিত্রো অর্থাৎ 'এবং সংযোজ্য'—সুর্' উঠলেন জলুজ্বলে
টেউ হয়ে যাব পথ কেটে দেন আদিত্যেরা কিনা মিত্র বরণ আর অর্থাৎ স্ব ৭ ৬০.১৭, চিহ্নস্বয়ের
উদয় ব্যাক্যগত আনন্দগত আনন্দচিন্তা নির্বিড় হস্ত, অর্থাৎ আদিত্যের অঙ্গকার বিদীর্ণ করে এই
উদয়নের পথ রচ দেন আনন্দের দেবতাবাদ যারা অখণ্ড সং চিহ্ন আনন্দ। অলোচ্যমান স্বাকর
সম্পতপুঙ্কের কথা অনন্তও আছে: 'এষ সা জানদু উদ্ ইহারি' মূজ্যতে বহঃ পাবিজ্য দিবো
অস্য সানরি পুঙ্কাসো অস্মিন্ মিত্রানা অধি গ্রহো দীতিস্ তুরীয়ো মধুনো বি ব্রহ্মশতে। উদ্
বাহ পুঙ্কাসো মধু:মন্তঃ ইত্যে বহা অম্বাল উবসো ব্রাহ্মত্ব, অপো ন্দ্রব্রহ্মতস্ তম আ পরীদ্রতং
স্বর্গ ন শ্রুতং তবন্ত আ বজ্রঃ—এই যে সেই জানদু উঠলেন; জ্যোতা হচ্ছে বহা দিকে-দিকে
ছটে চলেবে এই দুলোকের সান্দ্রত, ওতে চাপানো আছে তিন জোড়া 'পুঙ্ক': আর চতুর্থ হচ্ছে
মধুর একটি কোণ যা উপচে পড়ছে। (হে অম্বিক, তোমাদের মধুময় পুঙ্করা উথলে উঠেছে,
উথলে উঠেছে বহা আব অম্বাবা—উষা যখন ফুটল; তারা অপাবৃত্ত কবছে চারদিক ছাওয়া অম্বকার,
আর উজ্জ্বল স্বজ্যোতিষ মত ছেয়ে ফেলছে বজ্রলোক (৪.৪৫.১১-২, উদীয়মান সূর্য হল অম্ব-
স্বরের বহ, তার আলো দিকে-দিকে ছাড়িয়ে পড়ে; সুর্ স্বাবর-জগমের আছা, তাই তাঁর মধ্যে
আছে সম্তভুবনের আনন্দনিব্বর; অবমৃত্যু আর পরমৃত্যুর একেকটি তবু মিলির একেকটি
নিষ্পদ; চতুর্থ হল দুয়ের সেতু, যেখান থেকে এপার-ওপার দুইই দেখা যায়।) Gollan এর
ব্যাখ্যা অম্বিকের বহে সুর্, চিন্তাজন মিলে একটি 'মিত্রনা', আর মধুদেশটি চতুর্থ। কিন্তু
সম্পতপুঙ্কের কথা অনন্ত অবও আছে অগ্নিঃ পিতৃ অভ পুঙ্ক: সত্যতে (সংস্কৃত হয়) সমুদ্র ন
স্রবতঃ সম্ত যহনীঃ সমুদ্রে যেন পড়ছে গিয়ে সাতটি চমল স্রোত) ১.৭১.১৭। বস্তুত 'সম্পত-
পুঙ্ক' সাতটি মধুনিব্বর, পৃথিবী আর দুলোকে আছেন দুটি দৈব হোতা; তাঁদের মাঝে সাতটি
ভুবনে এই সাতটি আনন্দনিব্বর। অনেকজায়গায় এদের বলা হয়েছে 'সম্পতিসম্ব'—আধার পাষণের
অববোধ ভেঙে যাদের মুক্তি দেওয়া ব্রহ্মধর ইন্দ্রের কাজ। 'স্বধয়া মদন্তি' আপনাতে আপনি
যেহে আনন্দে মাতাল, যেমন 'বিকৃপদ' ১.১৫.৪, 'অপ' বা প্রাণের ধারার ৭.৭৭.১০,
১০ ১২৪ ৮, পিতৃগণ ১০.১৪ ৮। স্বতং শংসন্তঃ স্বতম্ ইব তে আহঃ—এই মধুনিব্বরেরা
স্বতপ্রায়ী এবং স্বতচ্ছন্দা। আধারে অমৃতচিন্তার প্রতিচ্ছা হলে ভিতরের আনন্দ স্বতচ্ছন্দা হয়ে
ফটে ওঠে আচরণেও।

চলার পথে ঋতশব্দরা বাণীকেই গুঞ্জরিত করে আমার কানে-কানে। পরম-দেবতার যে-সত্যসংকল্প আমার জীবনবীজ, তারা তারই রক্ষক, তারই অনুধ্যানের আনন্দ-মন্দাকিনী তারা।

আপ্রীসূক্তের অষ্টম দেবতা তিস্রো দেব্যঃ বা তিনটি দেবীর সমাহার। দেবীরা ইলা সরস্বতী এবং ভাবতী। মাধ্বান্দনসংহিতায় তাঁদের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 'আদিত্যদের সঙ্গে ভারতী কামনা করুন আমাদের যজ্ঞকে, সরস্বতী রুদ্রগণকে নিয়ে আমাদের আগলে থাকুন; ইড়াকে কাছে ডেকে আনা হয়েছে বসুদের সঙ্গে যার সমান তৃপ্ত; যজ্ঞকে আমাদের দেবীরা অমৃতদের মধ্যে কবুন নিহিত [৪০২]।' এখানে দুস্থান দেবগণ আদিত্যদের সঙ্গে ভারতীর, অন্তরিক্ষস্থান দেবগণ রুদ্রদেব সঙ্গে সরস্বতীর এবং পৃথিবীস্থান দেবগণ বসুদের সঙ্গে ইলার যোগের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।^১ তিনটি দেবী রয়েছেন তিনটি ভুবনে। তন্ত্রের ভাষায় একই ভুবনেশ্বরীর তীরা প্রধামূর্তি। বৈদিক ভাবনায় এই ভুবনেশ্বরী 'আদিত্য বাক্' যিনি শতবর্ষা ইলারূপে নির্মাণপ্রজ্ঞার হেতুভূতা, সরস্বতীরূপে বৃহদাতিনী জ্যোতিষীশ্বরী, ভাবতীরূপে আত্মাহুতির মন্ত্র হয়ে ক্রমে বেড়ে চলেছেন।^২ ইনিই অশ্বগুনদায় কণ্ঠে বাণীর দীপনীতে নিজেকে ঘোষণা করেছেন আদিত্য রুদ্র বসুগণের সহচারিণীরূপে।^৩ রক্ষের সঙ্গে ইনি সমব্যাপ্তা,^৪ পরমবোম্মে সহস্রাক্ষবা হয়েও প্রাণচণ্ডা গোবীরূপে অব্যাকৃত কারণসলিলকে নাদশক্তিতে ব্যাকৃত কলছেন বিশ্বের আকারে।^৫ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বাক্ মন্ত্রচৈতন্য—আধারে অভীপ্সার অগ্নিশিখারূপে, তিমিরবিদার শৌর্ঘ্যের বজ্রশক্তিৰূপে এবং সর্বাভাসক দিব্যচেতনার দীপ্তিরূপে যার দ্বিপর্বা ক্ষুদ্রণ। বাঙুময়ী রয়ীর এই বিভাবগুলি আলেচনায় ক্রমে সুস্পষ্ট হবে।

তিনটি দেবীর প্রথমে আছেন ইলা। নামটির বৃত্তপস্থিগত অর্থ 'এষণা' বা 'এষণার সাধন' [৪০৩]। এষণা বা অভীপ্সা স্বরূপত অগ্নিশক্তি। তাই মানুষ্যের

[৪০২] মা আদিত্যাব্ নো ভারতী বন্টু যজ্ঞং সরস্বতী সহ বৃদ্ধিণ ন আবীং, ইডো পহতা বসুভিঃ সজ্যো যজ্ঞং নো দেবীন্ অমতেবু ধন্ত ২১।৮। ১ তু নি ভাবতী ভবত আদিত্যস তস্য ভাঃ ৮।১৬। ২ ইলা পৃথিবীস্থানা সরস্বতী মধ্যস্থানা দুর্গা। ৩ ঋ অগ্নে আদিত্য দেব দাশুর্ঘ্যে ঋ হোতা ভারতী বর্ধসে গিরা, ঋ ইলা শতাহিমা সি দক্ষসে ঋ বৃহদা বসুপতে সস্বতী ২।১।১১। ইলা 'শতাহিমা', মানুষ্যে 'শতাহিমা' বা শতবর্ষজীবী (৬।১০।৭) সূতবাং ইলা পার্থিবশক্তি। 'বৃহদা' অগ্নির বিশেষণ হয়েও সরস্বতীতে প্রযোজ্য, কেননা সরস্বতীও 'বৃহদা' (৬।৬।১)। তেমনি 'বসুপতি'র বৈল্যেও, তু সরস্বতী 'বৃহদা'র ধ্যানোচ্ছ্রুত ১।৩।১০ অগ্নি এখানে আদিত্য এবং তাঁরই তিনটি বিভাব—ইলা সরস্বতী আর ভাবতী আদিত্য গো-বাক্ ৮।১০।১৫ ১৬, আদিত্য 'বাক্' নিম্ন ১।১১; তত্র ইলা ভাবতী সরস্বতীভা। ৪ ঋ ১০।১২৫ ১৩; তু মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাং স্বসাদিত্যানাম্ অমতস্য নাবিঃ (—গো আদিত্য বাক্) ৮।১০।১৫। ৫ ১০।১১৪।৮ টী ১২৫৫। ১১।১৬৪।৪১-৭২ টী ১২৫৫।

[৪০৩] < 'যজ্ঞাঃ ইন্ প্র ঈল' > ইজ্ > ইষ্। ১ তু ঋ ৩।৪।৮ টীম্ ৪২৩, আরও তু শত্রা ইড়াতে শ্রম্যদৃষ্টির বিধান ১১।২।৭।২০। শ্রম্যই নটিকেতার মধ্যে সহোষণা জাগিয়েছিল। ২ ঋ ১।২, নিম্ন ১।১। ৩ নিম্ন ২ ৭ তু অগ্নয়ে দাশেম (দ্বিঃ) পরীর্লাভর্ ঘতবর্ভিষ্ চ হরৌঃ (যে হবা অগ্নিসংস্পর্শেই জ্বল উঠবে তা ইলার সঙ্গে যজ্ঞ) ৭।৩।৭; স (অগ্নি) হব্যা মানুষ্যগাম্ ইলা কৃতানি পত্যতে (এষণার সঙ্গে যজ্ঞ হবোব ঈশ্বর) ১।১২৮।৭। ৪ ঋ গৌর্ রা ইড়া ত ৩ ১।৪, ১।৮।১।২৪, ২।৩।৪।৩৪; নিম্ন ২।১১। তু ঋ ধেনুমতী ইলা ৮।৩।৪; ঋতস্য সা পরসাপিন্বতে লা (খাতের ক্ষীরসপ্তমে ফেঁপে উঠলেন অর্থাৎ ইলা

এষণার দিব্যরূপই হল ইলা।^১ অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, মর্ত্য মানবের মধ্যে অমৃতের আকৃতি। তাই অগ্নিশক্তি ইলাও 'পৃথিবী'।^২ এষণার সাধন হল যজ্ঞ, যাতে আমাদের নিজেকে হব্যরূপে বা দেবতার অন্নরূপে আহুতি দিতে হয়। তাই ইলা আবার 'অন্ন'ও।^৩ এই অন্ন পুরোডাশরূপে শস্যজাত, সোমরূপে ওষধিজাত, পয়ঃ বা ঘৃতরূপে গোজাত। সুতরাং ইলা যেমন পৃথিবী, তেমনি 'গো'ও।^৪ আবার আমরা দেখিছি, এষণার সাধন 'হোতা', যা আহুতি এবং দেবহুতি দুইই হতে পারে। এইদিক থেকে ইলা 'বাক্'।^৫ সব মিলিয়ে ইলা পার্থিব অগ্নির সেই শক্তি যা দেবহুতি এবং আত্মাহুতির মাধ্যমে মৃত হয় মানুষের দুর্লোকান্তিসাধিনী এষণার রূপে।^৬

ইলার অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দুটি রূপ অধ্যাত্ম ইলা। আমাদের জ্যোতির্গণা এষণা, উপনিষদের ভাষায় 'নচিকৈতার বিদ্যাভীষ্ম'। [৪০৪]। এই ইলাতেই আধারে আগুন জ্বলে ওঠে,^৭ যাতে আত্মোৎসর্গ সম্ভবপর হয়,^৮ যাতে আধারে জেগে ওঠে মনুষ্য মস্তচেতনা।^৯ এই ইলা সুবীৰ্য্য, অপ্রমত্তা, স্বচ্ছন্দ অগ্ন্যভিযানের প্রবর্তিকা,^{১০} দৈবী সম্পদের প্রচয়ে আমাদের মধ্যে উৎসারিত করে সংলম্ব বা উদ্যম।^{১১} উমা আধারকে অভিযুক্ত করেন ইলা'ব স্বাবা', সোম তাকে ধ্যেয়ে আনেন ওপুর হতে।^{১২} একজন প্রাতিতসর্বাং, আরেকজন অমৃত আনন্দের দেবতা, একজন দেবযানের আদিতে, আরেকজন অশ্বত।

দেবী ইলা এই এষণার সিদ্ধিরূপিনী। তিনি জ্যোতির্ময়ী জ্যোতির্ময় তাঁর কর এবং চরণ [৪০৫]। আলোকযুগের মাতা তিনি,^{১৩} মিঠাবরুণের প্রেয়সায় ধারাসারে

খাতের আপায়নী শক্তিতে সমৃদ্ধ; তাইতে ধেনুর উপমা। ৩।৫৫।১৩। আবার অধিযজ্ঞদ্রষ্টাও ইলা 'ঘৃতপদী' ১০ ৭০।৮, 'ঘৃতহস্তা' ৭।১৬ ৮, 'আ নো মিঠাবরুণা হবজ্জুষ্টিং ঘৃতিত্বং গবতিম' উক্ততম্ ইলা ঈজঃ ৭ ৬৫।৮, 'গবতি' দ্রু টী ৩০৩; ঘৃত দ্রব্যযজ্ঞের উপকরণ, 'ইলা' জ্ঞানযজ্ঞের তাইতে অগ্নি সমিষ্ট হন ইলা'ব স্বাবা ৩।২৮।২। ৭নিঘ. ১।১১। ৭তু ঋ. ১০।১১০।৮, ৯।১০৮।১৩, ১।১৮৬ ২, ৬।১০.৭, ১।১৮ ১৬, ৮।৩২।৯, ৩।২৮।২, ১।৪০।৪...।

[৪০৪] ক ১।২।৪। ২ ঋ ৩ ২৪।২ টী ২১১। ২।১২৮।৭ টী ৪০৩। ৭ আ নো যজ্ঞং জবতী ত্যম্ এষ ইলা মনুষ্যং ইহ চেজ্যন্তী ১০।১১০।৮, মনু মনুষ্যের মধ্যে প্রথম আগুন জ্বালান, তাই অগ্নি 'মনু'হিত' ৩।২ ১৫, ১।১০।৮ টী ৩৭২, ১৪।১১, ৬।১৬ ৯ ; মনু মস্তচেতনা। ৭ ইলাং সুবীৰ্য্যাম্ সুপ্রতীতিম্ অনেহসম্ ১ ৬০।৮ 'উত নো গোমতস্ কৃষি ঐধ্যবন্তা অশ্বিনঃ, ইলা ঈজঃ স' বভেমহি ১।৮।৩২।৯, গো অশ্ব এবং হিবগ যথাক্রমে যোগের শৃংখা বীৰ্য এবং প্রজার প্রতীক সং ১ বভু 'আলম্ব করা, উদ্যমী হওয়া, তু সম্ ইযা বভেমহি ১।৫৩।৭, ৫। ৭ সং তো বায়া বৃহতা সিব্রপেশমা (বিশ্বরূপ, বহুব্রীহি) মিমিক্সা সম্ ইলাতিব্ আ ১ ৮৮।১৬। ৭মো বস্নাং যো বাযাম্ আনতা য ইলানাম্, সোমো যঃ সৃষ্টিতানাম্ (দিব্যজুসি) ৯।১০৮।১৩।

[৪০৫] ঋ ৭ ১৬।৮, ১০।৭০ ৮, দ্রু টী ৪০৩। ২ ইলা যুগস্য মাতা ৫।৪২।১৯, 'ঘাথ' তু 'গবতি' টী ৩০৩, ৪০৩। ২ তু ইলাং নো মিঠাবরুণোত সৃষ্টিম্ অর দিব ইন্বতঃ জীবদান্ ৭।৬৮।২। ৭ ৩।২৯।৩ টী ২৭০। ৭ স্তনমস্তং বৃন্থতম্ ইলস্ পতিম্ (৫ ৪২ ১৪, বরুণের বর্ণনা অন্তরিক্ষে যিনি বরুণের গর্জন), পৃথ্বা সুবল্ধ্ব দিব আ পৃথিরা ইলস্ পতিব্ মথরা দক্ষবচাঃ (দীপ্তি যার তিমিরনাশন) ৬ ৫৮।৪। ল ইলা পৃথিবীস্থান, বরুণ অমৃতবক্ষান, পৃথ্বা দুস্তান, এষণা প্রাণ ও প্রজার দান। ৭ ইলাম্ অয়ান্ মনুষ্যস্য শাসনাম্ (দেবতারা) ১।৩১।১১ ৭ ৩।২৯।৪ টী ১৭৯; তু ১০।১।৬, ৯।১৪ টী ২০৫, ১।২২৮।১, ২।১০।১, ৬।১২ টী ২১৫, ১০ ১১১।১ টী ২১৩। ৭ অধি গতে মিঠা সখে বরুণে লাস্ অন্তঃ ৫।৬২।৫ (তু. ১।১১৫।১, অগ্নি ও মিঠাবরুণের চক্ষু সূর্য)।

নিৰ্ধারিত হন দুদলোক হতে,^১ অগ্নি তাঁর পুত্র,^২ রুদ্র বা পুয়া তাঁর পতি।^৩ মানুষের তিনি প্রশাস্তী।^৪ অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে 'ইলায়্যাস্ পদে' বা উত্তরবেদিতে অগ্নির জন্ম হয়—যা নাকি পৃথিবীর নাভি।^৫ এই ইলার গভীরেই গৃহাহিত মিত্রাবরুণের আসন—যাঁরা বাস্তু আর অবাস্তু জ্যোতিরানন্তোর দেবতা।^৬

শতপথব্রাহ্মণে দেবী ইড়া হবীরূপিণী। প্রলয়ের পর প্রজাপতি মনু প্রজাকাম হয়ে যে পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করোঁছিলেন, তাতে দেওরা আহুতি হতে কন্যারূপে তাঁর আবির্ভাব হয় মিত্রাবরুণ তাঁকে কামনা করেন। মনু তাঁর জনক বলে তিনি 'মানবী', আবার মিত্রাবরুণে সঙ্গতা বলে 'মৈত্রাবরুণী' [৪০৬]। তিনি সৃষ্টিযজ্ঞের অন্তঃস্থা, প্রজাপতির 'আশীঃ' বা কামনা এবং তার সিদ্ধিরূপিণী^৭ তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে তিনি 'মানবী যজ্ঞানুকালিনী' অর্থাৎ মানুষের অভীষ্মারূপিণী মনুকন্যা, তার উৎসর্গ-ভাবনার আদ্যন্তবিলসিতা বিদ্যুত্তেব দীপনী যেন।^৮ তাইতে সংহিতায় তিনি উর্বশীর প্রণয়াকাক্ষী পুরুষবার মাতা যে-পুরুষবা মানবাত্মার প্রতীক, দিবোদাহিতার ক্ষণদীপ্তি যাকে করে রেখেছে চির-উত্থা।^৯

স্রোতের উপর ইল। পার্শ্ববেচন্যের দুদলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃত আনন্ত্য-চেতনায় তার রূপান্তর। ঈল বা ইল সন্দীপ্ত যজ্ঞাগ্নি; ইলা তাঁরই শক্তি এষণা আহুতি এবং সিদ্ধিরূপে।

তারপর ঐয়ীর দ্বিতীয় দেবী সরস্বতী। সংজ্ঞাটির মূলে আছে 'সরঃ'। নিঘণ্টুতে তার অর্থ 'উদক' এবং 'বাক্' দুইই [৪০৭]। তার মধ্যে উদক অর্থই আদিম। তাথেকে সরস্বতীর মৌলিক অর্থ 'স্রোতস্বতী', 'জলের ধারা'। নিঘণ্টুতে 'সরস্বতী' বোঝায় 'নদী' এবং 'বাক্' যাস্ক বলেন, 'নদীবদ্ দেবতারচ্ চ নিগম্য ভবন্তি' অর্থাৎ নদী এবং দেবতা দুইরূপেই বেদে তার উল্লেখ আছে। এটি চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের স্বাভাবিক পরিণাম। অধিভূতদৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা-ই প্রাণের ধারা এবং অধিদেবতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন চিৎশক্তির প্রবাহ। ঋক্ সংহিতায় সরস্বতীর বর্ণনায় তিনটি ভাবই মিশে গেছে—আমাদের কাছে গঙ্গা যেমন একাধারে নদী নাড়ী এবং মা। গঙ্গার নাড়ীৰূপ যোগীর কাছে, কিন্তু সাধারণের কাছে নদী আর মা এক হয়ে আছে।

সরস্বতীর নদীরূপের কথাই আগে বলি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই অধিভূত রূপের পিছনে আর একটি রূপেরও বাজনা রয়েছে—কখনও-বা তা স্পষ্ট অভিব্যক্তি; ঋষি একজায়গায় বিগলিত হয়ে সম্বোধন করছেন, 'তোমার মত মা নাই, তোমার মত

[৪০৬] শ সো (মনুঃ) ২৮^১ গ্র্ ছায়াংশ্ চ্যাব প্রজাকামঃ তথাপি পাকযজ্ঞেনৈজৈ। ততঃ সংবৎসরে যোযিৎ সম্ভবত। তযা মিত্রাবরুণৌ সঞ্জ্ঞামাতে সা মনুমা আজগম। তাত্ হ মনুব্ উবাচ, কা সীতি তল দুহিততি ১৮ ১৭, ৮, ৯, উত মৈত্রাবরুণীতি, যদ্ এব মিত্রাবরুণাত্যং সমগচ্ছত ২৭। মনুব্ হু এতান্ম্ অগ্রে হজনবত তস্মাদ্ আহ মানবীতি ১৮। ১২৬ ইড়ের মে মানবী অগ্নিহোত্রী ১১। ৫। ১০। ৫; প্রসূতির প্রতি 'ইডাসি মৈত্রাবরুণী' ১৭ ১৭। ২৭।^২ শা সাশীব্ আশ্মি ১। ৮। ১। ৯, তযে মাং প্রজাতিং প্রজচ্ছ। যাম্ রে নযা কাং চাশিম্ আশাস্ত, সা ঈশৈ সৰ্বা সমাধাত ১০ ২৫। ১। ইডা বৈ মানবী যজ্ঞানুকালিনী আসীৎ ১। ১। ১৪। ৮ ইডা নাম গোবৃপা কচ্চিদ্ দেবতা যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশনসমর্থ। সা। ১। ১০ ২৫। ৮।

[৪০৭] নিঘ ১। ১২ (< ১ স্ 'সরে-সরে যাওরা, বয়ে চলা' তু 'সলিলা): ১। ১১।^৩ নিঘ. ১। ১৩ (বহুবচনে), ২। ১১১। ১। ২। ২৩।

নদী নাই, তোমার মত দেবী নাই, ওগো সরস্বতী [৪০৮]! আরেকজায়গায় সরস্বতীর মাতৃমূর্তির অপূর্ণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাঁর স্তনের প্রশস্তিতে - 'তোমার যে-স্তন উজ্জ্বল, যা আনন্দময়, যা দিয়ে পদুষ্ঠ কর বরেণ্য যা-কিছু, যা নিহিত করে রক্ত আর খুঁজে পায় আলো, যা স্বচ্ছন্দে চলে দেয়, ওগো সরস্বতী, তাকে এইখানে বাড়িয়ে দাও পানের জন্য।' এখানে মায়ের ছবিতে নদীর ছবি ঢাকা পড়ে গেছে।

সরস্বতী যখন নদী, তখন প্রাণোচ্ছলতায় নদীদের মধ্যে তিনি পরমা (৪০৯), একা তিনিই চেতনাময়ী তাদের মধ্যে শূচি হয়ে নেমে আসেন (পৃথিবীর) গিরিশিখর আর (অন্তরিক্ষের) সমুদ্র হতে, বিচিত্র ভুবনের বিচিত্র সংবেগে চেতনা তাঁর মধ্যে, জ্যোতির্ময় আপায়নের ধারা তিনি দোহন করেছেন নহুষতনয়ের জন্য।^১ প্রবল উচ্ছ্বাসে আর উর্মির উচ্ছলতায় গিরিদেব সানু ভেঙে চলেন তিনি কন্দখননকারীর মত সুন্দরের বাবধান ঘুচিয়ে দিয়ে।^২ এমন করে আর কেউ আসেন না আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যেমন আসেন সরস্বতী সিংহদের দ্বারা স্ফীত হয়ে।^৩ ওজঃসাধনায় ওজস্বিনী তিনি, খাত কেটে চলেন পুষার মত আমাদের পরমপ্রাপ্তির অভিমুখে।^৪ যেমন তিনি আমাদের প্রিয়ার প্রিয়া,^৫ তেমনি আবার ঘোরা, বৃথঘাতিনী, হিরণ্ময় আবর্ত রচনা করে চলেন,^৬ দেবিনন্দকদের নির্মূল করেন, আর মায়াবী বৃসয়ের যত সন্ততি : ক্ষিতির জন্য খুঁজে পান প্রগালিকা, আবার এদের (অর্থাৎ দেবিনন্দদের) মধ্যে ঢালেন বিষ ওজঃসংবেগশালিনী।^৭ সর্বত্র সরস্বতীর অধিভূত রূপ ছাপিয়ে ফুটেছে তাঁর অধ্যাক্ষ রূপ।

বেদে অনেকজায়গায় সন্তিসিংহুর কথা আছে, যাদের অববৃক্ষ ধারাকে মূর্ত্ত করা বৃথঘাতী ইন্দ্রের কাজ। সরস্বতী এই সিংহদের মধ্যে 'সন্তথী' বা সন্তমী অর্থাৎ পরমা, সিংহ তাঁর মাতা [৪১০] : আবার তাঁরা সাতটিতে পরস্পরের বোন্।^৮

[৪০৮] ৷ অশ্বিনীয়ে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতি অশ্ব ২।৪১।১৬। ১।১৬৪।৪৯ টী ২২১। ১ এমনি করে বহাজগৎ ঋষি কাঁধে চিত্রে জাগায় উদ্দীপনা, জড় আর তখন জড় থাকে না। ৪ নীচে ও পরে 'পৃথিবীস্থান বস্তু'র ভূমিকা, Geldner এর মন্তব্য IR ৬।৬১ সূ.।

[৪০৯] ৷ অসুখা নদীনাম ৭।৯৬।১। ১ একাচেতঃ সরস্বতী নদীনাং শূচিঃ যতী গিরিজা আ সমুদ্রাৎ, বায়শ্ চৈতন্যী ভুবনসা ভবের্ যতঃ পশ্যা দুদুহে নাহুষায় (৭।৯৫ ২; 'নাহুষ' যথার্থ ১০ ৬৩।১ টী ৩০৩)। ২ ইয়ং শূচ্যেভিঃ বিসখা ইবা বৃজঃ সানু গিরীগাং তবিসেভিঃ উর্মিভিঃ, পারাবতঘ্যাম্ ৬ ৬১ ২; 'পদ্যাবঃ' সুন্দর - 'পাবাবঃ', 'বিসখাঃ' বিসখা কন্দ খনন করে যে, তু ঠিকদুকা টী ১২৭; সরস্বতীর ধারা নাড়ীতন্তের গ্রন্থি বিকীর্ণ করে চলে। ৩ ইন্দ্রো নৈদিষ্ঠম্ অবসাগমিষ্ঠঃ : আগমনকারীদের মধ্যে নিকটতম। সরস্বতী সিংহভিঃ পিষ্মানা ৬ ৫২।৬ চিষ্ময় প্রাণেব শূদ্র ধারা যত প্রচেতনার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়, ততই আগন্তুক আরও ধারাদের সঙ্গমে স্ফীত হতে থাকে; উদ্দীপ্ত প্রাণে বাইবেব সমস্ত অন্তর্বন্ত বিপুল ও মহান হয়ে ওঠে তু ১।৩ ১২ টী ৩৯৩)। তু হং দেবী সরস্বতা অবা রাজ্যম্ বাক্তিনি, বদা পুষেব নঃ সনিম্ ৬।৬১।৬, তু পুষের হিরণ্ময় পাশ্বেব আড়াল ঘোচানো ই ১৬)। ৪ ঋ উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু ৬।৬১।১০, ৫ ঘোরা হিরণ্যবতীঃ বৃথঘাী ৭, ৬ তু সরস্বতি দেবীনন্দো নি বহঃ প্রজাং বিশবসা বৃসমসা মায়িনঃ, উত ক্ষিতভ্যো হবনীং অবিন্দো নিয়ম্ এভো অত্রো বাক্তিনিবতি ৩, 'বসম' বৃথেব অন্তর তু ১।৯৪ ৬ টী ৮৯, ১৮৪৭, 'ক্ষিত' আধাব বা ক্ষেত্র' মাণ ভিতর দিয়ে সরস্বতীর ধারা বয়ে চলেছে, তু ৬।৫২ ৬ টী ৭, 'অবনী' খাল বা অন্যান্য নাড়ী, উপনদীর মত 'বাক্তিনী' উষার সংজ্ঞা কেননা তাঁর মধ্যে আছে তিনিবিনদার বজ্রশক্তি, সেই উষার আলোর প্রসন্নতা আছে সরস্বতীর মধ্যেও, তাই তিনি 'বাক্তিনীবতী'।

[৪১০] ৷ সরস্বতী সন্তথী সিংহমাতা ৭।৩৬।৬। ১৬।৬১।১০। সাতটি 'অশ্ব' বা 'সিংহ' (তু ৮ ৯৬।১, ৮৯।৪, ১০।১০৪।৮) সাতটি ধামে বা ভুবনে সাতটি প্রাণের ধারা। তারা

হয়ে তাঁর মহিমার প্রসাদ নিয়ে তিনি জেগে ওঠেন আমাদের গভীরে, আর দুটি অন্ধ ধারার মধ্যে প্রবাহিতা তাঁর শব্দধারা প্রচোদিত করে চলে মহানদের স্বাম্বিকের।^১ একজায়গায় দেখি, সরস্বতী 'বীরপত্নী'।^২ এই 'বীর' কে? মরুদগণকে অনেকজায়গায় বলা হয়েছে 'বীরঃ'।^৩ এবং এঁরাই একজায়গায় 'বীরাস, মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ'।^৪ আর সরস্বতীও 'ভদ্রম্ ইদং ভদ্রা কৃণবৎ'।^৫ এইথেকে সরস্বতী আর মরুদগণের মধ্যে জায়া পতি সম্পর্ক কল্পনা করা যেতে পারে। তখন এঁরা এক চিন্ময় প্রাণের দুটি রূপ। এঁরা যুগলময় বলেই সরস্বতী 'মরুৎসু দেবেষু অর্পিতা'।^৬

আবার দেখি, সরস্বতী 'বীরপত্নী' হয়েও 'বজ্রজাতা কুমারী চিন্ময় প্রাণশক্তি'র আধার'।^৭ তিনিই আবার 'বহুং দ্যুলোক হতে অবিভূতা' বলে।^৮ বৃহস্পতি-রূপে বিশ্বের মাতা, যেমন কৃষ্ণা বিশ্বের পিতা।^৯ সরস্বতী তখন ভরা পূর্ণিমার দেবী বাকার সঙ্গে যুক্ত।^{১০} সরস্বতী বাক্য এবং ইন্দ্রপত্নী নদীগণ সবাই শূদ্রা এবং মহাবৈপুল্যের বিধাতা।^{১১} এখানে পাই শব্দ আলোর ছবি। অন্যত্রও দেখি, সরস্বতী শব্দা^{১২} এবং শব্দা^{১৩}।

বৃহজ্জ্যোতিঃস্বরূপীণী এই কন্যাকামিকা সবার ঈশ্বরী আপন মহিমায় প্রাণ প্রবর্তিগণদের মধ্যে মহীয়সী হয়ে চেতনায় ঝলসে ওঠেন সবাইকে ছাপিয়ে।^{১৪} তিনি ত্রিকটস্থ, সন্তধ্যমে সন্তধ্যা বিবাজিতা পার্থিব ভূমি বিপুল (দ্যুলোক) আর অন্তর্বিষ্ক আপবিত করে রয়েছেন; পশুভনের সংবর্ধয়িত্রী বলে ওজঃসাধনার

তা ১৪ ১১।২৭।। সোম এবং সূরা দুইই 'অশ্বঃ' অর্থাৎ তামস। সূরা তামস হওয়া বটেই সোমও যদি সম্পদারের দ্বারা 'পুত্র' না হয় তাহলে সেও 'অশ্বঃ'। শব্দেও বলা হয়েছে 'উত্তমোর কণা। পুত্রা অর্থাৎ মানসের দুটি অশ্বঃ বা অসংস্কৃত মারার কলেই বাস করে। সরস্বতী তাঁর শব্দে সবার প্রসাদে তামস নিয়ে যান দুটি দ্যুলোক উজ্জ্বল। অর্থাৎ 'দ্যুলোক' ২৫ ও ২৬। ১৭ ১১।৮৭ ১ ৬ ২৬ ৭ ৬৬।১০ ১০।৭৭ ৩। ১০।৬১।৪। ১৭।১৬।৩। ১১।১৮২।১ (ডেমন ইলা ও ভারতীও)।

১৪৩। * পরাবর্ধী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী দিগং ধাং ৬।৪৯ ৭। **পারাবর্ধী** < পরাবর্ধা। পরাবর্ধী 'ইন্দ্রের প্রবরণ, বজ্র', হু 'শেষন'। (শব্দে পড়ে যেন ব্রহ্মানুভবের। নতুও ইন্দ্র সন্নিহিত হোয়।) একই উৎসে যেমন থেকে তারা উঠে এসেছিল অর্থাৎ অশ্বঃ (মিত্রায়) প্রখন্দ্যে (যার ফলে তামসই প্রশস্ত)। পরাবর্ধসে বজ্রমুক্ত হওয়ার মহা (শক্তিগত, মহিমায়) ১।১৭৮।৬, সো ইন্দ্র জনানু মহিম্য ইবা। (তারা বজ্র শক্তিশালীই হ'ক না কেন)। হিততস্থ্যে (ছাপিয়ে গেলেন)। পরাবর্ধানু, উতাবর্ধানু। (হাতে তাঁর বজ্র থাক বা না থাক)। মধ্য (যুগ্ম করে) ১০।৬০।৩, আরও তু ইন্দ্রোপাসকের সংজ্ঞা 'বৃশম পরাবর্ধ' ৮।৫১।১১। ১৫।৪০।১১। ২।মাতা বৃহস্পতি'। পিতা বৃশাস সংগে হু ১০ ৬৪।১০। এই বৃহস্পতি সরস্বতীও হতে পাবেন কেননা গভীরানুসক্ত দেখি গভীরত্ব দ্বন্দ্বেরই। এ সেখানে জীবসত্তা আধান করেন সরস্বতী, আর রূপ গড়েন 'ইন্দ্র'। এ যেন মাতা আর পিতার সাধারণ ব্যাপ্তির ব্যাপ্তি। কিন্তু দেবপত্নীরা 'ইন্দ্র'ের নিত্যসহচরী। হু টী ৪২৭৭, কৃষ্ণা নিম্ব্য এই মাতৃকাদের সাহায্যেই রূপ গড়েন। বাক্সে মাতা যেমন পিতাকেও ছাপিয়ে আছেন (১০।১২৪।৭)। এখানেও তা হওয়া সম্ভব তবে মন্ত্যট্টে বৃহস্পতির পরচয় অক্ষপট হু টী ৩৭২। ১৫।৪২ ১২ হু টী ৪১১। ১ এখানে 'বর্তমান্য' বিশেষণ না হয়ে বিশেষ্য হলে পাই তিনিই দেবী যেমন আমাদের দুর্গার দুই পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী। ১৭।১৫ ৬, ১৬।২। ১৭।১৫।২, ১১।৪২।১।

১৫৪। * প্র য়া মহিমা মহিনাসু চৈবিত্ত দ্যুলোকিব্ অন্যাঃ ৬।৬১ ১৩। ২।আপবর্ধী পার্ধিবানু উবু বজ্রো অন্তর্বিষ্কম্ চিবদ্যম্ সন্তধ্যাঃ পশুজাতা বর্ধন্তী, বজ্রবজ্রে হব্যা ভুং ৬ ৬১।১১-১২ ৩। আহং সরস্বতীজাতার ইন্দ্রোপাসক অরো বণে ৮।৩৮ ১০। ৩।সরস্বতা অতি নো দৈব্য বসঃ ৬ ৬১।১৫। ৪।সো নো বিস্বা অতি দৈব্যঃ স্বেস্বঃ অন্যা স্বতারবী, অতম্ অহেব স্ব্যঃ ৬।৬১।১১। 'অন্যাঃ স্বেস্বঃ' অন্য নাড়ীদেব, কেননা সরস্বতী 'সন্তধ্যী' বা পরমা, টী ৪১০। তিনি আমাদের মধ্যে উথলে তোলেন প্রচৈতন্য সমুদ্র (১।৩।১২)।

প্রতিপর্বে তাঁর ডাক পড়ে।^১ পৃথিবীতে অগ্নি আর অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে ইন্দ্র; কিন্তু এঁরা দুজনেই 'সরস্বতীবান্' অর্থাৎ সরস্বতীর ওজঃশক্তি এঁদের মধ্যে নিহিত।^২ এমনি করে দেবযানের আলোকসরণি ছেয়ে আছেন বলে তিনি নিত্য আমাদের নিয়ে চলেন উত্তরজ্যোতির দিকে,^৩ সমস্ত বিশ্বেষ্টাদের বাধা কাটিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে দেন তাঁর অন্য বোনদের ছাপিয়ে সূর্য যেমন ছাড়িয়ে দেন দিনের আলো।^৪

সরস্বতী বৃহস্পতিবাবুপে যেমন পরমা, তেমনি প্রাণরূপিণী এই চিন্ময়ীই আবার জীবজন্মের মূলে। তাই সিনীবালাী আর অশ্বিনবয়ের সঙ্গে তাঁর আবাহন : 'ভ্রূণকে আহিত কর সিনীবালাী, ভ্রূণকে আহিত কর সরস্বতী। অশ্বী দুজন দেবতা তোমার মধ্যে ভ্রূণকে আহিত করুন কমলের মালা পরে [৪১৫]।' সিনীবালাীতে পূর্বাভাস্যার নিবিড় অন্ধকার, আর সরস্বতীতে রাকার ভরা জ্যোৎস্নার স্ফাবন - যেন বারুণী শূন্যতায় অস্তিত্বের কুমেরু আর সুমেরুর সঙ্কেত তারই মধ্যে আলোকস্পন্দনের দেবতা অশ্বিনবয়ের তিমিরবিদার অভিধান উদয়তীর্থের পশ্মরাগ সূচনা নিয়ে সব মিলে জীবের জন্মরহস্যের এক অপূর্ণ বাজনা সরস্বতী এখানে রাকার প্রতিনিধি গর্ভাশয়ে আহিত চিদাভাসের ক্রমিক উপচয়ের নেপথ্যাচারিণী বিধাত্রী।^৫

কিন্তু প্রাণরূপিণী সরস্বতী বাগদেবী হলেন কি করে? যাস্ক বলছেন, নৈবাক্তুরা মনে করেন, সরস্বতী মাধ্যমিকা বাক্, ৪১৬।। পৃথিবীতে সরস্বতী নদীরূপিণী, কিন্তু ওড়ুও তিনি প্রাণের শব্দ স্রোত,^৬ প্রাণের স্বধাম হল অন্তরিক্ষ। এইখানে বজ্র আবে বিদ্যুতের প্রহরণ নিয়ে বৃত্তের সঙ্গে সংগ্রাম চলে ইন্দ্রশক্তির প্রাণের অববোধকে মূর্ত্ত করবাব জন্ম। সেই সংগ্রামের যে-কোলাহল, তাই 'মাধ্যমিকা বাক্' বা অন্তরিক্ষ লোকের শব্দ এই বাকের দুটি রূপ ঝড়ের গর্জন আর বজ্রনাদ, একটির অধিষ্ঠাতা মরুদগণ, তাঁরা ঝড়ের দেবতা, আরেকটির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, তিনি 'পারবরী' বা বজ্রের কন্যা। বজ্রবাহু ইন্দ্র 'সরস্বতীবান্'। নীচে বোবা পৃথিবী, উপরে নিম্নতম আকাশ জড় আর চৈতন্যের মাঝখানে এই প্রাণের কুরুক্ষেত্র, সংগ্রামের কোলাহল। সংগ্রামে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তখন মরুদগণ আর সরস্বতী দুইই ঘোর,^৭ কিন্তু সংগ্রামশেষে মরুদগণ কান্ত, সরস্বতী কল্যাণী। ঝড় আর বজ্রের গর্জনের অবসানে পর্জনের ধাবাসারের বিম্বিম্ব, সুমঙ্গল মাতৃত্বের আসন্ন সম্ভাবনায় পৃথিবী রোমাঞ্চিতা, সংগ্রামের কোলাহল তখন মরুদগণের কণ্ঠে ফোটে গান হয়ে তাঁরা 'অর্কিণঃ',^৮ আর আমাদের কল্পনায় সরস্বতী বীণাবাদিনী।^৯ অধিদৈবতদৃষ্টিতে সরস্বতী এমনি করে মাধ্যমিকা বাক্।

[৪১৫] ঋ গভং ধৌহি সিনীবালাী গভং ধৌহি সবস্বতী, গভং তু অশ্বিনৌ দেবাব্ আ ধত্বা পৃথুগব্রজা ১০ ১৮৫ ২। এতিনেই আহিত গভের আত্মা। তাই পৌরাণিক সরস্বতী মবালবাহিনী, এই প্রসঙ্গে তু সরস্বতীর পূর্বরূপ 'সবস্বান্' (১ ১৬৪ ৫২, ৭।৯৫।৩, ৯৬ ৪-৬।। প্রথম মন্ত্রে তিনি 'দৈব্য সুপর্ণ' বৃহৎ বায়স-য়া অগ্নি বা সূর্য দুইই বোঝাতে পারে। অগ্নি জীবাত্মা, সূর্য পরমাত্মা। সরস্বতীর হংস দুয়েবই প্রতীক।

[৪১৬] নি ১১ ২৭। ১ ঋ য়ে বিশ্বা সবস্বতী শ্রিতা য়েযি দেবায়াম্ ২।৯১ ১৭। ২ সরস্বতী ৬।৬১।৭; মরুদগণ ১।১৬৭।৪, ১৬৯।৭। ৩ ১।৩৮।১৫। ৪ ত্রি এ রূপ ঋগ্বেদে নাই। কিন্তু তাঁর স্বাক্ষর ওইখানেই।

আবার, অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে প্রাণের আকৃতি ফোটে মনুষ্যোচ্চারিত বাক্যে। দেবকায়ের সৈবাক্ মন্ত। মন্ত চিন্তের একাগ্রতার পরিণাম, তাই তার আরেক সংজ্ঞা হল 'ধী'। এই বাক্ বা মন্ত বা ধী যাঁর প্রচোদনায় স্ফূর্তিত হয়, তিনিই বাগ্‌দেবী সরস্বতী। তাঁর পূর্ণরূপ ফুটেছে অম্ভুগন্য বাক্যের সূত্রে [৪১৭]। সেখানে আমরা তাঁকে পাই সর্বদেবময়ী, বিশ্বের জননী ও ঈশ্বরী, প্রাণ ও প্রজ্ঞার সগাহাররূপে। তিনি যখন যাকে চান, তাকে করেন বজ্রতেজা, ব্রহ্মবিদ, ঋষি এবং সুমেধা।^১ সরস্বতী তখন সাবিত্রী শক্তি, 'ধী'র প্রচোদন তাঁর বিশেষ কাজ। তিনি ধ্যানলভ্য জ্যোতিঃ, বীরপত্নী হয়ে আমাদের মধ্যে ধীকে কবেন নিহিত,^২ ধ্যানকে করেন সিম্ধ,^৩ নিখিল ধ্যানবৃত্তিতে বিরাজমানা,^৪ ঘিরে থাকেন ধীকে,^৫ ধীসমূহে সঙ্গতা,^৬ আমাদের মধ্যে চেতনা আনেন কল্যাণমননের বা সৌম্যসোর,^৭ বিপুল জ্যোতিস্তরঙ্গের প্রচেতনা আনেন চিন্তির বলকে।^৮ দেখাচ্ছে, ধী চিন্তি ও প্রচেতনার সঙ্গে তাঁর নিত্যযোগ। এমনি করে বাগ্‌দেবী সরস্বতী প্রজ্ঞারও দেবতা।

কেউ-কেউ বলেন, সরস্বতী বাগ্‌দেবীরূপে কম্পিতা হয়েছেন পরে মাধান্দিন-সংহিতা, ঐ তরয়গ্রাক্ষণ এবং শতপথগ্রাক্ষণ ইত্যাদিতে [৪১৮]। কিন্তু সরস্বতী ও বাক্যের ভাদাখ্যের সূচনা ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। মনুসংহিতায় ব্রহ্মযজ্ঞের ফলে দৃশ্য দধি ঘৃত ও মধু ক্ষরণের কথা আছে, ঋক্‌সংহিতাতেও পাই, 'পাবমানী ঋক্‌সমূহ যে অধায়ন কবে, সরস্বতী তার জন্য দোহন করেন দৃশ্য ঘৃত মধু এবং উদক।'^৯ এখানে বেদাধায়নের সঙ্গে সরস্বতীর যোগ সুস্পষ্ট।

তার পর দেবী ভারতী। সংহিতায় তাঁর পরিচয় বিশেষ-কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল দেখা যায়, আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় যেখানেই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁর বিশেষণ 'হোত্রা' [৪১৯]। আগেই দেখেছি, 'হোত্রা'র বহুপরিণত

[৪১৭] ঋ ১০।১২৫ সু। ২ তু যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং কৃণামি তং ব্রহ্মণং তম্ ঋষিঃ তং সুমধম্ ১০।১২৫।৫। ২।খ্যাদসুঃ ১।৩।১০। ৩।৬।৪৯।৭। ৪।সাদ্যন্তী যিযং নঃ ২।৩।৮। ৫।দীপ্যো কিবা বি রাজতি ১।৩।১২। ৬।ধীনাম্ অবিদী ৬।৬।১৪। ৭।শং সবস্বতী সহ ধীভির্ অস্তু ৭।৩৫।১৯, ১০।৬৫।১৩। ৮।চেতন্তী স্মৃত্তীনাম্ ১।৩।১১। ৯।মহো যণঃ সরস্বতীঃ প্র চেতয়তি কেতুনা ১।৩।১২।

[৪১৮] তু মা ব্যা সরস্বতী জিম্ব ১৯।১২, ঐ বাক্ তু সরস্বতী ৩।১২, ৩৭, ৬৭, শ ৭।৫।১।৩১, ১৯২ ন ৯, ২৫।৪।৬ ; ঐত ১।৩।৭।৫, ১৬২২, তা ৬।৭৭, ১৬।৭।১৬; ১০।পারমানীর্ যো অধোত্ ঋষিভিঃ সংভৃতং রসম্ তস্মৈ সরস্বতী দদৌ ক্ষীবাং সপিত্ মধু দধম্ ১।৬৭।৩২।

[৪১৯] ঋ ১২২।১০, ২।১।১২, ৩।৬২।৩, আপ্রীসূক্ত ১।১৭২২। ১।৭ টী. ৩৮৫। ২।নিঘ, ৩।১৭, ১।১১। ৩।ভারত অগ্নি ২৭১, ৫, 'ভরত' জন বা যজমান ৩৬।২, 'ভারত' জন ৩৫।১২ 'ভারত' অগ্নি ৪২৫।৪, 'ভরত' জন বা যজমান ৫।১১।১, ৫৪।১৪, বাহুস্পত্য ভারতাজ্ নিজেকে বলাছেন 'ভরত' ৬।১৬ ন, 'ভারত' অগ্নি ৬।১৬ ১৯, ৭৫, 'ভরত' জন বা যজমান ৭।৮, ৩৩।৬। হোত্রাও 'ভরত' অগ্নি ১২৬।৩। ৬।ভরতেনা অগ্নি আব সূর্য দৃশ্যগই উপাসক। পরিশরীর অগ্নি সূর্যে সমাপণ হবে, পৈতৃক সাধনার এই মূল তত্ত্ব একই অগ্নি পৃথিবীতে অগ্নি অস্তিত্বকে বিস্মৃৎ, দুঃস্বাদকে সূর্য-তিনি ত্রিষস্প বৈশ্বানর' (৬।৮।৭)। এই দৃষ্টিতে ভরতগণের ইচ্ছাযে যে 'ভারত' অগ্নি, তাই শক্তি 'ভারত'ও ত্রিষস্প (৬।৬১।১২)। তত্ত্বত তিনি অদর্শিত শক্তিরূপ ইলা, সরস্বতী এবং হোত্রা ভারতী তাঁর ত্রিধামতি (২।১১।১)। ভরতজন সম্পর্কে পণ্ডিতদের অনুমান, ভরত এবং ত্রিষস্প একই জনের নাম (Galland) কিংবা তুংসুরা ভরতদের রাজা (Galland)। একসময় পূর্বদেব সঙ্গে ভরতদের খিলাদ থাকলেও কালে তুংসু ভরত এবং পূর্বরা মিলে 'কুব্' নামে জনের সৃষ্টি হয়। তাদের জনপদই 'কুরুক্ষেত্র',

অর্থ আহুতি বা আহবান দুইই হতে পারে।^১ নিঘণ্টুতেও হোতা যজ্ঞ এবং বাক্ দুইই বোঝায়।^২ এইথেকে ভারতীর যজ্ঞসম্পর্ক মাত্র সূচিত হয়, কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। সংজ্ঞাটির মূলে আছে দুটি শব্দ—‘ভারত’ এবং ‘ভরত’। শব্দ দুটি খুবই প্রাচীন এবং প্রাসিদ্ধ—‘জন’ বা ‘অগ্নি’ বোঝাতে ঋক্সংহিতার প্রত্যেক আর্ষশ্লোকেই তাদের উল্লেখ আছে।^৩ মনে হয়, আর্ষদের মধ্যে যাঁরা বেদপন্থী ও যজ্ঞ-সাধক, ‘ভরত’ তাঁদেরই আদিপুরুষ। ভরতেরা যজ্ঞাগ্নি বহন করতেন, অথবা যজ্ঞাগ্নির কাছে হব্য বহন করতেন, তাঁদের সংজ্ঞার দুটি অর্থই হতে পারে।^৪ যজ্ঞসাধক বলে তাঁরা অগ্নিহোত্রী,^৫ তাঁদের মূখ্য দেবতা অগ্নিও তাই ‘ভারত’ অথবা ‘ভরত’ ব্রাহ্মণেও দেখি, অগ্নিদেবত দৃষ্টিতে এই দুটি সংজ্ঞাকে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয়েছে ‘প্রাণ’।^৬ ভারতী তাহলে স্বরূপত অগ্নিশক্তি।

আপ্রীদেবগণের কাঠামোটি অতিপ্রাচীন, তাতে ‘ভিত্তো দেবায়’র মধ্যে ভারতীকেও তাহলে স্থান দেওয়া হয়েছে অতিপ্রাচীনকাল হতেই। ‘ইলা’ যজ্ঞের হব্য, যজ্ঞের অনুষ্ঠান হত ‘সরস্বতী’র তীরে, আর ‘ভারতী’ হোতা অর্থাৎ মন্ত্র বা আহুতি তিনটিতেই অগ্নিসম্পর্ক সূক্ষ্মপট। দ্রব্যযজ্ঞে হব্যমাত্রেরই পার্থক্য, অতএব ইলা পৃথিবীস্থানা, প্রাণের ধারা বলে সরস্বতী অন্তরীক্ষস্থানা, সূত্রাৎ পরিশেষন্যায় ভারতী দুস্থানা কেননা যজ্ঞকের অগ্নি ‘ঐষধস্থ’, আর অগ্নিসাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে সূর্য পেঁছনো। সেখানে পেঁছাই যেমন হব্যের চিন্ময় বিপরিণামে ৪২০।, প্রাণের উজান ধারায় তেমনি দেবকাম মন্ত্র বা মননের বীর্ষে।^৭ ভাষ্যে তাই দেবহুতি বা দিব্য বাক্ দুই অর্থই। অতএব তিনি দুস্থান্না, তিনি ‘আদিত্যের ভাতি’^৮ ঋক্সংহিতায় দেখি, তিনি আদিত্যপুত্রী অগ্নিবই একটি বিভাব, হোতা বলে বেড়ে চলেন উদ্‌বোধনীর বাণীতে,^৯ তিনি ‘বিশ্বহুতি’ বা তীব্রসংবেগে সব ছাপিয়ে যান,^{১০} তিনি সবছাওয়া ধ্যানচৈতন্য।^{১১} তিনি সুদক্ষিণা।^{১২} এককথায় তিনি আমাদের মধ্যে বীজবৃক্ষী মন্ত্রচৈতন্যকে (গীঃ) বিস্ফারিত করছেন আদিত্যভাবের বিস্বচৈতন্যে এবং সিম্বির সম্প্রসাদে হৃদয়কে বিচ্ছুরিত করছেন উষার আলোয়।

আপ্রীসংগুলিতে তিনটি দেবীর সাধারণ বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁরা যজ্ঞিয়া

যা ব্রাহ্মণধর্মের আদিক্ষেত্র বলা যেতে পারে।^{১৩} নিঘণ্টুতে ‘ভারতায় কুবরঃ’ দুটি জন ঋষিক্ অর্থে বৃহ (৩ ১৮), ব্রাহ্মণের বৃ শা অগ্নিব বৈ ভরতঃ, স বৈ দেবেরভো হব্যঃ ভরতি ৩।২, শ ১।৪।২।২, ১.৫।১।৮; ঐ প্রাণো ভরতঃ ২ ২৫, শ এয। অগ্নিঃ। উ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণো ভূম্বা বিভর্তি ১.৫ ১ ৮, ১।৪।২।২। এখানে ভরত’ অর্থাৎ দেবতার নাম, পরে জনের

১২০। তু ম্ অহুতিবা যজ্ঞমানকে সূর্য্যগ্নির সহাবে প্রকলোকে বহন করে নিয়ে যায় ১ ২ ৫ ৬ ১ তু গুল্ হং জ্যোতঃ পিতরো হর্ষব্রহ্মস্তু সত্যমশ্রা অজুনয়ন্ উষাসন্ ৭।৭৬।৪ টী ২৫৪। ২ হু নি ভারতী ভরত আদিত্যস্ তস্য ভাঃ ৮।১৩ দ্র শ স হৈষ (সূর্যঃ) ভর্তা ৪।৬।৭।২। ১ ২।১।১১ টী ৪০২। ২ ২।৩।৮; মা ২০।৪৩ ৩ ঋ আ প্না (দেবপত্নীদেব) অগ্নি ইহা যসে হোতাঃ সর্বিষ্ট ভাবতীঃ বরুতীঃ শিষণাঃ বহ ১ ২২।১০। এখানে ভারতী যেন সব দেবীর অন্তর্নায়িকা তিনি শিষণার সঞ্জে এক। শিষণা বাক্ (নিঘ ১ ১১।) ধ্যানশক্তি। ৩ ঋ অশ্বান্ বরুতীঃ শরণৈব্ অবশ্ অশ্বান্ হোতা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ৩ ৬২।৩। ‘বরুতীঃ’ তু ‘বরঃ’ বা দেবপত্নীয়া ১।২২।১০ টী। ‘দক্ষিণা’ দ্র. দক্ষিণাস্ ১০।১০৭; ১।১২৫। দক্ষিণা শব্দ যজ্ঞমানের দান নয় দেবতারও দান তাঁর শক্তি ও আলোর প্রসাদ (তু সা তে ইন্দ্র দক্ষিণা মযোনী ২।১১।২১) তাই উষাও ‘দক্ষিণা’ (১।১৬৪ ১ ল দক্ষিণাস্ ব গোভাতেও সূর্য্যোদয়ের একটি সুন্দর ছবি যজ্ঞশেষে যজ্ঞমান ঋষিক্ আর বিশ্বপ্রকৃতি সবার মধ্যে যেন উষার দক্ষিণা ফুটল)।

[৪২১], আমাদের প্রচোদিত করছেন পরমকল্যাণের দিকে :^১ তাঁরা কল্যাণরূপা,^২ কল্যাণকর্মা :^৩ তাঁরা ইন্দ্রপত্নী,^৪ তাঁর সোমের ধারা নিংড়ে দিচ্ছেন ইন্দ্রের জন্য।^৫

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার অষ্টম পর্ব। এবারও উজানবাওয়া নয়। পরাবরের সান্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে অগ্নি সূর্যবাপী দুটি মেরুর মধ্যে অনুভব করছি বিদ্যুৎ-বিসর্পণী শক্তির মুক্তধারা। মাধ্যম্নিনসংহিতা বলছেন, সপ্তম পর্বেই অক্ষরপ্রচয়ের পালা শেষ হয়েছে জগতীচ্ছন্দে, এবার তাই ছন্দ 'রিব্যাট'। [৪২২] : আর শকটবহন-সমর্থ বৃষভের পাশে মহার্শাক্তকে দেখছি পয়স্বিনী ধেনুরূপে।^১ 'ত্রিভুবন চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ' এই শাস্ত্র অনুভবের ঐশ্বর্য নিয়ে এবার পরাবরকে এক করে নেমে আসার পালা। বিস্বামিষ্ট বলছেন :^২

'আসুন ভারতী ভারতীদের সঙ্গে নিয়ে সমরসা, (আসুন) ইলা দেবতাদের নিয়ে, মানুষদেব নিয়ে অগ্নি, সর্বস্বতী সারস্বতদের নিয়ে (আসুন) এইখানে। তিনটি দেবী এই বহিঃ আসন নিন [৪২৩]।' এই আধারে নেমে আসুক অদিত্যচেনার দীপ্তি,^৩ তাব ঐশ্বাম্যুর্ভব সহস্রকিণব সৌম্যের ছন্দে ছাড়িয়ে পড়ুক। আনন্ত্যর এষণা অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠুক আমার মর্ত্যতনুকে ইন্দ্রন কবে, আনন্দক বিস্বচেতনার প্রভাস। জ্বলুক আগুন পর্বতস্রবদের অভীশ্বার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হয়ে। চিন্ময় প্রাণের প্রবাহ নেমে আসুক, নিয়ে আসুক সাধনসম্পদের বীৰ্য। এই যে উন্মুখ হৃদয়ের আসন বিছিয়ে দিলাম তিনটি সেই জ্যোতিষ্মতীর ওরে। তাঁরা অধিষ্ঠিত হন আমার আধারে।

আগ্নীস্বতের নবম দেবতা ঋগ্বেদ। নামের নিরুদ্ভূত দিতে গিয়ে যাক বলছেন, নৈরুজ্জেরা বলেন, গোড়াগোড়া ব্যাপ্ত করেন এই থেকে ঋগ্বেদ। আবার দীপ্তার্থক স্বিষ্-ধাতু বা করণার্থক ঋগ্-ধাতু হতেও ব্যুৎপত্তি হতে পারে। তাঁরা বলেন, ঋগ্বেদা মাধ্যমিক দেবতা, কেননা তাঁর পাঠ আছে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে। শাকপুণি বলেন, তিনি অগ্নি [৪২৪]।^১ এথেকে ঋগ্বেদের তিনটি লক্ষণ পাচ্ছি - তিনি সর্ববাপী,

[৪২১] ঋ ১.১৭২.১।^১ ঋ নশ্ চোদয়ত শ্রিয়ে ১।১৮৮।৮।^২ ঋ ১।১৮৮. তু মা ২৮।৩১।^৩ ঋ ১০।১১০.৮. তু পৈ ৯।^৪ ঋ ২০।১৩. ২৮।৮।^৫ ঋ ২০।৬৩. বৃষ্যাতী ইন্দ্রের জন্য তিনটি দেবী ব তিনটি ভুবনে সোমাদ্বারা নিংড়ে দেহবার সঙ্গে তু উৎসর্গ গ্রন্থিভেদ।

[৪২২] তু বিব্যাটু বৈ উদ্দমাং জ্যোতিঃ জা ৬।৩।৬, ১০.২।২. বৃষদ বিব্যাটু বৈব্যা ১.৮।৭.১ অথৈ হৃদ্যাদ বিব্যাটু অজায়ত ১০.৯০.৫. ঋ ২১।১৯. ২৮।৩১।^১ এই ঋগ্বেদটি সপ্তম মণ্ডলের আগ্নীস্বতের অষ্টমী বর্কণ্ড। এমনতর সামা স্তুত্বে পয়স্বিনী এতে নিস্বামিষ্ট আর বসিষ্টের জ্যোতিসম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে।

[৪২৩] ঋ আ ভারতী ভারতীভিঃ সজ্জায়া ইলা দেবৈঃ মনুষ্যোভিঃ অগ্নিঃ, সর্বস্বতী সারস্বতীভিঃ অর্ষাকঃ ত্রিস্রা দেবীভিঃ বাহিঃ এদং সদন্তু ও ৮.৮. 'ভারতীভিঃ' ভারতী আদিত্যাদীপ্ত বা অস্তিত্যচেনা এক আদিত্য, কিন্তু তাঁর বহু বর্ষ্ম তাবাও ভারতী-একই অশ্বযজ্ঞের বহু বিচ্ছুরণ। 'সজ্জায়াঃ' এক ভারতী অন্যান্য ভারতীদের সঙ্গে সৌম্যে প্রাণিত হয়ে। যে এক বহুকে পশুর শব্দলের মত ধারণা করতে পারে, তাই যথার্থ অস্তিত্য। 'ইলা' পৃথিবীস্থানা, আনন্ত্যর এষণা কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকুন বিশ্বদেবতা ('দেবৈঃ'), কেননা সে এষণা বিস্বচেতনাবই এষণা 'অগ্নিঃ মনুষ্যোভিঃ' এই মনুষ্য হলেন পিতৃপুরুষেরা। তাঁদের অভীশ্বারই অনুষ্ঠিত চলাছে আমাদের মধ্যে। 'সারস্বতীভিঃ'—চিন্ময় প্রাণের বিচিত্র ধারার প্রকাশকে নিয়ে।^১ তু. ২।১।১১।

[৪২৪] নি 'ঋগ্বেদে তুর্গম্ অনন্তে ইতি নৈরুজ্জাঃ। স্বিষের বা সাদ্ দীপ্তকর্মণঃ, ঋগ্বেদের

তিনি দীপ্তিমান, তিনি কর্তা। আকাশ সর্বব্যাপী, সেই আকাশে সূর্য দীপ্যমান এবং বিশ্বের কর্তা—এ-ছবিটি তখন সহজেই মনে আসে। বলা যেতে পারে, এটি ঋগ্‌টার দিব্য রূপ। বায়ু বা বিদ্যুৎরূপে তিনি মাধ্যমিক, আবার অগ্নিরূপে তিনি পৃথিবীস্থান। যাস্কের ব্যাখ্যায় দেখছি, আদিত্য বায়ু বা বিদ্যুৎ এবং অগ্নিরূপে তিনলোকেই ঋগ্‌টার অধিষ্ঠান।

বস্তুত তক্ষ বা তক্ষ্ ধাতু হতেই ঋগ্‌টার ব্যুৎপত্তি শব্দ এবং অর্থ দৃঢ় দ্বিগুণ দিয়েই সংগত ৮২৫। ছুড়তার যেমন কাঠ থেকে কুঁদে মূর্তি বাব করে, ঋগ্‌টাও তেমনি বিশ্বের অরূপ উপাদান হতে রূপ গড়েন,^১ উপনিষদের ভাষায় অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। এই অর্থে তিনি যাস্কের 'কর্তা' অর্থাৎ রূপকর্তা, সংহিতায় বারবার একথার উল্লেখ করা হয়েছে।^২ অতএব ঋগ্‌টা ঋপট এই ঋগ্‌টা ঈশ্বর বা 'প্রজাপতি'।^৩ কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন 'হয়ে'; তাই তিনি 'বিশ্বরূপ'।^৪ আবার বাইরে তিনি বিশ্বরূপ, কিন্তু অন্তরে সবিভা।^৫ ঋক্-সংহিতায় এইটাই তাঁর লক্ষণীয় পবিচয়।

বিশ্বরূপ ঋগ্‌টাকে আবার মিলিয়ে দেখতে হবে 'বিশ্বকর্মা'র সঙ্গে। ৪২৬।। সৃষ্টিসম্পর্কে দুটি বাদ সম্ভব বিভূতিবাদ আর নির্মাণবাদ। বিভূতিবাদের ঈশ্বর বিশ্বরূপ তিনি সব-কিছু 'হয়েছেন'; আর নির্মাণবাদের ঈশ্বর বিশ্বকর্মা—তিনি

বা স্যঃ কবোতিকর্মণঃ মাধ্যমিকস্ ঋগ্‌টা ইত্যু আত্মং, মধ্যমে চ স্থানে সমাস্যাতঃ। অগ্নির ইতি শাকপণিঃ' ৮।১৪। যাস্কের বহু ব্যুৎপত্তির মত এট ব্যুৎপত্তিগুণের প্রথম দুটি শাস্ত্রিক নয়, আর্থিক। আগেই বলেছি, শব্দবিশুদ্ধির দিক দিয়ে অসম্ভবত হলেন এরা শব্দটি এখন কোন ভাবের বাহন তা বুঝতে সাহায্য করে সেটা উপেক্ষণীয় নয়। যাস্কের বহু হতে এই বোঝা গেলে, ঋগ্‌টা একটা বিশাল জ্যোতির সমর্থ উদ্ভাস যেন। এটুকু জানায় মরমীয়ার লাভ আছে।

[৭২৫] তক্ষা, Av thwaks ঋগ্‌টা অতঃ, ইন্দ্রের 'তক্ষা' ১।১০০।১৫, ৬।১৮।৯, মরুৎগণের ৮।২০ ৬; তক্ষীয়াস বয়স ২।৩৩ ৬, তক্ষসা ব্রীষণ ৪ ২৭।২। নিঘ 'তক্ষা' বল ২।৯। তার সঙ্গে তু 'উজ্জ'। চেতনার রূপান্তর ঘটানো আর অব্যাকৃত থেকে রূপ ফোটানো—দুটি বলাজিয়া একধরনের।^৬ তু ঋ গৌরী: সাল্লানি তক্ষতী ১ ১৬৪।৪১; কিং সিন্দু কনং (কঠ) ক উ স তক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্ঠ্যক্ষা: ১০।৮১।৪। ২য় ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী জমিত্রী (জনক জননী) রূপের অপংশদ ভূবানি বিশ্বা (১০।১১০ ৯ এখানে তুলি বলিয়ে রূপ ফোটানোর ধর্নি, মা ২৯ ৩৪.; অয়ঃ অশ্বিঃ) যথা ন আভূবঃ আবিষ্ঠ হলেন। 'ঋগ্‌টা' রূপে তক্ষা (যাদের তক্ষণ করতে হবে সেইসব রূপের মাধ্যম) ৮ ১০২ ৮; 'রূপাণি হি প্রভুঃ (ঈশ্বর) ১।১৮৮।৯ মা ২৮।৩২ 'ইদং বিশ্বং ভূবনং জজান বহোঃ কর্তাসম্ ইত যক্ষি হোতঃ ২৯।৯, ঋ 'বাপাণি পিংশতু ১০ ১৮৫ ১ 'তু ইন্দ্র ইন্দ্রো বযা হবিঃ পবমানঃ প্রজাপতিঃ ঋগ্‌ট ই নীযকষী ইন্দ্র আর স্পর্শবর্ণ পবমান ইন্দ্র তিনিই প্রজাপতি ১।৫ ৯ '১ ১৩।১০, মা ঋগ্‌টারং পূর্ববপম' ২৮ ৯, পৈ ১০ 'ঋ জনিতা দেবস্ 'সবিভা বিশ্বরূপঃ ১০।১০।৫, দেবস্ 'সবিভা বিশ্বরূপঃ, পূর্বোষ প্রজাঃ পূর্বোষ জজান, ইমা চ বিশ্বা ভূবানান্ অস ৩ ৫৫।১৯

[৭২৬] ঋ ১০ ৮১, ৮২ স্, 'তু সাংখ্যে 'প্রকৃতি' কঠোঁ 'বিশ্বকর্মা' কর্তা, কিন্তু তিনি আবার 'বিশ্বরূপঃ' ১০।৮১।৭ বিশ্বের চোখ মুখ হাত পা তিনিই ও '২শাসীম্ একো বিভতি' ইন্দ্র অয়সীম্, লোহাব। অন্তর দেবস্ নিষ্ট্রুনিঃ (গভীর নিষ্ঠুর) ৮।২৯ ৩। বিশ্বরূপ ঋগ্‌টার মন্ত্ৰ, কিন্তু নাম নাই সমস্ত সৃষ্টিগত নাম না দিয়ে প্রধান দেবতাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। 'বিশ্বভূতক্ষা' উত বিশ্বভাত্মো বিশ্বভোবাহব্ উত বিশ্বভত্পাং, সং বাহ্ ভাং ধমতি সং পতঠৈব দারাকুমী জন্মন্ দেব একঃ ১০।৮১।৩ কামারের উপমা প্রজ্ঞানভাবে দুটি বাহু কামারের, আর পাখা হাপবের। হাপবের ভিতর দিয়ে কামারেরই ফুৎকার, আব ও হাতে বিশ্বভূবনের বিসৃষ্টি। অথচ সে কিব তিনিই। কামারের ঋপট উপমা ব্রহ্মস্ পতিব্ এতা সং কর্মার ইরা ধমঃ ১০।৭২।২। 'আবঃ বিশ্বরূপের বর্ণনা ১০।৯০ ১, তিনি তখন 'পূর্বস্'—বিশেষ কোনও দেবতা নন। তিনিই সব হয়েছেন 'পূর্বস্' এরদং সর্বং যন্ কৃতং যচ্ চ ভবাম্ ২। আবার ইন্দ্র বিশ্বরূপ ৩।৫৩।৮ টী ৩৫৭, ৬।৪৭ ১৮, ৩।৩৮।৪; বৈশ্বানর ছা ৫।১৮।২...। 'ঋ ৩।৪৮।২২।

সব-কিছু 'করেছেন'। পরবর্তী যুগে একটি ধারা নেমে এসেছে বেদান্তে, আরেকটি ন্যায়ের^১ বেদে কিন্তু এ-দৃষ্টিতে কোনও বিরোধ সৃষ্টি করা হয়নি। সেখানে দেখি, বিশ্বরূপ তৃত্তার হাতে লোহাব বাইশ;^২ আবাব বিশ্বকর্মার সবদিকে চোখ, সবদিকে মূখ, সবদিকে বাহু, সবদিকে পদ, কিন্তু তিনি ফুৎ দিলেন দুটি বাহু দিয়ে আর অনেক পাখা দিয়ে, যখন দু'লোক ভুলোকের জন্ম দিলেন একদেব হয়ে।^৩ তৃত্তা যেমন বিশ্বরূপ,^৪ তেমনি আবার 'সুকৃৎ সুপাণিঃ স্বর্বা ঋতাবা'^৫ তিনি সব করছেন সব হচ্ছেন, আবার আপনাতে আপনি আছেন। তৃত্তা ঈশ্বরের সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাপ্যগ্ন রূপকল্পনা আমরা পাই তৃত্তাতে।^৬ তত্ত্বাবনার ফলে রূপ হতে পবাচ্ছিন্ন হয়ে তিনিই দেখা দিচ্ছেন ব্রহ্মণস্পতি বাচস্পতি এবং প্রজাপতিরূপে।

সংহিতায় তৃত্তার এই পরিচয়। সেমন তিনি বিশ্বরূপে সব হয়েছেন, তেমনি আছেন তারও আগে সমস্ত রূপের ওপারে ৪২৭।। ওইখান থেকে তিনি জন্মান সবার আগে, সবার পুরোধারূপে চলেন আলোর রাখাল হয়ে তখন তিনি প্রজাপতি, পবমান ইন্দ্রের স্বর্ণধারা, ইন্দ্রবীর্যে টলমল।^৭ সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন হতে সমস্ত দেবতা ও দেবশক্তির তিনি গণপতি।^৮ বৃহস্পতি বিশ্বের মাতা, আর তিনি পিতা দেবপত্নীরা তাঁর নিত্যসঙ্গিনী।^৯ তিনি বিশ্বকর্মা, তাই 'সুপাণি',^{১০} কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে কুশলী, কেননা তিনি 'মায়া জ্ঞানেন'।^{১১} তাঁর এই নির্মাণপ্রজ্ঞা আর কৌশলের পরিচয় শুদ্ধ বিশ্বের রূপ গড়ায় নয়, ইন্দ্রের বজ্র আর ব্রহ্মণস্পতির পরশুর তক্ষণেও — যা দিয়ে তাঁরা আঁধারের আবরণকে বিদীর্ণ করেন।^{১২} মাতা বৃহস্পতির সঙ্গে পিতা হয়ে বিশ্বভূবনকে তিনি যে শুদ্ধ জড়িয়েই আছেন^{১৩} তা নয়, তিনি সবিভা হয়ে

। ৪২৭। ঋ ইহ ইন্দ্রোন্ম অগ্নিঃ বিশ্বরূপম্ উপ হৃদয় ১ ১০।১০ > তৃত্তাঃ অগ্নিজ্ঞঃ গোপাম্ পুরোধারূপম্ ১।৫।১৯ প্র টী ৪২৭। > তৃত্তাঃ দেবোভিব্ জ্ঞানীভঃ সুমদগণঃ ২ ৩৬।৩ (তু ৬।৫০।১৩) যেন পিতা তৃত্তা আন মাতা বৃহস্পতিয়া যুগানশ থেকে বহু দেবমিথ্যনে পরিচরিত হইছেন > তু উত মাতা বৃহস্পতিয়া শৃণোতু নস্ তৃত্তা দেবোভিব্ জ্ঞানীভঃ পিতা বচঃ ১০।৬৪ ১০। তৃত্তা ও দেবপত্নীগণ তু ১ ১৬।১৪ (প্র 'কৃভৃগণ'), ২।৩১।৪, ৭।৩৫।৬, ১০।৬৬।৩। * ৩ ৫৭।১২, প্রথমভাজঃ আদিত্যেব বসে গণা হবার যোগ্য, যশসঃ (জ্ঞানঃ) যয়োধাঃ (তাব্যেণঃ আধাতা) সুপাণিঃ দেবঃ সুগভাস্তম্ ('গভাস্তি' কিরণ ও কর দুইই বোঝায়, সূর্যের সঙ্গে সাদা) ঋতুম্ (কুশলী), হোতা যক্ষদ্ যজ্ঞঃ পশুত্যানাম্ (ঘরে ঘরে তাঁর মজ্ঞ, কেননা তিনি সুপ্রজ্ঞনের দেবতা) অগ্নিসস্ তৃত্তাবঃ সূর্যবঃ বিভারা (বিভাশালী অগ্নি) ৬।৪৯।১২, ৭।৩৭।২০। * ১০।৫০।১৯ টী ২৯৫। ইন্দ্রঃ অহম্ অহিঃ পর্বতে শিশ্রিমাণঃ (আধারের গভীরে কুণ্ডলী-পাকানো বর বা অবিদ্যা) তৃত্তা ঈশ ব্রহ্ম স্বর্যঃ আলার ঈশ্বরী) ততক্ষ ১।৩২।২, ৫২।৭, ৬১।৬, ৮৫।৯, ৫ ৩১।৪, ৬।১৭ ১০, ১০ ৭৮।৩; ব্রহ্মণস্পতি ১০।৫৩ ৯ টী ২৯৫। * ভুবনস্য সক্ষাণিঃ ২।৩২।৭ * জ্ঞানীতা সরিতা ১০ ১০।৫, পোতা ৩ ৫৫ ১৯। - উত সা দেবো ভুবনস্য সক্ষাণস্ তৃত্তা গ্নাভিঃ সত্তোষা জজ্ঞুঃ। হুটিয়ে দিন রথম্, ইলা ভগো বৃহস্পিরোত রোদস্য পূষা পূর্বম্বর অশ্বিনার অশা পতী যশা দৃজন সর্বার পতি) ২।৩১।৭। ভুলোক হতে দু'লোক পর্যন্ত আলোর দেবতাবা সবই দিশাবী। আবার পাঁচই তৃত্তা, বৃহস্পতি এবং দেবশক্তিগণ। * ১।৯৫।২, তৃত্তা যঃ স্বা সুজনিমা জজ্ঞান ১০।২।৭, ৪৬।৯। * তু ১০।১৭।১-২, সবগাঃ সর্বপরি 'সংজ্ঞা' (প্র 'সবগু')। * ৮।২৬।২১-২২। কিন্তু বিবস্বানও তৃত্তার জামাতা ১০।১৭।১। বিবস্বান্ প্রজ্ঞা বায়ু প্রাণ। প্রাণিঃসংবিঃ দুয়েবই জামা বা শক্তি। বসতুত প্রজ্ঞা ও প্রাণ একই তত্ত্বের ঐপঠ-ঐপঠ (কোটি 'প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞায়া ইন্দ্রের উক্তি ৩।২, যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা ৩।) সূর্য 'জীৱো অসুঃ' ঋ ১।১১৩।১৬ টী, ১৪৭, ১৭০। * রিষেবভো হি স্বা ভুবনেভাস্ পরি তৃত্তাজনঃ সান্নঃসান্নঃ কবিঃ ২ ২৩।১৭ (তু ছা ব্যত ঋৎ রসঃ, ঋৎ সাম রসঃ ১।১।২। * ঋ 'হ্যন্তঃ মধু' ১।১১৭।২২ (তু ১১৬।১২; বৃ, ২।৫।১৬-১৯)। * ঋ 'তৃত্তাঃ গৃহে অপিবঃ সোমম্ ইন্দ্রঃ শতধনাম্ ৪।১৮।৩ টীম্, ৪২৮।। * ১।৮৪।১৫ টী ১০৬।

আছেন আমাদের 'অন্তরেও' অর্চিস্ত্রের নেপথ্যে থেকে কর্ণির্গর্শ্মি হয়ে উদ্ভাসিত করছেন আমাদের মূর্খন্য মহাকাশ। তখন তিনি আমাদের দেবদান পথেব দিশাবী, এই দেহরথকে তিনিই ছুটিয়েছেন অমৃতের সন্ধানে।^{১০} আমাদের অভীশ্মার আগুন তখন তাঁর পূত্র,^{১১} আমাদের প্রাতিভসংঘর্ষ বা সরণ্য তাঁর কন্যা,^{১২} আমাদের প্রাণ বা বায়ু তাঁর জামাতা,^{১৩} আমাদের মন্তচেতনা বা ব্রহ্মগম্পতি তাঁর জাতক, যাকৈ প্রতিটি নাম হতে তিনি জন্ম দেন কবি হয়ে।^{১৪} যে-মধু বা অমৃতচেতনাব আমবা পিপাসী তা তাঁই মধু।^{১৫} তাঁই দিব্যধামে আমাদের বৃহস্পতী ইন্দ্রেচেতনা পান করে শতদারায় নির্ম্মিত সোমা মধু।^{১৬} এই আধারে এই চাঁদের ঘরে তাঁই একটি গোপন ক্রিয়ণ সূর্যম্ণর্গর্শ্মি হয়ে নেমে আসে।^{১৭}

দেখলাম, ঋগ্বেদ পবনপুরুষ, বিশ্ববিপিতা, বিশ্বরূপ, চেতনাব উৎকর্ষণে সবিভাবপে আমাদের ধী ব প্রচোদয়িতা, আমাদের পরমার্থ যে সোমা আনন্দ, তিনিই তার শতধার উৎস। কিন্তু এই সোমপান নিষেই সংহিতার কোথাও-কোথাও ইন্দ্রের সঙ্গে ঋগ্বেদের বিরোধের কথা আছে। ঋক্ সংহি তার একজায়গায় পাই, 'যখনই জন্মালে ভূমি হে ইন্দ্র, সেইদিনই ঋগ্বেদগত গির্বিগ্ধিও সোমাত্মক পীয়ুষ পান করলে; তা তোমার জন্মদাতা বৃহস্পতি মাতা মহানু পিতার ঘরে অব্যোবে ঋগ্বেদেছিলেন সবার আগে।

ঋগ্বেদকে ইন্দ্র জন্মেই অভিভূত করে ও'ন সোম পান করেছিলেন চমতে চমতে ৪২৮।' তৈত্তিরীয়সংহিতায় আছে, ইন্দ্র ঋগ্বেদের পত্রকে হত্যা করেন, তাই তাঁকে বাদ দিয়েই ঋগ্বেদ সোম আহবণ করেছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র জোর করে হাঁর সোম পান করতেন।^{১৮} ঋগ্বেদ যেমন বিশ্বরূপ, তেমনি তাঁর পূত্রের নামও 'ব্রাহ্ম বিশ্বরূপ' সে 'ত্রিশীর্ষ্য সপ্তবর্ষি'। এই বিশেষণটি অশ্বিনবও।^{১৯} এই 'ব্রাহ্ম বিশ্বরূপ'কে ইন্দ্রের প্রেরণায় তিত অথবা ইন্দ্র স্বয়ং বধ করে তার কবল থেকে আলোকযথাকে মুক্ত করেছিলেন।^{২০} ঋগ্বেদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের সত্ত এই হতে পারে। অথচ ঋক্-সংহিতাতেই আবার দেখি, ঋগ্বেদের ঘরে ইন্দ্র শতধার সোম পান করতেন।^{২১} সেখানে কিন্তু বিরোধের কোনও আভাস নাই। একই ব্যাপারের দু'রকম বিবৃতি এও একটা বিরোধ। তার সমাধান কি?

১৮২৮। ঋ যজ্ঞ জায়গাস্ তদু অহব অস্য কামে চংশোঃ পীয়ুষম্ অপিবা গির্বিগ্ধাম্, তং নত মাতা পিবা সোমা জনিত্রী মহঃ পিতৃব দম আ হসিগুন্ অগো। ঋগ্বেদে ইন্দ্রো জন্মদাতা-ভিভূম্ সোমা সোমন্ অপিবা চমন্ ৩৪৮।২, ৪। অংশুঃ অশি সোমাসত্যব তন্তু, তন্তু সোমো ক্রিয়ণ, কেননা সোম উৎকর্ষণ। তু ১১৭৪।২ টী ৬৮° এই অংশুর বা সোমতন্তুর বা অমৃতক্রিয়ণের পীয়ুষ। তু ২ ১৩।১, ১০ ৯৪।৮ আপ্যামনী ধারা। < ১ পায়ু (উ) স। দুর্যোজকব সপ্তগৈ ও ব বিশেষ যোগ ৯ ৫১।২, ৮৫ ৯, ১১০ ৮, অন্যত্র প্রয়োগ সোমের বেলায়। এই পীয়ুষ গির্বিগ্ধি। প্রায়ই সোমের বিণ ৯ ১৮।১, ৬২ ৪, ৮৫ ১০, ৯৫।৪। অধ্যায়দ্বিতীয়ে 'গির্বি' মূর্খা সোমের 'নবাস' 'মুগ্ধবান্' গির্বি তার রূপক (১০ ৩৬।১) দিবা সোমাদিবা সেই-খান থেকে অবশ্য 'ইতস ২ ৪ ১২।১, বিস্তৃত বর্ণনা শব্দ ১।৬।৩।১। ১° ঋ ১।১৪৬ ১৮ ১৬৪° ব্রহ্মগম্পতি সপ্তবর্ষি ৪।৫০ ৪। ইন্দ্রও ২ ১২।১২; অথচ এই ইন্দ্রই আবার বৃহস্পতি সপ্তবর্ষি ব্রহ্মসত্ত্বাত্তীর শব্দেব মত নকল শব্দ। ত্রিশীর্ষ্যং সপ্তবর্ষিঃ জঘন্মান্ ব্রাহ্মস চিন্ নিঃ সমজ্ঞে ত্রিভো গাঃ ১০।৮।৮, ইন্দ্রঃ ব্রাহ্মস চিদ্ বিশ্ববপস্য গোমন্ আচক্রাস গীর্বি শীর্ষ্য পবা বক্ ৯। তু অমৃতভাঃ তৎ ব্রাহ্মং বিশ্ববপম্ জরন্ধ্যঃ (তদধীন করে দিয়াছিলেন) সাখ্যস্য (সখ্যাহতু, আমাদের সঙ্গে তোমার সখ্য আছে বলে) তিতার (এখানে ঋগ্বেদ) ২।১১।১৯। ৪৪।১৮।৩।

ধ্বংসংহিতাতে পাচ্ছি, ভূট্টা জগৎপিতা : তিনি নিজে বিশ্ববর্ষ এবং তাঁর পুত্রও বিশ্ববর্ষ। তাঁতে এবং তাঁর পুত্রে কোনও ভেদ নাই। ভূট্টা যেমন দেবতা, তাঁর পুত্র বিশ্ববর্ষও তেমন দেবতা অগ্নি বৃহস্পতি বা ইন্দের মত তিনিও 'সম্ভবরশ্মি'। দর্শনের ভাষায় এর তাৎপর্য এই, পরমপুরুষই যদি এ-জগৎ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁতে আর জগতে ভেদ থাকতে পারে না। ইওরোপীয়েরা এ-মতকে বলেন Pantheism এবং এটা তাঁদের কাছে একটা বিভীষিকা। এধরনের নিষেট Pantheism যে আমাদের দর্শনে কোথাও নাই, একথা আগেও বলেছি। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি। বিশ্ববর্ষে তিনিই সহস্রশীর্ষা সহস্রাঙ্ক সহস্রপাৎ, তবুও তিনি এই ভূমিকে 'বিশ্বতোবৃত্ত' করে দশ আঙুল ছাপিয়ে গেছেন। এই বিশ্বভূত তাঁর একপাদ মাত্র, তাঁর দ্বিপাদ দুলোকে অমৃত হয়ে আছে [৪২৯]। যেটুকু তাঁর অমৃত, তার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এই মর্ত্যের একটা বিরোধ আছে। অথচ তত্ত্বদৃষ্টিতে 'অমর্ত্যো মর্ত্যোনা সয়োনিঃ' অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই উৎস। ভূট্টা বিশ্ববর্ষ অমৃত, কিন্তু স্বাষ্ট বিশ্ববর্ষ অমৃতকল্প মর্ত্য। আধুনিক বেদান্তের ভাষায় এই ভাবনার তর্জমা হল, ব্রহ্ম অমৃত, তিনিই জগৎ হয়েছেন; কিন্তু জগৎ মায়া, যদিও সে সম্মূল সদায়তন ও সংপ্রতিষ্ঠ। তাই স্বাষ্ট বিশ্ববর্ষ পরমদেবতার পুত্র হয়েও অস্বর, সে বৃত্ত। সে দ্বিশীর্ষা, তার তিনটি মুখ। একমুখ দিয়ে সে সোম পান করে, আরেক মুখ দিয়ে সুরা, আরেক মুখ দিয়ে সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ স্বাষ্ট একাধারে দেবতা অস্বর এবং মানুষ্য। অস্বরদের সোনার রূপার আর লোহার তিনটি পুরের কথা অন্যত্র পেয়েছি।^১ সর্বত্র সেই এক কথা বিশ্বব্রহ্ম অমৃত শূদ্র অপাপবিশ্ব; কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মস্পষ্ট ব্যামিশ্র এবং পাপবিশ্ব। অথচ তার অন্তরে রয়েছে অমৃতের পিপাসা। এই মর্ত্য বিশ্ববর্ষকে বিনাশ করে অমর্ত্য বিশ্ববর্ষের ধামে আমাদের যেতে হবে, সেইখানে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে। করতে হবে জোর করে।^২ যিনি এই মায়ার মূল মায়া, তিনিই আমাদের প্রতিবন্দী। তাকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর বুক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনতে হবে। এও তাঁরই ইচ্ছা। সম্ভবত্বীতে তাই দেবীর মুখে শূনি, 'যে আমাকে জয় করবে সংগ্রামে যে আমার দর্প দূর করবে, জগতে যে আমার প্রতিস্পর্ধী, সেই আমার ভর্তা হবে।'^৩

বিশ্ববর্ষকে হত্যা করে ভূট্টার ঘরে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে এই ভাবনার প্রকাশ উপনিষদের নৈতিবাদে। যাক্সবল্কা তার বিশিষ্ট প্রবক্তা, আর বুদ্ধ তাঁর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এও সম্যক দর্শন নয়। পুরাণকার বলেন, বিশ্ববর্ষপব্ধের পর

[৪২৯] ১ ১০:৯০:১, ৩। ল 'বৃহা' যা থেকে 'বর্ষ' এবং 'বৃত্ত' দুইই আসছে। একজন আলোর আভাল, আরেকজন কালোর। একজন সব ছেয়ে আছেন, আরেকজন ঢেকে আছে। তু ঈর 'হিব্রায় পাত্র' ১৫। ২ ১। ১৬৪ ৩০। ৩ তু নি তৎ কো রুতঃ? মেঘ ইতি নৈবৃত্তাঃ। স্বাষ্টা হস্বর ইত্। ঐতিহাসিকঃ অহিবং তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণরাদাশ্। ৫। নিবৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ স্নোভাংসি নিবারণকর। তস্মিন্ হতে প্রসসাদ্মিহে আপঃ ২। ১৬। ০ তু শ তস্য সোমপানম্। এবৈকং মূদ্রম্ আস, সুকাপাণম্ একম্, অন্যস্মা অশনাদ্যৈকম্ ১। ৬। ৩। ২। ততো হস্বর। এষ লোকেষ, পুরুষ চাক্রিঃ। অশস্যম্যাম্ এবাস্মিন্ লোকে, রজতাম্ অন্তরীক্ষে, হিরণ্যং দিবি ৩। ৪ ৪। ৩। ০ তু ঋ ৩ ৪৮। ৪। ০ যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি (৫। ১২০)।

ইন্দ্র ব্রহ্মবধের অভিশাপ লাগে [৪৩০]। কথাটা গভীর। অখণ্ডদর্শনের বিচারে, জগৎকে উড়িয়ে দিলে ব্রহ্মকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বব্রূপবধ তাই ব্রহ্মবধের শামিল। অথচ এই বিশ্বব্রূপ ব্রহ্মকে আড়াল করে রেখেছে সে-আড়াল ঘোচাতে ইন্দ্রবীর্যের প্রকাশ করতেই হয়, জোর করেই ত্বষ্টার ঘরে গিয়ে সোমপান করতে হয়। কিন্তু সংহিতায় দেখি, ইন্দ্রের সোমপানের শব্দ এই রীতিই নয়। অন্তত তার তিনটি রীতি আছে। দেখাচ্ছি, জন্মের দিনেই ইন্দ্র মায়ের প্রসাদে 'মহান্ পিতার ঘরে' খুশিমত সোমপান করছেন সবার আগে।^১ এ-অমৃতপানে তাঁর সহজ অধিকার। এ-পান 'অগ্রে' অর্থাৎ বিশ্বেশ্বারীণ ভূমিতে 'তারপর 'বিশ্বব্রূপী' পৃথিবীতে' বিশ্বব্রূপ ত্বষ্টাকে অভিভূত করে তাঁর সোমপান।^২ এই অভিভবের বীর্যও তাঁর জন্মগত (জন্মুষা)। তারপর আবার এই বিশ্বব্রূপ ত্বষ্টার ঘরেই তাঁর 'শতধনা' বা শতধারায় সোমপান।^৩ এখানে আর অভিভবের কথা নাই। এ আবার সেই আদিম সহজ অধিকারকে সহজে ফিরে পাওয়া। আমাদের অধ্যাত্মজীবনেও অমৃতসাধনার একই রীতি।^৪

আপ্রীসৃক্তগুলিতে ত্বষ্টার যে ব্রূপ ফুটেছে, তাতে তাঁর সৃষ্টিশক্তিই উপর বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি 'বৃষা', 'ভূবিরেতাঃ', 'সুরেতা বৃষভঃ', এবং 'রেতোধাঃ' [৪৩১]। গর্ভাধানমন্ত্রে ত্বষ্টার আবাহন আছে, একথা আগেই বলেছি। সুপ্রজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আপ্রীসৃক্তগুলিতেও অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে।^৫ এইটি ত্বষ্টার লৌকিক রূপ সৃষ্টি এবং পৃষ্টি দুয়ের সংগেই তিনি যুক্ত।^৬ আরেকটি লক্ষণীয়, আপ্রীসৃক্তগুলিতে ত্বষ্টার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের কোনও ইঙ্গিত তো নাইই, বরং দুটি দেবতার সাথ-জোর কথাই বলা হয়েছে বাববার।^৭ দেবতার সবারই 'সঙ্গোযাঃ', তাঁদের মধ্যে বিরোধাত্মক কোনও অধ্যাত্মব্রহ্মসেরাই বাজনাযব।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের বিবর্তিতে দেখি, ত্বষ্টা বাক্ [৪৩২] গোবীর্বে বাক্ 'সলিলানি তক্ষতী, আর তাইতে কারণসমুদ্র দিকে দিকে উচ্চল হয়ে ওঠে, এবং 'ততঃ ক্ষরত্ অক্ষরম্'।^৮ বাক্ও ত্বষ্টার মত সৃষ্টির আদিপ্রবর্তিকা কৌশিকসূত্রে

[৪৩০] মনে হয় এ-আভাস ক্ষতও আছে। তু কিম্ উ শ্বিং ইন্দ্রস্য বদাম্ নিন্দনীয়, অন্যায় দিগম্বরত ধরে ছিল। আপঃ যাদের তিনি মৃত্ত করলেন বৃত্তকে হত্যা করে। ৪ ১৮।৭। তাদেন মৃত্তধারায় সে পাপ ভোগ গেল এই ধর্মানি। ৩৩।৪৮ ২ টীম্ ৪২৮। ২মঃ পিতৃন্ দম্য জাসিগদ অগ্রে (ঐ)। ৩৩ত্বা ১।৭।৬ ৭। ৩৩।৪৮।৪ টীম্ ৪২৮ ৩৪।১৮।৩ টী ৪২৭। ৩ এই কহিনীর ত্বষ্টাকে কেউকউ ইন্দ্রের পিতা বলে কল্পনা করেছেন। ৩ ৪৮।২এর 'মহান্ পিতা' সাব মতে কশাপ। ১।কজপ, মহাবিশ্ব তারপরে চতুর্থী। ঋকের ত্বষ্টা পরবীক্ষ 'মহান্ পিতা' হলে পূর্বাঙ্গের সম্মতি থাকে না। ৪।১৮।১২র পিতার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের উল্লেখ স্পষ্ট এবং এই পিতা ত্বষ্টা হতে পারেন সাধারণতাবে। কিন্তু তিনি ইন্দ্রের পিতা এ-প্রকল্প নিঃসংশয় নয়। মনে রাখতে হবে, ত্বষ্টা রূপকণ্ড তাঁর স্বরূপ ঋকজ্ঞ সম্পর্কিত দিকে। আর 'মহান্ পিতা' তাঁর উদ্ভব, তিনিই ইন্দ্রপিতা। এই পিতার সঙ্গে ইন্দ্রের কোনও বিরোধ হতে পারে না। তাঁর বিরোধ ত্বষ্টার সঙ্গে, যিনি তাঁর পিতা নন।

[৪৩১] বৃষা ঋ ৯ ৫.৯, মা ২০ ৫৫, ভূবিরেতাঃ মা ২০ ৪৫, সুরেতা বৃষভঃ মা ২১।৩৮, ২৮।৯, ৩২; রেতোধা প্রৈ ১০। ২ ঋ ১ ১৪২ ১০, ২ ৩ ৯, ৩।৪।৯, মা ২১।২০, ২৭ ২০, ২৯।৯। ২ ঋ ১।১৪২।১০, ৩ ৪ ৯, ৫ ৫।৯। মা ২৭।২০, ২৮।৩২, প্রৈ ১০। ৩ তু. ঋ. ৯।৫।৯; মা. ২০।৪৪, ৫৪, ২১।৩৮, ২৮।৯, ৩২।

[৪৩২] ঐত্বা বাক্ ঐ ত্বষ্টা, বাক্ বীদং সর্বং ভাষ্করী ২।৪। ২ ঋ ১।১৬৪।৪১-৪২ টী ১২৫।

কৃষ্ণা সবিভা এবং প্রজাপতি; মার্কেডেয়পুরাণে তিনি বিশ্বকর্মা এবং প্রজাপতি; অন্যান্য আদিত্য; মহাভারতে এবং ভগবতে সূর্য।

এলাম দিব্যভাবনার নবম পর্বে। এবার সিদ্ধচেতনায় জাগল সিসৃষ্কার প্রবেশ।
আত্মরূপের বিস্মৃতির উদ্বেলতা উত্তরসত্যকে পৃথিবীর বন্ধে মূর্ত করবার সাধনায়
কোথাও যেন তন্তুচ্ছেদ না হয় এই অবশ্য কামনা। মাধান্দিনসংহিতা বললেন,
এবারকার ছন্দ হল 'শিবপদা বিব্যাট': আর বৃষভটিকে দেখাছি 'উজ্জাঃ' বা রেতঃসেক-
সমর্থরূপে [৪০০]। বিশ্বামিত্র বলছেন :

সেই যে আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি আদ্য পোষক (বীৰ্য) হে জ্যোতির্ময় ঈশ্বরা, অকৃপণ হয়ে তার বাঁধন খুলে দাও যাতে বার কর্মণা সুদক্ষ সোমকামী (পুৰুষ) জন্মায়, যে দেবকাম '৪৩৪'।' নিখিলের রূপকং যিনি, অকৃপণ দার্শন্যেব মনুষ্যধারা হয়ে তিনি চলকে উঠুন আমাদের মধ্যে, তাঁর যে-শক্তি আধারকে পৃষ্ঠ করে এসেছে এতকাল তার খবরে একে মূর্তি দিন। সেই-ধারা হতে জন্ম নিক সেই বাব সাধক, যে কর্মবিশল, যার সংকল্প অবস্থা, যে সোমযাগের রহস্য জানে, পরমদেবতাকে পাবার অভীপ্সা যার মধ্যে অনিবার্ণ।

আশ্রয়সূক্তের দশম দেবতা বনস্পতি। যাস্ক বৃৎপত্তি দিচ্ছেন, 'বনদের যিনি রক্ষা করেন পালন করেন ১৩৫।' বনের সঙ্গে কামনা বা আকৃতির যোগ ধরে নিয়ে বনস্পতির বাহ্যিক অর্থ হয়, 'যা উচ্ছিন্ন ও অভীষার নাবক'। শাকপুণির মতে বনস্পতি 'অগ্নি'। অশ্বাধ্যায়ি নিয়ে এওরেষ বলছেন, 'প্রাণই বনস্পতি'। দুটি ভাব মিলিয়ে পাই, বনস্পতি প্রাণের আগুন, মর্ত্যচেতনার জড়ত্বের 'উদ্ভেদ' করে যা সহস্রাধিকায় লেলিহান হলে উঠেছে দু'লোকের দিকে। এই এক আশ্চর্য কবিত্বটি। বনস্পতিকে খণি দেখছেন যেন পৃথিবীর বুক ফুড়ে উঠেছে অজর সবুজ প্রাণের সহস্রাধিক একটি মহিমা, সোনার আলোয় বলমল করেছে। বনস্পতি যে প্রাণের প্রতীক, তা বোঝাতে মাধাঙ্গিনমহিয়ার একজায়গায় তাকে বলা হয়েছে 'অশ্ব'।

কিন্তু দেবতা বনস্পতি শব্দে অগ্নিই নন, তিনি সোমও। শতপথব্রাহ্মণে পাই, 'সোমো বৈ বনস্পতিঃ'। ৪৩৬। এই উক্তির সমর্থন আছে ঋকসংহিতায় সোমকে একজায়গায় বলা হচ্ছে 'প্রায়স্তোত্রো বনস্পতিঃ'। আরেকজায়গায় 'নিহস্তোত্রো বনস্পতিঃ'। সাধকের চেতনায় প্রাণের ধাবা যখন উজান বয়, তখন বনস্পতি অগ্নি।

[୫୦୦] ସା. ୧୬।୧୦, ୧୪।୦୧।

৪৩৭। স্ব. জন. নস. ত্রুটিপত্র অঙ্গ পেরাখিয়ার দেব জটন বি প্রণয়ঃ সালন, মাতো বীরঃ
কর্মণ্যঃ সুদেহনা যুক্তগোলা জমতে দৈবকামঃ ও ৯। তুরীপদ্ম-১ ৬ ১ ১২২ ১০। < ৭ তুরী,
কর 'ভাজিতাও কবি' ... 'অপ' 'ব্যয়ে চলা' তু অন্তরীপ, প্রতীপ অঙ্গপ ইত্যাদি খণ্ডপ্রস্তোতা।
সা 'দেউ' (ভেঁয়া) 'কর্মণ্যঃ' ৬ ১ ১১ ২০ কর্মণ্য পাণ্ডিত্যিক শর্থ দেবাশিস্কটে কর্ম
'যুক্তগোলা' হসান ছেচাবার পাথরদেব সে জেড়েছে, সোমাতিষবকাবী, সোমাযাজী। 'দৈবকামঃ'-তু হ
উশতা হসান সোমহা অষ্টম সরঞ্জানা দেবকামঃ সুলোচিত ১১ ১৬০ ও। উত্তল আখ্যানবৈদ্যের
সংগ্রহ গ্রন্থ।

[১৩৫] নি কমানার পাতা বা পার্শ্বপাত বা ৮৩ টি, ২২৪ . ২নি ৮১৮।
২ ব্রহ্ম, ২১৪, ১০১ ০৫, ১১৫১০ টী, ৪৯১। ৩ মা, ২১১০।

[୪୦୬] ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀଦାସୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

সিদ্ধচেতনায় সেই প্রাণই আবার যখন দিবাত্ত্বমি হতে সহস্রধারায় নেমে আসে, বনস্পতি তখন সোম।

ঊর্ধ্বমূল অবাক্ষাথ অশ্বথের বর্ণনায় বনস্পতির আরেক পরিচয় পাই। কঠোপনিষদে আছে, 'এই অশ্বথই শূক্রেজ্যোতি, তা-ই ব্রহ্ম; তাকেই বলে অমৃত, তারই আশ্রিত সর্বলোক, তাকে কেউ ছাপিয়ে যায় না [৪৩৭]।' ঋক্সংহিতাতেই এই ব্রহ্ম-বৃক্ষের উদ্দেশ্য পাই। সেখানকার বর্ণনা, 'বোধহীন (শূন্যাত্ম্য) রাজা বরুণ বৃক্ষের ঊর্ধ্বপদ্বীকে (স্থান) দিয়েছেন পুত্রসংকল্প হইতে। তার নীচের দিকে নেমে এসেছে, যাদের বোধটি রয়েছে উপরে আমাদেরই মধ্যে যাতে নিহিত থাকতে পারে চিতি (-বিশ্মরা)।' একজায়গায় একে বলা হয়েছে 'সুপলাশ বৃক্ষ', যার তলায় দেবতাদের সঙ্গে যম সোমপান করছেন। আরেকজায়গার বর্ণনা হতে মনে হয়, এটি একটি জ্যোতির্ময় পিপ্পল গাছ। শৌনকসংহিতায় এক 'দেবসদন অশ্বথ' বৃক্ষের কথা আছে যার অবস্থান তৃতীয় দ্বালোকে, তাতে অমৃতের দর্শন হয়। ঋক্সংহিতার মূল বর্ণনার অনুসরণে বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর এক নাম 'বারুণো বৃক্ষঃ'। গোভিলগৃহ্য-সূত্রে বারুণবৃক্ষ বা ব্রহ্মবৃক্ষ অশ্বথ নয়, 'নাগ্ৰোধ' বা বটগাছ, যার ঋষি নীচের দিকে নামে। ঋক্সংহিতায় অশ্বথও দিবাবৃক্ষ। বিষ্ণুসহস্রনামে নাগ্ৰোধ উদ্ভব এবং অশ্বথ এই তিনটি নাম পাশাপাশি পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৃক্ষের পিপ্পল বা অশ্বথরূপই মনে হয় প্রাচীনতম কল্পনা, 'তা-ই আদিম বনস্পতি। বনস্পতি যখন অগ্নি, তখন তার মূল থাকবে নীচে, আর ডালপালা ছড়াবে উপরের দিকে। কিন্তু ব্রহ্মবৃক্ষের মূল উপরের দিকে, ডালপালা নেমে এসেছে নীচের দিকে। এ-বর্ণনা সন্দ্বাভাষ্য সোমাত্মক বৃক্ষের বর্ণনা। এক নাগ্ৰোধ বা বটগাছই দেখা যায়, ডাল যেমন উপরের দিকে ছড়ায়, ঋষিও তেমনি নীচের দিকে নামে, অর্থাৎ বৈদিক ভাবনানুযায়ী গাছটি অগ্নিসোমাত্মক। বারুণ-বৃক্ষ এইজন্য অশ্বথ ছেড়ে নাগ্ৰোধ হয়েছে কিনা বিবেচ্য। গীতায় যে-সংসারবৃক্ষের বর্ণনা আছে ৪৩৮, তার নাম অশ্বথ। কিন্তু বলা হচ্ছে, তার শাখা উপরে নীচে দুদিকেই গিয়েছে। মনে হয়, এখানে নাগ্ৰোধকল্পনার ছায়াপাত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের বোধিদ্রুম কিন্তু নাগ্ৰোধ। এই 'নাগ্ৰোধ' আর ঋক্সংহিতার 'নৈচাশাথ' সংগোষ্ঠ। বেদের ঋষি নৈচাশাথের প্রতি প্রসন্ন নন, এটি লক্ষণীয়। তার মধ্যে ঋষিপন্থা আর মুনিপন্থার আবহমান বিরোধের আভাস পাওয়া যায়।

[৪৩৭] ক. ঊর্ধ্বমূলো হবাক্ষাথ এষো অশ্বথঃ সনাতনঃ, তদ্ এষ শূক্রে তদ্ ব্রহ্ম তদ্ এষ অমৃতম্ উচ্যতে ২.৩.১। ২ ঋ অরুণো রাজা বরুণো রনসোপদং স্তংগং দদত পুত্রদক্ষঃ, নীচীনাম্ পুত্র উপরি বৃশ্ণ এষাম্ অশ্বো অশ্বতরু নিহিত্যঃ দেবঃ সূর্য ১.২৪.৭। মহাশ্বনি 'অবৃশ্ণা'—যেন অপ্রকৃত নীলাকাশ। তারই মধ্যে ওলটানো গাছের মূল একটা থোপনার মত। তা-ই হল 'বৃশ্ণা' যেন ওই আকাশে সৌরমণ্ডল সেখান থেকে বিশ্রব নীচের দিকে নামে এসেছে (তু ১০.১৮৯.১২; শব্দ ২.৩.৩৭)। এটি সোমবৃক্ষের বর্ণনা। বরুণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক বিনষ্ট। ২ ঋ যস্মিন বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সর্গপবতে যমঃ ১০.১৩৫.১। দু বৈর্মি প ১০. ০৫।৫৪।১২ টী ১৫৭০, তু ১.১৬৪.২২ টী ২৪৬। ৩ শা অশ্বত্থা দেবসদনাস্ তৃতীয়সাম্ ইতো দিবি ৫।৪।৩ (-৬।১৫.১, ১২.৩১।৬)। ৪ গোভিলগৃ ৪।৭।২০। ৫ তু ঋ ১।১৩৫।৮, ১০।১৭।৫। ৬ যম, অনুশাসন ১৪৯।১০১।

[৪৩৮] গী. ১৫।১৩.৩। ঋ 'স্তূপ' কি শাখা? ২ ঋ ৩.৫৩।১৪ টী ৬২০।

যেমন বৃক্ষবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষ, তেমনি আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহবৃক্ষ। ঋক্-সংহিতায় এ-ভাবনার মূল আছে সেখানে পাই, একই গাছকে জড়িয়ে আছে দুটি পাখি; তাদের একটি পিম্পলাদ, আরেকটি অভোক্তা দুটো মাত্র। গাছটি পিম্পল [৪৩৯]। বৌদ্ধ চর্যাপদের 'কাআ তবুবর' স্মরণীয়। সাধারণভাবে দেখতে গেলে হাত-পা নিয়ে মানুষের দেহ একটি ওলটানো গাছের মত। স্কন্দদৃষ্টিতে দেহ-বৃক্ষের স্বরূপ ফোটে নাড়ীজালে। মূর্ধা বা মস্তিস্ক তার উর্ধ্বমূল, সেইখান থেকে নাড়ীর শাখা প্রশাখা নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই উর্ধ্বমূল থেকে সোমের ধারা নেমে এসে আধারকে প্লাবিত করে। অথচ সে সময় মেরুদণ্ড বেয়ে একটা অগ্নিস্রোত উপর দিকেও উঠতে থাকে। অর্থাৎ দুটি বনস্পতির অগ্নিসোমাস্বক অন্যান্যসঙ্গের অনুভব চেতনায় একসঙ্গে ফোটে। বনস্পতির ভাবনাপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

বনস্পতিকে শাকপাণি বলেন 'অগ্নি', আর যাজ্ঞকের দৃষ্টি নিয়ে কাথক্য বলেন 'যূপ' [৪৪০]। যূপ অগ্নিবই উচ্ছ্রিত রূপ। এই ভাবনা সূচিত হয়েছে ঋক্-সংহিতার যূপসূক্তে তাকে প্রকারান্তরে 'দ্রবিনোদা' বলে বর্ণনা করায়।^১ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যজমান যখন যূপের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন, তখন সে তাঁর মেরুদণ্ড। এই যূপে বেঁধে পশুদের 'সংজ্ঞপন' করা হয়, অর্থাৎ তাদের অঙ্গপ্রাণকে মহাপ্রাণে মিলিয়ে দেওয়া হয়।^২ পশু বা প্রাণচেতনা তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে উত্তীর্ণ হয় 'পরম সধস্থ' বা সর্বদেবায়তন পরমবোম্বে।^৩ যে যূপের মাধ্যমে এইটি ঘটে, সে তখন 'শতবল্লশ বা শতশাখ বনস্পতি'- উর্ধ্বস্রোতা প্রাণাগ্নির মূর্তি বিগ্রহ, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও 'সহস্রবল্লশ'।^৪

ঋক্-সংহিতায় বনস্পতি সাধারণভাবে গাছকে বুঝিয়েছে অনেকজায়গায় [৪৪১]। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সাধারণ বৃক্ষের সঙ্গে অগ্নি বা দিব্যাবৃক্ষের ব্যঞ্জনা

[৪৩৯] ঋ. ১।১৬৪।২০ টী. ২৪৬; তু. ২২ টী. ৫।

[৪৪০] নি ৮।১৮।^১ ঋ অজ্ঞানিত ইদম্ অধঃস্ব দেবযন্তো বনস্পতে যধুন্য ঈদেবান, যদু উর্ধ্বদুঃ সিন্ধো দ্রবিনোদা ধন্বান্ যদু বা ক্ষুণ্ণো নিবাস, মাতুল্য অস্যা পৃথিবীবা উপাস্থে ৩।৮।১। বস্তুত আজ্ঞার দ্বারা অগ্নি বা যূপের গায়ে ঘি মাখানো হল বিধি। কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে 'ঈদবা যধু'। তাতে অগ্নি-সোমের ধনি আসছে। আবার ব্রহ্মণে যূপ আদিত্য। তু ঐ অসৌ বা অস্যা। অগ্নিহোতস্য কতুঃ। আদিত্যো যপঃ ৫।২৮; তৈ ২।১।৫।২।— অগ্নিস্তম্ভের লক্ষ্য। টু টী ২২৭।^২ তু গ্রীষা যজমানো ঈ যূপঃ ২।৩, তৈত্ৰ্য ১।৩।৭ ৩, ৩।৯।৫.২; শ. ৩ ৭।১।১১। আসীন যজমান উচ্ছ্রিত যূপের মত। তাঁর মূর্ধার উপর আদিত্য, মধ্যময় আজ্ঞার অগ্নি সহ যোগাশিনময় নাড়ীতে নাড়ীতে অগ্নিস্রোত।^৩ তু ঋ ন বা উ এতন্ স্মিয়াসে ন বিশ্বাসি দেবা ইদু এযি পরিত্যজঃ সৃগোভঃ ১।১৬২ ২১।^৪ তু উপ প্রাণঃ পবমঃ যঃ সধস্থম্ ১।১৬৩।১৩; তু অবব্রহ্মণেব অব বিশ্বব্রাহ্মণত বা ১।১২ ৯।^৫ ঋ বনস্পতে শতবল্লশা বিরোহ সহস্রবল্লশা বি বয়ঃ রুদ্রেম ৩।৮।১১। তু দ্রবিনোদাঃ— বনস্পতি ২ ৩৭।৩, আবার যূপও বনস্পতি ৩।৮।১, ৩, ৬, ১১; অতএব যূপও দ্রবিনোদাঃ।

[৪৪১] ঋ ১।৩৯ ৫, ১৬৬।৫, ৫।৭ ৪, ৬ ৪৮।১৭, ৮।১।৫, ২০ ৫, ১০।৬০।৯, ৬৫।১১।^১ ১।৯০ ৮, ১৫৭।৫, ৩।৩৪।১০, ৫।৪১।৮, ৪২ ১৬, ৮৪।৩, ৬ ১৫।২, ৪৭।২৭, ৭।৩৭।২৩, ৮।২৩ ২৫, ২৭।২, ৫৪।৪, ১০ ৬৪।৮।^২ ১ ২৮।৬, ৮; তু শত্রা যোনিব উল্লখলঃ সিন্ধনঃ মূলমল্ ৭।৫।১।৩৮।^৩ ঋ ৫।৭৮।৫-৬।^৪ বি জিহ্বীষদু (ফাঁক হয়ে যাও) বনস্পতে যোনিঃ স্যাস্ত্য। (প্রসূতির) ইব, প্রুতঃ সো অশ্বিনা হবঃ সন্তবরিঃ চ মন্ততম্ ৫। অনু-ক্রমিকায় এই থেকে 'গভঃপ্রাবিন্দুপনিষৎ'। এই বিনিয়োগ পরবর্তী।

জড়িয়ে আছে।^১ একজায়গায় রাহাসিক অর্থে উল্খল-মুসলকে বলা হয়েছে বনস্পতি।^২ আরেকজায়গায় বনস্পতির বিস্ফাবণে সন্তবধি^৩র মূর্তির কথা আছে।^৪ সন্তবধি অবিদ্যোপহত পুরুষ। এইসঙ্গে ব্যবহৃত উপমা হতে মনে হয়, এটি নাড়ী-বন্ধ খুলে যাওয়ার বর্ণনা।^৫

আপ্রীসূক্তের বনস্পতিতে অগ্নি এবং সোম দুয়েরই ব্যঞ্জনা আছে। আবার সূক্তগুলির বিনিয়োগ পশু-যোগে, তাই যুপের প্রসঙ্গও তাতে এসেছে। অনেকজায়গায় তাঁকে স্পষ্টত অগ্নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে [৪৮২]।^৬ এই বৈলায় বিশেষ করে বারানো অর্থে 'অবসজ্জ' ধাতুর ব্যবহার অগ্নির সঙ্গে সোমসম্পর্ক সূচিত করছে হব্যকে তিনি স্বাদু করেন, বারবার এই উক্তিও তাঁর নন্দনস্বভাবের ইঙ্গিত করে সোমসম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছে।^৭ আবার, তিনি যখন 'শমিতা',^৮ তখন যুপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুস্পষ্ট।^৯ বৃক্ষরূপে তিনি সহস্রশাখ, হিরণ্ময় এবং হিরণ্যপর্ণ।^{১০}

এলাম দিব্যভাবনার দশম পর্বে। সম্বৃদ্ধ সিদ্ধচেতনা এখানে বনস্পতির মত। যেমন তার মধ্যে পৃথিবীর রসের সমুদয় অগ্নিস্রোত হয়ে উজান বইছে তেমনি দ্বালোকের সোম্য আনন্দধারা নিরন্তর নির্ঝরে ঝরে পড়ছে। উজান ভাটার এই দুটি ধারার মাঝে 'দৈব্য শমিতার' প্রজ্ঞান- যা জানে দেবতার জন্মরহস্য, জানে তাঁদের গৃহনাম [৪৪৩]।^{১১} এই প্রশমকে লক্ষ্য করেই ব্রাহ্মসিন্দুরসংহিতা বললেন, এইবার ছন্দ হল 'ককুভ', যা ব্যাপ্তি এবং তুঙ্গতা দুইই বোঝায়: আর ধেনুটি হয়ে গেল 'বশা' বা বন্ধ্যা, অথবা 'রেহং' যার গর্ভ হলেও গর্ভ থাকে না সন্তান গর্ভীরে এইটি নিস্তরঙ্গ প্রশমের অবস্থা। অথচ চেতনা তখন পরিব্যাপ্ত এবং উত্তুঙ্গ, বিসৃষ্টির আনন্দে নিত্যনির্ঝরিত। বিশ্বামিত্র বললেন:

'হে বনস্পতি, ঝরিয়ে দাও এই আধারে দেবতাদের। যে অগ্নি (প্রাণের) প্রশমিতা, (আমার) হবিকে স্বাদু করুন তিনি। তিনিই তো হোতা সত্যতব, (আমার) যজ্ঞ তিনি (তেমনি) করুন, যেমন দেবতাদের জন্ম তাঁর জানা আছে [৪৪৪]।'^{১২} হে দিব্যকামনার

[৪৪২] ঋ. ১।১৮৮ ১০, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা ২৭।২১, ২৯ ৩৫।
 ২ ঋ. ১।১৩।১১, ১৪২।১১, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০ ১০; মা ২৭।২১, ২৯ ৩৫।
 ঋ. ১।১৪২।১১, ১৮৮।১০, ২ ৩ ১০, ৩।৪।১০, ১০।১০।১০, ১০।১১০।১০ মা ২০।৪৫, ২৭।২১, ২৮।১০, ৩৩, ২৯।৩৫, প্রৈ ১১ (তু ঋর 'সুপর্ণ' যিনি 'পিশপলং স্বাব্দ' অতি) ১।১৬৪।২০; ক মধুস জীবাত্মা ২।১ ৫। ২ ঋ. ২।৩ ১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা ২০।৪৫, ৬৫, ২১।২১, ৩৯, ২৭।২১, ২৮।১০, ৩৩, ২৯ ৩৫, প্রৈ ১১। ৩ ঋ. ৯ ৫ ১০; মা. ২৮।৩৩।

[৪৪৩] ঋ. ৩।৪।১০ ঋত বেথ বনস্পতে দেবানাং গৃহা নামানি, তত্র হব্যানি, গায়ত্রী ৫।৫।১০ (সোমও তাই করেন ৯।১৫।২)।

[৪৪৪] ঋ. বনস্পতে হর সঞ্জোপ দেবান্ অগ্নির্হবিঃ শমিতা সুদম্যতি, সেদু উ হোতা সত্যতরো যজ্ঞতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ৩।৪।১০। শমিতা [< ১ শম্ উপশাস্ত কবা; প্র টী ২৬৮২] শমিতা পশুঘাতক। পশুর গলায় ফাঁস দিয়ে দম আর্তকে তাকে বাঁধা দেওয়া হত। ব্যাপারটা প্রাণের প্রশমনের অনুকরণ। একে বলা হত 'সংজ্ঞপন'। বাইরের শমিতা হ্রান্ময়, কিন্তু ভিতরের শমিতা অগ্নি বা অভীপ্সা। সুদম্যতি [< ১ সুদ ॥ স্বদ ॥ স্বদন্ 'সুস্বাদু' করা, রোচক করা', তু. Gk *hedus*, Lat *suavis*, Goth *suis*, Eng *sweet* অগ্নির সঙ্গে ধাতুটির বিশেষ যোগ, তু. ঋ. ৪।৪।১৪, ১।৭১ ৮, ৭।১৬।১। নৌকিক অগ্নি অপকর্কে পক অতএব সুস্বাদু করে। দিব্য অগ্নি তেমনি তাঁর তেজস্বারা আধারকে দম ও নিম্নল করে সুপাক্তরিত করেন। উপনিষদের ভাষায় শরীর তখন যোগাশ্রময় (বেদ. ২।১২) আহুতি আমারই

উপবিশ্বা, আমার প্রাণের সমস্ত প্রবৃত্তি উৎসর্গ করেছি তোমার কাছে। তুমি তাদের প্রশান্ত কর, দেবভোগ্য কর। সেই প্রশান্ত চিন্ময় প্রাণের প'রে নামিয়ে আন বিশ্ব-দেবতার চিৎশক্তির মূক্তধারা। আমি নয়, তুমিই তাঁর সত্য হোতা। তুমিই জান, উৎসর্গের ভাবনা সত্য হবে কেমন করে, কি করে এই আধারে বিশ্বচেতনার অবস্থ্যা দীপ্ত বিচিত্র হয়ে ঝলসে উঠবে।

আপ্রীসূক্তের একাদশ বা শেষ দেবতা 'স্বাহাকৃত্যঃ'। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'কোন দেবতার স্বাহাকৃতি?' উত্তরে বলা হচ্ছে, 'বিশ্বদেবতার' [৪৪৫]। আবার অন্যর পাই, 'স্বাহাকৃতিরা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ তাঁদের মধ্যেই যজ্ঞের অবসান এবং অবিকল পূর্ণতা।^১ 'স্বাহা'র অর্থ আবাহন এবং আয়োজ্যসর্গ দুইই।^২

শেষ প্রযোজ্য বিশ্বদেবতারই আবাহন [৪৪৬]। তব্দুও বিশেষ করে ইন্দ্রের আবাহন অনেক মন্ত্ৰেই পাওয়া যায়।^৩ ইন্দ্র ছাড়া বিশেষ উল্লেখ আছে বরুণের, যিনি অবান্ত্র আনন্দের দেবতা।^৪ তাছাড়া অদিতি বারু মরুদগ্গণ বৃহস্পতি সূর্য ও সোমেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু আপ্রীদেবতার সবাই অগ্নির রূপ, এই গোড়ার কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে। যজ্ঞমানের অভীপ্সার আগুনই বিশ্বদেবতাকে আধারে বসে আনছে, এ-ভাব প্রত্যেক মন্ত্ৰে আছে। এই অগ্নির সম্পর্কে বিশেষ করে দুটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে—'পুরোগাঃ' বা সবার আগে চলেছেন যিনি, এবং 'সদ্যোজাতঃ'।^৫ প্রজাপতির তপঃশক্তিতে তিনি সংবর্ধিত, একথাও একজায়গায় আছে।^৬ হিরণ্যগর্ভের তপঃশক্তি তাঁর সত্যসংকল্প এবং আমাদের অভীপ্সা হয়ে সহসা জ্বলে ওঠে এবং বিশ্বচেতনার আবেশ নামিয়ে আনে আধারে, বিশেষণগুলিতে এই সত্যের বাঞ্ছনা আছে।

আপ্রীসূক্তের দেবতা বিশ্বচেতন অগ্নি, স্বাহা আহুতির মন্ত্ৰ। তাঁকে কি আহুতি দেব? হব্য এবং সূক্ত দুইই [৪৪৭]। হব্য দ্রব্যযজ্ঞের উপকরণ, সূক্ত জ্ঞানযজ্ঞের।^৭ স্বাহাকৃতিদের হব্য কি? আগেই বলেছি,^৮ পশুযাগের দশটি প্রযোজ্যদেবতার বেলার হব্য আজ্য, কেবল এই শেষের যাগেই হব্য হল পশুর 'বপা' বা নাভির পাশের মেদ এবং অশরীরের দ্যোতক বলে বপাহুতি একটি অমৃতাহুতি। বপা রেতের মতই শরীরের মধ্যে শুভ্র অশরীর চিদ্বীজ। এই বপাকে পাঁচভাগে আহুতি দিতে হবে,

আহুতি, আমার দেহ-প্রাণ-মনের আহুতি। প্রশমের স্বারা অগ্নি তাদের মধ্যে দিবা আনন্দের আবির্ভাব ঘটবেন।

[৪৪৫] ঐরা. 'ক্ব দেবতাঃ স্বাহাকৃত্যঃ? বিশেষ দেবা ইতি' ২।১২। সমস্ত দেবতাই একের বিভূতি—এইদিকে দৃষ্টি রেখে 'বিশ্ব দেবতাঃ' বলতে বৃহস্ব বিশ্বদেবতা অথবা বিশ্বদেবগণ।^১ ঐরা. ২।৪। প্র. তত্ত্ব সা.। ৭ প্র. টী. ৪৪৯।

[৪৪৬] প্র. ঋ. ১।২৩।১২*, ৩।৪।১১*, ৫।৫।১১*, ৭।২।১১*, ১০।৭০।১১*, ১০।১১০।১১; মা. ২০।৪৬*, ২৭।২২*; শৌ. ৫।২৭।১২*।^২ তারকাচিহ্নিত ছাড়াও ঋ. ১।১৪২।১৩, ৯।৫।১১; মা. ২০।৬৬, ২১।৪০, ২৮।১১, ৩৪। ৩ ঋ. ৫।৫।১১, ১০।৭০।১১; মা. ২১।২২, ৪০, ২৮।৩৪। ৩ ঋ. ১।১৪৮।১২, ১০।১১০।১১; মা. ২৯।১১। ৩ ঋ. ১০।১১০।১১। ৩ মা. ২৯।১১।

[৪৪৭] প্র. মা. ২৮।১১, প্রৈ. ১৩।^৩ দেবতার কেউ হবির্ভাক্, কেউ-বা সূক্তভাক্; কেউ আবার দুইই (নি. ৭।১৩)। ২ প্র. টীম্. ৩৪৫। ৩ ঐরা. ২।১৪। তু. শ. মঙ্গানো জ্যোতিঃ ১০।২।৬।১৮।

কেননা পদ্রুঘ স্বয়ং 'পাংস্ত' বা পণ্ডপৰ্বা—লোম ত্বক্ মাংস অস্থি এবং মজ্জা এই পাঁচটি তার উপাদান। পশুর বপা তার স্তম্ভার নিগূঢ় ধাতু মজ্জার স্থানভুক্ত। বপাহুতি তাই দেবজন্মের জন্য যজ্ঞমানের আত্মসত্তার নিগূঢ় ধাতুকে আহুতি দেওয়া।*

ব্রাহ্মণের বিবৃতি হতে পশুহাগের তাৎপর্য বোঝা যায়। পশু প্রাণের প্রতীক। তাই পশুহাগ হল অন্নপ্রাণময় আধারকে হিরণ্যজ্যোতির্ময় করবার সাধনা। আধার যদি যজ্ঞের বৈদিস্বরূপ হয়, তাহলে তার মধ্যভাগ নাভি হল অগ্নিস্থান দেবযোনি বা চিংকুণ্ড। এইখানে আবার আছে বপা বা চিদবীজ। এই বীজকে অগ্নিতে নিষিক্ত করতে হবে। যোগে নিষেকের রীতি হল একধরনের মূদ্রাসাধন। তাতে শারীরবোধের গতি হয় অন্তরাবৃন্ত—লোম হতে ক্রমে মজ্জার দিকে। মজ্জাতে যখন বোধ জাগ্রত হয়, তখন শূদ্র অশরীর অগ্নিস্রোত উদ্ভবমুখ হয়। সাধক এই শরীরেই হিরণ্ময় পদ্রুঘের সাযুজ্য লাভ করেন। ব্রাহ্মণে সংশ্লিষ্ট এই সাধনার প্রচার আছে উপনিষদে এবং তন্ত্রে।

এলাম দিব্যভাবনার একাদশ পর্বে, দেবতার সঙ্গে যজ্ঞমানের সাযুজ্যে যেখানে অধ্যাত্মসিদ্ধির পূর্ণতা। যে হিরণ্য-গর্ভ বা চিদবীজ তাঁর মধ্যে অন্তর্গত ছিল, তা তাঁরই অভীপ্সার অগ্নিতে নিষিক্ত হয়ে গড়ল তাঁর হিরণ্যশরীর। এই আধারেই উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল বিশ্বচেতনার উল্লাস। তাঁর লোকান্তরের মহাকাশে ফুটল অদ্বিত-বরুণের রহস্যানিথর স্তম্ভতা, তারই বৃকে জাগল সূর্য-সোমের যুগলমুখ চিন্ময় দীপ্তি আর সন্নিবৃত্তির প্রচোদনা, দ্যুলোকের উপান্বেত মন্দিত হল গোত্রভিৎ ইন্দ্র-বৃহস্পতির বজ্রনির্ঘোষ, অন্তরিক্ষে বইল মরুদগুণ আর বায়ুর অনিরুদ্ধ প্রাণের স্ফাবন, আর পৃথিবীতে বিকীর্ণ হল সদ্যোজাত অগ্নির প্রজ্জ্বা [৪৪৮]। যজ্ঞমান তখন বিশ্বরূপ। এই তাঁর দেবতাতি আর সর্বতাতি—দেবতা হয়ে সব হওয়া। বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে শুনছি :

'এস হে অগ্নি সমীক্ষ হতে-হতে এই আধারে—ইন্দ্রকে নিয়ে আর ষরিতগতি বিশ্বদেবগণকে নিয়ে একই রথে। আমাদের (প্রাণের) বহির্ভূতে আসীন হ'ন অদ্বিত সূর্যবরুণের নিয়ে। স্বাহা। বিশ্বদেবতা মৃত্যুহীন হয়ে মেতে উঠুন মাতিয়ে তুলুন (আমায়) [৪৪৯]'—আমার আকৃতিতে তোমায় জড়ালিয়ে তুলেছি, হে তপোদেবতা।

[৪৪৮] তু. ঞ. ৩।৪।১১, ৫।৫।১১, ৭।২।১১, ৯।৫।১১, ১০।৭০।১১, ১১।০।১১; গা. ২।১।২২, ৪০, ২৯।৩৬।

[৪৪৯] ঞ. আ যাহু অগ্নে সমিধানো অর্বাণ্ড ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ, বহির্ভূ ন জ্ঞাতাম্ অদ্বিতঃ সূর্যো স্বাহা দেবা অমৃত্যু মাদয়ন্তাম্ ৩।৪।১১। 'তুরেভিঃ' < V তু 'অভিভূত করা' বা V ত্ব 'ছুটে চলা'। স্বাহা—নিঘণ্টে স্বাহা 'বাক্' (১।১১)। নি. স্বাহেতা এতৎ সূ. আহ ইতি বা, স্বা রাগ্ আহ ইতি বা, স্বং প্রাহ ইতি বা, স্বাহতৎ হরির্ জ্যোতীতি বা ৮।২১। স্বাহা 'বাক্' বা একটি বিশিষ্ট মন্ত্র। নিরুক্তব্যাখ্যার দ্বিতীয় কপে দুর্গ ব্রাহ্মণের ব্যা. উদ্ধার করছেন : 'তৎ স্বা রাগ্ অভ্যর্ষণং জুহুয়ীতি। তৎ স্বাহাকারস্য জন্ম।' এই ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়, স্বাহা উৎসর্গের মন্ত্র। কিন্তু শব্দটির ব্যুৎপত্তি V হু ঠিকমত লাগে না। 'স্বাহা' আর 'স্বধা' যদি জোড়া মন্ত্র হয় (তু. ঞ. রাগ্ ৮ দেবা রাবধুর্ য়ে ৮ দেবান্ স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদান্ ১০।১৪।৩), তাহলে স্বধার মত স্বাহারও বিশ্লেষণ হবে স্ব+আহা। গতার্থক V হা আছে, 'আ'-যোগে তা বোঝাবে আগমন। স্বাহার আরেকটি অর্থ তাহলে হতে পারে, 'আপনি আসা', যেমন স্বধা 'আশ্রয়প্রার্থনা'। মন্ত্রের আরেকটি তাৎপর্য তখন আবহন : 'তুমি আপনি এস, কেননা তুমি "সুহব"।' আবার আবহনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভ্যর্থনা। তাহলে 'সু+আহা' এই বিশ্লেষণও

এইবার এ-আধার দীপ্ত কর তোমার জ্বালার মালায়। তুমি এলেই আসবে বজ্রের দীপ্ত, নিমেষের মধ্যে চিংশস্তিরা ফুটে উঠবে সহস্রদল সুষমায়া। এই যে ভূমানন্দময় প্রাণের আসন বিছিয়ে দিয়েছি অদিতির তরে, তাঁর দিব্যবিভূতির কল্যাণময় আবির্ভাব হ'ক আমাদের মধ্যে। এসো, এসো হে দেবতা—আমার সব যে তোমায় দিলাম। এইবার মৃত্যুজিৎ চিংশস্তির পুঞ্জদ্যুতি আনন্দ উছলে উঠুক আমার মধ্যে।

আপ্রীসুত্তরগুলির মধ্যে যে ভাবনা ও সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে, এইবার তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যাক।

পশুযাগ দ্রব্যযজ্ঞ, কিন্তু তার ভিত্তি জ্ঞানযজ্ঞে। যে-কোনও ক্রিয়ার মূলে রয়েছে ভাব। আগে ভাব, তারপর তার অনুযায়ী ক্রিয়া। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে যে-ক্রিয়াতে, তার দুটি রূপ—একটি বাচিক কবিকৃতি, আরেকটি আঙ্গিক অনুষ্ঠান। প্রাচীন পরিভাষায় একটির পরিণাম সূক্তপ্রবচনে, আরেকটির যজ্ঞে—যার মূখ্য অংগ হল হব্যের আহুতি। দেবতার কেউ সূক্তভাক্, কেউ হবির্ভাক্—আবার কখনও-বা দুই-ই।

যজ্ঞানুষ্ঠান হল বাইরের সাধনা, আর মন্ত্রভাবনা ভিতরের সাধনা। মন্ত্রের বিনিয়োগ দুটিতেই হয়। অর্থজ্ঞান দুয়ের পক্ষেই আবশ্যিক। তাহলে উভয়ক্ষেত্রেই ভাবনা বা জ্ঞানযোগ প্রধান। এবং তা সর্বজনীনও বটে। বিশেষ-কোনও অনুষ্ঠানের অধিকার নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু ভাবনার অধিকার সবারই আছে। এ-ব্যবস্থা চিরকালের। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ পুরোহিত ডাকতে হয়, কিন্তু দেবীর ভাবনার জন্য কাউকে ডাকতে হয় না। পশুযাগের বেলাতেও তা-ই হবে। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক, তার জন্য তোড়জোড় চাই, খুঁটিয়ে তার বিধি-নিষেধ পালন করা চাই। অন্তর্বাণের পথ সোজা, তা সবার জন্যই খোলা।

পশুযাগ অতিপ্রাচীন এবং সর্বজনীন—বৈদিক সাধনার একটি মূলস্তম্ভ। দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক বিশিষ্ট ঋষিকুলেরই আপ্রীসুত্ত আছে। তাদের মধ্যে দেবতাবিন্যাসের ক্রম একই। সুতরাং সুপ্রাচীনকাল হতেই বৈদিক সমাজে এই উপলক্ষ্যে যে একটি বিশিষ্ট সাধনপন্থা সাধারণভাবে অনুসরণ করা হত, তা বেশ বোঝা যায়।

এই সাধনার লক্ষ্য প্রাণের উদ্ভাসন। পশু প্রাণের প্রতীক। স্ফুদ্রদৃষ্টিতে প্রাণ নাড়ীস্পারী। দেহের নাড়ীতন্ত্রকে আশ্রয় করে অশিংশস্তির সাহায্যে প্রাণকে উদ্ভাসিত করা যায়। তা-ই হল পশুযাগের অধ্যাত্মরূপ।

প্রাণের উজ্জান বওয়ার এগারটি পর্বের বর্ণনা আছে আপ্রীসুত্তগুলিতে। সংক্ষেপে তাদের পুনরুল্লেখ করছি। সর্বথই বদ্বতে হবে, এই প্রাণের স্রোত শরীরে স্পষ্ট অনুভূত তরল অগ্নির স্রোত। দেবতা সর্বথই অগ্নি অর্থাৎ সাধকের শ্রম্পাত আধারে অভীপ্সার শিখা। আর এই সাধনার মূখ্য আলম্বন হল মন্ত্র বা মননের বীৰ্য।

হতে পারে, অর্থ 'তোমার আগমন সমুৎপন্ন'। আবাহন, অভ্যর্থনা, উৎসর্গ—তিনটি ভাবনা ওজপ্রাপ্ত। ...স্ববাহা' দেবগণের মন্ত্র, 'স্ববাহা' পিতৃগণের। সূচিত করে দুটি পথ—একটি আত্মোৎসর্গের, আরেকটি আত্মপ্রতিষ্ঠার। একটিতে দেবতা নেমে আসছেন মানুষের মধ্যে, আরেকটিতে মানুষ উঠে যাচ্ছে দেবতার দিকে।

প্রথমে অগ্নিসমিধ্বন বা আধারে সর্বতোদীপ্ত একটা তাপের সৃষ্টি করতে হবে। আধারে তাপ আছেই; ধী বা একাগ্র মননের ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়। তারপর সেই উদ্দীপ্ত তপোজ্যোতির পরিমণ্ডলে অনুভব করতে হবে নক্ষত্রবিন্দুর মত চিৎসত্ত্বের একটি ভ্রূণ। সেই বিন্দুচেতনা হতে একটি উর্ধ্বমুখী শিখার আবির্ভাব হবে। সে-শিখা জ্যোতিরগ্ন এষণার সূচীমুখ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে হৃদয়ে, দেবতার আসন পাতা হবে সেইখানে। তখন হৃদজ্যোতির আলোকে দেবযানের পথে দেখা দেবে সাতটি আলোর তোরণ। তারপর সেই আলোর উজানে ভেসে উঠবে অব্যক্তে বিশ্রান্তির কালো ছায়াপথ। তখন আলো ধরে কালোর সম্বিভূমিতে দাঁড়িয়ে শূন্যে পাওয়া যাবে দেবহৃতির নিরন্তর ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। সে-অনাহতধ্বনির স্পন্দপরিণামে দ্বিভুবনকে অনুভব হবে ত্রিধামূর্তি চিৎশক্তির বিচ্ছুরণরূপে। শক্তি তখন সম্বিচিন্তে জাগাবে রূপকৃৎ সিসৃষ্কার বিপুল প্রবেগ। সে-প্রবেগ নিয়ে সম্বিচেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে এই পৃথিবীরই বৃকে—প্রাণের উর্ধ্বস্রোতোবাহী বনস্পতির মত। তারই অন্তরালে বইবে স্বাহাকৃতির ফণ্ডুধারা, পরম আত্মনিবেদনে দেবতার সঙ্গে মানুষ্যের সাযুজ্যে এইখানেই তার দেবজন্ম সম্বি হবে, ফুটবে তার বিশ্বরূপ।

অগ্নিসমিধ্বনে যার শূন্য, স্বাহাকৃতিতে তার সারা। তাইতে প্রাণের তপস্যার পরম উদ্‌ঘাপন [৪৫০]।

পৃথিবীস্থান দেবতাদের প্রমুখ অগ্নির পরিচয় এইখানে শেষ হল। এবার পৃথিবী আর পৃথিব্যায়তন বস্তু কথ্য।

[৪৫০] আগ্নীদেবতাদের মধ্যে অগ্নিযন্ত্র জীবনের আরোহ-অবরোহের ছবিটি অপূর্ণ হয়ে ফুটেছে। অগ্নির দ্বিবিভাবনাগ্নীলির বিন্যাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। 'সমিধ্ব' হতে 'বাহিঃ' পর্যন্ত ব্যক্তিতেতনার উদয়ন। তারপর 'দেবীর স্ৱারঃ' হতে 'দৈবো হোতারো প্রচেতসৌ' পর্যন্ত সেই চেতনার বিশ্বচেতনায় বিস্ফারণ এবং তার ভুবনপরিভ্রম, আর অবশেষে 'হৃদা' হতে 'স্বাহাকৃত্যঃ' পর্যন্ত তার শক্তির উজ্জ্বল। অথচ শক্তি সেখানে অনিশ্চেষ্ট আত্মসমর্পণের মাধুরীতে কমলীয়া। অগ্নিযন্ত্র জীবনের রমণীয়তা এই স্বাহাকৃতিতে—অগ্নায়ীর কান্তোজ্জ্বল চিদ্বিলাসে।